শ্রীশ্রীসাম্ব-শিবায় নমঃ ।

গন্ধর্ব্বরাজ-শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য-বিরচিত-শ্রীশিবমহিম্নঃ-

স্তোত্রবার্ত্তিকব্যাখ্যানাত্মক-

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ-

নামধেয়-মহাগ্রন্থাবয়বভূত-পঞ্চম-

দণ্ড-বিধান-খণ্ড

শ্রীশাণ্ডিল্যগোত্রজ-শ্রীমদ্দুর্গাদাসদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভ-শ্রীশিবসাযুজ্যসম্পন্ন-

মহোদয়-শ্রীমদঘোরনাথস্বামিসূনু-

ব্রহ্মচারি-

শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-বিরচিত

শ্রীকালীঘট্টস্থ-শ্রীকালিকাভৈরবদৈবতশ্রীনকুলেশ্বর-মন্দির-সুসন্নিহিত-

শ্রীমদঘোর-যোগাশ্রম হইতে

শ্রীশিব-মহিম-প্রচারিণী সমিতির তত্ত্বাবধানে

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-

মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[মূল্য ২।৵ দুই টাকা চারি আনা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ,
১০৭ নং আশুমুখার্জ্জির রোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীসাম্ব-সদাশিবো বিজয়তেতরাম্

গ্রন্থোপক্রম

কালতঃ সূক্ষ্মত্ব-নিবন্ধন কারণত্ব সুস্থিত হইলে, অথবা কার্য্যাপেক্ষা-বশতঃ কার্য্যমাত্রের প্রতি নিয়ত-পূর্ব্বভাবিত্ব, বা পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব-লক্ষণ-নিত্যত্ব-সমন্বিত-কারণত্ব-প্রযুক্ত কালতঃ সূক্ষ্মত্ব সুসমর্থিত হইলে, কালতঃ সূক্ষ্ম, সর্ব্ব-জগৎ-কারণ, নিত্য-সত্য-সনাতন, সর্ব্ব-ব্যাপিস্বরূপ-মহত্ত্ব-মণ্ডিত, অব্যক্ত-মায়া-শক্তি-সম্পন্ন, উর্দ্ধ-সমুচ্ছ্রিত-সমুৎকৃষ্টতর-কূটস্থ-পরম-ব্রহ্ম-পরমেশ্বরাত্মক-মূল-প্রদেশ-সমাশ্রয়ণে সমবস্থিত এই সংসার-বৃক্ষ সর্ব্ব-লোক প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

কিন্তু, আদিতঃ অব্যক্ত, বা অজ্ঞাত-চৈতন্যাত্মক, অন্ততঃ গিরি-সমুদ্রাদি-স্থাবরাত্মা, জন্ম-জরা-মরণ-শোকাদিরূপানেকানর্থ-ব্রাত-সমাব্রাত; সুতরাং ব্রশ্চন, বা ছেদনার্হ, প্রতিক্ষণে অন্যথান্যথা-স্বভাব-ভূষিত, মায়া-মরীচ্যুদক-গন্ধর্ব্ব-নগরাদিবৎ দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপ, অবসানে বৃক্ষবৎ অভাবা-ত্মক, কদলীস্তম্ভবন্নিঃসার, অনেক-শত-পাষণ্ড-বুদ্ধি-বিকল্পাস্পদ, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু-জন-গণ-কর্ত্তৃক অনির্দ্ধারিতেদংতত্ত্ব, বেদান্ত-নির্দ্ধারিত-পরম-ব্রহ্ম-মূলসার, অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মাব্যক্ত-বীজ-প্রভব, অপরব্রহ্মাখ্য-শ্রীপরমেশ্বর-দেবের বিজ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি-দ্বয়াত্মক-হিরণ্যগর্ভরূপ অঙ্কুর, বা প্রাথমিকা-বস্থাভেদান্বিত, সুরাসুর-নর-কিন্নর-বানরাদি-প্রাণি-সমূহের লিঙ্গ-শরীর-বিশেষরূপ-শাখা-মূলস্থান, বা স্কন্ধযুক্ত, সমন্তাৎ তৃষ্ণাসলিল-সেক-সেচন-বশতঃ সমুদ্ভূত-দর্প গর্ব্বোচ্ছ্রায়-বিশিষ্ট, বুদ্ধীন্দ্রিয়, বা জ্ঞানেন্দ্রিয়-সকলের শব্দাদি-বিষয়রূপ-প্রবালাঙ্কুর, বা কিশলয়-সঙ্কুল, শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-বিদ্যোপ-দেশ-লক্ষণ-পত্রাপর-পর্য্যায়-পলাশ-ললিত, যজ্ঞ-দান-তপঃ-স্নান-তর্পণ-সদা-চার-সন্ধ্যা-বন্দনাধ্যয়নাদি-বহুবিধ-ক্রিয়া সুপুষ্প-প্রকরে সুপুষ্পিত, সুখ-দুঃখ-প্রাণি-বেদনাদি-ভেদে অনেক-বিধ-রস-সমন্বিত এই উর্দ্ধ-মূল-বৃক্ষ

প্রাণিগণের উপজীব্য অনন্ত-ফল-সম্পন্ন হইয়া, সর্ব্বলোকলোচনোৎসব সম্পাদন করিতেছে।

অপিচ, ফল-তৃষ্ণারূপ-সলিলাবসেক-বশতঃ প্ররূঢ়-দৃঢ়তর-বন্ধন-স্থানীয়-সাত্ত্বিকাদি-ভাব-নিবহ-দ্বারা জড়ীকৃত-মিশ্রীকৃত-কর্ম্ম-বাসনাদিরূপ অবান্তর-মূল-নিচয়-সমলঙ্কৃত, সত্যাদিনাম-নির্দ্দিষ্ট-লোক-সপ্তকে, বা ভুবন-চতুর্দ্দশকে ব্রহ্মাদি-ভূত-নিচয়-লক্ষণ-পক্ষিগণ-কর্ত্তৃক কৃতনীড়, বা রচিতাস্পদ, প্রাণিগণের সুখ-দুঃখ-সমুদ্ভূত-হর্ষ-শোক-বশতঃ যথাসংখ্য-ক্রমানুসারে সঞ্জাত-নৃত্য-গীত-বাদ্য-সামান্যরূপ-বাদিত্র-কেলি-বিশেষরূপ-ক্ষেলিত-ভুজাবন্ধ-লক্ষণাস্ফোটিতামোদ-বিশেষরূপ-হসিত-হর্ষিত-তজ্জন্য-পরহস্তাত্মাকর্ষণরূপাকৃষ্ট-রুদিত-হাহামুঞ্চমুঞ্চেত্যাদি-বিবিধানেক-শব্দ-কৃত-তুমুলীভূত-মহারাব-রাবিত, বেদান্ত-পঠিত-মহাবাক্য-চতুষ্টয়-বিহিত-জনিত-প্রত্যগভিন্ন-ব্রহ্ম-জ্ঞান-লক্ষণাসঙ্গাপ্রতিবধ্যমান-শস্ত্র-সমুচ্ছেদ, কাম-কর্ম্ম-বাতেরিত-নিত্য-প্রচলিত-স্বভাব, স্বর্গ-নরক-তির্য্যক্-প্রেতাদি, অথবা মহদহঙ্কার-পঞ্চ-তন্মাত্রাদিরূপ অর্ব্বাক্ অবাক্ অধোমুখ-শাখা-সমূহে অবাক্-শাখ, প্রবাহ-রূপে অনাদিত্ব-প্রযুক্ত সনাতন, বা চির-প্রবৃত্ত এই মহাবৃক্ষের প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিতই বেদবিৎ পণ্ডিতগণের বুদ্ধিবিভবাতীত হইতে পারে না।

"ন শ্বোঽপি স্থাতা", "প্রভাতকালপর্য্যন্তং ন স্থাস্যতি", এইরূপ ব্যুৎপত্তি-সিদ্ধ অশ্বত্থরূপী এই সংসার-বৃক্ষের মূল-স্বরূপে যে শুক্র-শুভ্র-শুদ্ধ-জ্যোতির্ম্ময়চৈতন্যাত্মজ্যোতিঃ-স্বভাব, সকল-নিষ্কলাখ্য-স্বরূপ-দ্বয়-সমন্বিত, সাদাখ্য-ব্রহ্মনামা, "ঈশান-মুকুটং দেবং, পুরুষাস্যং সনাতনম্।" ইত্যাদিরূপে বর্ণিত, অষ্টত্রিংশৎকলাময়, পঞ্চাধ্বব্যাপী, পরম-পুরুষ-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব অবস্থিতি করিতেছেন, অমৃত অবিনাশ-স্বভাব পরমার্থসত্যভূতপরম-ব্রহ্মস্বরূপ-শ্রীশঙ্করদেবেই যে বাগারব্ধ, বিকারাত্মক, নামধেয়ানৃত-মর্ত্ত্যার্ত্তভূত, গন্ধর্ব্ব-নগর-মরু-মরীচি-সলিল-মায়াসম, দর্পণোদরে দৃশ্যমান-নগরীতুল্য, পরমার্থদর্শনাভাবাবগমনে সতত নিরত, ব্রহ্মাদি-পিশাচান্ত, বা স্থাবরান্ত-লোক-সকল উৎপত্তি-স্থিতি-লয়কালে নিয়তই শ্রিত আশ্রিত রহিয়াছে, তথা ঘটাদি-কার্য্য যেমন কোনকালেই মৃদাদি-কারণ-সকলকে অতিবর্ত্তন, বা অতিক্রম করিতে পারে না,

সেইরূপ এই লোক-সকলও যে কোনকালেই সর্ব্ব-কারণ-কারণ-ব্রহ্মভূত-শ্রীশঙ্করদেবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে, তাহা সকলেরই সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

স্থির-চর-সুর-নরাত্মক-পরিদৃশ্যমান এই সমগ্র-জগৎ-প্রপঞ্চই যে সর্ব্বজগৎপ্রাণভূত-পরমব্রহ্মস্বরূপ-শ্রীশঙ্করদেবের বিশ্ববীজভূতশ্রীবিগ্রহ হইতে নিঃসৃত নির্গত হইয়া, তৎস্বরূপেই নিয়মতঃ কম্পান-চলন-প্রাণনাদি-ক্রিয়াযুক্ত হইতেছে, তৎপ্রতি কারণ এই যে, বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজভূত, কারণত্রয়হেতু, পরমব্রহ্ম, পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব উদ্যত বজ্রের ন্যায় সুমহদ্ভয়-স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন। অতএব বজ্রোদ্যতকর-স্বামী, শাস্তা, বা প্রভুজনকে মহদ্ভয়স্বরূপে অভিমুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া, ভৃত্যগণ যেমন তদীয়-শাসনানুসারে নিয়মতঃ কার্য্য করিয়া থাকে, সেইরূপ বজ্রোদ্যতকর; সুতরাং মহদ্-ভয়-স্বরূপ-শ্রীশঙ্করদেবের শাসনানুসারেই চন্দ্রাদিত্য-গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাদি-লক্ষণ-সেশ্বর-জগৎ ক্ষণমাত্রকালও বিশ্রাম না করিয়া, নিরন্তর তাঁহার আদেশপ্রতিপালন করিতেছে। সকলনিষ্কলাখ্যরূপদ্বয়ে রূপবান্ শ্রীপরমব্রহ্মত্বসমানাধিকরণ-শ্রীপরমেশ্বরত্বসম্পন্ন-শ্রীশঙ্করদেবের ভয়েই যে অগ্নিসূর্য্যেন্দ্র বায়ুমৃত্যুপ্রভৃতি-দেবগণ তাপদানাদিলক্ষণনিজনিজকার্য্যসম্পাদন করিতেছেন, তাহা অবশ্যই বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থ বিজ্ঞজনগণের বুদ্ধিবিভবাতীত হইতে পারে না। "নহীশ্বরাণাং লোকপালানাং সমর্থানাং সতাং নিয়ন্তা চেৎ বজ্রোদ্যতকরবৎ ন স্যাৎ, স্বামিভয়ভীতানামিব ভৃত্যানাং নিয়তা প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে।"

এইরূপ অক্ষর-পরম-ব্রহ্ম-পরমাত্মভূত-শ্রীশঙ্করদেবের প্রশাসন-প্রতাপবশতঃই যে সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যৌঃ, পৃথিবী, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, অর্দ্ধমাস, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ও গঙ্গাদি-নদী-সকল স্ব-স্ব-নিয়মিত-কার্য্য-সম্পাদন-কল্পে সতত তৎপর রহিয়াছে, তাহা যদি অবশ্য স্বীকরণীয় হয়, তবে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, নিয়মের ব্যতিক্রমে লৌকিক-স্বামী, শাস্তা, বা প্রভুজনের নিকট হইতে ভৃত্য-বর্গের দণ্ডলাভ যেমন অবশ্যম্ভাবী, সেইরূপ জাগতিক-তত্তৎ-কার্য্য-সম্পাদনার্থ বিনিযুক্ত-

ভৃত্য-বর্গ-স্থানীয়, তত্তদধিকার-প্রাপ্ত, আধিকারিক-পুরুষ-ভূত-ব্রহ্মা-বিষ্ণু-সূর্য্য-সোম-শক্র-প্রভৃতি-দেবগণের পক্ষেও যে নিয়মের ব্যতিক্রমে অশেষ-জগদেক-প্রশাস্তা, অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডৈক-নায়ক শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে যথোপযুক্তরূপ দণ্ডলাভ অনিবার্য্য, তাহা সুনিশ্চিত।

শ্রীশিব-হর-শঙ্কর-বিশ্বনাথদেবের পরমানুগ্রহবলে ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশিব-**মহিম-বিকাশাখ্য**-মহাগ্রন্থের যথাক্রমে প্রথম **"দর্শন-খণ্ড"**, দ্বিতীয় **"পঞ্চামৃত-খণ্ড"**, তৃতীয় **"মদন-ভস্ম-খণ্ড"** ও চতুর্থ **"পঞ্চরত্ন-খণ্ড"** প্রকাশিত হওয়ায়, এক্ষণে যথাবসরে প্রকাশিত পঞ্চম-**"দণ্ড-বিধান-খণ্ডে"** পাঠক-মহোদয়গণ দেখিবেন যে, হিত-শাসন-প্রযুক্ত শাস্ত্র-গ্রন্থ-সমূহে প্রাপ্ত, অশেষ-জগৎ-সাম্রাজ্য-সংরক্ষণ-কল্পে প্রণীত, শ্রীপরমেশ্বরীয়-প্রশাসনবচননিচয়াভিহিত-নিয়ম-লঙ্ঘন-ফলে শ্রীশিব-বিদ্বেষ্টা প্রজাপতিপতি-দক্ষ এবং এই মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী দক্ষের পিতা, জগৎ-প্রপঞ্চের আদ্য প্রজাপতি, কমল-যোনি, স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা শ্রীপরমেশ্বরদেব-প্রদত্ত কিরূপ দণ্ডভোগে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বুদ্ধির দোষে অকারণতঃ শ্রীশিব-বিদ্বেষ-পরায়ণ-প্রজাপতি-পতি-দক্ষ শ্রীশিব-সতী সমাগম-বিহীন, বা শ্রীশিবাপমানজনক-যজ্ঞ-মহামহোৎসবানুষ্ঠানাবসরে যজ্ঞ-সংশ্লিষ্ট-কেশব-বাসব-সোম সূর্য্য-বহ্নি-প্রভৃতি-দেব, দেবমাতা অদিতি-সরস্বতী-প্রভৃতি-দেবী ও ভৃগু-প্রভৃতি-ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষি-গণের সহিত যেমন অতিভয়াবহ-সুদুঃসহ-জীবনান্তকর-দণ্ড-ভোগ করিয়াছিলেন, ঘৃণ্য-পাপ-কাম-মদ-মত্ত, উৎপথ-প্রস্থিত, পুত্রী-গমন-সাদর, কমলাসন-ব্রহ্মাও সেইরূপ অত্যুৎকটতর-জীবনান্তকর-দণ্ডভোগ করিয়াছিলেন। অতএব এই সপরিজন-প্রজাপতি দক্ষ ও প্রজানাথ ব্রহ্মার প্রতি বিহিত শ্রীশঙ্করদেবদত্ত-দণ্ডের বিবরণে পূর্ণ হওয়ায়, **শ্রীশিবমহিম-বিকাশের** পঞ্চম-ভাগ **"দণ্ড-বিধান-খণ্ড"** নামে, অভিহিত **হইল**।

এই **"দণ্ড-বিধান-খণ্ড"** পাঠে বিজ্ঞ-বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণ অবশ্যই নিঃসন্দেহে অবগত হইবেন যে, এই বিশাল-বিশ্ব-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র-সম্রাট, নিরঙ্কুশ-নিয়ন্তা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রশাস্তা, নিঃসপত্ন নিয়ামক,

অথর্ব্ব-সর্ব্ব-গর্ব্ব-প্রতাপান্বিত-প্রভু-পরমেশ্বর কে ? এবং যাঁহারা অন্য কোনরূপে কিছু করিতে না পারিয়া, বা "ন দেবঃ শঙ্করাৎপরঃ", "ন তস্য প্রতিমা অস্তি, যস্য নাম মহদ্‌যশঃ।" "ন তৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ", ইত্যাদি-রূপ-বিশিষ্টতর-প্রমাণ-বচন-নিচয়ের প্রতি দৃক্‌পাতও না করিয়া, কেবলমাত্র মুখের কথায় অপ্রতিম-প্রভাব, সর্ব্ব-লোকৈক-নায়ক-শ্রীশঙ্করদেবের সহিত মহাপ্রলয়ে বিলয়ন-শীল-বৈকুণ্ঠবাসি-শ্রীবিষ্ণু-দেবের সমত্ব-কীর্ত্তন-পূর্ব্বক আত্মপ্রসাদ, বা চরিতার্থতালাভ করিতে সতত সচেষ্ট, তাঁহারাও এই **"দণ্ড-বিধান-খণ্ড"** পাঠ করিয়া, নিশ্চিতই নিজ-নিজ-সাবদ্য সিদ্ধান্তের ভ্রান্তত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, সন্দেহ নাই। অলমধিকেনেতি শম্‌।

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৪০ সাল,
তারিখ ২৬শে চৈত্র।

ভবদীয় বশম্বদ-বিনীত-ব্রহ্মচারি-
শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ।

মদীয়-দ্বিতীয়াধ্যাপক-

স্বর্গীয়-দ্বারকানাথ-তর্কভূষণ-মহাশয়ের

শ্রীচরণসরসিজযুগলে

ভক্তি-উপহার

হে দেব! উপনয়ন-সংস্কার-পূর্ব্বক গায়ত্রী-দীক্ষাদাতা উপাধ্যায় পূজনীয় আশুতোষবিদ্যারত্ন-মহাশয়ের স্বর্গ-লাভের অনন্তর আমি দুই বৎসরকাল উচ্ছৃঙ্খলাবস্থায় অতিবাহিত করিয়া, অবশ্যই যথাকালে শুভ-ভাগ্যোদয়-ফলে আচার্য্য-বিহীন আলয়-পরিত্যাগ-পুরঃসর বিদ্যাভ্যাসার্থ আপনার শ্রীচরণ-প্রান্তে উপস্থিত হইয়াছিলাম এবং আপনিও অস্মদীয় অভিপ্রায়-পরিজ্ঞানান্তে সানন্দে আমাকে প্রাচীন-প্রথানুসারে অন্ন ও আশ্রয়-দান-পূর্ব্বক বিদ্যাদান করিয়াছিলেন। আমি তৎকালে আপনার নিকটে নিয়ত অবস্থিতি করিয়া, "মুগ্ধবোধ" ব্যাকরণের কৃদন্তপ্রকরণ হইতে তদ্ধিতপ্রকরণপর্য্যন্ত, কুমার-সম্ভব-কাব্যের প্রথমসর্গ হইতে পঞ্চম-সর্গপর্য্যন্ত এবং হিতোপদেশের মিত্রলাভপর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলাম। হে দেব! অনেকদিন হইতে চলিল, আপনি অমরনগরাভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছেন; সুতরাং আমি আপনার স্বর্গগত-শ্রীচরণ-স্মরণ-পূর্ব্বক ভক্তিভরে মনে মনে আপনাকে অসংখ্যপ্রণাম করিয়া, পুষ্পদন্তাচার্য্য-বিরচিত **শ্রীশিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের** বার্ত্তিক-ব্যাখ্যানাত্মক মৎ-প্রণীত **শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য**-দ্বিগুণিত-মহাভারত-কল্প-মহাগ্রন্থের **পঞ্চমভাগভূত** এই **"দণ্ড-বিধান-খণ্ড"** উপহার-স্বরূপে সমর্পণ করিলাম। হে মহাত্মন্! আপনি সুরবর-পুরবর হইতে প্রসারিত-কর-কমলে মৎ-প্রদত্ত এই **ভক্তি-উপহার** গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্ববৎ স্নেহ-প্রীতি-পূর্ণ-হৃদয়ে আমার প্রতি তাদৃশ-শুভাবহ আশীর্ব্বাদ-প্রয়োগ করুন, যদ্দ্বারা আমি এই সমারব্ধ **"শ্রীশিবকার্য্য"** নির্ব্বিঘ্নে সন্তোষের সহিত সত্বর সমাপ্ত করিতে পারি। ইতি।

কালীঘাট,—নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৪০ সাল।
তারিখ ২৬শে চৈত্র।

ভবদীয় শ্রীপাদপঙ্কজপরাগপ্রার্থী
শ্রীবিপিনবিহারিবেদান্তভূষণ।

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—প্রথম অধ্যায়

অভক্তের অনর্থপ্রাপ্তি, বা দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন

ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতাং,
ঋষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ ! সদস্যাঃ সুরগণাঃ ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুফলবিধানব্যসনিনঃ,
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ ॥ ২১ ॥

অনন্তরাতীত-পঞ্চবিংশ-পরিচ্ছেদে "ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রৎ ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং", এই বিংশ-শ্লোক-ব্যাখ্যানাবসরে মীমাংসক-মত-নিরসন-কল্পে আমি পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে শ্রীভগবান্ পরম-পুরুষ শ্রীমন্মহেশ্বর দেবের প্রসাদ-প্রসন্নতা অর্থাৎ অনুগ্রহবশেই যাজ্ঞিক-জনের ক্রতু-ফল-প্রাপ্তি কথন করিয়াছি। কিন্তু, উক্তশ্লোকের দ্বিতীয়-চরণে ভক্ত-প্রবর পুষ্পদন্তাচার্য্যও অতি নিপুণতার সহিত কৌশলক্রমে "বিহিতানাং শুভ-ফল-জনকত্বানুপপত্ত্যা ধর্ম্মাখ্যং অপূর্ব্বং দ্বারত্বেন কল্পনীয়ম্", অর্থাৎ বিধি-বোধিত অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, অগ্নিষ্টোম, দর্শপৌর্ণমাস, রাজ-সূয় ও পৌণ্ডরীক-প্রভৃতি আশুতর-নাশ-শীল-যজ্ঞ-সকলের কালান্তর-দেশান্তরভাবী স্বর্গ-স্বারাজ্যাদি-শুভ-ফল-জনকতা প্রকারান্তরে উপপন্না না হওয়ায়, দ্বারস্বরূপে "কর্ম্মণো বা কাচিৎ সূক্ষ্মা উত্তরাবস্থা, ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থা" ধর্ম্মাখ্য অপূর্ব্বনামে অবশ্য কল্পনীয়, এতাদৃশ-মীমাংসক-পক্ষ-নিরাকরণ অভিপ্রায়ে "ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে ?" এইরূপ প্রশ্নের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

উক্তরূপে মীমাংসক-মত নিরাকৃত হইলেও, পুনরপি "বিহিতাকরণ-নিষিদ্ধকরণয়োরশুভফলস্য ভগবৎ-প্রসাদাসাধ্যত্বাৎ তদর্থং অবশ্যং অধর্ম্মাখ্যং অপূর্ব্বং কল্পনীয়ম্", অর্থাৎ বিধি-প্রতিপাদিত-নিত্য-সন্ধ্যা-বন্দন, বা নিত্যাগ্নিহোত্রাদি, অথবা অন্যান্যবিধ-যাগ-যজ্ঞাদি, কিম্বা পুত্র-জন্মাদ্যনুবন্ধী নৈমিত্তিক-জাতেষ্ট্যাদি-কর্ম্ম-কলাপের অকরণ, বা অননুষ্ঠান, তথা নিষেধ-বিধি-প্রতিপাদিত নিষিদ্ধ-নিন্দিত-নরকাদ্যনিষ্ট-সাধনকলঞ্জ-ভক্ষণ, বা ব্রহ্ম-হননাদি অধর্ম্ম-হেতুভূত-ক্রিয়া-কলাপের করণ, বা সেবন-বশে দেশ-কালান্তরে অবশ্য অনুভবনীয় অশুভ-ফল-সকলের শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সাধ্যতা সম্ভবপরা না হওয়ায়, তদর্থ অর্থাৎ অশুভ-ফল-সকলের সাধ্যতা-সম্পাদনার্থ অবশ্য সাধন-স্বরূপে অধর্ম্মাখ্য অপূর্ব্বের কল্পনা করিতে হইবে, এইরূপ শঙ্কা-কলঙ্কাঙ্কুর-কলুষিত-হৃদয়ে কোন কোন মীমাংসকম্মন্য প্রত্যবস্থিত হইতে পারেন।

অতএব ভগবান্ পুষ্পদন্ত রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনাদি-জনিত অপরাধবশে অপরাধীর যেমন অনর্থ-ফল-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী, সেইরূপ শ্রীভগবদাজ্ঞা-লঙ্ঘনাদি-জনিত অপরাধবশে অপরাধী জনের অখিলানর্থ-ফল-প্রাপ্তি দৃষ্ট-দ্বার-সাহায্যেই অবশ্য উপপন্না হইবে; সুতরাং অধর্ম্মাখ্য অপূর্ব্ব-কল্পনার কোন আবশ্যক নাই, এইরূপ অভিপ্রায়ানুসরণে দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-লক্ষণ-নিদর্শন-সাহায্যে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের অপ্রসাদবশেই ক্রতু-ফলের অপ্রাপ্তি এবং অনর্থ-প্রাপ্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতি-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্প্রতিতন অর্থাৎ বর্ত্তমানে ব্যাখ্যাতব্যরূপে উপস্থিত "ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতাং", ইত্যাদি শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন।

উক্ত শ্লোকটীর ব্যাখ্যানপ্রণয়নাবসরে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট-বিষয়-সকলের মধ্যে অভক্তের অনর্থ-প্রাপ্তি-লক্ষণ-ষড়্‌বিংশ-বিষয়ের বিশেষ-বিবরণ করিতে হইলে, অগ্রে দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসনরূপ-বৃহদ্-ব্যাপারের বিশেষ-বিবরণ যে নিতান্ত অপেক্ষিত, তাহা বোধকরি কেহই অস্বীকার করিবেন না। অতএব "ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ", ইত্যাদি-শ্লোকার্থের বিস্পষ্টীকরণার্থ অবশ্য-বিবরণীয়-দক্ষযজ্ঞধ্বংস-লক্ষণবিরাট্‌ব্যাপারের পূর্ব্বকালবর্ত্তী প্রতিযোগিস্বরূপে

উপস্থিত দক্ষ-যজ্ঞ-বিষয়ক ইতিহাস-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া, আমি পাঠক-মহোদয়গণকে শ্রীশিব-মহিম-বিকাশাখ্য এই মহাগ্রন্থের মদন-ভস্ম-বিষয়ক-বিংশ-পরিচ্ছেদে বর্ণিতা আদিতঃ দাক্ষায়ণী শ্রীমতীসতীর পরিণয়, কৈলাসযাত্রা এবং শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীসতীদেবীর পরস্পরানুরাগ-বর্দ্ধনান্তা ঘটনাটী স্মরণ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

কালিকা-পুরাণ-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পরিণয়ান্তে দাক্ষায়ণী শ্রীমতীসতীদেবীর সহিত প্রিয়-নিবাস-কৈলাসাবাস প্রাপ্ত হইয়া, নন্দি-প্রভৃতি-পরিজন-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক সতীসখ-শ্রীশঙ্করদেব কিছুদিন যাবৎ শ্রীমতীসতীদেবীসহ বিবিধ-ক্রীড়া-কৌতুক-জনিত-বিমল-বিপুল-দাম্পত্য-সুখ-সম্ভোগের অনন্তর মহাকোষী-প্রপাতে বিহার-কালে কদাচিৎ পরম-দুঃসহ-ঘনাগমকাল সম্প্রাপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, শ্রীমতীসতীদেবী-কর্ত্তৃক "মহতী বাধতে ভীতির্মাং মেঘোত্থা পিনাকধৃক্। যতস্ব তস্মাৎ বাসায়, মাচিরং বচনান্মম। কৈলাসে বা হিমাদ্রৌ বা, মহাকোষ্যামথক্ষিতৌ। তবোপযোগ্যং ত্বং বাসং, কুরুষ্ব বৃষভধ্বজ॥" এইরূপে প্রযুক্ত অনুরোধ, প্রার্থনা, বা আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, পরমেশ্বরী-সতীদেবীর মানস-সন্তোষ-সম্পাদন-সমুৎসুক-মানসে কহিলেন যে, হে মনোহরে! মৎপ্রিয়ে! দারুণ-বর্ষাকালেও প্রালেয়ালয় অর্থাৎ হিমালয়ের নিতম্ব-দেশ-পর্য্যন্ত মেঘগণ বিচরণ করিতে পারে বটে; কিন্তু তদূর্দ্ধে গমন করিতে কদাচ সমর্থ নহে। হে মহাদেবি! এই জলদ-জাল মদীয়-প্রিয়াবাস-কৈলাসাবাসের মেখলা-দেশ-পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে সমর্থ; কিন্তু তদূর্দ্ধ-দেশে কদাচ গমন করিতে সমর্থ নহে; তথা পুষ্করাবর্ত্তকাদি-বলাহকগণও সুমেরু-পর্ব্বতের জানুমূল-পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া, তদূর্দ্ধ-দেশ-সঞ্চরণে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া থাকে।

অতএব হে মহাদেবি! এই সকল গিরীন্দ্রের মধ্যে যে গিরীন্দ্রের মস্তকোপরি আমি তোমার নিবাসার্থ তোমার প্রীতি-সাধনার্থ বাস-ভবন স্থাপন করিব, মেঘ-সকল কোন কালেও তথায় গমন করিতে পারিবে না, অতিবেগ-সম্পন্ন হৃদয়-বিদারক বায়ু-সকল বহমান হইতে পারিবে না, কদম্ব-কুসুম-পরাগ-মিশ্রিত-পাথোলেশ অর্থাৎ জল-কণ-বাহী পবনাপর-

পর্য্যায়প্রভঞ্জনের প্রসরণ প্রতিষিদ্ধ হওয়ায়, হৃদয়-কম্পন অনুভূত হইবে না, ধারাসার-বিমুঞ্চন-পরায়ণ-বিদ্যুৎ-পতাকা-পরিশোভিত-বারিবাহ-সকলের উচ্চ-গর্জ্জিত শ্রবণ-বিবরে নিরন্তর প্রবেশ করিয়া, অতর্কিত-ভাবে কর্ণ-পটহে সুতীব্র আঘাত-পূর্ব্বক তোমার নিরতিশয়-ভীতি, বা বিরক্তির সঞ্চার করিবে না, অথবা মানস-সরোবরে সঞ্জাতকমল-কুসুম-কোমল-ভবদীয়-মানসকে বিক্ষুব্ধ করিবে না, তথায় বাস করিলে, "ন সূর্য্যো দৃশ্যতে নাপি, মেঘাচ্ছন্নো নিশাকরঃ", একথা বলিবারও অবসর থাকিবে না, বিরহি-জনের প্রাণান্তকরী বর্ষা-কালীনা রাত্রির ন্যায় ঘন-কৃষ্ণ-মেঘ-সমাগম-নিবন্ধন দিবাভাগও অন্ধকারাচ্ছন্নরূপে প্রতীত হইবে না, পবন-পরিচালিত-পয়োধরগণ একত্র অবস্থানে অসমর্থতা-প্রযুক্ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ-কালে কর্ণ-কঠোর ধ্বনি করিবে না, কিম্বা লোক-সকলের মস্তকে পতিতপ্রায়ও পরিদৃষ্ট হইবে না।

কিঞ্চ, হে মনোহরে! তথায় কামুক-জনগণের অভিলষিত, তথা ভীরু-জনগণের বিত্রাসক, বাতাহত-মহাবৃক্ষ-সকল উন্মূলিত, বা উৎপাটিতাবস্থায় অম্বরতলে নৃত্য-পরায়ণের ন্যায় প্রতিভাত হইবে না, স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জন-শ্যামল-জলদ-জালের পৃষ্ঠে, বা নিম্নতলে সঞ্চরণশীলা বলাকাবলী যমুনা-জল-স্থিত-ফেনরাশির ন্যায় সাতিশয় বিভাতা হইবে না, বারিধির বিশালোদর-বিবরগত-সুনীল-সলিল-রাশির উপরিতলে উল্লসিত-সন্দীপ্ত বড়বামুখ-পাবকের ন্যায় নব-নীল-জলদ-জালোপরি ক্ষণে ক্ষণে এই চঞ্চলা, অর্থাৎ ভবদীয়-বিকসিতশোণ-শতদল-দল-সদৃশ- সুন্দরাকর্ণ-বিশ্রান্ত- লোচন-প্রভা-পহারিণী সৌদামিনী পরিদৃষ্টা হইবে না, অন্যস্থানের কথা আর কি বলিব? এখানে মন্দির-প্রাঙ্গণ-সকলেও যেমন শষ্পোদ্ভূতি দেখা যাইতেছে, এইরূপ তথায় যত্র তত্র শষ্পাঙ্কুরোদ্গমও পরিদৃষ্ট হইবে না, সম্প্রতি ধারাসার-শর-নিকর-সাহায্যে তাপ-লক্ষণ-শত্রুকে ভেদ করিবার জন্য গগনাঙ্গন-গাত্রে যেমন শক্র-চাপ-কর্তৃক আস্পদ স্থাপিত হইয়াছে, এইরূপ তথায় সুনীলনভস্তলে শতক্রতু-কোদণ্ড-কর্তৃক আস্পদ স্থাপিত হইবে না, এখানে মেঘ-সকলের করকোৎকর-সাহায্যে অনুগত-ময়ূর ও চাতকসকলের প্রতি নির্দ্দয়-তাড়না-লক্ষণ

যে দুর্নয় পরিদৃষ্ট হইতেছে, তথায় মেঘ-নিচয়ের তাদৃশ-দুর্নয় অবলোকন করিতে হইবে না, তথা মিত্র-মেঘের নিকট হইতে শিখী ও সারঙ্গ-কুলের পরাভব-প্রাপ্তি অবলোকন করিয়া, অত্রস্থ রাজহংস-সকল যেমন সুদূরবর্ত্তী হইলেও, মনের দুঃখে মানস-সরোবরে গমন করিতেছে, সেইরূপ তত্রত্য রাজহংস-সকল কদাপি মানস-সন্তাপ-নিবন্ধন অন্যত্র গমনে বাধ্য হইবে না।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে প্রথম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীশঙ্করদেব দক্ষ-নন্দিনী শ্রীমতীসতীদেবীর মনঃ-প্রীতি-সম্পাদনার্থ তথা প্রাবৃট্‌-কাল-সুলভমেঘোত্থ-ভীতি-নিবারণার্থ উপযুক্তস্থানে যথাযোগ্য-বাস-ভবন-নির্ম্মাণ-বিষয়িণী-প্রতিশ্রুতির অনন্তর পুনরপি কহিলেন, হে সর্ব্ব-দেবেশ্বরি! আমি গতগ্রন্থে হিমালয়, কৈলাস ও সুমেরু-সংজ্ঞক যে গিরিবর-ত্রয়ের কথা কীর্ত্তন করিয়াছি, "এতেষু চ গিরীন্দ্রেষু, যস্তোপরি তবেহতে। মনঃপ্রিয়ে! নিবাসায়, তমাচক্ষ্ব দ্রুতং ময়ি।" অথবা হে বিশাল-লোল-লোচনে! দেবি! ত্বদীয় অভিপ্রায়াবগতির পূর্ব্বেই তোমার সহিত সুদৃঢ়-সখিত্ব-নিবন্ধন আমার মনে হইতেছে যে, তুমি শ্রীমান্‌ হিমাচলের সুশোভন শ্রীঅঙ্গে সর্ব্বোচ্চশিখরোপরি অধিবসতি-স্থান-নির্ম্মাণে অভিমত প্রকাশ করিবে। কারণ, আমি অবগত আছি যে, তুমি সদাকাল কৌতুকপ্রিয়া। এই সর্ব্বতঃ সুশোভন-হিমাচলে সার্ব্বদিক-কেলি-ক্রীড়া-কৌতুক-লীলা-বিলাস চিরবিরাজমান রহিয়াছে। হিমাচলস্থ-শকুন্ত-বর্গ সতত-স্বেচ্ছা-বিহার-দ্বারা, সুবর্ণময়-লক্ষলক্ষ-পক্ষ-সঞ্চালনবশে অনবরত-সমুৎপন্ন-মৃদুমন্দানিলবৃন্দ-দ্বারা, তথা নিজ-নিজ-মধুরস্বন-সাহায্যে তোমার কৌতুক উৎপাদনে কারণভাব প্রাপ্ত হইবে।

কিন্তু, "হিমোত্থে গিরৌ শকুন্ত-বর্গৈঃ স্বেচ্ছা-বিহারৈঃ সুবর্ণ-পক্ষানিল-বৃন্দ-বৃন্দৈঃ মধুর-কূজনৈশ্চ যথা তব কৌতুকানি সদোপদেয়ানি", সেইরূপ হে দেবি! সিদ্ধাঙ্গনাগণও তোমার সহিত সনাতনী-সখিতা ইচ্ছা করিয়া, তথা ফলাদি-দানক-দ্বারা, বা স্বেচ্ছাবিহার-দ্বারা সকৌতুকা উপকৃতি সাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া, বিবিধ-বিচিত্র-মণি-কুট্টিম-মণ্ডিত-গিরিবর-হিমালয়ে শুভাগমন করিবেন। একদিকে যেমন "সিদ্ধাঙ্গনাস্তে সখিতাং সনাতনীং, ইচ্ছন্ত্য এবোপকৃতিং সকৌতুকাম্‌। স্বেচ্ছাবিহারৈর্ম্মণিকুট্টিমে গিরৌ, কুর্ব্বন্ত্য এষ্যন্তি ফলাদিদানকৈঃ।" অপরদিকেও সেইরূপ দেব-কন্যাগণ, গিরিকন্যাগণ, নাগ-কন্যাগণ, তথা কিন্নর-কন্যাগণ, ইঁহারা

সকলেই সর্ব্বকাল আমোদ-প্রমোদে ক্রীড়া-কৌতুকে, লীলা-বিলাসে, অথবা অনুমোদ-বিভ্রমে তোমার প্রতি সহয়তা-সমাচরণ করিবেন। কিন্তু, হে দেবি! ত্রিভুবনে অতুলনীয় তোমার এই রূপ ও সুচারু-বদন-মণ্ডল অবলোকন করিয়া, দেব-কন্যা, গিরিকন্যা, নাগকন্যা ও তুরঙ্গম-মুখী-কিন্নর-কন্যাগণ যখন নিজ-নিজ-শরীর, তথা স্ব-স্ব-শরীর-গত-রূপ-লাবণ্য, বা কান্তি-সজ্জা অবলোকন করিয়া, স্ব-স্ব-শরীর-সৌন্দর্য্যে, রূপ-লাবণ্যে, যৌবন-বিলাসে, সদ্‌-গুণ-মাধুর্য্যে, বা সর্ব্ববিধ-সুখ-সৌভাগ্য-সুভগতার প্রতি সর্ব্বদা অবহেলা করিবেন, তাদৃশাবসরে তাঁহারা তোমার রূপ-মাধুর্য্য, শরীর-শোভা-সৌন্দর্য্য, বা কুসুম-কোমল-কমনীয়-কান্তি-দর্শনে আগ্রহাধিক্য-নিবন্ধন নিত্য-কাল তোমার রূপ-লাবণ্য-দর্শনাভিলাষে অনিমেষেক্ষণ-চারুরূপে তোমার সমীপে অবস্থিতি করিবেন।

হে দেবি! যেমন "রূপং ভবেদমতুলং বদনং সুচারু, দৃষ্টাঙ্গনা নিজ-বপুর্নিজ-কান্তি-সজ্জম্। হেলাং নিজে বপুষি রূপগুণেষু নিত্যং, কর্ত্তার ইত্যনিমিষেক্ষণ-চারুরূপাঃ।" সেইরূপ "যা মেনকা পর্ব্বতরাজজায়া, রূপৈগুণৈঃ খ্যাতবতী ত্রিলোকে। সা চাপি তে তত্র মনোঽনুমোদং, নিত্যং করিষ্যত্যথ সূচনাদ্যৈঃ।" অর্থাৎ রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, তথা সর্ব্ববিধ-সুখ-সৌভাগ্যে যিনি লোকত্রিতয়ে বিখ্যাতা, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কৃতাভিষেকা মনোজ্ঞা মহিষী সেই মেনকা-দেবীও সূচনা, বা অভ্যর্থনাদি-দ্বারা সেখানে নিত্য-কালই তোমার মানসিক আনন্দবিধান করিবেন। অপিচ, গিরিরাজ-বংশীয়া গিরিরাজ-বন্দিতা অশেষ-সদ্‌গুণবতী সেই সকল পুরস্ত্রী প্রতিদিনই তোমার সহিত উদাররূপ অর্থাৎ সারল্য-পূর্ণপ্রীতির বিস্তার-সাধন করিবেন। তথা হে দেবি! হিমালয়ে অবস্থিতিকালে পূর্ব্বোক্ত-পুরন্ধ্রি-বর্গের সাধু-জন-সম্মত-সদ্‌গুণ-সমূহের প্রতি প্রীতিযুতা হইয়া, তুমিও অন্বহ স্বকুলোচিত-সুশিক্ষালাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্তা হইবে।

অতএব হে দেবি! কোকিল-কুলের বিচিত্রকুহুরবে তথা অন্যান্য-বিধ-বিহঙ্গমগণের কাকলীধ্বনি-সাহায্যে সদাকাল মুখরিত, সুতরাং

আনন্দময়কুঞ্জ-কানন-গণে সমাবৃত, স্থল-বিশেষে সর্ব্বদা বসন্ত-প্রভব-বিবিধ-জাতীয়-সুগন্ধ-পূর্ণ-প্রস্ফুটিত-প্রসূন-প্রকরে পরিশোভিত, স্বচ্ছ-সলিল-রাশি-পরিপূর্ণ-শত-শত-সরোবরে আবৃত, পদ্মিনী-শতে সংযুক্ত-পুষ্করিণীনিচয়ে পরিব্যাপ্ত, সর্ব্ব-কাম-ফল-প্রদ-কল্প-সংজ্ঞক-শাদ্বল-পাদপ-সমূহে সমাকীর্ণ, প্রশস্ত-শ্বাপদগণে সংচ্ছন্ন, মুনি ও যতিগণে পরিবৃত-দেবালয়-সমূহে উপশোভিত, উপভোগ-যোগ্য-পুষ্প-প্রকরে আস্তীর্ণ, নানা মৃগগণে পরিসেবিত, স্ফটিক, স্বর্ণ ও রজতময়-বপ্রাদি-দ্বারা বিরাজিত, বা বেষ্টিত, মানসাদি-সরোবর-বর্গ-সাহায্যে অভিতঃ সুসজ্জিত, রত্ননালোপরি অবস্থিত-বিকসিত-হিরণ্ময়-পঙ্কজ, তথা কমল-মুকুলে-বিরাজমান, অনন্ত-শোভার আধার-স্বরূপ হিমালয়ে কি তুমি গমন করিতে ইচ্ছা কর ? যদি হিমালয়-গমনে তোমার অভিরুচি হয়, তবে হে প্রিয়ে ! তুমি হিমালয়ে বসতি-সময়ে তত্রস্থ-সরোবর, পুষ্করিণী, বা হ্রদ-সকলে ক্রীড়া-পরায়ণ-শিশুমার-শঙ্খ-কচ্ছপ-মকর-মৎস্য-প্রভৃতি-জলচর-জীব-গণকে অবলোকন করিয়া, বিপুল আনন্দ অনুভবে সমর্থা হইবে।

কিন্তু, হে দেবি ! মঞ্জুল-নীলোৎপলাদি-বিবিধ-জাতীয়-জলজপুষ্প-দ্বারা নিষেবিত, স্নানকালে শত-শত-সুর-সুন্দরীগণের অঙ্গ-বিধৌত-বিবিধ-গন্ধদ্রব্য, কুঙ্কুম এবং পরিভ্রষ্ট-বিচিত্র-কুসুম-মাল্যের সৌরভ-বাসিত-স্বচ্ছ-কান্তি-জলে পরিপূর্ণ-সলিলাশয়-সকল তোমার নেত্রোৎসবসম্পাদন করিবে, উক্ত-জলাশয়-সকলের উপশোভাকারী তীরস্থ অত্যুন্নত-শাদ্বল-তরুরাজি পবনপ্রবাহে প্রকম্পিতনৃত্য-পরায়ণ-শাখা-নিচয়-সাহায্যে হিমালয়-সম্ভূতা উচ্চ-সম্পদ্, বা ঐশ্বর্য্যগাথাকীর্ত্তন করিবার জন্যই যেন, তোমার নিকটে সমাগত হইবে এবং হিমালয়স্থ-স্বচ্ছ-সরোবরসলিলে আনন্দভরে ভাসমান-কাদম্ব অর্থাৎ কলহংস-কুল, সারস-শ্রেণী ও মত্ত-চক্রাঙ্গগ্রাম আমোদকারী মধুর আরাব-সাহায্যে তথা সমীপাগত-শাখি-শাখাস্থ-মকরন্দ-পূর্ণ-মনোভিরাম-মুক্তদল-কুসুমাধারে পুষ্প-রস-পানার্থ উপবিষ্ট-ভ্রমর-নিকর মানস-মোহন-মধুর-গুঞ্জন-সাহায্যে তোমার হৃদয়-মধ্যে বিমল-বিপুলানন্দ-সুধা-ধারা প্রবাহিতা করিবে।

অথবা হে দেবি! দেবরাজ-বাসব, কুবের, যম, বরুণ, অগ্নি, কৌণপরাজ, মারুত, ও আমি, তথা অন্যান্য-দেব-শ্রেষ্ঠগণের সর্ব্বতঃ সুরচিত-সুশোভিত-পুরী-সমূহে শোভিত-শিখর, রম্ভা-শচী-মেনকাদি-রম্ভোরুগণে নিষেবিত, দেবগণের আবাস-ভূমি, উচ্চ-চূড়, সর্ব্ব-সারভূত, মহাগিরি-সুমেরু-পর্ব্বতে তুমি বাস করিতে ইচ্ছা কর কি? যদি তুমি সুমেরু-পর্ব্বতে গমন করিতে ইচ্ছা কর, তবে "তব দেবী-শত-যুতা, সাপ্সরোগণ-সেবিতা। নিত্যং চরিষ্যতি শচী, তব যোগ্যাং সহায়তাম্।" অথবা কুবের-নগরশোভিত, গঙ্গা-জল-প্রবাহ-পূত, পূর্ণচন্দ্র-সম-শুভ্র-বর্ণ, সজ্জনাশ্রয়-ভূত, আমার চিরবাসস্থান-গিরিশ্রেষ্ঠ-কৈলাস-পর্ব্বতে তোমার বাস করিতে ইচ্ছা হয় কি? উক্ত অচলেন্দ্র-কৈলাসের দরী ও সানু-প্রদেশে সদাকাল যক্ষ-কন্যা দেব কন্যা ব্রহ্ম-কন্যা ও নাগ-কন্যাগণ ক্রীড়া-বিহারার্থ বিচরণ করিয়া থাকে। কিঞ্চ, নানা-মৃগগণে সেবিত, পদ্মাকর-শতে আবৃত, গুণ-সম্পদে সম্পূর্ণরূপে সুমেরু-পর্ব্বতের সদৃশ উক্ত পর্ব্বত-প্রবরে যদি তোমার বাস করিতে ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে বল। হে সুন্দরি! তোমাকে আর অধিক কি বলিব? স্থানেষ্বেতেষু যত্রাস্তি, তবান্তঃকরণস্পৃহা। তদ্দ্রুতং মে সমাচক্ষ্ব, বাসং কর্ত্তাস্মি তত্র তে।"

শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে শ্রীসতীদেবীর বাস-বিষয়ক অভিপ্রায়-পরিজ্ঞানার্থ বচনসকল বিন্যস্ত হইলে, দাক্ষায়ণী শ্রীমতীসতীদেবী ধীরে ধীরে কোমল-মধুর-ভাবে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে স্বেচ্ছা-প্রকাশনপর এই বাক্য বলিলেন যে, "হিমাদ্রাবেব বসতিমহমিচ্ছে ত্বয়া সহ। ন চিরাৎ কুরু বাসং ত্বং, তস্মিন্নেব মহাগিরৌ।" অনন্তর শ্রীমতীসতীদেবীর তাদৃশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম-মোদিত শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতী দাক্ষায়ণীদেবীর সহিত মরীচ-বন-রাজিত, মেঘ, বা পক্ষি-প্রভৃতির অগম্য, সিদ্ধাঙ্গনাগণে আকীর্ণ অত্যুচ্চ-হিমাদ্রি-শিখরে গমন করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—তৃতীয় অধ্যায়

অনন্তর সতীসখ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব কনক-রূপ্য-প্রভৃতি-ধাতু-মণ্ডিত, স্ফটিকাশ্মময়, বালার্ক-সদৃশ, রত্ন-কর্ব্বুর, শালদ্রুম-রাজিত, বিচিত্র-পুষ্প-বল্লী-সরঃ-সমূহে-শোভিত, প্রফুল্লতরু-শাখাগ্রস্থিত-গুঞ্জন পরায়ণ-ভ্রমরগণে ভূষিত, প্রফুল্ল-পঙ্কেরুহ, তথা নীলোৎপল-চয়ে বিরাজিত, বিদ্যাধরী, দেবী, কিন্নরী, সিদ্ধাঙ্গনা, তথা পুরন্ধ্রীপার্ব্বতী-কন্যা-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক বিহারিত, ক্রৌঞ্চ, নীলকণ্ঠ, প্রমত্ত-সারস, চক্রবাক, কাদম্ব, তথা পুংস্কোকিলগণের কলস্বনে শব্দিত, নানা-জাতীয়-মৃগগণে সমন্বিত, শৈলরাজ-পুরাভ্যাসে অবস্থিত, সুশোভনহিমালয়-শৃঙ্গে স্বর্গ-সম-স্থানে বাস-ভবন-স্থাপন-পূর্ব্বক প্রমুদিত-মানসে শ্রীমতীসতীদেবীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। দেব-মানের দশ-সহস্র-বৎসর-পরিমিত-বিহার-কালের মধ্যে কদাচিৎ শ্রীশঙ্কর-দেব সতীসহ কৈলাসে, কদাচিৎ সুমনোহর-সুমেরু-পর্ব্বতে, কদাচিৎ দিক্‌পালগণের উদ্যানে, কদাচিৎ বসুধাতলে গমন করিতেন। এইরূপে ভাবাম্বু সেচন-সাহায্যে পরস্পরানুরাগ-বর্দ্ধনকালে শ্রীশঙ্করদেব স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, নানা স্থানে পরিভ্রমণান্তে পুনরপি হিমাদ্রি-শিখরে মহাকোষী-প্রপাতে প্রত্যাগত হইয়া, শ্রীমতীসতীদেবীর সহিত বিহারে প্রবৃত্ত হইলে, কদাচিৎ শ্রীঈশানদেবকে দর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বকালে সুরগণ, অসুরগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-শ্রেষ্ঠগণের সহিত হিমালয়-শিখরে গমন করিয়াছিলেন।

যৎকালে শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীদেবীদাক্ষায়ণী দিব্যাতিদিব্য আসনে উপবিষ্টা হইয়া, পূর্ব্বোক্তদেবাসুরগণকে দর্শন-দান করিতেছিলেন, তৎ-কালেই প্রজাপতি দক্ষও "জামাতরং হরং দ্রষ্টুং, দ্রষ্টুং চাত্মসুতাং সতীম্।" হিমালয়-শিখরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পরন্তু তৎকালে দেবী-সতী আত্ম-গৌরববশতঃই-পিতা দক্ষ সমাগত হইলেও, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতিদেববর, বা সাধারণ-সুরাসুর-সিদ্ধ-পরমর্ষি-প্রভৃতি হইতে পিতা বলিয়া, ব্রহ্মনন্দন-

দক্ষের প্রতি বিশেষভাবে অধিকতর কোনরূপ সমাদর-প্রদর্শনের কথা স্মরণ করিতে পারেন নাই। কিঞ্চ, তৎকালে এতাবন্মাত্র কারণ, বা ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া এবং কন্যা হইলেও, স্বীয়-কন্যা-সতীদেবীর পরমভাব-স্মরণে, বা বিচারালোচনা-দ্বারা পরিজ্ঞানে যত্নপরায়ণ না হইয়া, কেবল মাত্র আমার পুত্রী, এইরূপ ভাব-প্রবণতা-প্রযুক্ত বিমূঢ়প্রায় দক্ষ মনে মনে সতীদেবীর প্রতি বিষম-বিদ্বেষভাব স্থাপন করিলেন।

তথা একদা এই প্রজাপতি-দক্ষ যদৃচ্ছা-বশবর্ত্তী হইয়া, একাকী বিচরণ করিতে করিতে, তীর্থ-সকলের মধ্যে উত্তম-তীর্থ, ক্ষেত্র-সকলের মধ্যে উত্তম-ক্ষেত্র-নৈমিষারণ্যে গমন করিয়াছিলেন। দক্ষ-প্রজাপতি নৈমিষারণ্যে সমাগত হইলে, তত্রস্থ-মুনি-মহর্ষিগণ ও সুরা-সুরগণ, সকলেই ব্রহ্ম-নন্দন-দক্ষকে সমাগত হইতে দেখিয়া, সমুৎ-সুক-হৃদয়ে হস্তে অর্ঘ্য-পাত্র-গ্রহণ-পূর্ব্বক যুগপৎ সমুত্থিত হইয়া, পাদ্য ও অর্ঘ্য-প্রদানান্তে যথোচিত-সৎকার, স্তুতি ও প্রণিপাত-দ্বারা তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। পক্ষান্তরে উক্ত-নৈমিষারণ্যক্ষেত্রস্থ-মুনি-মহর্ষি-সুরা-সুর-সমাজের শিরোভাগে দিব্যাতিদিব্য-পরমাসনে শ্রীশঙ্করদেবও তৎকালে অবস্থিতি করিতেছিলেন। "যস্যাজ্ঞয়া জগৎস্রষ্টা, বিরিঞ্চিঃ পালকো হরিঃ। সংহর্ত্তা কালরুদ্রাখ্যঃ", সেই অশেষ-ভুবনেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্ম-নন্দন-দক্ষকে সমাগত ও সুরাসুর-মুনি-মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইতে দেখিয়াও স্বয়ং উত্থানাভিবাদনাদি করিলেন না।

এই কারণ-বশতঃ দক্ষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তত্রস্থ-মুনিমহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, হে বিপ্রবরগণ। আমি যে কোন স্থানেই গমন করি না কেন, সর্ব্বত্রই সুরাসুরগণ সমুৎসুক হইয়া, অত্যন্ত আদর, ভক্তি ও সম্মানের সহিত আমাকে প্রণাম করিয়া থাকেন। পরন্তু ভূত-প্রেত-পিশাচ-যুক্ত, শ্মশানবাসী এই মহাত্মা শঙ্কর নিরপত্রপ-দুর্জ্জন-ব্যক্তির ন্যায় আমাকে প্রণাম করিতে-ছেন না কেন? পাষণ্ডাচার-পরায়ণ-দুর্জ্জন-পাপশীল-জনগণই মাদৃশ-বিপ্র-বর্য্যকে অবলোকন করিয়াও, উদ্ধত, ও উন্মদ-জনোচিত অসভ্য-ব্যবহার করিয়া থাকে। তাদৃশ উদ্ধত উন্মদ-পাপশীল দুর্জ্জনগণ যেহেতু

সজ্জন-গণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বথা বধ্য, ত্যজ্য, বা তিরস্কার্য্য, অতএব আমি এই অশিষ্টাচার-পরায়ণ-মহাদেবের প্রতি শাপ-প্রদানার্থ উদ্যত হইতেছি। "ইত্যেবমুক্ত্বা স মহাতপাস্তদা, রুষান্বিতো রুদ্রমিদং বভাষে। শৃণ্বন্ত্বমী বিপ্রতমা ইদানীং, বচো হি মে কর্ত্তুমিহার্হথৈতৎ। রুদ্রো হ্যয়ং যজ্ঞবাহ্যঃ কৃতো মে, বর্ণাতীতো বর্ণপরো যতশ্চ।"

দক্ষপ্রদত্ত উক্তরূপ-শাপ-বচন শ্রবণ করিয়া, ক্রুদ্ধ শ্রীশিবানুচর-নন্দী কহিলেন যে, ওহে মহাপ্রভ! শাপদ! দক্ষ! তুমি আমার স্বামী এই শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে কোন্ সাহসে, কোন্ যুক্তি-বলে, কোন্ প্রমাণবলে যজ্ঞবাহ্য করিতে উদ্যত হইয়াছ? যাঁহার স্মরণ-মাত্রেই এই সমস্ত-যজ্ঞ সফলতা লাভ করে, যজ্ঞ-দান-তপস্যা-প্রভৃতি-যাবতীয়-শুভ-পুণ্য-কার্য্য, বা বিবিধ-তীর্থসকল যাঁহার নাম-মাত্র-যোগে পবিত্রতা লাভ করে, সেই সর্ব্ব-গতি শ্রীপতি, যজ্ঞ-পতি, দান-পতি, তপঃপতি, তীর্থ-পতি, দ্যু-পতি, ধরণী-পতি শ্রীপশুপতিদেবকে যে শাপ-প্রদানদ্বারা তুমি যজ্ঞবাহ্য করিতে উদ্যত হইয়াছ, ইহা কি তোমার পক্ষে নিতান্ত-ধৃষ্টতার পরিচায়ক নহে? অতএব "বৃথা তে ব্রহ্ম-চাপল্যাৎ, শপ্তোহয়ং দক্ষ দুর্ম্মতে! যেনেদং পালিতং বিশ্বং, সর্ব্বেণ চ মহাত্মনা। শপ্তোহয়ং স কথং পাপ! রুদ্রোহয়ং ব্রাহ্মণাধম?"

শ্রীশঙ্করদেবের অনুচর ভগবান্ নন্দীশ্বর-কর্ত্তৃক উক্তরূপে নির্ভৎসিত হইয়া, রোষ-সমন্বিত-প্রজাপতি-দক্ষ শ্রীমান্ নন্দীর প্রতিও শাপ-প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। "যূয়ং সর্ব্বে রুদ্রবরা, বেদ-বাহ্যাশ্চ বৈ ভৃশম্। শপ্তা হি বেদ-মার্গৈশ্চ, তথা ত্যক্তা মহর্ষিভিঃ। পাষণ্ড-বাদ-সংযুক্তাঃ, শিষ্টা-চার-বহিষ্কৃতাঃ। কপালিনঃ পানরতাঃ, তথা কালমুখা হ্যমী। ইতি শপ্তাস্তদা তেন, দক্ষেণ শিবকিঙ্করাঃ।" শ্রীমান্ নন্দীশ্বরপ্রভৃতি-শিব-কিঙ্করগণ তৎকালে ব্রহ্ম-নন্দন-দক্ষ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিশপ্ত হইয়া, বিপুল-ক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক দক্ষের প্রতি শাপ-প্রদান করিবার উপক্রম করিলেন এবং এই কথা বলিলেন যে, হে বিপ্র! আমরা সাধুশীল-শিবকিঙ্কর, বৃথাব্রহ্ম-চাপল্য-বশে তুমি আমাদিগকে অভিশপ্ত করিয়াছ, অতএব আমরাও তোমার প্রতি অভিশাপ প্রদান করিতেছি।

"বেদবাদরতা যূয়ং, নান্যদস্তীতি বাদিনঃ। কামাত্মানঃ স্বর্গপরা, লোভ-মোহ-সমন্বিতাঃ। বৈদিকঞ্চ পুরস্কৃত্য, ব্রাহ্মণাঃ শূদ্র-যাজকাঃ। দরিদ্রিণো ভবিষ্যন্তি, প্রতিগ্রহ-রতাঃ সদা। দক্ষ! কেচিদ্ ভবিষ্যন্তি, ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্ম-রাক্ষসাঃ।"

অত্যন্ত-কোপপরায়ণ-ভগবান্ নন্দী ব্রাহ্মণগণের প্রতি উক্তরূপে অভিশাপ প্রদান করিলে, পশ্চাৎ শ্রীশঙ্করদেব সদাশিব-শ্রীপরমেশ্বরদেব নন্দীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঈষৎ হাস্য করিতে করিতেই যেন, বোধযুক্ত-মধুর-বাক্যে নন্দীকে এই কথা বলিলেন যে, হে নন্দিন্! কোন সময়েই ব্রাহ্মণগণের প্রতি তোমার এরূপ কোপ-প্রকাশ করা উচিত নহে। কারণ, এই বেদ-বাদরত-ব্রাহ্মণগণ সদাকালের জন্যই গুরুস্থানীয়। বেদ সাক্ষাৎ মন্ত্রময় এবং সূক্তময়, সূক্তে সর্ব্বজাতীয়দেহিগণের আত্মা সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। অতএব আত্মবিদ্ ব্রাহ্মণগণ কদাচ নিন্দনীয় নহেন। বিশেষতঃ সূক্তে, অথবা সর্ব্বজাতীয়-দেহীর হৃদয়ে আমি আত্ম-স্বরূপে সদাকাল অবস্থিত রহিয়াছি, আমি আত্ম-স্বরূপ-ভিন্ন অপর কিছুই নহি। অতএব হে নন্দিন্! "কোঽয়ং? কস্ত্বং? ক্ব চাহং বৈ? কস্মাৎ শপ্তা হি বৈ দ্বিজাঃ?" অর্থাৎ এই দক্ষপ্রভৃতিব্রাহ্মণগণই বা কে? তুমিই বা কে? আমিই বা কে? সুতরাং তুমি এইসকলবিবেচনা না করিয়া, সহসা ব্রাহ্মণ-গণের প্রতি অভিশাপ প্রদান করিলে কেন? হে মহামতে! তুমি এই সমস্ত-প্রপঞ্চ-রচনাপরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপে সদাকাল অবস্থিতি কর। তত্ত্ব-জ্ঞান-বলে অন্য-সমস্ত-বাহ্য-বিষয়-সম্পর্ক-পরিহার-পূর্ব্বক ক্রোধাদি-বর্জ্জিত হইয়া, স্বস্থস্বভাবে অবস্থান কর। পরমেষ্ঠী শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ-জ্ঞান-গর্ভবাক্যশ্রবণে প্রবুদ্ধ হইয়া, শিলাদ-পুত্র মহাতপাঃ নন্দী একমাত্র বিবেকের আশ্রয়-গ্রহণ-পুরঃসর শ্রীশিব-সাযুজ্য-লাভে পরমানন্দে পরিপ্লুত হইলেন। এদিকে ব্রহ্মনন্দন-দক্ষও নিরতিশয়-ক্রোধাবিষ্ট-মানসে ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন সত্য; কিন্তু পরম-পরিতাপের বিষয় হইলেও, বলিতে কি যে, তদবধি "শ্রদ্ধাং বিহায় পরমাং শিবপূজকানাং, নিন্দাপরঃ স হি বভূব

নরাধমশ্চ। সর্ব্বৈর্মহর্ষিভিরুপেত্য স তত্র শর্ব্বং, দেবং নিনিন্দ ন বভূব কদাপি শান্তঃ।”

পাঠক-মহোদয়গণ! দক্ষের শ্রীশিব-বিদ্বেষ, কিম্বা শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি দক্ষের, বা দক্ষের প্রতি শ্রীশিবানুগাগ্রণী ভগবান্ নন্দীর শাপ-প্রদান-বিষয়িণী ঘটনাটী যদি আপনারা এতদপেক্ষা অধিকতর-বিশদরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ-স্কন্ধীয়-দ্বিতীয় অধ্যায়টী পাঠ করিবেন। অধিকতর-গ্রন্থ-বিস্তৃতি-ভয়ে আমি আর প্রযত্ন-গৌরব-স্বীকার-পূর্ব্বক উক্ত অধ্যায়ের মর্ম্মার্থ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম না। অপর-বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমানে উপক্রান্ত এই দক্ষ-বৃত্তান্ত কালিকা-পুরাণে, শিব-পুরাণে, লিঙ্গ-পুরাণে, স্কন্ধ-পুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীমন্মহাভারতে, বা অন্যত্র, প্রত্যেক-স্থানেই পৃথক্ পৃথগ্রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কালিকাদি-পুরাণান্তর্গত দক্ষ-বৃত্তান্তের সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে মর্ম্মার্থ-সংগ্রহ একত্র একযোগে সম্ভবপর না হইলেও, যতদূর সাধ্য, ঐ সকল-পুরাণাদি-গ্রন্থ হইতে আবশ্যকমত মর্ম্মার্থ-সংগ্রহ করিয়া, আমি দক্ষ-বৃত্তান্ত, বা দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংস-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইয়া, কেবল-কর্ম্ম, বা কর্ম্ম-জনিত-স্বতন্ত্র অপূর্ব্বের ফল-দাতৃত্ব-পক্ষ-নিরাকরণ-পূর্ব্বক কর্ম্মারাধিত শ্রীপরমেশ্বরদেবের কর্ম্ম-ফল-দাতৃত্ব-পক্ষ-সমর্থনে চেষ্টা করিব।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে তৃতীয় অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্থ অধ্যায়

উপরিতন-গ্রন্থে বর্ণিত-শাপ-প্রদানাদি-ব্যাপার-সাহায্যে ব্রহ্ম-নন্দন-দক্ষের শ্রীশিব-সতী-বিদ্বেষ দৃঢ়মূল হইলে, কিছুকাল পরে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা নিজ-নন্দন, মহাতপাঃ, প্রজাপতি-দক্ষকে সমুদায়-প্রজাপতির আধিপত্য-গরিষ্ঠ-সুমহৎ-পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পিতা পদ্মাসন-দেব-কর্ত্তৃক সর্ব্ব-প্রজাপতির আধিপত্যে সমুন্নীত হইয়া, প্রজাপতি-পতি-দক্ষ মনে মনে বিপুল-গর্ব্ব অনুভব-পুরঃসর উক্ত-গর্ব্ব-বশবর্ত্তী হইয়াই, শ্রীরুদ্রদেব-কর্ত্তৃক বিহীন কোন যজ্ঞ না থাকিলেও, পূর্ব্বোক্ত-দ্বেষ ও প্রজাপতি-পতি-পদে অভিষেক-জনিত-গর্ব্বের প্রেরণাপ্রাবল্য-নিবন্ধন শ্রীরুদ্রদেবসহ ব্রহ্মিষ্ঠবর্গকে অভিভূত, বা তিরস্কৃত করিয়া, "বাজপেয়েন ইষ্ট্বা, বৃহস্পতি-সবেন যজেত", এই শ্রুতি-প্রমাণ-বলে বাজপেয়-যজ্ঞদ্বারা যাগ-কার্য্য-সম্পাদনান্তে ক্রতূত্তম-বৃহস্পতিসবনামে সুপ্রসিদ্ধ যজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছিলেন। অথবা প্রজাপতি-পতি-দক্ষ সর্ব্ব-জীবননামে কালিকা-পুরাণ-প্রতিপাদিতসুপ্রসিদ্ধ-মহাযজ্ঞের সর্ব্বজীব-জীবনার্থে, বা ত্রিভুবন-কল্যাণ-বিধানার্থ আরম্ভ করিয়া, সেই যজ্ঞ-মহা-মহোৎসবে জগতীতলস্থ-সর্ব্ব-জীবগণকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

যে যজ্ঞমহামহোৎসবে দীক্ষিত-দক্ষ-কর্ত্তৃক বৃত-হোতৃ-কার্য্যে-ব্যাপৃত অষ্টাশীতি-সহস্র-ঋত্বিক্‌ প্রতিনিয়ত হবন করিয়াছিলেন, চতুঃষষ্টি-সহস্র-দেবর্ষি উদ্‌গাতা নিরন্তর সামগান করিয়াছিলেন, তথা নারদাদি-তাবৎ-সংখ্যক সুরর্ষি আধ্বর্য্যব অর্থাৎ যজুর্ব্বেদোক্ত-কার্য্য-সম্পাদনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, সর্ব্ব-দেবগণসহ স্বয়ং বিষ্ণু যে যজ্ঞ-সম্পদে অধিষ্ঠাতৃ-স্বরূপে উপস্থিত, ছিলেন, যে যজ্ঞ-মহোৎসবে স্বয়ং ব্রহ্মা ত্রয়ী-বিধি-নিদর্শক হইয়াছিলেন, যে যজ্ঞমহোৎসবে দিক্‌পালগণ দ্বারপাল ও যজ্ঞ-রক্ষক-স্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন, যে যজ্ঞ-সমারোহে স্বয়ং যজ্ঞ স্বরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছিলেন, যে যজ্ঞে স্বয়ং ধরাদেবী যজ্ঞ-বেদী-স্বরূপে পরিণতা

হইয়াছিলেন, যে যজ্ঞে তনূনপাৎ অর্থাৎ হুতাশনদেবও শীঘ্র শীঘ্র রাশি রাশি হবিঃ গ্রহণ করিবার জন্য স্বয়ং সাগ্রহে সহস্র-সহস্র-ভাগে নিজদেহ বিভক্ত করিয়াছিলেন, যে যজ্ঞমহামহোৎসবে একৈক-পবিত্র-পাণি-মরীচ্যাদি-মহামহর্ষিগণ শীঘ্রগতি আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র সামিধেনী, অর্থাৎ অগ্নি-প্রজ্বালন-মন্ত্র-সকল-সাহায্যে অগ্নিদেবকে প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, যে যজ্ঞ-মহাসমারোহে সপ্তর্ষিগণ প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে সাম-গাথা গান করিয়া, পূর্ব্ব-পশ্চিমাদি-দিক্, বিদিক্, ভূমণ্ডল ও গগনমণ্ডল শ্রুতি-স্বরে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, সেই সুবিস্তৃত-সর্ব্বজীবন-যজ্ঞ-মহামহোৎসবে সুমহাত্মা প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক বৃত হন নাই, এরূপ কোন দেহধারী তৎকালে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান ছিলেন না।

ফলতঃ যাবতীয়-দেবতা, দেবর্ষি, ঋষি, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৃগ, উদ্ভিৎ, তৃণ, গুল্ম, লতা, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, সাধ্য, যক্ষ, নাগ, আদিত্য ও স্থাবর-সকলকে "বব্রে স দক্ষঃ সুমহাধ্বরেষু।" তথা সেই সর্ব্ব-জীবন-সুমহাধ্বরে প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক বৃত হইয়া, কল্প, মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিবা, নিশা, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষাদি-সকলেই সমাগত হইয়াছিলেন। কিঞ্চ, "মহর্ষি-রাজর্ষি-সুরর্ষি-সঙ্ঘা, নৃপাঃ সপুত্রাঃ সচিবৈঃ সসৈন্যৈঃ। বসু-প্রমুখ্যা গণদেবতা যাঃ, সর্ব্বা বৃতাস্তেন গতা মখং তম্॥ কীটাঃ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্ব্বে, সবানরাঃ শ্বাপদবিঘ্নঘোরাঃ। মেঘাঃ সশৈলাঃ সনদীসমুদ্রাঃ, সরাংসি বাপ্যশ্চ গতা বৃতাস্তে। সর্ব্বে স্বভাগং হবিষাং জিঘৃক্ষবঃ, ক্রতুং প্রজগ্মুর্দৃঢ়যজ্বিনস্তে। পাতাল-বাসা অসুরাঃ সমাগতা, নাগ-স্ত্রিয়ো দেবসমাঃ সমস্তাঃ।" অধিক কি বলিব? স্বয়ং যষ্টা যজমান দক্ষ শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতীসতীদেবীব্যতীত "জগদ্বর্ত্ত্যস্তি যৎকিঞ্চিৎ, চেতনাচেতনাত্মকম্। সর্ব্বং বৃত্বা সমারেভে, যজ্ঞং সর্ব্বস্ব-দক্ষিণম্।

এইরূপে যজ্ঞকার্য্যে দীক্ষিত, সুদুশ্চর-তপঃ-পরায়ণ, মহাত্মা, ক্রিয়া-দক্ষ, প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক প্রারব্ধ সুমহান্ যজ্ঞ-মহোৎসবে সমাহূত, বা নিমন্ত্রিত হইয়া, ক্রমে ক্রমে ভগবান্ বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, কশ্যপ, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, বামদেব, ভৃগু, দধীচ, ভগবান্ বেদব্যাস, ভরদ্বাজ, ও গৌতম, প্রভৃতি-মুনি-মহর্ষিগণ, তথা অন্যান্য অনুক্ত অনেকানেক

দেবর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষি-বৃন্দ এবং কিন্নর ও অপ্সরোগণ যজ্ঞবাটে সমাগত হইলেন, সত্যলোক হইতে সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-ব্রহ্মা লোক-পাল-সুরগণ সহ সমানীত হইলেন, বৈকুণ্ঠলোক হইতে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবীর সহিত শ্রীবিষ্ণুদেব সমানীত হইলেন, তথা "দেবেন্দ্রো হি সমানীত, ইন্দ্রাণ্যা সহ সুপ্রভঃ। তথা চন্দ্রো হি রোহিণ্যা, বরুণঃ প্রিয়য়া সহ। কুবেরঃ পুষ্পকারূঢ়ো, মৃগারূঢ়োঽথ মারুতঃ। বস্তারূঢ়ঃ পাবকশ্চ, প্রেতারূঢ়োঽথ নির্ঋতিঃ।"

এইরূপে পৃথিবীবাসী, অন্তরীক্ষবাসী, স্বর্গলোকবাসী, যাবতীয় জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জাখ্য-চতুর্ব্বিধ-ভূতগ্রাম সহ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও বাসব-পুরোগম-যাবতীয়-মহাপ্রভাব-সম্পন্ন দেব-সমাজ ও অন্যান্য-জীব-জন্তুগণ বিপ্রবর্য্য-দক্ষের যজ্ঞবাটে সমাগত হইয়া, তথা দুরাত্মা দক্ষ-কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, এই যজ্ঞ-মহোৎসব উপলক্ষে প্রজাপতি দক্ষের আদেশে দক্ষালয়-সমীপতঃ ত্বষ্টা অর্থাৎ দেবশিল্পী মহাত্মা বিশ্বকর্ম্মকর্ত্তৃক অতিকৌশলসহ মহার্হ, সুপ্রভ, সুমহান্, দিব্যাতিদিব্য যে ভবন-সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল, ব্রহ্মা, বরুণ, বাসব, কিম্বা শ্রীবিষ্ণুদেবের সভা-গৃহ-সম-সুমনোহর-সুসজ্জিত সেই সুদিব্য-ভবন-নিবহের সুপরিষ্কৃত-স্বচ্ছাভ্য-ন্তরপ্রদেশে আস্তৃতমণিরত্ন-হেমময়াদি-পরমাসনে স্ব-স্ব-পদোচিত-গৌরবা-নুসারে যথাযোষ সমবস্থিত হইলেন।

অনন্ত-রত্ন-প্রভব হিমবান্ পর্ব্বতের পৃষ্ঠ-প্রদেশে গঙ্গাদ্বার, বা হরিদ্বার-তীর্থ-সমীপবর্ত্তী অর্থাৎ বিবিধ-দ্রুম-লতাবৃত, ঋষি-সঙ্ঘ-পরিবৃত, সিদ্ধ-সাধ্য-নিষেবিত, গন্ধর্ব্বাপ্সরোগণে সমাকীর্ণ, সুন্দর-স্বচ্ছ-সুশীতল-সুস্বাদু-সুরভি-স্রক্- শোভিত-সুপেয়- স্বর্গীয়- সুধা- সম- সুমধুর- সুর- লোক - সমাগতাশেষ-সলিল-রাশি-সম্পূর্ণ, পাপ-প্রকর-প্রণাশন, প্রচুর-পুণ্য-পুঞ্জ-প্রদায়ক, পরম-পবিত্রপুণ্য-গঙ্গা- প্রবাহ- পাত-পূত- ধরাধর - নিকর- শিখর-শ্রেণী- শোভিত, অশেষবিধ-সুরচিত-সুধা-ধবল দেবালয়, বা শ্বেত-সৌধ-মালা-মালিত, বিমল-বিপুল-শীতল-শ্যামল-সবল-গঙ্গাজলকল্লোল-কোলাহলে মুখরিত, শ্রবণ-সুখকর-সুমধুর-স্বর্গীয়-সঙ্গীত, বা শ্রবণ-মনোমোহন-বিবিধ-বিচিত্র-বাদ্য-নিনাদ-সাহায্যে নিতান্ত-নিনাদিত, নানাবিধ-বিবুধ-বাস্তব্যভূতশুভপুণ্যদেশ-

সমীপবর্ত্তী কনখল-মহাতীর্থ-প্রদেশে সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-সর্ব্ব-জীবন-মহাযজ্ঞ সমারব্ধ, বা প্রবর্ত্তমানতাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, দক্ষিণা-দানাদি-দ্বারা সমুপার্জ্জিত-বৃত-ভৃগু আদি তপোধন ঋত্বিগ্গণের উপদেশানুমতে দীক্ষাযুক্ত, কৃত-কৌতুক-মঙ্গল, তথা বেদার্থ-নিষ্ণাত-বেদবিদ্-বিপ্র-বর্য্যগণ-কর্ত্তৃক যথাবিধি-কৃত-স্বস্ত্যয়ন, ভার্য্যা-সহিত-প্রজাপতি-পতি দক্ষ "রেজে মহত্বেন তদা, সুহৃদ্ভিঃ পরিতঃ সদা।"

যে সময়ে প্রজাপতি-পতিত্ব-প্রাপ্তি-নিবন্ধন স্ময়মান-দক্ষ সুহৃদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সমিদ্ধ-যজ্ঞীয়োপকরণ-সম্ভার-সমুদ্ভাসিত-স্ফীতৈশ্বর্য্য-সম্ভোগ-সঞ্জাত-সুখ-সরঃ-সমবগাহন-সৌভাগ্য-ভোগ-ভাগ্যানুভব-লক্ষণ অভিনব-গর্ব্বাভিভূত-হৃদয়ে যজমানাসনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে সেই সুসমৃদ্ধ-সর্ব্ব-জীবন-যজ্ঞ-মহামহোৎসবে সুবিস্তৃত-যজ্ঞ-সভা-ভবনে সর্ব্ব-জন-সমক্ষে নির্ভীক-হৃদয়ে শ্রীশিবানুরাগরক্ত-মানসে স্পষ্ট-ভাষায় তেজস্বিতার সহিত ওজো-গুণ-গাম্ভীর্য্যোদার্য্য-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিত নৈরপেক্ষ্য ও যাথার্থ্য-ব্যঞ্জক-বাক্যে দীক্ষিত-দক্ষ-প্রজাপতিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক মহর্ষিশ্রেষ্ঠ সুমহাত্মা তপোধন ভগবান্ দধীচি এই বাক্য বলিলেন যে, "এতে সুরেশা ঋষয়ো মহত্তরাঃ, সলোকপালাশ্চ সমাগতাস্তব। তথাপি যজ্ঞস্তু ন শোভতে ভৃশং, পিনাকিনা তেন মহাত্মনা বিনা। যেনৈব সর্ব্বাণ্যপি মঙ্গলানি, জাতানি সংশন্তি মহাবিপশ্চিতঃ। সোঽসৌ ন দৃষ্টোঽত্র পুমান্ পুরাণো, বৃষধ্বজো নীলকণ্ঠঃ কপর্দ্দী॥ অমঙ্গলান্যেব চ মঙ্গলানি, ভবন্তি যেনাধিকৃতানি দক্ষ। ত্রিয়ম্বকেণাথ সুমঙ্গলানি, ভবন্তি সদ্যোঽপমঙ্গলানি॥ তস্মাত্ত্বয়ৈব কর্ত্তব্যমাহ্বানং পরমেষ্ঠিনা। ত্বরিতং চৈব শক্রেণ, বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ সর্ব্বৈরেব হি গন্তব্যং, যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। দাক্ষায়ণ্যা সমেতং তমানয়ধ্বং ত্বরান্বিতাঃ॥ তেন সর্ব্বং পবিত্রং স্যাৎ, শম্ভুনা যোগিনা ভৃশম্। যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা, সমগ্রং সুকৃতং ভবেৎ॥ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন, সমানেয়ো বৃষধ্বজঃ।"

অর্থাৎ হে দক্ষ! যদিচ এই সুরেশ্বরগণ, বা মহত্তর ঋষি-সঙ্ঘ লোক-পালগণের সহিত তোমার এই যজ্ঞ-ভবনে সমাগত হইয়াছেন, তথাপি পিনাকপাণি সুমহাত্মা সেই বিশ্ববন্দ্য শ্রীশঙ্করদেবের শুভ-সমাগম বিনা

তোমার এই যজ্ঞ নিরতিশয় শোভাপ্রাপ্ত হইতেছে না। হে দক্ষ! সুমহাবিপশ্চিৎ অর্থাৎ পণ্ডিত-প্রবর-বর্য্যগণ কথন করিয়া থাকেন যে, শ্রীশঙ্করদেবের অনুগ্রহ, ইচ্ছা, বা অধিষ্ঠানবশেই মঙ্গল-সকল আত্ম-লাভে সমর্থ হয়। অতএব যাঁহার সঙ্কল্প-মাত্র-বশে জগদ্‌বর্ত্তী সর্ব্ববিধ-মঙ্গল-সমূহ শীঘ্রগতি স্বরূপলাভ করে, বা সঞ্জাত হয়, জটা-জূট-ধারী নীল-কণ্ঠ বৃষভ-বাহন পুরাণ-পরম-পুরুষ সেই দেব-দেব শ্রীশঙ্করদেবকে এই যজ্ঞ-মহামহোৎসবে পরমাসনে অবস্থিত দেখিতেছি না কেন? যৎকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া, অমঙ্গল-সকলও অচিরকালমধ্যে মঙ্গল-সমূহ-স্বরূপে পরিণত হয় এবং সুমঙ্গল অর্থাৎ অমঙ্গল-বর্জ্জিত কার্য্য-সকলও সদ্যঃ অপমঙ্গল অর্থাৎ অমঙ্গল-সমূহের আলয়-স্বরূপে পরিণত, বা পরিগণিত হইয়া থাকে, হে দক্ষ! সেই ত্রিনয়ন-শ্রীশঙ্করদেব যজ্ঞ-সভা-ভবনে পরিদৃষ্ট হইতেছেন না কেন?

অতএব হে দক্ষ! যাঁহার অধিষ্ঠানে অমঙ্গলও মঙ্গল এবং অসন্নিধানে সুমঙ্গলও অমঙ্গলরূপ ধারণ করে, তুমি অবিলম্বে দেব-রাজ-শক্র, পরমেষ্ঠীব্রহ্মা এবং প্রভবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণুদেবদ্বারা সেই শ্রীমন্মহা-দেবের সমীপে নিমন্ত্রণ প্রেরণ কর, তথা তোমরা সকলে একত্র সম-বেত হইয়া, যে স্থানে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় তাঁহার আহ্বানার্থ তরান্বিতমানসে গমন কর। অথবা অধিক বলিতে কি? যাঁহার স্মৃতি, বা নামোক্তি-মাত্র-সাহায্যে সমগ্র-সুকৃত সুফল প্রসবে সমর্থ হয়, সর্ব্বপ্রযত্নাবলম্বনে সর্ব্বজন-সমানেয়, দাক্ষায়ণী-সমন্বিত, বৃষধ্বজ, দেববর সেই শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে সাদরে সসম্মানে এই যজ্ঞ-মহোৎসবে আনয়ন কর। কিন্তু, সেই শ্রীপরমেশ্বরদেবের পরমযোগী শ্রীশম্ভুদেবের শুভ-সমাগম-মাত্রেই তোমার এই সমস্ত-যজ্ঞীয় উপকরণ পরম-পবিত্রভাব ধারণ করিবে।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্থ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চম অধ্যায়

ভগবান্‌ দধীচিমুনির শ্রীমুখবিনির্গত উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ-পূর্ব্বক প্রকৃষ্টরূপে হাস্য করিয়া, দুষ্টধী-দক্ষ এই কথা বলিলেন যে, সনাতন-ধর্ম্ম-সমূহ যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সেই শ্রীবিষ্ণুদেবই দেবতা-সকলের মূল-স্বরূপ। যেখানে বেদ-নিবহ, যজ্ঞ-সমূহ ও বিবিধ-কর্ম্ম-নিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, আত্ম-সত্তা লাভ করিতেছে, সেই শ্রীবিষ্ণুদেব বৈকুণ্ঠলোক হইতে মদীয়-যজ্ঞ-সভা-ভবনে সমাগত হইয়াছেন। বেদ, উপনিষৎ ও বিবিধ আগমসহ লোকপিতামহ ব্রহ্মা সত্যলোক হইতে মদীয়-যজ্ঞ-মণ্ডপে শুভাগমন করিয়াছেন। স্বয়ং সুররাট্‌ ইন্দ্র দেবগণসহ যজ্ঞবাটে সমুপস্থিত হইয়াছেন। বেদ-বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, শান্ত, শিষ্ট, দৃঢ়-ব্রত, বীতকল্মষ, তথা যজ্ঞোচিত-দেব, বা ঋষি-জন-গণের মধ্যে আপনারা সকলেই যখন সমাগত হইয়াছেন, তখন "অত্রৈব চ কিমস্মাকং, রুদ্রেণাপি প্রয়োজনং?" হে বিপ্রগণ! আমি যে শঙ্করদেবকে কন্যা-দান করিয়াছি, তাহা কেবল পিতা পরমেষ্ঠীদেবের অনুশাসনক্রমে দান করিয়াছি জানিবেন, কিন্তু স্বেচ্ছায় নহে। কারণ, "অকুলীনো হ্যসৌ বিপ্রা, নষ্টো নষ্ট-প্রিয়ঃ সদা। ভূত-প্রেত-পিশাচানাং, পতিরেকো দুরত্যয়ঃ। আত্ম-সম্ভাবিতো মূঢ়ঃ, স্তব্ধো মৌনী সমৎসরঃ।" অতএব "কর্ম্মণ্যস্মিন্নযোগ্যোঽসৌ, নানীতো হি ময়াধুনা। তস্মাত্ত্বয়া ন বক্তব্যং, পুনরেবং বচো দ্বিজ। সর্ব্বৈর্ভবদ্ভিঃ কর্ত্তব্যো, যজ্ঞো মে সফলো মহান্‌।"

ক্রিয়াদক্ষ-দক্ষের উক্তরূপ-বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, "দধীচি-র্মন্যুনাবিষ্টো, দক্ষমেবমভাষত।" মহর্ষি দধীচি কহিলেন, অপূজ্য-জন-গণের পূজন করিয়া, তথা পূজ্য-জন-গণের অপূজনে আগ্রহ-প্রকাশ করিয়া, "নরঃ পাপমবাপ্নোতি, মহদ্বৈ নাত্র সংশয়ঃ।" কিঞ্চ, যে স্থলে অসজ্জনগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শিত হয় এবং সাধুশীল-সজ্জন-গণের প্রতি অবমতি প্রদর্শিতা হইয়া থাকে, "দণ্ডো দৈবকৃতস্তত্র, সদ্যঃ পততি

দারুণঃ।" এই বলিয়া, পুনরপি পরমর্ষি-দধীচি দক্ষ-প্রজাপতিকে প্রশ্নবাক্যে বলিলেন যে, "পূজ্যস্তু পশুভর্ত্তারং, কস্মান্নার্চ্চয়সে প্রভুম্ ?" দক্ষ কহিলেন, আমার আদেশাধীনে, বা যজ্ঞবাটে জটা-জূট-শোভী শূলধারী বহু-সংখ্যক রুদ্র একাদশ আসনে অবস্থিতি করিতেছেন। এই একাদশ রুদ্রদেব হইতে অতিরিক্ত অন্য মহেশ্বরদেবকে আমি অবগত নহি।

পুনরপি মহর্ষি দধীচি কহিলেন, যজ্ঞবাটে স্ব-স্ব-ধিষ্ণ্যগত একাদশ রুদ্র, অথবা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রপ্রভৃতি অন্যান্য-দেবগণ যজ্ঞ-সভা-ভবনে সম্পূজিত হইলে, যজ্ঞ-কর্ত্তার কি ফললাভ হইবে ? "রাজা চেদধ্বরস্যাস্য, ন রুদ্রঃ পূজ্যতে ত্বয়া।" অপিচ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ, অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহারকর্ত্তৃগণের "যঃ স্রষ্টা প্রভুরব্যয়ঃ", তথা ব্রহ্মাদিপিশাচান্ত-সমগ্র-জগৎ যাঁহার নিকটে কৈঙ্কর্য্যাঙ্গীকারবচনকথন করিতে অবশ্য বাধ্য, "প্রকৃতীনাং পরশ্চৈব, পুরুষস্য চ যঃ পরঃ", যিনি অক্ষরপরমব্রহ্ম ও অসৎ, বা সদসৎস্বরূপ, যিনি অনাদি-মধ্য-নিধন, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, বা সত্য-সনাতন-পুরুষ, যিনি যোগ-বিদ্যাবিদ্, ব্রহ্মিষ্ঠ, তত্ত্বদর্শী, পরমর্ষিগণ-কর্ত্তৃক "প্রভাতে চৈব মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে চার্দ্ধরাত্রকে।" এই প্রমাণ-বচনানুসারে বার-চতুষ্টয় প্রতিদিন হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে ভক্তাভীষ্ট-প্রদরূপে চিন্তিত হইয়া থাকেন, তথা "যঃ স্রষ্টা চৈব সংহর্ত্তা, ভর্ত্তা চৈব মহেশ্বরঃ। তস্মাদন্যং ন পশ্যামি শঙ্করাত্মানমধ্বরে।"

দক্ষ কহিলেন, মৎকর্ত্তৃক-প্রারব্ধ এই সর্ব্বজীবন-যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা তেজো-বল-বীর্য্য-বিদ্যা-বুদ্ধি-যোগ-তপস্যা-জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি-সর্ব্বাংশে অপ্রতিম-প্রভু-পরমেশ্বর-শ্রীবিষ্ণুদেবের পরিতৃপ্ত্যর্থে আহবনীয়-ভাগ বিভক্ত করিয়া, অদ্য আমি সৌবর্ণ-পাত্রে বিন্যস্ত, সমস্ত-বিধি-মন্ত্র-পূত-হবিঃ মখেশ্বর-মহামহিম-মহনীয়-মাধব-শ্রীমধুসূদনদেবের উদ্দেশে অগ্নিমুখে সমর্পণ করিতেছি। কারণ, "প্রভুর্বিভুশ্চাহবনীয় এষঃ।" মুনি-প্রবর-দধীচি যজ্ঞকর্ত্তা দক্ষের উক্তরূপা গর্ব্বোক্তি শ্রবণ করিয়া, পুনরপি এই বাক্য বলিলেন যে, যে যজ্ঞে শ্রীরুদ্রদেব পূজিত না হন, বা যে ধর্ম্ম-দ্বারা

শ্রীমন্মহেশ্বরদেব আরাধিত হন না, সেই যজ্ঞ যজ্ঞই নহে এবং সেই ধর্ম্মও ধর্ম্ম-স্বরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। "অহো নু" এ কি কাল-ব্যতিক্রম উপস্থিত হইল ? "তনুভৃতাং অধীশঃ ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিঃ, সদস্যাঃ সুরগণাশ্চ, আর্ত্বিজ্য-সম্পন্নাশ্চ ঋষয়ঃ", ইঁহারা সকলেই কি অকালে বধ-বন্ধন প্রাপ্ত হইবেন ? ইঁহারা মোহ-প্রযুক্তই কি সমারব্ধ-মহাধ্বরে পর্য্যুপস্থিত-বিনাশ দেখিতে, তথা সমাগত-মহাঘোর-বিপৎ বুঝিতে পারিতেছেন না।

এই কথা বলিয়া, সেই মহাযোগী দধীচি ধ্যান-নিমীলিত-নয়নে স্বীয়-হৃদয়-পুণ্ডরীকাভ্যন্তরে শ্রীমন্মহাদেব ও বরদা-শুভা-দেবী-শ্রীমতী-দাক্ষায়ণী-সতীকে, তথা "নারদঞ্চ মহাত্মানং, তস্যা দেব্যাঃ সমীপতঃ।" দর্শন করিতে লাগিলেন এবং উক্তরূপে ধ্যান-যোগাবলম্বনে হার্দ্দাকাশে শ্রীমন্মহাদেব, দেবী সতী ও শ্রীমান্ নারদ-দেবকে দর্শন করিয়া, মহামুনি-দধীচি মনে মনে পরম-সন্তোষ লাভ করিলেন। কিঞ্চ, দেব-দেবী-শ্রীচরণ-সাক্ষাৎকার-কালে যোগবিৎ দধীচি "একমন্ত্রাস্তু তে সর্ব্বে, যেনেশো ন নিমন্ত্রিতঃ।" এই রহস্যময়-তত্ত্বটী সুন্দররূপে নিশ্চয়-সহকারে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, তথা যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া, তিনি পূর্ব্ব-কথিত-বাক্য-সকল কথন করিয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে কথঞ্চিৎ অপক্রান্ত অর্থাৎ পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া, এই বাক্য বলিলেন যে, "অনৃতং নোক্তপূর্ব্বং মে, ন চ বক্ষ্যে কদাচন। দেবতানাং ঋষীণাং চ, মধ্যে সত্যং ব্রবীম্যহম্। আগতং পশুভর্ত্তারং, স্রষ্টারং জগতঃ পতিম্। অধ্বরে হ্যগ্র-ভোক্তারং, সর্ব্বেষাং পশ্যত প্রভুম্।"

অর্থাৎ আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই এবং ভবিষ্যতেও কদাচন মিথ্যাভাষণ করিব না, ইচ্ছা করিয়াছি। আমি দেবতা ও ঋষিগণের মধ্যে সত্যবাক্যে বলিতেছি যে, আপনারা অবিলম্বে যজ্ঞস্থলে সকলের অগ্র-ভোক্তা জগতের স্রষ্টা ও পতি, পশু-সকলের ভর্ত্তা, ত্রিভুবনের প্রভু শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে সমাগত অবলোকন করুন। কিঞ্চ, আমার মনে হইতেছে যে, আপনারা সকলে একযোগে কোনরূপ মন্ত্রণা করিয়াছেন, যদ্দ্বারা শ্রীশঙ্করদেব নিমন্ত্রিত না হন। পরন্তু আমি

নিশ্চিতরূপে বলিতেছি যে, আমি যদি অদ্য-পর্য্যন্ত শ্রীশঙ্করদেব হইতে অতিরিক্ত, ভিন্ন, বা স্বতন্ত্র অন্য কোন উপরিস্থ-দেবতাকে অবলোকন না করিয়া থাকি, তবে সেই সত্যের বলেই দক্ষের এই বিপুল-যজ্ঞ কখনই সম্পূর্ণ হইবে না।

কিঞ্চ, হে দক্ষ! যেহেতু তুমি তোমার এই যজ্ঞে শ্রীশ্রীসর্ব্বযজ্ঞে-শ্বরেশ্বর, সর্ব্ব-দেবেশ্বরেশ্বর, দেবদেব, মহাদেব, নীল-কণ্ঠ, চন্দ্রশেখর-শ্রীশঙ্কর-মহারাজের আরাধনা করিলে না, এই হেতু-বশেই একদিকে তোমার সমারব্ধ-যজ্ঞ যেমন অশেষতঃ সুসম্পন্ন হইবে না, অপর দিকে সেইরূপ অত্রস্থ-মুনিবর্য্য-সকলের, ভাবিতাত্মা সুরগণের, বা সদসস্পতি-গণের শ্রীশঙ্করদেবের অনুপস্থিতি-নিবন্ধন, অথবা মহাত্মা শ্রীশঙ্করদেবের অনিমন্ত্রণে সম্মতি-দান-প্রযুক্ত এই যে সুমহান্ অনয় সঞ্জাত হইল, এতদ্দ্বারা অদূরভবিষ্যতে, বা সদ্যঃ অত্রত্য-সকলের সুমহান্ বিনাশ অনি-বার্য্য হইবে। "এবমুক্ত্বা দধীচোঽসৌ, এক এব বিনির্গতঃ। যজ্ঞবাটাচ্চ দক্ষস্য, ত্বরিতঃ স্বাশ্রমং যযৌ।"

মুনিবর-দধীচি দক্ষের যজ্ঞবাট হইতে বিনির্গত হইয়া, ত্বরিতগতি স্বীয় আশ্রমপদাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, ক্রতুপতি-দক্ষ হাস্য করিয়া, এই কথা বলিলেন যে, "দধীচির্নামনামতঃ" শিব-প্রিয় বীরবর ত চলিয়া গেলেন, যান, ভালই হইয়াছে। কারণ, আবিষ্টচিত্ত, মন্দমতি, মিথ্যা-বাদ-নিরত, খল-স্বভাব, বেদ-বাহ্য, দুরাচার-পরায়ণ, তাদৃশ জনগণ এরূপ যজ্ঞমহোৎসবকার্য্যে সর্ব্বথা পরিত্যজ্যরূপেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে হে বিষ্ণু-পুরোগম-দেবগণ! তথা দ্বিজবর্য্যগণ! আপনারা সকলেই বেদ-বাদ-রত, সুতরাং আপনারা সকলে মিলিত হইয়া, যাহাতে আমার এই সমারব্ধ-যজ্ঞমহোৎসব অচিরকালমধ্যে নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত, বা সফল হয়, তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্টরূপ যত্ন অবলম্বন করুন। অনন্তর প্রজাপতি-দক্ষের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সাগ্রহে সোৎসাহে সানন্দে পরম-হর্ষভরে "তদা তে দেবযজনং, চক্রুঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ।"

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠ অধ্যায়

"এতস্মিন্নন্তরে" অর্থাৎ প্রজাপতি-ক্রতুপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সমাদিষ্ট, বা অনুরুদ্ধ হইয়া, মহর্ষিগণ যখন দেব-যজনে দেবার্চ্চনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, তাদৃশ অবসরে গন্ধমাদন-পর্ব্বতের কোন এক ধারা-গৃহের সমীপে গগনাঙ্গনে গমনশীল, সহস্র-সূর্য্য-সম-সমুজ্জ্বল, সুবিস্তৃত, সুসজ্জিত, দিব্য-দিব্য-বিমানবরে সমারূঢ়া-মহাদেবী দাক্ষায়ণী-সতী সখী-জনে পরিবৃতা হইয়া, বিবিধ-ক্রীড়া-জনিত আনন্দ-রস-সুধা-ধারা পান করিতেছিলেন। বিমান-চারিণী দক্ষ-নন্দিনী বিমানমধ্যে অবস্থান করিয়াই, সখীগণ সহ কন্দুকাদি-ক্রীড়াসক্তাবস্থায় সহসা তৎকালে গগন-মার্গে রোহিণীর সহিত যজ্ঞমহোৎসবে গমনপরায়ণ চন্দ্রদেবকে দর্শন করিলেন। অনন্তর "ক্ব গমিষ্যতি চন্দ্রোঽহয়ং, বিজয়ে! পৃচ্ছ সত্বরম্।" এতাদৃশবচনে মহাসতী-মহাদেবী-কর্ত্তৃক সমাদিষ্টা বিজয়া-দেবী চন্দ্র-দেবকে সম্মুখে প্রাপ্তা হইয়া, যথোচিতবচনে ভার্য্যার সহিত তিনি কোথায় গমন করিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলেন এবং পরক্ষণেই সখী-জন-প্রধানা বিজয়াদেবী শশি-কথিত প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক-সমারব্ধ-সর্ব্বজীবন-যজ্ঞ-মহামহোৎসব-বিষয়ক-বাক্যশ্রবণে তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া, ত্বরিতপদে সসম্ভ্রমে মহাসতী-মহাদেবীর সমীপে গমন-পূর্ব্বক "কথয়ামাস তৎসর্ব্বং, যদুক্তং শশিনা ভৃশম্।"

অনন্তর মহাসতী সতী বিজয়ার মুখে শশি-কথিত-পিতৃ-যজ্ঞ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া, যজ্ঞ-মহোৎসবে পিতা দক্ষ তাঁহাকে আহ্বান করিলেন না কেন? তদ্বিষয়ে কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্তা হইয়া, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, এই যজ্ঞমহোৎসবে মাতাও কি আমাকে আহ্বান করিতে বিস্মৃতা হইয়াছেন? অথবা শ্রীশঙ্করদেবকে অদ্য আমি অধুনা-তন পিতৃ-যজ্ঞমহোৎসবে তাঁহার এবং আমার অনাহ্বানের কারণ কি? তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এইরূপে কৃতনিশ্চয়া মহাসতী শ্রীমতী

মহাদেবী সতী গন্ধমাদন-পর্ব্বতস্থ-ধারা-গৃহ-সমীপে বিমানোপরি সখী-জন-গণকে অবস্থাপিত করিয়া, স্বয়ং শ্রীশঙ্করদেব-সন্নিধানে আগমন করিলেন। কিঞ্চ, স্বনিলয়াভ্যাসে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীমতীসতী দেখিলেন, ত্রিলোচন শ্রীশঙ্করদেব সভামধ্যে পরমাদ্ভুত-বরাসনে সমাসীন রহিয়াছেন এবং চণ্ড, মুণ্ড, বাণ, ভৃঙ্গি, শিলাদপুত্র মহাতপাঃ নন্দী, মহাকাল, মহাচণ্ড, মহামুণ্ড, মহাশিরাঃ, ধূম্রাক্ষ, ধূম্রকেতু ও ধূম্রপাদ-প্রভৃতি এই সকল গণেশ্বর, তথা অন্যান্য শ্রীরুদ্রদেবানুবর্ত্তী গণেশ্বরগণ চতুর্দ্দিকে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে পরিবৃত করিয়া, যুক্তকরে তাঁহার আজ্ঞা-প্রতীক্ষা করিতেছেন।

এই সকল গণের মধ্যে কেহ কেহ ভয়ানক, কেহ কেহ রৌদ্র-প্রকৃতি, কেহ কেহ কবন্ধাকার, কেহ কেহ বিলোচন এবং কেহ কেহ বক্ষোহীন হইলেও, ইঁহারা সকলেই পরম-শিবভক্ত, তথা সর্ব্বদা শ্রীশিবাজ্ঞা পালন-পরায়ণ। কৃত্তি-বসন-পরিধায়ী জটা-কলাপালঙ্কারে অলঙ্কৃত, রুদ্রাক্ষাভরণে ভূষিত, জিতেন্দ্রিয়, বীতরাগ, বিষয়বৈরী এই সকল অনুচরগণে পরিবৃত সর্ব্বলোক-শঙ্কর শ্রীশঙ্করদেবকে পরমাসনে উপবিষ্ট অবলোকন করিয়া, শ্রীমতীসতী পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসব-সন্দর্শন-বাসনা-সমাক্ষিপ্ত-চিত্তে সহসা শ্রীশিব-সন্নিধানে উপস্থিতা হইলেন। শ্রীমতীসতীদেবীকে সহসা সমাগতা হইতে দেখিয়া, শ্রীশঙ্করদেব প্রসা-রিত-হস্তদ্বয়ে সাদরে হৃদয়বল্লভা-সতী-দেবীকে গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীয় অঙ্কে, অথবা আসনার্দ্ধভাগে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব প্রেম-পরিপূর্ণ-হৃদয়ে প্রীতিযুক্ত-মানসে মধুর-বচনে বহুমান-পূর্ব্বক বলিলেন, হে সুমধ্যমে! সহসা তোমার মৎসমীপে আগমনের কারণ কি? তাহা শীঘ্র পরিব্যক্ত কর। আমি তোমার অভিপ্রেত-সর্ব্ববিধ-কার্য্য অবিলম্বে সম্পাদন করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত রহিয়াছি, জানিবে।

শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, তৎকালে অসিতলোচনা শ্রীমতীসতীদেবী কহিলেন, কিছুকাল পূর্ব্বে বিজয়ার মুখে চন্দ্র-কথিত-সংবাদ-শ্রবণে অবগতা হইয়াছি যে, আমার পিতা দক্ষ মহাযজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন। তথা অধুনা আগমন-সময়ে গগন-গাত্রে বিচরণশীল-খেচরগণের মুখে মদীয়-পিতৃদেব-কর্ত্তৃক আরব্ধ-যজ্ঞ-বিষয়ক-কথোপকথন-শ্রবণেও

অবগতা হইলাম যে, আমার পিতা দক্ষ মহাযজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন। চন্দ্রদেব রোহিণীর সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া, পূর্ব্বেই যজ্ঞ-মহোৎসব-দর্শনার্থ গমন করিয়াছেন। আর এক্ষণে ঐ দেখুন, আকাশ-মার্গে বিমান-যানে সমারূঢ় সুন্দর-সুন্দর-মহার্হ-সূক্ষ্মসুবসনে সমাবৃততনু, লোচন-বিলাসে চঞ্চল, কর্ণ-কুণ্ডল-যুগলে সমুজ্জ্বল, কণ্ঠে সুবর্ণ-মণি-মুক্তাময়-বিচিত্রতারক-হারকাবলী-বিরাজিত ও নিজ-নিজ-প্রিয়জনে সমালিঙ্গিত উপদেববরস্ত্রীগণ সর্ব্বতোদিক্ হইতে যজ্ঞ-মহোৎসবে যোগ-দানার্থ গমন করিতেছেন। পক্ষান্তরে হে মহাদেব! "পিতুর্ম্মম মহাযজ্ঞে, কস্মাত্তব ন রোচতে। গমনং দেবদেবেশ! তৎসর্ব্বং কথয় প্রভো! সুহৃদামেষ বৈ ধর্ম্মঃ, সুহৃদ্ভিঃ সহ সঙ্গতিম্। কুর্ব্বন্তি যন্মহাদেব! সুহৃদাং প্রীতি-বর্দ্ধিনীম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন, অনাহূতোঽপি গচ্ছ ভোঃ। যজ্ঞবাটং পিতুর্ম্মেঽদ্য, বচনান্মে সদাশিব।"

বিশেষতঃ প্রজাপতি দক্ষ যখন আপনার শ্বশুর, তখন হে দেব! সম্প্রতি তাঁহার যজ্ঞ-মহোৎসব প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, তদ্দর্শনার্থ আমাদের গমনে বাধা কি আছে? এই বিবুধগণ মদীয় পিতৃদেবের যজ্ঞমহোৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিতেছেন। হে বামদেব! যদি আপনার অর্থিতা, অর্থাৎ ইচ্ছা হয়, তবে আমরাও সেই যজ্ঞমহোৎসবে গমন করিতে ইচ্ছা করি। কিঞ্চ, সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে অবশ্যই আমার ভগিনীগণ সুহৃদ্দিদৃক্ষা-বশবর্ত্তী হইয়া, স্ব-স্ব-পতি-সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিবেন। হে দেব! আমিও অনেকদিনের পরে যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন করিয়া, পিতার ও মাতার আশীর্ব্বাদ-গ্রহণান্তে দুহিতৃ-বাৎসল্য-প্রযুক্ত উপনীত-মাতা-পিতৃ-প্রদত্ত পরিবর্হ, অর্থাৎ বস্ত্রালঙ্কারাদি-স্নেহোপহার-দ্রব্য আপনার সহিত একযোগে স্বীকার, বা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। হে দেব! আপনি এরূপ মনে করিবেন না যে, আমি পরিবর্হার্থিনী হইয়া, যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। পরন্তু বহুদিবস বিগত হইল, ভর্ত্তৃ-গণের সহিত মিলিত-ভগিনীগণকে, তথা মাতৃস্বসৃগণকে, বা স্নেহার্দ্র-চিত্তা মাতাকে অবলোকন করি নাই! তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার জন্য অনেকদিন যাবৎ মানসে চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে। এই দিব্য-দশ-সহস্র-সম্বৎসর সমতীত হইয়াছে, কিন্তু এযাবৎ তাঁহাদিগকে

দর্শন করিবার উপযুক্ত কোনরূপ সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। অতএব সম্প্রতি আমি ইচ্ছা করিতেছি যে, পিতা দক্ষ-প্রজাপতি-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এই যজ্ঞ-মহোৎসব উপলক্ষে সেই স্থানে সকলকে একত্র সমবেত দর্শন করিয়া, চির-সঞ্চিত মানসিক ঔৎসুক্য, বা উৎকণ্ঠা বিদূরিতা করিব।

অথবা হে মৃড়! শুনিয়াছি, মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক উন্নীয়মান্ অর্থাৎ প্রবর্ত্ত্য-মান সেই যজ্ঞ অধ্বর-সমূহের মধ্যে "ধ্বজমিব দৃশ্যং", অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কিঞ্চ, উক্ত যজ্ঞের ধ্বজ, কেতু, বা যূপ-কাষ্ঠ নাকি নিতান্ত রমণীয়, তথা দর্শনীয় হইয়াছে; সুতরাং সেই অধ্বর-ধ্বজদর্শন করিবার বাসনাও আমার মানসে বলবতী হইয়াছে। হে অজ! যদি আপনি এরূপ মনে করেন যে, অহো! ত্বদীয়-পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসবে কি এমন আশ্চর্য্য-জনক বস্তু আছে যে, যাহা দেখিবার জন্য তোমার মানসে এত প্রবল-তর ঔৎসুক্য উপস্থিত হইয়াছে? তবে উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, এই আশ্চর্য্য-রূপ-ত্রিগুণাত্মক-বিশ্বমণ্ডল আপনার মায়াবশে রচিত হইয়া, আপনার স্বরূপেই বিভাত হইতেছে। অতএব যদ্যপি কোন বস্তু-বিষয়ে আপনার কোনরূপ আশ্চর্য্য-বুদ্ধি উপস্থিতা হইতে পারে না সত্য; তথাপি আমি উৎসুক-স্বভাবা যোষিৎ মাত্র; সুতরাং আপনার পরমার্থ-তত্ত্ব, বা বাস্তবিক-স্বরূপ-পরিজ্ঞানে আমার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই।

হে ভব! এই কারণবশতঃ আমি কাতর-দীন কৃপণ-ভাবে প্রার্থনা-পূর্ব্বক আপনার নিকট হইতে অনুমতি লাভ করিয়া, আমার ভব-ক্ষিতি, অর্থাৎ জন্ম-ভূমি-দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। হে দেব! আপনি অভব, অর্থাৎ জন্মরহিত; সুতরাং পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, সুহৃৎ ও মিত্র-প্রভৃতির বিয়োগ-জনিত-দুঃখ আপনার নিকটে সম্পূর্ণরূপে অনাস্বাদিত। পরন্তু হে দেব! আমি ত জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমার নিকটে ত সুহৃদ্-বিয়োগ-দুঃখ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব নহে। অতএব আমি যদি সুদীর্ঘকাল পরে সুহৃদ্দর্শন-লালসা-পরবশ-হৃদয়ে পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন করি, তবে কি আমার পক্ষে তাদৃশ-কার্য্য

অন্যায়সঙ্গত হইবে? হে দেব! যাহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাদৃশ-সম্বন্ধ-রহিত অন্য-যোষিদ্‌গণও অলঙ্কৃত-শরীরে স্ব-স্ব-কান্ত-সখা-সমভিব্যাহারে দলে দলে আমার পিতা প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞ-মহোৎসব-দর্শনাভিলাষে গমন করিতেছেন, আপনি অবলোকন করুন। যজ্ঞ-মহোৎসব-দর্শনার্থ যাত্রাকালে যাঁহাদিগের কলহংস-পাণ্ডুর-গতিশীল-বিমান-সমূহ-দ্বারা নভোমণ্ডল মণ্ডিত হইয়াছে, হে দেব! সেই অন্য-যোষিদ্‌গণকে গমন করিতে দেখিয়াও কি আপনি আমাকে যজ্ঞ-মহোৎসব-দর্শনে অনুমতি দান করিবেন না?

হে শিতিকণ্ঠ! হে নীলকণ্ঠ! আপনি পরানুগ্রহ-প্রকাশার্থ বিষ পর্য্যন্ত পান করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার প্রতি কণা-মাত্র-করুণা-প্রকাশে কাতর হইতেছেন কেন? হে সুরবর্য্য! পিতৃ-গৃহে কৌতুক-মহোৎসব-বার্ত্তা-শ্রবণ করিলে, কন্যার দেহ তদ্দর্শনার্থ প্রচলিত হইবে না কেন? হে দেব! যদি বলেন, অনাহূতা হইয়া, তুমি কিরূপে গমন করিতে পার? তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, অনাহূতা হইয়া, অন্যত্র গমন স্ত্রীজনের পক্ষে প্রতিষিদ্ধ, বা নিন্দা-জনক হইলেও, ভর্ত্তার গৃহে, তথা গুরুজন, অর্থাৎ জন্ম-দাতা পিতা ও শ্বশুর-প্রভৃতির নিকেতনে, বা সুহৃজ্জনের আবাসে গমন প্রতিষিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব হে অমর্ত্ত্য! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং করুণা-প্রকাশ-পূর্ব্বক আমার এই মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণা করুন। হে দেব! আপনি অনল্প-জ্ঞান-রাজ্যের অধীশ্বর এবং আত্মারামরূপে অবস্থিত হইয়াও যেহেতু আমাকে নিজদেহের অর্দ্ধ-ভাগ-স্বরূপে নিরূপিতা করিয়া, অর্দ্ধনারীশ্বররূপে খ্যাত হইয়াছেন, অতএব মৎ-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ যাচিত হইয়া, আমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ করুন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তম অধ্যায়

সুহৃৎ-প্রিয় শ্রীশঙ্করদেব প্রিয়া-সতীদেবী-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিযাচিত হইয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য-পূর্ব্বক বিষাদভরে কহিলেন, হে প্রিয়ে! পূর্ব্বকালে নৈমিষারণ্যে, অথবা বিশ্ব-স্রষ্টৃগণের সমক্ষে তোমার পিতা দক্ষ অকারণে আমার প্রতি যে সকল মর্ম্মভেদী কুবাক্য-বাণের প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তোমার প্রার্থনা-বচন-শ্রবণে সেই সকল-কুবাক্য স্মৃতি-পথে সমুদিত হওয়ায়, আমি মনে মনে দুঃখিত হইতেছি। হে শোভনে! "অনাহূতা অপ্যভিযন্তি বন্ধুষু", ত্বৎকথিত এই বাক্য শোভন বটে; কিন্তু অনাত্ম-দেহাদি-বিষয়ে অহঙ্কার-জন্য-প্রবলতর-মদ-মন্যু-বশে যদি তোমার বন্ধুগণ আমাদিগের প্রতি দোষ-দৃষ্টির উৎপাদন, অর্থাৎ আরোপণ না করিতেন, তাহা হইলে, অনুৎপাদিত-দোষ-দৃষ্টি-বন্ধুগণের ভবনে যজ্ঞ-মহোৎসবাদি উপলক্ষে অনাহূত অবস্থায় গমন দোষাবহ হইত না। পক্ষান্তরে তোমার বন্ধুগণ যখন আমাদিগের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই হৃদয়ে বিদ্বেষ-ভাব-পোষণ করিতেছেন, তখন অনাহূত অবস্থায় যজ্ঞ-মহোৎসবাদি উপলক্ষে তাঁহাদিগের ভবনে গমন আমি যুক্তি-সঙ্গত মনে করিতেছি না।

হে দেবি! তুমি এরূপ মনে করিতে পার না যে, আমার পিতা প্রজাপতি-দক্ষ বিদ্যাতপঃ-প্রভৃতি-বহু-সদ্‌গুণের আধার-স্বরূপ; সুতরাং তিনি আপনার ন্যায় মহত্তমের প্রতি দ্বেষ করিবেন কেন? কারণ, বিদ্যা-তপস্যা-বিত্ত-বপুঃ-বয়ঃ-কুল, এই ছয়টী সজ্জন গণের গুণভূত, অর্থাৎ বিবেক-হেতু-স্বরূপ হইলেও, ঐ ছয়টী গুণ যদি আবার অসত্তম-জন-কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তাহা হইলে, গুণেতর অর্থাৎ বিবেক-নাশ-হেতু-দোষমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। গুণ-সকলের দোষ-মধ্যে পরিগণন, বা বিবেক-নাশ-হেতুতার প্রতিও কারণ এই যে, আমি বিদ্বান্‌, আমি তাপস, আমি প্রচুরতর-ধনবান্‌,

আমি শ্যামরূপ, আমি যুবা, আমি সৎকুলীন, আমি প্রভু, ইত্যাদি অভিমান-লক্ষণ-গর্ব্ব-প্রসব-দ্বারা অসজ্জনাধিকৃত-গুণ-সকলই তাহাদিগের স্মৃতি, অর্থাৎ বিবেকজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া, হৃদয়ে কালুষ্য সঞ্চার করে। এইরূপে স্মৃতি, অর্থাৎ বিবেক-জ্ঞান বিহত হইলে, অনন্তরোক্ত "অহং বিদ্বান্", ইত্যাদি অভিমান অসজ্জন-গণ-কর্ত্তৃক ভৃত, ধৃত, বা পরিপুষ্ট হইয়া, তাহাদিগের দৃষ্টিকে দুষ্টা, বা কলুষিতা করে। অতএব "স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাং", অর্থাৎ যাহাদিগের স্মৃতি, বা বিবেচনা-শক্তি বিলুপ্তা হইয়াছে, হৃদয়ে কালুষ্য সঞ্চারিত হইয়াছে এবং দৃষ্টি দর্শন-শক্তি দুষ্টা হইয়াছে, সেই সকল-স্তব্ধ-জন মহত্তম-জন-গণের ধাম, অর্থাৎ তেজঃ সমবলোকনে সমর্থ হয় না।

অতএব স্বজন-ব্যপেক্ষা-বশে অর্থাৎ বন্ধু-জনবোধে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও এতাদৃশ স্তব্ধ, মানী, দুষ্ট-দৃষ্টি, অনবস্থিত-চিত্ত, অসজ্জন-গণের গৃহ-সকলও অবলোকন করিবে না। কারণ, যাহারা নিজ-নিজ-গৃহে অভ্যাগত-জনগণকে প্রাপ্ত হইয়া, ভ্রূভঙ্গি-পুরঃসর রোষ-রক্ত-নয়নে অবলোকন করে, সেই সকল-কুটিল-বুদ্ধি-ব্যক্তির গৃহে গমন করিলে মানিজনের মর্য্যাদার হানি ঘটিয়া থাকে। সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে, তাদৃশ জনগণের গৃহে গমন ত দূরের কথা, মানী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গ তাহাদিগের গৃহের প্রতিও দৃক্‌পাত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। কিঞ্চ, শত্রু-জন-প্রযুক্ত সহস্র-সহস্র-শিলীমুখ-দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে খণ্ডিত হইলেও, বাণবিদ্ধ-ব্যক্তিকে তাদৃশী-ব্যথা অনুভব করিতে হয় না, বক্র-বুদ্ধি-সম্পন্ন আত্মীয়গণের দুরুক্তি-বাণ-বিদ্ধ-ব্যক্তিকে যাদৃশী ব্যথা অনুভব করিতে হয়। এবিষয়ে কারণ এই যে, শত্রু-প্রযুক্ত-বাণ-সহস্রে বিদ্ধ-ব্যক্তি কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক শয়ন করিয়া, কিঞ্চিৎ পরিমাণেও শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়, পরন্তু আত্মীয়গণের দুরুক্তি-বাণ-বিদ্ধমর্ম্মতাড়িত-ব্যক্তি ব্যথমান-হৃদয়ে দিবানিশি অসহ্য-যন্ত্রণা, বা পরিতাপ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়া, থাকে।

হে সুভ্রু! আমি বিস্পষ্টরূপে অবগত আছি যে, তোমার পিতা

প্রজাপতি-দক্ষ অতি উৎকৃষ্ট-গতি, স্থিতি, বা মর্য্যাদা-সম্পন্ন এবং তুমিও তাঁহার প্রিয়-কন্যা-সকলের মধ্যে অত্যন্ত-স্নেহপাত্রী; তথাপি বিনা আহ্বান, তুমি যদি যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন কর, তাহা হইলে, তুমি তোমার পিতার নিকটে নিশ্চিতই সম্মান প্রাপ্তা হইবে না। কারণ, নৈমিষারণ্যে এবং বিশ্বস্রষ্টৃগণের যজ্ঞমহোৎসবস্থলে তোমার পিতা দক্ষ প্রবিষ্ট হইলে, আমি প্রত্যুদগম-প্রশ্রয়ণ, বা অভিবাদনাদি-দ্বারা তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি নাই বলিয়া, মৎ-সম্পর্ক-সঞ্জাত-পরিতাপানলে অদ্যাপি তিনি দগ্ধ হইতেছেন। হে প্রিয়তমে! এই কারণ-বশতঃই তোমার পিতা স্ব-রচিত-যজ্ঞ-মহোৎসবে আমাকে এবং মৎ-সম্পর্ক-প্রযুক্ত তোমাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। এরূপ অবস্থায় তুমি যদি তোমার পিতার যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন কর, তাহা হইলে, তুমি অবশ্যই অনাদৃতা হইবে না কি?

হে প্রিয়ে! তুমি এরূপ মনে করিও না যে, আমি তোমার পিতার প্রতি মনে মনে দ্বেষভাব পোষণ করি। পক্ষান্তরে আতুরেন্দ্রিয় অসুরগণ যেমন পালন-কার্য্যে নিযুক্ত বিষ্ণুর উচ্চ-ঐশ্বর্য্য-পদ-লাভে অসমর্থ হইয়া, পাপচ্যমান-হৃদয়ে তাঁহার প্রতি দ্বেষ-প্রকাশ করিয়া থাকে, সেইরূপ তোমার পিতা নিরহঙ্কারী, বা পুরুষ-বুদ্ধি-সাক্ষিভূত অস্মদাদির পুণ্য-কীর্ত্তি-প্রভৃতি অত্যুচ্চ-সমৃদ্ধি, বা অত্যুচ্চ-সুমহৎ-ঐশ্বর্য্য-পদ-সন্দর্শন-বশে সমুৎপন্ন ঈর্ষ্যানলে হৃদয়ে জাজ্বল্যমান, অথচ সর্ব্ববিধ-পুরুষ-প্রযত্ন-প্রয়োগ করিয়াও, আমাদিগের তাদৃশ-সুমহদুচ্চৈশ্বর্য্য-পদাধিরোহণে সর্ব্বথা অসামর্থ্য-প্রযুক্ত ব্যাকুল-হৃদয়, বা দুঃখিতেন্দ্রিয় দক্ষ "পরং কেবলং" অর্থাৎ অকারণ আমার প্রতি প্রত্যক্ষতঃ বিদ্বেষ-প্রকাশ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, হে সুমধ্যমে! তুমি এরূপও মনে করিতে পার না যে, আমি নৈমিষারণ্যস্থ-মহর্ষি-সমাজে, অথবা বিশ্ব-স্রষ্টৃগণের যজ্ঞে প্রত্যুত্থান-বিনয়াদি-প্রদর্শন না করিয়া, তোমার পিতা দক্ষ-প্রজাপতিকে অবজ্ঞাত করিয়াছি। কারণ, সজ্জন-সমাজে প্রত্যুদ্গম-প্রশ্রয়ণাভিবাদনাদি-লক্ষণ যে কিছু শিষ্ট-জন-সম্মত আচরণ, বা ব্যবহার মিথঃ-প্রচলিত আছে,

সজ্জন-গণ-কর্ত্তৃক সতত সর্ব্বত্র যাদৃশ ব্যবহার অনুসৃত হইয়া থাকে, প্রাজ্ঞ-জনগণ-কর্ত্তৃকও অবশ্যই তাদৃশ-ব্যবহার সাধু সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে। কারণ, প্রাজ্ঞ-জনগণ প্রত্যুদ্‌গম-প্রশ্রয়ণাভিবাদনাদি-লক্ষণ যে কিছু শিষ্টাচারের অনুসরণ করেন, তৎসমস্তই গুহাশয়-পরম-পুরুষের প্রীত্যর্থে জানিতে হইবে।

অত্রাপি কারণ এই যে, বিবেক-বিচার-বিহীন-সংসারাসক্ত-দেহাভিমানী বদ্ধজীব কখনই প্রত্যুদ্‌গম-প্রশ্রয়ণ ও অভিবাদনার্হ হইতে পারে না। অথচ যদি তাদৃশ-ব্যবহারের অনুবর্ত্তন অবশ্য করণীয় হয়, তাহা হইলে, নিশ্চিতই হৃদয়-গুহাশায়ী সর্ব্বান্তর্যামী সেই পরম-পুরুষের উদ্দেশেই করিতে হইবে। পরন্তু সেই সর্ব্বান্তর্গামী হৃদয়-গুহা-প্রবিষ্ট পরম-পুরুষ সর্ব্ব-ব্যাপক, বা সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ হওয়ায়, তৎস্বরূপে কায়িক-ব্যাপার-সাহায্যে প্রত্যুদ্‌গমনাদি নিতান্ত অযোগ্য, বা অসম্ভাবনা-গ্রস্ত বিবেচিত হইতেছে। এতাবতা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ-গুহাশয়-পরম-পুরুষের প্রতি প্রত্যুদ্‌গম-প্রশ্রয়ণাদি-প্রদর্শন করিতে হইলে, মনঃ-সাহায্যেই করিতে হইবে। অতএব হে সুন্দরি! তোমার পিতা প্রজাপতি-দক্ষের হৃদয়-গুহামধ্যে কৃত-শয়ন মৎ-স্বরূপভূত সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ অন্তর্যামী পরম-পুরুষাভিপ্রায়ে যে আমি মনঃ-সাহায্যে "তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ", ন্যায়ে প্রত্যুদ্‌গমনাদি করি নাই, তাহা কিরূপে অবগত হওয়া যাইতে পারে?

অতএব হে সতি! যিনি বিশ্বসৃগ্‌-যজ্ঞ-মহোৎসবস্থলে অগ্রে আমাকে কৃতাসন-পরিগ্রহ অবলোকন করিয়া, আমার কোন অপরাধ না থাকিলেও, বিনা কারণে সর্ব্বজন-সমক্ষে দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ-পূর্ব্বক আমাকে তিরস্কৃত করিয়াছেন, সেই দক্ষ তোমার দেহকৃৎ পিতা হইলেও, তিনি যখন আমার প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ, তখন তাঁহার, অথবা তদনুব্রত-গণের মুখাবলোকন করাও তোমার পক্ষে কদাচ সমুচিত হইতে পারে না। কিঞ্চ, স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রও যদি বিনা আহ্বানে কাহারও গৃহে উপস্থিত হন, তাহা হইলে, তাঁহারও লঘুতাপ্রাপ্তি যেমন অবশ্যম্ভাবিনী, সেইরূপ হে বরোরু! তুমিও যদি আমার হিতোপদেশপর-বাক্য-সকল অগ্রাহ্য,

বা অতিক্রম করিয়া, বিনা নিমন্ত্রণে তোমার পিতা দক্ষের ভবনে গমন কর, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা তোমার কিঞ্চিন্মাত্রও মঙ্গল সম্ভাবিত হইবে না। পক্ষান্তরে স্বজনগণ হইতে পরাভবপ্রাপ্তির সম্ভাবনা অত্যধিকতরা হইবে। অপিচ, হে বরাননে! সম্ভাবিত অর্থাৎ সুপ্রতিষ্ঠিতজনের স্ব-জনগণ হইতে যখন পরাভবপ্রাপ্তি ঘটিবে, তৎকালে সেই পরাভব কি সদ্যঃ মরণাধিক-ক্লেশ-জনকরূপে পরিণত হইবে না?

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ অষ্টম অধ্যায়

শ্রীমতীসতীদেবীর প্রবোধন-কল্পে এতাবৎ-পর্য্যন্ত কথন করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব বাগ্‌-ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন। এদিকে শ্রীমতী সতীদেবী শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের "ত্বয়া ভদ্রে! ন গন্তব্যং, দক্ষস্য যজনং প্রতি। তস্য যে মানিনঃ সর্ব্বে, সসুরাসুরকিন্নরাঃ। তে সর্ব্বে যজনং প্রাপ্তাঃ, পিতুস্তব ন সংশয়ঃ। অনাহূতাশ্চ যে সুভ্রু! গচ্ছন্তি পর-মন্দিরম্। অপমানং প্রাপ্নুবন্তি, মরণাদধিকং ততঃ। পরেষাং মন্দিরং প্রাপ্য, ইন্দ্রোপি লঘুতাং ব্রজেৎ। তস্মাত্ত্বয়া ন গন্তব্যং, দক্ষস্য যজনং শুভে।" এইরূপ বাক্য-সকল-শ্রবণ করিয়া, পিতৃ-ভবনে গমন-বিষয়ে একরূপ নিরাশা হইলেন বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পিতৃ-ভবনে গমনাশা-পরিত্যাগে সমর্থা না হওয়ায়, সুহৃদ্দিদৃক্ষা-পরবশতা-প্রযুক্ত তিনি একবার ভবনাভ্যন্তর হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া, বহির্দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিতা হন, আবার পরক্ষণেই শ্রীশঙ্করদেব হইতে পরিশঙ্কিতা হইয়া, গৃহোদরে প্রবেশ করেন। অর্থাৎ ঔৎসুক্য ও শঙ্কা, এতদুভয়ের সংগ্রামাবসরে তুল্য-বলত্ব-নিবন্ধন কদাচিৎ স্বজন-সন্দর্শনাভিলাষে পিতৃ-গৃহে গমনার্থ বহির্গতা হইয়া, তথা কদাচিৎ ভব-ভয়-ভীত-হৃদয়ে গৃহমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া, তৎকালে সেই দেবী সতী দ্বিধা অন্দোলিতা হইতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব যখন শ্রীমতীসতীদেবীকে সুহৃদ্দিদৃক্ষা-প্রতিঘাত-বশতঃ পরম-দুর্ম্মনাঃ এবং স্নেহ-প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন রোদন-জনিতাশ্রুকলা-লেশ-বাহুল্য-বশে অতিবিহ্বলা অবলোকন করিয়া, আমি যদি সতীকে পিতৃগৃহ-গমনে অনুমতিদান করি, তবে পিতৃ-গৃহে গমন-পূর্ব্বক পিতৃ-কৃত অনাদর অপমান প্রাপ্তা হইয়া, তথা আমার সম্বন্ধে দক্ষ-প্রোক্ত-নিন্দা-বচন শ্রবণ করিয়া, সতী অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবেন, আর যদি বল-পূর্ব্বক পিতৃ-গৃহ-গমন-ব্যাপার হইতে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তা করি, তাহা হইলেও, উৎকণ্ঠা, বা ঔৎসুক্য, অনশন বা রোদন ও মনস্তাপ-প্রযুক্ত

তাঁহার দেহ-পাত অবশ্যম্ভাবী, এইরূপে উভয়ত্র পত্ন্যঙ্গনাশ-চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীমতীসতীদেবী শঙ্কা-পরিহার-পূর্ব্বক আহৃত-প্রণয়-কোপ, বা অভিমানভরে উৎসুকান্তঃকরণে শ্রীশঙ্করদেবকে এই কথা বলিলেন যে, হে দেব! আপনিই যে এই জগতীতলে একমাত্র যজ্ঞ-স্বরূপ, তাহা সত্য, আপনিই যে সর্ব্ব-দেববরেশ্বর, তাহাও আমি অবগতা আছি সত্য; কিন্তু আমার সেই দুষ্টাচারী পিতা দক্ষ-কর্ত্তৃক কেন যে আপনি অদ্য-পর্য্যন্ত যজ্ঞ-মহোৎসবে আহূত হন নাই, আপনার অনাহ্বানে কি কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে, "তৎসর্ব্বং জ্ঞাতু-মিচ্ছামি, তস্য ভাবং দুরাত্মনঃ। তস্মাচ্চাদ্যৈব গচ্ছামি, যজ্ঞবাটং পিতু-র্ম্মম। অনুজ্ঞাং দেহি মে নাথ! দেবদেব! জগৎপতে!"

দেবী-দাক্ষায়ণী-সতী-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, শ্রীভগবান্ শঙ্করদেব "বিজ্ঞাতাখিলদৃগ্ দ্রষ্টা, ভগবান্ ভূতভাবনঃ" স্বয়ং শ্রীশিবদেব তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে, "গচ্ছ দেবি ত্বরাযুক্তা, বচনান্মম সুব্রতে।" অনন্তর মহাদেবী মহাসতী শ্রীমতী দাক্ষায়ণী সতী সর্ব্ব-দেবেশ্বর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা শ্রীমন্মহাদেবের নিকটে তথাকথিতরূপে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া, প্রাস্থানিক-বেশভূষা, বা যাত্রা-মঙ্গলাবসানে "যযৌ রুদ্রায় রুদ্রাণী, বিজ্ঞাপ্য ভবনং পিতুঃ।" অতঃপর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আদেশে শ্রীমতীসতীদেবীর জন্য দিব্য-বিমান সুসজ্জিত হইল। সর্ব্বতো-মুখ সেই বিমান শ্রেষ্ঠত্ব-পরিচায়ক-লক্ষণ-সমুদায়ে সমন্বিত, আরোহণে অত্যন্ত সুখকর, সৌন্দর্য্যে অতিমাত্র মনোহর, প্রভা-প্রাচুর্য্যে তপ্ত-জাম্বুনদ-প্রখ্য, চিত্র-রত্ন-নিকরে পরিষ্কৃত, মুক্তাময়-বিতানাগ্রভাগ-দ্বারা সুশোভিত, পারিজাতাদি-দিব্য-প্রসূন-প্রকরে সমলঙ্কৃত, রত্ন-স্তম্ভ-শতে সমাবৃত, বজ্র-বৈদূর্য্য-কল্পিত-সোপান-সমূহে সুবিরাজিত, বিদ্রুম-স্তম্ভ-তোরণে রমণীয়, পুষ্প-পট্টে পরিস্তীর্ণ, চিত্র-রত্ন-নিকর-রচিত-মহাসন-সহস্রে সুন্দর, অচ্ছিদ্র-মণি-কুট্টিম-শতে সমাকুল, মণিময়-মনোজ্ঞমহাধ্বজ-দণ্ডোপরি মহাবৃষভ-চিহ্নাঙ্কিত, অভ্রশুভ্র-কেতু-সাহায্যে পুরোভাগে সুশোভন, রত্নকঞ্চুক-গুপ্তাঙ্গ, চিত্র-বৈত্রেক-পাণি, অথচ অপ্রধৃষ্য-গণেশ্বরগণে মহাদ্বারদেশে অধিষ্ঠিত, মৃদঙ্গ-তাল-গীতাদি-বেণু-বীণা-বিশারদ-বিদগ্ধ-জনোচিত-বেশ-

ভায়া-সম্পন্নবহু-স্ত্রীজনে পরিব্যাপ্ত ও সর্ব্ববিধ-স্বর্গীয়সৌন্দর্য্যের একনিলয় স্বরূপ।

এবম্বিধ-বহুশোভা-সম্পন্ন-দিব্য-বিমানবর সর্ব্বোপকরণে পরিপূর্ণ হইয়া, দেবী-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলে, প্রিয়সখী-জন-সমূহে পরিবৃতা মহাদেবী মহাসতী সতী সেই দিব্য-বিমানবরে আরোহণ করিলেন। কিঞ্চ, শ্রীমতী সতীদেবী দিব্য-বিমানবরে আরোহণ করিয়া, বিমান-মধ্যস্থ-মণি-মুক্তা-খচিত-বিচিত্র-রত্নময়-সিংহাসনে সমুপবিষ্টা হইলেন। শুভরুদ্র-কন্যা-দ্বয়ের মধ্যে একজন বজ্র-দণ্ড-মনোহর-চামর ও অপর-জন দিব্য-ব্যজন-গ্রহণ করিয়া, দেবীর উভয়-পার্শ্বে অবস্থান-পূর্ব্বক দেবীকে বীজন করিতে লাগিলেন। অথবা উভয়তঃ পার্শ্বে শ্বেতচামর-দ্বয়-সাহায্যে বীজ্যমানা হইলে, দেবীর বদন-বিম্ব তৎকালে অন্যোহন্য-যুদ্ধাসক্ত-রাজহংস-দ্বয়ের মধ্যে পঙ্কজপ্রায় পরম-শোভা, বা প্রকাশ-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অনন্তর দেবীর প্রিয়-সখী-জনের মধ্যে ধৃত-মুক্তা সুমালিনী-নাম্নী প্রেমনির্ভরা কোন সখী শশি-নিভ-সুশুভ্র-ছত্র পরিক্ষিপ্ত করিয়া, দেবীর চূড়োপরি ধারণ করিলেন। অমৃত-ভাণ্ডের উপরিপ্রদেশে শশিমণ্ডল অবস্থাপিত হইলে, যেরূপ সমুজ্জ্বল-শোভা সম্ভাবিতা হইতে পারে, দেবীর বদন-বিম্বোপরি বিধৃত সেই সমুজ্জ্বল-ছত্রও তৎকালে তাদৃশী রুচিরতরা শোভা-ধারণ করিল।

অনন্তর দেবীর অগ্রভাগে সমাসীনা সুস্মিতাস্যা শুভাবতী-নাম্নী কোন সখী অক্ষদ্যূতবিনোদ-দ্বারা দেবীর হৃদয়ে বিপুল-ক্রীড়ানন্দ-রসের সঞ্চারসাধনে প্রবৃত্তা হইলেন। সুযশাঃ নাম্নী কোন সখী মণি-মুক্তা-হার-লতা-বিলসিত-স্বীয়-স্তন-মণ্ডল-দ্বয়ের অন্তরালে দেবীর রত্ন-পরিষ্কৃত-শুভ-পাদুকা-দ্বয় ধারণ করিয়া, তৎকালে দেবীর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। অন্য-সখীজন কাঞ্চন-চারু অঙ্গ-শোভা-সাহায্যে বিমান-গর্ভ বিভাসিত করিয়া, সমুজ্জ্বল-দর্পণ-গ্রহণ-পূর্ব্বক দেবীর সম্মুখে অবস্থিতা হইলেন। অপরা কাঞ্চন-চার্ব্বঙ্গী সখী করকমলে মুক্তা-মালা জড়িত-তালবৃন্ত গ্রহণ করিলেন। কোন সখী তাম্বূল-পেটিকা গ্রহণ করিলেন। কোন সখী চারু-ক্রীড়া-শুক আনয়ন করিলেন। কোন ভামিনী সখী সুমনোজ্ঞ-সদগন্ধ-যুক্ত-বিকসিত-কুসুমপ্রকর প্রাপ্ত হইয়া, বিচিত্রমাল্য

রচনায় তৎপরা হইলেন। কমলেক্ষণ-শোভনা কোন সখী আভরণাধারধারণ করিলেন। কোন সখী সপ্রসূন-সভাজন আলেপন আনয়ন করিলেন। তথা "অন্যাশ্চ সুদৃশস্তাস্তা, যথাস্বমুচিতক্রিয়াঃ। আবৃত্যান্তর্মহাদেবীমসেবন্ত সমন্ততঃ।" কিঞ্চ, তারা-পরিষন্মধ্যে শারদী চন্দ্রলেখা যেমন অতীব শোভা প্রাপ্তা হইয়া থাকে, সেইরূপ মহাদেবী পরমেশ্বরী সতীদেবীও সেই সখীজন সকলের মধ্যে তৎকালে পরমা শোভা প্রাপ্তা হইতে লাগিলেন।

এইরূপে ও অন্যান্য-বিবিধ-প্রকারে বেশ-রচনা-পারিপাট্য পরিসমাপ্ত হইলে, বেশ-সমাপ্তি-সূচক-শঙ্খ-সমুত্থ-নাদের অনন্তর "প্রাস্থানিকো মহানাদঃ, পটহঃ সমতাড্যত। ততো মধুরবাদ্যানি, সহ তালোচ্চতৈঃ স্বনৈঃ। অনাহতানি সন্নেদুঃ, কাহলানাং শতানি চ।" তথা "সায়ুধানাং গণেশানাং, মহেশসমতেজসাম্। সহস্রাণি শতান্যষ্টৌ, তদানীং পুরতো যযুঃ। তেষাং মধ্যে বৃষারূঢ়ো, গজারূঢ়ো যথা গুহঃ। জগাম গণপঃ শ্রীমান্, সোমনন্দী সুরার্চ্চিতঃ।" উক্তরূপে ত্রিভুবনমহারাজ-গৃহিণী মহাদেবী মহেশ্বরী শ্রীমতীসতীদেবীর সর্ব্বজীবন-যজ্ঞ-মহোৎসব উপলক্ষে পিতা দক্ষের ভবনে যাত্রাকালে অন্তরীক্ষে দিব্য-সুখ-স্বন-সম্পন্ন-দেব-দুন্দুভি-সকল নিনাদিত হইতে লাগিল। মুনি, মহর্ষি ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন। সিদ্ধ-যোগিগণ পরম আমোদ প্রাপ্ত হইলেন এবং বারিদগণ দেবীর দিব্য-বিমানোপরি দিব্যপুষ্পবৃষ্টির সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর দেবীর বিমান আকাশপথে পরিচালিত হইলে, "তদা দেবগণৈশ্চান্যৈঃ, পথি সর্ব্বত্র সঙ্গতা। ক্ষণাদিব পিতুর্গেহং, প্রবিবেশ মহেশ্বরী।"

এদিকে অষ্ট-সহস্র অষ্ট-শতগণেশ্বরের অধিপতি সুরগণার্চ্চিত মহাত্মা নন্দী বহির্দ্দেশে অবস্থিত হইয়া, জানিনা, আজ আমাদের কি বিপৎ সংঘটিতা হইবে? হায়! আজ কি আমরা দুষ্টাত্মা দুর্ম্মদান্ধ-দক্ষের দুষ্টাচরণের ফলে মাতৃহীন হইব? এইরূপ ভাবিয়া, অন্তঃকরণে তীব্র-বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। হায়! একি দৈবদুর্ব্বিপাক? দুষ্টাত্মা দক্ষ ত সর্ব্বময়ী-জগন্ময়ী-মহাদেবী-মহেশ্বরী শ্রীমতীসতীদেবীকে নিজগৃহে সমাগতা দেখিয়া, আহ্বান-মাত্রও করিলেন না। প্রত্যুত আত্ম-ক্ষয়-কারণ-ভূত কাল উপস্থিত হওয়ায়, প্রজাপতিদক্ষ শ্রীমতীসতীদেবীকে

অবলোকন করিয়া, পরম-ক্রোধান্বিত হইলেন এবং শ্রীমতীসতীদেবীর যবীয়সী-ভগিনীগণকে যথোচিত-পূজাদ্বারা সম্বর্দ্ধিত করিলেন; কিন্তু প্রিয়তমাকন্যাসতীদেবীর সহিত একটীমাত্র কথাও কহিলেন না।

এইরূপে জগন্মাতা শশিমুখী দেবী-সতী পিতা দক্ষ-কর্ত্তৃক অসৎকৃতা ও অবজ্ঞাতা হইয়া, যজ্ঞ-সভা-মণ্ডপে অবস্থিত কৃপণ পিতা দক্ষকে তৎকালে অব্যগ্রভাবে যুক্তি-যুক্ত-বাক্যে এই কথা বলিলেন যে, "ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তা, যস্যাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ। স দেবঃ সাম্প্রতং তাত! বিধিনা নার্চ্চিতঃ কিল। তদাস্তাং মম জ্যায়স্যাঃ, পুত্র্যাঃ পূজাং কিমীদৃশীম্। অসৎকৃতামবজ্ঞায়, কৃতবানসি গর্হিতাম্।" শ্রীমতীসতীদেবী-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, ক্রোধপ্রযুক্ত অমর্ষিত-দক্ষ শ্রীমতীসতীদেবীকে এই বাক্য-বলিলেন যে, আমার তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-বরিষ্ঠ-পূজ্য-বালভাবাপন্ন অনেক-কন্যারত্ন আছে। কিন্তু, সেই কন্যাগণের যাঁহারা ভর্ত্তৃস্থলাভিষিক্ত, তাঁহারা সকলেই আমার নিকটে প্রেমপাত্র ও সম্মানভাজনরূপে পরিগণিত হওয়ায়, যথোচিত-সৎকৃত ও সম্পূজিত হইয়াছেন। উক্ত কন্যা-সকলের ভর্ত্তৃগণ যে আমার নিকটে সৎকৃত সংপূজিত ও বহুমত হইয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহারা সকলেই তোমার ভর্ত্তা ত্র্যম্বকদেব হইতেও সর্ব্ববিধ-সদ্গুণে, জ্ঞানে, ঐশ্বর্য্যে ও পদমর্য্যাদায় সমধিক, বা শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে তোমার ভর্ত্তা সর্ব্ব স্তব্ধাত্মা ও তামস-প্রকৃতি-সম্পন্ন। হে সতি! তুমি তামস-স্বভাব-ভূত-প্রেত-পিশাচগণের পতি ত্র্যম্বক-দেবের অঙ্কশায়িনী হইয়াছ, সেই জন্য আমি তোমার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিতেছি। হে সতি! তুমি যে মৎ-কর্ত্তৃক এইরূপে অবমতা হইতেছ, তাহার অপর কারণ এই যে, তোমার ভর্ত্তা ভব চিরদিনই আমার প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকেন। এই কারণবশতঃই আমি তোমাদিগকে যজ্ঞ-মহোৎসবে নিমন্ত্রণ করি নাই। অথচ দেখিতেছি, তুমি নিমন্ত্রিতা না হইয়াও, যজ্ঞ-মহোৎসবে সমাগতা হইয়াছ। অতএব তুমি অবজ্ঞান, অনাদর, বা অসৎকারেরই উপযুক্ত-পাত্রী।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—নবম অধ্যায়

অথবা শ্রীমতীসতীদেবী শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের নিকট হইতে “গচ্ছ দেবি ত্বরাযুক্তা, বচনান্মম সুব্রতে!” এইরূপ অনুজ্ঞা প্রাপ্তা হইয়া এবং শ্রীশিবাজ্ঞা-প্রেরিত-ষষ্টিসহস্র-সংখ্যক-নানাবিধ-রৌদ্রগণে সমন্বিতা হইয়া, নানাশ্চর্য্য-সমন্বিত-পিতৃ-সদনে গমন-পূর্ব্বক প্রথমতঃ মাতা, পিতা, সুহৃৎ, সম্বন্ধী ও বান্ধব-গণকে অবলোকন করিয়া, মুদান্বিত-মানসে মাতা ও পিতাকে অভিবাদন করিলেন। পশ্চাৎ অন্যান্য-সকলকে যথাযোগ্য সাদর-সম্ভাষণ ও অভিবাদনান্তে প্রস্তাবক্রমে তৎকালে দেবী সতী এই বাক্য বলিলেন যে, পিতঃ! আপনি পরম-শোভন শ্রীশম্ভুদেবকে এই যজ্ঞমহোৎসবে আহ্বান করেন নাই কেন? যাঁহার দ্বারা এই সমগ্র-সচরাচর-জগৎ পূত হইয়াছে, যিনি স্বয়ং যজ্ঞস্বরূপ, যিনি যজ্ঞ-বিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ, যিনি যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ, বা যজ্ঞ-দক্ষিণাস্বরূপ এবং “দ্রব্যং মন্ত্রাদিকং সর্ব্বং, হব্যং কব্যঞ্চ যন্ময়ম্”, সেই শ্রীশঙ্করদেবের শুভাগমন বিনা আপনার অনুষ্ঠিত যজ্ঞ, বা যজ্ঞীয় উপকরণসকল কি অপবিত্র হইবে না?

কিঞ্চ, “শম্ভুনা হি বিনা তাত! কথং যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততে?” হে পিতঃ! যে যজ্ঞে শ্রীশঙ্করদেব নিমন্ত্রিত হন নাই, সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে লোক-পিতামহ ব্রহ্মার সহিত এই সুরগণ সমাগত হইলেন কিরূপে? “হে ভৃগো! ত্বং ন জানাসি? হে কশ্যপ মহামতে! অত্রে! বশিষ্ঠ! একস্ত্বং শক্র! কিং কৃতমত্র তে। হে বিষ্ণো! ত্বং মহাদেবং, জানাসি পরমেশ্বরম্? ব্রহ্মন্ কিং ত্বং ন জানাসি, মহাদেবস্য বিক্রমম্?” কিঞ্চ, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে তুমি পঞ্চমুখ হইয়া, শ্রীসদাশিবের নিকটে আত্ম-গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলে, সেই জন্য শ্রীশঙ্করদেব তোমাকে চতুর্ম্মুখ করিয়াছেন। হে পিতামহ! তুমি সেই অদ্ভুতঘটনা কি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ? যে বিভু শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্বকালে লীলাচ্ছলে দারুবনে

ভিক্ষাটন করিয়াছিলেন, তোমরা সুহৃৎ হইয়াও, তৎকালে ভিক্ষুক-বেশধারী যে রুদ্রদেবকে শাপ-প্রদানদ্বারা অভিশপ্ত করিয়াছিলে, তোমাদের সেই পূর্ব্বাভিশপ্ত শ্রীরুদ্রদেবকে এখন তোমরা এরূপে বিস্মৃত হইলে কিরূপে? যাঁহার অবয়বমাত্রে এই সকলজগৎ, চরাচরাত্মক-ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে, মহাপ্রলয়কালে এই সমগ্র-জগৎ সঙ্কল্পমাত্রে যদীয়লিঙ্গরূপে পরিণত হইয়া থাকে, লয়-কারণ বলিয়া সবাসবদেবগণ-যাঁহাকে লিঙ্গনামে অভিহিত করিয়া থাকেন, যে শূলপাণিদেবদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দেবাদিসমগ্রজগৎ সম্ভূত হইয়াছে, হে ব্রহ্মন্! "সোহসৌ বেদান্তগো দেবস্ত্বয়া জ্ঞাতুং ন পার্য্যতে?"

শ্রীমতীসতী-দেবীর শ্রীমুখ-বিনির্গত উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, পরম-ক্রুদ্ধ দক্ষ এই কথা বলিলেন যে, তোমার অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন কি? সম্প্রতি এখানে তোমার অনুষ্ঠেয় কোন কৃত্য ত অবশিষ্ট নাই। অতএব "গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ভদ্রে! কস্মাত্ত্বং হি সমাগতা? অমঙ্গলো হি ভর্ত্তা তে, অশিবোঽসৌ সুমধ্যমে। অকুলীনো বেদবাহ্যো, ভূত-প্রেত-পিশাচ-রাট্। তস্মান্নাকারিতো ভদ্রে! যজ্ঞার্থং চারু-ভাষিণি।" কিঞ্চ, হে সুশ্রোণি! আমি মন্দ-বুদ্ধি ও পাপী; সেই জন্যই তুমি মৎ-কর্ত্তৃক দুরাত্মা উদ্ধত অবিদিতার্থ রুদ্রের ন্যায় অসৎ-পাত্রে প্রদত্তা হইয়াছ। অতএব হে শুচিস্মিতে! তুমি মৎ-প্রদত্ত এই শরীর পরিত্যাগ করিয়া, স্বস্থা ও সুখিনী হও।

সমন্তাৎ বেদ-পাঠ-ধ্বনির সহিত সংমিশ্রিত-যজ্ঞীয়-পশু-বধ-জনিত-কোলাহলে নিরতিশয় পরিপূর্ণ হইয়া, যে স্থান অতীব শোভমান হইয়াছিল, অথবা যজ্ঞে সমাগত-বেদবিদ্-বিদ্বন্মণ্ডলীর বেদাধ্যয়ন-ধ্বনি-বশে ঊর্জ্জিত অতিশয়িত বৈশস অর্থাৎ শাস্ত্রার্থ-বিচার-স্পর্দ্ধা-প্রসূত-পরস্পর-পরাবুভূষা-সমলঙ্কৃত হইয়া, যে স্থান নিতান্ত-রমণীয়-ভাব-ধারণ করিয়াছিল, মৃত্তিকা, দারু, অয়ঃ, কাঞ্চন, দর্ভ ও চর্ম্ম-নির্ম্মিত-ভাণ্ড-সমূহে যে স্থান পরিকীর্ণ হইয়াছিল, সর্ব্বশঃ বিবুধগণে ও বিপ্রবিবৃন্দে সেবিত সেই যজন অর্থাৎ যজ্ঞ-স্থানে সারিকা, কন্দুক, দর্পণ ও অম্বুজ-প্রভৃতি-ক্রীড়োপকরণ, তথা শ্বেতাতপত্র, ব্যজন, পুষ্পমাল্য, গীতাশ্রয়-দুন্দুভি,

শঙ্খ, তথা বেণু-বীণা-প্রভৃতি-মহারাজ-বিভূতি-নিচয়ের সহিত বিটঙ্কিত, বা শোভিত পার্ষদ ও যক্ষগণের সহিত বর্ত্তমান মণিমান্ এবং মদ-প্রভৃতি সহস্রশঃ ত্রিনেত্রানুচরগণে অনুগম্যমানা-দেবী সতী প্রবেশ করিয়া, যখন পিতা দক্ষ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে বিমানিতা হইলেন এবং যজ্ঞ-সভাস্থ-জনগণের মধ্যে যখন কেহই যজ্ঞ-কর্ত্তা দক্ষের ভয়ে তাঁহার প্রতি আদর, অভ্যর্থনা, বা সম্মান-প্রয়োগে সাহসী হইলেন না, তখন মহাদেবী-মহাসতীর মাতা বীরিণী ও সহোদরা-ভগিনীগণ তাঁহাকে সমাগতা, অথচ বিমানিতা, অনাদৃতা, অনভ্যর্থিতা দেখিয়া, নিতান্ত-ব্যথিতান্তঃকরণে আদরাভ্যর্থনা-সহকারে প্রেমাশ্রু-নিরুদ্ধ-কণ্ঠে আনন্দভরে গাঢ়তররূপে হৃদয়ে আলিঙ্গন করিলেন।

কিঞ্চ, শ্রীমতীসতীদেবীর ভগিনীগণ শ্রীমতীসতীদেবীকে সোদরত্ব-প্রযুক্ত ভগিনীগণোচিত-সংপ্রশ্ন-সমর্থ-সর্ব্ববিধ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কুশল-বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। তথা মাতা ও মাতৃ-স্বসৃ-গণ আদরাভ্যর্থনার সহিত প্রত্যেকে তাঁহাকে পৃথক্ পৃথক্ উৎকৃষ্ট আসন, বসন, ভূষণ, শয্যা, বিলাসদ্রব্য ও প্রচুর-ধন-রত্ন-প্রভৃতি-প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত-সপর্য্যা করিলেন বটে, কিন্তু পিতা দক্ষ-কর্ত্তৃক অপ্রতিনন্দিতা সতী ভগিনীগণের মঙ্গল-প্রশ্নবচন-শ্রবণ, বা মাতা ও মাতৃ-স্বসৃ-গণ-কর্ত্তৃক-প্রদত্ত উক্তরূপ-সপর্য্যাগ্রহণ করিলেন না। পক্ষান্তরে রুদ্র-ভাগ-রহিত সেই যজ্ঞ অবলোকন করিয়া এবং যজ্ঞ-মহোৎসব উপলক্ষে পিতা দক্ষ-কর্ত্তৃক দেবদেব-বিভু শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞান প্রদর্শিত হইতেছে, অবগতা হইয়া, তথা স্বয়ং যজ্ঞ-সভা-স্থলে "যৎপরোনাস্তি" অনাদৃতা হইয়া, ত্রিভুবনাধীশ্বরী সতী এরূপ বিপুল-ক্রোধ আহরণ করিলেন যে, যজ্ঞসভাস্থ-সকলেই নিতান্ত-ভীতান্তঃকরণে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সতীদেবী বুঝি বিপুল-ক্রোধানল-সাহায্যে লোক-সকলকে দগ্ধ করিতে উদ্যতা হইয়াছেন।

শ্রীমতীসতীর উক্তরূপে রোষাবেশ হইবামাত্র দক্ষ-বধার্থ তাঁহার রোষ-প্রদীপ্ত, বা বিপুল-তেজঃ-সম্পন্ন-শরীর হইতে অসংখ্য-ভূতগণ সমুত্থিত, বা নিঃসৃত হইলে, আজ্ঞা-প্রদান-দ্বারা তাহাদিগকে নিগৃহীত

করিয়া, দেবী সতী যজ্ঞ-মহোৎসবে সমাগত-জগতী-তলস্থ-সর্ব্বলোক-সমক্ষে ধূম-পথ, বা কর্ম্ম-মার্গে শ্রম অর্থাৎ বহুতর অভ্যাস-বশতঃ অত্যধিক-গর্ব্বান্বিত শিব-দ্বেষ্টা পিতা দক্ষের প্রতি অত্যন্ত-কোপ-প্রযুক্ত বিপন্ন, অব্যক্ত, অর্থাৎ সগদ্গদ-বাক্যে নিন্দা, বা তিরস্কার-প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। দেবী কহিলেন, হে পিতঃ! এই জগন্মণ্ডলে যাঁহা অপেক্ষা অতিশায়ন, অধিক, বা শ্রেষ্ঠতম পুরুষ নাই, যিনি আত্মারামত্ব-প্রযুক্ত প্রিয়াপ্রিয়-রহিত, অর্থাৎ দেহধারী জীবগণের শুদ্ধপ্রিয়াত্ম-স্বরূপত্ব-প্রযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে যাঁহার প্রিয়, দ্বেষ্য, বা উপেক্ষ্য কোন প্রাণী নাই, সেই মুক্তবৈর, সমস্তাত্মা, অর্থাৎ সর্ব্ব-জগৎ-কারণভূত-পরম-পুরুষ শ্রীশঙ্করদেবের "ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ?" একমাত্র আপনি ভিন্ন অপরা কোন্ ব্যক্তি প্রতীপ, বা প্রতিকূল আচরণ করিবে?

হে দ্বিজ! যাঁহারা সাধু, তাঁহারা অপর-জন-নিচয়ের দোষ-লবকেও গুণ-সমূহের মধ্যেই গ্রহণ করিয়া থাকেন। পরন্তু ভবাদৃশ-জন-সকল অসূয়া-পরবশতা-প্রযুক্ত অপরাপর-জন-সাধারণের বহু-সদ্গুণ বিদ্যমান থাকিলেও, সমস্ত-গুণ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল দোষেরই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা মধ্যস্থ, তাঁহারা কেবল গুণ, বা কেবল দোষ গ্রহণ করেন না; পরন্তু যথাবস্থিতগুণ ও দোষ-সকল বিবেক-সাহায্যে গ্রহণ করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে এই মধ্যস্থজনকেই মহান্ বলিয়া, নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যাঁহারা মহত্তর, তাঁহারা কেবল গুণ-সকলকেই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং দোষমাত্রও গ্রহণ করেন না, আর যাঁহারা মহত্তম, তাঁহারা দোষ ত গ্রহণ করেনই না; প্রত্যুত ফল্গু তুচ্ছ-গুণ-সকলকেও গুরুতর-সদ্গুণমধ্যে গ্রহণ করিয়া, তাহার বহুলীকরণে যত্ন করেন। পরন্তু পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, আপনি স্বয়ং গুণবান্ হইয়াও, মহত্তমোত্তম শ্রীশঙ্করদেবের পরমোদার-চরিত্রেও দোষ, বা পাপকল্পনা করিয়াছেন।

কিন্তু, যাহারা কুণপ, অর্থাৎ চৈতন্য-রহিত-জড়-শরীরকেই আত্মা বলিয়া থাকে, তাদৃশ অসজ্জনগণমধ্যে যে ঈর্ষ্যাপ্রযুক্ত সর্ব্বদা মহত্তমোত্তম-জন-গণের নিন্দাবাদ উপস্থিত হইবে, ইহা আশ্চর্য্যজনক নহে।

যদি চ মহাপুরুষগণ স্বনিন্দা-সহনে সদাকাল অভ্যস্ত, তথাপি তাঁহাদের পাদ-রেণু-সকল নিন্দাবচন-শ্রবণে অসহমানতা-প্রযুক্ত তাদৃশ-নিন্দাকারী জনগণের তেজঃ নিরস্ত করিয়া থাকেন। অতএব "মহাপুরুষ-পাদ-পাংশুভির্নিরস্ত-তেজঃসু তদেব শোভনং", অর্থাৎ মহাপুরুষগণের শ্রীচরণ-রজঃ-প্রভাবে যাহাদিগের তেজঃ-প্রাচুর্য্য, বা মহত্তর-প্রভাব নিতান্তই প্রতিহত হইয়াছে, তাদৃশ-কুণপাত্মবাদী অসজ্জন-গণ-মধ্যে সর্ব্বদা মহদ্বিনিন্দন অবশ্যই শোভন, বা উচিত বিবেচিত হইতে পারে। অতএব "অসৎসু" মহদ্বিনিন্দন যেমন একপক্ষে "উচিতমেব", সেইরূপ অপর-পক্ষেও অবশ্যই "নাশ্চর্য্যমেতৎ", আশ্চর্য্যজনকও হইতে পারে না। অসত্তমজনগণ যেমন মহত্তমদ্রোহে সতত আসক্ত, সেইরূপ সাক্ষাৎ-ঈশ্বর-স্বরূপ-দ্রোহেও নিতান্ত পটীয়ান্।

যদি অসত্তমজনগণের উক্তরূপই স্বভাব না হয়, তবে আপনি শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ-ভাব-পোষণ করিবেন কেন? "যদ্দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং, সকৃৎ-প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ। পবিত্রকীর্ত্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং, ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ।" অর্থাৎ যাঁহার "শিবঃ", এই প্রসিদ্ধ-দ্ব্যক্ষর-মাত্র-নাম মনঃ-সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়াই, কেবলমাত্র-বাক্য-সাহায্যে "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বাপি" একবারই বা হউক, আর প্রসঙ্গক্রমে বারম্বারই বা হউক, উচ্চারিত হইয়া, তৎক্ষণমাত্রেই মানব-নিচয়ের শত-কোটি-জন্মার্জ্জিতাশেষ-দুরিত-লক্ষণ অঘ-সঙ্ঘ বিনষ্ট করে, সেই পবিত্র-কীর্ত্তি অলঙ্ঘ্য-শাসন, বা নিত্যৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন শ্রীসদাশিবদেবের প্রতি আপনি এরূপ বিষম-বিদ্বেষ-পোষণ করিতেছেন; কি আশ্চর্য্য! আপনি কি শিবেতর অমঙ্গল-স্বরূপে পরিণত হইয়াছেন?

"যৎপাদপদ্মং মহতাং মনোঽলিভির্নিষেবিতং ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ। লোকস্য যদ্বর্ষতি চাশিষোঽর্থিনস্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে?" শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্ব-পাপ-হরত্ব-কথনানন্তর ভুক্তি-মুক্তিপ্রদত্ত-কীর্ত্তনাবসরে বলিতে হইতেছে যে, ব্রহ্মরস, ব্রহ্মানন্দ-লক্ষণ আসব, বা মকরন্দ-পানার্থী হইয়া, মহত্তম-জনগণের মনোরূপ-ভ্রমর-নিকর-কর্ত্তৃক যাঁহার

পাদ-পদ্ম নিরন্তর-নিষেবিত হইতেছে এবং যাঁহার শ্রীচরণ-কমল অহর্দ্দিব আরাধিত হইয়া, অর্থী লোক-সকলকে সকাম-পুরুষ-দিগকে অবিরতভাবে অভিলষিত আশীর্ব্বাদ-বর্ষণ করিয়া, পরিতৃপ্ত করিতেছে, আপনি সেই বিশ্ববন্ধু শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি এইরূপ দ্রোহাচরণ করিতেছেন কেন ?

কিঞ্চ, হে পিতঃ! আমার মনে হইতেছে যে, একমাত্র আপনি ভিন্ন:এই ত্রিজগতীতলে ব্রহ্মাদি-দেবগণও সেই শিবাখ্য অশিবদেবের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত নহেন। কারণ, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ যে, সেই শিবাখ্য অশিবদেবের বাস্তবিক-তত্ত্ব যদি তাঁহারা অবগত হইতেন, তাহা হইলে, ব্রহ্মাদিদেবগণ সেই শিবাখ্য অশিবদেবের শ্রীচরণাবস্পৃষ্ট শ্রীচরণ-সরসিজ-পরিভ্রষ্ট-নির্ম্মাল্য কি নিজ-নিজ-মস্তকে ধারণ করিতেন ? কখনই ধারণ করিতেন না। অতএব এক্ষণে ইহাই বলিতে ইচ্ছা হইতেছে যে, "যো জটাঃ অবকীর্য্য শ্মশানে তন্মাল্য-ভস্ম-নৃকপালী সন্ পিশাচৈঃ সহ অবসৎ বসতিস্ম, তস্য চরণাবস্পৃষ্টং গলিতং নির্ম্মাল্যং যে মূর্দ্ধভির্দধতি ধারয়ন্তি, তে ত্বদন্যে ব্রহ্মাদয়ঃ তং শিবাখ্যমশিবং দেবদেবং ন বিদুঃ কিং বা ? নৈব জানন্তীত্যর্থঃ। বিদন্ত্যেবেতি চেৎ, ন, তদ্দাসত্বাঙ্গীকার-পূর্ব্বকং তচ্চরণাবস্পৃষ্ট-নির্ম্মাল্যস্য শিরঃসু ধারণানুপপত্তেঃ।" অতএব হে পিতঃ! "শিবাপদেশোহ্যশিবঃ", "প্রেতাবাসেষু যো ঘোরৈঃ", ইত্যাদিরূপে শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনি নিতান্ত অন্যায়-কার্য্য করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে নবম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—দশম অধ্যায়

অনন্তর দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া, ধর্ম্ম-তত্ত্বাধিকারে দেবী সতী এই কথা বলিলেন যে, "কর্ণৌ পিধায় নিরিয়াৎ যদকল্প ঈশে, ধর্ম্মাবিতর্য্যশৃণিভির্নৃভিরস্যমানে। ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুষতীমসতাং প্রভুশ্চেৎ, জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্ম্মঃ।" যে স্থানে নিরঙ্কুশ-দুষ্টাচার-মানব-নিচয়-কর্ত্তৃক ধর্ম্মের অবিতা রক্ষক শ্রীপরমেশ্বরদেব অস্যমান, বা অধিক্ষিপ্যমাণ হন, তত্রস্থ ঈশ্বর-ভক্ত জনগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য এই যে, তিনি যদি অতি সমর্থ হন, তবে বল-পূর্ব্বক শ্রীপরমেশ্বরদেবের অধিক্ষেপ, নিন্দা, বা তিরস্কার-কর্ত্তার রুষতী, বা অকল্যাণ-বাদিনী জিহ্বার ছেদন করিবেন এবং পশ্চাৎ নিজ-প্রাণ পঞ্চক-পরিত্যাগ করিবেন। আর যদি অসজ্জনগণের নিগ্রহে প্রভু, বা অতিসমর্থ না হন, তবে অকল্পপক্ষে, অথবা ন্যূন-সামর্থ্য-কল্পে অধিক্ষেপকজিহ্বা-চ্ছেদ, প্রাণ-ত্যাগ, স্বকর্ণ-পিধান, বা স্থান-ত্যাগ-লক্ষণ-বিনির্গমন, এই উপায়চতুষ্টয়ের মধ্যে যে কোনটীর অবশ্য অনুষ্ঠান করিবেন। অন্ততঃ সেই স্থান হইতে "কর্ণাবাচ্ছাদ্য নির্গচ্ছেৎ, যদ্ যদি মর্ত্তুং, মারয়িতুং বা কল্পো ন ভবতি।" কারণ, এক, দুই, তিন, বা উক্তরূপ উপায়-চতুষ্টয়ের সম্যক্ অনুষ্ঠানকেই শাস্ত্রকারগণ ধর্ম্ম-স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

"অতস্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং, ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ। জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধিমন্ধসো, জুগুপ্সিতস্যোদ্ধরণং প্রচক্ষতে।" দেবী কহিলেন, আমি স্বয়ং সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্ব-সামর্থ্য-সম্পন্নতা-প্রযুক্ত ক্ষণ-মাত্রেই তোমাকে, আমাকে অর্থাৎ নিজ-দেহকে, অথবা কোটি-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলকে সঙ্কল্প-মাত্রেই নিহত করিতে সমর্থা হইয়াও, "স্বভার্য্যা-দ্বারা শিব এব দক্ষং জঘান", এইরূপ লোকাপবাদ-বশে শ্রীশিব-যশো-হানি-ভয়ে যদিচ তোমাকে এক্ষণে নিহত করিতেছি না, তথাপি আমি

তোমার ন্যায় দুরাত্মার অসতী দার্দ্দুরিকী অকল্যাণ-বাদিনী শ্রীশিব-নিন্দাভাষিণী-জিহ্বা-কর্ত্তৃক উচ্চারিত শ্রীশিব-নিন্দা-সূচক-বাক্য-সকলের শ্রবণ-বশে উপার্জ্জিত-স্বীয়-পাপের-পরিহার-কল্পে অবশ্য স্ব-দেহ-ত্যাগ-রূপ-প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিবই জানিবে। অধিক কি বলিব? আমি তোমার সমক্ষেই তাদৃশ-প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতেছি, রে পাপিন্! তুমি পাপ-কলুষিত-লোচন-যুগলে অবলোকন কর।

হে দক্ষ! তুমি যখন শিতিকণ্ঠ নীলকণ্ঠ বিশ্ববন্ধু শ্রীবিশ্বনাথ দেবের গর্হাকারী, বা নিন্দক, তখন তোমা হইতে উৎপন্ন প্রমাদ-বশে আপন্ন-প্রাপ্ত অপবিত্র এই কলেবর আমি আর ধারণ করিব না। কারণ, মোহ-প্রযুক্ত-ভক্ষিত-জুগুপ্সিত অন্নের উদ্ধরণ, বা বমনকেই শাস্ত্রকারগণ বিশুদ্ধি-স্বরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কিঞ্চ, আমি দেহত্যাগ করিব বটে; কিন্তু তুমি যে শাস্ত্রার্থের অপরিজ্ঞান-নিবন্ধন সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি নির্দ্দোষ শ্রীরুদ্রদেবের প্রতি "লুপ্তক্রিয়" "অশুচি" ইত্যাদি-বিশেষণের প্রয়োগ-পূর্ব্বক দোষারোপ করিয়া থাক, সেই দোষ-কণ্টকের উদ্ধার-কল্পে দুই চারি কথা না বলিয়া, আমি দেহ-ত্যাগে সমর্থা হইতেছি না।

"ন বেদবাদাননুবর্ত্ততে মতিঃ, স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ। যথা গতির্দেব-মনুষ্যয়োঃ পৃথক্, স্ব এব ধর্ম্মে ন পরং ক্ষিপেৎ স্থিতঃ।" "স্ব এব লোকে" স্বীয় আত্ম-স্বরূপেই রমমাণ-মহামুনি সম্যক্-বিরক্ত-মহাপুরুষের মতি বিধি-নিষেধরূপ-বেদবাদের অনুবর্ত্তন করে না। কারণ, বিধি-নিষেধরূপ-প্রবৃত্তি-লক্ষণ-ধর্ম্মানুষ্ঠানাধিকার নিবৃত্ত হওয়ায়, তথা তাদৃশ-স্বাত্মারাম সম্যক্-বিরক্ত-চিত্ত-মহামুনি-জনগণের কুশলাচরণ-দ্বারা কোনরূপ অর্থ, কিম্বা বিপর্য্যয়ে কোনরূপ অনর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকায়, "স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানাঃ", "নিস্ত্রৈগুণ্যে পথি বিচরতাং কো বিধিঃ কো নিষেধঃ।" ইত্যাদি-প্রমাণানুসারে তাঁহারা বিধি-নিষেধের অতীত হইয়াছেন।

অতএব মুক্ত এবং বদ্ধ-জন-সকলের অধিকার-ভেদে গতি যে মিথঃ পৃথক্, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন করিতে হইলে, এইরূপ বলা যাইতে

পারে যে, আকাশ-মাত্রে দেবতাদিগের গতি এবং পৃথিবী-মাত্রে মানব-নিচয়ের গতি শ্রীপরমেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্টা হওয়ায়, মনুষ্যাধিকার-সম্পন্ন-ব্যক্তি যেমন দেবাধিকার-সম্পন্ন-দৈবতগণকে, অথবা দৈবতাধিকার-সম্পন্ন-দেবগণ যেমন মনুষ্যাধিকার সম্পন্ন-মানবগণকে নিন্দা করিতে পারেন না, সেইরূপ স্বধর্ম্মমাত্রে অর্থাৎ প্রবৃত্তি-লক্ষণ-ধর্ম্মে, অথবা নিবৃত্তি-লক্ষণ-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া, একজন অপর-জনের প্রতি, কিম্বা অপর-ধর্ম্মের প্রতি অধিক্ষেপ, বা নিন্দার প্রয়োগ করিতে পারেন না। "অতএব স্বে স্বীয়ে ধর্ম্মে স্থিতঃ পরং ন ক্ষিপেৎ ইতি বিধিঃ।" "ব্যবস্থিতাধিকারত্বেন উভয়োঃ সত্যত্বাৎ ন ক্ষিপেদেব ইতি বা অন্বয়ঃ।"

উক্তার্থের উপপাদনাবসরে বলিতে হইবে যে, "কর্ম্ম প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তমপ্যৃতং, বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাশ্রিতম্। বিরোধি তদ্ যৌগপদৈককর্ত্তরি, দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম্ম নচ্ছর্তি।" অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি-প্রবৃত্ত্যাখ্য-কর্ম্ম এবং শম-দমাদি-নিবৃত্ত্যাখ্য-কর্ম্ম, এই দ্বিবিধ কর্ম্মই সত্য। কারণ, উক্ত দ্বিবিধ-কর্ম্মই বেদে আশ্রিত, বা বিহিত হইয়াছে। কিঞ্চ, কোনরূপ বিশেষের অপেক্ষা না করিয়া, কেবলই যে অবিশেষতঃ উক্ত-দ্বিবিধ-কর্ম্ম বেদে বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু বিবেচনা-সহকারে বিশেষাপেক্ষা-পুরঃসর অধিকার-ব্যবস্থা-সাহায্যে উক্ত-দ্বিবিধ-কর্ম্ম বেদে আশ্রিত, বিহিত, বা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

যদি বল, সেই ব্যবস্থাটী কি? তবে আমরা বলিব, "উভয়লিঙ্গং উভয়ং রাগো, বৈরাগ্যঞ্চ, লিঙ্গং চিহ্নং অধিকারি-বিশেষণং যস্মিন্ তৎ।" অর্থাৎ অধিকারী যদি রাগসম্পন্ন হন, তবে তিনি অগ্নিহোত্রাদি-প্রবৃত্ত্যাখ্য-ধর্ম্মের, বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। আর অধিকারী যদি বীতরাগ, বা বৈরাগ্যসম্পন্ন হন, তবে তিনি নিবৃত্ত্যাখ্য-ধর্ম্ম, বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। শঙ্কা হইতে পারে যে, "যাবজ্জীবং অগ্নিহোত্রং জুহোতি," কিম্বা "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।" ইত্যাদি শ্রুতি-সকলে উক্তরূপা ব্যবস্থা ত প্রতীতা হইতেছে না, তবে আমরা বলিব, উদাহৃত-শ্রুতিদ্বয়ে উক্তরূপা ব্যবস্থা প্রতিভাতা হইতেছে না সত্য, তথাপি বেদবিহিত-ঋত-সত্য-প্রবৃত্তি-

নিবৃত্তি-লক্ষণ অগ্নিহোত্রাদি, বা শমদমাদিরূপ-তাদৃশ-কর্ম্মদ্বয়ের একাধিকারে বিরোধ সম্ভাবিত হওয়ায়, তথাপর্য্যবসান অবশ্য অঙ্গীকরণীয়। তাৎপর্য্য এই যে, রাগবিশিষ্ট অধিকারিজনে নিবৃত্ত-কর্ম্ম এবং বৈরাগ্যবিশিষ্ট অধিকারিজনে প্রবৃত্ত-কর্ম্ম বিরোধী হওয়ায়, যৌগপদ্যেন যুগপৎ একদা এককর্ত্তা, বা অধিকারিজনে উক্ত কর্ম্মদ্বয় বিহিতই হইতে পারে না।

পুনরপি যদি আশঙ্কা হয় যে, "নম্নু তর্হি নিবৃত্তং কর্ম্ম শিবেনাপি কর্ত্তব্যমেব, তবে আমরা বলিব, না, শ্রীশঙ্করদেবে নিবৃত্ত-কর্ম্মের অনুষ্ঠানও সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, শ্রীসদাশিব-স্বরূপ-নির্গুণ-ব্রহ্ম-চৈতন্যে কি নিবৃত্ত-কর্ম্ম, কি প্রবৃত্ত-কর্ম্ম, কোন-কর্ম্মই অনুষ্ঠেয়রূপে অবসর প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে। অতএব প্রবৃত্ত-কর্ম্মাধিকারী, অথবা নিবৃত্ত-কর্ম্মাধিকারী, এতদুভয়ের পরস্পর-ধর্ম্মাকরণে যেমন প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ অকর্ত্তা অভোক্তা সচ্চিদানন্দময়-সদাশিব-ব্রহ্ম-স্বরূপেও তদুভয়-ধর্ম্মাকরণে কোনরূপ প্রত্যবায়-সম্ভাবনা হইতে পারে না; সুতরাং শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি "লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয়ে", ইত্যাদিরূপে নিন্দাবাদারোপ যে নিতান্ত অজ্ঞতাপ্রসূত, তাহা কি আরও বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে?

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে দশম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একাদশ অধ্যায়

কিন্তু, হে পিতঃ! তুমি এরূপ বিচারের বশবর্ত্তী হইয়াও, নিজ-মানসকে প্রবোধ-দান করিতে পার না যে, হন্ত পুত্রিকে! ইহা আমারই অত্যন্ত অভাগ্যের পরিচায়ক হইতেছে যে, আমি পরম আঢ্য-তম এবং সদাচার-সম্পন্ন হইলেও, তুমি আমার কন্যা হইয়া, ভিক্ষুক ও কদাচারীর গৃহে পতিতা হইয়াছ, সুতরাং উক্ত কারণ-বশতঃ মনের দুঃখে আমি ভাগবতের বিশ্ব-স্রষ্টৃ-গণের যজ্ঞে, বা অন্যত্রান্যত্র "লুপ্তক্রিয়ায়া-শুচয়ে", "মানিনে ভিন্নসেতবে", "প্রেতাবাসেষু যো ঘোরৈঃ", "অটত্যু-ম্মত্তবন্নগ্নো", "চিতাভস্মকৃতস্নানো", "শিবাপদেশো হ্যশিবঃ", "পতিঃ প্রমথনাথানাং", "কপালীতি বিনিশ্চিত্য, তস্য যজ্ঞার্হতা ন হি। কপালি-ভার্য্যেতি সতী, দয়িতাপি সুতা নিজা।" ইত্যাদিরূপে তোমার ভর্ত্তার প্রতি বহুতর-নিন্দা, অধিক্ষেপ, বা অপকর্ষ-বোধক-বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছি সত্য; পরন্তু তুমি যেহেতু সর্ব্ব-গুণ-শীল-নিধি, সেই জন্য স্বীয়-ভর্ত্তার অপকর্ষ-সহনে অসমর্থা হইয়া, আমি বিপ্রর্ষি-শ্রেষ্ঠ, প্রজা-পতি-পতিত্ব-প্রযুক্ত জগৎ-পূজ্য, অথচ তোমার পিতা হইলেও, তুমি যে আমার নিন্দা করিতেছ, এজন্য তোমার পতিব্রতা-চূড়ামণিতাস্মরণ করিয়া, অনুতাপ, বা বেদনানুভবের পরিবর্ত্তে আমার শ্লাঘাবোধ করাই উচিত হইতেছে। যেহেতু তোমার এই কার্য্য আমার কুলের, বা কন্যার উপযুক্ত হইয়াছে।

কারণ, তুমি বিপ্রর্ষি-শ্রেষ্ঠই হও, প্রজাপতি-পতিই হও, আর পিতাই হও, তুমি যখন আমার পতি শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দাকারী, বা বিদ্বেষ্টা, তখন তোমার নিন্দায় দোষের কথা কি আছে? কিন্তু, আমি যে এখনও পর্য্যন্ত তোমাকে বিনষ্ট করি নাই, এজন্য আমি মহতী অপরা-ধিনী হইলেও, কেবল শ্রীশিব-যশো-হানি-ভয়ে তোমাকে নিহত না করিয়া, কেবলমাত্র তোমার মরণাধিকা অকীর্ত্তি, বা মূর্খত্ব-খ্যাপনার্থ যখন আমি

তোমার নিন্দাবাদে প্রবৃত্তা হইয়াছি, তখন আমি কোন ক্রমেই তোমার প্রতি তীব্র-ভৎ র্সনা-বাক্য-প্রয়োগে বিরতা হইব না। হে পিতঃ! "চিতাভস্মকৃতস্নানঃ", "অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নঃ", ইত্যাদি-দোষের উল্লেখ-পূর্ব্বক তুমি যে আমার পতি শ্রীমন্মহাদেবের ভোগ-সম্পত্তির অভাব অনুভব করিয়াছ, তাহার প্রতিবাদ-কল্পে অবশ্য আমি এই কথা বলিব যে, আমাদিগের দ্বারা যে সকল-পদবী, অর্থাৎ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য আস্থিত, আশ্রিত, বা অধিকৃত হইয়াছে, সেই সকল অণিমাদিসিদ্ধৈশ্বর্য্য, বৈরাগ্য, জ্ঞান, প্রেম ও সুখাদিমতী-পদবী তোমাদের নাই এবং কোটি-জন্মার্জ্জিত-তপস্যা-প্রভাবেও তোমরা তাদৃশ ঐশ্বর্য্য-লাভে সমর্থ হইবে না। কারণ, তোমাদের পদবী-সকল যজ্ঞশালা-সমূহেই নিবদ্ধ রহিয়াছে।

কিঞ্চ তোমাদের অধিকৃত ঐশ্বর্য্য-সকল যজ্ঞগত অন্নদ্বারা পরিতৃপ্ত-প্রাণধারি-জীবগণ-কর্ত্তৃক ঈড়িত, বা সংস্তুত এবং ধূম-বর্ত্ম ভাগিকর্ম্মিগণ-কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমাদিগের দ্বারা অধিকৃতা যে সকল-পদবী, বা ঐশ্বর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্য-সমূহ এবংভূত অর্থাৎ যজ্ঞ-শালা-সমুদায়ে সমুৎপন্ন নহে, কিম্বা যজ্ঞান্ন-পরিতৃপ্ত উদরম্ভর-কাক-তুল্য-ধূমমার্গিকর্ম্মিগণ-কর্ত্তৃক সংস্তুতও হইতে পারে না। কিন্তু আমাদিগের অধিকৃত ঐশ্বর্য্য, বা পদবী-সকল অব্যক্তলিঙ্গ, "ন ব্যক্তং লিঙ্গং হেতুর্যাসাং", অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র-প্রভবত্ব-প্রযুক্ত তোমাদিগের-দ্বারা অলক্ষিত-প্রভাব এবং অবধূত-সেবিত, অর্থাৎ নারদ-সনকাদি-দেবর্ষি-বৃন্দের মাত্র উপভোগ-যোগ্য। অতএব আমি আঢ্যতম এবং রুদ্র দরিদ্র, এরূপ গর্ব্ব করা তোমার পক্ষে কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

কিঞ্চ, হে পিতঃ! তুমি যেমন গর্হিত আচরণ দ্বারা নিতান্ত নিন্দাপাত্র হইয়াছ, সেইরূপ তোমার সম্বন্ধবশে সমুৎপন্ন আমার এই দেহও অত্যন্ত নিন্দনীয় হইয়াছে। অতএব আমি আর এরূপ নিন্দ-নীয়-দেহভার ধারণ করিয়া, পাপ-ভার-বৃদ্ধি করিব না। হে পিতঃ! আমি আর তোমাকে এ বিষয়ে অধিক কি বলিব? তবে শেষ

পর্য্যন্ত এই মাত্র বলিতে পারি যে, তোমার প্রদত্ত এই দেহের পরিত্যাগই সর্ব্বথা আমার পক্ষে প্রশস্ততর বিবেচিত হইতেছে। কারণ, হে পিতঃ! তুমি যখন ভগবান্ ভবদেবের শ্রীচরণে কৃতাপরাধ, তখন তোমার মত দুর্জ্জনের দেহ হইতে সমুৎপন্ন সুতরাং কুৎসিত-জন্ম-বিশিষ্ট এই দেহ-দ্বারা কি আমার সর্ব্বথা প্রয়োজনাভাব সূচিত হইতেছে না? "অপিতু" সর্ব্বথা প্রয়োজনাভাবই সূচিত হইতেছে। অতএব হে পিতঃ! তোমার প্রদত্ত এই শরীরে আমার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কিঞ্চ, একদিকে এই কুজন্মা দেহের ধারণে আমার যেমন কোনরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, সেইরূপ অপরদিকে তোমার ন্যায় কুজনের প্রসঙ্গতঃ অর্থাৎ সম্বন্ধবশে আমার অত্যন্ত লজ্জা-বোধও হইতেছে। অতএব যে ব্যক্তি মহত্তমজনগণের অহৃদ্য-কৃৎ, অর্থাৎ অপ্রিয়-কর্ত্তা, তাহা হইতে এই দেহের যে জন্ম, সেই জন্মেও শতধিক, অর্থাৎ কুজন-সম্বন্ধ-প্রযুক্ত তাদৃশ-জন্ম কখনই শ্লাঘনীয় হইতে পারে না।

অপিচ, ভগবান্ বৃষধ্বজদেব পরিহাসাদি অবসরে মনে মনে মদীয়-চিত্ত-বিনোদনাভিপ্রায় থাকিলেও, কৌতুক-বশবর্ত্তী হইয়া, যখন আমাকে সম্বোধন করিবার জন্য ত্বদীয় অর্থাৎ ত্বৎ-সম্বন্ধ-বাচক-গোত্র, বা "দাক্ষায়ণী" এই নামগ্রহণ করিতেন, তৎকালে উক্তনামগ্রহণের "ত্বং দাক্ষায়ণী ভবসি, তব মৎসর-দ্বেষ-নিন্দাবজ্ঞাদিকং স্বধর্ম্ম এব", এইরূপ তাৎপর্য্যার্থ আশু অবগতা হইয়া, আমি মনে মনে বড়ই দুঃখিতা হইতাম, আমার মুখমণ্ডল হইতে নর্ম্ম, বা পরিহাসোচিত-হাস্য একেবারে অন্তর্হিত হইত এবং আমি সুদুর্ম্মনাঃ, বা অতিদুঃখিতচিত্তে অবস্থিতি করিতাম। অতএব হে পিতঃ! তোমার অঙ্গজাত কুণপপ্রায়, বা শববৎ অপবিত্র এই শরীর আমি নিশ্চিতই পরিত্যাগ করিব। অনন্তর মহাদেবী মহাসতী পরমেশ্বরী সতী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, শ্রীশঙ্করদেবের দর্শনাভিলাষিণী হইয়া, মন্দিরে আমি কিরূপে গমন করিব? এবং তৎকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়াই বা আমি কি বলিব? যে ব্যক্তি শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করে এবং যে ব্যক্তি

শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি প্রযুক্ত সেই নিন্দাবচন শ্রবণ করে, ইহারা দুই জনেই যাবচ্চন্দ্রদিবাকর নিশ্চিতই নরকে নিবাস করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। অতএব আমার এই দেহত্যাগ করাই নিতান্ত-যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একাদশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাদশ অধ্যায়

এইরূপে মীমাংসমানা শ্রীশিব-রুদ্রনাম-জপ-পরায়ণা অপমানাভিভূতা সেই মহাদেবী মহাসতী যজ্ঞ-সভামধ্যে শ্রীশিব-নিন্দাকারী দক্ষের প্রতি যথোচিত-তিরস্কার, বা নিন্দা-বচনপ্রয়োগের অনন্তর বাগ্‌-ব্যাপার হইতে বিরতা হইয়া, মৌনাবলম্বন-পুরঃসর ক্ষিতিতলে উত্তরাভিমুখে উপবেশন করিলেন। অনন্তর জল-স্পর্শন, অর্থাৎ আচমন-পূর্ব্বক "মর্ত্তু্‌কামানাং কুসুম্ভরঞ্জিত-বসন ধারণাচিত্যাৎ" পীত-দুকূল-সংবৃতা দেবী মহাসতী লোহিত-কমল-দলায়ত-নিজ-ললিত-লোচন-যুগল নিমীলিত করিয়া, যোগ-পথে সম্যক্‌রূপে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর "কৃত্বা সমানাবনিলৌ জিতাসনা, সোদানমুত্থাপ্য চ নাভি-চক্রতঃ। শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসি স্থিতং, কণ্ঠাৎ ভ্রুবোর্মধ্যমনিন্দিতানয়ৎ।" অর্থাৎ জিতাসনা অনিন্দিতা মহাদেবী মহাসতী শ্রীমতীসতী নাভিচক্রদেশে অনিল অর্থাৎ ঊর্দ্ধাধোবৃত্তি-বিশিষ্ট প্রাণ এবং অপান, এই বায়ু-দ্বয়কে নিরোধ-সাহায্যে সমান অর্থাৎ একরূপ করিয়া এবং উক্তরূপে অনিল-দ্বয়ের একীকরণের অনন্তর নাভি-চক্রতঃ উদান-বায়ুকে উত্থাপিত করিয়া, তথা তৎপশ্চাৎ উত্থাপিত উদান-বায়ুকে ক্রমে ক্রমে বুদ্ধির সহিত হৃদয়-দেশে অবস্থাপিত করিয়া, কণ্ঠ-মার্গ-সাহায্যে ভ্রূদ্বয়ের মধ্য-দেশে আনয়ন করিলেন।

"এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা, মুহুঃ সমারোপিতমঙ্কমাদরাৎ। জিহাসতী দক্ষরুষা মনস্বিনী, দধার গাত্রেষ্বনিলাগ্নি-ধারণাম্‌।" অর্থাৎ এইরূপে মনস্বিনী শ্রীমতীসতীদেবী মহত্তমগণেরও মহীয়ান্‌, বা পূজ্যতম শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক আদরের সহিত যে দেহ পুনঃ পুনঃ স্বীয় অঙ্কে সমারোপিত হইত, দক্ষের প্রতি-ক্রোধ-পূর্ব্বক সেই নিজদেহকে পরি-ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া, স্বীয়-গাত্রাবয়বসমূহে অনিল ও অনল-ধারণা ধারণ করিলেন। "ততঃ স্বভর্ত্তুশ্চরণাম্বুজাসবং, জগদ্গুরোশ্চিন্ত-য়তী ন চাপরম্‌। দদর্শ দেহো হত-কল্মষঃ সতী, সদ্যঃ প্রজজ্বাল

সমাধিজাগ্নিনা।" অর্থাৎ অনন্তর শ্রীমতীসতীদেবী যে সময়ে স্বীয়-ভর্ত্তা জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণাম্বুজ-যুগলের আসব, মকরন্দ, বা মাধুর্য্য-মাত্রচিন্তনাবেশ-প্রগাঢ়তা-বশে ভজনানন্দাতিরিক্ত, বা ভর্ত্তৃ-পাদারবিন্দ-দ্বন্দ্বাতিরিক্ত অপর কোন বস্তুই অবলোকন করিলেন না, তৎকালে তাঁহার দেহ দক্ষ-কন্যাত্বাভিমানলক্ষণ-কল্মষ-দ্বারা বিহীন হইয়া, সদ্যঃ সমাধিজাত অগ্নি-সাহায্যে প্রজ্বলিত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সদ্যস্তৎক্ষণ-মাত্রেই শ্রীমতীসতীদেবীর হতকল্মষ দেহ সমাধিসঞ্জাত অগ্নিসাহায্যে একবার মাত্র প্রদীপিত হইল বটে, কিন্তু পরক্ষণে আর প্রজ্বলিত হইল না। কারণ, তাদৃশসমাধিজ অগ্নি একবার মাত্র প্রদীপ্ত হইয়াই বিদ্যুতের ন্যায় উত্তরক্ষণে, বা পরক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

কিঞ্চ, শ্রীমতীসতীদেবী যে স্বয়ং মহামায়া-শক্তি-স্বরূপিণী, একথা পাঠকমহোদয়গণ মদন-ভস্ম-বিষয়কবিংশপরিচ্ছেদ-পাঠে পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন; সুতরাং মায়া-শক্তিত্ব-নিবন্ধন তাঁহার শরীর সমাধি-সঞ্জাত অনল-দ্বারা প্রদীপ্ত হইলেও, ভস্মীভূত, বা বিনষ্ট হইল না। শক্তি-স্বরূপিণী মহামায়ার নিত্যত্ব যেমন সিদ্ধান্ত-সম্মত, সেইরূপ আকার-সম্পন্না, বা সাকারা মায়াদেবীরও নিত্যত্ব অবগত হইতে হইবে। অতএব সাকারা মায়ার নিত্য-নিবন্ধন মায়িক-বস্তু-সকলের অনিত্যত্ব শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইলেও, সাকারা মায়াশক্তি-স্বরূপিণী শ্রীমতী-সতীদেবীর দেহনাশ কদাপি ব্যাখ্যেয় হইতে পারে না। পিতৃকৃত অপমান, বা শ্রীশিব-নিন্দা-শ্রবণ-প্রযুক্ত রোষভরে শ্রীমতীসতীদেবী উক্তরূপে দেহত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু সতীদেবীর তাদৃশ-দেহ-ত্যাগ-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, অন্তরীক্ষে ও ভূমণ্ডলে খেচর ও ভূচরগণ মহাদ্ভুত সুমহান্ হাহাকার-ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

তৎকালে ভূচর ও খেচরগণের এইরূপ সুমহান্ হাহেতি-বাদ উৎপন্ন-হইল যে, "হন্ত প্রিয়া দৈবতমস্য দেবী, জহাবসূন্ কেন সতী প্রকো-পিতা ?" তথা "অহো অনাত্ম্যং মহদস্য পশ্যত, প্রজাপতের্যস্য চরাচরং প্রজাঃ। জহাবসূন্ যদ্বিমতাত্মজা সতী, মনস্বিনী মানমভীক্ষ্ণমর্হতি।" অর্থাৎ সকলেই বিষাদভরে অত্যন্ত-খেদের সহিত এইরূপ বলিতে

লাগিলেন যে, দৈবতম পূজ্যতম শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রিয়া-পত্নী শ্রীমতী সতীদেবী দক্ষ-কর্তৃক প্রকোপিতা হইয়া, অনায়াসে আপনার প্রাণ-পঞ্চক-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। অহো! এই বিশ্বচরাচর যাঁহার প্রজা, সেই প্রজাপতি-পতি দক্ষের সুমহৎ অনাত্ম্য, বা দৌর্জন্য তোমরা সকলে অবলোকন কর। অথবা "ন বিদ্যতে আত্মা যস্য, স মৃতকস্তস্য ভাবঃ অনাত্ম্যং জীবন্মৃতত্বং অস্য দক্ষস্য পশ্যত।"

এস্থলে তাৎপর্য্য এই যে, এই বিশ্ব-সংসার যখন দক্ষের প্রজা, তখন দক্ষের সর্ব্বত্র স্নেহ-প্রদর্শন করাই সর্ব্বথা সমুচিত। অথচ সে কথা দূরে থাকুক, স্বীয়-কন্যার প্রতিও যখন তাঁহার স্নেহাভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন এতাদৃশ-বিসদৃশ-ব্যবহার-দ্বারা তাঁহার জীবন্মৃতত্বই কি সুসমর্থিত হইতেছে না? "অপিতু জীবন্মৃতত্বমেবেতি ভাবঃ।" অতএব জীবন্মৃতকল্প যে দক্ষ-কর্তৃক বিমতা, বা অবজ্ঞাতা হইয়া, অর্থাৎ আত্মজা কন্যা, তদুপরি সতী সর্ব্বপতিব্রতাশিরোমণি, তত্রাপি মনস্বিনী; সুতরাং সর্ব্বথা সতত-সম্মানপ্রাপ্তা হইবার যোগ্যা হইয়াও, নিতরাং অপমানিতা হইয়া, মহাদেবী প্রাণ-পরিত্যাগ করিয়াছেন, অহো! অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত-হৃদয়ে আমাদিগকে সেই দক্ষের প্রতি শত-ধিক্কার প্রদান করিতে হইতেছে।

সে যাহা হউক, ব্রহ্মধ্রুগ্ দুর্ম্মর্ষ-হৃদয় অত্যসহিষ্ণুমনাঃ শ্রীশিববিদ্বেষী স্বয়ং অপরাধকর্ত্তা এই দক্ষ লোকে অর্থাৎ ত্রৈলোক্য-সমাজে, তথা পর-লোকে অসতী-কীর্ত্তি ও নরক প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু নিষ্ঠুর-নির্ঘৃণ-হৃদয় এই দক্ষ নিজকৃত অপরাধ অর্থাৎ স্বকৃত অনাদর, বা অবজ্ঞা-বশতঃ রোষভরে মরণার্থে সমুদ্যতা দেখিয়াও, অঙ্গজা-স্বীয়া-কন্যাকে তাদৃশ অনর্থকর-কার্য্য করিতে নিষেধ করিলেন না। "বদত্যেবং জনে সত্যা, দৃষ্ট্বাসুত্যাগমদ্ভুতম্। দক্ষং তৎপার্ষদা হন্তুমুদতিষ্ঠন্নুদায়ুধাঃ।" অর্থাৎ যে সময়ে শ্রীমতীসতীদেবীর উক্তরূপ অত্যদ্ভুত-প্রাণ-ত্যাগ-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ত্রিলোক-নিবাসী জনগণ তথাকথিত-বাক্য-সকল-কথন-করিতেছিলেন, তাদৃশাবসরে মহাদেবী মহাসতী মহামহেশ্বরীদেবীর পার্ষদ-গণ স্ব-স্ব আয়ুধ-সকল উদ্যত করিয়া, দুরাত্মা দক্ষের নিধন-সাধনার্থ সমুত্থিত হইলেন।

অনন্তর মুনি-প্রবর মহর্ষি ভগবান্ ভৃগু দেবী-পার্ষদগণের, আপতন-শীল শ্রীরুদ্রানুচরগণের বেগ-বার্ত্তা, বা আক্রমণোন্মুখতা অবগত হইয়া, "যজ্ঞঘ্নঘ্নেন যজুষা দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব হ।" অর্থাৎ যজ্ঞ-বিঘাতকগণের বিনাশ-সাধন "অপহতং রক্ষ", ইত্যাদি-যজুর্ম্মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক দক্ষিণাগ্নি অধিকরণে আহুতি-প্রদানে তৎপর হইলেন। যজুর্ব্বেদোক্ত-কর্ম্ম-কর্ত্তা অধ্বর্য্যু ভগবান্ ভৃগু-কর্ত্তৃক দক্ষিণাগ্নি অধিকরণে আহুতি প্রদত্তা হইবা-মাত্র যাঁহারা তপঃ-প্রভাবে সোমত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঋভু-নামে সুপ্রসিদ্ধ সেইসকলদেবতা সহস্র-সহস্র-দলে বিভক্তা হইয়া, সহসা সবেগে সতেজে দক্ষিণাগ্নি হইতে সমুৎপতিতা হইলেন। কিঞ্চ, উক্তরূপে সমুৎপন্ন অলাতায়ুধধারী, অর্থাৎ প্রজ্বলিত-কাষ্ঠ-হস্ত ব্রহ্ম-তেজঃ-প্রাচুর্য্যে দেদীপ্যমান ঋভু-দেবগণ-কর্ত্তৃক হন্যমান হইয়া, গুহ্যকগণ সহ প্রমথগণও সুযোগ, বা অবকাশানুসারে দিকে দিকে পলায়ন করিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাদশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনন্তর ভগবান্ শ্রীভবদেব দেবর্ষি শ্রীমান্ নারদের মুখে প্রজাপতি-পতি পিতা দক্ষের নিকটে অবজ্ঞাতা, অসৎকৃতা, অবমানিতা, অনাদৃতা-দেবী ভবানীর নিধন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, এবং দক্ষের যজ্ঞ-বেদী-মধ্য হইতে সমুৎপন্ন ঋভু-নামা দেবগণ-কর্ত্তৃক পার্ষদগণের সহিত স্বীয় অনুচর, বা সৈন্য-সমূহ পরাজিত, বিদ্রাবিত, বা দূরীভূত হইয়াছে, অবগত হইয়া, অপার-ক্রোধ আহরণ করিলেন। কিঞ্চ, "ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টৌষ্ঠপুটঃ স ধূর্জ্জটি-র্জটাং তড়িদ্-বহ্নি-সটোগ্ররোচিষম্। উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্ গম্ভীরনাদো বিসসর্জ্জ তাং ভুবি।" অর্থাৎ উক্তরূপে সুবিপুল-ক্রোধ-সমাহরণান্তে দশন-সাহায্যে কভু ওষ্ঠ, কভু অধর-দংশন-পূর্ব্বক রুদ্র, বা ঘোররূপ-ধারণ করিয়া, সেই শ্রীধূর্জ্জটিদেব বিদ্যুদ্বিলাস, বা অনল-জ্বালা-মালা-সদৃশ উগ্রতর-রোচিঃ দীপ্তি-সম্পন্না একটীমাত্র জটা উৎকর্ত্তিতা, বা উৎপাটিতা করিয়া, সহসা সমুত্থান-পুরঃসর গম্ভীর-নাদ, বা ঘোর-রব-সহকারে হাস্য করিতে করিতে, সেই জটাকে সবেগে ভূমিতলে বিসর্জ্জন করিলেন।

"ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্ দিবং, সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ ত্রিসূর্য্য-দৃক্। করালদংষ্ট্রো জ্বলদগ্নি-মূর্দ্ধজঃ, কপালমালী বিবিধোদ্যতায়ুধঃ।" অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক রোষভরে সেই জটা ভূমণ্ডলে নিক্ষিপ্তা হইবামাত্র সেই জটা হইতে নিজ-সহস্র-সংখ্যক-ভুজ-বৃন্দে উদ্যত-বিবিধ আয়ুধধারী, বিশাল-শিলা-সার-সদৃশ-কঠোর ও বিপুল উরঃস্থলে কপাল-মালা-শোভী, মূর্দ্ধজে জ্বলদনল-কল্প, দংষ্ট্রাসম্পদে অতিশয় করাল, ত্রিসূর্য্য-দৃক্, অর্থাৎ প্রতি আননে লোল-লোহিত-কমল-লোচন-ত্রিতয়ের খরতর-কর-প্রকর-প্রাচুর্য্যে নবোদিত, বা উদয়োন্মুখ-মাধব-মাসীয়-সহস্রকর, বা দিবসনাথ-ত্রিতয় সদৃশ, বর্ণসমুজ্জ্বলতায় অঞ্জনাদ্রিকল্প, শরীরের উচ্চতায় দিবস্পৃগ্, সহস্র-বদন-কমলে শোভমান, কখনও সহস্র-ভুজাগ্রে সহস্র-মুদ্গরধারী,

কদাচিৎ সহস্র-করে সহস্রধা শরশোভিত, তথা কদাচিৎ সহস্রহস্তদ্বারা শূল-টঙ্ক-গদা-প্রক্ষেপণে পটীয়ান্, কদাচিৎ দীপ্ত-কার্ম্মুকধারী, কদাচিৎ ঘোরচক্র ও বজ্র-ধারণে কুশল, শেখর-ভূষণ-কল্পে চন্দ্রার্দ্ধধর, কদাচিৎ কুলিশ-সাহায্যে উদ্দ্যোতিত কর, মূর্দ্ধজ-কলাপে বিদ্যুদ্বিলাস-সম্পন্ন, বক্ত্রোদর-গঠন-সৌষ্ঠবে সুমহান্, রসনা-সৌন্দর্য্যে সৌদামিনী-সমান, ওষ্ঠাধরে প্রলম্ব, নিস্বনে মেঘ-সাগর-গর্জ্জন-গম্ভীর, বসন-গৌরবে বৈয়াঘ্র-চর্ম্ম-বেষ্টিত-কটি, সুমহৎ-রুধির-নিস্রবে পূরিত তনু, গণ্ড-দ্বিতয়-সংস্পৃষ্ট-মণ্ডলীকৃত-কর্ণাভরণ-মণিময়-কুণ্ডল-যুগলে বিমণ্ডিত, শিরঃ-সহস্রে বরামর-নিকরের মুকুটালঙ্কৃত-মুণ্ড-মালাবলী-কলিত, অলঙ্কারৈশ্বর্য্যে রণন্নূপুর-কেয়ূরাদি-মহাকনকভূষণে ভূষিত, কলেবর-কান্তি-কলা-কলাপে রতি-সঞ্চয়বশে সন্দীপ্ত, উদরাভরণে, বা বক্ষোবিভূষণে তারাহারাবৃত, বিক্রমে মহাশরভ-শার্দ্দূল-সিংহ-সদৃশ, শ্রীচরণ-ব্যাপারে প্রশস্ত-মত্ত-মাতঙ্গ-সমান-গমন-নিবন্ধন অলস-ভাবাপন্ন, কখনও শারীর-প্রভা, বা বর্ণ-বিভাগ-ব্যাপারে সঙ্কল্প-মাত্রেই শঙ্খ, চামর, কুন্দ, ইন্দু ও মৃণাল-সন্নিভ, বাহ্য-দৃশ্য-সৌন্দর্য্যে জঙ্গমতা-প্রাপ্ত অদ্রীন্দ্র অর্থাৎ সাক্ষাৎ সতুষার-হিমাচলকল্প, স্বশরীর-বিনির্গত-জ্বালা-মালা-সহস্র-সাহায্যে অন্যান্যজ্যোতিষ্মান্গণের প্রভা-পুঞ্জ পরিক্ষিপ্ত করিয়া, যুগান্ত-কালীন-পাবকপ্রায় তেজঃ-প্রাচুর্য্য-বশে প্রদীপ্ত-কলেবরে দীপ্ত-মৌক্তিক-ভূষণে ভূষিত, অতিকায় এক-দিব্য-মহাপুরুষ, অর্থাৎ শ্রীরুদ্রদেবের ভট, বা অনুচরগণের অগ্রণী বীরভদ্র-নামে সুপ্রসিদ্ধ বীরবর উৎপন্ন হইলেন।

অনন্তর সদ্যঃ সমুৎপন্ন সেই বীরভদ্রনামা গণেশ্বর জানুদ্বয়-সাহায্যে ভূমিতলে পরিগত হইয়া, অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক প্রণত অবস্থায় শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের পার্শ্বপ্রদেশে অবস্থিতি অবসরে বিপুল-মন্যু-সমাবেশ-বশতঃ নিজানুষ্ঠিত-কর্ম্ম-সমূহের সাক্ষি-স্বরূপে স্ব-সমভিব্যাহারে গমনার্থ মহে-শ্বরী ভদ্রা ভদ্রকালীদেবীর আবির্ভাব সাধন করিলেন। উক্তরূপে আত্ম-প্রকাশের অনন্তর ভদ্রাদেবীর সহিত অবস্থিত তথা "হে দেববর! মহেশ্বর! অধুনা আমাকে কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে? আজ্ঞা করুন", এইরূপ প্রার্থনা-পরায়ণ বীরভদ্রদেবকে অবলোকন

করিয়া, ভগবান্ শ্রীভূতনাথদেব কালাগ্নি-সন্নিভ বদ্ধাঞ্জলি সেই বীরবর বীরভদ্রকে কহিলেন যে, "দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্ভটানাং, ত্বমগ্রণী রুদ্র-ভটাংশকো মে।" অর্থাৎ হে রুদ্র! হে ভট! তুমি অতিশয়-যুদ্ধ-কুশল এবং আমার অংশ-সম্ভূত, সুতরাং তোমার তেজো-বীর্য্য, বা বিক্রম ব্রহ্মতেজোবীর্য্য, বা বিক্রম অপেক্ষা অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট। অতএব তুমি মদীয়-ভট-সকলের অগ্রণী হইয়া, যজ্ঞের সহিত প্রজা-পতি-পতি ব্রহ্ম-নন্দন-দক্ষকে অবিলম্বে বিনষ্ট কর।

কিঞ্চ, ব্রহ্মতেজঃ সুদুর্জ্জয়, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, তুমি মনে মনে কিছুমাত্র ভীত হইও না। পক্ষান্তরে তুমি আপনাকে আমার অংশসমুৎপন্ন জানিয়া, সকলের অজেয় উত্তমোত্তম-যুদ্ধোৎসাহ অব-লম্বন-পূর্ব্বক যজ্ঞের সহিত দক্ষের নিধন-সাধনে যথোচিত যত্নবান্ হও, আমি যথা সময়ে তোমার সাহায্য করিতে বিস্মৃত হইব না। হে গণেশান! আমি শ্রীমান্ রৈভ্য-মুনির আশ্রম-পদ-সন্নিধানে অবস্থিত হইয়া, তোমার সর্ব্ব-জন-সুদুঃসহ অতুলনীয়-বিক্রম অবলোকন করিব। সুবর্ণ-শৃঙ্গ-শোভিত-হিমালয়গিরির উপান্তবর্ত্তী কনখল-প্রদেশে সম্প্রতি দক্ষের যজ্ঞ সম্প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। গঙ্গাদ্বারসমীপগত-মেরু-মন্দর-সমান, অর্থাৎ অতি বিশাল-বৃক্ষ-সকল দর্শন করিলেই, তুমি উক্ত স্থানের পরি-চয় প্রাপ্ত হইবে। হে বীরভদ্র! তুমি শীঘ্রগতি সেই প্রদেশে গমন করিয়া, "সহসা তস্য যজ্ঞস্য, বিঘাতং কুরু মা চিরম্।"

এই কথা বলিয়া, শ্রীহিম-গিরীন্দ্রজা-বল্লভ শ্রীশঙ্করদেব পুনরপি ধেনু যেমন ঔরস-বৎসকে সস্নেহে অবলোকন করে, সেইরূপ বীরভদ্র ও দেবী-ভদ্রাকে সংপ্রেক্ষণ-পুরঃসর "আলিঙ্গ্য চ সমাঘ্রায়, মূর্দ্ধ্নি, ষড়্বদনং যথা। সস্মিতো বচনং প্রাহ, মধুরং মধুরস্বনম্।" শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, "বৎস! ভদ্র! মহাভাগ! মহাবলপরাক্রম। মৎপ্রিয়ার্থং ত্বমুৎপন্নো, মম মন্যুং প্রমার্জ্জয়। যজ্ঞেশ্বরমনাহূয়, যজ্ঞকর্ম্মরতোঽভবৎ। দক্ষো বৈরেণ তং তস্মাৎ, ভিন্ধি যজ্ঞং গণেশ্বরৈঃ।" তথা পুনরপি শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে বীরভদ্র! আমার গৃহলক্ষ্মী দক্ষকন্যা সতী পিতার যজ্ঞমহোৎসবে গমন-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অনাদৃতা হইয়া, যখন দেহত্যাগ করিয়াছেন,

বিশেষতঃ এই দক্ষ যখন নিতান্ত উৎপথগামী, গর্ব্বিত ও কর্ম্ম-সর্ব্বস্বতা-প্রযুক্ত ঈশ্বর-বিদ্বেষ্টা, তখন দুষ্টের প্রতি দণ্ডদান অনুচিত হইবে না। অতএব হে বীরভদ্র! "যজ্ঞলক্ষ্মীস্ত্বলক্ষ্মীং ত্বং, ভদ্র কৃত্বা মমাজ্ঞয়া। যজমানঞ্চ তং হত্বা, বৎস! হিংসয় ভদ্রয়া।"

অনন্তর মহাবীর বীরভদ্র চিত্রকৃত্য শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশী আজ্ঞা অশেষতঃ মস্তক-প্রদেশে ধারণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের ত্রিভুবন-বন্দিত মুনি-মানস-রাজহংস-নিষেবিত-শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে অবনত-কন্ধরে প্রণামান্তে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসনাভিপ্রায়ে গমনার্থ উপক্রম করিলেন। কিঞ্চ, "আজ্ঞপ্ত এবং কুপিতেন মন্যুনা, স দেবদেবং পরিচক্রমে বিভুম্। মেনে তদাত্মানমসঙ্গরংহসা, মহীয়সাং তাত! সহঃ সহিষ্ণুম্।" অর্থাৎ কুপিত-মন্যু, বা শ্রীরুদ্রদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সমাজ্ঞপ্ত সেই বীরভদ্র দেব-দেব-বিভু শ্রীশঙ্করদেবকে প্রদক্ষিণ করিতে অভিলাষী হইলেন এবং তৎকালে তিনি শ্রীশঙ্করদেব-প্রদত্ত অসঙ্গ, বা প্রতিঘাত-বর্জ্জিত রংহঃ, বা বেগ-সাহায্যে "যদ্বা অসঙ্গং কেনাপি সহ গন্তুমশক্যং যদ্রংহো বেগস্তেন, অথবা অসঙ্গস্যাত্মারামস্য শ্রীরুদ্রস্য রংহসা" আপনাকে "মহীয়সাং বলীয়সামপি" অর্থাৎ বলিশ্রেষ্ঠগণেরও "সহঃ সহিষ্ণুং বলং সোঢ়ুং" অর্থাৎ বলবেগধারণে ক্ষমবান্ মনে করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়োদশ অধ্যায়

ষড় বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়

অনন্তর বিদিতার্থতা-প্রযুক্ত পরম-ক্রুদ্ধ, কালাগ্নি-কল্প, প্রেতাবাস-কৃতালয়, দেব-মন্যুপ্রমার্জ্জক, মহাদেব, মহাবীর এই ভগবান্ বীরভদ্র স্ব-শরীরান্তর্গত অসংখ্য-রোমকূপ হইতে অসংখ্য-রোমজাখ্য-গণেশ্বর-গণের সৃষ্টি করিলেন, নিজ-দক্ষিণ-ভুজদেশ হইতে শতকোটি-গণেশ্বরের সৃষ্টি করিলেন, সাক্ষাৎ বাম-ভুজপ্রদেশ হইতে রুদ্র-বীর্য্য-পরাক্রম-সম্পন্ন, রৌদ্র-প্রভাব-ভূষিত, দারগণের সহিত অনুগত, সর্ব্বতোভদ্র, রুদ্রানুভাব-গণেশ্বর-সকলের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ বীরভদ্রদেব নিজ-পাদ, উরু, পৃষ্ঠ, পার্শ্ব, মুখ, গ্রীবা, গুহ্য, গুল্‌ফ, শিরোমধ্য, কণ্ঠ, তথা উদর-প্রদেশ হইতে পূর্ব্বোপবর্ণিতপ্রায় গণেশ্বরগণের সৃষ্টি করিলেন। ভগবান্ বীরভদ্র-কর্ত্তৃক উক্তরূপে গণেশ্বর-সকল উৎপাদিত হইলে, তৎকালে ভদ্র, বা ভদ্রতুল্য-পরাক্রম সেই সকল-গণেশ্বর-কর্ত্তৃক সাকাশ-বিবর-সমুদায়-জগৎ একেবারে সঙ্কাদিতপ্রায় হইয়া উঠিল। বীরভদ্র-সৃষ্ট উক্ত-গণপতি-সকলের মধ্যে প্রত্যেক-গণেশ্বরই সহস্র-হস্ত-সম্পন্ন, সহস্র-হস্তে সহস্র আয়ুধে শোভিত, সকলেই শ্রীরুদ্রদেবের অনুচর এবং শ্রীরুদ্রদেবের সমান-প্রভাশালী। তন্মধ্যে কেহ কেহ বা তৎকালে শূল, শক্তি ও গদা-হস্তে দণ্ডায়মান, কেহ কেহ বা টঙ্ক, উপল, বা শিলা-ধারণ-পূর্ব্বক রণনাদ-পরিত্যাগে তৎপর, তথা কেহ কেহ বা সিংহ-বাহনে আরূঢ় হইয়া, নিতান্ত-বীরভাবোন্মত্ত-হৃদয়ে আকাশে উৎপতনশীল হইলেন এবং উক্তরূপে শতশঃ সহস্রশঃ দলে বিভক্ত হইয়া, জটাধারী কালাগ্নিরুদ্র-সদৃশ অন্যান্য সহস্র-লোচন-শোভিত গণেশ্বরগণ "বিনেদুশ্চ মহানাদং, জলদা ইব ভদ্রজাঃ।"

অপিচ, তৎকালে "তৈর্ভদ্রৈর্ভগবান্ ভদ্রস্তথা পরিবৃতো বভৌ। কালানলশতৈর্যুক্তো যথান্তে কালভৈরবঃ।" কিঞ্চ, প্রমথগণে পরিবৃত ভগবান্ শ্রীভবদেব অবভ্র-শুভ্র-বৃষভবরে আরোহণ-পূর্ব্বক যেমন গমন

করেন, সেইরূপ অসংখ্য-ভদ্রগণমধ্যে বৃষভেন্দ্র-পৃষ্ঠে সমারোহণ করিয়া, বৃষভধ্বজ-ভগবান্ শ্রীবীরভদ্রদেবও দক্ষ--যজ্ঞাভিমুখে গমন করিলেন। এইরূপে ভগবান্ শ্রীভদ্রদেব বৃষভেন্দ্রপৃষ্ঠে আরূঢ় হইলে, ভসিত-প্রভ নামে কোন গণেশ্বর বামহস্তে সিত-চামরগ্রহণ-পুরঃসর দক্ষিণহস্তে শ্রীভদ্রদেবের মস্তকোপরি মৌক্তিকছত্রধারণ করিলেন এবং তৎকালে ভদ্রদেবের পার্শ্বে অবস্থিত-গণেশ্বর-শ্রেষ্ঠ সেই ভসিত-প্রভ বিশ্ব-জগদ্-গুরু-পার্শ্বে সমবস্থিত ভগবান্ শৈলেন্দ্রের ন্যায় পরমশোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথা "সোঽপি তেন বভৌ ভদ্রঃ, শ্বেতচামরপাণিনা। সোমবর্ণেন সৌম্যেন, যথা শূলবরায়ুধঃ।" অনন্তর শ্রীভদ্রদেবের পুরোভাগে ভানুকম্প নামে সুপ্রসিদ্ধ মহাতেজাঃ কোন গণেশ্বর হেম ও রত্ন সাহায্যে অলঙ্কৃতভদ্রসিতশুভশঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। এই সময়ে দ্যুলোকে সঙ্কুলনিস্বনদেবদুন্দুভিসকল নিনাদিত হইতে লাগিল। বলাহকসকল শ্রীমান্ বীরভদ্রদেবের মস্তকোপরি শতশঃ দিব্য-পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল এবং "ফুল্লানাং মধুগর্ভাণাং, পুষ্পাণাং গন্ধ-বন্ধবঃ। মার্গানুকূলসংবাহা, ববুশ্চ পথি মারুতাঃ। ততো গণেশ্বরাঃ সর্ব্বে, মত্তা যুদ্ধবলোদ্ধতাঃ। ননৃতুর্মুমুদুর্নেদুর্জহসুর্জগদুর্জগুঃ। কিঞ্চ, পূর্ব্বকালে অম্বিকাদেবীর সহিত মিলিত রুদ্রগণমধ্যস্থ শ্রীত্র্যম্বকদেব যেমন পরমশোভাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভদ্রাদেবীর সহিত মিলিত ভদ্রগণান্তঃস্থ ভগবান্ ভদ্রদেবও তৎকালে সেইরূপ পরমশোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

এইরূপে "অন্বীয়মানঃ স তু রুদ্রপার্ষদৈর্ভৃশং নদদ্ভির্ব্যনদৎ সুভৈরবম্। উদ্যম্য শূলং জগদন্তকান্তকং, সংপ্রাদ্রবৎ ঘোষণভূষণাঙ্ঘ্রিঃ।" অর্থাৎ সেই ভগবান্ বীরভদ্রদেব নিরতিশয়-নিনাদকারী সেই রুদ্র-পার্ষদগণ-কর্ত্তৃক অন্বীয়মান, বা অনুগম্যমান হইয়া, সুভৈরব-রণনাদ, বা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন এবং জগতের যিনি অন্ত-কর্ত্তা, তাঁহারও অন্তক-স্বরূপ, বা বিনাশকারী শূল সমুদ্যত করিয়া, সম্যক্ রণ-বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক প্রধাবিত হইলেন। নিজ অনুচর-গণের সহিত ঘন-ঘোর-গভীর-গর্জ্জন-পুরঃসর শ্রীমান্ বীরভদ্রদেব যে সময়ে অন্যের অনিবার্য্য-বেগে দক্ষালয়াভিমুখে গমন করিতেছিলেন

তৎকালে "ঘোষয়ন্তি শব্দং কুর্ব্বন্তীতি ঘোষণানি নূপুরাদীনি ভূষণানি যয়োঃ পাদয়োঃ, তৌ অঙ্ঘ্রী যস্য, স ঘোষণ-ভূষণাঙ্ঘ্রিঃ" অর্থাৎ শব্দায়মান-নূপুরাদিভূষণ-সমূহে সমলঙ্কৃত-পাদ-পদ্ম-দ্বয়-শোভী ভগবান্ বীরভদ্রদেবের অভিবন্দিত-চরণ-যুগলে নিরতিশয়-চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়ায়, চঞ্চল-চরণ-সংলগ্ন-নূপুরাদি-ঘোষণ-ভূষণ-সঞ্জাত-ধ্বনি, বা শিঞ্জিত-সাহায্যে সাকাশ-বিবর-সমগ্র-সংসার-মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

"অথর্ত্বিজো যজমানঃ সদস্যাঃ ককুভ্যুদীচ্যাং প্রসমীক্ষ্য রেণুম্। তমঃ কিমেতৎ কুত এতদ্রজোঽভূদিতি দ্বিজা দ্বিজপত্ন্যশ্চ দধ্যুঃ।" অর্থাৎ অনন্তর প্রজা-পতি-পতি-দক্ষের যজ্ঞ-সভাস্থ-ঋত্বিগ্গণ, স্বয়ং যজমান-শ্রেষ্ঠ দক্ষ, মুনি, মহর্ষি, দেবর্ষি, ইন্দ্রাদি-লোকপাল, অন্যান্য দেব, যক্ষ, রক্ষঃ-প্রভৃতি-সদস্যগণ, দ্বিজগণ তথা দ্বিজ-পত্নীগণ উত্তরদিকে অবিচ্ছিন্নমূল-রেণু, বা বিপুলবিষমধূলি-পটল উড্ডীয়মান হইতেছে দেখিয়া, এ কি? এই তমঃ-পটল অকস্মাৎ কোথা হইতে আবির্ভূত হইল? অহো! এ ত অন্ধকার নয়, এ যে দেখিতেছি, অবিচ্ছিন্ন-মূল-বিপুল-ধূলি-পটল! কি আশ্চর্য্য! সহসা কি এমন বলবত্তর-কারণের সমবধান হইল যে, এই সুমহান্ রজঃ-পটল সমুত্থিত হইয়াছে? বিস্ময়-যুক্ত-চিত্তে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। "বাতা ন বান্তি ন হি সন্তি দস্যবঃ, প্রাচীন-বর্হির্জীবতি হোগ্রদণ্ডঃ। গাবো ন কাল্যন্ত ইদং কুতো রজো, লোকোঽ-ধুনা কিং প্রলয়ায় কল্পতে।" অর্থাৎ এখন এত অধিক পরিমাণে ধূলি উড়িবার কারণ কি? পবন দেব ত দেখিতেছি, প্রবলতর বেগে বহমান হইতেছেন না, দস্যু-তস্করাদিরও তাদৃশ সুমহান্ সমাবেশের কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ, উগ্রদণ্ডধারী ইদানীন্তন প্রাচীনবর্হিনামা সুধার্ম্মিক মহারাজাধিরাজ জীবিত ও সতত জাগ্রত রহিয়াছেন। অথবা গো-সকলও অতিদ্রুততমবেগে শীঘ্র শীঘ্র গোপালকগণ-কর্ত্তৃক নীত হইতেছে না, তথাপি এই অশেষ-রজো-রাশি কোথা হইতে আসিল? তবে কি উক্তরূপ-কারণ-নিচয়ের অসম্ভাবনা-বশতঃ সমুত্থিত এই রজো-রাশির ঔৎপাতিকত্ব-কল্পনা করিতে হইবে? অথবা অধুনা এই লোক-সমুদয় কি প্রলয়ের জন্য অগ্রসর হইতেছে?

অনন্তর "প্রসূতিমিশ্রাঃ স্ত্রিয় উদ্বিগ্নচিত্তা, ঊচুর্বিপাকো বৃজিনস্যৈব তস্য। যৎপশ্যতীনাং দুহিতৄণাং প্রজেশঃ, সুতাং সতীমবদধ্যাবনাগাম্।" অর্থাৎ স্ত্রীসমূহের মধ্যে প্রসূতি-নাম্নী সতী-জননী দক্ষ-পত্নী, অথবা বীরিণী-মিশ্রা মুখ্যা, বা প্রধানা তাদৃশী দক্ষ-পত্নী-প্রভৃতি-স্ত্রীগণ উদ্বিগ্নচিত্তে এই কথা বলিলেন যে, আমাদিগের মনে হইতেছে, তাদৃশ-বৃজিন, অর্থাৎ পূর্ব্বানুষ্ঠিত-মহাপাপের বিপাক, বা ফলসূচক-স্বরূপে এই ধূলিরাশি সমুত্থিত হইয়াছে। কিন্তু, অধিকতর দুঃখ, বা পরিতাপের বিষয় এই যে, মন্দমতি-প্রজেশ্বর-দক্ষ যজ্ঞ-সভা-সৌন্দর্য্য-সমবলোকন-পরায়ণ-দুহিতৃ-গণের সমক্ষে নিজসুতা-নিরপরাধিনী সতীদেবীকে অবজ্ঞাতা করিয়াছেন। অতএব ইহা নিঃসন্দেহে জানিতে হইবে যে, প্রজাপতি-পতি পরমেশ্বর-বিদ্বেষ্টা দক্ষ অন্যান্য আত্মজা-গণের নয়ন-পথে বিনা অপরাধে নিজ-তনয়া শ্রীমতী সতীর যে অনাদর অসৎকার, তিরস্কার, বা অপমান করিয়াছেন, তজ্জন্যই এই সুমহান্ সমুৎপাত সমুপস্থিত হইতেছে।

"যস্ত্বন্তকালে ব্যুপ্ত-জটা-কলাপঃ, স্ব-শূল-সূচ্যর্পিত-দিগ্‌গজেন্দ্রঃ। বিতত্য নৃত্যত্যুদিতাস্ত্রদোর্ধ্বজানুচ্চাট্টহাসস্তনয়িত্নুভিন্নদিক্।" অর্থাৎ প্রজাপতি দক্ষ যে কেবলমাত্র সুতা সতীর প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা নহে। পক্ষান্তরে তিনি শ্রীভগবান্ রুদ্রদেবের প্রতিও যথেষ্ট অবজ্ঞান-প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব এই দক্ষের ভদ্র, বা মঙ্গল-সম্ভাবনা অত্যল্পীয়সী জানিতে হইবে। যে ভগবান্ শ্রীমহারুদ্রদেব অন্ত, বা মহাপ্রলয়-কালে স্বর্ণ-বর্ণ-নিজ-জটা-কলাপ ব্যুপ্ত বিকীর্ণ করিয়া, স্বীয়-ত্রিশূলবরের সূচী, বা অগ্রভাগে দিগ্‌গজেন্দ্রগণকে অর্পিত প্রোতভাবে অবস্থাপিত করিয়া, উচ্চ অট্টহাস, বা কঠোর-হাসরূপ স্তনয়িত্নু-রব, অর্থাৎ ঘন-ঘোর-জলদ-জালের গভীর-গর্জ্জিত-গর্জ্জন-সাহায্যে দিক্-সকলকে ভিন্ন বিদীর্ণ করিয়া, তথা যে সকল বাহু-কর্ত্তৃক বিবিধ অস্ত্র উদিত, বা উন্নমিত হইয়াছে, তাদৃশ দোর্ধ্বজ, বা ভুজধ্বজসকলকে বিতত করিয়া, হর্ষভরে নৃত্য করিয়া থাকেন, "অমর্ষয়িত্বা তমসহ্যতেজসং, মন্যুপ্লুতং দুর্নিরীক্ষ্যং ভ্রুকুট্যা। করালদংষ্ট্রাভিরুদস্তভাগণং, স্যাৎ স্বস্তি কিং কোপয়তো বিধাতুঃ।" অর্থাৎ ভ্রুকুটী-বন্ধন-প্রযুক্ত যিনি মুখ-মণ্ডলে কৃতান্তদেবেরও

দুর্নিরীক্ষ্য, করাল-দংষ্ট্রা-সকলের সমুজ্জ্বল-প্রভা-পুঞ্জ-সাহায্যে যিনি ভাগণ, নক্ষত্র-সমূহ, অথবা বহ্নি-সূর্য্যাদিরও জ্যোতি-র্গণকে উদস্ত, উৎক্ষিপ্ত, বা অভিভূত করিতে সর্ব্বথা সমর্থ, তাঁহাকে সেই অসহ্য-তেজাঃ শ্রীশঙ্করদেবকে মন্যু-প্লুত, ক্রোধ-ব্যাপ্ত, অর্থাৎ অসহন-যুক্ত, বা কোপ-যুক্ত করিয়া, অথবা বিস্পষ্টতঃ তাঁহার প্রেয়সী-প্রিয়তমা-পত্নী শ্রীমতী-সতীদেবীর প্রতি প্রকাশ্যভাবে চতুর্দ্দশ-ভুবন-নিবাসী সর্ব্ব-সজ্জন-সমক্ষে সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণা সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সম্পৎ-সমন্বিতা সর্ব্ব-শোভা-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্যৌদার্য্য-গাম্ভীর্য্য-গুণ-গণ-গরীয়সী সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-সর্ব্ব-জীবন-যজ্ঞ-সভার মধ্য-স্থলে অবমান-প্রয়োগ-দ্বারা তাঁহাকে পুনরপি নিরতিশয়-রাগান্বিত করিয়া, বিধাতাও কি কখনও স্বস্তিলাভে সমর্থ হইতে পারেন? কখনই নহে। "বিধাতুঃ প্রজাপতেঃ পিতুর্ব্রহ্মণোহপি কিং স্বস্তিঃ স্যাৎ? কান্যস্য কথা? ইতি দক্ষস্য দৌরাত্ম্যেন সর্ব্ব এব বয়ং মহাবিপদি নিমঙ্ক্ষ্যাম ইতি ভাবঃ।" অর্থাৎ দেবেন্দ্রাদি-দেব-বৃন্দ-বন্দিত-পদ শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবকে রাগান্বিত করিলে, অন্যান্য-ব্যক্তি-সকলের কথা দূরে থাকুক,— অথবা দেবেন্দ্রাদিদেববৃন্দের কথাই বা আর কি বলিব? বিধাতা প্রজাপতি-পতির পিতা সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মারও কি কখন শ্রেয়ঃ, স্বস্তি, কল্যাণ, বা মঙ্গল সম্ভাবিত হইতে পারে? কখনই নহে। অতএব আমরা দেখিতেছি, দিব্য-লোচন-যুগলে অবলোকন করিতেছি যে, একমাত্র দুরাত্মা দক্ষের দৌরাত্ম্যপ্রযুক্ত আমাদিগের সকলকেই অবিলম্বে মহাঘোর-বিপদ্‌-বারিধির অতল-গভীর-গর্ভতলে নিমজ্জিত হইতে হইবে।

"বহ্বেবমুদ্বিগ্নদৃশোচ্যমানে, জনেন দক্ষস্য মুহুর্ম্মহাত্মনঃ। উৎপেতুরুৎপাততমাঃ সহস্রশো, ভয়াবহা দিবি ভূমৌ চ পর্য্যক্।" অর্থাৎ প্রসূতি-মিশ্র-স্ত্রীগণের উক্তরূপ-যথার্থ-বচন শ্রবণ করিয়া, তৎ-সমর্থন-কল্পে তত্রস্থ উদ্বিগ্ন-প্রচলিত-দৃক্-সম্পন্ন-জনগণ-কর্ত্তৃক "হে মাতরঃ! সতমেব ব্রূথ", ইত্যাদিরূপে উপক্রমের অনন্তর দক্ষাপরাধ, দক্ষ-দৌরাত্ম্য, দক্ষের দুর্ব্যবহার, বা দক্ষের অদূরদর্শিতা-প্রসূতানীশ্বরপরতাবলম্বনে যে সময়ে ঐ সকলবিষয় বহুধা কথোপকথন-প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গ-ক্রমে পুনঃ

পুনঃ সমালোচিত, বা প্রপঞ্চিত হইতেছিল, তাদৃশ অবসরে মহাত্মা দক্ষেরও হৃদয়কম্পনকারী ভয়াবহ উৎপাততম অর্থাৎ সহস্র-সহস্র-মহোৎপাতসকল গগন-মণ্ডলে ও অবনীতলে সহসা সর্ব্বতঃ সমুত্থিত হইল।

ইতি ষড় বিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চদশ অধ্যায়

পুনশ্চ, প্রসূতি-মিশ্র-স্ত্রীগণ ও যজ্ঞ-সভাস্থ ত্রৈলোক্য-নিবাসী জনগণ যে সময়ে উক্তরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন, তৎকালে যজ্ঞ-পতি যজমান-দক্ষও সবিস্ময়ে সভয়ে অবলোকন করিলেন যে, সহসা দুর্নিমিত্ত-সকল প্রাদুর্ভূত হইল। দক্ষ দেখিলেন, শর্করা-নিচয়ে পরিবৃত-ধূলি-রাশি-সমন্বিত-রুক্ষ-বায়ু বহিতে লাগিল, পর্জ্জন্যদেব অসৃগ্‌-বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, দিক্‌-সকল তিমির-স্তোমে সমাবৃত হইল ও উর্ব্বী-তলে সহস্র-সহস্র উল্কা নিপতিতা হইতে লাগিল। তথা এবম্বিধ ও অন্যান্য-বহুবিধ অরিষ্ট সকল সমকালে সমাগত হওয়ায়, বিবুধ-বৃন্দও তদ্দর্শনে মনে মনে নিতান্ত চিন্তাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি-দক্ষ উক্তরূপ-দুর্নিমিত্ত-সকল নিরীক্ষণ করিয়া, অত্যন্ত-প্রভীত-হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুদেবের শরণ-গ্রহণ-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মহাবিষ্ণো! আপনি নিশ্চিতই আমা-দিগের পরমগুরু-স্থানীয়। অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! আপনি স্বয়ং যজ্ঞস্বরূপ। অতএব হে দেব! আপনি আমাকে এই মহাভয় হইতে পরিমুক্ত করুন।

শ্রীমধুসূদনদেব প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রার্থ্যমান হইয়া, প্রার্থনাবাক্যের উত্তরে এই কথা কহিলেন যে, হে দক্ষ! আমি তোমার রক্ষা-বিধান করিব, এবিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই বটে; কিন্তু হে দক্ষ! তুমি প্রকৃত-ধর্ম্ম-তত্ত্ব অবগত না হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি যে অবজ্ঞা-প্রদর্শন করিয়াছ, তাদৃশ ঈশ্বরাবজ্ঞানফলেই তোমার এই যজ্ঞসম্বন্ধীয়-সমস্ত আয়োজন সর্ব্ব-বিধ-কর্ম্ম বিফল হইবে। যেখানে অপূজ্যগণ পূজিত হইয়া থাকে এবং পূজনীয়গণ পূজাপ্রাপ্ত হন না, সেই স্থানে দুর্ভিক্ষ, মরণ ও ভয়, এই তিনটীরই প্রবৃত্তি অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব সর্ব্ব-প্রযত্নাবলম্বনে শ্রীবৃষধ্বজদেব সর্ব্বথা সর্ব্ব-জনের মাননীয় হইয়াও, তোমাকর্ত্তৃক যখন অবমানিত হইয়াছেন, তখন অবমানিত সেই

শ্রীমন্মহেশ্বরদেব হইতে তোমার এই সুমহদ্ভয় সমুপস্থিত হইবে না কেন ? অপিচ, এক্ষণে আমরাই কি তোমার পরিরক্ষণে সমর্থ হইব ? হে দক্ষ ! একমাত্র তোমার দুর্নয় বশতঃই আমরা সকলেও নিজ-নিজ-প্রভুত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইব, আর কাল-বিলম্ব নাই, সময় অতি নিকট-বর্ত্তী হইয়াছে। কিন্তু, এ বিষয়ে অধিক বিচারণাও আমি নিতান্ত নিষ্প্রয়োজনা মনে করিতেছি।

শ্রীবিষ্ণুদেবের উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত-চিন্তাপর-চিত্তে বিবর্ণ-বদনে প্রজাপতি-দক্ষ নিশ্চল হইয়া, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক ভূতলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাবাহু-বীরভদ্র শ্রীরুদ্র-দেব-কর্ত্তৃক প্রচোদিত হইয়া, কালী, কাত্যায়নী, ঈশানী, চামুণ্ডা, মুণ্ড-মর্দ্দিনী, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ত্বরিতা ও বৈষ্ণবী, এই নব-দুর্গাদিসহিত-মহাভূতগণ, তথা শাকিনী, ডাকিনী ও চতুঃ-ষষ্টি-যোগিনীগণ, ভূতগণ, প্রমথগণ ও গুহ্যকগণে সমন্বিত হইয়া, সহসা মহাপ্রভ-যজ্ঞবাটাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। বীরভদ্রদেবের সমভিব্যাহারে যে শত-সহস্র-সংখ্যক গণ অনুগমন করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীশঙ্কর-দেবের পার্ষদ-স্থানীয়, তথা রুদ্র-স্বরূপ, হর সমান-পরাক্রমশালী, পঞ্চবক্ত্র, নীলকণ্ঠ, শস্ত্রপাণি ও সিত-ছত্র-চামর-শোভিত। তথা এই সকল-রুদ্রানুচরও দশবাহু, ত্রিনেত্র, জটিল, রুদ্রাক্ষ-ভূষণ, অর্দ্ধ-চন্দ্র-ধর, মহৌজাঃ, বৃষভ-বাহন এবং বেশ-ভূষণে সুসজ্জিত। সহস্রবাহু-সহস্র-লোচন-ভীমবল-ভয়াবহ-হরতুল্যধর্ম্মা মহাত্মা বীরভদ্র রোমজগণ, রুদ্রানু-চরগণ, ও ভুজগাধিপতিগণে পরিবৃত হইয়া, দক্ষালয়াভিমুখে গমন-কালে পথিমধ্যে পরিকল্পিত দ্বিসহস্র-যুগ্য-কাষ্ঠ-সমন্বিত, প্রযুত-সংখ্যক-সিংহ-কর্ত্তৃক-বাহ্যমান রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অতি ভয়ঙ্কর-স্বরূপ ধারণ করিলেন।

দংশিত-বহু-সহস্র-সংখ্যক-সিংহ, শার্দ্দূল, মকর, মৎস্য ও গজ তাঁহার পার্শ্বরক্ষক-রূপে নিযুক্ত হইল। শ্রীবীরভদ্রদেবের সহস্র-বদন-বিভা-সিত-সহস্র-মস্তকের উপরিভাগে সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠ-মহার্হ-বিবিধ-ছত্র ও চামর পরিজন-কর্ত্তৃক সর্ব্বশঃ বিধৃত হইয়া, পরম-শোভা প্রাপ্ত হইতে

লাগিল। তাঁহার গমনকালে শত-শত-ভেরী, শঙ্খ, পটহ, গোমুখ, তথা বিবিধ-শৃঙ্গ-প্রভৃতি-বাদ্য-সকল মঙ্গল-নাদে বাদিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে বংশী ও কাংস্যাদি-বাদ্য-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনুচরগণের মধ্যে সকলেই মৃদঙ্গ-বাদনে তৎপর হইলেন। সকলেই কলনাদে গান করিতে লাগিলেন এবং সকলেই অনেক-লাস্য-সংযুক্ত হইয়া, বীরভদ্র-দেবের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, উক্তরূপে গমন কালে বীরভদ্রদেবের অমিতৌজাঃ অনুচরগণ রণ-বাদিত্র-নির্ঘোষের সহিত বীর-গর্জ্জন-সাহায্যে আকাশ-পাতাল প্রকম্পিত করিতে লাগিলেন। "তেন নাদেন মহতা, কম্পিতং ভুবনত্রয়ম্। এবং সর্ব্বে সমায়াতা, গণা রুদ্র-প্রণোদিতাঃ! যজ্ঞবাটঞ্চ দক্ষস্য, বিনাশার্থং প্রহারিণঃ।"

যৎকালে শাঙ্করী-সেনা-সমূহ মধুর-কণ্ঠে মনোহর-সঙ্গীতের অত্যুচ্চতর-তান তুলিয়া, নানাবিধ-নৃত্য করিতে করিতে, মহাবীর বীরভদ্রের অগ্রে অগ্রে আগমন করিতেছিলেন, তৎকালে রজঃ-পটল-সাহায্যে ব্যোম-মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তম-স্তোম-সমাবেশে দিক্-সকল সমাবৃত হইয়াছিল এবং সাদ্রিকানন-সপ্তদ্বীপবতী-পৃথ্বীদেবী প্রকম্পিতা হইয়াছিলেন। যজ্ঞ-সভাস্থ-দেব-দানব-নিশাচরগণ উক্তরূপ-মহদাশ্চর্য্য-জনক-সর্ব্বলোক-ক্ষয়-কর-ভয়ঙ্করব্যাপার অবলোকন করিয়া, যুগপৎ সমুত্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে সবিস্ময়ে অবলোকন করিলেন যে, ভয়াবহা রুদ্রসেনা সমাগতা হইতেছেন। কেহ কেহ পৃথ্বীতলে পদযুগল-সঞ্চালনে, তথা অশ্বে, উষ্ট্রে, গজবরে ও রথে আগমন করিতেছেন, কেহ কেহ আকাশ-মার্গে অসংখ্যবিমানবরে আরোহণ করিয়া, আগমন করিতেছেন। এইরূপে স্থলপথে ও আকাশ-পথে আগমনকালে অপরাপরা ঐ সমস্ত-রুদ্রসেনা-দ্বারা দিগ্-বিদিগ্-বিভাগ একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। উক্ত-শাঙ্করী-সেনা-সমবায়ের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেণীর সর্ব্ববিধ-সেনাই অনন্ত, অক্ষয় এবং পরাক্রমে সকলেই শ্রীরুদ্রদেবের তুল্য-প্রভাব-সম্পন্ন।

অসংখ্য-রুদ্রগণ-কর্ত্তৃক-পরিবারিত এবম্ভূত-শাঙ্করসৈন্য দর্শন করিয়া, যজ্ঞ-সভাস্থ ইন্দ্রাদি-দেবগণ বিস্মিত অন্তঃকরণে পরস্পরে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, "যামোঽদ্য শস্ত্র-পাণয়ঃ।" উক্তরূপ পরামর্শান্তে স্বয়ং

দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত-গজবরে আরূঢ় হইলেন, পবনদেব মৃগবরে আরোহণ করিলেন, যমদণ্ড-সমন্বিত যমরাজ মহিষবরে অধিরোহণ করিলেন, কুবের পুষ্পক-বিমানে আরোহণ করিলেন, তথা পাশী বরুণদেব মকরে, অনলদেব ছাগবরে, নিঋৃতি প্রেতস্কন্ধে এবং অন্যান্য প্রতাপশালী সুর, যক্ষ, চারণ ও গুহ্যকগণ স্ব-স্ব-বাহনে সমারূঢ় হইয়া, যুদ্ধযাত্রার্থ প্রস্তুত হইলেন। এদিকে প্রজাপতি-দক্ষ যজ্ঞ-সভাস্থ-নিজজনগণের উক্তরূপ উদ্যোগ অবলোকন করিয়া, অশ্রু-পূর্ণ-মুখে দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া, সকলকেই সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, হে দেব-যক্ষ-রক্ষঃ-কিন্নর-চারণ-গুহ্যক-মহোদয়গণ! আপনারা সকলেই সুমহাপ্রভাব ও পরাক্রম-সম্পন্ন। আপনাদের বিপুল-বলের প্রতি দৃঢ়তর-নির্ভর করিয়াই, আমি এই সুমহান্ যজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছি। সমারব্ধা এই যজ্ঞ-ক্রিয়া সুসম্পন্না হইবার পক্ষে ভবাদৃশ-মহাপ্রভাবশালী ব্যক্তিগণই আমার প্রধান-সহায়-স্বরূপ। অতএব "সৎকর্ম্মসিদ্ধয়ে যূয়ং প্রমাণং সুমহাপ্রভাঃ।" হে বিষ্ণো! হে মাধব! হে ব্রহ্মণ্যদেব! বেদ-গর্ভ-ধর্ম্ম, যজ্ঞ ও কর্ম্ম-সকলের আপনি সাক্ষাৎ পরিপালক-স্বরূপ। অতএব হে মহাপ্রভো! আপনাকে অবশ্যই এই মহাযজ্ঞের রক্ষাবিধান করিতে হইবে।

শ্রীমন্মধুসূদনদেব ক্রতুপতি-দক্ষের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, এই কথা বলিলেন যে, ধর্ম্মের পরিপালনার্থ সর্ব্বথা আমার পক্ষে যজ্ঞের রক্ষা-বিধান করা উচিত, ত্বদুক্ত এই বাক্যসম্পূর্ণ সত্য বটে; কিন্তু এক্ষণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। কিঞ্চ, হে দক্ষ! তোমার অনুষ্ঠেয়যজ্ঞ-সম্বন্ধে যে এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে, তাহা কি তুমি অনিমিষক্ষেত্র-নৈমিষারণ্যে যখন শ্রীসদাশিবের প্রতি কটু-বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছিলে, তৎকালে স্মরণ করিতে সমর্থ হও নাই? যিনি স্বয়ং যজ্ঞ-স্বরূপ, যিনি মহাতেজাঃ মহারুদ্র-স্বরূপে বেদে বিঘোষিত হইয়াছেন, যিনি সদাশিব-স্বরূপে সতত জগতের কল্যাণ-বিধান করিতেছেন, রে মূঢ়! তুমি তাঁহাকে যে যজ্ঞবাহ্য করিয়াছ, ইহা কি তোমার দুর্ম্মন্ত্রিত নহে? স্বয়ং শ্রীমহারুদ্রদেব যদি ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে, এই

যজ্ঞ-মহোৎসবক্ষেত্রে কে এমন যোগ্যতরা ব্যক্তি আছেন, যিনি রুদ্র-কোপানল হইতে তোমার রক্ষণে সমর্থা হইতে পারেন ?

কিঞ্চ, হে বিপ্র ! আমি বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও, এই ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে এরূপ কোন যোগ্যতরা ব্যক্তিকে অবলোকন করিতেছি না, যিনি তোমার ন্যায় দুর্ম্মতিকে রক্ষা করিতে পারেন। হে দুর্ম্মতে ! তুমি কোন্‌টী কর্ম্ম, আর কোন্‌টী অকর্ম্ম, তাহা ত দেখিতে পাইতেছ না। হে দক্ষ ! তুমি নিশ্চিতই জানিবে যে, কেবল-কর্ম্ম-বলই সকল-সময়ে লোকের রক্ষা-বিধানে সমর্থ নহে। পরন্তু শ্রীপরমেশ্বরদেবের সেবামূলক-সেশ্বর-কর্ম্মই অনুষ্ঠাতার পরিরক্ষণে সমর্থ হইয়া থাকে ! শ্রীপরমেশ্বর-দেব-বিনা অন্য কেহই কর্ম্মের ফলদানে সমর্থ নহে। যাঁহারা শ্রীপরমেশ্বর-দেবের ভক্ত, শান্ত এবং তদ্‌গত-মানস, তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত-কর্ম্মের ফল স্বয়ং শ্রীসদাশিবদেবই প্রদান করিয়া থাকেন। তথা বিপর্য্যয়বশে নিরীশ্বর-পর জন-সকল শতকোটি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেও, কেবল-কর্ম্মবাদ-সমাশ্রয়ণ-প্রযুক্ত অবশ্যই নিরয়গমনে বাধ্য হইয়া থাকে। অপিচ, "পুনঃ কর্ম্মময়ৈঃ পাশৈর্বদ্ধা জন্মনি জন্মনি। নিরয়েষু প্রপচ্যন্তে, কেবলং কর্ম্মরূপিণঃ।

ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ণুদেবকর্ত্তৃক কথিত উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রজাপতি-দক্ষ এই কথা বলিলেন যে, "বেদানামপ্রমাণঞ্চ, কৃতং তে মধুসূদন। বৈদিকং কর্ম্মচোৎসৃজ্য, কথং সেশ্বরতাং ব্রজেৎ। তদুচ্যতাং মহাবিষ্ণো ! যেন ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।" অর্থাৎ বেদবিধি-প্রতিপাদিত-কর্ম্ম-নিচয়ের তত্তৎ-ফল-দাতৃত্ব-পক্ষ-পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের কর্ম্ম-ফল-দাতৃত্ব-পক্ষগ্রহণ করিবার আবশ্যক কি ? হে মহাবিষ্ণো ! আপনি তাহা বিস্পষ্ট-বাক্যে প্রকাশ করিয়া বলুন। আর যদি ঐরূপই স্বীকার করা যায়, তবে হে মধুসূদন ! যদ্দ্বারা ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই বেদ-সকল কি আপনা-কর্ত্তৃক অপ্রমাণীকৃত হইতেছে না ? দক্ষ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব পরিসান্ত্বনা-বাক্যে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে, হে দক্ষ ! "ত্রৈগুণ্য-বিষয়া-বেদাঃ, সম্ভবন্তি ন চান্যথা। বেদোদিতানি কর্ম্মাণি, ঈশ্বরেণ বিনা কথম্। সফলানি

ভবিষ্যন্তি ? বিফলান্যেব তানি চ। তস্মাৎ সর্ব্ব-প্রযত্নেন, ঈশ্বরং শরণং ব্রজ।”

অর্থাৎ হে দক্ষ! ত্রৈগুণ্য ত্রিগুণ-কর্ম্ম-কাম-মূল-সংসার যাঁহাদের প্রকাশয়িতব্য-বিষয়-স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাদৃশ-কর্ম্ম-কাণ্ডাত্মক-বেদ-সকল যিনি যাদৃশ-ফলকামনা করেন, তাঁহার তদনুরূপ-ফলসম্বন্ধ-প্রতি-পাদন-সাহায্যেই চরিতার্থতা, বা আত্মলাভ করিয়া থাকেন; পরন্তু বেদ-সকল প্রকারান্তরে কর্ম্ম-নিচয়ের ফল-দাতৃত্ব-পক্ষ-সমর্থন-পূর্ব্বক ঈশ্বরের কর্ম্ম-ফল-দাতৃত্ব-পক্ষের প্রতিষেধে আগ্রহপরায়ণ নহেন। আর এক কথা এই যে, তত্তৎ-ফল-সম্বন্ধ-কল্পে অলৌকিকোপায়-বোধক-বেদ-প্রতি-পাদিত আশু-বিনাশশীল-জড়-কর্ম্ম-সকল ঈশ্বর-প্রেরণা বিনা কিরূপে ফল-প্রদানে সমর্থ হইবে ? পক্ষান্তরে কর্ম্মারাধিত-প্রসন্ন শ্রীপরমেশ্বর-দেবের প্রসাদকৃত-পরিচালনা-ব্যতীত আশুতর-নাশশীল জড়-কর্ম্মসকল ফল-প্রদানে সমর্থ না হওয়ায়, সর্ব্বথা বিফল প্রতিভাত হইতেছে। অতএব হে দক্ষ! তুমি পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে সর্ব্বপ্রযত্ন অবলম্বনে যথোচিত-কর্ম্ম-ফলপ্রাপ্তি অভিপ্রায়ে সেবারাধিত-রাজাদি-স্থানীয় কর্ম্মা-রাধিত-সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্ব-পাতা, সর্ব্ব-সংহর্ত্তা, সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-দাতা শ্রীমন্মহেশ্বরাখ্য শ্রীসদাশিবদেবের আশ্রয় গ্রহণ কর।

“এবং ব্রুবতি গোবিন্দে, আগতঃ সৈন্যসাগরঃ। বীরভদ্রেণ সহিতো, দদৃশুস্তং তদা সুরাঃ। তৎক্ষণাদেব দক্ষস্য, যজ্ঞবাটং হিরণ্ময়ম্। প্রবি-বেশ মহাবাহুর্বীরভদ্রোঽদ্রিজানুগঃ। ততস্তু দক্ষ-প্রতিপাদিতস্য, ক্রতু-প্রধানস্য গণপ্রধানঃ। প্রয়োগভূমিং প্রবিবেশ ভদ্রো, রুদ্রো যথান্তে ভুবনং দিধক্ষুঃ।” শ্রীগোবিন্দদেব যখন দুষ্টমতি-প্রজাপতি-দক্ষের প্রতি উক্তরূপে সদুপদেশ দান করিতেছিলেন, তৎকালে সৈন্য-সাগরে পরিবৃত মহাবাহু-গণেন্দ্র-প্রধান-বীরভদ্রদেব প্রজাপতি দক্ষের হিরণ্ময়-যজ্ঞবাটে প্রবেশ করিলেন এবং ক্ষণকালমধ্যেই দক্ষ-প্রতিপাদিত-ক্রতু-প্রধান-সর্ব্ব-জীবন-যজ্ঞের প্রয়োগ-স্থলে প্রবিষ্ট হইয়া, অন্তকালে ত্রিভুবন-দহনেচ্ছু শ্রীরুদ্রদেবের ন্যায় সহস্রাদিত্য-সঙ্কাশরূপে অবস্থিত হইলেন।

কিঞ্চ, অনন্তর শ্রীবীরভদ্রদেব বিষ্ণুপ্রধান অমিতৌজাঃ সুরগণের

চিত্র-ধ্বজ-পরিচ্ছদ-সুমহান্ সত্র অবলোকন করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বীরভদ্রদেব দেখিলেন, সত্র-প্রদেশে সুন্দর-দর্শন-দর্ভ-সকল ঋজুভাবে সংস্তীর্ণ রহিয়াছে, সুসমিদ্ধ হুতাশন-দেব ঊর্দ্ধদেশে শত-শত-শিখার বিস্তার-সাধন করিতেছেন এবং কাঞ্চনময়-ভ্রাজিষ্ণু যজ্ঞ-ভাণ্ড-সকল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ রহিয়াছে। উক্ত যজ্ঞ-মণ্ডপ ধ্বজ-পতাকা-প্রভৃতি-সাহায্যে চতুর্দ্দিকে পরিশোভিত, হেমকুম্ভ, কদলীতরু ও আম্র-শাখা-পল্লবে সমলঙ্কৃত, তথা অশেষবিধ-সৌন্দর্য্যের আধার-স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। যজ্ঞ-মণ্ডপ-মধ্যস্থ-পরিষ্কৃত-বেদি-প্রদেশে দর্ভাদি আসনে সুপবিষ্ট-কর্ম্মকর্ত্তা যজ্ঞ-পটু ঋত্বিক্‌গণ বেদ-দৃষ্ট-বিধির অনুসরণ-পূর্ব্বক বহুবিধ-ক্রমের সুন্দর-রূপে যথাবৎ অনুষ্ঠান করিতেছেন, স্বর্গীয়-বসনে ভূষণে রূপ-লাবণ্যে ভোগ-বিলাসে আঢ্যতম-দেবাঙ্গনাগণ সহস্র-সহস্র আত্মীয়-স্বজন-সমভি-ব্যাহারে সানন্দে বিচরণ করিতেছেন, অপ্সরোগণ বিবিধ-নৃত্য-সাহায্যে সভাস্থ-জনগণের মানসে বিমল আনন্দধারা প্রবাহিতা করিতেছেন, চতু-র্দ্দিকে শ্রোত্র-মানস-রঞ্জন-বেণু-বীণা-রব সমুত্থিত হইতেছে এবং মুনি-মহর্ষিগণ নিরন্তর-সাম-গাথা গান করিতেছেন।

বর্ণিতানুরূপ-বীণা-বেণু-রব-জুষ্ট, বেদ-ধ্বনি-বৃংহিত, অপ্সরোগণ-সেবিত যজ্ঞবাট অবলোকন করিয়া, দক্ষাধ্বর-জিঘাংসা-প্রবৃত্তি-প্রণোদিত, প্রতাপবান্, মহাবীর-বীরভদ্র "সিংহনাদং তদা চক্রে, গম্ভীরো নিনদো যথা।" কিঞ্চ, ভগবান্ বীরভদ্রদেবকে পর্ব্বত-বিদারণ, অশনি-পতন, মেঘ-নির্ঘোষ, বা সাগর-গর্জ্জন-সদৃশ-গম্ভীর-কর্ণ-কঠোর-নাদে সিংহনাদ করিতে দেখিয়া, তাঁহার অসংখ্য অনুচরগণও আকাশ-পাতাল প্রপূরিত করিয়াই যেন, সুমহান্ কিল-কিলা-শব্দ করিলেন। যজ্ঞ-মহোৎসব-স্থলে গণেশ্বর-কৃত উক্ত কিল-কিলা-শব্দ তত্রস্থ-জনগণের পক্ষে একদিকে যেমন মহান্ হুঙ্কার-সাগরপ্রায় প্রতীয়মান হইল, অপরদিকেও সেইরূপ দেবগণের হৃদয়ে অপার ভীতিরও সঞ্চার করিল। উক্ত কিল-কিলা-শব্দশ্রবণে ত্রিদশালয়বাসী দেবগণ ভীত-ত্রস্ত-হৃদয়ে স্খলিত-বসন, বা বিভ্রষ্টবিভূষণাবস্থায় পরিতঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, দেবগণ পলায়ন করিতে করিতে, নিরতিশয় প্রভীত

অন্তঃকরণে "কিংস্বিৎ ভিন্নো মহামেরুঃ ? কিংস্বিৎ সন্দীর্য্যতে মহী ? কিমিদং ? কিমিদঞ্চেতি ?" জল্পনা করিতে লাগিলেন। অথবা গহন-বন-প্রদেশে সিংহগণের বিপুল-নাদ শ্রবণ করিয়া, ভয়প্রযুক্ত গজেন্দ্রগণ যেমন পলায়ন করে, সেইরূপ পলায়ন-পরায়ণদেবসমূহের মধ্যে কেহ কেহ নিরতিশয়-ভীতি-বশতঃ জীবিত-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। তথা কিল-কিলা-শব্দে পর্ব্বত-সকল বিদীর্ণ হইল, বসুন্ধরা কম্পিতা হইলেন, বায়ু-সকল বিঘূর্ণিত হইল, মকরালয় বিক্ষুব্ধ হইল, অগ্নিদেব প্রদীপিত হইলেন না, ভাস্করদেব নিষ্প্রভ হইলেন এবং গ্রহনক্ষত্র ও তারকা-সকল অপ্রকাশভাব প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ অবসরে সেই সমুজ্জ্বল-যজ্ঞবাট-প্রদেশে ভদ্রগণ ও ভদ্রাদেবীর সহিত ভগবান্ বীরভদ্রদেব উপস্থিত হইলেন।

বীরভদ্রদেবকে সমাগত হইতে দেখিয়া, হৃদয়ে ভীত-ভীত হইলেও, দৃঢ়প্রায় অবস্থিত হইয়া, প্রজা-পতি-পতি দক্ষ বিপুল-ক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক ক্রোধ-ব্যঞ্জক-স্বর-বচনে ভগবান্ বীরভদ্রদেবকে এই কথা বলিলেন যে, "কো ভবান্ ? কিমিহেক্ষসে ?" দুরাত্মা দক্ষের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, গর্ব্বিতপ্রায়-হৃদয়ে রক্তলোচনে সেই দুরাত্মা দক্ষ, দেবগণ, তথা ঋত্বিগ্‌গণকে অবলোকন করিয়া, মহাতেজাঃ বীরভদ্র মেঘ-গম্ভীর-নিস্বনে অর্থ-গর্ভ অসম্ভ্রান্ত অথচ উচিত-বাক্যে এই কথা বলিলেন যে, "বয়ং হ্যনুচরাঃ সর্ব্বে, শর্ব্বস্যামিততেজসঃ। ভাগাভিলিপ্সয়া প্রাপ্তা, ভাগো নঃ সম্প্রদীয়তাম্।" অর্থাৎ আমরা সকলে অমিততেজাঃ শ্রীশঙ্করদেবের অনুচর মাত্র। আমরা ভাগলাভ-বাসনায় এই স্থানে সমাগত হইয়াছি, আমাদের প্রাপ্যভাগ আমাদিগকে প্রদান কর। অথবা অধ্বর-মহোৎসবে আমাদিগের জন্য যদি যথোচিত-ভাগ পরিকল্পিত না হয়, তবে কি কারণে আমাদিগের জন্য ভাগ পরিকল্পিত হইবে না, তাহা কীর্ত্তন কর এবং যদি কারণ-কীর্ত্তনে সম্মত না হও, তবে অমরগণ সহ মিলিত হইয়া, আমার সহিত যুদ্ধ কর।

"অথ চেদধ্বরেঽস্মাকং, ন ভাগঃ পরিকল্পিতঃ। কথ্যতাং কারণং তত্র, যুধ্যতাং বা ময়ামরৈঃ। এতাদৃশ-বাক্য-সাহায্যে গণেন্দ্র-প্রধান

ভগবান্ বীরভদ্র-কর্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া, দক্ষ-পুরোগম-দেবগণ কহিলেন যে, মন্ত্র-সকলকেই আমরা প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছি ; সুতরাং মন্ত্র-প্রমাণ-নিরপেক্ষ হইয়া, আমরা অতিরিক্ত রুদ্রভাগ প্রকল্পনে সমর্থ নহি। দক্ষ-পুরোগম-দেবগণের উক্তরূপ-মিথ্যাবচন শ্রবণ করিয়া, লজ্জিত আননে "মন্ত্রা ঊচুঃ সুরা যূয়ং, তমোঽপহতচেতসঃ। যেন প্রথমভাগার্হং, ন যজধ্বং মহেশ্বরম্।" অর্থাৎ মন্ত্রগণ কহিলেন, হে সুরগণ তোমাদের চিত্ত তমঃ-প্রতিহত হইয়াছে, সেই জন্য তোমরা প্রথম-ভাগার্হ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে যজ্ঞ-ভাগ-প্রদানদ্বারা সম্মানিত করিতেছ না। বিগ্রহপরিগ্রহণ-পূর্ব্বক মঞ্চোপরি উপবিষ্ট-মন্ত্র-নিচয়-কর্তৃক উক্ত-রূপে অভিহিত হইয়াও, সংমূঢ়বুদ্ধি-দেবগণ ভগবান্ ভদ্রের নিকট হইতে প্রহার প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করিয়া, বীরভদ্রদেবকে ভাগপ্রদানে সম্মত হইলেন না। তথ্যভূত অথচ পথ্য-জনক নিজ-বাক্য যখন দক্ষ-প্রমুখ-দেবগণ-সমীপে ব্যর্থ হইয়া গেল, তৎকালে মন্ত্র-গণ তাদৃশ-দুর্জ্জন-পূর্ণ-যজ্ঞ-সভাপরিত্যাগপূর্ব্বক তথা হইতে সনাতন-ব্রহ্মলোকে গমন করি-লেন। অনন্তর গণাধ্যক্ষ ভগবান্ বীরভদ্রদেব বিষ্ণু-পুরোগম-বীরশ্রেষ্ঠ-দেবগণকে এই কথা বলিলেন যে, তোমরা সকলে নিতান্তই বল-গর্ব্বিত হইয়াছ, সেই জন্যই মন্ত্র-সকলকে প্রমাণ-স্বরূপে গ্রহণ করিতেছ না। কিন্তু, যেহেতু আমরা এই যজ্ঞ-মহোৎসবে দেবগণ-কর্তৃক এইরূপে অসৎকৃত হইতেছি, অতএব হে দেবগণ! তোমরা নিশ্চিত জানিও যে, আমি জীবিতের সহিত তোমাদিগের এই বৃথা-গর্ব্ব অচিরকালমধ্যে অপনীত করিব।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চদশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ—ষোড়শ অধ্যায়

এই কথা বলিয়া, পরমক্রুদ্ধ ভগবান্ বীরভদ্রদেব শ্রীশঙ্করদেব যেমন ক্রুদ্ধ হইয়া, বাণাগ্নি-সাহায্যে পূর্ব্বকালে পুরত্রয়কে দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং ললাট-লোচনানল-দ্বারা কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, সেইরূপ রোষরক্তনয়নানল-দ্বারা ক্ষণকালমধ্যেই মহাকূটযজ্ঞবাট দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর পর্ব্বতোদগ্র-বিগ্রহ-সম্পন্ন বীরভদ্র-সহচর গণেশ্বরগণ যূপকাষ্ঠ-সকলকে উৎপাটিত করিয়া, হোতৃ-নিচয়ের কণ্ঠ-প্রদেশে রজ্জু-সাহায্যে আবদ্ধ করিলেন। কাঞ্চনময়-চিত্র-যজ্ঞপাত্র-সকলকে ভিন্ন সংচূর্ণ করিলেন। প্রাগ্‌বংশ অর্থাৎ যজ্ঞশালার পূর্ব্ব-পশ্চিম-স্তম্ভোপরি অবস্থাপিতপূর্ব্ব-পশ্চিমায়তকাষ্ঠবিশেষ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। যজ্ঞশালার অন্তর্গতা পশ্চিমতঃ অবস্থিতা পত্নীশালা ভূমিসাৎ করিলেন। "সদঃ" অর্থাৎ যজ্ঞ-শালার পুরতঃ অবস্থিত সদোমণ্ডপ, সদোমণ্ডপের পুরোভাগে অবস্থিত-হবির্দ্ধান-মণ্ডপ, হবির্দ্ধান-মণ্ডপের উত্তরভাগে অবস্থিত অগ্নীধ্রশালা, তদ্বিহার, যজমান-গৃহ, মহানস, বা পাক-ভোজন-শালা, তথা অন্যান্যবিধ-যজ্ঞ-পাত্র-সকল ভগ্ন করিলেন।

এইরূপ কেহ অগ্নি-সকলকে বিনষ্ট করিলেন, কেহ কুণ্ড-সকলে প্রস্রাব পরিত্যাগ করিলেন, কেহ বেদি-মেখলা, অর্থাৎ উত্তরবেদীর সীমাসূত্র ছিন্ন করিলেন, কেহ কেহ মুনিগণের প্রতি ধাবিত হইলেন, কেহ কেহ পত্নীগণের প্রতি তোমরা থাক, সম্প্রতি আমরা তোমাদিগকে বিধবা করিব, ইত্যাদি অশ্লীল-বচনে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ প্রত্যাসন্ন, বা পলায়িত দেবগণকে গ্রহণ করিলেন। মণিমান্ নামা গণেশ্বর ভৃগুকে বন্ধন করিলেন, প্রতাপবান্ বীরভদ্র প্রজাপতির প্রতি ধাবিত হইলেন, চণ্ডেশনামা গণেশ্বর পূষা সূর্য্যদেবকে এবং শ্রীমান্ নন্দীশ্বরদেব ভগদেবকে গ্রহণ করিলেন। অবশিষ্ট-দেবতাগণের সহিত যজ্ঞ-সভা-স্থিত-সদস্যগণ এবং ঋত্বিগ্-বৃন্দ

উক্তরূপ-ভীষণতর-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, দ্রুততর-বেগে পলায়ন-পরায়ণ হইয়াও, অনেকধা-বিচ্ছিন্নাবস্থায় ভগবান্ বীরভদ্রদেবের অনুচর-নিচয়-কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সহস্র-সহস্র-পৃথুল-পাষাণ-খণ্ড-প্রহারে নিরতিশয়-জর্জ্জরিত-নিপীড়িত হইলেন। স্রুব-নামক-যজ্ঞপাত্র হস্তে ধারণ-পূর্ব্বক মহর্ষি-ভৃগু হোম করিতেছিলেন, এই ভৃগু পূর্ব্বে সভাস্থলে অবস্থিত হইয়া, শ্মশ্রু-প্রদর্শন-পূর্ব্বক হাস্য করিয়াছিলেন বলিয়া, ভগবান্ ভব অর্থাৎ বীরভদ্রদেব তাঁহার শ্মশ্রু-সকল উৎপাটিত করিলেন।

এইরূপ ভগদেব পূর্ব্বে বিশ্বস্রষ্টৃগণের যজ্ঞ-সভা-স্থলে শ্রীশঙ্কর-দেবের প্রতি নিন্দা, বা শাপ-বচনপ্রয়োগ-পরায়ণ-প্রজাপতি-দক্ষকে নেত্র-কোণ-সাহায্যে প্রেরণাযুক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, ভগবান্ বীরভদ্র-দেব তাঁহাকে ভূমিতলে নিপাতিত করিয়া, রোষভরে তাঁহার নেত্রদ্বয় উৎপাটিত করিলেন। পশ্চাৎ বীরভদ্রদেব, মহাবল বলভদ্রদেব যেমন অনিরুদ্ধের উদ্বাহ-প্রসঙ্গে দ্যূতাবসরে কলিঙ্গ-দেশের রাজা দন্তবক্রের দন্ত-সকল উৎপাটিত করিয়াছিলেন, তদনুকরণে দেবাধম-পূষার দন্ত-সকল উৎপাটিত করিলেন। কারণ, এই পূষা দুর্ম্মতি-দক্ষ দুর্ব্বুদ্ধি-প্রযুক্ত যে সময়ে পরম-গুরুতর-শ্রীভগবান্ রুদ্রদেবের প্রতি শাপপ্রদান করিয়াছিলেন, তৎকালে দশন-চ্ছদ উন্মুক্ত করিয়া, দন্ত-প্রদর্শন-পূর্ব্বক হাস্য করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাবল বীরভদ্র দুরাত্মা দক্ষের বক্ষো-দেশে বিপুলবেগে আক্রমণ করিয়া, শিতধার-খড়গ-সাহায্যে তাঁহার শিরশ্ছেদনে যত্ন-পরায়ণ হইয়াও, শিরঃসমুদ্ধরণে সমর্থ হইলেন না।

কিন্তু, ভগবান্ বীরভদ্রদেব বারম্বার অস্ত্র-সহিতশস্ত্র-প্রয়োগ করিয়াও, যখন প্রজাপতি-দক্ষের কণ্ঠত্বঙ্-নির্ভেদনে সমর্থ হইলেন না, তৎকালে পশুপতি-বীরভদ্রদেব পরম-বিস্ময়াপন্ন-মানসে দীর্ঘ-কালযাবৎ চিন্তানিমগ্ন হইলেন। বহুকাল-ব্যাপিনী-চিন্তার অনন্তর পশুপতি-বীরভদ্রদেব অবলোকন করিলেন যে, যজ্ঞস্থানে সংজ্ঞপন-যোগ অর্থাৎ কণ্ঠ-নিপীড়নাদিরূপপশুমারণোপায়ভূত-কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত-যন্ত্র-বিশেষ প্রোথিত রহিয়াছে। বীরভদ্রদেব উক্তরূপ-যন্ত্র-কাষ্ঠ-দর্শনে মনে মনে পরম আনন্দ অনুভব-পূর্ব্বক সেই যন্ত্র-মধ্যে যজমান-পশু প্রজাপতি-

দক্ষকে নিক্ষিপ্ত করিয়া, তৎসাহায্যে তীক্ষ্ণধার অসি-প্রহারে দুরাত্মা দক্ষের দীর্ঘদেহ হইতে শিরোমণ্ডল আহরণ করিলেন। ভগবান্ বীরভদ্রদেবের উক্তরূপ অদ্ভূত-কর্ম্ম-দর্শনে পরম-প্রীত-তত্রস্থ-ভূত-প্রেত-পিশাচ-প্রভৃতি-বীরভদ্রানুচরগণের গিরি-গহ্বর-সদৃশ-বদন-বিবর হইতে অসংখ্য-সাধুবাদ সমুত্থিত হইল এবং বিপর্য্যয়ে তৎসমকালে দক্ষের আত্মীয়-স্বজন-মধ্যে, বা যজ্ঞ-মহোৎসবে সমাগত ইন্দ্রাদি-দেব-বৃন্দের মধ্যে অসাধুবাদ-ধ্বনি-বশে সুমহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল।

এইরূপে দক্ষ-পক্ষীয়-গণের মধ্যে যখন সুমহান্ অসাধুবাদ ও হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল, তৎকালে সর্ব্বজন-সমক্ষে মহাবীর বীরভদ্রদেব প্রজাপতি-দক্ষের দেহ হইতে পৃথক্কৃত সেই শিরোমণ্ডল দক্ষিণাগ্নিমধ্যে হবন করিলেন। তদনন্তর বীরভদ্রদেব অনুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া, চূর্ণ-বিচূর্ণীকৃত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন-বিভিন্ন-ত্রুটিত-স্ফুটিত-বিপাটিত-যূপকাষ্ঠ, প্রাগ্বংশ ও যজ্ঞ-পাত্রাদি-যাবতীয় যজ্ঞোপকরণ-সকল-গ্রহণ-পূর্ব্বক কনখল-প্রান্ত-বাহিনী শীতল-বিমল-সলিল-সম্ভার-সম্পূর্ণ-গভীরগঙ্গাধারার অতল-জলগর্ভে নিমজ্জিত করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে ষোড়শ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তদশ অধ্যায়

এইরূপে যজ্ঞ-বিধ্বংসন-ব্যাপারের প্রথম-মুখ্যাংশ যথাসম্ভব সুচারু-রূপে অনুষ্ঠিত হইলে, ভগবান্ বীরভদ্রদেবের অনুচর অন্যান্য-গণেশ্বরগণ অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা তত্রত্য দিব্য অন্নপান-সকলের পর্ব্বতোপমরাশি, ক্ষীরনদী, অমৃত-প্রস্রবণ, সুস্নিগ্ধদধিকর্দ্দম, সুবাসিত-ঘৃত-সরোবর, তক্র-বাপী, উচ্চাবচ-মাংস-সমূহ, সুরভি-ভক্ষ্য-নিবহ, বিচিত্র-সুরসবিশিষ্ট-পানক, ইত্যাদিচর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়-প্রভৃতি যাহা কিছু অবলোকন করিলেন, তৎসমুদায় ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। পরিতোষ-পূর্ব্বক ভোজনের অনন্তর বিলুম্পন-প্রক্ষেপণাদি-ক্রীড়াবসানে বীরভদ্রানুচর-বীরগণের মধ্যে কেহ বজ্র, কেহ চক্র, কেহ মহাশূল, কেহ শক্তি, কেহ প্রাস, কেহ পট্টিশ, কেহ মুষল, কেহ অসি, কেহ টঙ্ক, কেহ ভিন্দিপাল, কেহ পরশ্বধ-প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রসকল গ্রহণ করিয়া, বিপুলতর-বেগের সহিত লোকপাল-পুরঃসর উদ্ধত-ত্রিদশগণের প্রতি প্রধাবিত হইলেন।

কিঞ্চ, তৎকালে বীরভদ্রাঙ্গ-সম্ভব-বীরগণের মধ্যে কাহারও মুখে "ছিন্ধি", কাহারও মুখে "ভিন্ধি", কাহারও মুখে "ক্ষিপ ক্ষিপ্রং", কাহারও মুখে "মার্য্যতাং", কাহারও মুখে "দার্য্যতাং", কাহারও মুখে "হরস্ব", কাহারও মুখে "প্রহরস্ব", কাহারও মুখে "পাটয়", কাহারও মুখে উৎ-পাটয়", ইত্যাদি-সংরম্ভ-প্রভব-ক্রূর-শ্রবণ-শঙ্কুসময়োচিত-শব্দ-সকল নির্গত হইতে লাগিল। তত্র তত্র গণেশ্বরসকলের মধ্যে কেহ কেহ বা বিবৃত্ত-নয়নে, কেহ কেহ বা দষ্ট-দংষ্ট্রোষ্ঠ-তালুপ্রদেশে আশ্রমস্থ-মুনি-মহর্ষি-তপোধন-গণকে সমাকর্ষণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের জীবিতাপনয়নাভি-প্রায়ে প্রহার করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা স্রুব-সকলকে অপহরণাভিপ্রায়ে গ্রহণ করিলেন। কেহ কেহ বা অগ্নি-সকলকে গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কেহ কেহ বা কাঞ্চনাদি-নির্ম্মিত-কলস-

সকলকে ভিন্ন করিলেন। কেহ কেহ বা মণি-বেদিসকলকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিলেন। তথা গণপুঙ্গবগণের মধ্যে কেহ বা গান, কেহ বা সিংহনাদ, কেহ বা অত্যুচ্চ-হাস এবং কেহ কেহ বা মুহুর্ম্মুহুঃ রক্তাসব-পান-পূর্ব্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন।

অপিচ "নির্ম্মথ্য সেন্দ্রানমরান্ গণেন্দ্রা, বৃষেন্দ্রনাগেন্দ্র-মৃগেন্দ্রসারাঃ। চক্রুর্বহূন্যপ্রতিমপ্রভাবাঃ, সহর্ষরোমাণি বিচেষ্টিতানি। নন্দন্তি কেচিৎ, প্রহরন্তি কেচিৎ, ধাবন্তি কেচিৎ, প্রলপন্তি কেচিৎ। নৃত্যন্তি কেচিৎ, বিহসন্তি কেচিৎ, বল্গন্তি কেচিৎ প্রমথা মদেন। কেচিৎ জিঘৃক্ষন্তি ঘনান্ সতোয়ান্, কেচিৎ গ্রহীতুং রবিমুৎপতন্তি। কেচিৎ প্রসর্ত্তুং পবনেন সার্দ্ধং, ইচ্ছন্তি ভীমাঃ প্রমথা বিয়ৎস্থাঃ। আক্ষিপ্য কেচিচ্চ বরায়ুধানি, মহাভুজঙ্গা-নিব বৈনতেয়াঃ। ভ্রমন্তি দেবানপি বিদ্রবন্তঃ, খমণ্ডলে পর্ব্বতকূটকল্পাঃ। উৎপাট্য চোৎপাট্য গৃহাণি কেচিৎ, সজাল-বাতায়ন-বেদিকানি। প্রক্ষিপ্য বিক্ষিপ্য জলস্য মধ্যে, কালাম্বুদাভাঃ প্রমথা নিনেদুঃ। হা নাথ! হা তাতেতি পিতঃ! সুতেতি, ভ্রাতর্ম্মমাম্বেতি চ মাতুলেতি। উৎপাট্য-মানেষু গৃহেষু নার্য্যো, হানাথশব্দান্ বহুশঃ প্রচক্রুঃ।" অর্থাৎ বৃষভেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ, গজেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ, তথা মৃগেন্দ্র-শ্রেষ্ঠের অনুরূপ বল-পরা-ক্রমাদি-শূরজনোচিত-সদ্‌গুণ-সমূহে বিভূষিত, অনুপমেয়-প্রভাব, বা কোষ দণ্ড-জাত-তেজঃ-প্রতাপে প্রখ্যাতগণেশ্বরগণ দেবরাজ-সহ দেব-গণকে নির্ম্মথিত করিয়া, আনন্দ-প্রকাশার্থ রোমাঞ্চিত-কলেবরে বহুবিধ বিচেষ্টিত, বা অঙ্গ-পরিবর্ত্তনার্থ-বাটী লুণ্ঠন, অথবা রোমহর্ষোৎপাদন-সহ বহুবিধ দুষ্কর-কার্য্যের অনুষ্ঠানে উৎসাহ অবলম্বন করিলেন।

উক্তরূপ-প্রভাব-সম্পন্ন-গণেশ্বরগণের মধ্যে কেহ কেহ অব্যক্ত-মধুর শব্দ, অথবা বীরনাদ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ প্রহার করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ ধাবনে তৎপর হইলেন, কেহ কেহ প্রলপন, বা কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নৃত্য-নৈপুণ্য-প্রদর্শনে ব্রতী হইলেন, কেহ কেহ বিশিষ্ট হাস্য করিতে লাগিলেন, কোন কোন প্রমথ মদভরে গমনে, বা বিশিষ্ট-বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়ে যত্নপরায়ণ হইলেন, মদগর্ব্বিত প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ সজল-জলধর-সকলকে গ্রহণ

করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কেহ কেহ নলিনীনায়ককে গ্রহণ করিবার জন্য আকাশ-প্রদেশে উৎপতিত হইলেন, গগনাঙ্গনস্থ ভীমকায় কোন কোন প্রমথ পবনদেবের সহিত গমনে, অপসরণে, বা প্রসর্পণার্থ উদ্‌যোগী, বা অভিলাষী হইলেন, বৈনতেয়বংশীয়গণ যেমন বিলপ্রদেশ হইতে মহা-ভুজঙ্গম-সকলকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক গ্রহণ করে, সেইরূপ গগন-গাত্রারূঢ়-পর্ব্বত-কূট-কল্প অর্থাৎ গিরিশৃঙ্গ, বা ধরাধর-স্তূপ-সদৃশ-শরীরে শোভ-মান-প্রমথ-গণের মধ্যে কেহ কেহ দেবতাগণের হস্ত-সকল হইতে উৎ-কৃষ্টতর অস্ত্র-শস্ত্র-সমূহ সমাকর্ষণ-পুরঃসর গ্রহণ করিয়া, বিদ্রুত-দেবগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

কেহ কেহ লৌহাদি-নির্ম্মিতসূত্রাচ্ছন্ন-গবাক্ষ, মণিরত্নময়ী পরিষ্কৃত-চতুরস্র-ভিত্তি, বা বেদি-প্রভৃতির সহিত গৃহ, বা বাসভবনসকলকে উৎপাটিত করিয়া, কনখল-প্রান্ত-বিহারিণী-গঙ্গার নির্ম্মল-জল-গর্ভে প্রক্ষে-পণ-বিক্ষেপণ-পুরঃসর মেঘ-সাগরাশনি-সম্পাত-সমান-গুরু-গম্ভীর-বিপুল-নাদে নিনাদ করিতে লাগিলেন। কালাম্বুদাভ অর্থাৎ প্রলয়কালীনপয়োধর-সমান-বর্ণে অনুরঞ্জিতপ্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞ-কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ নির্ম্মিত-হিরণ্ময়-যজ্ঞবাটের চতুর্দ্দিকস্থ-সুশোভিত-দ্বার, দ্বারাবরক-কপাট, হিরণ্ময়-প্রাচীর, পৃথক্ পৃথক্ শালা, বলভী, গবাক্ষ, সজাল-বাতায়ন-প্রভৃতি-সমস্ত ভগ্ন করিয়া, চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, ধূলিসাৎ করিলেন, বা গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত করিলেন, অথবা আকাশতলে উৎক্ষিপ্ত করিলেন। কিঞ্চ, পর্ব্বতকূট-কল্প-কালাম্বুদাভ-প্রমথ-গণের গৃহোৎপাটন-লক্ষণ-ভীষণতর-কার্য্য-দর্শনে প্রসূতি-প্রধান স্ত্রীগণ তৎকালে হা নাথ! হা তাত! হা পিতঃ! হা সুত! হা ভ্রাতঃ! হা মাতঃ! হা মাতুল! ইত্যাদি-বহুশঃ অনাথজনোচিত-শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তদশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টাদশ অধ্যায়

অনন্তর বিষ্ণু-শক্রপুরোগম-ত্রিদশমুখ্যগণ ভয়-পরিত্রস্ত-হৃদয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইলেন। বিষ্ণু-শক্র-পুরোগম-দেব-প্রধানগণকে নিজ-নিজ অদূষিত অঙ্গ-সমূহে শোভমান-শরীরে পলায়ন করিতে দেখিয়া, গণ-পুঙ্গব-বীরভদ্র পরম-কোপ আহরণ-পূর্ব্বক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, অবশ্য-দণ্ডনীয়া এই সকল-ব্যক্তির প্রতি কোনরূপ দণ্ড-প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় নাই, অতএব অধুনা ইহাদিগের প্রতি যথোচিত-দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। এইরূপ মননের অনন্তর ভগবান্ বীরভদ্রদেব সর্ব্বশক্তি-নিবর্হণ দিব্য-ত্রিশূল-গ্রহণ করিয়া, নিজ-মুখ-গহ্বর হইতে বিপুল-বহ্নি-জ্বালা-বমন করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। ঊর্দ্ধদেশে দৃষ্টি-স্থাপন করিয়া, মহাবাহু বীরভদ্র দ্বিরদগণের পশ্চাৎ কেশরীর ন্যায় অমরগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যখন বিপুলবেগে অভিধাবিত হইতেছিলেন, তৎকালে "তানভিদ্রবতস্তস্য, গমনং সুমনোহরম্। বারণস্যেব মত্তস্য, জগাম প্রেক্ষণীয়তাম্।"

অতঃপর মত্ত-বারণ-যূথ-পতি যেমন মহাসরোবরকে বিক্ষুব্ধ করে, সেইরূপ বলী বীরভদ্র সুমহৎ-সুরবলকে অল্প-সময়ের মধ্যে বিক্ষোভিত করিলেন। কটিদেশে হেম-প্রবর-তারক-সহস্রে সুশোভিত-ব্যাঘ্রাজিনধারী, নীল-পাণ্ডুর-লোহিতাদি-নানাবর্ণানুরঞ্জিত-বহুবিধ-বাণ-বিক্ষেপণকারী সেই মহাবীর-বীরভদ্র কাহাকে ছিন্ন করিয়া, কাহাকে ভিন্ন করিয়া, কাহাকে রুগ্ন করিয়া, কোন ব্যক্তিকে ক্রন্দনযুক্তা করিয়া, কোন ব্যক্তিকে বিদারিতা করিয়া, তথা কোন ব্যক্তিকে প্রমথিতা করিয়া, কক্ষগত অনলের ন্যায় দেব-সঙ্ঘমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তত্র তত্র দেব-সঙ্ঘ-সমূহে মহাবেগে বিচরণ-কারী ত্রিশূলধারী সেই একমাত্র বীরভদ্রদেবকে ত্রিদশালয়বাসী দেবগণ সহস্রপ্রায় মনে করিলেন। এইরূপ অবসরে যুদ্ধ-বৃদ্ধি-বশে

মদোদ্ধতা সুসংক্রুদ্ধা মহাদেবী ভদ্রকালীও মুক্ত-জ্বাল-শূল-সাহায্যে রণমধ্য-স্থলে সুরগণকে বিভিন্ন করিতে লাগিলেন। যুগান্তকালে ধূম-ধূম্র-চঞ্চল-শিখা-পুঞ্জ, অথবা প্রভা-সাহচর্য্য-বশে প্রলয়-পাবক যেমন অপূর্ব্বশোভার আশ্রয়স্বরূপে পরিণত হইয়া থাকেন, রুদ্র-কোপ-সমুৎপন্ন মহাবীর-ভদ্রদেবও সেইরূপ ধূম-ধূম্রা-চঞ্চলা-রণরঙ্গিণী-দেবী-ভদ্রকালীর সান্নিধ্য-বশে রুচির-শোভার আধার-স্বরূপে পরিণত হইলেন।

কিঞ্চ, তৎকালে বিদ্রুত-ত্রিদশা দেবী ভদ্রকালী সম্মুখ-সমরে স্বীয় অতুলনীয় অদ্ভুত-রণ-পরাক্রমপ্রকাশ-সাহায্যে দেবগণকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিদ্রবণে, বা পলায়নে বাধ্য করিয়া, কল্পশেষানল-জ্বালা-দগ্ধ-বিশ্ব-জগৎপ্রায় বিভাতা হইলেন। পূষদেবের অস্পষ্ট-বাক্যতার প্রতি কারণ স্বরূপে পূর্ব্বতন-গ্রন্থে কার্ম্মুক-কোটি-প্রহারে দীপ্তা-মুক্তাবলীপ্রায় দশন-রেখা-দ্বয়ের সম্পাতন কথিত হইয়াছে, এক্ষণে পুনরপি সমর-সংরম্ভ-বশে সম্মুখে সপ্তাশ্বযুক্ত-একচক্র রথে আরূঢ়-সূর্য্য-দেবকে প্রাপ্ত হইয়া, অবলীলাক্রমে ভগবান্ শ্রীরুদ্রদেবের গণাগ্রণী বীরভদ্রদেব বাম-পদাঘাত-সাহায্যে অশ্ব-সপ্তককে জর্জ্জরিত করিয়া, শীঘ্রগতি সব্য-পাদ-প্রহারে দিবাকরদেবকে মস্তকে সমাহত করিলেন। এইরূপ এককালে অসি-সাহায্যে পাবকদেবকে প্রহার করিয়া, পরক্ষণে সংযমি-শ্রেষ্ঠ শ্রীভদ্রদেব পট্টিশ-সাহায্যে-যমদেবকে প্রহার করিলেন। তথা দক্ষ-পক্ষীয় একাদশ-রুদ্রদেবকে সুদৃঢ়শূল-সাহায্যে প্রহার করিয়া, দৃঢ়তর-মুদ্গর-দ্বারা বরুণ-দেবকে প্রব্যথিত করিলেন।

অপিচ, এককালে বহুতর-পরিঘ-দ্বারা নির্ঋতিদেবকে প্রহার করিয়া, টঙ্কধর-প্রভু-গণেশ্বর স্বয়ং বীরভদ্রদেব লীলাবশে ক্ষণ-কাল-মধ্যে সমর-মস্তকে টঙ্ক-প্রক্ষেপণ-পুরঃসর পবনদেবকে প্রহার করিলেন। অনন্তর বীরভদ্রদেব করজাগ্র-দ্বারা সরস্বতীদেবীর সুশোভন-নাসিকাগ্র ছিন্ন করিয়া, দেবমাতা অদিতিরও নাসিকাগ্র ছিন্ন করিলেন। পশ্চাৎ শীতধার-কুঠার-সাহায্যে বিভাবসুদেবের বাহু-দণ্ড ছেদন করিয়া, অগ্রতঃ অঙ্গুলি-দ্বয়-পরিমিতা আত্তহব্যা জিহ্বা ছিন্না করিলেন। এইরূপ

দেববর-বীরভদ্র স্বাহাদেবীর দক্ষিণ-নাসিকাপুট ছেদন করিয়া, করজ-নখর-নিকর-দ্বারা বাম-ভাগস্থ-স্তন-চুচুক কর্ত্তন করিলেন। ভগদেবের শতপত্রনিভ-বিপুল-নেত্র-দ্বয় বল-পূর্ব্বক উৎপাটিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়াও, পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পরম-বেগবান্ ভগবান্ ভদ্রদেব অনতিবিলম্বে লীলাস্থায়ে পাদাঙ্গুষ্ঠ-সাহায্যে ক্ষণকালমধ্যে আক্রমণ-পুরঃসর কৃমিবৎ শশধরদেবকে ভূতলে বিনিপাতিত করিয়া, আকর্ষণ-বিকর্ষণ-বিঘর্ষণ-প্রভৃতির প্রয়োগ-দ্বারা বিঘৃষ্ট করিতে লাগিলেন।

ক্রতুপতি দক্ষের পরম-শোভন-শিরো-মণ্ডল পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে উৎকর্ত্তনান্তে দক্ষিণাগ্নি অধিকরণে হবনাভিপ্রায়ে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু শ্রীমান্ বীরভদ্রদেব দক্ষের গ্রীবাদেশ হইতে কনক-কিরীট-কুণ্ডলোল্লসিত-পরম-শোভন-শিরো-মণ্ডল বিচ্ছিন্ন করিয়া, প্রথমতঃ ক্রোশন-পরায়ণা-বৈরিণীর সমক্ষেই মহাদেবী-ভদ্রকালীর করকমলে প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই দেবী ভদ্রকালীও অতীব-প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে বীরবর-ভদ্রদেবের হস্ত হইতে সেই বিপুলতম-পক্ক-তাল-ফলোপম-শিরোমণ্ডল গ্রহণ করিয়া, প্রথমতঃ সমরাঙ্গণে অভিলাষানুরূপ-কন্দুক-ক্রীড়া-রসাস্বাদাবসানে শ্রীবীরভদ্রদেবের শ্রীচরণতলে যখন অবস্থাপিত করিলেন, তৎকালে ভগবান্ বীরভদ্রদেব সেই শিরোমণ্ডল-গ্রহণ-পূর্ব্বক দক্ষিণাগ্নি-মধ্যে হবন করিয়াছিলেন, জানিতে হইবে। কুশীলা-কুলরমণী চারিত্র্য-দোষ-বশতঃ ভর্ত্তৃ-সকাশে যেমন হস্ত ও পদযুগল-সাহায্যে নিতান্ত-নির্দ্দয়-ভাবে প্রহৃতা, বা নিপীড়িতা হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজাপতি-দক্ষের পত্নী প্রসূতি, বা বৈরিণী "পাদাভ্যাঞ্চৈব হস্তাভ্যাং, হন্যতে স্ম গণেশ্বরৈঃ।" তথা রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ অরিষ্টনেমি, সোমদেব, স্বয়ং ধর্ম্ম, প্রজাপতি, বহুপুত্র, আঙ্গিরস, ভৃশাশ্ব ও কশ্যপ, এই সকলকে বামহস্তে গলদেশে গ্রহণ করিয়া, সিংহ-বিক্রম বলবান্ গণপ-প্রধানগণ কর্ণ-কঠোর-তীক্ষ্ণ-বচন-সমূহ-সাহায্যে নিরতিশয়-নির্ভৎসন-পূর্ব্বক মস্তক-প্রদেশে দৃঢ়তর-মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, কলিযুগে কুল-কামিনীগণ জার-জাত-কর্ত্তৃক যেমন বল-পূর্ব্বক ধর্ষিত হইয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বকথিতনামা দেব ও মুনিগণের পুত্র, কলত্র এবং পরিজন-সকল ভূত-বেতালাদি-কর্ত্তৃক নিরতিশয়-প্রধর্ষিত হইলেন। তথা যজ্ঞিয়-কাঞ্চনময়-কলস-সকল বিধ্বস্ত হইল, যূপ-সকল ভগ্ন হইল, উৎসব বিগত হইল, মহাশালা-সকল প্রদীপিত হইল, দ্বার-তোরণ-সকল প্রভিন্ন হইল, সুরানীক-সকল উৎপাটিত হইল, তপোধন-সকল হন্যমান হইলেন, ব্রহ্মনির্ঘোষ প্রশান্ত হইল, জন-সঞ্চয় প্রক্ষীণ হইল, পতি-পুত্র-বিয়োগ-বিধুর স্ত্রীগণ ক্রন্দমান হইলেন, অশেষবিধ-পরিচ্ছদ-সকল বিহত হইল, এইরূপে "শূন্যারণ্যনিভং জজ্ঞে যজ্ঞবাটং তথার্দ্দিতম্।" সুরোত্তমগণের মধ্যে কেহ কেহ শূল-বেগ-বশে বাহু-মূলে প্ররুগ্ন হইলেন, কেহ কেহ ঊরুযুগলে প্ররুগ্ন হইলেন, কেহ কেহ বক্ষোদেশে বিদ্ধ হইলেন, এবং কেহ কেহ বা উত্তমাঙ্গে বিনিকৃত্ত হইয়া, ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। উক্তরূপে সহস্র-সহস্র-দেবগণ শ্রীরুদ্রানুচরগণ-কর্ত্তৃক নিহত হইয়া, রণাঙ্গণে নিপতিত হইলে, ক্ষণ-কালমধ্যে মহাবাহু গণেশ্বর বীরভদ্রদেব আহবনীয় অগ্ন্যাগারে প্রবেশ করিলেন।

উক্ত আহবনীয় অগ্ন্যাগারে স্বয়ং যজ্ঞদেব মূর্ত্তি-পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি সহসা কালানল-সন্নিভ ভদ্রদেবকে নিজ আলয়ে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, মরণাশঙ্কাবশে প্রভীত-হৃদয়ে মৃগ-শরীর-ধারণ-সাহায্যে আত্ম-গোপন-পুরঃসর পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। মৃগ-বপু-ধারণ-পূর্ব্বক যজ্ঞদেবকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, সেই ভদ্র-দেব সুদৃঢ়-জ্যা-ঘোষ-ভীষণ-চারু-চন্দ্রক-চিত্র-চিত্রিত-চন্দন-চর্চ্চিত-সুমহৎ-চাপ-প্রবরকে চক্ষু-নিমেষ-মধ্যে বিস্ফারিত করিয়া, অশেষবিধ অসংখ্য-শায়ক-বিক্ষেপণ-পুরঃসর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত হইলেন। কিঞ্চ, ভগবান্ ভদ্রদেব পূর্ণ-মাত্রায় আকর্ণ-পর্য্যন্ত আকর্ষণ-বেগে অম্বুদ-সন্নিভ-ধনুঃ-প্রবরকে নিনাদিত করিয়া, তথা পর্ব্বত-বিদারণ-সাগর-গর্জ্জন-গভীর-জ্যা-নির্ঘোষ-সাহায্যে আকাশ-মণ্ডল-ভূমণ্ডল-প্রভৃতি সর্ব্বশঃ অনু-নাদিত ও প্রকম্পিত করিয়া, পবন-বেগে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভগবান্ বীরভদ্র ত্রিভুবন-কম্পনকারী তাদৃশ-সুভীষণ-সংনাদ-শ্রবণে 'হায়! আমি নিহত হইলাম,' এইরূপ নিশ্চয়-নিবন্ধন বিহ্বল হৃদয়ে মৃগরূপে বিধাবিত সেই যজ্ঞ-পুরুষকে অর্দ্ধেন্দু-বক্র-বাণ-দ্বারা তৎ-কালমাত্রেই সহসা বিশিরস্ক করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টাদশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একোনবিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, সূর্য্যাত্ম-সম্ভব অধ্বর-পুরুষকে ঈদৃশরূপে অবজ্ঞাত হইতে দেখিয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব পরম-সংক্রুদ্ধ অন্তঃকরণে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত হইলেন। শ্রীবিষ্ণুদেবকে যুদ্ধার্থ সমুদ্যত অবলোকন করিয়া, তাঁহার প্রিয়বাহন পক্ষিরাট্‌ পন্নগাশন মনো-মারুত-সম-বেগবান্‌ গরুড় নত-সন্ধি-স্কন্ধ-সাহায্যে তাঁহাকে বহন করিতে লাগিলেন। রণ-নৈপুণ্য-প্রদর্শন-ক্ষেত্র-প্রাপণাভিপ্রায়ে "সর্ব্বেষাং বয়সাং রাজা" বৈনতেয় শ্রীবিষ্ণুদেবকে স্কন্ধে বহন করিতে উদ্যত হইলেন দেখিয়া, হতাবশিষ্ট-দেবরাজ-পুরোগম-দেবগণ প্রাণ-পরিত্যাগে সমুদ্যত হইয়াই যেন, শ্রীবিষ্ণুদেবের সাহায্য করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভূতেন্দ্র ভগবান্‌ বীরভদ্রদেব বৃকের সহিত সঙ্গত-ক্রোষ্টুকগণের ন্যায় শ্রীবিষ্ণুদেবের সহিত মিলিত ইন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণকে অবলোকন করিয়া, মৃগেন্দ্রপ্রায় বিব্যথবিগত-ব্যথ-ব্যথা-বিহীন-হৃদয়ে কেবলমাত্র উচ্চ-হাস্য করিলেন।

কিন্তু, যে সময়ে "বিষ্ণুনা সহিতান্‌ দেবান্‌, বৃকেণ ক্রোষ্টুকানিব। দৃষ্ট্বা জহাস ভূতেন্দ্রো, মৃগেন্দ্র ইব বিব্যথঃ।" তাদৃশ অবসরে পরিদৃষ্ট হইল যে, আকাশ-মণ্ডলে এক দিব্য-রথ সমাবির্ভূত হইয়াছে। উক্ত রথবর তেজঃ-প্রাচুর্য্যে সহস্র-সূর্য্য-সদৃশ, চারুবীর-বৃষ-ধ্বজে চিহ্নিত, অশ্ব-রত্ন-দ্বয়ে পরমোদার, খর-চক্র-চতুষ্টয়ে সুশোভিত, সঞ্চিতানেক-দিব্যাস্ত্রে পরিপূর্ণ এবং অসংখ্য-শর-রত্নে পরিষ্কৃত। পূর্ব্বকালে ত্রৈপুর-যুদ্ধে শ্রীশর্ব্বদেবের রথে সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, যিনি পরিচালক-পদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বলোক-পিতামহ-চতুরাননদেবই বর্ত্তমান এই রথবর্য্যেরও সারথি-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, সারথি-পদে অবস্থিতি করিতেছিলেন। সেই সারথি ব্রহ্মা, পূর্ব্বকৃত-প্রতিশ্রুতি-পরিপালনার্থ শূলী শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক-প্রদত্ত-শাসনাজ্ঞানুসারেই তাদৃশ-রথবরকে ভদ্রদেবের সমীপে আনয়ন-পূর্ব্বক কর-দ্বয়ে অঞ্জলি-বন্ধন

করিয়া কহিলেন, "ভগবন্! ভদ্র! ভদ্রাঙ্গ! ভগবান্ ইন্দুভূষণঃ। আজ্ঞাপয়তি ধীরং ত্বাং রথমারোঢ়ুমব্যয়ঃ।" অর্থাৎ হে ভগবন্! ভদ্র! ভদ্রাঙ্গ! ভগবান্ গাত্রে ভস্মসিত, হসিতে সুশুভ্র-হাস্য-শোভী, হস্তে সিত-কপাল-ধারী, সিত-খট্বাঙ্গবিভূষণ, সিত-বৃষভ-বাহন, কর্ণযুগলে সিত-মৌক্তিককুণ্ডলযুগলে বিলসিত, শিরো-বিহারিণী-গঙ্গাদেবীর সুশ্বেত-ফেন-পুঞ্জ-প্রসঙ্গে সিত-জটা-সহস্রে শোভমান-শিরোদেশে সিত-শশধর-ধারী সর্ব্ব-সিত অব্যয়াত্মা শ্রীশঙ্করদেব আপনাকে ধীর অর্থাৎ ধৈর্য্যান্বিত, স্থৈর, পণ্ডিত, বল-যুত, বিনীত অথবা প্রাগল্ভ্য, ঔদার্য্য, মাধুর্য্য, শোভা, ধীরত্ব, কান্তি এবং অযত্নজদীপ্তি-সম্পন্ন জানিয়া, এই রথবরে আরোহণার্থ আজ্ঞা-প্রদান করিতেছেন। হে মহাবাহো! ভগবান্ শ্রীত্র্যম্বকদেব রৈভ্যাশ্রম-সমীপে অবস্থিত হইয়া, আপনার সুদুঃসহ পরাক্রম অবলোকন করিতেছেন এবং আপনার প্রতি অত্যন্ত-প্রসন্ন হইয়া, এই রথ-প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব হে দেব! আপনি এই রথবরে আরোহণ-পূর্ব্বক অবশিষ্ট-কার্য্য-সম্পাদন করুন।

চতুরাননদেবের উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, রণ-কুঞ্জর-মহাবীর সেই ভদ্রদেব পিতামহদেবের প্রতি অনুগ্রহপ্রকাশান্তে দিব্য-রথবরে আরোহণ করিলেন। কিঞ্চ, তৎকালে ভদ্রদেব-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত সেই রথবরে পিতামহদেব সারথি-স্বরূপে অবস্থিত হইলে, ত্রিপুর-বিনাশন শ্রীরুদ্রদেবের ন্যায় ভগবান্ শ্রীভদ্রদেবেরও লক্ষ্মী নিরতিশয়-বৃদ্ধি-প্রাপ্তা হইল। অনন্তর মহাবল-ভানুকম্প চন্দ্র-কুন্দ-সম-প্রভ-প্রদীপ্ত-শঙ্খবরকে বদন-সংযুক্ত করিয়া, মহাবেগে, প্রধ্মাপিত করিলেন। শঙ্খবরের ভিন্ন-সাগর-গর্জ্জন-সন্নিভ-সন্নাদ শ্রবণ করিয়া, ভয়-বশতঃ দেববর-বিষ্ণু-প্রভৃতির জঠরানল সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তথা দেবগণ ও রুদ্রগণের মধ্যে পরস্পর-যুদ্ধ-কৌশল-দিদৃক্ষা-পরবশতা-প্রযুক্ত যক্ষ, বিদ্যাধর ও অহীন্দ্রনিচয়, বা সিদ্ধ-চারণ-মুনি-মহর্ষি-রাজর্ষি-দেবর্ষি-বৃন্দের বিপুল-সমাবেশ-বশে ক্ষণ-কাল-মধ্যে সাকাশবিবর-দিক সকল নিবিড়ীভূত হইল।

অনন্তর শার্ঙ্গলক্ষণ ইন্দ্র-চাপাঙ্কিত গরুড়ারূঢ় সেই নারায়ণ-নীরদ

সুমহান্-বাণ-বর্ষ-সাহায্যে গণ-গোবৃষ ভগবান্ বীরভদ্রদেবকে নিতান্ত-নিপীড়িত করিলেন। শতধাবাণ-বর্ষণ-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুদেবকে সমাগত হইতে দেখিয়া, এককালে সহস্র-বাণ-মোচনে সুসমর্থ শ্রীমান্ বীরভদ্র-দেব জৈত্র-নামে সুপ্রসিদ্ধ-মহাধনুঃ গ্রহণ করিলেন। কিঞ্চ, মহাবীর ভদ্রদেব সমর-ভৈরব সেই দিব্যাতিদিব্য-মহাধনুঃ গ্রহণ করিয়া, ত্রিপুর-দাহকালে শ্রীপরমেশ্বরদেব যেমন মেরু, বা মন্দর-পর্ব্বতলক্ষণ-ধনুর্ব্বরকে শনৈঃ শনৈঃ বিস্ফারিত করিয়াছিলেন, সেইরূপ ধীরে ধীরে বিস্ফারিত করিলেন। বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক বিস্ফার্য্যমাণ সেই কার্ম্মুক-শ্রেষ্ঠ জৈত্র-ধনুঃ হইতে তৎকালে যে মহাশব্দ সমুত্থিত হইয়াছিল, সেই সুমহাশব্দে সাগরাম্বরা কানন-কুন্তলা পর্ব্বত-পয়োধর-ভার-বিনম্রা পৃথিবীদেবী নিতান্ত-কম্পিতা হইলেন। অনন্তর স্বয়ং উগ্র-পরাক্রম-সম্পন্ন গণেশ্বর শ্রীমান্ বীরভদ্রদেব আশীবিষোপম-প্রদীপ্ত-মহাঘোর একটী শরশ্রেষ্ঠ গ্রহণ করিলেন। বাণোদ্ধারাবসরে যাঁহার দক্ষিণ-কর তূণী-বদন-সঙ্গত অবস্থায় বল্মীকবিবরে বিবিক্ষু-পঞ্চশীর্ষ-পন্নগের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিল, সেই শ্রীবীরভদ্রদেবের তূণীবদনসঙ্গত সেই পঞ্চশাখ-পীন-দীর্ঘ-দৃঢ়-সার-ভুজ-দ্বারা তৎক্ষণমাত্রেই তাদৃশ-মহাঘোর-শরবর সমুদ্ধৃত হইয়া, পঞ্চশীর্ষ মহাভুজঙ্গ-সন্দষ্ট-বাল-ভুজঙ্গমের ন্যায় পরম-রুচির-শোভাপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

অনন্তর রুদ্র-তুল্য-পরাক্রম ভগবান্ বীরভদ্রদেব কুপিতমানসে ঘন-তীব্র-তথাভূত-শরবর-দ্বারা অচিরকালমধ্যে বিষ্ণুদেবকে শিলাতল-বিশাল-ললাট-ফলকে বিদ্ধ করিলেন। একে ত বিষ্ণুদেব পূর্ব্বেই অবমানিত হইয়া-ছেন, তদুপরি অধুনা আবার ললাট-দেশে সুতীক্ষ্ণ-বাণ-প্রহারে অভিহত হইয়া, মৃগেন্দ্রের প্রতি গোবৃষের ন্যায় গণপেন্দ্র-বীরভদ্রের প্রতি পরম-ক্রুদ্ধ হইলেন। এইরূপে বিপুলক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণু-দেব অশনি-কল্প-ক্রূরাস্ত্র-মহেষুসাহায্যে গণরাজ-বীরভদ্রদেবের ভুজগ সন্নিভ-ভুজ-মূল-দেশে প্রহার করিলেন। অনন্তর শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক মহেষু-সাহায্যে ভুজপ্রদেশে বিদ্ধ সেই গণপ-প্রধান-মহাবল-বীরভদ্রদেবও পুন-রপি সূর্য্যাযুতসম-প্রভ এক বাণ গ্রহণ করিয়া, মহাবেগাবলম্বন-পূর্ব্বক

শ্রীবিষ্ণুদেবের ভুজদেশে বিসর্জ্জন করিলেন। কিঞ্চ "স চ বিষ্ণুঃ পুনর্ভদ্রং, ভদ্রো বিষ্ণুং তথা পুনঃ। স চ তং স চ তং বিপ্রাঃ! শরৈস্তাবনুজঘ্নতুঃ।"

এইরূপে সমর-বেগ-বশবর্ত্তিতা-নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি আশু শর-বিসর্জ্জনকারী শ্রীবিষ্ণুদেব ও ভগবান্ ভদ্রদেবের রোমহর্ষণ-সুতুমুল-যুদ্ধ হইতে লাগিল। তৎকালে পরস্পর-বিজিগীষু ভগবান্ বিষ্ণু ও বীরভদ্রদেবের যে সুতুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল, তদ্দর্শনে আকাশ-প্রদেশে ভয়-ভীত-খেচরগণেরিত-সুমহান্ হাহাকার-ধ্বনি সমুত্থিত হইল। অনন্তর ভগবান্ ভদ্রদেব আদিত্য-সম-বর্চো-বিশিষ্ট অনল-তুণ্ড এক শর গ্রহণ-পূর্ব্বক তদ্দ্বারা শ্রীবিষ্ণুদেবের বিপুল-বক্ষঃ-স্থলে দৃঢ়তররূপে প্রহার করিলেন। কিঞ্চ, দৃঢ়-জীবিত ভগবান্ বিষ্ণুদেব মহাবীর-ভদ্রদেব-কর্ত্তৃক তীব্র-প্রতাপশালী সেই শর-দ্বারা বক্ষঃ-স্থলে দৃঢ়তর-রূপে বিদ্ধ হইয়া, মহতী-পীড়া, বা বেদনা অনুভব করিতে করিতে, বিমোহিতাবস্থায় নিপতিত হইলেন। অনন্তর তৎকালমাত্রেই লব্ধসংজ্ঞ শ্রীবিষ্ণুদেব "ক্ষণাদিব" উত্থিত হইয়া, অতুলনীয়-বিক্রেম-প্রদর্শন-পুরঃসর পুনরপি নিজ অধিকারে যে কোনরূপ দিব্যাস্ত্র ছিল, তৎসমস্তই এই বীরবর ভগবান্ ভদ্রদেবের প্রতি বিসর্জ্জন করিলেন।

এইরূপে শ্রীবিষ্ণুদেব নিজ-পরাক্রম-প্রদর্শনে তৎপর হইলে, শ্রীশর্ব্বদেবের চমূপতি ভগবান্ সেই ভদ্রদেবও ঘোর-প্রতিশর-সন্ধান-পুরঃসর সহসা বিষ্ণু-ধনুর্ম্মুক্ত সেই সুতীক্ষ্ণ-দিব্যাস্ত্র-সকল নিবারিত করিলেন। অনন্তর শ্রীবিষ্ণুদেব নিজ-শর-সকল ব্যর্থ হইল দেখিয়া, রোষ-রক্ত-নয়নে ক্বচিদপি অব্যাহত-স্বনামাঙ্ক-বাণ গ্রহণ-পূর্ব্বক সেই গণেশ্বর-বীরভদ্রদেবের উদ্দেশে পরিত্যাগ করিলেন। পক্ষান্তরে ভগবান্ ভদ্রদেব ভদ্রাহ্বয়-বাণ-বর্য্য-সাহায্যে বিষ্ণু-প্রেরিত স্বনামাঙ্ক সেই বাণকে অপ্রাপ্ত অবস্থায় পথিমধ্যেই শতধা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিলেন। শ্রীবিষ্ণুদেবের পক্ষে অধিকতর পরিতাপের বিষয় এই যে, একে ত স্বনামাঙ্ক বাণ বিফল হইল, তদুপরি পরক্ষণেই ভগবান্ ভদ্রদেব যেন নিমেষ-মাত্রেই একটী ইষু-সাহায্যে শ্রীবিষ্ণুদেবের শার্ঙ্গধনুঃ এবং

অপর দুইটী বাণ-দ্বারা বিষ্ণুদেবের বাহন গরুড়ের দুইটী পক্ষ ছেদন করিলেন। কিন্তু, ভগবান্ ভদ্রদেবের এই সর্ব্বলোকোত্তর-কার্য্যটী তৎকালে আকাশারূঢ়-দর্শক-বৃন্দ-মধ্যে অদ্ভুতপ্রায় প্রতীত হইয়াছিল।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একোনবিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—বিংশ অধ্যায়

এইরূপে ভগবান্‌ ভদ্রদেবের সহিত শ্রীবিষ্ণুদেবের যখন সুতুমুল-যুদ্ধ চলিতেছিল, তৎকালে ভগবান্‌ বিষ্ণু আত্ম-রক্ষা-বিষয়ে একরূপ অসমর্থ হইয়াই, যেন আত্ম-পরিত্রাণার্থ যোগবল অবলম্বনে নিজদেহ হইতে শঙ্খ-চক্র-গদা-হস্ত-সুদারুণ-দেবগণের সৃষ্টি-সাধন করিলেন। বিষ্ণু-সৃষ্ট সহস্রশঃ সুদারুণ-দেবগণ গদা সমুদ্যতা করিয়া, যখন বীরভদ্রদেবের প্রতি ধাবিত হইলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব যেমন ত্রিপুর-নিবাসী অসুরগণকে নিমেষ-মধ্যেই বিনষ্ট করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবাহু-বীরভদ্রদেবও নেত্র-সৃষ্ট-বহ্নি-সাহায্যে ক্ষণ-মাত্র-মধ্যেই সেই সকল নারায়ণী, বা বৈষ্ণবী-সেনাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধতর-শ্রীবিষ্ণুদেব শীঘ্রগতি কমল-বলির সহস্র-সংখ্যা-পূরণার্থে নিজ-নেত্র-কমল উৎপাটিত করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে সমর্পণ-পূর্ব্বক সুদর্শনাখ্য যে রৌদ্র-চক্র-লাভ করিয়াছিলেন, সেই সুদর্শন-চক্র সমুদ্যত করিয়া, শ্রীশর্ব্বদেবের চমূপতি-প্রসিদ্ধ-বীর সেই ভগবান্‌ ভদ্রের প্রতি সমুৎসর্জ্জনে তৎকালমাত্রেই মনোযোগী হইলেন।

এদিকে গণেশ্বর ভগবান্‌ বীরভদ্রদেব শ্রীবিষ্ণুদেবকে চক্রসমুদ্যত করিয়া, পুরতঃ সমুপস্থিত হইতে দেখিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন, অবলীলাক্রমে তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। ভগবান্‌ বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক অযত্নতঃ, অর্থাৎ ইচ্ছা-মাত্রেই স্তম্ভিতাঙ্গ-শ্রীবিষ্ণুদেব কচিদপি তুলনারহিত অতিঘোর সেই সুদর্শন-চক্রকে বারম্বার বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিয়াও, কোন ক্রমেই চক্র-বিসর্জ্জনে ক্ষমতাবান্‌ হইলেন না। কিন্তু, বিষ্ণুদেব তৎকালে চক্র-সমন্বিত একটী বাহু উদ্ধৃত করিয়া, রোদন, চীৎকার, বা উচ্চধ্বনি ও কাতরাহ্বান-পুরঃসর পাষাণ-প্রায় নিশ্চল অবস্থায় অলসভাবে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন। অপিচ, “বিশরীরো যথা জীবো, বিশৃঙ্গো বা যথা বৃষঃ। বিদংষ্ট্রশ্চ যথা

সিংহস্তথা বিষ্ণুরবস্থিতঃ।” শ্রীবিষ্ণুদেবকে উক্তরূপে দুর্দ্দশাপন্ন অবলোকন করিয়া, ইন্দ্রাদি-সুরগণ সুসন্নদ্ধ অবস্থায় মৃগেন্দ্রের সহিত গোবৃষ-সকলের ন্যায় গণেন্দ্র-বীরভদ্রের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। ইন্দ্রাদিদেব-গণকে ক্রোধের সহিত আয়ুধ-সমূহ-গ্রহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধাভিপ্রায়ে সমুপস্থিত হইতে দেখিয়া, সমর-বাসনায় সমাগত ক্ষুদ্র-মৃগগণকে অবলোকন করিয়া, হরি অর্থাৎ মৃগেন্দ্র যেমন হাস্য করে, সেইরূপ ভদ্রদেবও তাঁহাদিগকে “অট্টহাসেন ঘোরেণ, ব্যষ্টম্ভয়দনিন্দিতঃ।”

এইরূপে ভগবান্ বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক দেবেন্দ্রাদি-সুরগণ স্তম্ভিতাঙ্গ হইলে, শতমখ-দেবের সবজ্র-দক্ষিণ হস্তও বজ্র-সমুৎসর্জ্জনে সমুৎসুক হইলেও, চিত্রীকৃতপ্রায় অবস্থিত হইল। তথা “অন্যেষামপি সর্ব্বেষাং, উদ্যুক্তা অপি বাহবঃ। অলসানামিবারম্ভাস্তাং দশাং নাতিযাস্ত্যত।” এই প্রকারে ভগবান্ বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক দেবগণের অশেষবিধ-বৈভব ব্যাহত হওয়ায়, অমরগণ সকলে একত্র মিলিত হইয়াও, সেই বীরভদ্র-দেবের পুরোভাগে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইলেন না। পক্ষান্তরে দেবগণ স্তব্ধ অবয়বসকলের দুঃখ-দায়ক-ভার-বহন-পূর্ব্বক ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। বীরাভিমানী ত্রিদশগণকে পলায়ন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া, মহাভুজ-বীরভদ্রদেব মেঘ যেমন বারিধারা-বর্ষণ-সাহায্যে অচল-সকলকে বিদ্ধ করে, সেইরূপ নিশিত-বাণ-নিচয়-সাহায্যে দেবগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সহস্রবাহু সেই বীরভদ্রদেবের পরিঘোপম-বহুসংখ্যক-বাহু নিশিত-প্রদীপ্ত-শস্ত্র-সমূহ-সাহায্যে অগ্নি-জ্বালা-সহিত-মহোরগগণের ন্যায় নিরতিশয় দীপ্তি-প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তথা সেই বীরভদ্রদেব অনেকানেক অস্ত্র ও শস্ত্রবিসর্জ্জনাবসরে সৃষ্টির আদিকালে সর্ব্বভূতবিসৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বসম্ভব শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ন্যায় পরমরমণীয়রূপে বিভাত হইলেন।

শ্রীদিবাকরদেব যেমন নিজ-রশ্মি-সমূহ-সাহায্যে মেদিনী-মণ্ডলকে সমাচ্ছাদিত করেন, সেইরূপ ক্ষণকাল-মধ্যে দেববর-বীরভদ্র নিজ-জৈত্র-ধনু-নির্ম্মুক্ত-শর-নিকর-সাহায্যে দিক্-সকলকে সমাচ্ছাদিত করিলেন। কিঞ্চ, গণপেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ-বীরভদ্রদেবের কষিত-কনক-ভূষণে বিভূষিত-শরসকল

গগনাঙ্গন-গাত্রে ঝটিতি সমুৎপতিত ও বিভাসিত হইয়া, বিদ্যুদ্বিলাস, বা সৌদামিনীরূপ-দ্বারা উপমান-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বীরভদ্রদেবের ধনু-র্গুণ-নির্ম্মুক্ত সেই সকল সুমহান্ শর ডুণ্ডুভ-গণ যেমন মণ্ডুক-সকলকে প্রাণ-পঞ্চক-ব্যাপার হইতে বিযুক্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ দেবগণকে প্রাণ-ব্যাপার হইতে বিযুক্ত করিল এবং দেব-নিবহের শরীর-নির্গত-রুধিরাসব-পানে পরমা পরিতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। অমরগণের মধ্যে কেহ কেহ বাহুদেশে নিকৃত্ত হইয়া, কেহ কেহ বরাননদেশে বিলূন হইয়া, কেহ কেহ পার্শ্বভাগে বিদারিত হইয়া, ভূতলে পতিত হইতে লাগিলেন। তথা অমরগণের মধ্যে কেহ কেহ গাত্রাবয়বনিবহে বিশিখোন্মথিত, বাহু-সকলে ছিন্নসন্ধি, নয়ন-নিচয়ে বিবৃত্ত এবং মৃত অবস্থায় ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, দেবগণের মধ্যে যাঁহারা বীরভদ্রদেবের কনক-ভূষিত-নিশিত-শর-প্রহারে বিশেষ-গুরুতররূপে সমাহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বীরভদ্রদেবের অতিভীষণ অলৌকিক আক্রমণ হইতে নিস্তারলাভ করিবার জন্য যেন মনে মনে ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন, কেহ কেহ যেন আকাশ-মণ্ডলে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং কেহ কেহ বা যেন জলমধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন, সত্য; পরন্তু তাদৃশী-শক্তির একান্ত অভাব-বশতঃ তাঁহাদিগের মনোবাঞ্ছা মনোমধ্যে সমুদিতা হইয়া, মনোমধ্যেই বিলয়প্রাপ্তা হইল এবং তাঁহারা সকলে আত্ম-তিরোধান-লাভে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া, পরস্পর পরস্পরের আশ্লেষ-পাশে আবদ্ধ হইলেন, অথবা ভূমিতলে বিলীন হইতে চেষ্টা করিলেন। আর যাঁহারা বিশেষ-গুরুতরভাবে আহত হন নাই, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আত্ম-তিরোধান-শক্তির পরিচালনবশে ভূমিতলে প্রবেশ করিলেন, কেহ কেহ পর্ব্বত-সকলের গুহা-গহ্বরে আত্মগোপন করিলেন, কেহ কেহ গগনাঙ্গনে গমন করিলেন, তথা কেহ কেহ বা জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথা সর্ব্বাঙ্গ-প্রদেশে সংছিন্ন-ত্রিদশগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া, সেই বীরবর-ভদ্রদেব কল্পান্তকালে পরিগ্রস্ত-প্রজাবর্গ ভগবান্ ভৈরবদেবের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কররূপে বিভাত হইলেন। এইরূপে

শ্রীমান্ গণেশ্বরদেবের সুবিপুল-ক্রোধ-বেগ হইতে সমুৎপন্ন-দীনাবস্থাপন্ন বীভৎস-দর্শন সমুদায়-দেব-বল অত্যন্ত-কৃপণ-শরীর-ধারণে বাধ্য হইলেন।

কিঞ্চ, তৎকালে ত্রিদশ-বীরগণের সুদর্শন-সুকোমল-সুগঠিত-দিব্য-শরীর-সকল হইতে ধারাকারে বিনির্গতা অসৃক্-সলিল-বাহিনী প্রাণি-গণের ভয়শংসিনী ঘোরা-রুধির-নদী প্রবর্ত্তিতা হইল। রুধির-সলিল-সিঞ্চনে পরিক্লিন্না-যজ্ঞ-ভূমি তৎকালে রক্তার্দ্র-বসনা শ্যামা হত-শুম্ভা কৌশিকী-দেবীর ন্যায় বিভাতা হইল। ভৃশ-দারুণ সেই মহাসমর নির্ব্বৃত্ত-নিষ্পন্ন হইলে, ভয়-প্রযুক্ত পরিত্রস্তা বসুন্ধরাদেবী প্রচলিতা হইলেন, মহোর্ম্মি-কলিলাবর্ত্ত-মকরালয়-মহোদধি বিক্ষুব্ধ হইল, উৎপাত অর্থাৎ প্রাণিগণের শুভাশুভ-সূচক-মহাভূত-বিকার-লক্ষণ-ভৌম-ভূ-কম্পাদি, আন্তরীক্ষ্য-নির্ঘাতাদি, তথা দিব্য অপর্ব্ব-কালীন চন্দ্রাদিত্য-গ্রাসাদির সহিত আন্তরীক্ষ্য-মহোল্কা-সকল নিপতিত হইতে লাগিল, মহামহীরুহ-সকল অকালে পত্র-সকল, পরিতঃ পুষ্প-পল্লবসমূহ, তথা ফল-ভারবিনম্র-শাখা-সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিল, দিক্-সকল অপ্রসন্ন-ভাব ধারণ করিল ও অশিব পবন বহমান হইল। আহা! অত্যন্ত আশ্চ-র্য্যের বিষয় এই যে, বিধি-বিপর্য্যাস-বশে ভাগবতের বৃহস্পতিসব, কালিকা-পুরাণের সর্ব্বজীবন, অথবা শ্রীশিবপুরাণের অশ্বমেধ-যজ্ঞই হউক, এই সুমহান্ ক্রতু শ্রীশিব-রোষ-বশে মধ্য-পথে বিনষ্ট, বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত হইল।

অপিচ, যে যজ্ঞে ব্রহ্মপুত্র প্রজাপতিপতি ক্রিয়াদক্ষ স্বয়ং দক্ষ ক্রতু-পতি বা যজমান, ধর্ম্মরাজাদিদেবগণ সদস্য, গরুড়ধ্বজ শ্রীবিষ্ণুদেব রক্ষিতা, সাক্ষাৎকারতা-প্রাপ্ত ইন্দ্রাদি-সুরগণ ভাগসকলের প্রতিগ্রহীতা এবং ভৃগু-প্রভৃতি-মহর্ষিগণ ঋত্বিক্-পদাভিষিক্ত, সেই যজ্ঞের এতাদৃশ-ভয়াবহ-পরিণাম কি নিতান্ত আশ্চর্য্য, বা পরিতাপের বিষয় নহে? যদিচ প্রজাপতি-দক্ষের অনুষ্ঠিত-যজ্ঞ-সমৃদ্ধি ত্রিভুবনে অতুলনীয়া, তথাপি শ্রীশঙ্করদেবের অপ্রসাদবশে যজমান এবং ঋত্বিক্‌গণ সহ স্বয়ং যজ্ঞপুরুষের সদ্যঃ সদ্যঃই শিরশ্ছেদন-লক্ষণ-ফল সাধু সম্পন্ন হইল। অতএব ধীরজন কদাচন অবেদ-নির্দ্দিষ্ট ঈশ্বরবহিষ্কৃত অসৎ-পরিগৃহীত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন না। কিঞ্চ, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের

প্রতি ভক্তিবিহীন-বিচক্ষণ-ব্যক্তিও যে সুমহৎ-পুণ্য করিয়াও, বহু-শত-যজ্ঞের দ্বারা দেবাদির যজন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও, যথোচিত-ফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না, তাহা এই দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-ব্যাপার অবলোকনে বিস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপ সুমহৎ-পাপ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াও, যদি কদাচিৎ যে কোন ব্যক্তিবিশেষ ভক্তি-যুক্ত-চিত্তে শ্রীশঙ্করদেবের যজনে, বা অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তিবিশেষও যে সমুদায়-পাতকরাশি হইতে অচিরাৎ পরিমুক্ত হইবে, তদ্বিষয়ে আর কোনরূপ বিচারণা করিবার কিছুমাত্র অবসর নাই। এই বিষয়ে আর অধিক বলিবারই বা আবশ্যক কি আছে? তবে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যাহারা শ্রীশঙ্করদেবের বিদ্বেষ্টা, বা শ্রীশিবদেবের নিন্দানিরত, তাহাদের দান বৃথা, তপস্যা বৃথা, যজ্ঞ বৃথা এবং হোমও বৃথা জানিতে হইবে।

অনন্তর সনারায়ণ-সরুদ্র-সলোকপাল-সুরসমূহ সমরাঙ্গণে গণেন্দ্র-চাপ-চ্যুত বাণ-নিবহে বিদ্ধ হইয়া, গাঢ়-পীড়াভিভূত-শরীরে যথাসম্ভব শীঘ্রগতি পলায়নে প্রবৃত্ত হইলেন। কেচন শীর্ণ-কেশ-সুর-বীরগণ ক্বচিৎ প্রচলিত, বা কম্পিত-কলেবর হইলেন। কেচন দীর্ঘ-গাত্র-দেব-বৃন্দ ক্বচিৎ বিষাদ-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। কেচন ভিন্ন-বক্ত্র-ত্রিদশ-সঙ্ঘ ক্বচিৎ ধরণীতলে প্রপতিত হইলেন। কেচন বীভৎস-দর্শন দেব-বীর-নিবহ ক্বচিৎ রুগ্ন কলেবরে বিনাশপ্রাপ্ত হইলেন। কেচন বিশিখোন্মথিত-গাত্র-নির্জ্জরগণ সমরাঙ্গণে নিতান্ত বিপন্ন হইলেন। কেচন ছিন্ন-বাহু-ভিন্নবক্ষাঃ দেব-প্রবরগণ বিস্রস্ত-বস্ত্রাভরণাস্ত্র-শস্ত্রাবস্থায় দীনমুদ্রা উদ্ভাবিতা করিয়া, যত্রতত্র নিপতিত হইলেন। তথা কেচন ত্রিদিবেশ্বরগণ পার্শ্বে বিদারিত হইয়া, মদ-দর্প-বল-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চির-তরে দীর্ঘ-নিদ্রা, বা মহাসুষুপ্তির সুখময়-ক্রোড়ে অবিরাম-বিশ্রাম লাভ করিলেন। এইরূপে সমস্ত-সুর-সৈন্য দীন-হীন-ক্ষীণ-ভাবাপন্ন হইলে, "তস্মৎপথপ্রস্থিতমপ্রধৃষ্যো, বিক্ষিপ্য দক্ষাধ্বরমক্ষতাস্ত্রঃ। বভৌ গণেশঃ স গণেশ্বরাণাং, মধ্যে স্থিতঃ সিংহ ইবর্ষভাণাম্।"

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে বিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একবিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, উক্তরূপে সংছিন্ন-ভিন্নাঙ্গ-স্তোকাবশেষিত-বিষ্ণুপুরোগম-দেব-প্রবীরগণ ক্ষণ-কাল-মধ্যে মহতী-কষ্টা-দশা প্রাপ্ত হইয়া, নিতান্ত ত্রাস-যুক্ত হইলেন। অনন্তর সমরাঙ্গণে ভীত-পরিত্রস্ত সেই দেব-বীর-গণকে মহাবীর-বীরভদ্রদেবের বচঃ-প্রচোদিত অনুচর-বীরগণ প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া, বহুতর-সুদৃঢ়ায়স-নিগড়-দ্বারা যথা দোষানুসরণে কাহাকেও পাদযুগলে, কাহাকেও পাণিযুগলে, কাহাকেও কন্ধর-প্রদেশে, তথা কাহাকেও বা উদরাবয়বে দৃঢ়তররূপে বন্ধন করিলেন। তাদৃশ অব-সরে সারথ্য-প্রযুক্ত লব্ধ-বাৎসল্য-প্রণত-ব্রহ্মা অদ্রীন্দ্রজানুগ-শ্রীভদ্রদেবকে প্রার্থনাবাক্যে এই কথা বলিলেন যে, "অলং ক্রোধেন ভগবন্! নষ্টাশ্চ তে দিবৌকসঃ। প্রসীদ ক্ষম্যতাং সর্ব্বং, রোমজৈঃ সহ সুব্রত।" এই-রূপে সারথি-পদে সমাসীন-পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত, প্রার্থিত, বা অনুনীত হইয়া, লোকপিতামহ-সারথ্য-কুশল ব্রহ্মার গৌরব স্মরণ করিয়া, সম্প্রীত অন্তঃকরণে ভগবান্ বীরভদ্রদেব দুরাত্মা দক্ষের নিরব-শিষ্ট-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-ব্যাপার হইতে উপরত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ ভদ্রদেব তিরস্কারের সহিত ইন্দ্রকে সম্বোধনপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, ওহে ইন্দ্র! মৎকর্ত্তৃক-পরিচালিত-সৈন্য-সাগরকে সমাগত হইতে দেখিয়া, তুমিই না প্রথমতঃ দক্ষিণ-হস্তে শত-পর্ব্ব-বজ্রাস্ত্র-ধারণ-পুরঃসর তৎকালে আত্ম-বাদ-রত-বিষ্ণুর প্রতি উপহাস-প্রয়োগ করিয়া, সুরগণের সহিত সম্মিলিতাবস্থায় যুদ্ধাভিলাষী হইয়া-ছিলে? ছিন্ন-শ্মশ্রু-ভৃগুকে কহিলেন, ওহে ভৃগো! তুমিই না আমার বিশাল-সৈন্য-সাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক উচ্চাটন-কার্য্য-পটুতা-নিবন্ধন শীঘ্র শীঘ্র মদীয়-সৈন্য-সাগরকে যজ্ঞবাট হইতে দূরীভূত করিবার জন্য প্রয়াসাঙ্গীকারে প্রস্তুত হইয়া, উচ্চাটন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে? নিমন্ত্রিত-দেবগণের যজনার্থ দীক্ষিত-দক্ষের তুষ্টি-সাধন-

পূর্ব্বক তুমি অধিকতর-দক্ষিণা-লাভার্থ যে উচ্চাটন করিয়াছিলে, সেই উচ্চাটন-মন্ত্রবলে যদি চ ক্ষণকালের জন্য সুরগণ ও মদীয়-গণ-সকলের পরস্পর-রণ-মহোৎসব-সময়ে সুরগণ-কর্ত্তৃক মদীয়-গণ-সকল শর-তোমর-নারাচ-প্রভৃতি-সাহায্যে প্রহৃত, খড়গ-দ্বারা দ্বিধাকৃত নিহত, কেহ কেহ বা গদাঘাতে বিপোথিত হইয়া, পরাজিত হইয়াছিল, যদিচ হে যজ্বিন্! ভৃগো! তোমারই মন্ত্রবলে বলীয়ান্ ইন্দ্রাদি-লোকপালসহ সুরগণ সেই সকল-প্রমথ-সৈন্যকে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামে পরাঙ্মুখ করিয়া, আনন্দভরে শঙ্খ-দুন্দুভি-পটহ-ডিণ্ডিম-বীণা-বেণু-প্রভৃতি-বিপুল-বাদ্য-ধ্বনি-সহকারে বিপুল উল্লাস, বিপুল আত্মশ্লাঘা অনুভবে সমর্থ হইয়াছিল, হে ভৃগো! যদিচ তোমারই মন্ত্রবলে উক্তরূপে শত-সহস্রশঃ শ্রীশিব-কিঙ্করগণের পরাজয়-সাধন করিয়া, সুরগণ সহ ইন্দ্রাদি-লোকপালগণ বিপুল-জয়োল্লাসে মত্ত হইয়াছিল এবং যদিচ আমি স্বয়ং বীরভদ্র হইয়াও, নিজগণ-সকলের উক্তরূপ-পরাজয় নিজ-নয়নে অবলোকন করিয়াছিলাম, তথাপি হে ভৃগো! তুমি এরূপ মনে করিও না যে, তোমার, দুরাত্মা দক্ষের, বা অন্যান্য-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-প্রভৃতির ব্রহ্ম-তেজোবলেই শ্রীশিব-কিঙ্করগণের পরাজয় ও লোকপালসহ সুরসকলের জয় সাধিত হইয়াছিল।

অপিচ, হে ভৃগো! তুমি নিশ্চিত জানিও যে তোমাদিগের ব্রহ্ম-তেজো-বল অপেক্ষা শ্রীরুদ্রদেবের রৌদ্র-তেজোবল অনন্তগুণে উৎকৃষ্ট, বা অধিক। তবে যে উক্তরূপে আমি নিজ-গণ-সকলের পরাজয় অবলীলাক্রমে নিজ-নয়নে অবলোকন করিয়াছি, তাহার কারণ কি জান? হে ভৃগো! শ্রীমন্মাহেশ্বরদেব-প্রণীত-বেদমন্ত্র-সকলের যথোচিত-গৌরব, মর্য্যাদা, বা সম্মান-রক্ষণার্থই আমি উক্তরূপে নিজ-জন-গণেরও পরাজয় অবলোকন করিয়াছি; পরন্তু তোমাদিগের ব্রহ্মতেজোবলে অভিভূত হইয়া, আমি স্বীয়-সৈন্য-সকলের পরাজয় অবলোকনে বাধ্য হই নাই। উক্তরূপে বেদ-মর্য্যাদা পরিরক্ষিতা হইলে, পশ্চাৎ যখন আমি ক্রোধভরে ভূতপ্রেত-পিশাচগণকে পৃষ্ঠতঃ অবস্থাপিত করিয়া এবং বৃষভবরারূঢ়-প্রমথ-সৈন্যগণকে পুরস্কৃত করিয়া, মহাবল আহরণ-

পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ-ত্রিশূল-গ্রহণান্তে এই সুরগণকে সমরাঙ্গণে নিপাতিত করিয়াছিলাম, হে ভৃগো! তৎকালে তুমি কি আমার রৌদ্র-তেজের যথেষ্ট-পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই ?

হে ভৃগো! যখন আমার রোমজ-সৈন্যগণ দক্ষ-পক্ষীয়দেব-রক্ষঃ-পিশাচগুহ্যকগণকে শূলাঘাত-দ্বারা প্রহত করিয়াছিল, তৎকালে তুমি কি আমার রৌদ্র-তেজের প্রকৃষ্ট-পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই ? ভো ভৃগো! যখন আমার সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক খড়্গসাহায্যে দক্ষ-পক্ষীয়-বীরগণের মধ্যে কেহ কেহ দ্বিধাকৃত, মুদ্গর-সাহায্যে কেহ কেহ বিপোথিত, পরশ্বধ-সাহায্যে কেহ কেহ খণ্ডশঃ পৃথক্ কৃত এবং শূলাঘাত-সাহায্যে কেহ কেহ ভিন্ন, বা শকলীকৃত হইয়া, রণাজিরে ধরাশয্যায় শয়ন করিয়াছিল, তৎ-কালেও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের প্রকৃত-পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই ? কিঞ্চ, হে ভৃগো! এইরূপে পরাজিত তথা পলায়নপরায়ণ ত্রিদশগণ একত্র মিলিত হইয়া এবং পরস্পরপরামর্শান্তে পরস্পরের পরিষ্বঙ্গপাশে আবদ্ধ হইয়া, যখন বিষণ্ণবদনে ত্রিবিষ্টপে গমন করিয়াছিল, তৎকালেও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের যথার্থ-পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই ?

কিঞ্চ, কেবলমাত্র ইন্দ্রাদি-লোকপালগণ দেবগুরু-বৃহস্পতির সমীপে গমন-পূর্ব্বক উৎসুকভাবে যখন "কুতোঽস্মাকং জয়ো ভবেৎ ?" এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিল, উক্তরূপে পৃচ্ছমান ইন্দ্রাদিলোকপালগণ তথা-কথিত-প্রশ্নের অনন্তর বৃহস্পতির নিকটে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বনে অবস্থিত হইলে, দেবাচার্য্য বৃহস্পতি ত্বরিতগতি সুরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া, যখন এই কথা বলিয়াছিলেন যে, হে সুরেন্দ্র! পূর্ব্বে বিষ্ণু যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত-বাক্যই অধুনা বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হইয়াছে, কিঞ্চ হে ইন্দ্র! যদি কেহ এই কর্ম্মের ফলরূপী ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন বলিয়া, স্বীকার করা যায়, তবে সেই পরমেশ্বরদেবও কর্ম্ম-কর্ত্তারই ভজন, বা অনুগমন করিয়া থাকেন। কারণ, "নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ", অর্থাৎ যিনি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই, তাদৃশ অকর্ত্তার পক্ষে সেই ঈশ্বরদেবও ফল-প্রসবে প্রভু হইতে পারেন না। সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয় যে, যথারীতি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই, কর্ম্ম-কর্ত্তা যথাবিহিত-

কর্ম্মফললাভে অধিকারী, বা সমর্থ হইতে পারেন। অন্যথা যথাবিধি ভক্তি-শ্রদ্ধা-সমন্বিত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, কেহই কর্ম্ম-ফল-লাভের আশাও করিতে পারেন না ; সুতরাং তাদৃশস্থলে ঈশ্বর ফল-প্রসবে প্রভু হইবেন কিরূপে ? অতএব বলিতেছিলাম যে, হে ইন্দ্র ! "নহ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ।"

তথা হে শতক্রতো ! এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলান্তর্গত-সর্ব্ববিধ মণি, মন্ত্র, ঔষধ, অভিচার, লৌকিক উপায়, লৌকিক-কর্ম্ম, চতুর্ব্বিধ-বেদ ও পূর্ব্বোত্তর-দ্বিবিধ-মীমাংসা শ্রীপরমেশ্বরদেবের যথার্থ-স্বরূপ-পরিচয়ে সমর্থ হইতে পারে না। অতএব শ্রীপরমেশ্বরদেব একদিকে যেমন "ভক্ত্যা জ্ঞেয়স্ত্বনন্যয়া", সেইরূপ অপরদিকে "শান্ত্যা চ পরয়া তুষ্ট্যা, জ্ঞাতব্যো হি সদাশিবঃ।" সেই শ্রীসদাশিবদেবেরই অভিপ্রায়, সঙ্কল্প, অভিধ্যান, ঈক্ষণ, বা জ্ঞানময়-তপঃ-প্রভাবে এই স্থির-চর-সুর-নর-নিকরাত্মক, তথা সুখদুঃখাত্মক-সমগ্র-জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে। সে যাহা হউক, কার্য্যা-কার্য্য-বিবক্ষাবশে কিছু বলিতে হইলে, আমি অধুনা এই কথা বলিব যে, "ত্বমিন্দ্র বালিশো ভূত্বা, লোকপালৈঃ সহাত্ত বৈ। আগতো বালিশো ভূত্বা, ইদানীং কিং করিষ্যসি ? এতে রুদ্রসহায়াশ্চ, গণাঃ পরম-শোভনাঃ। কুপিতাশ্চ মহাভাগা, ন তু শেষং প্রকুর্ব্বতে।" এইরূপ বৃহস্পতি-কথিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া, ত্রিদিব-বাসী এই ইন্দ্রাদি-দেবগণ, দক্ষপক্ষীয়-মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন এই লোকপালগণ যখন সুমহান্ চিন্তা-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছিল, হে ভৃগো ! তৎকালেও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই ?

অনন্তর পুনরপি প্রমথ-বৃন্দ-পরিবৃত ভগবান্ বীরভদ্রদেব কহিলেন, ওহে লোকপালগণ ! আমার মনে হইতেছে যে, তোমরা সকলে অত্যন্ত বালিশত্ব, বা মূর্খতা-প্রযুক্ত অবদান, পরাক্রম, বা বিক্রম-প্রকাশার্থ এই স্থানে সমাগত হইয়াছ। যদি সংগ্রাম-বাসনাই তোমাদিগের মানসে সমুল্লসিতা হইয়াছিল, এইরূপ কল্পনা করা যায়, তবে আমি বলিতেছি যে, বেশ ভালকথা ; পরন্তু ওহে দেবগণ ! এক্ষণে আমি মদীয়-কর্ত্তব্য-বসানে এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারি কি যে, তোমাদের যুদ্ধ-বাসন

চরিতার্থা হইয়াছে ত? শীঘ্রতার সহিত আমি তোমাদের সমর-পিপাসার সম্যক্ উপশমনে সমর্থ হইয়াছি ত? তোমাদিগের অভ্যর্থনা, সম্বর্দ্ধনা, বা সম্মাননা-প্রভৃতি-বিষয়ে আমার কোনরূপ ত্রুটি, বা ন্যূনতা ঘটে নাই ত? আমি তোমাদিগকে যে সকল অবদান, বা যুদ্ধ-প্রদান করিয়াছি, তদ্দ্বারা তোমাদিগের পরিতৃপ্তি সাধিতা হইয়াছে ত?

ভগবান্ বীরভদ্রদেব মহর্ষি-ভৃগুকে সম্বোধন-পূর্ব্বক পুনরপি বলিলেন যে, হে ভৃগো! আমি পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-যুদ্ধ-বিষয়ে লোকপালগণের প্রতি প্রশ্ন-বাক্য-সকল কীর্ত্তন করিয়া, এক্ষণে তোমার প্রতি পুনরপি এইরূপ প্রশ্ন করিতেছি যে, যুদ্ধাবসরে আমি যখন ক্রোধভরে নিশিত-সহস্র-সহস্র-বাণ-দ্বারা দেবগণকে বিশেষভাবে প্রহৃত ও আহত করিয়াছিলাম এবং মৎকৃত-সহস্র-সহস্র-বাণ-প্রহারে নিহত-দেবগণ যখন সমরাঙ্গণে শয়ন করিয়াছিল, তথা সমাহত-সুরগণ জর্জ্জরিত-কলেবরে যখন দশদিকে পলায়ন করিয়াছিল, তখনও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের প্রভূতপরিচয় প্রাপ্ত হও নাই? কিঞ্চ, মদীয়-বীর্য্য-প্রভাবে পরাহত-দেবগণ প্রতিগমন করিলে এবং লোকপালগণ বিদ্রুত হইলে, বীরভদ্র-নামে পরিচিত এই আমি যখন নিজ অসংখ্যগণে সমন্বিত হইয়া, যজ্ঞ-বাটে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম, তখনও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের সম্যক্-পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই?

কিঞ্চ, আমাকে যজ্ঞবাটে সমাগত দেখিয়া, ভয়ভীত ঋষিগণ যে সময়ে জনার্দ্দনদেবকে নিজ-নিজ-মনোঽভিপ্রায়-বিজ্ঞাপন-বাসনায় সহসা তৎসমীপে উপসর্পণ-পুরঃসর "রক্ষ যজ্ঞং হি দক্ষস্য, যজ্ঞোঽসি ত্বং ন সংশয়ঃ।" এইরূপ স্তুতিবাক্য কথন করিয়াছিল, হে ভৃগো! তৎ-কালেও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের যথোচিত-পরিচয় অবগত হও নাই? ঋষিগণের উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন-শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধকামী বিষ্ণু সমর-মস্তকে অবস্থিত হইলে, অধ্যাত্ম-দীপক-সর্ব্বেশ্বরেশ্বর-শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের তাড়িত-জটা-সম্ভূত-বীরভদ্রনামে বিখ্যাত এই আমি যখন মহাবাহু-কেশবকে "অত্র ত্বয়াগতঃ কস্মাদ্বিষ্ণো! বেত্ত্ৰা মহাবলম্। দক্ষস্য পক্ষ-মাশ্রিত্য, কথং জেষ্যসি তদ্ বদ। দাক্ষায়ণ্যা কৃতং যচ্চ, ন দৃষ্টং কিং

ত্বয়ানঘ ?" "ত্বঞ্চাপি যজ্ঞে দক্ষস্য, অবদানার্থমাগতঃ। অবদানং প্রযচ্ছামি, তব চাপি মহাভুজ।" এইরূপ বাক্যকথন-পূর্ব্বক যুদ্ধ-দানার্থ প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, হে ভৃগো! তখনও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের যথেষ্ট-পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই ?

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একবিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাবিংশ অধ্যায়

অপরঞ্চ, হে ভৃগো! যখন বিষ্ণুকে লক্ষ্য করিয়া, সম্বোধন-পূর্ব্বক আমি বলিয়াছিলাম যে, হে মহাবাহো! তুমি যুদ্ধকাম হইয়া, যেহেতু আমার পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছ, অতএব, আমি তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছি বটে, কিন্তু হে বিষ্ণো! তুমি যদি উৎসাহের সহিত নির্ভীক-চিত্তে এই ভাবে আমার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হও, তবে আমি এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, যদ্দ্বারা তোমাকে পুনর্ব্বার আমার সম্মুখে প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়, তখনও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের যথোচিত-পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই? সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ধীমান্ শ্রীশঙ্করদেবের অনুচর-বীর-ভদ্রের অর্থাৎ আমার উক্তরূপ-বাক্য-শ্রবণ করিয়া, প্রহাস-পূর্ব্বক পাণি-যুগলে আয়স-নিগড়ে নিগড়িত এই বিষ্ণু যখন বলিয়াছিল যে, হে মহামতে! আপনি সকল-ভুবনেশ্বর শ্রীরুদ্র-দেবের তেজঃ-প্রসূত; সুতরাং আপনি পবিত্রতম, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই সত্য; কিন্তু কি করিব? ভক্ত-পরাধীনতা-প্রযুক্ত পূর্ব্বে আমি এই দক্ষ-কর্ত্তৃক যজ্ঞার্থে পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়া, উক্ত-কারণ-বশতঃই দক্ষের যজ্ঞবাটে সমাগত হইয়াছি। হে রুদ্র-কোপ-সমুদ্ভব! বীরভদ্র! যেহেতু যজ্ঞরক্ষার্থ আমি এখানে সমাগত হইয়াছি, অতএব আমি যথা-শক্তি যজ্ঞ-রক্ষার্থ আপনাকে নিবারিত করিব এবং আপনারও যদি শক্তি থাকে, তবে আপনিও আমাকে নিবারিত করুন, হে ভৃগো! তৎকালেও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের অবিতথ পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই?

কিঞ্চ, প্রশ্রয়াবনত-গোবিন্দের উপ্তরূপ-বাক্যের উপন্যাস অবসিত হইলে, আমি আমার এই ভুজ-সহস্র-বিকম্পিত করিয়া, পরমাস্ত্র-সকল-গ্রহণ-পূর্ব্বক যখন সিংহনাদে, বা ত্রিভুবন-কম্পনকারি-বীর-গর্জ্জনে ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল-নিনাদিত করিয়াছিলাম, হে ভৃগো! তৎকালেও কি

তুমি আমার রৌদ্র-তেজের-প্রভূত-পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই? প্রতিযুদ্ধ-দানার্থ আমাকে অবস্থিত দেখিয়া, এই বিষ্ণু মহাঘোষ-পাঞ্চজন্য-শঙ্খকে বদন-সংযুক্ত করিয়া, মহানাদে নিনাদিত করিলে, শঙ্খবরের রব-শ্রবণে প্রথমতঃ পলায়িত এই দেবগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, ব্যূহ-রচনান্তে যখন রণমুখে দণ্ডায়মান হইল এবং শতপর্ব্ব-বজ্রাস্ত্র-সাহায্যে ইন্দ্র নন্দীকে প্রহার করিল, তথা নন্দী ইন্দ্রকে, বায়ু ভৃঙ্গিকে, ভৃঙ্গী বায়ুকে, যম মহাকালকে, মহাকাল যমকে কুবের কুষ্মাণ্ডপতিকে, কুষ্মাণ্ডপতি কুবেরকে বরুণ মুণ্ডকে, মুণ্ড বরুণকে, চণ্ড নির্ঋতিকে, নির্ঋতি চণ্ডকে, প্রহার করিয়া, ত্রৈলোক্য-বিস্ময়াবহ-যুদ্ধ করিতে লাগিল, হে ভৃগো! তখনও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই?

অপিচ, যখন যোগিনী-চক্র সহ মহান্ ভৈরব-নায়ক পরমাস্ত্র-সাহায্যে দেবগণের ব্যূহ বিদারিত করিয়া, দেব-বলের শোণিত পান করিতে লাগিলেন, ব্যূহাকারে অবস্থিত-সমগ্র-দেব-বলকে ছিন্ন-ভিন্ন-বিদীর্ণ করিয়া, ক্ষেত্রপাল, ভূত, প্রমথ, গুহ্যক, শাকিনী, ডাকিনী, রৌদ্রা, নবদুর্গা, যোগিনী, যাতুধানী, তথা কুষ্মাণ্ডগণ যখন দেব-বলের শরীর হইতে নির্গতধারাকারে সমুদ্গত-কবোষ্ণ-রুধিরপান ও বহুপিশিত-ভোজন-পূর্ব্বক সানন্দে নৃত্য করিতে করিতে, সিংহনাদে দিক্ বিদিক্ বিকম্পিতা করিতেছিলেন, স্বয়ং সুররাট্ ইন্দ্র মদীয়-সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক দেব-বলকে ভক্ষ্যমাণ হইতে দেখিয়া, নন্দীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমাকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলে, আমি যখন দেবেন্দ্রের প্রতি ধাবিত হইয়া, সগজ-সবজ্র-বাসবকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম, হে ভৃগো! তখনও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই?

প্রজাপতি-দক্ষ নিহত হইলে, পুত্রশোক-পীড়িত ব্রহ্মা সত্যলোকে গমন করিয়া, এক্ষণে কি করা যায়, এইরূপ চিন্তা-ব্যগ্র-হৃদয়ে দূয়মান-মানসে সর্ব্ব-প্রযত্ন-সাহায্যেও শর্ম্মলাভে সমর্থ না হইয়া, তথা সেই পাপী দক্ষের অশেষ-দুষ্কৃত-রাশি সম্যক্ অবগত হইয়া এবং শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আদেশে আমার সাহায্যকল্পে সর্ব্ববিধ-সমরোপকরণ-সমন্বিত-রথে সারথি-স্বরূপে অধিষ্ঠিত হইয়া, পরিণামে ক্ষমা-প্রার্থনা-দ্বারা দক্ষের জীবন-প্রাপ্তি-

প্রত্যাশা-বশবর্ত্তিতা-নিবন্ধন সমরাঙ্গণে উপস্থিতি-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞা-বিজ্ঞাপনান্তে আমাকে যখন সেই রথবরে আরোহণার্থ অনুরোধ করিলেন, হে ভৃগো! তৎকালেও কি তুমি আমার রৌদ্র-তেজের সম্যক্ পরিচয় প্রাপ্ত হও নাই? হে ভৃগো! তুমি একাকী কেন? যজ্ঞ-মহোৎসবে এই চতুরানন-ব্রহ্মাপ্রভৃতিযাবতীয়-ব্রাহ্মণের সমবেত-ব্রহ্মতেজঃও যে প্রচণ্ড-রৌদ্র-তেজের নিকটে পরাভূত হইবে, তাহা কি তুমি অদ্যাপি অবগত নহ? হে ভৃগো! হে শতক্রতো! হে বিষ্ণো! তোমরা নিজ-নিজ-দুষ্কৃতির ফল-স্বরূপে যদিচ এই বন্ধন-দশা-প্রাপ্ত হইয়াছ, তথাপি আমি মদীয়-সারথি-লোকপিতামহ-ব্রহ্মার গৌরব-স্মরণ-পূর্ব্বক তৎকৃতপ্রার্থনানুসারে অধুনা তোমাদিগকে বন্ধন-দশা হইতে পরিমুক্ত করিতেছি বটে, কিন্তু সর্ব্বলোক-প্রপিতামহ-শ্রীশঙ্কর-দেবের আদেশ-ব্যতীত তোমাদের সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতির আশা সুদূর-পরাহতা জানিবে।

এইসকলকথা বলিয়া, ভগবান্ বীরভদ্রদেব কথঞ্চিৎ প্রসন্নভাব ধারণ করিলে, অপেক্ষাকৃত-লব্ধাবসর বিষ্ণু-পুরোগম-দেবগণ ত্রিভুবন-মহারাজ-দেবদেব-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মন্ত্রী, অথবা স্বয়ং মন্ত্রণা-কুশল-দেবদেব ভগবান্ বীরভদ্রদেবের সম্মুখে মুকুটালঙ্কৃত-মস্তকে অবনতভাবে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক বহুবিধ-স্তুতি-বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ কহিলেন যে, "নমঃ শিবায় শান্তায়, যজ্ঞ-হন্ত্রে ত্রিশূলিনে। রুদ্র-ভদ্রায় রুদ্রাণাং, পতয়ে রুদ্র-মূর্ত্তয়ে। কালাগ্নিরুদ্ররূপায়, কাল-কামাঙ্গ-হারিণে। দেবতানাং শিরোহন্ত্রে, দক্ষস্য চ দুরাত্মনঃ। সংসর্গাদস্য পাপস্য, দক্ষস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ। শাসিতাঃ সমরে বীর! ত্বয়া বয়মনিন্দিতাঃ। দগ্ধাশ্চামী বয়ং সর্ব্বে, ত্বত্তো ভীতাশ্চ ভোঃ প্রভো। ত্বমেব গতিরস্মাকং, ত্রাহি নঃ শরণাগতান্।" প্রভু ভগবান্ বীরভদ্রদেব বিষ্ণু-শক্র-প্রমুখ-দেবগণ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সংস্তুত হইয়া, পরিতুষ্ট অন্তঃ-করণে দেবগণকে নিগড়ের বন্ধন হইতে পরিমুক্ত করিয়া, রৈভ্যাশ্রম-সমীপস্থ অন্তরীক্ষ-প্রদেশে সমবস্থিত-দেবদেব শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-সন্নিধানে অমর-নিকরকে আনয়ন করিলেন।

রৈভ্যাশ্রম-সমীপে অন্তরীক্ষ-প্রদেশে সমাসীন-প্রভু-ভগবান্ সগণ-সর্ব্বগ-সর্ব্বাত্মক-সর্ব্বলোক-মহেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব-সমীপে সমানীত-বিষ্ণু-পুরোগম-দেবগণও সেই শ্রীপরমেশানদেবকে অবলোকন করিয়া, প্রীতি-যুক্ত অন্তঃকরণে অথচ-প্রতীত-হৃদয়ে "নমশ্চক্রুর্মহেশ্বরম্।" অনন্তর প্রণতার্ত্তিহর-প্রভু-পরমেশ্বরদেব প্রণত-ভীত সেই অমরগণকে নয়ন-গোচর করিয়া, হাস্যপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, "মা ভৈষ্ট ত্রিদশা যূয়ং, ক্ষান্তোঽস্মাভির্ব্যতিক্রমঃ। ক্রুদ্ধেষস্মাসু যুষ্মাকং, ন স্থিতির্ন চ জীবিতম্।" অর্থাৎ হে ত্রিদশগণ! তোমরা ভয় করিও না, আমরা তোমাদিগের ব্যতিক্রম, ক্রম-বিপর্য্যয়, বা অপরাধ-সমূহ ক্ষমা করিলাম। পরন্তু হে সুরগণ! তোমাদের সদাকাল স্মরণ করা উচিত যে, আমরা যদি কোনরূপ ক্রম-বিপর্য্যয়-দর্শনে ক্রুদ্ধ হই, তাহা হইলে, তোমাদের স্থিতি, বা জীবিত-সম্ভাবনা অচিরকালমধ্যে বিলুপ্তা হইতে পারে। শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, ত্রিদশগণ পরম আনন্দিত হইলেন এবং সদ্যঃ সন্ত্রাস-রহিত অন্তঃকরণে আনন্দভরে অমিততেজাঃ শ্রীশর্ব্বদেব-সমক্ষে বিবশ-হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অনন্তর এতাদৃশ অবসরে কৃতাঞ্জলি-ব্রহ্মা ভূমিতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, শূলী শ্রীমন্মহাদেবকে এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, হে দেব! হে মহাদেব! হে প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জন! আপনার জয় হউক। হে দেবদেবেশ্বর! আমরা যেরূপ গুরুতর অপরাধে অপরাধী, আমাদের ঈদৃশ অপরাধ-সমূহ-সত্ত্বেও একমাত্র আপনি ভিন্ন আমাদের প্রতি অপর কোন্ মহানুভব-মহাপ্রাণ-দেববর প্রসন্ন হইতে পারেন? হে সর্ব্বামরেশ্বরেশ্বর! এই যুদ্ধে দেব-দানবযক্ষ-রক্ষোগণের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি নিহতা হইয়াছে, শ্রীপরমেশ্বরদেব প্রসন্ন হইলে, তাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তির প্রত্যাপত্তি, পুনঃ শরীরপ্রাপ্তি সম্ভবপরা না হইতে পারে? কিঞ্চ, হে দেব! অমরগণের, বা দেব-সৈন্য-সকলের অঙ্গ-সমুদায়ে যে সমস্ত-দূষণ সমুৎপন্ন হইয়াছে, আপনি যদি আমাদিগের অপরাধ-সমূহ ক্ষমা করেন এবং নিজ-জন-স্বরূপে স্বীকার-পূর্ব্বক আমাদিগের প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় স্নিগ্ধ-নয়নে দৃষ্টিপাত করেন, তবে আপনার তাদৃশ অঙ্গীকার-গৌরব-বশতঃ আমরা পূর্ব্বোৎপন্ন সেই দূষণ-সমুদায়কে ভূষণ-স্বরূপে মনে করিতে পারি।

পরমেষ্ঠী-ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক উক্তরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া, ঈষৎ হাস্য-পূর্ব্বকই যেন সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীমন্মহেশ্বরদেব পুত্রভূত পদ্ম-জন্মা ব্রহ্মার প্রতি বাৎসল্য-নিবন্ধন তাঁহার বদন-বিলোকন করিয়া, "প্রনষ্টানাং পুনস্তেষাং, প্রদদৌ পূর্ব্ববৎ তনুম্।" অনন্তর ক্ষণকাল-মধ্যেই বিষ্ণু-শক্র-পুরোগম প্রত্যাপন্ন-শরীরাঙ্গ সেই দেবগণ জানু-দ্বয়-সাহায্যে ভূতল-গত হইয়া, করজোড়ে শ্রীপরমেশ্বরদেবকে প্রণাম করিলেন। কিঞ্চ, বাগীশাদ্যা-দণ্ডিতা-দেবী এবং দেবমাতা অদিতি-প্রভৃতির যে সকল অঙ্গ ছিন্ন, বা বিভ্রষ্ট হইয়াছিল, দেবদেব-শ্রীভবদেব তাঁহাদিগকে "যথা-পূর্ব্বং" সেই সকল অঙ্গ পুনঃ প্রদান করিলেন। তথা সর্ব্বলোক-পিতামহ

ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং শ্রীশঙ্করদেবের আদেশে প্রজাপতি-দক্ষের গ্রীবাদেশে তৎকৃত-পাপানুগুণজরচ্ছাগ-মুখ মুখ-স্বরূপে সন্নিবেশিত করিলেন।

প্রজাপতি-পতি-দক্ষের স্কন্ধদেশে ছিন্ন-জরচ্ছাগ-মুণ্ড সংযোজিত হইবামাত্র সেই দক্ষও সংজ্ঞা-লাভ-পূর্ব্বক সহসা সমুত্থিত হইয়া, পশ্চাৎ বিনীত-জনোচিতবহুধাগুণ-কীর্ত্তন-পর-বাক্য-কথন করিতে করিতে, অঞ্জলি-বন্ধন-পুরঃসর অত্যন্ত-ভীত-হৃদয়ে শ্রীপরমেশ্বরদেবকে স্তুতি-দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে সচেষ্ট হইলেন। অতঃপর ঘৃণানিধি-শ্রীশঙ্করদেব প্রজাপতি-দক্ষকে তথাভূতরূপে ব্যাকুল, ভীত এবং প্রলপন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া, কৃতাপরাধ সেই দক্ষের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্যের সহিতই যেন বলিলেন, হে দক্ষ! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি স্থির হও। এইকথা বলিয়া, প্রজাপতি-দক্ষের পিতা কমলাসন ব্রহ্মার প্রিয়-চিকীর্ষাবশে শ্রীপরমেশ্বরদেব সেই দক্ষ-প্রজাপতিকে অক্ষয়-গাণপত্য-পদ প্রদান করিলেন। অনন্তর চতুরানন-ব্রহ্মা শ্রীশঙ্করদেবের এবম্বিধপরমোদার-কার্য্য-দর্শনে অত্যন্ত-প্রীতি-যুক্ত-মানসে পুলকোদ্গমচারুদেহে করজোড়ে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে প্রণাম-পূর্ব্বক শুভ-বাক্যাবলী-সাহায্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে বিষ্ণু, শতক্রতু, অন্যান্য-লোক-পালগণ, সাধারণ-সুরগণ, যক্ষ-রক্ষোগণ, দেব-গন্ধর্ব্বগণ, মুনি-মহর্ষিগণ, সিদ্ধচারণগণ ও উরগ-কিন্নরগণের মধ্যে প্রত্যেকেই পৃথক্ পৃথক্‌রূপে শ্রীদেবদেবেশ্বরের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্তবাবসানে স্বয়ং শ্রীমন্মহাদেব পার্শ্ব-স্থিত-নিজ অনুচর বীরবর-ভদ্রদেবকে অবলোকন করিয়া, কৃতাজ্ঞ-প্রেষণ অর্থাৎ "দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্‌ভটানাং, ত্বমগ্রণীরুদ্রভটাংশকো মে।" "সহসা তস্য যজ্ঞস্য, বিঘাতং কুরু মা চিরম্।" গচ্ছ বীর! মহাবাহো, দক্ষযজ্ঞং বিনাশয়।" "তমুবাচাক্ষিপ মখং, দক্ষস্যেতি মহেশ্বরঃ।" ইত্যাদিরূপে স্বপ্রদত্তা আজ্ঞার যথোচিত-পরিপালন-কর্ত্তা কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত পুত্রবৎ প্রেম ও স্নেহ-ভাজন সেই মহাবীর-ভদ্রদেবকে কর-যুগলে গ্রহণ করিয়া, অথবা "আকৃষ্য ভদ্রয়া সার্দ্ধং, অঙ্কে সমুপবেশ্য চ। সস্বজে গুহবদ্‌গাঢ়ং, সমাজিঘ্রচ্চ মূর্দ্ধনি।"

অর্থাৎ ভদ্রা-দেবীর সহিত মহাবাহু-বীরভদ্র-দেবকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক নিজ-পবিত্রতম উৎসঙ্গপ্রদেশে উপবেশন করাইয়া, প্রিয়-পুত্র-কার্ত্তিকেয়-দেবকে যেমন আলিঙ্গন করেন, সেইরূপ গাঢ়তররূপে স্নেহালিঙ্গন করিলেন এবং মস্তকাঘ্রাণ-পুরঃসর বহুতর আশীর্ব্বচন-সাহায্যে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিলেন। অনন্তর প্রীততর-শ্রীশঙ্করদেব শূলী শ্রীমান্ বীরভদ্র-দেবকে "প্রদদৌ বিবিধানিষ্টান্, বরাংশ্চৈব সহস্রধা।" পশ্চাৎ হরি-শক্র-পিতামহ-প্রভৃতি-সুরলোক-মহেশ্বরগণ সকল-লোকমহেশ্বর শ্রীপরমেশ্বর-দেবের শরণাগত হইয়া, অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, পরম-কারুণিক-শ্রীপরমেশ্বরদেবও শরণাগত সেই ত্রিদশ-গণকে অনুগত-স্মিত-লক্ষণা-বাণী-সাহায্যে সর্ব্বভয়-বিমুক্ত করিয়া, এই-কথা বলিলেন যে, হে বিষ্ণু-শক্র-পুরোগম-সুরগণ! বিধি-নিয়োগবশে যন্ত্রিত-প্রায় হইয়া, তোমরা আমার নিকটে যে অপরাধ করিয়াছ এবং পশ্চাৎ নিজ-নিজ-ভ্রম অবগত হইয়া, অপরাধানুষ্ঠানজন্য-পরিতাপ-পরিতপ্ত-হৃদয়ে যে আমার শরণাগত হইয়া, পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছ, তজ্জন্য আমি তোমাদের নিখিল অপরাধ ক্ষমা করিতেছি। অপর অধিক কি বলিব? আমি তোমাদিগকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া, প্রীতিযুক্ত-মানসে তোমাদিগের কৃত-সমস্ত অপরাধ বিস্মৃত হইতেছি। পক্ষান্তরে তোমরাও প্রকৃত অর্থাৎ অনর্থকর এই বিমর্দ্দ-ব্যাপার মনোমধ্যে পরিগণিত না করিয়া, সর্ব্বথা লজ্জা পরিত্যাগ কর। কিঞ্চ, হে হরি-বিরিঞ্চি-সুরেন্দ্রমুখদেবগণ! তোমরা লজ্জাশূন্য-হৃদয়ে সম্প্রতি সুখে সুরপুর প্রতি প্রস্থান কর। এইরূপে সুরগণের প্রতি সান্ত্বনাবাক্য কথন করিয়া এবং স্বয়ং অক্রতু অর্থাৎ সংকল্প-বিহীন-সর্ব্বসুরেশ্বরেশ্বর শ্রীবিশ্বনাথদেব দক্ষ-কৃত-ক্রতু নিকৃত, বিধ্বস্ত, বা প্রত্যাখ্যাত করিয়া, পরিচ্ছদ, তথা অনুচরগণের সহিত অম্বরতলে অবস্থিত হইয়াই, যেন দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইলেন। "অথ সুরা অপি তে বিগতব্যথাঃ, কথিতভদ্র-সুভদ্র-পরাক্রমাঃ। সপদি খেন সুখেন যথাসুখং, যযুরনেকমুখং মঘবম্মুখাঃ।"

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

অথবা আমি এই দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-বিষয়, বা ঘটনা-অবলম্বনে অতি পুরাতন অপর একটী ইতিহাস প্রকারান্তরে নবীনভাবে কীর্ত্তন করিব, পাঠক-মহোদয়গণ! ধৈর্য্যান্বিত-চিত্তে প্রসন্নান্তঃকরণে সাবধানে অবধারণ করুন। একদা জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ-পুত্র-দক্ষকে হর্ষিত করিয়া, সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পুত্র! আমি তোমার নিকটে একহিতকথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ণা পরমা প্রকৃতি শ্রীশম্ভুদেব-কর্ত্তৃক তপস্যা-সাহায্যে সম্যক্‌ আরাধিতা এবং বরদান-কালে বনিতাভাবে যাচিতা হইয়া, "তথেতি" অর্থাৎ আমি আপনার প্রাণৈক-বল্লভা পত্নী হইব, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছেন। দেখ বৎস! দেবী যখন শ্রীশম্ভুদেব-সকাশে তাদৃশ অঙ্গীকারে আবদ্ধা হইয়াছেন, তখন অবশ্যই তিনি কোন না কোন স্থানে সমুৎপন্না হইয়া, নিশ্চিতই শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইবেন। হে পুত্র! এ বিষয়ে তুমি কোন-রূপ সংশয় করিও না।

পক্ষান্তরে আমার এই প্রস্তাব, কথানুষ্ঠান, বা কথা-প্রসঙ্গ হইতেছে যে, সেই পরমা পূর্ণা প্রকৃতিদেবী যাহাতে তোমার সুতা স্বরূপে সমুৎপন্না হইয়া, শ্রীহরদেবের পত্নী হন, হে দক্ষ! তুমি মহোগ্র-তপঃ-সাহায্যে সদ্‌ভক্তি-যুক্ত অন্তঃকরণে সেই দেবীর নিকটে তদনুরূপ-বর-প্রার্থনা কর। হে প্রজাপতে! সেই প্রকৃতিদেবী ইহলোকে সৌভাগ্যবশে যাঁহার গৃহে তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করিবেন, তাঁহার জীবন ত নিশ্চিতই সফল হইবে, অধিকন্তু তাঁহার পিতৃপুরুষগণও ধন্যতম হইবেন। অতএব তুমি মদ্‌বাক্যানুসারে জগদ্‌বন্দ্যা আদ্যা পরমা পূর্ণা প্রকৃতি জগদম্বিকা দেবীকে পুত্রীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্ন অবলম্বন কর এবং আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সেই জগদম্বিকা দেবীকে পুত্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়া, নিজ জন্ম সফল কর।

ব্রহ্মপুত্র দক্ষ পিতার উক্তরূপ প্রস্তাববচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি যে প্রস্তাব, বা কথাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, তাহা ধ্রুবসত্য; আপনার উক্তরূপপ্রস্তাববচনানুসারে কার্য্য যে যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা আপনি সুনিশ্চিত জানিবেন। যাহাতে সেই সাক্ষাৎ প্রকৃতিদেবী আমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, আপনার শাসনানুসারে আমি তদনুরূপ যত্ন অবলম্বন করিব। লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে এইকথা বলিয়া, প্রজাপতি দক্ষ অতিদ্রুতগতি ক্ষীরোদ-সমুদ্রের তীরপ্রদেশে আগমনপূর্ব্বক দিব্য তিন সহস্রবৎসরযাবৎ দেবী জগদম্বিকার আরাধনার্থ অতিবাহিত করিলেন।

কিন্তু, উপবাসাদি-লক্ষণ-কঠোর-নিয়ম-সমাশ্রয়ণ-পুরঃসর প্রজাপতি-দক্ষ যখন ভগবতী সেই জগন্মাতার আরাধনা করিতেছিলেন, তৎকালে অর্থাৎ দিব্য-বর্ষ-সহস্র-ত্রিতয়ান্তে তথা-তপঃ-পরায়ণ সেই প্রজাপতি-দক্ষের নয়ন-গোচরে স্বয়ং শিবাদেবী আবির্ভূতা হইলেন। বর্ণে স্নিগ্ধা-ঞ্জন-সদৃশী, ভুজসম্পদে বীরজনোচিতাজানুলম্বিত-পীন-দীর্ঘ-দৃঢ়-সার-সম্পন্ন-মনোহর-বাহুচতুষ্টয়ে শোভমানা, তথা কর-চতুষ্টয়ে খড়্গাম্বুজা-ভয়-বর-মুদ্রা-বিভূষিতা, লোচন-বিলাসে নীলোৎপল-দলায়তা, দশনপংক্তি-দ্বয়ে চারুতরা, বক্ষো-বিভূষণে চারু-নৃমুণ্ডমালিনী, কটি-বেষ্টন-বস্ত্রে দিগম্বরা, গুল্‌ফাবলম্বি-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশ-কলাপে বিমুক্ত-কবরী-বন্ধনা, অলঙ্কার-গৌরবে দিব্য-মণি-দাম-বিভূষণা, বাহনে সিংহ-পৃষ্ঠ-সমারূঢ়া, প্রভা-প্রাখর্য্যে মধ্যহ্ন-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-মরীচি-মণ্ডিতা সেই প্রকৃতিদেবী সহসা প্রজাপতি-দক্ষের নয়নপথে উপস্থিতা হইয়া কহিলেন, বৎস! প্রজাপতে! তুমি আমার নিকট হইতে কি প্রার্থনা কর, শীঘ্র বল, তোমার হৃদয়-গত-ভক্তি-ভাবের গাঢ়তা-নিবন্ধন আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত-প্রীতা হইয়াছি; সুতরাং আমি অবিলম্বে তোমাকে অভিলষিত বর দান করিব।

দক্ষ কহিলেন, হে অনঘে! মাতঃ! আপনি যদি আমাকে দাস ভাবিয়া, আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমার কন্যা হউন এবং আমার সুতা হইয়া, আপনি আমার গৃহে জন্মগ্রহণ করুন। দেবী কহিলেন, হে দক্ষ! স্বয়ং শ্রীশম্ভুদেব তপস্যা-দ্বারা পরিতুষ্টা করিয়া, আমাকে পত্নীভাবে

প্রার্থনা করিয়াছেন; সুতরাং আমি স্বয়ং পূর্ণা পরা প্রকৃতিস্বরূপা হইলেও, তদীয়-পত্নীভাব-প্রাপ্তা হইবার জন্য ভব-ভয়-ভঞ্জন-ভূতনাথ-শ্রীভবদেব-সন্নিধানে কোন এক শুচি-পুণ্যবান্ ও শ্রীমানের গৃহে জন্মলাভ করিব, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছি। অতএব বর-প্রদানকালে শ্রীশঙ্কর-দেবের নিকটে পুরাকৃত-প্রতিশ্রুতি অনুসারে আমি ইচ্ছা-পূর্ব্বকই তাদৃশ-জন্ম-প্রাপ্ত্যর্থ প্রস্তুতা হইয়াছি এবং অভিমতগৃহে জন্মলাভ করিয়া, সেই শ্রীশঙ্করদেবের গেহিনী হইব, এইরূপ স্থির করিয়াছি। অপিচ, অধুনা তোমার এই তপস্যা-প্রভাবেও আমি পরম-পরিতোষ-লাভ করিয়াছি। হে দক্ষ! তুমি যখন এই তপস্যার ফলস্বরূপে আমাকে কন্যারূপে প্রার্থনা করিতেছ, তখন আমি চার্ব্বঙ্গী-সৌম্যরূপা-লসৎকনকগৌরাঙ্গী-নন্দিনীরূপে তোমারই গৃহে জন্মগ্রহণ করিব, স্বীকার করিলাম।

কিঞ্চ, এই সময়ে ইহাও বলা আবশ্যক যে, হে দক্ষ! আমি তোমার গৃহে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের গৃহিণী হইব, ইহা যেমন সুনিশ্চিত, সেইরূপ ত্বৎকৃতা এই তপস্যার পুণ্যপ্রভাব যাবৎ-পর্য্যন্ত-ক্ষীণত্ব-প্রাপ্ত না হইবে, তাবৎকালপর্য্যন্তই আমি তোমার কন্যা-স্বরূপে অবস্থিতি করিব। তথা তোমার এই তপঃ-প্রসূত-পুণ্য ক্ষীণতা-প্রাপ্ত হইলে, তুমি যখন আমার প্রতি মন্দাদর হইবে, তৎকালেই আমি তোমার-প্রদত্ত-দেহ-পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে যে রূপে তোমাকে দর্শন-দান করিতেছি, পুনরপি এতাদৃশ এই নিজরূপ-গ্রহণ, বা ধারণ করিয়া, তোমার পুরোভাগে গমন-পুরঃসর স্বীয়-মায়া-সাহায্যে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-সমুদায়-জগৎকে বিমোহিত করিয়া, লীলাবসানে স্বীয় আলয়ে গমন করিব। প্রজাপতি দক্ষকে এই কথা বলিয়া, ত্রিজগন্মাতা উত্তমা প্রকৃতিদেবী দেখিতে দেখিতে, সহসা তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিতা হইলেন। এদিকে প্রজাপতি-দক্ষও নিজ-পুরপ্রদেশে গমন-পূর্ব্বক এই বর-প্রাপ্তি-বৃত্তান্ত অর্থাৎ যাদৃশ-নিয়মে এই জগদ্ধাত্রী-দেবী তাঁহাকে প্রীতি-পুরঃসর বরদান করিয়াছেন, সেই সকল-বিবরণ নিজ-পিতা-জগৎ-স্রষ্টা বিধাতার নিকটে নিবেদন করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অনন্তর অব্যবহিত-কাল-পরেই সনাতনী পূর্ণা পরমা স্বয়ং সেই আদ্যা প্রকৃতিদেবী পরিপূর্ণাকারে জন্ম-লাভার্থ সর্ব্ব-সদ্‌গুণ-শালিনী দক্ষ-পত্নী-প্রসূতি-দেবীকে আশ্রয় করিলেন। অতঃপর দক্ষপত্নী-প্রসূতি-দেবী যথাকালে শুভদিনে শুভাননা, অষ্টবাহু-বল্লী-সাহায্যে রাজমানা, ফুল্লেন্দীবর-সদৃশ-লোচন-সৌন্দর্য্য-শোভনা, শশাঙ্ক-কোটি-সমান-প্রভাপুর-প্রপূরিতা, আকর্ণ-বিস্তৃত-দীর্ঘ-লোচন-বিলাস-রমণীয়া, লসৎ-কনক-চম্পকদাম-গৌরাঙ্গী সেই পূর্ণা প্রকৃতিস্বরূপিণী এককন্যা প্রসব করিলেন। এই পরমা প্রকৃতি পরিপূর্ণাকারে যে সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিলেন, তৎকাল-মাত্রেই সর্ব্বতঃ পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, আকাশে শত-শত-দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল এবং দিক্‌-সকল সুনির্ম্মলভাব ধারণ করিল। প্রজাপতি-দক্ষ কন্যা-প্রসব-বার্ত্তা-শ্রবণ-মাত্রেই সূতিকাগারসমীপে সমাগত হইয়া, সেই সদ্যোজাতা তনয়াকে দর্শন করিয়া, প্রহৃষ্ট-মানসে তৎকালে মহামহোৎসব-সম্পাদনে মনো-নিবেশ করিলেন। অতীব আনন্দের সহিত মহামহোৎসব-কার্য্য-সম্পন্ন করিয়া, প্রজাপতি-দক্ষ দশম-দিবসে বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া, নবজাতা সেই দুহিতার "সতী" এই নাম নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

অনন্তর শুক্ল-পক্ষীয়-শশি-কলার ন্যায় সেই পূর্ণা প্রকৃতি সতী-নাম্নী দক্ষ-কন্যা প্রতিদিন অধিকতর-চারুতা-ধারণ-পূর্ব্বক বর্ষা-কালীনা-মন্দাকিনী, অথবা শরৎ-কালীন-শুক্লপক্ষীয়-শশাঙ্ককৌমুদীর ন্যায় বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। এইরূপে দিনে দিনে দক্ষ-নন্দিনী-সতীর বাল্যাদি-কৈশোরপর্য্যন্ত-সৌন্দর্য্য-সম্পৎ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হইয়া, যখন যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিল, তৎকালে একদিন প্রজাপতি-দক্ষ যৌবন-লাবণ্য-বিলাস-বিমণ্ডিতা, রুচিরাননা, বিবাহার্হা সেই দেবী-সতীকে বিলোকন করিয়া, তাঁহার বিবাহার্থ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি-দক্ষ মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার এই কন্যা সামান্যা নহেন। পক্ষান্তরে আমার এই কন্যা জগন্নিচয়ের আদ্যা স্বয়ং পরমা প্রকৃতিস্বরূপা।

কিন্তু, যে সময়ে মহোগ্র-তপঃ-সাহায্যে ক্ষীর-সমুদ্র-তটে এই কন্যা মৎকর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়াছিলেন, তৎকালে ইনি স্বয়ংই এই কথা বলিয়াছিলেন যে, আমি তোমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্রীমহেশদেবের পত্নী হইব। শ্রীমহেশদেবও পূর্ণা পরা প্রকৃতিদেবীকে পরমোৎকৃষ্ট অত্যুগ্র-তপঃ-সাহায্যে সন্তুষ্টা করিয়া, যখন পত্নীরূপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেইসময়ে এই কন্যাও শ্রীশঙ্করদেবকে তাদৃশ অভিলাষানুরূপ-বরদানার্থ প্রতিশ্রুতিও করিয়াছেন। অতএব আমি যদি এক্ষণে সর্ব্বাত্ম-সাহায্যে যথোচিতবহুতর-যত্নাবলম্বনে এই কন্যাকে পাত্রান্তরে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলেও, আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিব না। কারণ, পূর্ণা পরমা প্রকৃতিদেবীর প্রতিশ্রুতি কথঞ্চন অন্যথা হইবার নহে। অথচ যে শ্রীশঙ্করদেবের অংশ-সম্ভব এই একাদশ-রুদ্র সদাকাল আমার আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে, সেই শ্রীশঙ্করদেবকে আহ্বান-পূর্ব্বক আমিই বা কিরূপে কন্যাদান করিতে পারি?

এইরূপ বিচারের অনন্তর প্রজাপতি-দক্ষ নিশ্চয় করিলেন যে, "যস্যাংশসম্ভবা রুদ্রা, মমাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ। তমাহূয় ময়াচেয়ং, দাতব্যা সর্ব্বথা ন হি।" এদিকে কন্যা যখন বিবাহ-যোগ্যা হইয়াছেন, তখন আমার নিশ্চিন্ত থাকাও কোন ক্রমেই সমুচিত হইবে না। অতএব আমি এক্ষণে ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠ-গণকে, তথা দৈত্য-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-নিকরকে আহ্বান করিয়া এবং শূলী সেই শ্রীশঙ্করদেবকে আহ্বান না করিয়া, শিব-শূন্যা এক-সভার আয়োজন করিব। কিন্তু, উক্তরূপে শিবহীন-সভার আহ্বান করিয়া, সেই শিব-শূন্য-সভা-স্থলে কন্যা-সতীর স্বয়ম্বর-বিষয়ে সমুদযোগ-পরায়ণ হওয়াই, এক্ষণে আমার পক্ষে সর্ব্বথা কর্ত্তব্য বিবেচিত হইতেছে। অতএব আমি ত অধুনা উক্তরূপে স্বয়ম্বর-সভার

আহ্বানে উদ্‌যোগ করি, পশ্চাৎ বিধির মনে যাহা আছে, অবশ্য কার্য্য-কালে তাহাই হইবে। এইরূপে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া, তথা শ্রীশঙ্করদেব-ব্যতীত অন্যান্য-সুরাসুর-নরকিন্নর-গণকে নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া, প্রজাপতি-দক্ষ শ্রীমতীসতীদেবীর স্বয়ম্বর উপলক্ষে তৎ-কালে এক মহতী-সভার অনুষ্ঠান করিলেন।

একে ত প্রজাপতি-পতি-দক্ষের বিচিত্র-চিত্র-সমন্বিতচিত্রীকৃত-রমণীয়-পুরবর, তাহাতে আবার চিত্রময়ী সেই স্বয়ম্বর-সভা; সুতরাং তৎকালে সমাগত-দেবেন্দ্র-দৈত্যেন্দ্র-দানবেন্দ্র-রাজেন্দ্র-মুনীন্দ্র-মুখ্য-মহোদয়বৃন্দের সমুজ্জ্বল-কলেবর-কান্তি-সহযোগে যে সেই স্বয়ম্বর-সভা অতীব বিরাজমানা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? এই চিত্রময়ী-স্বয়ম্বর-সভার অভ্যন্তরভাগে মণিময়-রত্নময়-কাঞ্চনময়-স্ফটিকময়-বিবিধ-রত্ন-জড়িত-বিচিত্র-পরমোৎকৃষ্ট-দিব্যাতিদিব্য-যথাযোগ্য-মহার্হ আসনবরে উপবিষ্ট, তেজঃ-প্রাচুর্য্যে সূর্য্য-সঙ্কাশ, কান্তি-সম্পদে চন্দ্র-সমপ্রভা-সম্পন্ন, দিব্য-মাল্য-দিব্যাম্বর-দিব্যাভরণ-ধারণবশে শোভন, বা রমণীয়-দর্শন, মৌলি-মণ্ডল-গত-বিবিধ-মণি-রত্ন-খণ্ড-খচিত-বিচিত্রোষ্ণীষ-কনককিরীট-মুকুটে সমুজ্জ্বল, বিবুধবরবরেণ্য-ত্রিদশেন্দ্রগণ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত অবস্থায় বিরাজ-মান হইয়া, সুন্দররূপে স্বয়ম্বর-সভার শোভা-বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, তৎকালে স্বয়ম্বর-সভাস্থলে সমাগত সেই ত্রিদশালয়বাসী অমরেন্দ্র-গণের রথাশ্বনাগেন্দ্র-নিচয়ে, তথা মণি-হেমপরিষ্কৃত-নানা-বর্ণ-শোভিত-ধ্বজ-ছত্রপতাকা-সমূহে এবং সমন্ততঃ সমবস্থিত-সুধা-ধবল-বিমল-সৌধ-সমুদায়ে বিমণ্ডিত, মণি-মাণিক্যাদি-সমন্বিত-বিবিধ-রত্নখণ্ড-খচিত-সহস্র-সহস্র-সুবর্ণ-স্তম্ভে সুশোভিত, পরিষ্কৃত-দক্ষপুর নিতান্ত-রমণীয়-কান্তি-কলাপে সমধিক-প্রদীপ্ত হইয়া, পরমশোভার আধারস্বরূপে পরিণত হইয়াছিল।

অনন্তর শত-শত-ভেরী ও সহস্র-সহস্র-মৃদঙ্গ পণব-প্রভৃতি-বাদ্যযন্ত্র-সকল বাদিত হওয়ায়, বিবিধ-বাদ্য-যন্ত্রোত্থ সেই সুমহান্ সুমধুর-শব্দে সর্ব্বতঃ নভঃ-প্রদেশ পরিপূরিত হইল। সেই স্বয়ম্বর-সভা-প্রাঙ্গণে গীত-কুশল-গন্ধর্ব্ব-শ্রেষ্ঠগণ সুললিত গান করিতে লাগিলেন। নৃত্য-কুশল শত-শত-সহস্র-সহস্র অপ্সরো-মুখ্যগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সর্ব্বতোভাবে স্বয়ম্বর-মহোৎসব প্রবর্ত্তিত হইলে, সর্ব্ব-সুলক্ষণ-সম্পন্ন-যথোপযুক্তকাল প্রাপ্ত হইয়া, প্রজাপতি-দক্ষ ত্রৈলোক্য-সুন্দরী সেই সতী-নাম্নী-পুত্রীকে স্বয়ম্বর-সভা-স্থলে আনয়ন করিলেন। প্রজাপতি পিতা দক্ষ-কর্ত্তৃক স্বয়ম্বর-সভাস্থলে সমানীতা শ্রীমতীসতী-দেবী তৎকালে স্বীয়-শরীর-গত-সুচারু-পরম-রমণীয়-কান্তি-কলাপ-সাহায্যে সৌন্দর্য্য-প্রতিমাপ্রায় বিরাজমানা হইলেন। এই সময়ে শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবও সতীদেবীর স্বয়ম্বর-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তথায় সমুপাগত হইয়া, সভাস্থ-সর্ব্ব-জনগণের উপবীক্ষণ-পথে অন্তরীক্ষ-প্রদেশে সুশ্বেত-বৃষভ-বাহনোপরি অবস্থিত হইলেন।

তথাকথিতরূপে সুসজ্জিত-শিব-শূন্য-সভা ও পরম-সুন্দরী সেই সতীকে অবলোকন করিয়া, সেই প্রজাপতি-দক্ষ নিজ আত্মজাকে এই কথা বলিলেন যে, হে মাতঃ! তোমার স্বয়ম্বর উপলক্ষে এই সুর, অসুর, ঋষি ও মহাত্মগণ সমাগত হইয়াছেন। এই সমাগত-সুরাসুর-গণের মধ্যে যিনি অধিকতর-গুণশালী, বা চারুরূপী, অথবা যাঁহার প্রতি তোমার অভিরুচি হয়, তাঁহাকেই তুমি এই দিব্য-পারিজাত-প্রসূন-রচিত-মাল্য-সমর্পণ-পূর্ব্বক পতিরূপে বরণ কর। এইরূপে পিতা দক্ষ-কর্ত্তৃক অভিহিতা হইয়া, সেই প্রকৃতি-রূপিণী সতীদেবী সভা-মধ্য-স্থলে শ্রীশঙ্করদেবকে না দেখিয়া, মনে মনে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগল স্মরণ করিয়া, তথা "শিবায় নমঃ", এই পঞ্চাক্ষর-মহা-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, সুবর্ণপাত্রস্থ সেই মৃগ-মদামোদাঙ্কিত-চারু-চন্দন-চর্চ্চিত-পারিজাত-পুষ্পমাল্য ভূমিতলে সমর্পণ করিলেন।

অনন্তর শ্রীভগবান্ শঙ্করদেব সর্ব্বজনসমক্ষে সহসা আবির্ভূত হইয়া, তৎকালমাত্রেই দিব্যরূপধারণপূর্ব্বক শ্রীমতীসতীদেবীকর্ত্তৃক যে স্থানে সেই বরমাল্য প্রদত্ত, বা সমর্পিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে বরমাল্য গ্রহণ করিয়া, স্বীয়-শিরোমণ্ডলে ধারণ করিলেন। কিঞ্চ, সর্ব্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারে শোভিত, শশি-কোটি-সম-প্রভা-সম্পন্ন, দিব্য-মাল্য ও দিব্য অম্বরধারী, কুঙ্কুম-পঙ্ক-পঙ্কিলদিব্যচন্দন-লেপ-সাহায্যে অনুলিপ্তাঙ্গ, প্রফুল্ল-মুখ-পঙ্কজে শোভমান, নয়ন-ত্রিতয়ে সমুজ্জ্বল শ্রীসদাশিবদেব শ্রীমতী-সতী-কর্ত্তৃক

প্রদত্ত সেই মাল্য গ্রহণ করিয়া, হৃষ্টান্তঃকরণে সর্ব্ব-দেব-গণ-সমক্ষে দেখিতে দেখিতে, সহসা সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে যদবধি শ্রীমতী-সতী-দেবী শ্রীশঙ্করদেবের উদ্দেশে বর-মাল্য দান করিয়াছেন, তদবধি প্রজাপতি-দক্ষ শ্রীশঙ্করদেবের উদ্দেশে মাল্য-সমর্পণ-লক্ষণ-কারণবশে দিনে দিনে শ্রীমতীসতীদেবীর প্রতি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিমাণে মন্দাদর হইতে লাগিলেন। অনন্তর একদিন ভগবান্ কমলাসন ব্রহ্মা অন্যান্য-নিজ-মানস-পুত্র মরীচ্যাদি-মুনীশ্বরগণের সহিত মিলিত হইয়া, সর্ব্ব-প্রজাপতি-পতি-দক্ষকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, হে পুত্র! তোমার এই কন্যা স্বয়ং সর্ব্বদেববরেশ্বর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে বরমাল্য-সমর্পণ-পুরঃসর পতিরূপে বরণ করিয়াছেন। অতএব হে পুত্র! তুমি শ্রীশঙ্করদেবকে বেদ-বিধানানুসারে আহ্বান করিয়া, যথাবিধি যত্ন-পূর্ব্বক তাঁহারই করে এই ত্রিজগৎ-সুন্দরী-কন্যাকে দান কর। দক্ষ-প্রজাপতি পিতা ব্রহ্মার উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বরপ্রদানকালে স্বয়ং প্রকৃতি-ভাষিত-বাক্য-সকল স্মরণ করিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে আনয়ন-পূর্ব্বক শ্রীমহেশানদেবের করে শ্রীমতী-সতী-দেবীকে সমর্পণ করিলেন। এদিকে শ্রীশঙ্করদেবও পরম-প্রহৃষ্ট-মানসে উদ্বাহ-বিধানানুসারে শ্রীমতী-সতী-দেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

এইরূপে শ্রীশিবদেব ও শ্রীমতীসতীদেবীর পরিণয়-কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে, ভগবান্ ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু ও নারদাদি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষি-গণ সুশ্রাব্য-বেদবাক্য-দ্বারা নব-পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ সেই শ্রীসতীশিব-দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবগণ সমকালে দিব্য-পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। শত-সহস্র দুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল। দেব, দানব ও কিন্নরগণ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে শ্রীশিব-গুণ-গাথা গান করিতে লাগিলেন। দেবগন্ধর্ব্বগণ বিবাহকালোচিত-সুললিত-সঙ্গীতা-রম্ভ করিলেন। অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠগণ মনঃ-প্রাণবিমোহননৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তথা দেব-বিলাসিনী-বৃন্দ বীণা-বেণু-মৃদঙ্গাদি-ধ্বনি-সহযোগে মধুর-সঙ্গীতা-লাপ-সাহায্যে উদ্বাহ-সভাস্থ-শ্রোতৃ-নিচয়ের হৃদয়ে সুবিমল আনন্দ-সুধা-ধারা প্রবাহিতা করিতে লাগিলেন।

দেব-দানব-কিন্নর-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-মহর্ষি-রাজর্ষি-সিদ্ধ-চারণাপ্সরঃ-প্রভৃতি-সকলেই শ্রীশিব-সতী-শুভ সমাগমে সম্প্রহৃষ্ট হইলেন বটে; কিন্তু কুটিলচেতাঃ, পরিম্লান-মুখাম্বুজ কেবলমাত্রদক্ষ তির্য্যক্-নয়নে জটা-ভস্ম-বিভূষিত-শ্রীবিশ্বেশ্বরদেবকে অবলোকন করিয়া, মলিন-মনঃ-সাহায্যে যতবার শ্রীশঙ্করদেবের আকৃতি-প্রকৃতি-বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততবারই শ্রীমতী-সতীদেবীর প্রতি বিরক্ত হইয়া, মনে মনে বিশেষরূপে তাঁহার নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্ব-লোকৈক-সুন্দরী শ্রীমতী-সতী-দেবীকে করে গ্রহণ করিয়া, হিমালয়-পর্ব্বতের অতিসুশোভন, প্রস্থ-প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। এদিকে শ্রীমতী-সতী-দেবী শ্রীশঙ্করদেবের সহিত প্রস্থিতা হইলে, প্রজাপতি-দক্ষের অত্যল্পমাত্র যে দিব্য-জ্ঞান অবশিষ্ট ছিল, সেই দিব্যজ্ঞানটুকুও ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গেল।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ—ষড়্বিংশ অধ্যায়

এইরূপে প্রজাপতি দক্ষের অবশিষ্ট-দিব্য-জ্ঞানটুকুও বিলুপ্ত হইলে, ক্ষীণ-পুণ্য-দক্ষ মোহ-তিমিরাচ্ছন্ন-মানসে অত্যন্ত-দুঃখ-পীড়িত-হৃদয়ে দেববর-শ্রীশঙ্কর ও সর্ব্বদেবী-শিরোমণি-দাক্ষায়ণী-শ্রীমতী-সতীর প্রতি নিন্দাবাক্য-প্রয়োগ-পূর্ব্বক ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াই, যেন রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কোন সময়ে শিব-পরায়ণ-জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ-মুনি-সত্তম ভগবান্ দধীচি দক্ষ-মুখ-বিনির্গত-শ্রীশিব-সতী-নিন্দাপর-বাক্য শ্রবণ করিয়া, দুঃখ-সন্তপ্ত-হৃদয়ে দক্ষকে এই কথা বলিলেন যে, হে প্রজাপতে! বহু-ভাগ্যবশে "স্বয়মেব" শরীরিণী আদ্যা-প্রকৃতি-শ্রীমতী-সতীদেবী আপনার গৃহে সুতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হে প্রজাপতে! আপনি মোহ-প্রযুক্ত এই সতীদেবীর, তথা শ্রীপরম-শিবদেবের যথার্থ-তত্ত্ব অবগত না হইয়া, অকারণে বৃথা কেন শ্রীসতী-শিবদেবের নিন্দা করিতেছেন? হে প্রজাপতে! আমার আগ্রহাতিশয়-সহ একান্ত অনুরোধ এই যে, আপনি কিঞ্চিৎমাত্রও সংশয় না করিয়া, ইচ্ছামাত্রে স্বয়ং শরীর-ধারিণী-সনাতনী আদ্যা-প্রকৃতি এই সতী এবং সাক্ষাৎ পরম-পুরুষ-শ্রীশিবদেবকে স্বরূপতঃ অবগত হইয়া, তাঁহাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হৃদয়ে শান্তভাব ধারণ করুন।

কিন্তু, হে দক্ষ! ব্রহ্মা ও ইন্দ্র-প্রভৃতি-সুরাসুরগণ-কর্ত্তৃক উগ্রতর-বহু-তপস্যা-সাহায্যেও যিনি "কদাচিদপি" লাভযোগ্যা নহেন, সেই সুদুষ্প্রাপ্যা পূর্ণা-পরমা-প্রকৃতি-দেবীকে পুত্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়াও, দুর্ভাগ্যবশতঃ মোহ-মুগ্ধ-হৃদয়ে তাঁহার পরমরূপ-পরিজ্ঞানে নিতান্ত অসমর্থ হইয়া, আপনি বৃথা কেন শ্রীসতী-শিবদেবের নিন্দা করিয়া, সুতীব্র-তপস্যার্জ্জিত-নিজ-পুণ্য-নিচয় ক্ষীণ করিতেছেন? শ্রীসতী-শিবদেবের প্রতি আপনার এরূপ নিন্দাপ্রবণতা অবলোকনে আমার মনে হইতেছে যে, হে প্রজা-পতে! আপনি নিশ্চিতই সেই মহামোহ-স্বরূপা সতীদেবী-কর্ত্তৃক

দিব্য-জ্ঞান-রত্নে বঞ্চিত হইয়াছেন। প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন যে, সেই শ্রীশম্ভুদেব যদি অনাদি-জগদীশ্বর, বা পরম-পুরুষই হন, তবে তিনি বিরূপাক্ষ, বা ত্রিলোচন হইবেন কেন? প্রেত-ভূমি-প্রিয় হইয়া, শ্মশানে মশানে বিচরণ করিবেন কেন? ভস্ম-বিলিপ্ত অঙ্গে জটা-ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-নরকপালাদি-ধারণ-পূর্ব্বক ভিক্ষুকের বেশে যত্র তত্র ভ্রমণ-পরায়ণ হইবেন কেন? এবং সর্প-ভূষণে-ভূষিত, বা বিষ-ভোজী হইবেন কেন? হে মুনে! এই সমস্ত-প্রশ্নের পরিহারকল্পে আপনি কীদৃশ উত্তর দান করিবেন?

প্রজাপতি-দক্ষের উক্তরূপ-প্রশ্ন-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, মহামুনি-দধীচি কহিলেন, হে দক্ষ! নিত্যানন্দময় সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ এবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সেই পরম-পুরুষ শ্রীশঙ্করদেবকে নির্ম্মল-মানসে তদ্গত-চিত্তে ভক্তি-যুক্ত-হৃদয়ে যাঁহারা আশ্রয় করেন, তাঁহারা কদাচ দুঃখভাগী হন না। হে দক্ষ! যিনি আশ্রিতের প্রতিপালক, বা সর্ব্ব-দুঃখাপহারক, যোগি-শ্রেষ্ঠগণ যাঁহার শ্রীচরণ-কমল-যুগল স্ব-স্ব বিকসিত-সিত-হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে অবস্থাপিত করিয়া, অনন্য-মানসে সতত-কাল ধ্যান করেন, যিনি অপারকরুণাময়-সাগর-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া, ভক্ত-সজ্জনগণের সর্ব্ববিধ-দুঃখ দূরীকৃত করিয়া, অশেষবিধ-মনোবাঞ্ছা পূর্ণা করেন, দারিদ্র্য-দুঃখ-দহন সেই ভগবান্ শ্রীশম্ভুদেবকে যখন আপনি প্রেত-ভূমি-প্রিয়-ত্রিলোচন-ভিক্ষুক-ভস্ম-লিপ্তাঙ্গ-প্রভৃতি-বিশেষণ-বিভূষণে বিভূষিত করিয়া, মনে মনে তাঁহার প্রতি নিন্দা-কুৎসা-গ্লানি-প্রয়োগ-জনিত আনন্দ অনুভব করিতেছেন, তখন আপনার যে নিরতিশয়-দুর্ম্মতি উপস্থিতা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

হে দক্ষ! আপনার এরূপ দুর্ম্মতি উপস্থিতা হইল কেন? আপনার দিব্যজ্ঞান কি একেবারে তিরোহিত হইয়াছে? আপনার হৃদয়াকাশ কি মোহ-মেঘ-সমুদয়ে একেবারে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে? নতুবা ব্রহ্মাদিত্রিদশশ্রেষ্ঠগণ এবং তত্ত্বদর্শী যোগিবৃন্দ বহুচিন্তা বহু অন্বেষণ বহুপ্রযত্ন বহুবিচার বা শ্রবণ-মননাদির সমাশ্রয়ণেও যাঁহার সেই পরম-রূপ পরিলক্ষিত করিতেও সমর্থ হন না, আপনি বিনা-প্রযত্নে সেই

পরমারাধ্যতম-পরাৎপর-পরমেশ্বরদেবকে জামাতৃস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াও, সাধন-সম্পত্তির অভাব-বশতঃ শ্রীশম্ভুদেবের পরম আনন্দময় অক্ষয় অব্যয়-স্বরূপ অবগত না হইয়া কেবলমাত্র বিদ্বেষবশে তাঁহাকে বিরূপ বলিয়া নিন্দা করিতেছেন কেন ?

শ্রীভগবান্ সদাশিবদেব সর্ব্বত্রগামী এবং সর্ব্বত্র অবস্থিত। যিনি সর্ব্ব-সম্বন্ধত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহার শ্মশানে, বা রমণীয়-পুরবরে কি কোনরূপ বিশেষ থাকিতে পারে ? শ্রীভগবান্ সদাশিবদেবের ব্রহ্মাদি-দুর্ল্লভ সেই শিব-লোকাখ্য-পুরবরের কথা কি কাহারও নিকটে অবিদিতা আছে ? হে দক্ষ ! বৈকুণ্ঠ-লোকে, বা ব্রহ্ম-লোকে হয়ত আপনি অনেকানেকবার গমন করিয়া থাকিবেন, কিন্তু আমি বলিতেছি, সেই বৈকুণ্ঠ-লোক, বা ব্রহ্ম-লোক অপূর্ব্ব-শ্রীশিব-লোকের ষোড়শ-কলার এককলারও সমান নহে। তথা স্বর্গ-প্রদেশেও নানা-রত্ন-সমাকীর্ণ সন্তানক-বনাবৃত দেবগণেরও সুদুর্ল্লভ-কৈলাসাখ্য যে পুরবর বিদ্যমান রহিয়াছে, স্বর্গাধিপ ইন্দ্রের অমরাবতী-নগরী কৈলাসাখ্য যে পুরবরের ষোড়শ-কলার এককলারও যোগ্যা নহে, হে বিপ্রবর ! আপনি কি সেই কৈলাসধামের কথা কিছুমাত্র অবগত নহেন ?

এইরূপ মর্ত্ত্যলোকেও শ্রীশঙ্করদেবের বারাণসী-নাম্নী যে পরা-পুরী বর্ত্তমানা রহিয়াছে, পঞ্চক্রোশ-পরিমিতা মুক্তি-ক্ষেত্রাত্মিকা যে বারাণসী-নগরীমধ্যে মানবগণের কথা কি বলিব, ব্রহ্ম-পুরোগম-দেবগণও মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া থাকেন, মানবাদি-মর্ত্ত্যগণ, বা ব্রহ্মাদি-দেবগণ যে বারাণসী ধামে পাঞ্চভৌতিক-বিনশ্বর-শরীর-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, হে দক্ষ ! তাদৃশ-দিব্যালয়স্থ-পরমাত্মা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্মশানবাস-বিনা আবাসান্তর নাই বলিয়া, আপনি যে শ্রীবিশ্বনাথদেবের নিন্দা করিতেছেন, ইহা কি আপনার নিতান্ত-দুর্ম্মতির পরিচায়ক নহে ? অতএব হে দক্ষ ! অল্পদিনের জন্য মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তিত্ব-লাভ করিয়া, আপনি মোহ-প্রযুক্ত অশেষ-কালাবস্থিত, অশেষ-ভুবনেশ্বর, সর্ব্ব-সুরেশ্বরেশ্বর শ্রীসদাশিবদেবের "পুনরপি" "কদাচিদপি" নিন্দা করিবেন না। আমরা তপোধন-মাত্র হইলেও, হে দক্ষ !

আমরা যখন আপনার অহিতাকাঙ্ক্ষী নহি, তখন আমাদের সুচিন্তিত পরামর্শানুসরণ-পূর্ব্বক সত্য-সত্যই এবম্বিধ-ত্রিলোকেশ্বর-শ্রীসদাশিবদেব এবং বহুভাগ্যবশে পুত্রীভাবে আপনার গৃহে সমুৎপন্না সাক্ষাৎ-ব্রহ্ম-স্বরূপিণী মহেশানী শ্রীমতীসতীদেবীর নিন্দা-কার্য্য অকল্যাণকর জানিয়া, তাহা হইতে সর্ব্বথা আপনার বিরত হওয়া উচিত।

তত্ত্বদর্শী মহামুনী দধীচি-কর্ত্তৃক উক্তরূপে বহুধা প্রতিবোধিত হইয়াও, প্রজাপতি-দক্ষ কোনরূপেই পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবকে অসদাচার-বর্জ্জিত, বা ত্রিলোকেশ্বর বলিয়া, মনে করিতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে সেই দুষ্টমতি-দক্ষ ত্রিভুবনমহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী সর্ব্বেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের উদ্দেশে নানাপ্রকার-গর্হা-প্রয়োগাভিপ্রায়ে মুহুর্ম্মুহুঃ কর্ণ-কঠোর-বিবিধ-কটুবচন কথন করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে স্বীয়-তনয়া শ্রীমতী সতীদেবীর প্রতি আক্ষেপ, বা তিরস্কার-পূর্ব্বকই যেন হে বৎসে! হা সতি! হে পুত্রি! তুমি আমার প্রাণ-সদৃশী হইয়া, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে শোক-মহার্ণবে নিমজ্জিত করিয়া, কোথায় কোন্ অপরিচিত-দেশে গমন করিয়াছ? "হা পুত্রি! চারুসর্ব্বাঙ্গি! মহার্হ-শয়নোচিতে!" তুমি তোমার বিকট-রূপধারী পতির সহিত শ্মশান-ভূমিতলে কেমন করিয়া, অবস্থিতি করিবে? হা নবনীত-কোমলাবয়বে! সর্ব্বাঙ্গ-সুমনোহরে! চারুগাত্রি! পুত্রি! তুমি জন্মতঃ প্রভৃতি কুসুম-কোমল-সুধা-ধবল-শয্যাসনের বিশাল-ক্রোড়ে শয়ন করিতে অভ্যস্তা হইয়াছ, এক্ষণে নর-কঙ্কাল, বা প্রেতাস্থি-পরিপূর্ণ-পিতৃবনে তুমি কেমন করিয়া, শয়ন করিবে? ইত্যাদি-বিবিধ-বিলাপ-বচন-কথন-পুরঃসর শোকাবেগোদ্বিগ্ন-হৃদয়ে অত্যন্ত-রোদন করিতে লাগিলেন।

মহামুনি ভগবান্ দধীচি প্রজাপতি-দক্ষের উক্তরূপ-বিলাপ-বচন শ্রবণ করিয়া, প্রিয়-বাক্য-সাহায্যে সান্ত্বনা-প্রদান ও স্বকীয়-কর-কমল-দ্বারা তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে ধারাকারে বিগলিত-শোকাশ্রু-পরিমার্জ্জন-পূর্ব্বক পুনরপি এইকথা বলিলেন যে, হে প্রজাপতে! আপনি জ্ঞানবান্গণের মধ্যে প্রবীর, অতএব হে মহাত্মন্! আপনি অকারণ মূর্খের ন্যায় রোদন করিতেছেন কেন? অশেষতঃ সেই দেবেশ্বরকে বিজ্ঞাত হইয়াও

আপনি যে এপর্য্যন্ত অজ্ঞান-জাল-ছেদনে সমর্থ হইলেন না, ইহাই আমার নিকটে আশ্চর্য্যবৎ প্রতিভাত হইতেছে। হে প্রজাপতে! ক্ষিতি-তলে, জলে, গগনে, অথবা রসাতলে যে সকল-নারী, কিম্বা পুরুষ আছেন, তাঁহারা সকলেই সেই পরম-পুরুষ-শ্রীশঙ্করদেব এবং পরমা পূর্ণা পরা প্রকৃতিস্বরূপিণী শ্রীমতীসতীদেবীর পরম-রূপ-প্রভাবেই রূপময় হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন, এইরূপ পরমার্থ-পর-বাক্য আকর্ণন-পূর্ব্বক আপনি স্বয়ং বিশুদ্ধ-চিত্ত-সাহায্যে সন্দেহ-নিরসন-দ্বারা নিশ্চিতরূপে যথার্থতঃ সেই অনাদি-পরম-পুরুষ-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে বিশেষভাবে অবগত হইতে চেষ্টা করুন। তথা "সতীঞ্চ বিদ্ধি ত্রিগুণাং পরাৎপরাং, চিদাত্মরূপাং প্রকৃতিং প্রজাপতে!"

কিঞ্চ, হে প্রজাপতে! আপনি বহু-সৌভাগ্যফলে পরাৎপরা শ্রীমতী-সতীদেবীকে সুতারূপে সম্প্রাপ্ত হইয়া, তথা সুবহুতর-সৌভাগ্যফলে সুতা সতীদেবীর পতিভাবতঃ অর্থাৎ জামাতৃভাবে শ্রীবিশ্বেশ্বরদেবকে প্রাপ্ত হইয়াও, যখন আত্মীয়-বহুতর-সৌভাগ্য অনুভবে সমর্থ হইতেছেন না, তখন নিশ্চিতই আমার মনে হইতেছে যে, আপনি বিধি-কর্ত্তৃক নিতান্তই বিবঞ্চিত হইয়াছেন। অতএব হে প্রজাপতে! আপনি যদি শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে মনোহারী না হইলেও, আমার এই হিতকারী বাক্য শ্রবণ করিয়া, "প্রকৃতিং পুরুষঞ্চাপি, বিজানীহি সতীং শিবম্।" অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীশিবদেব এবং ভগবতী শ্রীমতীসতীদেবীকে পরম-পূর্ণ-পুরুষ-প্রবীর ও পরমা পূর্ণা পরা প্রকৃতিরূপে অবগত হইবার জন্য পরমোৎকৃষ্ট-প্রযত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক সতত মনোযোগ করুন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তবিংশ অধ্যায়

অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন, হে মহামুনে! আমার পুত্রী শ্রীমতীসতীকে পরমা পূর্ণা পরা প্রকৃতিস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া, আপনি সত্যকথাই বলিয়াছেন। পক্ষান্তরে আমি আপনার মুখোদ্‌গত-বাক্য-মাত্র-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবকে ত্রিলোকেশ্বর অনাময়-পুরাণ-পুরুষ-স্বরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইতেছি না। হে মুনি-সত্তম! যদিচ আমি আপনার বদনাম্বুজ-বিনির্গত উক্তরূপ-বাক্য-রাশি শ্রবণ করিয়াছি সত্য, তথাপি পরমার্থতঃ আমার "মহেশান্নাপরো দেবঃ", এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্না হইতেছে না। যদিচ আমি অবগত আছি যে, ঋষিগণ সর্ব্বদা সত্যবাক্য বলিয়া থাকেন এবং কখনও মিথ্যাবাক্য কথন করেন না, তথাপি "শম্ভুঃ পরমঃ", এইরূপ মতি কেন যে আমার হইতেছে না, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। হে মুনে! শ্রীশঙ্কর-সম্বন্ধী গুণ-নিচয়ের প্রতি আমি কেন যে অসূয়া, বা দোষারোপ করি, তাহার মূল-কারণ কীর্ত্তন করিতেছি, আপনি অবধারণ করুন।

পূর্ব্বকালে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রারম্ভ-সময়ে যখন আমার পিতা ব্রহ্মা প্রজা-সকলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তৎকালে একাদশ-সংখ্যক-রুদ্রগণেরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। জটা-মণ্ডিত-মস্তক, দ্বীপি-চর্ম্মাম্বরধারী, ক্রোধ-রক্ত-বিলোচন, মহাত্মা, ভীমরূপ, ভীম-পরাক্রম, ভীম-কর্ম্মা সেই একাদশ-রুদ্রগণ উৎপন্ন হইয়াই, ব্রহ্ম-সৃষ্টি-বিলোপার্থ সমুদ্যত হইয়াছিল। অনন্তর আমার পিতা ব্রহ্মা সেই একাদশ-রুদ্রগণকে সৃষ্টি-বিলোপার্থ উদ্‌যোগ-পরায়ণ অবলোকন করিয়া, আজ্ঞা-প্রদান-দ্বারা তাহাদিগকে প্রশান্ত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই সেই রুদ্রগণ উপশান্ত হইল না। যখন পিতা ব্রহ্মা দেখিলেন, তাহারা উপদেশ-সাহায্যে শান্ত হইবার নহে, তখন উচ্চৈঃস্বরে তিনি আমাকে বলিলেন যে, হে পুত্র! যাহাতে ভীম-কর্ম্মা এই রুদ্রগণ পুনর্ব্বার প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইতে না পারে,

তুমি আমার আজ্ঞাবশে ইহাদিগকে ক্ষিপ্রগতি বশে আনয়ন-পূর্ব্বক তথাভূতব্যবস্থা-প্রণয়ন-সাহায্যে সংযত কর।

পিতা ব্রহ্মার উক্তরূপ আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, ভীম-বিক্রম সেই রুদ্রগণ ভীত-হৃদয়ে প্রশ্রয়-বিক্রম-পরিহার-পুরঃসর আমার বশ্যতা-স্বীকারান্তে মদীয়-শাসন-পাশে আবদ্ধ হইয়া, শান্তভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। হে মহামুনে! তদাপ্রভৃতি আমার শ্রীশঙ্করদেবের প্রতিও অবজ্ঞা উপস্থিতা হইয়াছে। কারণ, যাঁহার অংশ-সম্ভব এই ভীমবিক্রম-রুদ্রগণ আমার আজ্ঞাবশবর্ত্তী, সেই শ্রীশঙ্করদেবের শ্রেষ্ঠত্ব আমার অগ্রে কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে? কিঞ্চ, কি রূপে, কি গুণে, সতী আমার যাদৃশী কন্যা, হে মহামুনে! তাহা আপনি সম্যক্‌রূপ অবগত আছেন; সুতরাং এবিষয়ে আপনাকে আর আমি অধিক কি বলিব? হে মুনিসত্তম! আপনি ত আমার কন্যার কুলশীল-সম্বন্ধেও সমস্ত-পরিচয় অবগত আছেন, অতএব আপনিই বলুন দেখি, আমার আজ্ঞা-বশবর্ত্তী সেই শ্রীশিবদেব কি আমার তাদৃশী-তনয়া-সতীর ভর্ত্তৃযোগ্য হইতে পারেন? সৎপাত্রে বিহিত-দানই পুণ্য ও কীর্ত্তিকর হইয়া থাকে। অতএব সৎপাত্র দেখিয়াই, বিচক্ষণ-জনগণের কন্যাদান করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বিবেচিত হইরাছে।

হে মহামুনে! বেদ-শাস্ত্রের ব্যবস্থা এইরূপ হইতেছে যে, কন্যার পিতা, বা প্রাজ্ঞ-জনগণ স্বয়ং বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া, পাত্রের কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, বিত্ত, বয়ঃ-পরিমাণ, আভিজাত্য ও বিনয়াদি-বিচার করিয়া, সর্ব্বজন-সম্মত হইলে, তাদৃশ-সৎপাত্রে দুহিতা দান করিবেন। হে মুনে! আমি পূর্ব্বে সতীর স্বয়ম্বর-সময়ে এই কুল-শীলাদির বিচার করিয়াই, কুল-শীল-বিবর্জ্জিতবোধে শ্রীশঙ্করদেবকে আহ্বান করি নাই। অথবা হে মুনে! আমার মানসে অদ্যাপি যে ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা আপনার নিকটে স্পষ্ট করিয়াই বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যাঁহার অংশ-সম্ভব এই মহারুদ্রগণ আমার আজ্ঞাবশবর্ত্তী রহিয়াছে, রুদ্রগণের মূলভূত সেই শ্রীশঙ্করদেব যে পর্য্যন্ত আমাকে আক্রমণ না করিবেন, তাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতি আমার বিদ্বেষ-ভাব অবিচলিত থাকিবে, হে মুনে! একথা আমি আপনার নিকটে সত্য করিয়াই কথন করিতেছি, জানিবেন।

কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি আমার এই বিদ্বেষের প্রতিফল যদি কখনও শ্রীশম্ভুদেব আমাকে দান করিতে সমর্থ হন, তবেই আমি তাঁহার নিকট হইতে সমুচিত-শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ তাঁহার যথোচিত-পূজা করিতে বাধ্য হইব। অন্যথা শ্রীশঙ্করদেব আমার নিকট হইতে পূজা-প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত-পাত্ররূপে বিবেচিত হইবেন না। হে মহামুনে! আমি যখন বিনা-বিচারে পূর্ব্ব হইতেই উক্তরূপ-দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তখন কেবলমাত্র আপনার উপদেশবলেই যে আমি শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি পরমপুরুষোচিত-সম্মান-প্রদর্শনে বাধ্য হইব, এরূপ মনে করা, আপনার পক্ষে নিতান্তই ভ্রমের কার্য্য হইতেছে, বলিতে হইবে।

প্রজাপতি-দক্ষের এবম্বিধ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, মহামুনি দধীচি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, নিশ্চিতই এই মহামূঢ়-মতি-প্রজাপতি-দক্ষ দেবী ভবানী ও শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক পরিবঞ্চিত হইয়াছেন। অথবা কায়-বাক্যমনঃ-সাহায্যে একান্ত-ভক্তিভরে যে সকল-সজ্জন শ্রীসতী ও শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও যখন অদ্যাপি শ্রীসতী-মহেশ্বরদেবের প্রকৃত-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হইলেন না, তখন এই বিমোহিত-প্রবঞ্চিত-মূঢ়মতি-প্রজাপতি-দক্ষই বা কেমন করিয়া, সেই যোগি-জনেরও দুর্জ্ঞেয়া পরমা প্রকৃতি ও পরম-পুরুষ শ্রীসতী-মহেশ্বরদেবকে অবগত হইতে সমর্থ হইবে? কিন্তু, এই জগতীতলে যদি কোন বিজ্ঞজন কখনও কোন মন্দ-বুদ্ধি-মূঢ়জনকে শ্রীসতী-মহেশ্বরতত্ত্ব-বিজ্ঞাপন-দ্বারা জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ করিতে পারিতেন, তবে সুর-নরাদি-সমাজান্তর্গত-শ্রীশিব-সতী-ভক্তি-বিহীন কোন্ জনই বা মুক্তি-লাভে সমর্থ না হইত? মহামুনি দধীচি তৎকালে মনে মনে পুনঃ পুনঃ উক্তরূপ-বিচিন্তন-পূর্ব্বক দুষ্টমতি-প্রজাপতি-দক্ষকে আর কোন কথা না বলিয়া, নিজ-নিকেতনে গমন করিলেন। এদিকে প্রজাপতি-দক্ষও অত্যন্ত-দুঃখের সহিত পুনঃ পুনঃ দীর্ঘোষ্ণ-নিশ্বাস-পরিত্যাগ করিতে করিতে, স্বকীয়-গৃহোত্তমে প্রবেশ করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তবিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টাবিংশ অধ্যায়

এক্ষণে অপরথা এইরূপ বক্তব্য অবতীর্ণ হইতেছে যে, পরিণয়-কার্য্যাবসানে মহামহিম-শ্রীমন্মহাদেব শ্রীমতীসতীদেবীর সহিত হিমালয়-পর্ব্বতের প্রস্থোত্তমে সমাগত হইলে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই স্থানে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণও সমাগত হইলেন। দেবগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মুনি-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-প্রভৃতি ঋষিগণ সমাগত হইলেন। ঋষিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুলোমজা-শচী-প্রভৃতি-দেব-পত্নী-গণ, তথা উরগ-গণ, গন্ধর্ব্বগণ এবং সহস্রশঃ কিন্নরীগণ সমাগত হইলেন। এই সময়ে পরমহর্ষিত-দেবগণ আনন্দভরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অপ্সরঃ-শ্রেষ্ঠগণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন, গন্ধর্ব্ব-পতিগণ মানস-মোহন-সুমধুর-সঙ্গীত করিতে লাগিলেন, তথা সমবেত-শচী-মেনকা-মুনিপত্নীমুখ্য-স্ত্রীগণ মহা উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইয়া, তৎকালোচিত স্ত্রীআচারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রহৃষ্ট-মানস-প্রমথগণ শ্রীসতী-শিবদেবকে প্রণাম করিলেন। তথা প্রমথগণের মধ্যে কেহ বা নৃত্য করিতে লাগিলেন, কেহ বা করবাদ্য ও গালবাদ্য করিতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা আনন্দের সহিত গান-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবসত্তমগণ শ্রীসতী-শিবদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের অনুজ্ঞা-গ্রহণ-পূর্ব্বক স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে শ্রীসতী-শিবদেব-কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া, সুর-সত্তমগণ প্রস্থান করিলে, পশ্চাৎ শচী, মেনকা ও মুনিপত্নী-প্রভৃতি-স্ত্রীগণ, তথা অন্যান্য-গন্ধর্ব্বকিন্নর--প্রভৃতি-সকলেই পরম-প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে নিজ-নিজ-নিকেতনে গমন করিলেন বটে; কিন্তু মেরুতনয়া মেনা গমন-কালে পরম-সুন্দরী-চার্ব্বঙ্গী-শ্রীমতী-সতীদেবীকে একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন। দেখিয়া দেখিয়া, মনে মনে মেনা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আহা মরি! মরি! কি রূপ-মাধুরী! আহা!

আমি এমন রূপ ত আর কখনও দেখি নাই। আহা! এই চারু-সর্ব্বাঙ্গী-পরম-সুন্দরী-দেবী সতীকে যিনি প্রসব করিয়াছেন, সেই সতী-জননীই নারী-কূলে, বা জননী-সমাজে মহাভাগ্যবতী, বা ধন্যতমা। অতএব আমি প্রতিদিন এই স্থানে সমাগতা হইয়া, এই রুচিরাননা-ত্রৈলোক্য-সুন্দরী শ্রীমতীসতীদেবীকে আরাধনা-পূর্ব্বক পুত্রীভাবে প্রার্থনা করিব, সন্দেহ নাই। এইরূপে ত্রিজগজ্জননী-জ্ঞানে সতী-দেবীকে চিন্তা করিতে করিতে, মেনা-দেবী মনে মনে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং গিরিরাজ-গেহিনী মেনা একদিনের জন্য, বা ক্ষণকালের জন্যও সেই ত্রিজগদম্বিকা-সতী-দেবীকে বিস্মৃতা হইতে পারিলেন না। প্রত্যুত গিরিরাজ-গেহিনী-মেনা অনুদিন শ্রীশঙ্করদেবের গেহিনী-শ্রীমতী-সতী-দেবীর নিকটে আগমন-পূর্ব্বক পরম-ভাব-সমন্বিতা আরাধনা-সাহায্যে তাঁহার প্রীতি সম্বর্দ্ধিতা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একদা বুদ্ধিমান্‌গণের শ্রেষ্ঠ, পরমজ্ঞানী, শ্রীশিব-ভক্তি-পরায়ণ দক্ষানুচর-নন্দী শ্রীশঙ্করদেব-সন্নিধানে সমাগত হইলেন। কিঞ্চ, সেই দক্ষানুচর-নন্দী দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রভো! হে দেবদেব! আমি প্রজাপতি-দক্ষের একজন অনুচর এবং স্বতঃসিদ্ধ-তত্ত্ব-জ্ঞান-বলে আপনার প্রভাব-বেত্তা, বিপ্রর্ষি-শ্রেষ্ঠ-মহামুনি-দধীচির শিষ্য। হে দেবেশ! অধুনা আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। হে শরণাগতবৎসল! আপনি আমাকে পরিমুগ্ধ করিবেন না। আমি আপনাকে সাক্ষাৎ পরম-পুরুষ পরমাত্ম-স্বরূপে অবগত আছি এবং শ্রীমতীসতীদেবীকে সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারিণী মুলা-প্রকৃতি বলিয়াই জানি। অতএব হে সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর! আপনাদের উভয়ের নিকটেই কাতর-কণ্ঠে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আমার উক্তরূপ-জ্ঞান যেন "কদাচিদপি" বিচলিত, বা তিরোহিত না হয়। এইকথা বলিয়া, মহাত্মা নন্দী পরম-ভক্তি-পূর্ণ-হৃদয়ে গদ্‌গদ-বাক্যে ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহকারী দেবের দেব শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহাত্মা নন্দী কহিলেন, হে শিব! আপনি ভূরাদি-চতুর্দ্দশ-ভুবনের

আদিভূত, তথা সর্ব্ব-জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা এবং পরমপুরুষ-স্বরূপ। হে মহাদেব! আপনিই স্বরচিত-জগতের সম্যক্‌পালন করেন বলিয়া সম্পাতা, তথা আপনি প্রতিসঞ্চর-সময়ে স্ব-সৃষ্ট-বিশ্বের বিনাশ-সাধন করেন বলিয়া, বিলয়কর্ত্তৃস্বরূপেও বেদাদি-শাস্ত্রে পরিগীত হইয়াছেন। তথা হে দেব! আপনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যোপেত এবং আপনিই অতিযুবক ও অতি-বৃদ্ধস্বরূপ। হে বরদ! সুরবর! আমি আপনাকে একমাত্র পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপে অবগত হইয়া, পরম ঈশ্বরবোধে আপনার শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে কোটি-কোটি-প্রণাম করিতেছি। কিন্তু, হে দেব! আপনার রূপ যোগিজনেরও চিন্তার অতীত। তুষার-শুভ্র আপনার এই অতিমনোহর-রূপ শত-শত-শরচ্চন্দ্রকেও পরাজিত করিয়াছে। আপনার শিলাতল-বিশাল-ললাট-ফলকে ভ্রাজমান-শশাঙ্কার্দ্ধ যেন আপনার রূপগৌরববশেই অধিকতর গৌরবান্বিত হইয়াছে।

অপিচ, হে দেববর! আপনার বিমল-মুখ-পঙ্কজ শরৎকালীন-পূর্ণ-শশধর-সমান রুচির, বা মনোজ্ঞ, তড়িদ্‌-বর্ণ-জটাজূট এবং কমনীয়-কান্তি-কলানিধির অর্দ্ধ-সমাবেশবশে নিরতিশয়-স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত-মৌলি-প্রদেশে সমাসক্ত-বিমল-মণি-ভূষণ-ভূষিত-ভুজগগণ মৌলি-বেষ্টন-পূর্ব্বক মুকুটাভরণ-কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায়, আপনার এই মুনি-জন-মানস-মোহন-মহামহিম-মহনীয়-ত্রৈলোক্য-সুন্দর-রূপ ত্রিজগতীতলে তুলনা-রহিতরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব হে অশেষ-ভুবনেশ্বর! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শতক্রতু-প্রভৃতি-ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠগণ-কর্ত্তৃক সতত-নমিত আপনার পদ-পঙ্কেরুহ-যুগে আমি নিরন্তর-শতকোটি-প্রণাম করিতেছি। হে দেব! এই ভূমণ্ডলে যাঁহারা নিত্যকাল আপনাকে সর্ব্বতোভাবে পূজাযুক্ত করিয়া, আপনার পুণ্য-প্রদ-নাম-সকল সততকাল কীর্ত্তন করেন, অথবা ভক্তিভরেই হউক, কিম্বা অভক্তি-পূর্ব্বকই হউক, যাঁহারা প্রতিনিয়ত আপনার পঞ্চাক্ষর-ষড়ক্ষরাদি-মন্ত্র-সকল-জপ করেন, হে প্রভো! তাঁহারাও প্রথমতঃ আপনার পদবী অর্থাৎ শিবলোক প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ স্বর্গস্থানে কৈলাসাবাসে সততকাল বাস করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। হে পশুপতে! আপনি দেবের দেব মহাদেব, অতএব

আপনি ভিন্ন মাদৃশ-দীন-জন-সকলের প্রতি অন্য কোন্ দেববর দয়াপর হইতে পারেন ?

মহাত্মা নন্দিকর্ত্তৃক মহেশ্বর শ্রীমন্মহাদেব উক্তরূপে সংস্তুত হইয়া, প্রসন্নান্তঃকরণে সম্বোধন-পূর্ব্বক তাঁহাকে এইকথা বলিলেন যে, হে নন্দিন্! তোমার অভিলষিত-বিষয় কি ? তাহা বল, আমি অবিলম্বে তোমার প্রার্থনানুরূপ-বরদান করিতেছি। নন্দী কহিলেন, হে জগদীশ্বর! আমি আপনার নিকটে সদাকাল অবস্থিত হইয়া, আপনার দাসত্ব করিতে ইচ্ছা করি। আমার মনে মনে অভিলাষ এই যে, আমি প্রতিদিন, বা অনুক্ষণ নিজ-নয়নে আপনার ত্রিভুবন-বন্দিত-চরণ-যুগল দর্শন করি। অতএব যাহাতে আমার উক্তরূপ অভিপ্রায় পূর্ণ হয়, তজ্জন্যই আমি আপনার নিকট হইতে আপনার চির-কিঙ্করত্ব-লক্ষণ-বরপ্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমার নিকটে যাদৃশ-বর-প্রার্থনা করিয়াছ, নিশ্চিতই তুমি তাদৃশ-বর প্রাপ্ত হইবে। নিশ্চিতই আমার নিকটে সদাকালের জন্য তোমার বাস নির্দ্দিষ্ট হইবে। কিন্তু, ত্বৎপ্রণীত এই স্তোত্র-দ্বারা ভূমণ্ডলে ভক্তি-পূর্ব্বক যে সকল-মানব আমার স্তব করিবে, এই ভুবন-ত্রয়ে তাহাদিগের কোনরূপ অশুভ থাকিবে না এবং তাহারা মর্ত্ত্যলোকে সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত সুচিরকাল অবস্থিতি করিয়া, দেহাবসানে মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। হে মহামতে! বৎস! নন্দিন্! তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয়, অতএব তুমি আমার এই প্রমথ-সকলের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া, আমার এই পুরমধ্যে সুখে নিবাস কর। এইরূপ বর-প্রাপ্তির অনন্তর মহাত্মা নন্দী শ্রীমন্মহাদেবের প্রভাব-বশে প্রমথ-বৃন্দের অধিপতি হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সমীপে সুখে নিবাস করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টাবিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একোনত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর ভগবান্ শ্রীশম্ভুদেব পরমা-পূর্ণা-পরা-প্রকৃতি-স্বরূপিণী শ্রীমতী-সতীদেবীকে প্রাণৈকবল্লভা-পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সহিত কিছু-দিন নির্জ্জনে কাম-ক্রীড়া-রসানুভব-বাসনায় মহাবল-নন্দী ও প্রমথগণকে আহ্বান করিয়া, এইকথা বলিলেন যে, হে প্রমথগণ! তোমরা সকলে আমার আদেশে শীঘ্র এইস্থান হইতে কিঞ্চিৎ সুদূরবর্ত্তীদেশে গমন-পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি কর, যাও, আর কাল-বিলম্ব করিও না। কিন্তু, আমি যখন তোমাদিগকে স্মরণ করিব, তৎকালেই তোমরা আমার নিকটে আসিবে, অন্যথা আমার আদেশ-ব্যতীত কদাচন কোন ব্যক্তি যেন এইস্থানে সমাগতা না হয়। শ্রীশম্ভুদেবের এইরূপ আজ্ঞা-বচন শ্রবণ করিয়া, সেই সমস্ত-প্রমথই অচিরকালমধ্যে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সন্নিধি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ সুদূরবর্ত্তী দেশে গমনান্তে তথায় অব-স্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব সেই নির্জ্জন-হিম-শৈল-শিখরে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী-শ্রীমতীসতীদেবীর সহিত দিবারাত্র নিজ অভিলাষানুরূপ ক্রীড়া-বিহারে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীমহেশ্বরদেব কদাচিৎ তুহিনাচলস্থ-কুঞ্জ-কানন-নিচয় হইতে বিবিধ-জাতীয়-সুগন্ধি-সুদৃশ্য-সুরম্য-বন-পুষ্প-সকল আনয়ন করিয়া, শোভন-মাল্য-নির্ম্মাণ-পুরঃসর শ্রীমতীসতীদেবীর গলদেশে সমর্পণান্তে সুরচিত-মাল্য-সমাবেশ-বশে তাঁহার রূপ-সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইল কি না? কৌতুকের সহিত তাহাই দেখিতে লাগিলেন। কদাচিৎ প্রেমভাবে শ্রীমতী-সতীদেবীর ফুল্লাম্বুজোপম-যৌবন-বিকসিত-বিমল-বদন-বিম্ব উন্নমিত করিয়া, পরমাদর-ভরে নিজ-পাণি-পদ্ম-সাহায্যে পরিমার্জ্জিত করিয়া দেন, কদাচিৎ গিরি-গহ্বরে, অথবা কদাচিৎ পুষ্প-কাননে গমন-পূর্ব্বক সেই রুচিরাননা-সতীদেবীর সহিত রমণ করেন, কদাচিৎ সরোবর-সকলের তীরে যথাভিলষিতরূপে শ্রীসতীদেবীর সহিত বিহার করেন, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব

শ্রীসতীভিন্ন এবং শ্রীমতীসতীদেবীও শ্রীমন্মহেশ্বরদেবভিন্ন অন্যত্র যে কোন রমণীয়-বস্তুমাত্রেও ক্ষণকালের জন্যও অণুমাত্র-পরিমাণেও দৃষ্টি সঞ্চালিতা করিলেন না।

কিন্তু, তৎকালে সেই শ্রীমন্মহেশ্বরদেব কদাচিৎ শ্রীসতীদেবীর সহিত কৈলাস-শিখরে গমন করিতেন, কদাচিৎ মেরু-পর্ব্বত-পৃষ্ঠে বিহার করিয়া, পুনরপি শ্রীপরমেশ্বরদেব শ্রীসতীদেবী সহ মন্দর-শৈলশিখর-কন্দরে গমন করিতেন। এইরূপে শ্রীমতীসতীদেবীসহ সততকাল বিহারে প্রবৃত্ত শ্রীপরমেশ্বরদেব ক্ষণার্দ্ধ-কালের জন্যও শ্রীমতীসতীদেবীকে পরিত্যাগ করিলেন না। শ্রীশঙ্করদেব যে কোন স্থানেই গমন করুন না কেন, পুনরপি শ্রীমতীসতীদেবীসহ মহাগিরি-হিমালয়ের সুশোভন-প্রস্থ-প্রদেশে সমাগত হইতেন। শ্রীমতীসতীদেবীসহ উক্তরূপে বিহরণ-পরায়ণ শ্রীপরমেশ্বরদেব দিবা-রাত্রি-বিভাগ-বিজ্ঞান-বিরহিতপ্রায় অবস্থায় অতি আনন্দের সহিত ক্ষণার্দ্ধকালের ন্যায় দেখিতে দেখিতে, দিব্য দশ-সহস্র-বৎসর পরিমিত-কাল অতিবাহিত করিলেন। এইরূপ পরমা-পূর্ণা-প্রকৃতি-ত্রৈলোক্য-মোহিনী-শ্রীমতীসতীদেবীও হিম-শিখরি-শিখরে সম্যক্ অবস্থিতি-পূর্ব্বক নিজ-মায়া-সাহায্যে শ্রীমন্মহাদেবকে বিমোহিতপ্রায় করিয়া, দিব্য-দশ-সহস্র-বৎসর-পরিমিত-কাল পরিযাপিত করিলেন।

এদিকে হিম-গিরি-পত্নী মেরু-তনয়া-মেনকাদেবীও যথোচিত-সময় অবগতা হইয়া, প্রতিদিন শ্রীমতী-সতীদেবীর সমীপে গমন-পূর্ব্বক আরাধনা-সাহায্যে অনুদিন ভক্তি-ভরে সততকাল তাঁহাকে পুত্রীভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইসময়ে মেনকা-দেবী আশ্বিন-মাসীয়-শুক্ল-মহাষ্টমী-তিথি-যোগে উপবাস-পূর্ব্বক ব্রতারম্ভ করিয়া, প্রতিমাসীয়-শুক্লাষ্টমী-তিথিপ্রাপ্তা হইয়া, উপবাসসহ শ্রীমতীহর-গেহিনী-সতী-দেবীর পূজা করিতেন। ক্রমে বৎসর পূর্ণ হইলে, পুনরপি মহাষ্টমী-তিথিযোগে উপবাস-পুরঃসর গিরি-গেহিনী-মেনকাদেবী শ্রীশঙ্কর-গেহিনী শ্রীমতী-সতীদেবীর বিধিবৎ সম্যক্পূজাকার্য্যসম্পাদনান্তে নিজ-সমারব্ধ ব্রতের পূর্ণতা-সাধন করিলেন। অনন্তর বর্ণিতানুরূপ-ব্রত-পরিচরণে পরিতুষ্টা প্রসন্না বরদা দেবী শ্রীশঙ্করগেহিনী সতী হৃদয়ে প্রীতি-পরিপ্লুতা হইয়া,

শ্রীমতীমেনকাদেবীর নিকটে এইরূপ অঙ্গীকার করিলেন যে, হে দেবি! আমি অদূর-ভবিষ্যতে তোমার সুতা-স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিব, এবিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই।

শ্রীশিব-শঙ্কর-গেহিনী শ্রীমতীসতীদেবীর উক্তরূপ-বর-প্রদান-পর-সুধাসম-মধুময়-বচন শ্রবণ করিয়া, হৃষ্ট-মানসা মেনকাদেবী অহর্নিশকাল ত্রৈলোক্য-মোহিনী মহাদেবী-সতীর মধুর-মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া, কতদিনে তাঁহার সেই শুভ-সময় সমাগত হইবে, কতদিনে ত্রিজগজ্জননী পরমা-প্রকৃতি-স্বরূপিণী ত্রিভুবন-মহারাজ-গৃহিণী শ্রীমতীসতীদেবী তাঁহার কন্যা-পাব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, স্তন্যপান করিতে করিতে, শারদ-পূর্ণ-শশধর-সম-সমুজ্জ্বল-সুচারু-বদনে আধ আধ সুধাময়-বচনে 'মা' বলিয়া, তাঁহাকে সম্বোধন করিবেন, ইত্যাদিভাবনায় আত্মহারাপ্রায় হইয়া, গিরিরাজ-মন্দিরে সংস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীমতীসতীদেবীর মায়াপ্রভাবে বিমোহিত শ্রীশিববিদ্বেষ্টা প্রজাপতি-দক্ষ অনুদিনই যত্র তত্র শ্রীশিব-নিন্দা-বাদে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু, প্রজাপতি-দক্ষ নিরন্তরই শ্রীশিব-বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত-নিন্দাবাদ-প্রচারে ব্রতী হওয়ায়, শ্রীশঙ্করদেবও সেই প্রজাপতি-দক্ষকে শ্বশুর বলিয়া, সম্মান্যরূপে মনে করিতে পারিলেন না। এইরূপে সেই শ্বশুর ও জামাতা দক্ষ-প্রজাপতি এবং শ্রীশঙ্কর-দেব, এই উভয়ের মধ্যে দিনে দিনে পরস্পর অত্যধিকপরিমাণে অদ্ভুত-রূপা অপ্রীতি বিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল।

অনন্তর একদিন সহসা ব্রহ্মনন্দন-নারদ বীণা-যন্ত্রে শ্রীশিব-গুণ-গাথাগান করিতে করিতে, দক্ষালয়ে সমাগত হইয়া, প্রজাপতি-দক্ষকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইবাক্য কহিলেন যে, হে প্রজাপতে! যেহেতু আপনি প্রতিনিয়ত যেখানে সেখানে শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করিয়া থাকেন, অতএব অর্থাৎ এইকারণেই শ্রীশঙ্করদেব ক্রুদ্ধ হইয়া, আপনার প্রতি যেরূপ দণ্ডের বিধান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে প্রজাপতে! আমি নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি যে, সেই শ্রীমহেশ্বরদেব একদিন সগণে আপনার আলয়ে সহসা উপস্থিত হইয়া, ভূতগণের দ্বারা ভস্মাস্থি-বর্ষণ-পূর্ব্বক যাবতীয়-শুভ-শান্তি

বিনষ্টা করিয়া, সবংশে আপনার বিনাশ-সাধন করিবেন। হে প্রজাপতে! আমি স্নেহ-প্রযুক্ত এই গুহ্যসংবাদ-কথা আপনার নিকটে পরিব্যক্তা করিলাম, দেখিবেন, আপনি যেন কদাচন মন্নিবেদিত এই গোপনীয়-বিষয় কুত্রাপি প্রকাশিত করিবেন না। পক্ষান্তরে হে মহারাজ! আপনি এক্ষণে বিচক্ষণ-মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া, ক্ষিপ্রগতি-মন্ত্রণা-পূর্ব্বক উপায়াবধারণে প্রবৃত্ত হউন। এইকথা বলিয়া, দেবর্ষি-নারদ আকাশ-মার্গাবলম্বনে তৎক্ষণাৎ নিজালয়ে গমন করিলেন।

এদিকে প্রজাপতি-দক্ষ নিজ-মন্ত্রি-সকলকে আহ্বান করিয়া, এই-কথা বলিলেন যে, আপনারা সকলেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষি-মন্ত্রিস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন বটে, পরন্তু পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, মদ্-বিপক্ষীয়-গণের চেষ্টিতাবধারণ-বিষয়ে আপনাদের মধ্যে কাহারও লক্ষ্য, বা মনোযোগ দেখিতে পাওয়া যায় না। আপনারা যদি এইরূপ অন-বহিত-চিত্তে রাজকার্য্য-পর্য্যবেক্ষণ করেন, তবে রাজ্য, বা অখিল-রাজ্যাঙ্গের আশু অমঙ্গলাশঙ্কা অবশ্যম্ভাবিনী, বা অচিরকালমধ্যে সমা-গতপ্রায়া বিবেচনা করিতে হইবে। অদ্য দেবর্ষি-নারদ সহসা সমুপা-গত হইয়া, আমাকে এক অতিভীষণ-বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মদীয় আলয়ে সর্ব্বপ্রথমগণসহ শ্রীশঙ্করদেব সমাগত হইয়া, ভস্ম, অস্থি ও রক্ত-মাংস-নিচয়ের ধারা-বর্ষণ করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব হে মন্ত্রিগণ! সম্প্রতি সমাগতপ্রায়-মহাবিপদের প্রতি-রোধকল্পে যে যে উপায় বিধেয়, বা যোগ্য-বিবেচিত হয়, তাহা আপ-নারা আমার নিকটে শীঘ্র কীর্ত্তন করুন।

রোষ-রক্ত-লোচনে প্রভুত্ব-ব্যঞ্জক-ক্রোধ-কর্কশস্বরে প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক কথিত উক্তরূপ-বাক্যশ্রবণে ভয়-ত্রস্ত-মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া, সক-লেই এক যোগে বলিলেন যে, স্বয়ং দেবদেব শ্রীশঙ্করদেব কেমন করিয়া, এরূপ কুৎসিত, বা ঘৃণিত-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন? এবিষয়ে বহু অনু-সন্ধান করিয়াও, আমরা বিশিষ্ট কোন কারণ নির্দ্ধারিত করিতে পারিতেছি না। অতএব হে প্রজাপতে! আপনি বুদ্ধিমান্‌গণের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ; সুতরাং আপনি নিজ-বিচার-সাহায্যে যাদৃশ, বা যে সকল

উপায় সমীচান বলিয়া, অভিলক্ষিত করিবেন, অগ্রে তৎসমুদায়ের নির্দ্দেশ করুন। পশ্চাৎ আপনাকর্ত্তৃক-নির্দ্দিষ্ট-যথাযুক্ত উপায়-সকলের ভদ্রাভদ্র, অর্থাৎ ভালমন্দবিষয়ে আমরা যথোপযুক্তবিবেচনা করিব।

মন্ত্রিগণের উক্তরূপ-বাক্য-শ্রবণে কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট-চিত্তে দক্ষ কহিলেন যে, আমি কোন একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব এবং সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে সমস্ত-দৈবতগণকে আহ্বান করিব, কিন্তু শ্মশান-সংবাস-ভূতগণাধিপ-শ্রীশিবদেবকে সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে আহ্বান করিব না। কিঞ্চ, সেই যজ্ঞ-কার্য্যের সুচারুরূপে সম্পাদন, বা নির্ব্বিঘ্ন-পরিসমাপ্ত্যর্থ সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর-শ্রীবিষ্ণুদেবই সর্ব্ববিধ-বাধা-বিঘ্নের বিনিবারক, বা, প্রশমনকর্ত্তা হইবেন। এইরূপে আমি যদি প্রযত্ন-পূর্ব্বক সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন-যজ্ঞেশ্বর-শ্রীবিষ্ণুকে মখ-সংরক্ষক-পদে পরিকল্পনা, বা বরণ করিয়া, পুণ্য-ক্রিয়ারম্ভ করি, তাহা হইলে, পুণ্য-কর্ম্ম-যুত-মদীয়-মঙ্গলময়-শুভ-পবিত্র-পুরবরে ভূতপতি-শ্রীশিবদেব কেমন করিয়া, আগমন করিবেন? আর কেমন করিয়াই বা, অমঙ্গলাচরণে সমর্থ হইবেন?

অনন্তর সেই মন্ত্রিগণ প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে যজ্ঞারম্ভ-বিষয়কপ্রস্তাব উপস্থাপিত হইলে, ভয়াভিভূত-হৃদয়ে প্রজাপতি-দক্ষকে সম্বোধন-পূর্ব্বক তৎকালে এইকথামাত্র কহিলেন যে, মহারাজ! "ভদ্রমেতৎ।" তদনন্তর প্রজাপতি-দক্ষ চর-দ্বারা ক্ষীরোদ-সমুদ্র-তীরে শ্রীবিষ্ণুদেব অবস্থিতি করিতেছেন, অবগত হইয়া, ক্ষিপ্রগতি তথায় গমন-পূর্ব্বক যজ্ঞ-সংরক্ষণ-লক্ষণ-কারণের উল্লেখ করিয়া, শ্রীবিষ্ণুদেবকে নিজ-প্রার্থনা বিজ্ঞাপিতা করিলেন। অনন্তর পরম-পুরুষ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেবও প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক যজ্ঞরক্ষণার্থ সম্প্রার্থিত হইয়া, প্রসন্নান্তঃকরণে যজ্ঞ-পরিরক্ষণ-কল্পে স্বয়ংপ্রজাপতি-দক্ষের সহিত তদীয়-পুর-প্রদেশে শুভাগমন করিলেন। এইরূপে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব যজ্ঞ-সংরক্ষণার্থ গঙ্গাদ্বার-সমীপে দক্ষালয়ে শুভাগমন করিলে, প্রজাপতি দক্ষও আনন্দের সহিত যজ্ঞকার্য্যে ব্রতী হইয়া, পরম-মহোৎসব প্রবর্ত্তিত করিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একোনত্রিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রিংশ অধ্যায়

এইরূপে সমারব্ধ-যজ্ঞ-মহোৎসবে যোগদানার্থ প্রজাপতি-দক্ষ ইন্দ্র-পুরোগম-দেবগণ, ব্রহ্মা, মখ-দেবর্ষিগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ, মহোরগগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিতৃগণ, দৈত্যগণ, দানবগণ, কিন্নরগণ, তথা ভূচর-জলচর-খেচর-পর্ব্বত-সমুদ্র-নদ-নদী-স্থাবর-জঙ্গম-প্রভৃতি-চতুর্দ্দশ-ভুবন-নিবাসী যাবতীয়-প্রাণিবর্গকে আহ্বান করিলেন। তথা পূর্ব্ব-পরামর্শানু-সারে বিদ্বেষবশতঃ কেবলমাত্র শ্রীমন্মহেশ্বরদেব এবং নিজকন্যা হইলেও, শ্রীশিব-পত্নী-বোধে শ্রীমতীসতীদেবীকে বর্জ্জন করিতে ইচ্ছা করিয়া, যজ্ঞ-মহোৎসবে যোগদানার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিলেন না।

যজ্ঞ-মহোৎসব উপলক্ষে দক্ষ-কৃত-নিমন্ত্রণাহ্বান-দ্বারা আহূত হইয়া, ব্রহ্মা বা ইন্দ্র-প্রভৃতি-দেবগণ ও অন্যান্য-সকলে যজ্ঞ-সভাভবনে সমাগত হইলে, প্রজাপতি-দক্ষ সভাস্থ-সর্ব্বজাতীয়-সজ্জনগণকে সম্বোধন করিয়া, এইকথা বলিলেন যে, হে সভ্য-মহোদয়গণ! আমার এই যজ্ঞ-মহা-মহোৎসবে শ্রীশঙ্করদেব এবং শ্রীশিব-প্রিয়া শ্রীমতীসতীকে আমি নিমন্ত্রণাহ্বান-দান করি নাই। দেবশঙ্কর ও দেবীশঙ্করী, এই দুইজনকে আহ্বান-দান করি নাই বলিয়া, যিনি যিনি আমার যজ্ঞ-মহোৎসবে আগ-মন না করিবেন, অদ্য হইতে তাঁহারা সকলেই সর্ব্বত্র যজ্ঞ-ভাগ-বহিষ্কৃত হইবেন। সকলের আদিভূত পুরাণ-পরম-পুরুষ ভগবান্ শ্রীমন্নারায়ণদেব মদীয় যজ্ঞের সংরক্ষণার্থ স্বয়ংই যজ্ঞ-সভা-স্থলে সমাগত হইয়াছেন। অতএব আমি ত্রৈলোক্য-মণ্ডলস্থ-সকলকেই আহ্বান-পূর্ব্বক বলিতেছি যে, আপনারা সকলে সর্ব্বথা ভয়-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মদীয়-যজ্ঞ-মহোৎসবে শুভাগমন করুন।

প্রজাপতি-দক্ষের উক্তরূপ আদেশবচন শ্রবণ করিয়া, হৃদয়ে ভয়-ভীত হইলেও, সুরাদি সকলেই শিব-শূন্য-যজ্ঞ-সভাস্থলে সমাগত হইলেন। কিন্তু, সভাস্থ-সকল-সভ্য-জনই যেমন শ্রবণ করিলেন যে, যজ্ঞ-রক্ষণ-

তৎপর ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং যজ্ঞ-সভা-ভবনে সমাগত হইয়াছেন, তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র-প্রমুখ-দেবগণ, তথা অন্যান্য-সকলেই শ্রীশঙ্করদেব হইতে সর্ব্বথা ভয়-পরিত্যাগ করিলেন। প্রজাপতি-দক্ষ সতীদেবী-ব্যতীত অদিতি-প্রভৃতি অন্যান্য-কন্যা-সকলকে সমানয়ন-পূর্ব্বক আদর-সহকারে বহুমূল্য-বিবিধ-বস্ত্র ও রত্নালঙ্কারনিচয় দান করিয়া, পরিতুষ্ট করিলেন।

প্রজাপতি-দক্ষ যজ্ঞ-দর্শনার্থ মহোৎসব-স্থলে সমাগত-দেব-দানবাদি-ব্যক্তি-বর্গের পান-ভোজনার্থ পূর্ব্ব হইতেই কোনস্থানে পূপ-পর্ব্বত, কোনস্থানে অন্নপর্ব্বত, কোনস্থানে মিষ্টান্নপর্ব্বত, তথা কোনস্থানে পায়সনদী, কোনস্থানে ঘৃতনদী, কোনস্থানে দুগ্ধনদী, কোনস্থানে মধুনদী, কোনস্থানে তৈলনদী, কোনস্থানে দধিকর্দ্দম, কোনস্থানে শর্করা-রাশি, ইত্যাদিরূপে বহুবিধ-সুখাদ্য-সুপেয়-দ্রব্যাদিপ্রচুর-পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিঞ্চ, প্রজাপতি দক্ষ যে কেবলই মহাদ্রি-সদৃশ-পূপাদিসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা নহে, পরন্তু তিনি যজ্ঞার্হ যে কোন দ্রব-দ্রব্য অর্থাৎ ঘৃত-মধু-তৈল-প্রভৃতির সাগর-সমান তথা অন্যান্যধনরত্নবস্ত্রালঙ্কারাদির পর্ব্বত-প্রমাণ সঞ্চয় করিয়া, পশ্চাৎ সুমহান্ যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক-প্রারব্ধ সেই মহাযজ্ঞে স্বয়ং বসুধা-দেবী বেদীর কার্য্য করিয়াছিলেন, স্বয়ং হুতাশনদেব যজ্ঞ-কুণ্ডে সমাগত হইয়া, বিধূম-সমুজ্জ্বল-শিখা-বিস্তার-পূর্ব্বক প্রজ্বলিত হইয়াছিলেন, স্বয়ং ব্রহ্মা ব্রহ্ম-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ঋগ্বেদোক্ত-হৌত্র-কার্য্য-সম্পাদন করিবার জন্য অষ্টাশীতি-সহস্র-সংখ্যক পুরোহিত নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সামবেদোক্ত ঔদ্গাত্র-কার্য্য-সম্পাদনার্থ চতুঃষষ্টি-সহস্র উদ্গাতা প্রকল্পিত হইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন সেই যজ্ঞে, সশিষ্য-বহু-সংখ্যক ঋষি বেদপাঠে ব্রতী হইয়াছিলেন, স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ সেই মহাযজ্ঞে বেদী-মধ্যে সমাগত হইয়াছিলেন, তথা অনাদি-পরম-পুরুষ ভগবান্ নারায়ণদেব অশেষ-জগতের পরিরক্ষক হইয়াও, পৃথক্ভাবে যজ্ঞ-রক্ষক-পদে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন।

প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞ এইরূপে সম্প্রবৃত্ত হইলে, জ্ঞানি-গণ-শ্রেষ্ঠ

মহামুনি-দধীচি সেই সুবিশাল-যজ্ঞ-সভা-ভবনে একমাত্র সর্ব্বামরমণি-শ্রীশঙ্করদেবকে দেখিতে না পাইয়া, ক্ষোভের সহিত প্রজাপতি-দক্ষকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, হে মহাপ্রাজ্ঞ! প্রজাপতি-পতে! অধুনা আপনি যাদৃশ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, এরূপ মহা-যজ্ঞ আর কখনও কুত্রাপি অনুষ্ঠিত হয় নাই এবং হইবেও না। হে প্রজাপতে! আপনার এই যজ্ঞ-সম্পদে অন্যান্য-বহুবিধ-বৈশিষ্ট্য, বা বৈচিত্র্য থাকিলেও, সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ও আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার এই যে, সর্ব্বজাতীয়-দেবগণ স্বয়ং সমাগত হইয়া, প্রহৃষ্টান্তঃকরণে নিজ-নিজ-ভাগানুসারে প্রত্যক্ষতঃ যজ্ঞিয় আহুতি-সকল গ্রহণ করিতেছেন। দেখিতেছি, আপনার এই সুমহান্ যজ্ঞ-মহোৎসব-ক্ষেত্রে ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলস্থ-যাবতীয়-প্রাণিবর্গই সমাগত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে হে দক্ষ! আপনার জামাতা ত্রিদশগণের অধীশ্বর স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরেশ্বর-শ্রীশম্ভুদেবকে এখানে উপস্থিত দেখিতেছি না কেন?

প্রজাপতি-দক্ষ কহিলেন, হে মহামতে! মুনি-সত্তম! শ্রীমন্মহেশ্বর-দেব কাপালিক-ব্রত-ধারণ করিয়া, শুভ-মঙ্গলময়-পবিত্র-পুণ্যকার্য্য-সম্পাদনার্থ সমাগত-সমবেত-শৌচ-সম্পন্ন-সজ্জন-সমাজে প্রবেশের অনুপ-যুক্ত হইয়াছেন। হে মুনে! এই কারণবশতঃ আমি এই যজ্ঞমহা-মহোৎসবে নিমন্ত্রণ-প্রেরণ-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবকে আহ্বান করি নাই। মহাপ্রাজ্ঞ দধীচি কহিলেন, হে প্রজাপতে! জীব-হীন-দেহ বিবিধ-বহু-মূল্য-বসন-ভূষণ-মণিময়-রত্নালঙ্কারাদি-দ্বারা অলঙ্কৃত-সংভূষিত হইয়াও, যেমন সর্ব্বথা শোভাপ্রাপ্ত হয় না, সেইরূপ আপনার এই যজ্ঞ-মহোৎসব-ক্ষেত্রও সেই সর্ব্বলোকশঙ্কর-শ্রীশঙ্করদেবের শুভ-সমাগম বিনা শ্মশান-ক্ষেত্র-প্রায় পরিদৃষ্ট হইতেছে।

মহামুনি-দধীচির উক্তরূপ-বাক্যশ্রবণে পরমক্রুদ্ধ-দক্ষ কর্কশ-স্বরে দধীচি-মুনিকে কহিলেন, ওহে দ্বিজ! তোমাকেই বা কে এখানে আহ্বান করিয়াছে? কেনই বা তুমি এখানে সমাগত হইয়াছ? রে দুষ্ট! তোমাকে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে কি? যদি না করিয়া থাকে, তবে তুমি কেন এরূপ কথা বলিতেছ? দধীচি

কহিলেন, তোমার এই ভাব-দুষ্ট-যজ্ঞ-মহোৎসবে তুমি আমাকে আহ্বান কর, অথবা না কর, তাহাতে আমার কোনরূপ ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই এবং আমি তোমাকর্ত্তৃক আহূতই হই, কিম্বা অনাহূতই হই, তুমি যদি আমার বাক্য শ্রবণ কর, তবে তোমার কল্যাণার্থে আমি এইকথা বলিতে পারি যে, তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি-দেবগণ-সহ হিমাচল-প্রস্থে গমন করিয়া, নিজ-ত্রুটি-স্বীকার-পূর্ব্বক বিনীত-বচনে আহ্বান-পুরঃসর সযত্নে শ্রীমতীসতীদেবীর সহিত শ্রীশঙ্করদেবকে এইস্থানে আনয়ন কর।

কারণ, শ্রীশিব-সমাহ্বান, শ্রীসদাশিবসতী-সমাগম বিনা তুমি যদি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে, এই শিবহীন-যজ্ঞ "কদাচিদপি" তোমার পক্ষে সুফলপ্রদ হইবে না। হে প্রজাপতে! যথার্থ, বা সত্যার্থ-রহিত-বাক্য, শ্রুতি-হীন-দ্বিজ এবং গঙ্গা-হীন দেশ যেমন পবিত্রতা-রহিত, শোভা-শূন্য, বা নিষ্ফল, সেইরূপ শিবহীন-যজ্ঞও সর্ব্বথা নিষ্ফল। পতিহীনা-নারী, পুত্র-হীন-গৃহী, এবং নির্ধন, বা নিতান্ত-দরিদ্র-জনগণের আকাঙ্ক্ষা যেমন অকিঞ্চিৎকরী, বা নিতান্ত-নিষ্ফলা, সেইরূপ শিবহীন-যজ্ঞও নিতান্ত-নিষ্ফল। দর্ভ-হীনা-সন্ধ্যা, তিল-শূন্য-তর্পণ এবং হবি-হীন-হোম যেমন শোভাশূন্য, বা বিফল, সেইরূপ শিবহীন-যজ্ঞও নিতান্ত-নিষ্ফল জানিতে হইবে।

দক্ষ কহিলেন, যেখানে জগৎপতি-সর্ব্ব-মঙ্গল-মঙ্গল্য--যজ্ঞপুরুষ স্বয়ং ভগবান্ এই শ্রীবিষ্ণুদেব মদীয়-যজ্ঞ-মহোৎসব-সম্পাদনার্থ সমাগত হইয়াছেন, সেখানে মহা অমঙ্গল-মূর্ত্তি সেই শ্রীশম্ভুদেব সমাগত হইয়া কি করিবেন? মহামতি দধীচি কহিলেন, যিনি বিষ্ণু, তিনিই মহাদেব এবং স্বয়ং শ্রীসদাশিবদেবই নারায়ণ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। কদাচিৎ "কুত্রচিদপি" শ্রীশিব-নারায়ণদেবের ভেদ সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে না। যিনি একজনের, অর্থাৎ শ্রীসদাশিব, বা শ্রীনারায়ণদেবের নিন্দা করেন, তৎকর্ত্তৃক উভয়েই, অর্থাৎ, শ্রীশিব, বা শ্রীবিষ্ণু, দুই জনেই বিনিন্দিত হইয়া থাকেন। এইরূপ যিনি শিব-বিষ্ণু, এই দেব-দ্বয়ের মধ্যে একজনের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করেন, তাঁহার প্রতি অপর-দেব-

কদাচ প্রসন্ন হইতে পারেন না। হে দক্ষ! তুমি শ্রীশঙ্করদেবের অপমান ইচ্ছা করিয়া, এই যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছ, তোমার মানস যে শ্রীশঙ্করদেবের অপমানার্থেই যজ্ঞানুষ্ঠানে তৎপর হইয়াছে, ইহা কি সর্ব্বজ্ঞ-শ্রীপরমেশ্বরদেবের অবিদিত আছে? কখনই নহে। হে প্রজাপতে! তোমার এতাদৃশ-দুষ্ট-মনোভাব-প্রণোদিত-যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা সংক্রুদ্ধ হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব কি তোমার এই যজ্ঞ বিনষ্ট করিবেন না? অবশ্যই করিবেন।

দক্ষ কহিলেন, সমস্ত-জগতের যিনি গোপ্তা, সেই শ্রীজনার্দ্দনদেব যেখানে স্বয়ং যজ্ঞ-রক্ষকস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইস্থানে তোমার শ্মশান-সংবাসী শ্রীশঙ্করদেব কি করিতে পারেন? আর যদি প্রেত-ভূমি-প্রিয় তোমার সেই শ্রীশঙ্করদেব দুর্ব্বুদ্ধিতা-বশতঃ একান্তই এখানে সমাগত হইয়া, মদীয়-যজ্ঞ-বিঘাতে উদ্যত হন, তবে তৎকালমাত্রেই যজ্ঞেশ্বর-শ্রীবিষ্ণুদেব স্বীয়-সুদর্শন-চক্র-সাহায্যে তোমার শ্মশানবাসী শ্রীশঙ্করদেবকে অবশ্যই বারণ করিবেন। প্রজাপতি-দক্ষের "যদি চায়াতি মদ্‌যজ্ঞে, প্রেত-ভূমি-প্রিয়ঃ শিবঃ। তদা বিষ্ণুঃ স্বচক্রেণ, বারয়িষ্যতি তে শিবম্।" এইবাক্য শ্রবণ করিয়া, মহামুনি-দধীচি কহিলেন, ওহে প্রজাপতে! এই অব্যয়-পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু তোমার ন্যায় এরূপ মূঢ় নহেন যে, তিনি বিমোহিত হইয়া, স্ব-হৃদয়াধিষ্ঠিত-পরমাত্মদেবের সহিত স্বয়ং যুদ্ধ করিবেন। হে দক্ষ! তুমি দেখিতেছ বটে যে, শ্রীবিষ্ণুদেব তোমার যজ্ঞ-রক্ষণার্থ সমুপাগত হইয়াছেন; পরন্তু আমি তোমাকে নিশ্চিতরূপে বলিতেছি যে, শ্রীবিষ্ণুদেব যেরূপে তোমার যজ্ঞ-রক্ষা করিবেন, তাহা তুমি অচিরকালমধ্যেই নিজ-নয়ন-যুগলে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবে।

মহামুনি-দধীচির "যত্ত্বয়া দৃশ্যতে বিষ্ণুঃ, রক্ষার্থং সমুপাগতঃ। যথা ক্ষিষ্যতি মখং, চক্ষুষা দ্রক্ষ্যসেঽচিরাৎ।" এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া, ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে প্রজাপতি দক্ষ স্বকীয় অনুচরগণকে আহ্বান করিয়া, এইরূপ আদেশ করিলেন যে, এই দুষ্টমতি-ব্রাহ্মণকে শীঘ্র এই স্থান হইতে দূর করিয়া দাও, দূর করিয়া দাও। দক্ষের উক্তরূপ-বাক্য

শ্রবণ করিয়া, হাস্য করিতে করিতে, মহামুনি-দধীচিও সেই মুনি-পুঙ্গব-দক্ষকে এইকথা বলিলেন যে, রে মূঢ়! তুমি আমাকে দূরীভূত করিতে ইচ্ছা করিতেছ বটে; কিন্তু তুমি কি অবগত হইতেছ না যে, তুমি স্বয়ং সমস্ত-মঙ্গল হইতে দূরীভূত হইতেছ? রে দুর্ম্মতে! তুমি নিশ্চিত জানিও যে, অচিরকালমধ্যেই তোমার মস্তকে শ্রীশঙ্করদেবের ক্রোধজ-দণ্ড নিপতিত হইবে। রে মূঢ়! তুমি আমার এইবাক্যের সত্যতা, বা সফলতা-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় করিও না। এইকথা বলিয়া, মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-সমান-প্রভা-সম্পন্ন-ক্রোধ-তাম্রাক্ষ সেই মুনি-সত্তম-দধীচি সভা-মধ্য হইতে নির্গত হইয়া, নিজ-নিলয়াভিমুখে গমন করিলেন।

এইরূপে শ্রীশিব-প্রিয়-মুনি-সত্তম-দধীচি যজ্ঞ-সভা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বালয়াভিমুখে প্রস্থিত হইলে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশঙ্করদেবের পরমার্থ-তত্ত্ব, বা স্বরূপ-বেত্তা দুর্ব্বাসাঃ, বামদেব, চ্যবন ও গৌতমাদি-মহর্ষি-বৃন্দও সভা-স্থল পরিত্যাগ করিলেন। কিঞ্চ, শ্রীশিব-তত্ত্ব-বেত্তা দুর্ব্বাসঃ-প্রভৃতি-মহর্ষিগণ সভামধ্য হইতে উত্থিত হইয়া, মুনি-সত্তম-দধীচির পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থিত হইলে, প্রজাপতি দক্ষ যখন দেখিলেন যে, শ্রীশিব-তত্ত্ব-বেত্তা সেই মহর্ষিগণের মধ্যে একে একে সকলেই চলিয়া গেলেন, তখন তিনি অবশিষ্ট-দ্বিজাতিগণকে দ্বিগুণ-দ্বিগুণ-দক্ষিণা-দান-পূর্ব্বক সেই মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন।

মহাযজ্ঞে মহাবিঘ্নের সূচনা সমুপস্থিতা হইতেছে দেখিয়া, পৌরবর্গ, বা বন্ধু, বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন-সকলেই সবিশেষ অনুরোধ-পূর্ব্বক প্রজাপতি-দক্ষকে এইকথা বলিলেন যে, হে প্রজাপতে! শ্রীশঙ্কর-দেবকে আপনি যদি এই যজ্ঞমহোৎসবে একান্তই নিমন্ত্রণ না করেন, তবে তদ্বিষয়ে আর আমাদের অধিক কিছু বক্তব্য নাই বটে; পরন্তু সবিনয়ে আপনার নিকটে আমাদের ন্যায়-সঙ্গত শেষ অনুরোধ এই যে, দেবী সতী যখন আপনার কন্যা, তখন এই যজ্ঞমহোৎসবে তাঁহাকে আন-য়ন করা আপনার পক্ষে সর্ব্বথা সমুচিত। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া, আপনি শীঘ্রগতি শ্রীমতীসতীদেবীকে এখানে আনয়ন করুন। পক্ষান্তরে আত্মীয়স্বজনগণ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে বারম্বার অভিহিত হইয়াও,

প্রজাপতি-দক্ষ কোনরূপেই শ্রীমতীসতীদেবীকে যজ্ঞ-মহোৎসব উপলক্ষে নিজালয়ে আনয়ন করিতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু, প্রক্ষীণ-পুণ্য-দক্ষ মহামায়া-স্বরূপা সেই সতীদেবী-কর্ত্তৃকই বঞ্চিত, বিমোহিত হইয়াই যেন, তাঁহাকে উত্তমা-প্রকৃতি বলিয়াও, মনে করিতে পারিলেন না।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রিংশ অধ্যায়

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ—একত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর সর্ব্বজ্ঞা-ত্রিজগদম্বিকা দেবী-সতী পিত্রালয়ের সমস্ত-ঘটনা, বা যাবতীয়-দক্ষ-চেষ্টিত সবিশেষ অবগতা হইয়া, মনে মনে কিঞ্চিৎ হাস্য করিলেন এবং অবিলম্বে গিরিবর-হিমালয়ের সর্ব্ব-শোভাসৌন্দর্য্যধারভূত-শিখরোপরি গমন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের পার্শ্বপ্রদেশে সমুপবিষ্টা হইয়া, দেবী-সতী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, গিরিরাজ-পত্নী স্বয়ং মেনা-দেবী-কর্ত্তৃক সদ্‌ভক্তি, বিনয় এবং প্রেমভাবতঃ আমি পুত্রীভাবে প্রার্থিতা হইয়াছি। কিন্তু, আমি এরূপ অঙ্গীকারও করিয়াছি যে, আমি নিশ্চিতই তোমার পুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিব, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই।

পূর্ব্বকালে সেই প্রজাপতি-দক্ষ যখন আমাকে পুত্রীভাবে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তৎকালে আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আপনি প্রক্ষীণ-পুণ্যতা-প্রযুক্ত যখন আমার প্রতি মন্দাদর হইবেন, তৎকালে আমি নিজমায়া-সাহায্যে আপনাকে, অথবা সমুদায়-জগৎকে সম্মোহিত করিয়া, নিশ্চিতই আপনার প্রদত্ত-শরীর পরিত্যাগ করিব। এক্ষণে আমি দেখিতেছি যে, আমার সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে। পিতা প্রজাপতি-দক্ষও ক্ষীণ-পুণ্যতা-নিবন্ধন অধুনা আমার প্রতি মন্দাদর হইয়াছেন। অতএব আমি এক্ষণে পিতা প্রজাপতি দক্ষকে পরিত্যাগ করিয়া, নিজ-লীলাবশে স্বস্থানে গমন করিব। পশ্চাৎ হিমালয়-গৃহে জন্মলাভ করিয়া, পুনরপি প্রাণৈকবল্লভ-সর্ব্বদেবেশ্বর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইব।

দক্ষ-কন্যা-মহেশ্বরী-শ্রীমতীসতী মনে মনে উক্তরূপ নিশ্চয় করিয়া, দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশন-বিষয়ে ছল, বা ছিদ্র-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। যে সময়ে ছল-প্রতীক্ষণ-পরায়ণা শ্রীমতীসতীদেবী দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসনার্থ ছিদ্রমাত্র অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাদৃশ অবসরে ব্রহ্মা-পুত্র,

ভগবান্ নারদ দক্ষালয় হইতে বিনির্গত হইয়া, যে স্থানে শ্রীসতীদেবীসহ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই পুণ্যময়-হিম-গিরি-শিখরে সমুপস্থিত হইলেন এবং দেবর্ষি-নারদ শ্রীসতীদেবীসহ দেবদেব-শ্রীত্রিলোচনদেবকে ত্রিধা প্রদক্ষিণ করিয়া, বাম-পার্শ্বস্থা জগজ্জননী শ্রীমতীদাক্ষায়ণীসতীদেবীকে প্রণামান্তে শ্রীশঙ্করদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহেশান! হে দেব! আপনি শ্রবণ করুন, আপনার শ্বশুর-প্রজাপতি-দক্ষ আপনার অবমাননা করিবার জন্যই উত্তম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন।

হে মহেশ্বর! প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলনিবাসী যাবতীয় প্রাণী, বা ব্যক্তি-বর্গ সমাহূত হইয়াছেন। হে দেবদেব! সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে কেবলমাত্র আপনারা দুইজন ভিন্ন, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে, রসাতলে, বা চতুর্দ্দশভুবনমধ্যে দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ, ভূচর ও খেচর-প্রভৃতি অন্যান্য যে কোন প্রাণী বাস করেন, তাঁহারা সকলেই প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়া, যজ্ঞ-সভা-স্থলে সমাগত হইয়াছেন; পরন্তু কেবল আপনারা দুইজনমাত্র গমন করেন নাই। অতএব আপনাদের দুইজনের শ্রীচরণ-স্পর্শ-রহিতা দক্ষ-প্রজাপতির সেই পুরী অবলোকন করিয়া, মনে মনে অত্যন্ত-দুঃখ অনুভব-পূর্ব্বক আমি সেই যজ্ঞ-মহোৎসব-ক্ষেত্র-পরিত্যাগান্তে দ্রুততর-পদে আপনার শ্রীচরণ-সমীপে সমাগত হইয়াছি। হে মহেশ্বর! আপনাদের উভয়েরই দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞ-মহোৎসব-ক্ষেত্রে গমন করা উচিত। অতএব হে দেব! চলুন, আর অধিক কালবিলম্বের আবশ্যক নাই।

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞ-মহোৎসব-স্থলে আমাদের উভয়ের গমন করিবার প্রয়োজন কি আছে? প্রজা-পতি-দক্ষের যাদৃশী অভিরুচি হয়, তিনি তাদৃশরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করুন। পক্ষান্তরে আমাদিগের তথায় গমন করিবার কোনই আবশ্যক দেখি-তেছি না। দেবর্ষি-নারদ কহিলেন, হে দেববর! আপনার প্রতি অবমানপ্রদর্শন অভিপ্রায়েই প্রজাপতি-দক্ষ এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি যদি আপনাকে অবমানিত করিয়া, নির্ব্বিঘ্নে এই

শিবহীন-মহাযজ্ঞ পরিনিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, আপনার প্রতি লোক-সকলের অবজ্ঞা সুস্থিতা হওয়া অসম্ভব হইবে না। অত-এব হে পরমেশ্বর! আপনি ত্বরিতগতি প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞবাটে গমন করিয়া, বল-পূর্ব্বক যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করুন। অথবা হে ত্রিদশেশ্বর! আপনি প্রজাপতি-দক্ষের মহাধ্বরে এরূপ মহাবিঘ্ন, মহতী বাধার আচরণ করুন, যাহাতে প্রজাপতি-দক্ষ নির্ব্বিঘ্নে শিব-হীন-যজ্ঞ পরি-সমাপ্ত করিতে সমর্থ না হন। হে দেববরেশ্বর! মদুক্ত এই দুইটী উপায়-ভিন্ন দক্ষ-কৃত অবমান, বা অবজ্ঞা-পরিহারের উপায়ান্তর নাই।

শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে নারদ! আমি, কিম্বা আমার প্রাণ-বল্লভা-প্রিয়া-পত্নী-সতী, আমরা কেহই প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ-ভবনে কদাপি গমন করিব না। আর এক কথা এই যে, হে নারদ! আমরা যদি তোমার পরামর্শমত প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞ-ভবনে গমনই করি, তাহা হইলেও, প্রজাপতি-দক্ষ উদারতা, বা সরলতা-প্রভৃতি-সদ্‌-গুণের একান্ত অভাববশতঃ আমাদিগকে কদাপি যজ্ঞভাগপ্রদান করিবেন না। অতএব হে নারদ! আমি ত প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞবাটে গমন করিবই না এবং মৎপ্রিয়া-শ্রীমতীসতীদেবীও তথায় গমন করিবেন না। মহর্ষি-নারদ তৎকালে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, মহাদেবী-সতীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ত্রিজগন্মাতঃ। সম্প্র-বর্ত্তিত-যজ্ঞ-মহোৎসব উপলক্ষে আপনার কিন্তু পিতৃভবনে গমন করা অবশ্য উচিত হইতেছে।

কারণ, পিতৃগৃহে মহযজ্ঞ-মহোৎসব-বার্ত্তা-শ্রবণ করিয়া, কন্যকা-জন ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক কিরূপে নিজ-গৃহে স্থিরভাবে থাকিতে উৎসাহবতী হইতে পারেন? হে দেবি! আপনার যে সকল-ভগিনী আছেন, তাঁহারা সকলেই মহাযজ্ঞ-মহোৎসব উপলক্ষে তথায় সমাগত হইয়াছেন। কিঞ্চ, আপনার পিতা প্রজাপতি-দক্ষও তাঁহাদিগকে উত্তমোত্তমনানাবিধ-কৌশেয়াদি-বস্ত্র ও বিবিধ-মণি-রত্নাদি-জড়িত অনেকবিধ-মহার্হ-সুবর্ণা-লঙ্কার-সকল প্রদান করিয়াছেন। হে সুরেশ্বরি! বলিতে অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জাবোধ হইলেও, নিতান্ত-পরিতাপের সহিত আমি

বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কেবল-দর্প-প্রযুক্তই যেন আপনার পিতা প্রজাপতি-দক্ষ একমাত্র আপনাকে অন্যায়রূপে পরিবর্জ্জিতা করিয়াছেন। অতএব হে ত্রিজগদম্বিকে! প্রজাপতি-দক্ষ যেমন প্রকৃষ্ট-দর্প-প্রযুক্ত মহাযজ্ঞ-মহোৎসবে সর্ব্বাগ্রে বরণীয়, সর্ব্বাগ্রে অর্ঘ্য-দানার্হ, সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞ-ভাগার্হ, সর্ব্বাগ্রে সম্পূজনীয় হইলেও, আপনাদেরই দুরত্যয়া-মহামায়ার অনভিভবনীয়-প্রভাববশে প্রবঞ্চিত হইয়া, আপনাদিগকেই পরিবর্জ্জিত করিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ দুষ্টাত্মা দক্ষের দর্পবিনাশার্থ সমুচিত-প্রতিফল-দানার্থ বিশিষ্টরূপ-যত্ন অবলম্বন করুন।

অন্যথা আপনাদের প্রতি অবজ্ঞা, বা অবমান-প্রদর্শন-পুরঃসর প্রজাপতি-দক্ষ যদি দর্পাতিশয়ভরে নির্ব্বিঘ্নে সমারব্ধ-যজ্ঞের পরিসমাপ্তি-সাধন করিতে সমর্থ হন, তবে হে জগজ্জননি! এই ত্রিজগতী-তলে কে আর শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিবে? ভক্তিশ্রদ্ধাভরে কে শ্রীমন্মহাদেবের পূজা করিবে? অন্যান্য-যজ্ঞমহোৎসব-স্থলেই বা কে তাঁহাকে যজ্ঞভাগার্হ বলিয়া, স্বীকার করিবে? তথা কোন্ ব্যক্তিই বা শ্রীশঙ্করদেবকে সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞভাগ প্রদান করিবে? হে মাতঃ! দেবের দেব পরমদেব হইয়াও, যদি বিষয়-বৈরাগ্য, উদাসীনতা, বা পরমোপেক্ষাবশে শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্ববিধ-দেবাধিকার হইতে বহিষ্কৃত হন, তবে কি মা! তাহা মঙ্গলজনক-শুভকার্য্য-স্বরূপে পরিগণিত হইবে? তাহা হইলে ত মা! আমাদের আর দুঃখের সীমা, পরিসীমা থাকিবে না, আমরা দেবদেবের শ্রীচরণ-ছায়াশ্রিত হইয়া, যে বিপুল-গর্ব্ব অনুভব করি, আমাদিগের সেই বিপুল-গর্ব্ব কি মা! তাহা হইলে, ধূলিসাৎ হইবে না?

হে মাতঃ! ভক্তের হৃদয় ভজনীয়-দেবতার গৌরবে যেমন সমুল্লসিত হইয়া থাকে, ভজনীয় অভীষ্ট-দেবতার অগৌরবেও কি মা! সেইরূপ ভক্তের হৃদয়-কমল অপ্রীতি-পরিতাপ-দুঃখ-শোক-শিশির-সম্পাত-সম্পর্ক-সাহায্যে পরিম্লান হইয়া যাইবে না? মা! আমার হৃদয় নিরতিশয়-দুঃখ-ভারাক্রান্ত হইয়াছে, ভক্ত-বৎসলে! মাতঃ! তুমি যদি

ভক্ত-হৃদয়ের দুঃখ-ভার অপনোদিত না কর, তবে মা! কে আর ভক্ত-হৃদয়ের গুরুতর-দুঃখভার অপনোদিত করিবে? এবং অপরা কোন্ ব্যক্তিই বা ভক্তের দুঃখ-শোকাশ্রু-পরিক্লিন্ন-বদন-বিম্ব স্নেহ-প্রসারিত-কর-কমল দ্বারা পরিমার্জ্জিত করিয়া দিবে? মা! অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে একমাত্র জ্ঞান-বৈরাগ্য-গুরু গরীয়ান্ শ্রীগিরিশদেব সদাকাল পরমযোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন। তথা পরম-যোগী বৈরাগ্য-মূর্ত্তি শ্রীশঙ্কর-দেব পূজা, বা অপমান-প্রভৃতি-দ্বন্দ্ব-বিষয়ে সদাকাল সম-জ্ঞান-সম্পন্ন; সুতরাং তিনি প্রজাপতি-দক্ষের মহাযজ্ঞ-মহোৎসবে গমনও করিবেন না এবং সেই যজ্ঞে কোনরূপ বিঘ্নাচরণও করিবেন না।

কিঞ্চ, হে মাতঃ! এরূপ অবস্থায় আপনি যদি সন্তানের কাতর-ক্রন্দনে কর্ণপাত না করেন, অথবা সন্তানের ক্লেশ-শোকাশ্রু-পরিমার্জ্জনে অগ্রসরা না হন, তবে আর কে মা সন্তানের দুঃখ দূর করিবে? অত-এব হে ত্রিজগজ্জননি! আপনি আর কালবিলম্ব করিবেন না। দুষ্টের প্রতি দণ্ড-বিধান আপনার পক্ষে কখনই অনুচিত হইবে না। হে মাতঃ! আপনি শ্রীশঙ্করদেবের নিকট হইতে অনুজ্ঞা-গ্রহণ-পূর্ব্বক দুষ্ট-মতি অভক্ত-জনের দমনার্থ, গর্ব্বিতের গর্ব্বাপনয়নার্থ, অশিষ্টের শমনার্থ, শিষ্টের পরিপালনার্থ, উৎপথ-প্রতিপন্নের সুশিক্ষা-সম্পাদনার্থ যজ্ঞ-ভাগ-গ্রহণার্থ, শ্রীশঙ্করদেবের যজ্ঞ-ভাগাদি-গ্রহণ-দ্বারা দেবাধিকার-সংরক্ষণার্থ এবং সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব-সংস্থাপনার্থ, অথবা দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসনার্থ হে মাতঃ! আপনি দক্ষালয়াভিমুখে যাত্রা করিতে আর কিঞ্চিৎমাত্রও বিলম্ব করিবেন না। মহর্ষি-নারদ এই সকল-কথা বলিয়া, দক্ষতনয়া শ্রীমতীসতী ও শ্রীশঙ্করদেবকে প্রণাম করিয়া, তৎকাল-মাত্রেই পুনরপি দক্ষ-নিলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একত্রিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

ব্রহ্ম-নন্দন-দেবর্ষি-নারদ প্রথমতঃ দক্ষালয়ে গমন-পূর্ব্বক দক্ষ-যজ্ঞারম্ভের সূচনা করিয়া এবং শ্রীশঙ্করালয়ে আগমন-পুরঃসর দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসনার্থ বিবিধ অনুরোধ-বচনে শ্রীমতীসতীদেবীকে প্রবর্ত্তনাযুক্তা করিয়া, পুনরপি প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞ-সভা-ভবনাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, শিবাঙ্গনা-দক্ষ-কন্যকা শ্রীমতীসতীদেবী মুনীন্দ্র-বর্য্য-নারদের পূর্ব্বোক্তরূপ-বচন-সকল শ্রবণান্তে পিতৃ-যজ্ঞে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবকে এইকথা বলিলেন যে, হে প্রভো! দেবদেব! মহেশান! আমার পিতা দক্ষ-প্রজাপতি বহু-সদ্ব্যয়-পূর্ব্বক সুমহান্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন। অতএব হে দেব! আমার মনে হইতেছে যে, এই মহাযজ্ঞ-মহোৎসব উপলক্ষে আমাদের তথায় গমন অন্যায্য হইবে না এবং আমরা যজ্ঞ-মহোৎসব-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, পিতা প্রজাপতি-দক্ষ অবশ্যই আমাদের প্রতি যথোচিত-সম্মান-প্রদর্শন করিবেন।

শ্রীশিব-সীমন্তিনী-সতীদেবীর উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, শ্রীশিবদেব কহিলেন, হে প্রিয়ে! সতি! তুমি মনে মনেও কখনও উক্তরূপা চিন্তা করিও না। হে প্রাণাধিকে! নিমন্ত্রণাহ্বান-বিনা কোন যজ্ঞ-মহোৎসবাদি উপলক্ষে কোন স্থানে গমন, আর মরণ, এই দুইই সমান জানিবে। প্রজাপতি-দক্ষ যখন বিদ্যা-ধন-কুল-মান-প্রভৃতির গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, আমার প্রতি অবহেলন করিতেছেন, তখন কদাচন তাঁহার নিলয়ে আমাদিগের গমন যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। আমার অপমান করিতে অভিলাষী হইয়াই, যখন প্রজাপতি-দক্ষ যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছেন, তখন আমি যদি সেই যজ্ঞ-মহোৎসব-ক্ষেত্রে গমন করি, কিম্বা হে প্রাণৈকবল্লভে! তুমি যদি সেই যজ্ঞ-স্থানে গমন কর, তবে আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে, প্রজাপতি-দক্ষ আমাদের প্রতি অপমান ভিন্ন,

কখনই সম্মান-প্রদর্শন করিবেন না। শ্বশুরের আলয়ে যদি জামাতার গৌরব থাকে, তবে তথায় গমন বিধেয় হইতে পারে। আর যদি শ্বশুরের আলয়ে জামাতার গৌরব না থাকে, তবে অগৌরব-পূর্ব্বক তথায় গমন মরণ হইতেও অতিরিক্ত বিবেচিত হইতে পারে।

কিন্তু, জামাতা শ্বশুরস্থানে পরম আদরেরই অপেক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপ শ্বশুরেরও কর্ত্তব্য হইতেছে যে, কোন মহোৎসব-সমন্বিত-ক্রিয়াদি উপলক্ষে আদর-পূর্ব্বক জামাতাকে নিজালয়ে নিমন্ত্রণা-হ্বান-সাহায্যে লইয়া যাইবেন। শাস্ত্রের উপদেশ হইতেছে যে, জামাতৃ-বিষয়ে শ্বশুর-জন অদান এবং অবাৎসল্য সর্ব্বথা পরিবর্জ্জিত করিবেন। অন্যথা যদি শ্বশুর-জন জামাতার প্রতি সর্ব্বদা কৃপণোচিতব্যবহার করেন, এবং বাৎসল্যের পরিবর্ত্তে যদি অস্নেহ-পূর্ণ-কার্কশ্য-প্রদর্শনে তৎপর হন, তবে হে বরাননে! সতি! সত্য সত্যই তাঁহার ধর্ম্ম-হানি ঘটিয়া থাকে। অপিচ, জামাতৃ-বিদ্বেষ-বশতঃ শ্বশুর-জনের সুমহৎ-সুদারুণ-পাপও সমুৎপন্ন হইতে পারে। অতএব বিচক্ষণ-শ্বশুর-জন সর্ব্বদা জামাতৃবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিবেন। জামাতার প্রতি বিদ্বেষভাবের পরিবর্জ্জন যেমন শ্বশুর-জনের অবশ্য-কর্ত্তব্য, সেইরূপ বুদ্ধি-মান্ জামাতৃ-জনও "কদাচিদপি" শ্বশুরের অপ্রিয়াচরণ করিবেন না।

কারণ, যে জামাতা বিনা-কারণে শ্বশুরের বিপ্রিয়াচরণে ব্রতী হন, তাঁহাকে অবশ্যই বহুশত-জন্ম-পর্য্যন্ত নিরয়-নিবাসে গমন করিতে হয়। তথা শাস্ত্র হইতেছে যে, শ্বশুর-কর্ত্তৃক অমানিত হইয়া, নীতি-নিপুণ-জামাতা "কদাচিদপি" শ্বশুরালয়ে গমন করিবেন না। অথবা কেবল শ্বশুরালয়ে কেন, যে কোন স্থানে, বিনা আহ্বানে গমন মরণের সমানই জানিতে হইবে। বিশেষতঃ হে চার্ব্বঙ্গি! সতি! যদি বা অন্য কোন স্থানে বিনা আহ্বানে কদাচিৎ গমন সম্ভাবিত, বা সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে, তথাপি শ্বশুরের আলয়ে বিনা আহ্বানে গমন মরণসমান বিবেচিত হওয়ায়, উহা কদাপি সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে না। অতএব হে শুভে! আমি বিনা আহ্বানে "কদাচিদপি" শ্বশুরালয়ে গমন করিতে পারি না।

অত্রাপি প্রশ্ন-লক্ষণ-কারণ এই যে, শ্বশুর-মহাশয় যখন স্বীয়-মহাযজ্ঞ-মহোৎসবে তোমাকে, বা আমাকে নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক আহ্বান করেন নাই, তখন সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে আমাদের গমন যে প্রজাপতি-দক্ষের অপ্রিয়-জনক হইবে না, তাহা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে? হে সতি! শাস্ত্রীয় উপদেশ-বচন-পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, শ্বশুরের প্রীতিকর-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, জামাতৃ-জনের রূপ-বৃদ্ধি, প্রজাবৃদ্ধি এবং ধর্ম্ম-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যদি শ্বশুরের অপ্রীতিকর-কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তবে হে প্রিয়ে! সুরোত্তমে! জামাতৃ-জনের অবশ্যই নানা-প্রকারে হানি ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। অতএব হে মৎপ্রাণ-বল্লভে! আমি তোমার পিতার এই মহাযজ্ঞে কিছুতেই গমন করিতে পারিব না।

হে সতি! একে ত তোমার পিতা দক্ষ অহর্নিশকাল আমাকে অত্যন্ত-দুঃখী এবং দরিদ্র ভাবিয়া, অযথা দুর্ব্বাক্য-বাণ-বর্ষণ-সাহায্যে আন্তরিকভাবে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে আবার এই মহাযজ্ঞ-মহোৎসবে তোমাকে, বা আমাকে লইয়া যাওয়া ত দূরের কথা, নিমন্ত্রণাহ্বান-পর্য্যন্ত করেন নাই। হে প্রাণাধিকে! সতি! পূর্ব্বোক্তরূপ-দুর্ব্বাক্য-কথন এবং এই অনাহ্বান, এই দুইটীই আমার পক্ষে পারমার্থিকরূপে অত্যন্ত অপ্রীতিকর না হইলেও, ব্যবহারিক-দৃষ্টি-বিষয়ে যে নিতান্ত-ক্ষোভ-জনক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে দেবি! এক্ষণে অনাহূত অবস্থায় আমি যদি তোমাকে সঙ্গে লইয়া, তোমার পিতার যজ্ঞ-সভা-ভবনে গমন করি, তাহা হইলে, তিনি অবশ্যই পূর্ব্বোক্তরূপ-দুর্ব্বাক্য-সকল "পুনরপি" বিশেষরূপে কথন করিবেন। প্রথমতঃ শ্বশুরালয়ে অনাহ্বান, দ্বিতীয়তঃ দুর্ব্বাক্য-বর্ষণ যে নিতান্ত অসহ্য, হে সতি! তাহা কি তোমাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে?

শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, দুহিতার পতি অর্থাৎ জামাতাকে সমাগত হইতে দেখিয়া, শ্বশুর স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক সমাদর-প্রদর্শনান্তে যথাশক্তি তাঁহাকে সমর্চ্চিত করিবেন। অন্যথা শ্বশুরের ধর্ম্ম-লোপ অকীর্ত্তি এবং অধর্ম্মসমাগম অবশ্যম্ভাবী। হে প্রাণবল্লভে। যেখানে

জামাতার প্রতি শাস্ত্রাচারে, বা লোকব্যবহারে এইরূপ, বা অন্যান্য-বিধ-বহুতর-সম্মান প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেখানে অপমান-লাভার্থ দুর্ম্মতি-গ্রস্ত কোন মহামূর্খজনও ত গমন করিতে ইচ্ছা করে না। অতএব হে মহেশানি! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, হে সুরার্চ্চিতে! তোমার পিতার মহাযজ্ঞ-মহোৎসবে আহ্বানবিনা আমাদের উভয়ের গমন কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

শ্রীশঙ্করদেবের বাক্যাবসানে শ্রীমতীসতীদেবী কহিলেন যে, হে প্রভো! আপনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই যে সত্য, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। পক্ষান্তরে এরূপও সম্ভাবিত হইতে পারে যে, আপনি যদি কদাচিৎ যজ্ঞমহোৎসবে গমন করেন, তাহা হইলে, আমার পিতা দক্ষ-প্রজাপতি অবশ্যই আপনার সম্মান করিবেন। শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন যে, হে সতি! তোমার পিতা তাদৃশ লোক নহেন যে, বিনা-নিমন্ত্রণাহ্বান আমি তথায় গমন করিলেও, কদাচিৎ তিনি সভা-মধ্যে আমার সম্মান করিবেন। কিঞ্চ, হে সতি! যিনি আমার নাম-শ্রবণ-মাত্রেই তীব্র-গাত্র-জ্বালা অনুভব-পুরঃসর অহর্নিশ কাল আমার নিন্দা করিবার জন্য অত্যধিক আগ্রহ-প্রকাশ করিয়া থাকেন, তিনি যে আমার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করিবেন, ইহা তোমার দুর্ম্মতি-ভিন্ন, অন্য কিছুই নহে।

শ্রীমতীসতীদেবী কহিলেন হে দেব! আপনি গমন করুন, অথবা গমন না করুন, তজ্জন্য আমার বিশেষ কোনরূপ ক্ষতি, বা বৃদ্ধি নাই; সুতরাং আপনার যেমন অভিরুচি হয়, আপনি সেইরূপ করিতে পারেন; পরন্তু আমি আমার পিতার যজ্ঞ-মহোৎসবে নিশ্চিতই গমন করিব। অতএব হে মহেশ্বর! আপনি আমার গমন-বিষয়ে প্রসন্ন-চিত্তে আজ্ঞা-প্রদান করুন। পিতৃগৃহে মহাযজ্ঞমহোৎসব-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কন্যাজন কি কখনও ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক নিজ-গৃহে স্থিরভাবে থাকিতে পারে? অসম্মান্য-জনগণও সমাহূত হইয়া, প্রকৃষ্টরূপে পূজা প্রাপ্ত হইতেছে, এই সংবাদ-শ্রবণান্তে সম্মান্য-জনগণ কেমন করিয়া, ধৈর্য্যের আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক সম্মান-প্রাপ্তি-স্থানে গমনার্থ সমুল্লসিত-

নিজ-নিজ--প্রবৃত্তি নিরুদ্ধা করিতে পারেন? হে মহেশ্বর! অন্যত্র আহ্বানের অপেক্ষা থাকিতে পারে, কিন্তু কন্যাজন কখনও পিতৃগৃহে গমন করিবার জন্য আহ্বানের অপেক্ষা করেন না। অতএব হে দেব! আমি নিশ্চিতই পিতৃগৃহে গমন করিব, স্থির করিয়াছি, আপনি প্রসন্ন-চিত্তে আমাকে অনুমতি দান করুন।

হে দেববর! আমি সেখানে গমন করিলে, অবশ্যই আমার পিতা দক্ষ স্নেহবশে যে আমার উত্তমরূপ-সম্মান করিবেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অপিচ, পিতা যদি স্নেহবশে আমার উত্তমরূপ-সম্মান করেন, তাহা হইলে, আমার সম্মান-প্রযুক্ত আপনারও উত্তম-রূপ সম্মান লাভ হইবে। অথবা আমার পিতা দক্ষপ্রজাপতি যদি স্নেহ-বাৎসল্য-ব্যবহার-শিক্ষা না করিয়া থাকেন, তবে তাদৃশ অপরিজ্ঞাত-বিষয় লইয়া, বৃথা অভিমান-পূর্ব্বক নিজ-প্রাপ্য যজ্ঞ-ভাগের প্রতি উপেক্ষা করিবার আবশ্যক কি আছে? আর কেনই বা আমরা যজ্ঞ-ভাগে উপেক্ষা-প্রদর্শন করিব? বিশেষতঃ আপনি সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর এবং লোক-সকলের জ্ঞান-দাতা জগদ্গুরু। অতএব লোক-সকলকে জ্ঞান-দান করাই যখন আপনার অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য, তখন আমার পিতাকেও জ্ঞান-প্রদান-পূর্ব্বক আপনি যজ্ঞ-ভাগ-গ্রহণ করিবেন না কেন? যে যজ্ঞ-মহামহোৎসবে ভাগ-বিবর্জ্জিতা কোন দেবতা নাই, সেই এই মৎ-পিতৃ-কৃত-যজ্ঞ-মহোৎসবে ন্যায়তঃ প্রাপ্য ভাগ-গ্রহণে আমরা উপেক্ষা-প্রদর্শন করিব কেন?

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীমতীসতীদেবীর উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, শ্রীশিব-শঙ্করদেব কহিলেন, হে শিবে! যে ব্যক্তি আমাকে জ্ঞান-দাতা গুরু-স্বরূপে অবগত আছে, বা আমাকে গুরু বলিয়া, সম্ভাবিত করে, তাদৃশ-ভক্ত-জনের সম্বন্ধেই আমি জ্ঞান-দাতা গুরু-স্বরূপে পরিচিত, বা পরি-কীর্ত্তিত হইতে পারি বটে; কিন্তু আমি অভক্ত-জনগণকে ত কদাচন জ্ঞান-দান করি না। তোমার পিতা আমার ভক্ত নহেন; পরন্তু বিদ্বেষ্টা; সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে আমি জ্ঞান-প্রদ-গুরু-স্বরূপে অভি-হিত হইতে পারি কিরূপে? আমার প্রতি অনাদর-প্রদর্শন-পূর্ব্বক বিষ্ণু-শক্র-পুরোগমদেবগণকে লইয়া, তোমার পিতা প্রজাপতি-দক্ষ যে যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সমারব্ধ-যজ্ঞের অতিদারুণ-বিষময়-ফল তিনি অচিরকালমধ্যেই প্রাপ্ত হইবেন। হে সতি! আমি তোমাকে করকমল-যুগলে ধারণ-পূর্ব্বক বিনীত অনুরোধ-বচনে, অথবা আদেশ-বচনে বলিতেছি যে, তুমি তোমার পিতার যজ্ঞমহোৎসব-ক্ষেত্রে গমন করিও না। অথবা আমার আদেশ-বচনকে মৃষারূপে পরিণত করিও না।

হে সতি! তুমি তথায় গমন করিলে, অবশ্যই তোমার পিতা প্রসঙ্গক্রমেও আমার নিন্দা করিবেন। তথা তোমার পিতার বদন-বিনির্গত-মদীয়-নিন্দা-বচন-শ্রবণ করিলে, তোমার পক্ষে সেই নিন্দা-শ্রুতি নিশ্চিতই অসহ্যতরা হইবে। কিঞ্চ, তোমার পিতা প্রজাপতি-দক্ষ তোমাকে তথায় উপস্থিতা হইতে দেখিয়া, তোমার প্রতি অত্যন্ত-সম্মান-প্রদর্শন-পূর্ব্বকও যদি তোমার সমীপে তিনি একবারমাত্রও আমার প্রতি নিন্দা-বাক্যের প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে, তোমার প্রতি প্রযুক্ত সেই সমাদর, বা সম্মান তখন কোথায় থাকিবে? অতএব হে সতি! তুমি পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন করিও না, আমার আজ্ঞা অতিক্রম করিও না, ভর্ত্তার আজ্ঞা-লঙ্ঘন মহাপাপ জানিয়া, তুমি এই

অধ্যবসায় হইতে নিবৃত্তা হও। হে সতি! ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া, নারীজাতি কখনও সুখলাভ করিতে পারে না, একথা যেন তোমার স্মরণে থাকে।

শ্রীমতীসতীদেবী কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি যদি সহস্রবার, অথবা লক্ষবার আমাকে যজ্ঞ-মহোৎসবে যাইতে নিষেধ করেন, তথাপি আমি পিতৃ ভবনে গমন করিব। হে প্রভো! আমি মহাযজ্ঞ-মহোৎসব-দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আপনি গমনানুমতি-প্রদান-পূর্ব্বক আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। হে দেব! আমি তথায় গমন করিলে, পিতা যদি আমার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করেন, তবে আমি তাঁহাকে বলিয়া, আপনাকেও যজ্ঞাহুতি প্রদান করাইব। আর যদি আমার পিতা অতি বিমূঢ়-বুদ্ধিতা-বশতঃ আমার সমক্ষে আপনার নিন্দা করেন, তাহা হইলে, আমি তৎকালমাত্রেই তাঁহার সেই মহাযজ্ঞ বিনষ্ট করিব। হে দেব! আপনি এবিষয়ে কোনরূপ সংশয় করিবেন না।

শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে সতি! তুমি যাহাই বলনা কেন, আমার বিবেচনায় দক্ষের যজ্ঞ-মহোৎসব-স্থলে তোমার গমন "কদাচিদপি" যুক্তিসঙ্গত হইতে পারেনা। কারণ, আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে, তুমি যদি তোমার পিতার যজ্ঞ-মহোৎসব-স্থলে নিতান্তই গমন কর, তবে তথায় তোমার প্রতি অপমান-ভিন্ন কখনই সম্মান-প্রদর্শিত হইবে না। যাহা তুমি সহ্য করিতে পারিবে না, অর্থাৎ তোমার পক্ষে যাহা নিতান্ত অসহ্যতর হইবে, তাদৃশ-মন্নিন্দাকর-বাক্য-সকল তোমার পিতা অবশ্যই তোমার সমক্ষে কীর্ত্তন করিবেন এবং তুমিও নিতান্ত অসহ্য-মন্নিন্দা-জনক-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, কেবল মাত্র নিজ-প্রাণ-পঞ্চক-পরিত্যাগ করিবে। হে সতি! এতদ্-ভিন্ন তুমি তোমার পিতার আর কি করিবে?

শ্রীমতীসতীদেবী কহিলেন, হে মহাদেব! আমি পিত্রালয়ে গমনার্থ আপনার নিকটে বারম্বার অনুমতিপ্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু আপনি এপর্য্যন্ত অনুমতিদান করিলেন না। অতএব অধুনা আমি সত্যই বলিতে বাধ্যভূতা হইতেছি যে, আপনি পিত্রালয়ে গমনার্থ আমাকে

অনুমতিদান করুন, অথবা নাই করুন, আমি কিন্তু সত্য সত্যই পিত্রালয়ে গমন করিব, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীসতীদেবীর উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, এইকথা বলিলেন যে, তুমি আমার নিষেধ-বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া, কেন পুনঃ পুনঃ পিত্রালয়ে যাইবার কথা বলিতেছ? হে সতি! অধুনা তোমার পিত্রালয়ে গমন করিবার প্রয়োজন কি আছে? তাহা আমাকে স্পষ্ট করিয়া বল, পশ্চাৎ আমি তাহার উত্তর-বচন কথন করিতেছি। যে সকল-দুরাত্মার অসম্মানে ভয় নাই, তাহারাই যেখানে অসম্মানের সম্ভাবনা আছে, তাদৃশ-স্থানে গমন করিয়া থাকে। হে সতি! শাস্ত্রের উপদেশ এই যে, সম্মান্য-ব্যক্তি কখনও অপূজক-গৃহে গমন করিবেন না। কারণ, অপূজক-জন-কৃত যে পূজন, তাহা পূজা-মধ্যে পরিকীর্ত্তিতা হইবার উপযুক্ত নহে। হে সতি! আমার মনে হইতেছে যে, মদীয়-নিন্দাবাদ-শ্রবণে তোমার প্রীতি উৎপন্না হইয়া থাকে। অন্যথা মন্নিন্দক-গৃহে গমন করিবার জন্য তোমার এরূপ বলবতী ইচ্ছা, এত অধিক দুরাগ্রহ পরিলক্ষিত হইবে কেন?

শ্রীমতীসতীদেবী কহিলেন, হে শম্ভো! ত্বদীয়-নিন্দা-বাদ-শ্রবণে আমার প্রীতি উৎপন্না হয় না এবং আপনার নিন্দন-শ্রবণেচ্ছু হইয়াও, আমি তথায় যাইবার জন্য আগ্রহ-প্রকাশ করিতেছি না। হে দেব! যখনই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্যান্য-দৈবত-সমাজকে আহ্বান করিয়া, পিতা প্রজাপতি-দক্ষ মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, অত্র বিষয়ে আমার অসম্মান যাহা হইবার, তাহা তৎকালেই হইয়াছে। হে দেব! এক্ষণে আমার আর অধিকতর-কীদৃশ অসম্মান হইতে পারে। হে প্রভো! আপনি এই সূক্ষ্ম অসম্মান-তত্ত্বটী অবলোকন করিতেছেন না কেন? হে মহেশ্বর! আমার পিতা সেই প্রজাপতি-দক্ষ আপনার প্রতি অনাদর, বা অবজ্ঞান-প্রদর্শন-পূর্ব্বক দর্পভরে নির্ব্বিঘ্নে অনায়াসে যদি এই মহাযজ্ঞের আরম্ভ হইতে পরিসমাপ্তি-পর্য্যন্ত কার্য্য-সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, এই পৃথিবীতলে, বা জগন্মণ্ডলে শ্রদ্ধা-সমন্বিতা অপরা কোন ব্যক্তিই ত্

আপনাকে আহুতি, বা যজ্ঞভাগ-প্রদানে সম্মতা হইবে না। অতএব হে প্রভো! আপনি আজ্ঞা-প্রদান করুন, অথবা নাই করুন, আমি কিন্তু যজ্ঞমহোৎসবে নিশ্চিতই গমন করিব এবং হয় সম্মানের সহিত যজ্ঞ-ভাগ গ্রহণ করিব, অথবা বলপূর্ব্বক সেই সমারব্ধ-যজ্ঞের বিনাশ সাধন করিব, সন্দেহ নাই।

শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে দেবি! তুমি যে সকল কথা বলিতেছ, তৎ-সমুদয় শ্রবণ করিয়া, আমার মনে হইতেছে যে, তুমি এক্ষণে অবারিত বা বারণ-বহির্ভূত-স্ত্রী জন-গণ-মধ্যে পরিগণিতা হইবার উপযুক্তা; সুতরাং তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, সর্ব্বথা তদনুরূপ-কার্য্য করিতে পার। কুৎসিত-বুদ্ধি-সম্পন্ন অল্প-প্রজ্ঞ-জনগণই স্বয়ং অপকর্ম্ম করিয়া, অপরের প্রতি দোষারোপ করিতে চেষ্টা করে। হে দক্ষ-কন্যকে! আমি এক্ষণে তোমাকে মনে মনে বাগ্-বহির্ভূতা জানিতেছি। অতএব তোমার যথাভিরুচি, তুমি সেইরূপ কার্য্য করিতে পার। হে দাক্ষায়ণি! তুমি আর বৃথা আমার আজ্ঞা-প্রতীক্ষা করিতেছ কেন?

শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক তৎকালে কঠোর-বচনে উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, ক্রোধ-পরায়ণা আরক্তলোচনা সেই দেবী দাক্ষায়ণী সতী ক্ষণমাত্র-কাল এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, সম্যক্‌রূপ-তপঃ-সাহায্যে প্রার্থনা করিয়া, তথা পশ্চাৎ আমাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইয়া, অধুনা শ্রীশঙ্করদেব আমাকে অবজ্ঞাতা করিয়াই, অতি নিদারুণ-বচন-সকল কথন করিতেছেন। অত-এব এক্ষণে আমি দর্পিষ্ঠ-পিতা প্রজাপতি-দক্ষ ও শ্রীশঙ্করদেবকে ত্যাগ করিয়া, নিজ-লীলাবশে কিয়ৎকালের জন্য স্বস্থানে সংস্থিতি করিব। তদনন্তর আমার বিরহে অত্যন্ত-কাতর শ্রীশঙ্করদেব যখন আমাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিবেন, তখন আমি স্বয়ং নিজেচ্ছাবশেই গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা-গঙ্গা এবং গৌরী, বা পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরপি শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইব।

মনে মনে ক্ষণমাত্রকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া, দাক্ষায়ণী-দেবী-সতী নিজ-ভয়ানক, অথচ কমল-দল-ললিত-লোল-লোহিত-লোচন-ত্রিতয়-

দাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবকে তৎকালমাত্রেই পরিমোহিত করিলেন। শ্রীমতী-সতীদেবী-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সম্মোহিত শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে ক্রোধ-বিস্ফুরিতাধরা কালাগ্নি-তুল্য-নয়না সেই সতীদেবীকে দর্শন করিয়া, নিজ-নয়ন-ত্রিতয়ে স্তব্ধ হইলেন। শ্রীমতী-সতীদেবী-কর্ত্তৃক স্তব্ধ-নয়ন শ্রীশঙ্করদেব যখন ভীত-চিত্তে পূর্ব্বোক্তরূপা শ্রীসতীদেবীকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীশম্ভুদেব-কর্ত্তৃক নিরীক্ষ্যমাণা ভীমদংষ্ট্রা সেই সতীদেবী সহসা অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন। দংষ্ট্রা-করাল-বদনা সতীদেবীর উচ্চতর অট্টহাস্যধ্বনি-শ্রবণ করিয়া, মহাভীত শ্রীমহাদেব বিমুগ্ধ-জন-প্রায় অতিকষ্টের সহিত স্বীয়-নেত্র-ত্রয় উন্মীলিত করিয়া, ভীষণ-দশনা ভয়ানকা সেই সতীদেবীকে দৃষ্টি-গোচরীভূতা করিলেন।

এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক সমীক্ষ্যমাণা সেই দেবী-সতী সহসা হৈমী-রুচি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভিন্নাঞ্জনাদ্রি-তুল্য-প্রভা ধারণ করিলেন।

কিঞ্চ, বর্ণপরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বসন-বর্জ্জন-বশতঃ দিগম্বরা, কবরী-বন্ধন-মোচন-বশতঃ গলৎকেশা, সৃক্কাবলেহন-ব্যগ্রতা-বশতঃ লল-জ্জিহ্বা, কর-কমল-সম্পদে ভুজ-চতুষ্টয়-শোভনা, মানস-মান্মথ-ভাব-বিলাসে কামালসলসদ্দেহা, সংরম্ভ-সম্ভূত-স্বেদ-সলিল-সিঞ্চনে সিক্তাক্ত-তনুতা-নিবন্ধন উল্বণা, বা ব্যক্ত-বিস্পষ্টাঙ্গ-শোভন-শরীরা, বহি-র্দৃশ্যে মহাভীমাকারা, কথালাপ-শব্দে মহাঘোররাবা, অলঙ্কারৈশ্বর্য্যে নৃ-মুণ্ড-মালা-বিভূষণ-বিমণ্ডিতা, শারীর-খরতর-কর-প্রকর-প্রাচুর্য্যে উদ্যন্, বা গগন-গাত্রাঙ্গন-গত-প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-কোটি-সমান-প্রভা-ভূষিতা, মস্তক-মণ্ডন-মুকুটাভরণে চন্দ্রার্দ্ধ-কৃত-শেখরা, অথবা উদ্যদাদিত্যসংকাশ, কিম্বা কষিত-কনক-কল্প-কমনীয়-কান্তি-ভ্রান্তি-কর্ম্ম-কুশল-সমুজ্জ্বল-কিরীটাকলন-বশে বিমণ্ডিত-মৌলিমণ্ডলা সেই দেবী-সতী এবম্বিধ-ভয়ানক-বপুঃ অর্থাৎ নিজ-তেজোবৈভব-বাহুল্য-বশে জাজ্বল্যমান-শরীর-গ্রহণ, বা সম্যক্-ধারণ পূর্ব্বক সহসা মহাস্বন অট্টহাস্য করিয়া, সমুত্থিতা হইলেন এবং কিয়দ্দূর অগ্রসরা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের পুরোভাগে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

নিজ-সম্মুখভাগে সমবস্থিতা, তথাবিধাকারবতী সেই সতী-দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া, ধৈর্য্য-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তৎকালে প্রমথাধিনাথ-

শ্রীমহেশ্বরদেব ভীতি-প্রযুক্ত পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং অতি-বিমুগ্ধ-জনের ন্যায় নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত-চিত্তে দশদিকে বিধাবিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর মহাভীমা-দাক্ষায়ণী সেই সতী-দেবী শ্রীগিরিশদেবকে নানাদিকে ধাবমান হইতে দেখিয়া, তাঁহাকে বারণ করিবার জন্য সুমহা-ভয়ানক অট্টাট্টহাস-সহকারে "মাভৈঃ," "মাভৈঃ", ইত্যাকার অত্যুচ্চ-শব্দে চীৎকার-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। শ্রীশঙ্কর-দেব সতীদেবীর বাক্য শ্রবণ করিয়া, সম্যক্‌রূপে-ভয় উপস্থিত হওয়ায়, কোনস্থানেই ক্ষণকালের জন্যও স্থির থাকিতে পারিলেন না। অধিকন্তু অতীব-ভীত-চিত্তে, বা ভয়-বিহ্বল-হৃদয়ে অতিবেগতঃ দিগ্‌-দিগন্তে গমনা-ভিপ্রায়ে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন।

এইরূপে অত্যন্ত-ভয়বিহ্বল পতি-শ্রীশঙ্করদেবকে দশ-দিকে বিধাবিত হইতে দেখিয়া, দয়ান্বিত-হৃদয়ে তৎপ্রতিবারণেচ্ছাবশে শ্রীমতী-সতীদেবী ক্ষণকালমধ্যেই দশবিধ-মূর্ত্তি-সম্পন্না হইয়া, তৎকালমাত্রেই সর্ব্বদিগ্‌, বা দশ-দিকে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে ভয়াভিভূত-শ্রীশঙ্করদেব অতিবেগাবলম্বন-পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে ধাবমান হইয়া, যে যে দিকেই উপস্থিত হইলেন, সেই সেই দিক্‌ প্রাপ্ত হইবামাত্র তিনি দেখিলেন যে, সেই মহাভীমাকারা দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। ভয়-পরিত্রস্ত-মানসে ধাবন-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেবের বিধাবন-প্রতিবারণ-কল্পে তত্র তত্র অবস্থিতা সেই ভয়ানকা দেবীকে অবলোকন করিয়া, আরও অধিকতর-ভয় উপস্থিত হওয়ায়, শ্রীমন্মহাদেব অন্যদিকে ধাবিত হইলেন। অন্যদিকে ধাবিত হইয়া, পুনরপি সেই ভীমাকারা দেবীকে দর্শন-পূর্ব্বক শ্রীগিরিশদেব অধিকতর-ভয়ভীত হইয়া, অন্য-দিগভিমুখে বিদ্রুত হইলেন। তত্রাপি তথাভূতাকারা দেবীকে দর্শন করিয়া, তথা হইতে অন্যান্য-দিগের প্রতি ধাবিত হইলেন।

এইরূপে দশদিকে বিধাবিত হইয়া, প্রতিদিকেই সেই মহা-ভীমাকারা দেবীকে দর্শন-পূর্ব্বক অন্যান্য-দিকে বিধাবিত হইলেন এবং ভয়রহিতা একটীমাত্র-দিক্‌ও প্রাপ্ত না হইয়া, পরিশেষে যে দিগভিমুখে গমন করিতেছিলেন, সেই দিকেও সেই মহাভীমাকারা দেবীর দর্শন

প্রাপ্ত হইলেও, শ্রীশিব-শঙ্করদেব পরিশ্রান্ত-কলেবরে সুসংমুদ্রিত-নয়নে "তত্রৈব" অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিমীলিত-নয়নে কিছুকাল অবস্থিতির অনন্তর যখন শ্রীশঙ্করদেব নেত্রত্রয় উন্মীলিত করিলেন, তখনই তিনি অবলোকন করিলেন যে, তাঁহার পুরোভাগে দক্ষিণামুখ-সংস্থিতা, চতুর্ভুজা, রবিকোটিসন্নিভা, বিমুক্তকেশী, ভীম-বিশাল-লোচনা, দিগম্বরী, পীন-পয়োধর-দ্বয়-শোভনা, হসন্মুখী, লসৎপঙ্কজ-সন্নিভাননা শ্যামাদেবী অবস্থিতি করিতেছেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

উক্তরূপে সমবস্থিতা সেই শ্যামাদেবীকে দর্শন করিয়া, মহাভীতপ্রায় শ্রীশঙ্করদেব সেই দেবীকে প্রশ্নবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তুমি শ্যামা স্ত্রীলোকটী কে? আমার প্রাণ-বল্লভা সতী কোথায় গমন করিয়াছেন? শ্রীশঙ্করদেবের "কা ত্বং শ্যামা সতী কুত্র, গতা মৎপ্রাণ-বল্লভা?" এইরূপ প্রশ্নবচন শ্রবণ করিয়া, শ্রীমতীসতীদেবী কহিলেন, হে মহাদেব! এই যে আমি সতী আপনার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছি, আপনি কি আমাকে দেখিতে পাইতেছেন না? হে দেব! আপনার ঈদৃশী-বুদ্ধি উপস্থিতা হইল কেন? আপনি কি আমাকে অন্যথা অর্থাৎ অন্যরূপে অবলোকন করিতেছেন? শ্রীশিবশঙ্করদেব কহিলেন, হে শ্যামে! তুমি যদি আমার প্রাণ-বল্লভা দক্ষ-কন্যা সেই সতীই হইবে, তবে আমি তোমাকে কৃষ্ণবর্ণা দেখিতেছি কেন? এবং কেনই বা তুমি আমার পক্ষে ভীতি-প্রদা হইয়াছ? কিঞ্চ, সর্ব্বদিকে অর্থাৎ দশ-দিকে আমি এই যে, অতিভয়-দায়িকা দশ-বিধ-দেবী-মূর্ত্তি অবলোকন করিতেছি, এইসকল দেবীরা কে? এবং দেবী-সকলের মধ্যে তুমি কতমা দেবী? হে শ্যামে! আমি অত্যন্ত-ভয়-বিহ্বল হইয়াছি, তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল যে, তুমি কতমা দেবী?

শ্রীমতীসতীদেবী কহিলেন, আমি মূলে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিণী-সূক্ষ্মা পরমা প্রকৃতি-স্বরূপিণী হইয়াও, তপঃ-সাহায্যে আপনি আমাকে পত্নীভাবে প্রার্থনা করায়, আমি আপনার জন্যই দক্ষ-নিলয়ে গৌর-দেহিকা-সতীরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিঞ্চ, আপনি যেমন আমাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে শিব! আমিও সেইরূপ আপনাকেই পুরুষরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রাক্‌স্বীকৃতি-বশাৎ সতীরূপে উৎপন্না হইয়া, আপনাকেই পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়াছিলাম। পরন্তু অধুনা আমি পিতা প্রজাপতি-দক্ষের

মহাযজ্ঞ-বিনাশার্থ স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া, এই কৃষ্ণবর্ণ-ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছি।

হে মহেশ্বর! আপনি আমার ভয়ানক-রূপ দর্শন করিয়া, আমা হইতে কিছুমাত্র ভয় করিবেন না। হে দেব! দশদিকে অবস্থিতা মহাভীমা এই যে দশবিধ-মূর্ত্তি আপনি অবলোকন করিতেছেন, হে শম্ভো! এই সমস্ত-মূর্ত্তি আমারই জানিবেন। অতএব হে মহামতে! আপনি কিছুমাত্র ভয় করিবেন না। হে দেব! আপনি আমার প্রাণ-সমান ভর্ত্তা এবং আমি আপনার প্রাণ-বল্লভা বনিতা সতী। হে মহেশ! আমি আপনাকে মহাভয়ে ভীত, তথা মহাভয়-প্রযুক্ত দশ-দিকে ধাবমান হইতে দেখিয়া, যদি আপনি স্খলিত-পদে কোনস্থানে পতিত হইয়া, কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হন, সেইজন্য অর্থাৎ আপনার পরিরক্ষণাভি-প্রায়ে নিজ-সতী-মূর্ত্তিকে দশ-ভাগে বিভক্তা করিয়া, তথা আপনার গমন-মার্গ-সমূহ নিরুদ্ধ, বা দিক্-সকলকে পরিবেষ্টিত, সমাবৃত করিয়া, এইদশবিধ-রূপে অবস্থিতি করিতেছি।

শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, তুমি যে, সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারিণী পরমসূক্ষ্মা মূলা প্রকৃতিস্বরূপিণী, তাহা আমি মহামোহ-প্রযুক্ত জানিতে, বা স্মরণ করিতে না পারিয়া, তোমার প্রতি কতই অপ্রিয়তমবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছি। হে মহাদেবি! পরমেশ্বরি! আমি অস্মরণ-নিবন্ধন তোমার প্রতি যে সকল-দুর্ব্বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছি, মৎকর্ত্তৃক ঐ সকল-দুর্ব্বাক্যের প্রয়োগ-জনিত-মদীয় অপরাধ তুমি নিজগুণে ক্ষমা কর। হে ভীমলোচনে! শিবে! তোমার মহাভয়ানক এই যে মূর্ত্তি-সকল, এই মূর্ত্তি-সকলের মধ্যে কোন্ মূর্ত্তির কি নাম? তাহা তুমি প্রত্যে-কশঃ আমার নিকটে কীর্ত্তন কর। শ্রীমতীসতীদেবী কহিলেন, হে প্রভো! হে মহাদেব! আপনি যে সকল-মূর্ত্তি অবলোকন করিতেছেন, এই সমস্ত-মূর্ত্তিই আমার মহাবিদ্যা-মাত্র জানিবেন। হে মহেশ্বর! আমি এই মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি-সকলের পৃথক্ পৃথক্ নামকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

হে দেব! কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা,

সুন্দরী, বগলামুখী, ধূমাবতী ও মাতঙ্গী, এই দশবিধ-নামে আমার এই দশবিধ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি পরিচিতা। হে মহেশ্বর! এই আমি আপনা-কর্ত্তৃক পরিপৃষ্টা হইয়া, আমার দশবিধ মহাবিদ্যা-মূর্ত্তির দশবিধ-নাম-কীর্ত্তন করিলাম। শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে দেবি! হে জগদ্ধাত্রি! তুমি যদি আমার প্রতি সুপ্রসন্না হইয়া থাক, তবে তোমার এই দশ-বিধ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তির মধ্যে কোন্ মূর্ত্তিটীর কি নাম? তাহা তুমি আমার নিকটে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিশেষ করিয়া কথন কর।

দেবী কহিলেন, হে দেব! এই যে আপনার পুরোভাগে কৃষ্ণবর্ণা-ভীমলোচনা-দেবী অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি প্রথমা মহাবিদ্যা কালী, শ্যামবর্ণা যে দেবী স্বয়ং আপনার ঊর্দ্ধপ্রদেশে ব্যবস্থিতা রহিয়াছেন, ইনি দ্বিতীয়া-মহাবিদ্যা মহাকাল-স্বরূপিণী-তারা, হে দেব! এই যে দেবী আপনার ঈশান-ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি তৃতীয়া-মহেশ্বরী-মহা-বিদ্যা স্বয়ং ষোড়শী, এই যে দেবী আপনার বামভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি চতুর্থী মহাবিদ্যা স্বয়ং ভুবনেশ্বরী, হে দেব! এই যে আমি আপনার নিকটে অবস্থিতা হইয়া, দশ-মহাবিদ্যার পরিচয়-প্রদান করিতেছি, এই আমিই পঞ্চমী মহাবিদ্যা-ভীমা-ভৈরবী, বিশিরস্কা অতি-ভয়প্রদা এই যে দেবী আপনার সব্যেতর অর্থাৎ দক্ষিণ-ভাগে অবস্থিতি করিতেছেন, হে দেব! হে মহামতে! ইনি ষষ্ঠী-মহাবিদ্যা-ছিন্নমস্তা, আপনার নৈঋ্ঋত কোণে যে দেবী অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি সপ্তমী-মহাবিদ্যা ত্রিপুর-সুন্দরী, যে দেবী আপনার পৃষ্ঠ-প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি অষ্টমী-মহাবিদ্যা-শত্রুসূদনী-বগলামুখী, আপনার অগ্নিকোণে বিধবা-রূপধারিণী এই যে দেবী অবস্থিতি করিতেছেন, ইতি দেবী-মহেশ্বরী-নবমী-মহাবিদ্যা স্বয়ং ধূমাবতী, এবং হে দেব! আপনার বায়ুকোণে যে দেবী অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি দশমী-মহাবিদ্যা-মাতঙ্গনায়িকা। হে মহেশ্বর! এই আমি স্বয়ং দাক্ষায়ণী সতী হইয়াও, এক্ষণে পঞ্চমী-মহাবিদ্যা-ভীমা-ভৈরবী-স্বরূপে আপনার নিকটে আমার দশবিধ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তির পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিশেষ করিয়া, নামকীর্ত্তন করিলাম!

হে শম্ভো! আপনি আমাকে দেখিয়া, কিছুমাত্র ভয় করিবেন না

কারণ, আমি আপনার প্রাণৈকবল্লভা-প্রিয়তমা-পত্নী-দাক্ষায়ণী-সতী। হে দেব! হে মহেশ্বর! আমার অন্যান্য-বহুতর-মূর্ত্তি-সকলের মধ্যে দশ-মহাবিদ্যা-স্বরূপিণী এই সমস্ত-মূর্ত্তিই প্রকৃষ্টতমা জানিবেন। যে সকল-সাধক ভক্তি-প্রীতি-পুরঃসর প্রতিদিন আমার এই দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তির ভজন করিবেন, সর্ব্বাভীষ্ট-ফল-প্রদা আমার এই সকল-দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি চতুর্ব্বর্গ-ফল-প্রদান-দ্বারা সেই সকল-সাধকের সর্ব্ববিধ অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। মারণ, উচ্চাটন, ক্ষোভণ, মোহন, দ্রাবণ, বশীকরণ, স্তম্ভন ও বিদ্বেষণাদি যদি কদাচিৎ সাধকগণের অভিপ্রেত হয়, তবে মদীয়া এই দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তিই সাধকগণের তাদৃশ অভিপ্রেত-সিদ্ধি, বা মনোবাঞ্ছা পূর্ণা করিবেন, সন্দেহ নাই। হে দেব! হে মহেশ্বর! আমার এই দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি সর্ব্বথা সর্ব্বত্র গোপনীয়া; পরন্তু কদাচ কুত্রাপি প্রকাশ্যা নহেন।

কিঞ্চ, আমার এই দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি-সকলের মন্ত্র, যন্ত্র, পূজা, হোম-বিধি, পুরশ্চর্য্যাবিধান, স্তোত্র, কবচ, আচার ও নিয়মাদি হে মহেশ্বর! আপনিই সাধকগণের হিতার্থে পশ্চাৎ কীর্ত্তন করিবেন। কারণ, হে বিভো! একমাত্র আপনি ভিন্ন এই সকল-বিষয়ে অপর কোন বক্তা বিদ্যমান নাই। হে দেবদেব! আপনি আমার এই দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি-সকলের মন্ত্র-যন্ত্র-পূজাদি-বিষয়ে, তথা মারণ, উচ্চাটন, বা ক্ষোভণাদি-বিষয়ে যে শাস্ত্র কীর্ত্তন করিবেন, আপনার শ্রীমুখ-পঙ্কজ-বিনির্গত সেই শাস্ত্রই আগম-নামে ইহলোকে বিখ্যাত হইবে। হে শঙ্কর! আগম ও বেদ, এই দুইটী আমার বাহু-স্বরূপ। আমি উক্ত-রূপ-বাহু-দ্বয়-সাহায্যেই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এই সমগ্রজগৎ ধারণ করিয়া, অবস্থিতি করিতেছি। যে মূঢ়-বুদ্ধি-ব্যক্তি মোহ-প্রযুক্ত আমার-বাহু যুগল-স্থানীয় এই বেদ ও আগম লঙ্ঘন করিবে, সেই দুরাত্মা অবশ্যই আমার বেদাগম-লক্ষণ-ভুজযুগল হইতে পরিভ্রষ্ট, গলিত হইয়া, অধঃপতিত হইবে, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

কদাচিদপি যে কোন ব্যক্তি বেদ, বা আগম-প্রতিপাদিত-বিধান-সমুল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক অন্যথা মার্গান্তরাবলম্বনে মদীয়-দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তির ভজন

করিবে, হে মহেশ্বর! আমি সত্যই বলিতেছি যে, বেদাগম-লঙ্ঘনকারী উৎপথ-প্রতিপন্ন-তাদৃশ-দুরাচার-পরায়ণ-ব্যক্তিকে আমি কখনই এই দুস্তর, বা অপার-সংসার-পারাবার হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থা হইব না। অতএব মতিমান্ ব্যক্তিবর্গ সুধীগণেরও দুর্জ্ঞেয়, বা দুর্ব্বিভাব্য, পারা-পার-বিবর্জ্জিত, অত্যন্ত-দুর্ঘট, অতীব-দুরূহ, নিতান্ত-জটিল অথচ শ্রেয়ঃ-সমূহের একান্তাত্যন্ত-সাধনভূত এই দুইটীমাত্রশাস্ত্রের অর্থাৎ আমার দক্ষিণ ও বাম, এই ভুজদ্বয়-স্থানীয় বেদ ও আগমের ঐক্য-বিবেচনা-পূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিবেন। কিন্তু, বিচক্ষণ-ব্যক্তিবর্গ কদাচিদপি মোহ-প্রযুক্ত এই দুইটী শাস্ত্রের ভেদ-নির্দ্দেশ, বা ঐক্য-বিঘটনে আগ্রহ-পরায়ণ হইবেন না।

আমার এই সকল-দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তির যাঁহারা সাধক হইবেন, তাঁহারা সভাস্থলে বৈষ্ণবগণের আচরণের অনুসরণ করিবেন। তথা মদীয়-দশ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তির উপাসকগণ মদীয়-মহাবিদ্যা-স্বরূপেই মনঃ-প্রাণ-সমর্পণ-পূর্ব্বক সমাহিত অন্তঃকরণে অবস্থিত হইবেন। দশ-মহাবিদ্যোপাসকগণ দীক্ষাদাতা গুরুদেবের নিকট হইতে দশ-মহাবিদ্যা-সাধনাধিকার-বিষয়ে যে সকলমন্ত্র, যন্ত্র, কবচাদি-প্রাপ্ত হইয়াছেন, বা হইবেন, দীক্ষাদানাব-সরে স্বয়ং গুরুদেব প্রসন্নচিত্তে শিষ্য-বর্গকে মন্ত্র-যন্ত্রাদি যাহা কিছু দান করিয়াছেন, বা করিবেন, সাধক-সত্তমগণ তৎসমুদয় অতীব-প্রযত্ন অব-লম্বন-পূর্ব্বক সতত গোপনীয়-জ্ঞানে প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষা করিবেন এবং কখনও কোনস্থানেও তৎসমস্ত প্রকাশিত করিবেন না। কারণ, প্রকাশ করিলে, সিদ্ধি-হানি এবং অশুভ-সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব সাধকোত্তমগণ সর্ব্বতঃ প্রযত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক গুরুদত্ত-মন্ত্র-যন্ত্র-কবচাদি গোপন করিবেন, কিন্তু কদাচ প্রকাশিত করিবেন না।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর পুনরপি শ্রীমতীসতীদেবী কহিলেন, হে মহামতে! মহাদেব! এই আমি আপনার নিকটে মদীয়-দশ মহাবিদ্যা-মূর্ত্তির বিশেষ করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ নামকীর্ত্তন করিলাম। কিন্তু, আমি যে, পঞ্চমী-মহাবিদ্যা-ভৈরবী, তাহাও আপনি অবগত হইয়াছেন। অতএব অধুনা আমাকে দেখিয়া, আপনি কোনরূপ ভয় করিবেন না। কারণ, আমি আপনার প্রিয়তমা-পত্নী ও আপনি আমার অতি প্রিয়তম-প্রাণসম-পতি। হে দেব! আমার পিতা প্রজাপতি-দক্ষ আপনাকে অবজ্ঞাত অবমানিত করিয়া, অন্যান্য- দেব- দানব- যক্ষ- রক্ষঃ- মুনি- মহর্ষি - দেবর্ষি- ব্রহ্মর্ষি- রাজর্ষি- প্রভৃতি-জগতী-তলস্থ-যাবতীয়-প্রাণি-সমাজকে আহ্বান-পুরঃসর দর্পভরে যে যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন, সেই যজ্ঞের বিনাশার্থ, তথা আপনার প্রতি প্রযুক্তা অবজ্ঞা, বা অপমানের উপযুক্ত-প্রতিফল-দান-পূর্ব্বক পিতার-দর্প-চূর্ণীকরণার্থ অদ্য আমি যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন করিব। অতএব হে দেব! আপনি যদি আমার পিতা প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞ-মহোৎসবে একান্তই গমন না করেন, তবে আমার প্রতি আদেশ প্রদান করুন। হে দেবেশ! আমি আপনার আজ্ঞাশিরোধারণ-পূর্ব্বক অদ্যই পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন করিব। হে দেব! আমি আপনার নিতান্তই অনুগতা জানিবেন। অপিচ, এই অনুগত অধীনজনের এইমাত্র প্রার্থনা, বা অভীষ্ট যে, আপনি আমাকে পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসবে গমনার্থ আজ্ঞা-প্রদান করুন এবং আমি আপনার আজ্ঞা-গ্রহণ-পূর্ব্বক পিতা দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞ-বিনাশার্থ গমন করি।

শ্রীমতীসতীদেবীর উক্তরূপ-প্রার্থনা বচন শ্রবণ করিয়া, শ্রীমন্মহাদেব মহাভীতপ্রায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকালপরে শ্রীশঙ্করদেব ভীম-বিলোচনা শ্রীমতীকালীদেবীকে এইকথা বলিলেন যে, অধুনা আমি তোমাকে পূর্ণা উত্তমা পরা প্রকৃতি, বা পরমেশানী-স্বরূপে অবগত হইতেছি এবং অপরিজ্ঞান-প্রযুক্ত, বা মোহ-নিবন্ধন ইতঃপূর্ব্বে

তোমার প্রতি যে সকল-দুর্ব্বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছি, তজ্জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করিতেছি, অতএব তুমি নিজ-গুণে আমাকে ক্ষমা কর। হে দেবি! তুমি আদ্যা পরমা বিদ্যা স্বরূপা এবং সর্ব্বভূতে সমবস্থিতা স্বতন্ত্রা পরমা শক্তি-স্বরূপিণী ; সুতরাং তোমার বিধি-নিষেধ-কর্ত্তা এ জগতে কেহ নাই। হে শিবে! তুমি যদি দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশার্থ একান্তই গমন কর, তবে আমার এমন কি শক্তি আছে যে, আমি তোমাকে নিষেধ দ্বারা নিবর্ত্তিতা করি। আর আমি যদি তোমার গমন-নিষেধনে সমুদ্যত হই, তাহা হইলেই বা আমি তাদৃশ কার্য্যে সমর্থ হইব কিরূপে ? কিঞ্চ, আমি নিজ আত্মাকে, বা আমাকে তোমার পতি-স্বরূপে জ্ঞান, বা অভিমান করিয়া, অতিমোহ-প্রযুক্ত যে কোন অসঙ্গত অযুক্ত-বাক্য কথন করিয়াছি, হে মহেশানি! তুমি দয়া করিয়া, তৎসমুদায় ক্ষমা কর এবং পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন-বিষয়ে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, সেইরূপ কার্য্য কর।

শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, সেই জগদম্বিকা-সতীদেবী ঈষৎ সহাস-বদনে তৎকালে এইকথা বলিলেন যে, হে দেব! মহেশ্বর! আপনি সমস্ত-প্রমথগণের সহিত এইস্থানেই অবস্থিতি করুন এবং সম্প্রতি পিতৃ-গৃহে যজ্ঞ-মহোৎসবদর্শনার্থ আমি যাত্রা করিতেছি, আপনি প্রসন্ন-মানসে আমাকে অনুমতি প্রদান করুন। এই কথা বলিয়া, সেই পঞ্চমী-মহাবিদ্যা-ভৈরবীদেবী এবং ঊর্দ্ধ-প্রদেশে ব্যবস্থিতা তারা দেবী, এইদুই মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি সহসা সেই স্থানেই একরূপ ধারণ করিলেন। তথা অন্যান্য যে অষ্টবিধ-মহাবিদ্যা-মূর্ত্তি অষ্টদিকে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলে দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী-মহাবিদ্যা মূর্ত্তি তারা ও ভৈরবীদেবীকে একরূপা হইতে দেখিয়া, তৎকালমাত্রেই সহসা তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন।

এদিকে ভগবান্ শ্রীশম্ভুদেব সর্ব্ব-সুরেশ্বরেশ্বরী শ্রীভগবতীদেবীকে পিতৃ-যজ্ঞ-মহোৎসব-দর্শনার্থ গমনেচ্ছু অবলোকন করিয়া, প্রমথগণকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন যে, ভো ভোঃ প্রমথগণ! তোমরা অতি দ্রুতগতি অযুত-সংখ্যক-সিংহগণে সংযুক্ত-রত্ন-জাল-বিরাজিত-সুসজ্জিত একখানি উত্তম-রথ আনয়ন কর। শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ আজ্ঞা-রচন

শ্রবণ করিয়া, গাণপত্য-পদাভিষিক্ত-প্রমথাধিপতি স্বয়ং নন্দী তৎক্ষণ-মাত্রেই নানাবিধ-পতাকা-সাহায্যে সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃত, রত্ন-জাল-সংযুক্ত, আশুগ অযুত-সংখ্যক-সিংহগণে সংযুত, পর্ব্বত-সন্নিভ, দিব্যাতিদিব্য এক রথ আনয়ন করিলেন। মনো-মারুত-সমান-বেগ-সম্পন্ন অযুত-সংখ্যক-সিংহগণে সংযুত রথ আনীত হইলে, প্রমথাধিপতি নন্দী স্বয়ং শ্রীমতীসতী-দেবীকে সেই রথবরে আরোহণ করাইলেন। অনন্তর ভীমরূপিণী কালী অর্থাৎ শ্রীমতীসতীদেবী সেই রথে অবস্থিতা হইয়া, সুমেরু-শিখরাধিরূঢ়া অনুত্তমা মেঘ-পংক্তির ন্যায় বিভাতা হইতে লাগিলেন। তৎকালে মনে হইতে লাগিল যেন, যুগান্তে সমগ্র-জগদ্ গ্রাস করিবার জন্যই তিনি সমুত্থিতা হইয়াছেন। অতঃপর বুদ্ধিমান্ নন্দী শ্রীমতীসতীদেবীর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, অতিদ্রুতগতি রথ পরিচালিত করিলেন। এদিকে শ্রীমতীসতীদেবীকে রথারোহণ-পূর্ব্বক ক্ষিপ্রতার সহিত দক্ষ-ভবনাভি-মুখে গমন করিতে দেখিয়া, শোক-দুঃখার্ত্ত সেই শ্রীশম্ভুদেবও ব্যাকুল-হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতীকালীস্বরূপিণী সতীদেবীকে ক্রোধান্বিতা অবলোকন করিয়া, প্রাণধারী জীবমাত্রই চকিত হইল। প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডদেব যেন সন্ত্রস্ত-হৃদয়ে ধরাতলে পতনোন্মুখ হইলেন। সাগর-সকল সংক্ষুব্ধ হইল, দিক্‌সকল ব্যাকুলিতপ্রায় প্রতিভাত হইল, পবনদেব মহাবেগে বহমান হইলেন, সূর্য্যদেবকে ভিন্ন করিয়াই যেন, ভূমণ্ডলে মহা অমঙ্গল-সূচক শত শত উল্কাপাত হইতে লাগিল, পর্ব্বত-সকল বিশীর্ণ হইল, বসুন্ধরা কম্পিতা হইলেন, অগ্নি-সকল নিজ-নিজদীপ্তিপরিহার করি-লেন এবং গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকা-সকল অপ্রকাশভাব ধারণ করিলেন। এইরূপে সর্ব্ববিধ উৎপাত, বা উপদ্রবের আবির্ভাব-সাধন-পূর্ব্বক শ্রীমতী-সতীদেবীর সেই মহারথ ক্ষণার্দ্ধকালমধ্যেই দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞ-সভা-ভবন-দ্বারে সমুপস্থিত হইল এবং দক্ষ-নিলয়স্থ-সমস্ত-লোকই পর্ব্বত-সন্নিভ-রথবরে সমারূঢ়া দেবী শ্রীমতীসতীর সর্ব্বলোকভয়ঙ্করী মূর্ত্তি অব-লোকন করিয়া, ভয়-সন্ত্রস্ত হইলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর শুভস্তনী-মুক্তকেশী-দেবী-দাক্ষায়ণী-সতী রথবর হইতে সত্বর অবতরণ-পূর্ব্বক মাতৃ-সন্নিধানে গমন করিলেন। দক্ষ-পত্নী-প্রসূতি দেবী দীর্ঘকাল পরে পুত্রী সতীদেবীকে সমাগতা হইতে দেখিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক অগ্রসরা হইয়া, তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং নিজ-বস্ত্রাঞ্চল-দ্বারা শ্রীমতীসতীদেবীর অশ্রু-শিশির-সিক্ত-ম্লান-মুখ-পঙ্কজ পরিমার্জ্জিত করিয়া, মুহুর্ম্মুহুঃ চুম্বন-পুরঃসর বিলাপ-বচনে সতী দেবীকে কহিলেন, মাতঃ! তুমি দেবদেব-শ্রীসদাশিবদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়া, স্বয়ং অশোচনীয়া হইয়াছ বটে; কিন্তু তুমি যে আমাদিগকে শোক-মহার্ণবে পরিক্ষিপ্তা করিয়া, চলিয়া গিয়াছ, তাহা কি মা! তোমার একবারও মনে হয় নাই? যদিচ মা! তুমি স্বয়ং ত্রিজগজ্জননী পরমা আদ্যা-শক্তি-স্বরূপিণী, তথাপি মা! তুমি যে কৃপা-পূর্ব্বক আমার উদরে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, এজন্য আমার মহত্তর-ভাগ্য-গৌরবের কথা আমি আর অধিক করিয়া কি বলিব? হে সতি! অদ্য তোমাকে মদীয়-ভবনে স্বয়ং কৃপা-পূর্ব্বক সমুপস্থিতা হইতে দেখিয়া, আমার চির-কাল-সঞ্চিত প্রগাঢ়-শোক দূরীভূত হইল।

হে সতি! তোমার পিতা পরম-দুর্ব্বুদ্ধি-সম্পন্ন, তিনি শ্রীসদাশিব-দেবকে পরমাত্মস্বরূপে অবগত না হইয়া, ইতর-সুরসাধারণ-বোধে কপালী, শ্মশানবাসী ও ভূত-পতি-জ্ঞানে এযাবৎকাল তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ-ভাব-পোষণ করিয়া আসিতেছেন এবং তোমার পিতার অন্তরে অঙ্কুরিত পল্লবিত পুষ্পিত সেই শ্রীশিব-বিদ্বেষ-বৃক্ষ অধুনা এই যজ্ঞ-ফলপ্রসব করিয়াছে। শ্রীশিব-বিদ্বেষ-বশবর্ত্তী হইয়া, তোমার পিতা প্রজাপতি-দক্ষ শ্রীশঙ্করদেবকে অবজ্ঞাত করিবার জন্যই মোহ-প্রযুক্ত এই উত্তম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন; সুতরাং তোমার পিতা আমাদিগের দ্বারা তথা দধীচি-মুখ্য-বিচক্ষণ-মুনিগণ-কর্তৃক বহুপ্রকারে

বারম্বার অভিহিত প্রার্থিত, প্রতিবোধিত, বা অনুরুদ্ধ হইয়াও, পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে এবং কাপালি-ভার্য্যা-বোধে নিজসুতা হইলেও, তোমাকেও এই সুবিপুল-যজ্ঞ-মহামহোৎসবে নিমন্ত্রণাহ্বান-দ্বারা গৌরবান্বিতা করেন নাই।

মাতা প্রসূতিদেবীর উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীমতীসতীদেবী গম্ভীর-বচনে এইকথা বলিলেন যে, সর্ব্ব-দৈবত-দৈবত-সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর-দেবদেব-শ্রীশঙ্করদেবকে অনাদৃত করিয়া এবং অন্যান্য-সর্ব্বজাতীয়-দৈবতগণের সহিত মিলিত হইয়া, পিতা প্রজাপতি-দক্ষ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন বটে ; কিন্তু দিব্যদৃষ্টি-সাহায্যেও এই যজ্ঞের নির্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তি পরিদৃষ্টা হইতেছে না। হে মাতঃ! আমার উক্তরূপা ধারণার বিপক্ষে অন্যতমা কোন বিচক্ষণ-ব্যক্তি অন্য কোন কিছু মনে করিতে পারেন সত্য ; কিন্তু আমার এইরূপ বুদ্ধি উৎপন্না হইতেছে যে, এই যজ্ঞ কখনই নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইবে না। শ্রীমতীসতীর বাক্যাবসানে সতী-জননী প্রসূতিদেবী কহিলেন, হে বৎসে! গত-রাত্রিকালে স্বপ্ন-যোগে আমি যাহা অবলোকন করিয়াছি, অতীব-ভয়দ-লোমহর্ষণ সেই তুমুল-বৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

হে বৎসে! যেখানে তোমার পিতা প্রজাপতি-দক্ষ দেবগণ সহ মহাযজ্ঞে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে অকস্মাৎ কাচিৎ মহেশ্বরী-মহাদেবী সমাগতা হইলেন। জ্বলন্নেত্র-ত্রয়োজ্জ্বলা, সাট্টহাসা, চতুর্ভুজা, দিগম্বরী, মুক্তকেশী, মহা-মেঘ-প্রভা সেই শ্যামাদেবীকে দর্শন করিয়া, চকিত-দক্ষ বিনয়ান্বিত-বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন মা! তুমি কে? কাহার বনিতা? এবং কি জন্য এখানে সমাগতা হইয়াছ? প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্টা সেই মহেশ্বরী-দেবী কহিলেন, পিতঃ! আপনি কি আমাকে জানেন না? আমি যে আপনার প্রিয়তমা তনয়া সতী। অনন্তর প্রজাপতি-দক্ষ শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করিতে করিতে, বহুধা অপ্রিয়বাক্য-সকল কথন করিতে লাগিলেন। দক্ষের দুর্ব্বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, মহাক্রোধ-পরায়ণা সেই দেবী-মহেশ্বরী সহসা যজ্ঞ-বহ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

হে বৎসে! সেই মহেশ্বরী-দেবী সহসা যজ্ঞ-বহ্নি-মধ্যে প্রবিষ্টা হইলে, পশ্চাৎ সেই স্থানে ক্ষণকাল মধ্যে ভীমকর্ম্মা, ভীমরূপ-কোটি-কোটি-প্রমথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোটি-কোটি-প্রমথগণের সহসা উপস্থিতির কিছুকাল পরেই কালান্তক-যমোপম-মহোগ্রকর্ম্মা অপর এক মহান্ পুরুষ সমাগত হইলেন। কিন্তু, হে বৎসে! পশ্চাদাগত সেই মহান্ পুরুষ ক্ষণকালমধ্যেই বিষ্ণু-প্রমুখ-দেবগণকে বিনির্জ্জিত করিয়া, সহসা মহাযজ্ঞ বিধ্বস্ত করিলেন। এইরূপে প্রমথ-গণের সহিত মিলিত হইয়া, সেই মহাযজ্ঞের বিভঞ্জন-কার্য্য-পরি-সমাপনান্তে সেই মহোগ্রকর্ম্মা মহাপুরুষ তোমার পিতা প্রজাপতি-দক্ষের কনক-কিরীট-কুণ্ডল-শোভিত মস্তক ছেদন করিলেন।

মুণ্ড-হীন-প্রজাপতি যজ্ঞ-কুণ্ড-তটে অবস্থিত রহিয়াছেন্ দেখিয়া, মহাক্রুদ্ধ, মহোগ্রকর্ম্মা, মহোগ্ররূপী, কৌপীনবাসাঃ, জটা-মুকুট-মণ্ডিত, বিভূতি-লিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ, শূলপাশাসিপাণি-কোটি-কোটি-প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য সমুদ্যত হইলেন, কেহ কেহ দক্ষের উষ্ণ-শোণিত পান করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ নৃত্য করিতে লাগিলেন, তথা কেহ কেহ বা বিকট-হাস্যধ্বনি-সাহায্যে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। হে বৎসে! দক্ষ-পুরবাসি-বর্গ আমরা সকলে এই অতি ভয়াবহ-ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ব্যাকুল-হৃদয়ে হাহাকার-পরায়ণ হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলাম।

আমাদিগের রোদন, বা হাহাকার-ধ্বনিশ্রবণে ব্যাকুলেন্দ্রিয়-দয়া-পরবশ-ব্রহ্মা শ্রীশঙ্করদেবের সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক স্তুতি-বচনে প্রার্থনা করিয়া, শ্রীসদাশিবদেবকে যজ্ঞ-সভা-ভবনে মহাসমারোহ-সহকারে আনয়ন-পুরঃসর করজোড়ে কহিলেন, বিভো! প্রজাপতি-দক্ষকে জীবিত করুন। হে দেব! যজ্ঞসমাপন করুন, হে দেবদেব! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। পুত্র-শোক-কাতর ব্রহ্মার উক্ত-রূপ-কাতর-বচন শ্রবণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব শ্রীশিবনিন্দন-কারণ-বশতঃ একটা ছাগ-মুণ্ড প্রদান-পূর্ব্বক প্রজাপতি-দক্ষকে সঞ্জীবিত করিলেন।

হে বৎসে! আমি রজনীর শেষভাগেই এইরূপ স্বপ্নদর্শন করিয়াছি। আর অদ্য সেই শ্যামবর্ণা দেবী তুমিও আমার গৃহে সমাগতা হইয়াছ। স্বপ্নযোগে আমি যেরূপ, বা যে সকল ঘটনা অবলোকন করিয়াছি, স্বপ্ন-যোগে শ্যামবর্ণা যে দেবীকে সমাগতা হইতে দেখিয়াছি, এক্ষণে প্রত্যক্ষতঃ যখন সেই দেবীকে সমাগতা অবলোকন করিতেছি, তখন অবশ্যই দক্ষ-প্রজাপতির যজ্ঞ-পরিণাম-সম্বন্ধে যথাদৃষ্টানুরূপ-ঘটনাবলী যে সংঘটিতা হইবে, তদ্বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ নাই।

হে বৎসে! স্বপ্নযোগে তোমাকে যেরূপে দর্শন করিয়াছিলাম, এখনও যেহেতু আমি তোমাকে সেইরূপেই অবলোকন করিতেছি, অতএব আমার মনে হইতেছে যে, কদাচিদপি সেই স্বপ্ন বিফল হইবে না। শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা-জনিত যে দুঃখময়-ফল, সেই অবশ্য-প্রাপ্য-বিরস-ফল প্রাপ্ত হইয়া, প্রজাপতি-দক্ষও নিজ-মূর্খত্ব পরিত্যাগ করিবেন, তোমাদের পরমার্থ-স্বরূপ-পরিচয় অবগত হইবেন এবং অচিরকাল-মধ্যেই তোমাদিগের প্রতি বিদ্বেষভাব পরিহার করিবেন। হে সতি! উক্তরূপে অর্থাৎ তোমার পিতার চৈতন্য-সঞ্চার-কল্পে স্বপ্ন-দর্শনের সফলতা হয় হউক, কিন্তু তোমার সম্বন্ধে যে হৃদয়-বিদারক-দৃশ্য দর্শন করিয়াছি, তাহা যেন কখনও সত্যে পরিণত না হয়। হে পুত্রি! তুমি চিরজীবিনী হও এবং তোমার যেন কোনদিন কোনরূপ হানি না ঘটে, ইহাই আমার অন্তরের প্রার্থনা। কিঞ্চ, হে বৎসে! ইহাও আমার অন্তরের প্রার্থনা যে, তোমার সম্বন্ধে আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তাহা স্বপ্নে পরিণত হউক, তোমার যে বিয়োগ দর্শন করিয়াছি, সেই বিয়োগ তোমার আয়ুর্ব্বর্দ্ধক হউক। হে সতি! তুমি যাহার সহায়, সেই ব্যক্তিবিশেষই সর্ব্বথা অশোচ্য, সেই ব্যক্তিবিশেষই ধন্য এবং সেই ব্যক্তিবিশেষই ভাগ্যবান্। মা! আমি তোমার জননী, দেখিও মা! আমাকে যেন তুমি কখনও পরিত্যাগ করিও না।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীমতী-দেবী-সতী মাতা-প্রসূতি-সন্নিধানে এইরূপে যথোপযুক্ত-সম্মান-লাভ করিয়া, মাতৃ-চরণে প্রণামান্তে তাঁহার অনুজ্ঞা-গ্রহণ-পূর্ব্বক ত্বরিতগতি প্রজাপতি পিতা দক্ষের সন্নিধানে গমন করিলেন। শ্রীমতী-সতীদেবী পিতৃ-সন্নিধানে গমন করিলে, পশ্চাৎ উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া, প্রজাপতি-দক্ষের পুরবাসী ব্যক্তি-বৃন্দ আগ্রহাশ্চর্য্য-বিস্ময়ান্বিত-হৃদয়ে পরস্পরে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! অদ্য আমরা কি সুমহদদ্ভুত-দৃশ্য দর্শন করিলাম? হিরণ্ময়ী-জঙ্গমা-শাললতা-সমানাকারা, দিবশ্চ্যুতা-স্থাস্নু-স্থিতিশীলা অচিরপ্রভাপ্রায়া, প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রম্যবর্ণা বা কনক-চম্পক-দাম-গৌরাঙ্গী, সৌম্যরূপা, বরাননা, আমাদের সেই সুন্দরী-শিরোমণি, ললনা-কুল-ললামায়মানা, ললিত-লবঙ্গ-লতা-কোমলাবয়বা, লাবণ্য-লীলা-বিলাস-ভূমি পরম-শোভনা শ্রীমতীসতীদেবী ভীমরূপা, নবীন-নীরদ-নিভা, মুক্ত-কেশী ভীষণ-দশনা, ক্রোধোদ্দীপ্ত-বিলোচনা, দ্বীপি-চর্ম্ম-পরীধানা, বীর-বাহু-চতুষ্টয়ী হইলেন কিরূপে? এবং কেনই বা তিনি এই সুদুর্দ্দর্শ অত্যদ্ভুত-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক মহাযজ্ঞ-মহোৎসব-স্থলে সুবিশাল-সুর-সভা-ভবনে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-পরিধান করিয়া, কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কুন্তল-কলাপ উন্মুক্ত, বা আলুলায়িত করিয়া, ক্রোধ-কষায়িত আকর্ণ-বিশ্রান্ত-লোচনত্রিতয় বিস্ফারিত করিয়া, সৌম্যরূপ ভীমরূপে পরিণত করিয়া, সমাগতা হইলেন।

মনে হইতেছে যেন, অবিলম্বে এই ভীষণ-দশনা, লোল-রসনা দেবী ক্ষণার্দ্ধ-কাল-মধ্যেই এই স্থির-চর-সুর-নর-কিন্নর-পরিপূর্ণ-সমগ্র-সংসার-মণ্ডলকে ক্রোধ-বশে গ্রাস করিতে সমুদ্যতা হইবেন, জানিনা, অদ্য প্রজা-পতি-দক্ষের কীদৃশ-ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিবে? বা কীদৃশী অশুভা-গতি নির্দ্দিষ্টা হইবে? অথবা এরূপও নিশ্চয় করা যাইতে পারে যে, প্রজা-পতি-দক্ষ যখন এই মহাদেবী-সতীর অপমান করিয়া, সুর-সকলের সহিত

মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তখন দুষ্টাত্মা সেই দক্ষ-প্রজাপতিকে উপযুক্ত-প্রতিফল-প্রদান করিবার জন্যই এই মহাদেবী ক্রুদ্ধান্তঃকরণে যজ্ঞ-সভা-ভবনে সমুপগতা হইয়াছেন। আর এক কথা এই যে, যে মহাদেবী সংহারকালে ব্রহ্মা, এমন কি বিষ্ণুকে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া থাকেন, সেই মহাদেবী যদি অদ্য ক্রুদ্ধা হইয়া, এই মহাযজ্ঞের বিনাশ-সাধন করেন, তবে শ্রীবিষ্ণুদেবই বা কি করিবেন ?

অনন্তর সেই মহাদেবী-সতী যজ্ঞ-শালা-প্রাঙ্গণে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীশিব-বিদ্বেষোদ্ভব-হর্ষবশে সমাকুল সেই প্রজাপতি-দক্ষকে অবলোকন করিলেন। এদিকে ভীমরূপা নবীন-জলদ-প্রভা সেই মহাদেবীকে সভা-ভবনে সমাগতা হইতে দেখিয়া, হব্য-ভোক্তা বৃহস্পতি-প্রমুখ-দেবগণ এবং ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-মহর্ষিগণ সাধ্বস, বা ভীতি-প্রযুক্ত কম্পান্বিত-কলেবর হইলেন। তৎকালে পটে চিত্রার্পিত-প্রায় সেই মহাত্মা দেব ও ঋষিগণ অন্যান্য-সমস্ত-কার্য্য-পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চল-লোচনে কেবলমাত্র সেই পরা-দেবীকেই অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেব ও ঋষিগণের মনে মনে সেই মহাদেবীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, দক্ষ-প্রজাপতির ভয়ে সেই দেব ও মুনি-মহর্ষি-বৃন্দ সেই দেবীকে প্রত্যক্ষতঃ প্রণাম করিতে সমর্থ হইলেন না বটে ; কিন্তু দেব-মুনি-মহর্ষি-বৃন্দ মনে মনে পরম-ভক্তিভরে সর্ব্ব-সংহার-কারিণী সেই কালী-সতী-দেবীকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি-দক্ষ যজ্ঞ-সভা-ভবনস্থ-মুনি-মহর্ষি-সুর-সমাজকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিয়া, সুর-মুনি-সমাজের তথাবিধাবস্থা-প্রাপ্তির প্রতি কারণানুসন্ধান-কল্পে সর্ব্বদিকে লোচন-যুগল সঞ্চালিত, বা প্রসারিত করিলেন এবং বিস্ফারিত-নয়নে সর্ব্বতঃ সমবলোকনে তৎপর হইলেন। এইরূপে চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিতে করিতে, প্রজাপতি-দক্ষ ভিন্নাঞ্জন-পুঞ্জবৎ প্রভা-শালিনী, ত্যক্ত-বস্ত্রা, মুক্ত-কেশী ক্রোধ-প্রদীপ্ত-বিলোচনা সেই কালী-সতীদেবীকে দর্শন করিলেন। অপিচ, প্রজাপতি-দক্ষ সেই কালীদেবীকে দর্শন করিয়া, এই কথা বলিলেন যে, হে বিগত-ত্রপে! নির্লজ্জে! তুমি কে ? কাহার কন্যা ? কাহার বনিতা ?

এবং কি জন্যই বা এখানে সমাগতা হইয়াছ ? অথবা আমার দৃষ্টিতে তুমি আমার কন্যা-সতীর ন্যায় পরিলক্ষিতা হইতেছ। তবে তুমি কি আমার দুহিতা-সতী শিবালয় হইতে এখানে সমাগতা হইয়াছ ?

শ্রীমতীসতী কহিলেন, পিতঃ! একি ? আপনি নিজ-কন্যা-সতী-রূপে কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না ? হে পিতঃ! আপনি আপনার কন্যা-সতীরূপে আমাকে অবগত হউন। হে প্রজাপতে! আপনি আমার পিতা এবং আমি আপনার কন্যা; সুতরাং আমি পিতা বলিয়া, আপনাকে প্রণাম করিতেছি। প্রজাপতি-দক্ষ কহিলেন, মাতঃ! একি ? আমি তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন ? হে সুতে! এমন কি গুরুতর-কারণ উপস্থিত হইয়াছে যে, তুমি স্বভাব-প্রাপ্ত-রূপ-পরিহার-পূর্ব্বক শ্যামীভূতা হইয়াছ ? হা সুতে! পূর্ব্বে যখন তুমি আমার গৃহে অবস্থিতা ছিলে, তৎকালে তোমার শরীর, বা দেহাবয়ব-সমুহের বর্ণ প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-বর্ণবৎ গৌর ও রমণীয় ছিল, তোমার অঙ্গ-কান্তি শারদীয়-পূর্ণ-শশধর-প্রভা-সম-সমুজ্জ্বল ও সুন্দর ছিল, দিব্য-বস্ত্র-পরিধান-পূর্ব্বক পাদ-চারণকালে তুমি আমার গৃহ ও গৃহ-প্রাঙ্গণ নিজ-শরীর, বস্ত্র ও অলঙ্কা-রাদির বিমল-প্রভা-পুঞ্জে আলোকিত উদ্ভাসিত করিয়াছিলে।

হে সুতে! তুমি আমার তাদৃশী-লসৎ-কনক গৌরাঙ্গী, শরচ্চন্দ্র-সম-প্রভা, দিব্য-বস্ত্র-পরিধানা-সতী-কন্যা হইয়া, অদ্য ত্রৈলোক্য-নিবাসি-জনগণে পরিপূর্ণ এই যজ্ঞ-সভা-স্থলে দিব্য-বসন-ভূষণ-বিরহিতাবস্থায় উলাঙ্গিনী-বেশে সমাগতা হইয়াছ কেন ? তোমার পুষ্প-মালা-পরিশোভিত-কনক-হীরক-তারকালঙ্কারালঙ্কৃত-মুনি-মানস-মোহন কবরী-বন্ধন অদ্য উন্মুক্ত দেখিতেছি কেন ? হে সতি! কেনই বা তুমি অদ্য ভীম-লোচনা হইয়াছ ? হা সুতে! তুমি কি অযোগ্য-পতিলাভ করিয়া, ঈদৃশী দুর্দ্দশা-প্রাপ্তা হইয়াছ ? পুনশ্চ, হে সতি! আমার এই যজ্ঞ-মহামহোৎসবে তুমি ত মৎ-কর্ত্তৃক-সমাহূতা হও নাই। তথা হে সতি! আমি যে স্নেহাদির অভাব-বশতঃ তোমাকে এই যজ্ঞ-মহোৎসবে নিমন্ত্রণাহ্বান-দান করি নাই, তাহা নহে। পক্ষান্তরে কপালি-ভার্য্যা, বা শিব-পত্নী, এই অভিধা-প্রযুক্তই তুমি আমার নিকট হইতে নিমন্ত্রণ-প্রাপ্তা হও নাই।

হে সুতে! আমার নিকট হইতে নিমন্ত্রণাহ্বান-প্রাপ্তা না হইয়াও, তুমি যে স্বয়ংই সমাগতা হইয়াছ, ইহা একপক্ষে তুমি ভালই করিয়াছ। হে সতি! তোমার জন্য এই বস্ত্রালঙ্কারাদি স্থাপিত রহিয়াছে, গ্রহণ কর। হা সুতে! ত্রৈলোক্য-সুন্দরি! সুলোচনে! সতি! তুমি আমার প্রাণ-তুল্যা-দুহিতা হইয়াও, অযোগ্য-শম্ভুদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়া যে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্তাবস্থায় দুঃখিতা হইতেছ, এজন্য আমিও পরম-পরিতপ্ত হইতেছি।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

প্রজাপতি-দক্ষের বদন-বিবর-বিনির্গত-শিব-নিন্দাকর উক্তরূপ-বচন-সকল শ্রবণ করিয়া, রোষাতিশয়বশে জ্বলিত-সর্ব্বাঙ্গী সেই সতী মনে মনে তৎকালে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে ক্ষণার্দ্ধ-কালমধ্যেই দৈবত-গণের সহিত সমখ-পিতা-দক্ষ-প্রজাপতিকে ভস্মসাৎ করিতে পারি। পক্ষান্তরে পিতৃ-হত্যা-জনিত-পাপ-ভয়-প্রযুক্ত আমার পক্ষে তাদৃশ অধর্ম্মজনক-কার্য্যে প্রবৃত্তা হওয়া, সমুচিত বিবেচিত হইতেছে না। অথচ পতি-নিন্দা-শ্রবণ যে সতী-পত্নীর পক্ষে নিতান্ত-দুঃসহ ও মহাপাপ-জনক, তৎপক্ষে ও তিলমাত্র-সন্দেহ নাই। এই মহাপাপের প্রক্ষালন-কল্পে প্রথম-প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ-পরিত্যাগ এবং দ্বিতীয়-প্রায়শ্চিত্ত শ্রীশিব-দেবতা, বা পতি-দেবতা-নিন্দকের দর্পোপশমন-পূর্ব্বক বিনাশ-সাধন। আমি এরূপস্থলে আমার সাধ্যায়ত্ত-প্রাণ-পরিত্যাগ-লক্ষণ-প্রায়শ্চিত্তেরই অনুষ্ঠান করিব। তথা শ্রীশিব-নিন্দকের দর্পোপশমন, বা বিনাশ-সাধন শ্রীশঙ্করদেবের ইচ্ছাবশে পশ্চাৎ সুসম্পন্ন হইবে। অতএব অধুনা সমাগত সুরসমাজের সহিত এই প্রজাপতি দক্ষকে পরিমুগ্ধ করিয়া, নিজলীলাবশে স্বস্থানে প্রস্থানার্থ প্রস্তুতা হওয়াই, আমার পক্ষে যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে।

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, শ্রীমতীসতীদেবী তৎকালমাত্রেই আত্ম-তুল্য-রূপা এক ছায়ার সৃষ্টি করিলেন। কিঞ্চ, দাক্ষায়ণী শ্রীমতী-সতীদেবী সঙ্কল্পমাত্রেই ক্ষণকালমধ্যে আত্ম-সমান-রূপিণী ছায়ার সৃষ্টি করিয়া, সেই ছায়াসতীকে কহিলেন, হে ছায়াসতি! আমি যে সকলকথা বলিব, তুমি সাবধানে মদুক্ত সেই সকল-বাক্যের মর্ম্মার্থ অবধারণ কর। হে ছায়াসতি! তুমি আমার একটী কার্য্য-সাধন কর। আমি তোমাকে এই মহাযজ্ঞের বিনাশ-কার্য্যে নিযুক্তা করিতেছি, তুমি অবিলম্বে এই মহাযজ্ঞের বিনাশ-সাধনে প্রবৃত্তা হও। হে ছায়াসতি! এই যজ্ঞের

বিনাশার্থ তোমাকে অপর কোন কার্য্য করিতে হইবে না। হে সুলোচনে! তুমি কেবলমাত্র আমার পিতার সহিত বহুবিধ-বাক্য কথন করিয়া, যখন শুনিবে যে, আমার পিতার বদন-বিল-দ্বার হইতে দার্দ্দুরিকী-জিহ্বার সঞ্চালন-বশে শ্রীশিবদেবের নিন্দাকর-বাক্য-সকল বিনির্গত হইতেছে, তৎকালে তাদৃশ শ্রীশিব-নিন্দাকর-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, তুমি ক্ষিপ্রতার সহিত সুবিপুল-ক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক আহুত-ক্রোধানল-সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত-প্রায়-কলেবরে দৃঢ়-চিত্তে যজ্ঞ-বহ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং যজ্ঞানলে প্রবিষ্টা হইয়া, দগ্ধ-দেহে প্রাণ-পরিত্যাগ করিবে।

আমি এই প্রজাপতি-দক্ষের সুতা-স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, ইনি নিরন্তর গর্ব্বিত অন্তঃকরণে শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করিয়া থাকেন। অতএব হে সুমধ্যমে! তুমি আশুগতি প্রজাপতি-দক্ষের গর্ব্ব পরিচূর্ণ কর। হে চারুহাসিনি! তুমি যজ্ঞানলে প্রবিষ্টা হইয়াছ, এই বার্ত্তা-শ্রবণ করিয়াই, নিশ্চিতই শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ-বাটে সমাগত হইবেন। কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব যজ্ঞ-সভা-ভবনে সমাগত হইয়া, যজ্ঞ-রক্ষণ-তৎপর বিষ্ণু-শক্র-পুরোগম-দেবগণকে সমরাঙ্গণে নির্জ্জিত করিয়া, অবশ্যই মহাযজ্ঞের বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক পিতা দক্ষের দর্পোপশম-সহ জীবন-প্রদীপেরও উপশান্তি বিধান করিবেন। হসন্মুখী-মহাকালী-শ্রীমতী-দেবী-দাক্ষায়ণী-সতী ছায়াকালীকে এইসকলকথা বলিয়া এবং স্বয়ং অন্তর্হিতা হইয়া, গগনগাত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে ভেরী-মৃদঙ্গনাদ-সহ কাংস্য-পটহ-তূর্য্য-শব্দ-দ্বারা যজ্ঞ-মহা-মহোৎসব প্রগাঢ়তরভাব ধারণ করিল। বারিবাহগণ পুষ্পবাহরূপে পরিণত হইয়া, যজ্ঞ-মহোৎসব-ক্ষেত্রে নিরন্তর-পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল। অপরথা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মহোৎসবানন্দ-রসে নিমগ্ন-জনগণের মধ্যে, অথবা দেবর্ষি-মহর্ষি-দৈত্য-দানব-দেবগণের মধ্যে কেহই দাক্ষায়ণী-দেবী-সতীর এই অন্তর্দ্ধান-ব্যাপার লক্ষ্য করিতেও সমর্থ হইলেন না এবং পশ্চাৎ গগনতলে অবস্থিতা-দেবী-সতীর সন্নিকটবর্ত্তী দেশে অবস্থিত

হইয়াও, শ্রীমতীসতীদেবীরই মহতী-মায়াবশে পরিমোহিত-দেবাসুর-নরগণ তাঁহাকে অবলোকন করিতেও সমর্থ হইলেন না।

অনন্তর ছায়াসতী বিপুল-ক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক প্রজাপতি-দক্ষকে এইকথা বলিলেন যে, আপনি মোহ-প্রযুক্ত দেবদেব-সত্য-সনাতন-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি বিষম-বিপুল-বিদ্বেষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক অত্যন্ত অধিক-পরিমাণে নিন্দাবাক্যের প্রয়োগ করিতেছেন কেন? অরে! সুদুর্ম্মতে! তুমি যদি নিজ কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে অবিলম্বে শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা-মূলক-বাক্য-সকল সংযত কর, রে মহামূর্খ! তুমি অবিলম্বে শ্রীশিবনিন্দাকরী-কটকটভাষিণী এই দার্দ্দুরিকী-জিহ্বা ছেদন কর। রে দুরাত্মন্! তুমি যে দীর্ঘকালযাবৎ কিন্নর-নর-সুরাসুর-সমাজে পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করিয়া আসিয়াছ, সেই নিন্দার উপযুক্ত-ফলভোগা-বসর আমি অদ্যই সমাগতপ্রায় অবলোকন করিতেছি। অতএব রে মূঢ়! তুমি যদি স্বীয়-কল্যাণ চাও, তবে এইসময় হইতেই সংযত ও সাবধান হও, নচেৎ তোমার অশেষ-দুর্গতি-ভোগ অনিবার্য্য জানিবে। কিন্তু, রে মূঢ়! যে সকল-দুষ্টাত্মা সর্ব্বলোকৈককারণ-শ্রীসদাশিবদেবের নিন্দা করিয়া থাকে, পরমাত্মা-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবও সেই সকল-পাপাত্মগণের সদ্যঃ শিরশ্ছেদন করিয়া থাকেন, একথাও তোমার বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

প্রজাপতি-দক্ষ গম্ভীরভাবে কহিলেন, হে স্বল্প-মতিকে! বালিকে! কালিকে! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা বলিয়াছ, পরন্তু পুনর্ব্বার আমার সমক্ষে এরূপ বাক্য কথন করিও না। আমি প্রেত-ভূমি-নিবাসী দুরাচার সেই শ্রীশঙ্করদেবকে সম্যক্‌রূপে অবগত আছি। তুমি স্বয়ং বুদ্ধি-পূর্ব্বক ভূতগণাধিপ-শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে অর্জ্জন করিয়াছ। অতএব রে দুর্ম্মতিকে! সমর্জ্জিত-স্বযোগ্য-পতিকে প্রাপ্তা হইয়া, তুমি পরম-সুখ-ভোগ কর। আমি দেবদেবী-দৈত্য-দানব-মুনি-মহর্ষি-সমাজে দক্ষ-প্রজাপতিনামে সুপরিচিত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ। অতএব আমি তোমার যে সকল-বাক্য-শ্রবণ করিতেও সমর্থ হইতেছি না, তাদৃশ বাক্য-সকল-কথন-পূর্ব্বক তুমি আর আমার সমক্ষে শ্রীশঙ্করদেবের স্তুতি করিতে অগ্রসরা হইও না।

শ্রীমতী-ছায়া-সতী কহিলেন, হে দক্ষ! আমি আবার বলিতেছি যে, তুমি যদি নিজ-কল্যাণ-কামনা কর, কিম্বা যদি নিজ হিত চাও, তবে অবিলম্বে পাপ-মতি পরিত্যাগ কর এবং ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবকে প্রণাম করিয়া, শ্রীসদাশিবদেবের সর্ব্বলোকশরণ শ্রীচরণ-কমল-যুগল একান্তানুরক্তচিত্তে ভজন কর। অপিচ, আমি তোমাকে পুনরপি বলিতেছি যে, যদি তুমি মোহবশে পুনর্ব্বার সর্ব্বলোকশরণ-পরমাত্মা শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা কর, তাহা হইলে, শ্রীশম্ভুদেব, নিশ্চিতই তোমাকে যজ্ঞের সহিত বিনষ্ট করিবেন। প্রজাপতি-দক্ষ কহিলেন, রে দুশ্চরিত্রে! কুপুত্রি! তুমি অবিলম্বে আমার নয়ন-যুগলের, বা দৃষ্টি-পথের বহির্ভূতা হও। তুমি যে সময়ে নিজ ইচ্ছাবশে শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়াছ, তৎকাল হইতেই, তুমি আমার জ্ঞানে মৃতা-মধ্যে পরিগণিতা হইয়াছ।

কিঞ্চ, রে দুর্ম্মতিকে! তুমি পুনঃ পুনঃ তোমার নিজ-পতি-রুদ্র-দেবকে মদীয়-স্মৃতিপথে আনয়ন করিতেছ, এজন্য তুষানলপ্রায় আমার অন্তঃস্থ-ক্রোধানল ক্রমেই বিবর্দ্ধিত হইতেছে। পুত্রীগণের মধ্যে তুমিই আমার একমাত্র দুর্ব্বুদ্ধি-গ্রস্তা কুপুত্রী। কিঞ্চ, কুপুত্রী বলিয়াই, তুমি নিজ-দুর্ব্বুদ্ধি-বশে শ্রীসদাশিবদেবকে পতিরূপে উপগতা হইয়াছ। অতএব তোমার দর্শন-মাত্রেই শোক-বহ্নি-দ্বারা আমার দেহ যেন দগ্ধ, বা প্রজ্বলিতপ্রায় হইয়া উঠিতেছে। তোমাকে এতদপেক্ষা আমি আর অধিক কি বলিব? রে দুরাত্মিকে! তুমি ত আমার সেই কুপুত্রী সতী, তুমি শীঘ্র আমার নয়ন-পথের অন্তরালে গমন কর, আর তুমি আমার সমক্ষে নিজ-ভর্ত্তার গুণানুবাদ করিও না।

প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরুষ-বচনে নির্ভৎসিতা হইয়া, রুষান্বিতা সেই দেবী-ছায়া-কালী প্রজ্বলিত-নেত্রত্রয়ে সমুজ্জ্বলাতিভয়া-নক-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই দেবী-ছায়া-সতীর মস্তক নক্ষত্রলোক সম্প্রাপ্ত হইল, এবং করাল-দংষ্ট্রোজ্জ্বল-ভীষণ আনন বহু-বিস্তৃতি-লাভ করিল। অনন্তর আপাদালম্বি-সম্মুক্ত-কেশপাশ-বিরাজিতা, মধ্যাহ্নার্ক-সহস্রাভা, যুগান্ত-জলদ-প্রভা, ক্রোধ-দীপ্তাঙ্গী সেই মহেশ্বরীদেবী-ছায়া-কালী

মুহুর্ম্মুহুঃ অট্টহাস্য-সহ মেঘ-গম্ভীর-বাক্য-সাহায্যে প্রজাপতি-দক্ষকে এইকথা বলিলেন যে, আমি কেবলমাত্র তোমার নয়ন-দ্বয়ের বহির্ভূতা হইব না, পরন্তু তোমা হইতে উৎপন্ন এই দেহ হইতেও আমি এইস্থানেই অচিরকালমধ্যেই নির্গতা হইয়া, চিরদিনের জন্য তোমার সম্বন্ধবহির্ভূতা হইব। এইকথা বলিয়া, ক্রোধ-দীপ্ত-বিলোচনা সেই দেবী-ছায়া-সতী সর্ব্বদেবগণের সমক্ষে দেখিতে দেখিতে, যজ্ঞ-বহ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেবী-ছায়া-সতী যখন যজ্ঞানলে সম্প্রবিষ্টা হইলেন, তদনন্তরবর্ত্তী কালেই বসুধা কম্পিতা হইলেন, সুতুমুল বায়ু বহমান হইল, সূর্য্যদেবকে বিনির্ভিন্ন করিয়া, মহোল্কা-সকল ধরণীতলে নিপতিত হইতে লাগিল, দিক্-সকল ব্যাকুলভাব ধারণ করিল, মেঘ-সকল শোণিতবর্ষণ করিতে লাগিল, দেবগণ বিবর্ণ হইলেন এবং কুণ্ডস্থ-যজ্ঞবহ্নি নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হইলেন। তথা প্রকাশ্য-দিবালোকে শৃগাল ও সারমেয়গণ যজ্ঞ-মণ্ডপে প্রবিষ্ট হইয়া, হব্য-দ্রব্য-সমূহ ভক্ষণ করিতে লাগিল এবং ক্ষণার্দ্ধকালমধ্যেই যজ্ঞ-গৃহ শ্মশানবৎ প্রতিভাত হইল। এইরূপে উপদ্রব, বা বিঘ্নাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বদনে ম্লান-ভাব-ধারণ-পূর্ব্বক প্রজাপতি-দক্ষ মুহুর্ম্মুহুঃ দৃঢ়তর-শোক-দুঃখ-প্রকাশক-দীর্ঘ-নিশ্বাস-সকল পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দ্বিজগণ প্রজাপতি-দক্ষকে নিতান্ত-শোক-দুঃখ-কাতর ও মুখাম্বুজে পরিম্লান অবলোকন করিয়া, পুনর্ব্বার যথাকথঞ্চিৎ যজ্ঞ-কার্য্য প্রবর্ত্তিত করিলেন। দেবগণ উক্তরূপ-দারুণ-দুর্ঘটনা অবলোকন করিয়া, শ্রীপশুপতিদেবের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইলেন। ভীত-হৃদয় চকিত-নয়ন দেব-মুনি-মহর্ষিগণ পরস্পরের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন যে, ক্ষণকালমধ্যেই অবিদূরতঃ অতীব অশুভবার্ত্তা বিঘোষিতা হইবে। শ্রীশঙ্করদেব অদ্যই শ্রীমতী-সতী-দেবীর দেহ-বিসর্জ্জন-সংবাদ-অবশ্যই শ্রবণ করিবেন। অনন্তর জগৎ-সংহার-কারক মহারুদ্র সেই শ্রীশঙ্করদেব ক্রুদ্ধ হইয়া, কাহাকে কিরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, কাহার কিরূপ অহিত ঘটাইবেন, কে বলিতে পারে? কিম্বা শ্রীশঙ্করদেব

দেবী-সতীর বিয়োগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, অদ্য সৃষ্টি-বিলোপ করিবেন কি না? তাহাই বা কে বলিতে পারে? জানিনা, অদ্য আমাদের মধ্যে কাহার ভাগ্যে কীদৃশী-দুর্দ্দশা সংঘটিতা হইবে? দেব-দৈত্য-দানব-মুনি-মহর্ষিগণ যে সময়ে উক্তরূপে কথোপকথন করিতেছিলেন, তাদৃশ অবসরে মুনি-পুঙ্গব-মহর্ষি-নারদ সভামধ্য হইতে অতর্কিতপ্রায় উত্থিত হইয়া, শীঘ্রগতি শ্রীশঙ্করদেবের প্রিয়-নিবাস-কৈলাসাবাসাভিমুখে গমন করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একোনচত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর ব্রহ্ম-নন্দন মুনিশ্রেষ্ঠ-নারদ আকাশমার্গাবলম্বনে মনো-মারুত-বেগে কৈলাসাবাসে সমাগত হইয়া, অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে শোক-বেগাবরুদ্ধ-কণ্ঠে দেবদেব-ত্রিলোচন-দেবকে কহিলেন যে, হে দেবদেব! মহেশ্বর! আমি নারদ, আমি দক্ষালয় হইতে সমাগত হইয়া, আপনার ত্রিভুবন-বন্দিত-চরণ-কমল-যুগলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। হে দেব! আপনি দক্ষালয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন কি? হে দেব! আপনি যদি দক্ষালয়ের বার্ত্তা শ্রবণ না করিয়া থাকেন, তবে আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার প্রাণবল্লভা-শ্রীমতী-সতী-দেবী দক্ষালয়ে গমন করিয়া, আপনার নিন্দা-কথা শ্রবণ-পূর্ব্বক রোষান্বিত-হৃদয়ে দেহত্যাগ করিয়াছেন। প্রজাপতি-দক্ষ সতীদেবীকে যজ্ঞ--বহ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, কয়েকবারমাত্র "সতী" "সতী" বলিয়া, আক্ষেপপ্রকাশ করিয়া, পুনর্ব্বার যজ্ঞকার্য্যসম্পাদনে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং দেবগণও হৃষ্ট-চিত্তে মুহুর্ম্মুহুঃ আহুতি-গ্রহণ করিতেছেন।

শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমান্ নারদদেবের মুখ হইতে উক্তরূপ-দুঃখকর-বাক্য শ্রবণ করিয়া, শোক-প্রযুক্ত বহুধা রোদন করিতে লাগিলেন। দেব-দেব-শ্রীত্রিলোচনদেব হা সতি! তুমি আমাকে শোক-সাগরে পরিত্যাগ, বা নিমজ্জিত করিয়া, কোথায় গমন করিয়াছ? আমি তোমার অভাবে অদ্য কিরূপে জীবন ধারণ করিব? আমি তোমাকে পিতৃ-গৃহ-গমনে বহুবার নিষেধ করিয়াছিলাম। হে শিবে! সেইজন্যই কি তুমি আমাকে ক্রোধভরে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া একেবারে চলিয়া গিয়াছ? ত্রিলোচন শ্রীমহাদেব এইরূপে ও অন্যরূপে বহুবিধ-বিলাপ করিয়া, পরম-ক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক নেত্র-ত্রিতয়ে ও আনন-পঞ্চকে আরক্তভাব ধারণ করিলেন। শ্রীরুদ্রদেবকে ক্রোধান্বিত হইতে দেখিয়া,

জগতী-তলস্থ-যাবতীয়-ভূতবর্গ বিত্রস্ত হইল, সমগ্র-জগৎ ক্ষুব্ধভাব ধারণ করিল, বসুন্ধরা দেবী অতিমাত্র বিচলিতা, বা কম্পিতা হইতে লাগিলেন এবং গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-রাজি প্রভাহীনা হইল।

অনন্তর পরম-ক্রুদ্ধ-শ্রীশঙ্করদেবের ঊর্দ্ধ-নয়ন অর্থাৎ ললাট-লোচন হইতে মহাদ্যুতি-সম্পন্ন অতিভয়ানক অনলরাশি প্রাদুর্ভূত হইল এবং সেই অনলরাশি হইতে জটা-মণ্ডলে মণ্ডিত-মস্তক, মধ্যাহ্ন-কোটি-সূর্য্যাভ, চন্দ্রার্দ্ধ-কৃত-শেখর, বিভূতি-লিপ্ত-সর্ব্বাঙ্গ, জ্বলিতাগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-সমান-প্রভা-সম্পন্ন-নেত্রত্রয়ে অতিভয়ানক, বহির্দৃশ্যে কালান্তক-যমোপম, হস্তে মহাভুষুণ্ডীধারী এক পরম-পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই পরম-পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই, দেবদেব মহাত্মা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে ত্রিধা প্রদক্ষিণ করিয়া, প্রণাম-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি-পুটে এইকথা বলিলেন যে, পিতঃ! আমি অদ্য আপনার কোন্ প্রিয়কার্য্যসম্পাদন করিব? হে দেবদেব! আপনি যদি আমাকে অনুজ্ঞাদান করেন, তবে আমি ক্ষণার্দ্ধকালমধ্যেই সচরাচরব্রহ্মাণ্ডের বিনাশসাধন করিতে পারি।

অথবা হে মহেশ্বর! আমি কি ইন্দ্রাদি-সুর-শ্রেষ্ঠ-গণকে কেশে ধারণ করিয়া, আপনার পুরোভাগে আনয়ন করিব? হে বিভো! আপনি যদি আদেশ-প্রদান করেন, তবে আমি যমকেও মৃত্যুর বশবর্ত্তী করিতে সর্ব্বথা সমর্থ। কিম্বা হে মহেশান! আমি সত্য সত্যই প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক আপনাকে বলিতেছি যে, আপনি এই জগন্মণ্ডলে যে কোন ব্যক্তির শমনার্থ আমার প্রতি আদেশ-বাক্য-কথন করিবেন, আমি অবলীলাক্রমে তাহাকেই প্রশমিত করিব, সন্দেহ নাই। এমন কি আপনি যদি কেশাকর্ষণ-বিহ্বল-সুরেশ্বর-শক্রদেবকেও আনয়ন করিতে আদেশ করেন, আর স্বয়ং বৈকুণ্ঠনাথ শ্রীবিষ্ণুও যদি শক্রকে সাহায্যদান করেন, তাহা হইলেও, আমি একমাত্র আপনার আজ্ঞাবলে বৈকুণ্ঠ-নাথকে কুণ্ঠিতাস্ত্র করিয়া, সুরেশ্বর-শক্রকে আপনার শ্রীচরণপ্রান্তে আনয়ন করিব।

শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে ভদ্র! অদ্য হইতে তুমি জগতীতলে বীরভদ্রনামে পরিচিত ও বিখ্যাত হইবে। হে বীরভদ্র! অধুনা আমি

তোমাকে আমার সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলাম। হে ভদ্র! সৈনাপত্য অর্থাৎ সেনাপতির যথোপযুক্ত-ধর্ম্ম-প্রতিপালনে তৎপর হইয়া, মদীয়-সেনাগণসহ প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞ-সভাভবনে শীঘ্রগতি গমন-পূর্ব্বক তুমি আমার আজ্ঞানুসারে প্রজাপতি-দক্ষের সেই বিতত-মহাযজ্ঞ সত্বর বিনষ্ট কর। কিঞ্চ, দক্ষের সহায়ভূত যে সকল-দেবতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, যজ্ঞ-সভায় আগমন করিয়াছে, হে বৎস! তুমি আমার আজ্ঞাবশে সেই দেবতাগণেরও সমুচিতশিক্ষা-বিধান, বা নিয়মন-পূর্ব্বক নিয়ন্তৃ-জনোচিত কার্য্য-সম্পাদনে অগ্রসর হও। সমর-নৈপুণ্য-প্রদর্শনাবসরে দেব-দৈত্য-দানব-প্রভৃতি-বীরগণের মধ্যে যে কোন বীরজন মৎপক্ষ-পরিত্যাগ-পুরঃসর সহায়-ভাবাবলম্বনে দক্ষের পক্ষ আশ্রয় করিবে, অথবা যে কোন ব্যক্তি তোমার প্রতিপক্ষা-চরণ করিবে, হে বৎস! তুমি সেই সকল-ব্যক্তির একমাত্র নিয়ন্তা। কিঞ্চ, সতত মন্নিন্দন-তৎপর-প্রজাপতি-দক্ষেরও মুখ-মণ্ডল তুমি অচিরকালমধ্যে ছেদন কর। হে সুত! তুমি আর বিলম্ব করিও না, শীঘ্র প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞবাটে গমন কর।

ভগবান্ বীরভদ্রদেবকে এইকথা বলিয়া, ত্রিলোচন-শ্রীমন্মহাদেব বহুতর-নিশ্বাসপরিত্যাগ করিলেন এবং সেই নিশ্বাস-পবন-সকল পতিত হইবামাত্র তাহা হইতে সহস্র-সহস্র-সংখ্যক গণ, বা প্রমথ প্রাদুর্ভূত হইলেন। এই প্রমথগণের মধ্যে সকলেই ভীমকর্ম্মা, সকলেই যুদ্ধ-বিশারদ এবং সকলেই হস্তাগ্রে গদা, অসি, মুষল, প্রাস, শূল ও পাষাণ-ধারী। অনন্তর মহামতি-বীরভদ্রদেব উক্তপ্রমথ-নিচয়ে পরিবৃত হইয়া, পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে প্রণামান্তে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া, তথা হইতে নির্গত হইলেন। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের আলয় হইতে বহির্গত হইয়া, সেই প্রমথগণ সুবিপুল-সিংহনাদ করিতে করিতে, ক্ষণকাল মধ্যেই যেখানে সেই প্রজাপতি-দক্ষ যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন, তথায় অর্থাৎ দক্ষপুরে গমন করিলেন। অনন্তর পরম-ক্রুদ্ধ বীরভদ্রদেব পরি-কোপিত প্রমথগণকে কহিলেন, ভো ভোঃ প্রমথগণ! তোমরা আমার আজ্ঞানুসারে এই বিতত-মহাযজ্ঞ বিনষ্ট কর এবং দেবগণকে

অবিলম্বে এইস্থান হইতে বিদ্রাবিত কর। ভগবান্ বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সমাদিষ্ট হইয়া, সেই প্রমথগণ ভৈরব-রব করিতে করিতে, প্রজাপতি-দক্ষের সেই মহাযজ্ঞ বিধ্বস্ত করিলেন।

প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ যূপকাষ্ঠ-সকলকে উৎপাটিত করিয়া, দশদিকে বিক্ষিপ্ত করিলেন, কেহ কেহ যজ্ঞ-কুণ্ড নির্ব্বাপিত করিলেন, কেহ কেহ হব্য-ভোজনে তৎপর হইলেন, তথা অপরাপর প্রমথগণ অত্যন্ত-রাগান্বিত হইয়া, ক্রোধ-তাম্র-নয়নে দেবগণকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার-পূর্ব্বক যজ্ঞ-সভা-ভবন হইতে পলায়নে বাধ্য করিলেন। ভীম-রূপ-প্রমথগণ-কর্ত্তৃক এইরূপে যজ্ঞকে বিধ্বংসিত হইতে দেখিয়া, স্বয়ং বিষ্ণুদেব আগমন-পূর্ব্বক প্রমথগণকে এইকথা বলিলেন যে, তোমরা দেবগণের, তথা মহাযজ্ঞের বিনাশ-সাধন করিতেছ কেন? এবং কেনই বা তোমরা দেবগণকে বিদ্রাবিত করিতেছ? তোমরা কে? শীঘ্র তাহা বল। প্রমথগণ কহিলেন, আমরা দেবদেব-শ্রীশঙ্করদেবের প্রেরিত-প্রমথগণ। শ্রীসদাশিবদেবের অপমান-জনকমহাযজ্ঞের বিধ্বংসন আমাদের কর্ত্তব্য-কার্য্য-স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, আমরা এই যজ্ঞের ধ্বংস-সাধন করিতেছি।

অনন্তর প্রতাপবান্ পরম-ক্রুদ্ধ-বীরভদ্রদেব প্রমথগণকে কহিলেন, ভো ভোঃ প্রমথগণ! শ্রীশ্রীশিব-দ্বেষ-পরায়ণ সেই দুরাচার-দক্ষ কোথায়? এবং হব্যভোক্তা সেই দেবগণই বা কোথায়? শীঘ্রই তাহাদিগকে ধরিয়া, আমার নিকট আনয়ন কর। ভগবান্ বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে আজ্ঞপ্ত হইয়া, তৎক্ষণমাত্রেই প্রমথগণ দশ-দিকে অভিধাবিত হইলেন। তাঁহারা ক্রোধ-মূর্চ্ছিত অন্তঃকরণে ত্রিদশ-সকলকে গ্রহণ করিয়া, মর্দ্দিত করিতে লাগিলেন। কোন প্রমথ সূর্য্যদেবকে গ্রহণ করিয়াই, তাঁহার দন্ত-পংক্তি-দ্বয় চূর্ণ-বিচূর্ণ করিলেন, কোন প্রমথ বল-পূর্ব্বক অগ্নিদেবকে ধারণ করিয়া, তাঁহার জিহ্বা-ছেদন করিলেন, কোন প্রমথ ভীতি-প্রযুক্ত মৃগরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক পলায়-মান যজ্ঞ-পুরুষদেবের শিরশ্ছেদন করিলেন, কোন প্রমথ সরস্বতীদেবীর নাসাছেদন করিলেন, কোন প্রমথ অর্য্যমা অর্থাৎ পিতৃদেব-বিশেষের

বাহু-দ্বয় ছেদন করিলেন, কোন প্রমথ অদিতির উত্তম ওষ্ঠ ছেদন করিলেন, তথা কোন প্রমথ যমকে, কোন প্রমথ নিঋর্তিকে এবং কোন প্রমথ বরুণকে দৃঢ়তররূপে বন্ধন করিলেন।

তথা বিনয়ান্বিত-প্রমথগণ ব্রাহ্মণ-সমূহের প্রতি কোনরূপ দণ্ডবিধান না করিয়া, তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াই, প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনাদের কোন ভয় নাই, আপনারা ভীতি-পরিত্যাগ করুন এবং আপনারা শীঘ্র শীঘ্র এইস্থান হইতে প্রস্থান করুন, প্রস্থান করুন। প্রমথগণের তাদৃশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, যজ্ঞাগত-ব্রহ্ম-সদৃশ-তেজস্বী সেই ব্রাহ্মণ-সমূহ যজ্ঞ-লব্ধ বস্ত্র ও অলঙ্করণাদি গ্রহণ করিয়াই, স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন। মহাবুদ্ধি-সহস্রাক্ষদেব ময়ূরের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, উড্ডয়ন-পূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি গমন করিলেন এবং তথায় প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত হইয়া, কৌতুক অবলোকন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রমথগণ-কর্ত্তৃক দেব-পুঙ্গব-গণকে বিদ্রাবিত হইতে দেখিয়া, নারায়ণ-বিষ্ণু মৌনী হইয়া, মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, মূঢ়মতি-দক্ষ শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি বিদ্বেষ-প্রকাশ-পূর্ব্বক যজ্ঞারম্ভ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করদেবের অপমান উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান, শ্রীশিবাপমান-জনক সেই যজ্ঞের যদি এতাদৃশ-ভয়াবহ পরিণাম না হয়, তবে যে শ্রুতি-কথিত-বাক্য-সকল একেবারে বৃথা, বা বিফল হইয়া যায়, এরূপ হওয়া ত কখনই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব শ্রীশিবাপমান-জনক-শিবহীন-যজ্ঞ যে এইরূপে বিনষ্ট হইল, ইহা সর্ব্বতোভাবে সমুচিত হইয়াছে, বলিতে হইবে। কিঞ্চ, সাধারণতঃ বৃক্ষের মূলদেশে সলিল-সিঞ্চন, অথবা দৃঢ়তর-কুঠারাঘাত করিলে, পত্র--পুষ্প-ফলাদি-লক্ষণ-বৃক্ষাবয়ব-নিচয়েও যেমন তজ্জনিত-শুভাশুভ-ফল-সম্বন্ধ-সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবিনী, সেইরূপ সংসার-বৃক্ষ-মূলভূত-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি দক্ষ-কৃত বিদ্বেষণ-মাত্রেই আমিও যে বিদ্বিষ্ট হইয়াছি, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

স্কন্ধ-শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প-ফলাদি অবয়ব-সকল যেমন অবয়বী বৃক্ষ হইতে অত্যন্ত ভিন্ন নহে, অথবা স্কন্ধ-শাখা-প্রশাখা-পত্র-পুষ্পাদি

অবয়ব-সকলের সমবায়-ব্যতীত অবয়বী বৃক্ষও যেমন প্রকৃতপক্ষে আত্ম-লাভে অর্থাৎ ব্যবহারিক-বহিঃ-শোভা-বিস্তারে সমর্থ হয় না, পক্ষান্তরে যেমন অবয়ব ও অবয়বী পরস্পরের সহিত অভিন্নভাবে সমবেত হইয়াই, পরস্পরের সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন করে, সেইরূপ আমিও শ্রীশঙ্করদেব হইতে ভিন্ন নহি, কিম্বা শ্রীশঙ্করদেব আমা হইতেও ভিন্ন নহেন। অতএব উক্তরূপে আমি যদি শিবস্বরূপ হই এবং শ্রীশঙ্করদেব যদি বিষ্ণুস্বরূপ হন, তবে আর আমাদের উভয়ের মধ্যে পরমার্থতঃ ভেদ সম্ভাবিত হইতে পারে কিরূপে ? যেহেতু আমাদের উভয়ের মধ্যে পরমার্থতঃ কোনরূপ ভেদ, বা পার্থক্য নাই, সেই কারণ-বশতঃ দক্ষ-কৃত-শ্রীশিব-বিদ্বেষণ-মাত্রেই আমিও যে বিদ্বিষ্ট হইয়াছি, তাহাতে আর কথা কি আছে ?

আমি যদিচ এই বিষ্ণুরূপে প্রজাপতি দক্ষ-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়াছি, সন্দেহ নাই, তথাপি প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক শ্রীমহাদেব-স্বরূপে আমিই ত আবার নিন্দিতও হইয়াছি। প্রজাপতি-দক্ষেরও যখন কর্ম্ম ও মানস-ক্ষেত্রে ভাব-দ্বৈবিধ্যের বিদ্যমানতা স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইতেছে, তখন আমিই বা দ্বিবিধ-ভাব অবলম্বন করিব না কেন ? যদি উক্তরূপে আমারও দ্বিবিধ-ভাব অবলম্বন করা যুক্তিবিরুদ্ধ না হয়, তবে আমি বিষ্ণুরূপে প্রার্থিত হইয়া, একদিকে যেমন যজ্ঞের রক্ষণ-কার্য্যে তৎপর হইব, সেইরূপ অপরদিকে নিন্দিত হইয়া, শ্রীমহারুদ্র-শিব-স্বরূপে এই যজ্ঞের সংহার-সাধনই বা করিব না কেন ? অতএব আমি এই দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-ব্যাপারে নিজের সহিত স্বয়ং যুদ্ধ করিব এবং এইযুদ্ধে অধুনা আমি পরাজয়লাভ করিয়া, রুদ্ররূপে প্রজাপতি-দক্ষকে প্রশমিত করিব, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই।

অপিচ, পশ্চাৎ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে সাদরে সসম্মানে এই যজ্ঞ-সভা-ভবনে আনয়ন করিয়া, তাঁহাকে আহুতি-প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার আজ্ঞানুসারে অন্যান্য-সুরগণের সহিত আমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিব। এই-রূপ করিলেই প্রজাপতি-দক্ষ, বর্ত্তমানে বিধ্বস্ত হইলেও, আরম্ভাবধি এই যজ্ঞমহোৎসবে বিষ্ণুর অর্থাৎ আমার যে আরাধনা করিয়াছেন, তাহার চত ফলও প্রদত্ত হইবে। বিষ্ণু-আরাধনার ফলে প্রজাপতি-দক্ষ

যদি উক্তরূপে যজ্ঞ-সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে, যজ্ঞের সম্পূর্ণতা-লক্ষণ-তাদৃশ-সুমহৎ-ফল-প্রাপ্তি-নিবন্ধন এই যজ্ঞের পরিরক্ষক-পদে আমাকে বরণ করিয়াছেন বলিয়া, তিনি কোন ক্রমেই অনুতাপ, বা আমার প্রতি কোনরূপ অভিযোগও আনয়ন করিতে পারিবেন না। চতুর-চূড়ামণি-শঙ্খ-চক্র-গদাধর-শ্রীবিষ্ণুদেব কথঞ্চিৎ আত্ম-প্রবোধ-দানার্থ নিজ-মর্য্যাদা-রক্ষার্থ মনে মনে এই-রূপ নিশ্চয় করিয়া, পাঞ্চজন্য-শঙ্খের সুভৈরব-রবে দশ-দিক্ প্রপূরিতা করিলেন এবং ঘন ঘন ঘন-গর্জ্জনোপম-সিংহনাদ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রমথগণকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—চত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর পরম-ক্রুদ্ধ-ভগবান্ বীরভদ্র সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে সমরে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কহিলেন যে, হে বিষ্ণো! শুনিতেছি, এই মহাযজ্ঞে তুমিই নাকি যজ্ঞ-পুরুষরূপে প্রকল্পিত হইয়াছ? ভাল কথা, এক্ষণে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, বল দেখি, নিখিল-বন্ধু সত্য-সনাতন-শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা-পরায়ণ সেই দুরাচার-দক্ষ কোথায়? আর এককথা এই যে, হয় তুমি সেই শ্রীশিব-দ্বেষী দুরাত্মা দক্ষকে স্বয়ং আনয়ন-পূর্ব্বক সত্বর আমার হস্তে সমর্পণ কর, নচেৎ অবিলম্বে আমার সহিত যুদ্ধ কর। আমি জানি যে, শ্রীশঙ্করদেবের ভক্ত-সকলের অনিষ্ট-সাধন-বিষয়ে তুমি প্রায়শঃ অগ্রসর হইয়া থাক এবং শ্রীশম্ভুদেবের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ-জনগণের হিতাচরণেও অধুনা তোমাকেই ব্যবস্থিত, বা অগ্রণী দেখা যাইতেছে। ভগবান্ বীরভদ্রদেবের উক্তরূপ-বচন-শ্রবণে মৃদুমন্দ-হাস্য-পূর্ব্বক ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। অপিচ, যদি তোমার সামর্থ্য থাকে, তবে আমাকে সমরে পরাজিত করিয়া, প্রজাপতি দক্ষকে গ্রহণ কর, দেখি তোমার বল-পৌরুষ কতদূর। এইকথা বলিয়া, ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয়-শার্ঙ্গধনুঃ উদ্যত করিয়া, নিরন্তর শর-জাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ বীরভদ্রদেবের গণ-সকল শ্রীবিষ্ণুদেবের শার্ঙ্গধনু-নির্ম্মুক্ত-বাণ-জালে ক্ষণকালমধ্যেই সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত এবং সমাচ্ছন্ন হইলে, অনন্তর ভগবান্ বীরভদ্রদেব নিজ-শত-শত-সহস্র-সহস্র-সংখ্যক-গণকে রক্ত-বমন করিতে দেখিয়া, মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে ক্ষত-বিক্ষত হইতে দেখিয়া, অপরের সুদুঃসহ বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক ক্রোধভরে বিষ্ণুদেবের প্রতি এক গদানিক্ষেপ করিলেন। বেগের সহিত বীরভদ্র-দেব-কর্ত্তৃক-প্রক্ষিপ্তা সেই গদা শ্রীবিষ্ণুদেবের শরীর-সংলগ্না হইয়া, অবিলম্বে শতধা বিদীর্ণা হইয়া গেল। বিষ্ণুদেবও ক্রোধ-বিকম্পিত-

কলেবরে এক গদা গ্রহণ করিয়া, বীরভদ্রদেবের প্রতি ক্ষেপণ করিলেন। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক প্রেরিতা সেই গদাও ভদ্রদেবের শরীরসংলগ্না হইয়া, তৎক্ষণমাত্রেই শতধা বিদীর্ণা হইল। অনন্তর পুনরপি ক্রোধোদ্দীপ্ত-বিলোচন অমেয়াত্মা শ্রীবিষ্ণুদেব ক্ষণকালমধ্যেই অদ্রিসারময়ী অপরা এক গদা গ্রহণ করিলেন। এদিকে প্রতাপবান্ বীরভদ্রদেবও ক্ষিপ্রতার সহিত এক খট্বাঙ্গ গ্রহণ করিয়া, শ্রীগদাধরদেবকে বাহুদণ্ডে তাড়িত করিয়া, ভগবান্ জনার্দ্দনদেবের হস্তস্থিতা সেই কৌমোদকী-গদাকে ভূমিতলে নিপাতিতা করিলেন।

ভগবান্ বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক-প্রেরিতখট্বাঙ্গাঘাতে হস্তস্থিতা গদা ভূতলে পতিতা হইল দেখিয়া, ভগবান্ শ্রীমধুসূদনদেব কোপভরে নিজ-তেজঃ-প্রাচুর্য্যে প্রজ্বলিত-মহাঘোর-সুদর্শন-চক্র-ধারণ-পূর্ব্বক বীরভদ্রদেবের প্রতি পরিত্যাগ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক রৌদ্র-সুদর্শন-চক্র-পরিক্ষিপ্ত হইতে দেখিয়া, ভগবান্ বীরভদ্রদেবও মনে মনে শ্রীশঙ্করদেবকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান্ বীরভদ্রদেব শ্রীশিবস্মরণে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীবিষ্ণুদেব-প্রেরিত সেই সুদর্শন-চক্র শ্রীশিব-স্মরণ-পরায়ণ বীরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ বীরভদ্রদেবের কণ্ঠগত হইয়া, মালাকারে পরম-শোভা-বিস্তারে উপকরণভাব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে সুদর্শন-চক্র বিফল হইল দেখিয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব শ্রীবীরভদ্রদেবকে নিহত করিবার জন্য সূর্য্য-সম-প্রভ-নন্দকাখ্য অসি-গ্রহণ-পূর্ব্বক ক্রোধভরে সমরাঙ্গণে অভিধাবিত হইলেন।

অনন্তর মহাবাহু-প্রতাপবান্ বীরভদ্রদেবও শ্রীশিব-স্মরণ-পূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তৎক্ষণমাত্রেই সখড়গ সেই বিষ্ণুদেবকে হুঙ্কার-মাত্র-সাহায্যে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে নিজ-হুঙ্কার-মাত্র-সাহায্যে সংস্তম্ভিত-সখড়গ শ্রীবিষ্ণুদেবকে সমরাঙ্গণে চিত্রার্পিত-সশৃঙ্গ-পর্ব্বতপ্রায় নিশ্চলভাবে সমবস্থিত অবলোকন করিয়া, ক্রোধমূর্চ্ছিত ভগবান্ বীরভদ্রদেব পরম-বেগের সহিত শত-সূর্য্য-সঙ্কাশ-শূল-সমুদ্যত করিয়া, তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য ক্ষিপ্রগতি অভিধাবিত হইলেন। এদিকে ক্রোধপরীতাত্মা ভগবান্ বীরভদ্রদেব শতাদিত্য-সমপ্রভ শূল সমুদ্যত করিয়া,

বিপুল-বেগাবলম্বন-পূর্ব্বক যখন স্তম্ভিত-কলেবর-সখড়গ-শ্রীবিষ্ণুদেবকে নিহত করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অভিধাবিত হইতেছিলেন, তৎকালে সহসা এইরূপ দৈববাণী হইল যে, ভো ভো ভগবন্! বীরভদ্র! স্থির হউন, স্থির হউন।

হে দেব! এই মহাযুদ্ধে ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, আপনি কি আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন? স্তিমিত-গম্ভীর অপার-জলরাশি-স্বরূপ-মহার্ণবের বিশাল-বক্ষোদেশে সমীরণবশে যে সকল বীচি উৎপন্না হয়, সেই বীচি-সমূহ কি সলিলেতর ভিন্নবস্তু? কখনই নহে। যেমন "সমীরণবশাৎ বীচির্ন বস্তু সলিলেতরৎ", সেইরূপ সর্ব্বদা পরিপূর্ণ-নিত্য-চৈতন্যে মায়া-বশে এই যে স্থির-চর-সুর-নরাত্মাত্মক-জগৎ কল্পিত হইয়াছে, এই জগদ্বিম্বও নিত্য-পরিপূর্ণ সর্ব্বদা একরূপ সকৃদ্‌বিভাত অব্যয়-চৈতন্যস্বরূপ হইতে ভিন্ন, বা ইতরদ্ বস্তু নহে। সামুদ্র-তরঙ্গ-সকল কি কখনও জল হইতে বিভিন্ন হইতে পারে? যদি তরঙ্গ-সকল সলিলরাশি হইতে ভিন্ন না হয়, তবে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ-পরম-ব্রহ্মদেবের অনন্ত-চৈতন্য-স্বরূপ হইতে এই বিরাট্-বিপুলবিশ্ব-বিম্ব বিভিন্ন হইবে কেন? অতএব শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের অপার-মহিমময়ী অনন্ত-মূর্ত্তি হইতে এই বিষ্ণুদেব ভিন্ন নহেন, কিন্তু যিনি বিষ্ণু, তিনিই স্বয়ং মহাদেব এবং যিনি মহাদেব, বা সদাশিবনামে বেদে, পুরাণে প্রথিত, তিনিই নারায়ণ-স্বরূপে এই জগ-তের পরিপালন-কার্য্যের ভার-গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব হে বীরভদ্র! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিবর্গ পরমার্থতঃ কদাচিৎ কুত্রচিৎ শ্রীশিব ও বিষ্ণুদেবের ভেদকল্পনা করেন না।

এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, মহাবল-বীরভদ্রদেব শিবাত্মকজ্ঞানে শ্রীবিষ্ণুদেবকে নমস্কার করিয়া, তৎকালমাত্রেই পরিত্যাগ করিলেন বটে; কিন্তু প্রজাপতি-দক্ষকে কেশসমূহে গ্রহণ করিয়া, মহামতি-বীর-ভদ্রদেব এইবাক্য বলিলেন যে, হে প্রজাপতে! তুমি যে বক্ত্র-সাহায্যে সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর পরম-পুরুষ শ্রীশিবদেবকে বিনিন্দিত করিয়াছ, আমি তোমার সেই এই বক্ত্র-মণ্ডলে বারম্বার প্রহার করিতেছি। এইকথা বলিয়া, পরম-বেগবান্ শ্রীমান্ বীরভদ্রদেব দক্ষের

মুখমণ্ডলে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিয়া, পরিশেষে ক্রোধ-সংরক্ত-লোচনে নখাগ্র-সাহায্যে প্রজাপতি-দক্ষের গ্রীবাদেশ হইতে বদন-বিম্ব বিচ্ছিন্ন করিলেন। কিঞ্চ, শ্রীমান্ বীরভদ্রদেব শ্রীশিব-নিন্দা-পরায়ণ-প্রজাপতি-দক্ষের যেমন মস্তক-ছেদন করিলেন, সেইরূপ অন্যান্য যাহারা শ্রীমন্মহাদেবের নিন্দা-বচন শ্রবণ করিয়া, মনে মনে হৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাদেরও প্রত্যেকের জিহ্বা ও কর্ণ-সকল ছেদন করিলেন।

এইরূপে প্রমথাধিপতি-শ্রীবীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক ক্ষণকালমধ্যেই প্রজাপতি-দক্ষের বিতত-মহাযজ্ঞ বিনষ্ট হইলে, বিধি ব্রহ্মা অত্যন্ত-দুঃখিত-মানসে চিন্তা-ব্যাকুল-হৃদয়ে শ্রীশঙ্করদেবের প্রিয়াবাস কৈলাসবাসে গমন করিলেন। অনন্তর প্রজাপতি-দক্ষের পিতা কমলাসন-ব্রহ্মা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া, শ্রীমন্মহেশানদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, করজোড়ে বিধিলোপের কথা নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, ভো ভগবন্! মহাদেব! আপনি এরূপ করিতেছেন কেন? স্বয়ং ব্রহ্ম-স্বরূপিণী-জগদ্ধাত্রী-শ্রীমতী-সতীদেবী নিত্যা সত্যা সনাতনী। অতএব পরমা প্রকৃতি নিত্যা শ্রীমতীসতীদেবীর দেহ-পরিত্যাগ কি কেবলমাত্র ভ্রান্তি-বিড়ম্বন নহে?

হে মহাদেব! যিনি জগন্ময়ী মহামায়া, যিনি নিত্য-চিদানন্দময়ী, সেই শ্রীমতীসতীদেবী দক্ষ-বিমোহার্থ নিজশরীর হইতে আত্ম-তুল্য-রূপা ছায়া সতীর সৃষ্টি করিয়া এবং তাঁহাকেই যজ্ঞ-কুণ্ড-সন্নিধানে অবস্থাপিতা করিয়া, স্বয়ং অন্তর্হিতাবস্থায় গগনাঙ্গনে সংস্থিতা হইয়াছিলেন। হে প্রভো! সেই ছায়া-সতীই প্রজাপতির-দক্ষের বিমোহার্থ যজ্ঞ-বহ্নিমধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এবং প্রকৃতা স্বয়ং সতীদেবী অদ্যাপি গগনগাত্রে অবস্থিতা রহিয়াছেন। হে সর্ব্বামরেশ্বর! আপনি কি নিত্যস্বভাবা শ্রীমতীসতীদেবীর যথার্থস্বরূপ অদ্যাপি অবগত নহেন? হে অশেষ-ভুবনেশ্বর! নিরতিশয়-সর্ব্বজ্ঞতা-শক্তিবলে সকল-তত্ত্ব সম্পূর্ণ-রূপে অবগত হইয়াও, আপনি কি জন্য এরূপ অসর্ব্বজ্ঞ-জনোচিত-কার্য্য করিতেছেন? হে বিভো! সাপরাধজনের প্রতি যেরূপ দণ্ডদান

আবশ্যক, আপনার সেনাপতি-বীরবর-বীরভদ্রদেব উপযুক্ততানুসারে সেইরূপ দণ্ডেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব হে মহেশ্বর! আর কেন? অধুনা আপনি প্রসন্ন হউন, রোষ পরিহার করুন, দীন অনাথ-জন-সকলের প্রতি দয়াপ্রকাশ করুন, তাহাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধ-পরম্পরা মার্জ্জনা করুন, প্রণত-জন-সকলের প্রতি অনুগ্রহদৃষ্টি প্রসারিতা করুন, এবং প্রণত-জন-সকলের যথোচিত-পরিপালন করুন।

হে প্রণত-জন-পালক! কৃপাকর! দেবদেবেশ্বর! আপনি আমার প্রতি করুণা-প্রকাশ-পূর্ব্বক আমার সহিত শুভাগমন করুন। হে দেববরেশ্বর! আপনি স্বয়ং বিধির সংরক্ষক হইয়া, বিধির বিলোপ-সাধন করিবেন না। হে দয়ানিধে! দক্ষালয়ে গমন-পূর্ব্বক যজ্ঞকার্য্য-পরিসমাপ্ত করিয়া, পশ্চাৎ আমাদিগেরই সহিত মিলিত হইয়া, প্রার্থনা করিলে, নিশ্চিতই আপনি সেই পরমেশানী মহাদেবী সতীকে পুনরপি দর্শন করিতে সমর্থ হইবেন। হে মহাদেব! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, আমার প্রার্থনা-বচন বিফল করিবেন না, আমার প্রার্থনানুসারে দক্ষালয়-গমনে অন্যথা করিবেন না। হে সতীপতে! আপনি যদি পরমা পূর্ণা প্রকৃতি সতীদেবীকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আর কালবিলম্ব না করিয়া, আসুন, আমরা দক্ষনিলয়াভিমুখে যাত্রা করি। আশুতোষ শ্রীশঙ্করদেব দক্ষপ্রজাপতির পিতা চতুরানন-ব্রহ্মার উক্তরূপ-বিনীত-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, দক্ষালয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন। অচিরকালমধ্যে ব্রহ্মার সহিত শ্রীশঙ্করদেব দক্ষ-ভবনে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে সমাগত অবলোকন করিয়া, স্বয়ং বীরভদ্রদেব সসম্ভ্রমে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে চত্বারিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একচত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-ব্রহ্মা সম্ভ্রম-সহকারে পুনরপি বিনয়ের সহিত সম্যক্ প্রার্থনা-বচনে সতী-সখ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে করজোড়ে এই কথা বলিলেন যে, হে মহেশান! আপনি আজ্ঞা-প্রদান করুন, পুনর্ব্বার মহাযজ্ঞ-মহোৎসব প্রকল্পিত হউক। জগদ্-বিধাতা শ্রীপদ্মাসনদেবের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, বা প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, প্রসন্ন-মানসে শ্রীশঙ্করদেব নিজ-সেনাপতি শ্রীমান্ বীরভদ্রদেবকে উল্বণ-ব্যক্ত-বিস্পষ্ট-রূপে এইরূপ আজ্ঞা-প্রদান করিলেন যে, হে বীরভদ্র! তুমি ক্রোধ-পরিত্যাগ কর এবং পুনর্ব্বার মহাযজ্ঞ প্রকল্পিত-প্রবর্ত্তিত কর। শ্রীমন্মহাদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সমাজ্ঞপ্ত হইয়া, বীরভদ্রদেব তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ যজ্ঞারম্ভ করাইলেন এবং দেবগণকে বন্ধন-দশা, অথবা অঙ্গ-ছেদনাদি-জনিত-দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে পরিমুক্ত করিলেন।

অনন্তর পুনরপি ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেব শ্রীত্রিলোচনদেবকে এই কথা বলিলেন যে, হে পরমেশ্বর! যজ্ঞ প্রকল্পিত হইল বটে; কিন্তু যজ্ঞকর্ত্তা যজমান-দক্ষ ত এখনও পুনর্জ্জীবিত হন নাই। যজ্ঞ-কর্ত্তা জীবিত না হইলে, কে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে? অতএব হে সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বরেশ্বর! পরমেশ্বর! অধুনা যজ্ঞকর্ত্তা দক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য আপনি নিজ আজ্ঞা-প্রদান, বা প্রচারিতা করুন। ভক্তানু-রোধী শ্রীশঙ্করদেবও চতুরাননদেবের প্রার্থনা-পূরণার্থ তৎকালেই মহত্তর ওজঃ-সম্পন্ন পার্শ্বস্থ-বীরভদ্রদেবকে পুনরপি কহিলেন যে, বৎস! বীরভদ্র! তুমি অবিলম্বে আমার আজ্ঞানুসারে নখাগ্র-নিকৃত্ত-প্রজাপতি-দক্ষকে পুনর্জ্জীবিত কর।

ত্রিজগদারাধ্য-দেবদেব শূলী শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ আজ্ঞা-বচন শ্রবণ করিয়া, পরম-বুদ্ধিমান্ শ্রীমান্ বীরভদ্রদেব তৎক্ষণাৎ একটী ছাগ-মুণ্ডদান করিয়া, নখাগ্র-নিকৃত্ত সেই প্রজাপতি-দক্ষকে পুনর্জ্জীবিত

করিলেন। যাহারা শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের নিন্দন-কার্য্যে সতত আগ্রহ-পরায়ণ, সেই মহামূর্খ-লোকসকল নিশ্চিতই পশুর সমান, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, বিচক্ষণ-প্রবর-বীরভদ্রদেব প্রজাপতি-দক্ষকে ছাগ-মুণ্ড-দান করিয়াছিলেন। শ্রীপশুপতিদেবের আজ্ঞানুসারে সেনাপতি-বীর-ভদ্রদেব-কর্তৃক প্রজাপতি-দক্ষ পুনরুজ্জীবিত হইলে, পশ্চাদ্ ব্রাহ্মণগণও পুনরপি যজ্ঞ-কার্য্য-সম্পাদনার্থ সর্ব্বথা ভয়-পরিত্যাগ-পুরঃসর যজ্ঞবাটে সমাগত হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি-দক্ষ সর্ব্বাগ্রে তথা পরিশেষে শ্রীশ্রীমহেশ্বরদেবকে আহুতি-দান করিয়া, যজ্ঞ-কার্য্য পরিসমাপ্ত করিলেন।

এইরূপে যজ্ঞ-কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে, সর্ব্বলোক-পিতামহ-ব্রহ্মা ও সর্ব্বলোক-পরিপালক বিষ্ণু, এই দেব-প্রবর-দ্বয় প্রজাপতি-দক্ষকে কহিলেন যে, হে দক্ষ! সর্ব্বোত্তম আদর-প্রদর্শন-পূর্ব্বক নানাবিধ-স্তুতি-দ্বারা তুমি সর্ব্ব-দেববরেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবকে পরিপূজিত কর। হে প্রজাপতে! তুমি দীর্ঘকালযাবৎ সর্ব্ব-দেবেশ্বর শ্রীসদাশিবদেবের নিন্দা করিয়া, যে সুমহৎ পাপ উপার্জ্জন করিয়াছ, সেই অপার-পাপার্ণব হইতে বিমুক্তি-কামনা করিয়া, অধুনা তুমি সত্যসনাতন শ্রীশঙ্করদেবের স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হও। শ্রীশিবনামক এই শ্রীশঙ্করদেব স্বভাব-বশতঃই অত্যল্পতর আরাধনা-মাত্রেই আশু পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব হে প্রজাপতে! তুমি যদি আমাদের উপদেশানুসারে আশুতোষ শ্রীশঙ্করদেবের আদরাভ্যর্থনাতিশয়-সহকারে বিবিধ-স্তুতি-দ্বারা পূজা কর, তবে তুমি শ্রীশিবনিন্দন-লক্ষণ অন্যায় অসঙ্গত মহাপাপজনক যে কার্য্য করিয়াছ, তজ্জন্য সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের মানসে পুনরপি কোনরূপ বৈষম্য স্থান-প্রাপ্ত হইবে না।

লোকবিধাতা ব্রহ্মা ও বৈকুণ্ঠনাথ-বিষ্ণুদেবের উক্তরূপ সর্ব্বথা যুক্তি-সঙ্গত হিত-কল্যাণকর উপদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, এমন কি প্রাণ-পঞ্চক-ব্যাপার হইতে বিযোজিত, শ্রীশঙ্কর-দেবের অনুগ্রহে পুনরুজ্জীবিত, পশ্চাৎ বিবুদ্ধ, বিনয়াবনত-প্রজাপতি-দক্ষ শ্রীপরমেশ্বরদেবের পরম-তত্ত্ব প্রকৃষ্টরূপে অবগত হইয়া, অবিচলিত-

শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে সসম্ভ্রমে অবনত-মস্তকে পরমানুরাগভরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। কিঞ্চ, সাষ্টাঙ্গ-প্রণামান্তে পুলকাঞ্চিত-কলেবরে প্রেমাশ্রু-পরিপূর্ণ-লোচনে জাত-হর্ষ, প্রাপ্তামোদ, সঞ্জাত-তত্ত্বানুভব, বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থ, জ্ঞাত-জ্ঞেয়-পরাবর, যতান্তর্ম্মনাঃ প্রজাপতি-দক্ষ অব্যয়-চিন্ময়-শ্রীপরমেশ্বরদেবের বিবিধ-স্তুতি-বচন-দ্বারা স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রজাপতি-দক্ষ কহিলেন, হে সর্ব্বামরমণে! শঙ্খ-চক্র-গদাধর, ত্রিলোক-পালক শ্রীবিষ্ণুদেব আপনাকে অবগত নহেন, সর্ব্ব-লোক-বিধাতা, কমলযোনি-বিরিঞ্চিদেব আপনার বাস্তব-স্বরূপ-পরিজ্ঞানে নিতান্ত অসমর্থ, তথা যোগি-জনগণও তত্ত্বতঃ আপনার পরিচয় জানেন না। হে দেব! আপনি যদি এইরূপে দেবশ্রেষ্ঠ, বা যোগি-শ্রেষ্ঠগণেরও দুরবগাহ্যমহিম, বা দুর্গম্যরূপ হন, তবে আমার ন্যায় কুমতি, বা মন্দমতি-জন আপনার প্রকৃত-তত্ত্ব, বা পরিচয় অনবশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইবার জন্য গুরু-সকাশে গমনেরই উপযুক্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে হে দুর্ম্মতি-বিনাশন! আমি আপনার দুর্গম্য-রূপ-বর্ণনে, অথবা স্বরূপ-তত্ত্ব-কথনে সমর্থ হইব কিরূপে? হে অখিল-লোক-নায়ক! আপনি সর্ব্বজীবের হৃদয়-মন্দিরে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং এই জগতীতলস্থ-সর্ব্ব-জাতীয়-লোক, বা প্রাণিমাত্রই যে আপনার মহামহিম-মহনীয়-মহান্ মতি-বিভবের একান্ত-বশবর্ত্তী, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? হে দুরিত-দমন! যদি ত্রিজগন্নিবাসী জন-মাত্রই আপনার মতিবশ্য হয়, তাহা হইলে, আমিও যে আপনার মতি-বশ-গত হইয়াই আপনার নিন্দা করিয়াছি, তাহাতেও আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। অতএব হে দেব-দুর্নিবার! মৎকৃত-ভবদীয়-নিন্দন-দ্বারা আমার কীদৃশ অপরাধ সম্ভাবিত হইতে পারে?

হে পাপ-প্রমোচন! আপনি সর্ব্ব-দেহীর হৃদয়-গুহাভ্যন্তর-বর্ত্তী, শুদ্ধ-বোধ-স্বভাব, পরাৎপরতর-পরমপুরুষ এবং ব্রহ্মাদি-দেব-বৃন্দ-বন্দিত-পাদ-পদ্ম, অতএব হে দারিদ্র্যদুঃখ-দহন! আমি আপনার পরম-চরিত, কিম্বা ধ্যানৈক-সমধিগম্য-পরম-রমণীয় অত্যুদারস্বরূপ-বিষয়ে কি বলিব?

তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, হে পতিত-পাবন! আপনার দাস-দাসানুদাসের দাসত্ব-প্রার্থনা-পূর্ব্বক আমি আপনার সর্ব্বাভয়-প্রদ-শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে শরণাগত হইতেছি। হে ভবধব! আপনার অপার-সংসার-পারাবার-পরপার-প্রাপক-পাদারবিন্দ-দ্বন্দ্বব্যতীত আমার আর গতি কি আছে? একারণ হে শম্ভো! ত্রিনয়ন! আপনার শ্রীচরণ-পঙ্কজ-যুগলে আমার বিনীত-প্রার্থনা এই যে, আপনি স্বীয়-সুশোভন-সদ্‌গুণ-সহস্র-সাহায্যে আমার অপরাধ-সহস্র ক্ষমা করুন এবং হে করুণা-বরুণালয়! আপনার নিন্দন-জনিত-পাপ-মহার্ণব হইতে আমাকে পরিত্রাণযুক্ত করুন।

হে জ্ঞানগম্য! আপনি চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক-ব্রহ্মাণ্ড-বিবরান্তর্গত-চতুর্ব্বিধ-প্রাণি-বর্গের, মানস-প্রপঞ্চের, তথা এতৎসর্ব্বোপাদানভূত-ভূত-পঞ্চকের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কর্ত্তা একমাত্র শ্রীপরমব্রহ্ম-পরমেশ্বরদেব-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড--মণ্ডলমধ্যে যে সকল-দীনাতিদীন-হীন বা অনাথ-নিরাশ্রয়-রোগ-শোক-সমাচ্ছন্ন অসৌভাগ্যবান্ অর্থাৎ দুর্ভাগ্য-সম্পন্ন প্রাণী আছেন, অথবা যে সকল সর্ব্ববিধ-সুখ-সৌভাগ্য-ভোগে ভাগ্যবান্ সুমহান্ পুরুষ আছেন, হে পশুপতে! তাঁহারা সকলেই আপনার অনন্ত-মূর্ত্তি-রাশির মধ্যে কতিপয়-মূর্ত্তি-ভিন্ন অপর কিছুই নহেন। কারণ, বেদ-বেদান্ত-পুরাণেতিহাস-ন্যায়মীমাংসাদি শাস্ত্রে আপনি বিশ্বরূপ-স্বরূপে পরিগীত হইতেছেন। হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-পতে! আপনি যদি বেদ-বেদান্তাদি-শাস্ত্রাদেশানুসারে বিশ্বরূপ-স্বরূপেই পরিগীত হন, তবে আপনার বিশ্বরূপ, বা অনন্ত-লীলালহরীময় অসংখ্য-মূর্ত্তিমাত্র হইতে পৃথক্‌রূপে আপনার নিন্দার অস্তিত্ব-সমর্থিত হইতে পারে কিরূপে? আর যদি উক্তরূপে আপনার নিন্দাবাণীর একান্ততঃ অসম্ভাবই প্রতিপাদিত হয়, তবে আমার পক্ষে ভবদীয়-নিন্দা-কৃত-পাতক উপপন্ন হইতে পারে কিরূপে? এবং আমি বন্ধ্যা-পুত্রাদিপ্রায়-নিন্দা-কৃত-পাপ-ভয়েই বা ভীত হইব কেন?

হে বিশ্বেশ্বর! বিশ্বরূপ! আমার কেবল এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি কৃপা-প্রকাশ-পূর্ব্বক এই শরণাগত-দীন-জনকে মোহান্ধ-কূপ-কুহর

হইতে পরিত্রাণ, বা বিমুক্তি দান করুন। যাঁহার পাদ-পঙ্কজ-পরাগ মস্তকে ধারণ করিয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র-প্রভৃতি-দেব-শ্রেষ্ঠ-গণ ত্রিলোকীতলে মুনি-মহর্ষি-সুরাসুর-সমাজে সুরাসুর-মুনি-মহর্ষিবৃন্দ-কর্ত্তৃক সুবন্দ্যপাদ হইয়াছেন, হে সুরাসুর-নরেন্দ্র-বৃন্দ-বন্দিতপদ! দেবেশ্বর! আপনিই সেই সর্ব্ব-লোক-প্রসিদ্ধ-সর্ব্বৈশ্বর্য্য-ভূতাবাস শ্রীপরমেশ্বর-দেব। হে সুর-বর-মুনিপুজ্য! হে সর্ব্বমোক্ষৈকহেতো! সর্ব্বসুরেশ্বরে-শ্বরদেবকে, বা আপনাকে যে আমি নিজ-যুগল-নয়নে নিজ-ভবনে সমাগত অবলোকন করিতেছি, এতদ্দ্বারা আমার পূর্ব্বজাত অতুলনীয় সৌভাগ্য-সম্পদই সংসূচিতা হইতেছে। কিঞ্চ, হে কারণ-ত্রয়-হেতো! আপনি দেহধারী জীব-সকলের হৃদয়-দেশে কুবুদ্ধি ও সুবুদ্ধি-স্বরূপে ব্যবস্থিত হইয়া, কদাচিৎ নিন্দনীয় হইতেছেন, আবার কখনও বা সবিশেষ-বন্দনীয়ও হইতেছেন। অতএব হে সর্ব্ব-কারণ-কারণ! আমি আপনা-কর্ত্তৃক প্রেরিত-কুবুদ্ধি-সাহায্যে যে আপনার নিন্দা করিয়াছি, তজ্জন্য আমার কোন অপরাধ নাই।

এইরূপে প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক সংপ্রার্থিত হইয়া, দয়ানিধি আশুতোষ শ্রীশঙ্করদেব নিজ-ভুজ-যুগল-সাহায্যে আকর্ষণ করিয়া, প্রজাপতি-দক্ষকে অপার-পাপ-পঙ্ক-রাশি হইতে সমুদ্ধৃত করিলেন। প্রজাপতি-দক্ষ-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীকর-কমল-যুগলের সুখময়-সুপবিত্র-স্বর্গীয়-সংস্পর্শন-মাত্রেই স্বীয়-মহত্তর-ভাগ্যানুভব-পুরঃসর কৃতকৃত্যবোধে নিজ আত্মাকে জীবন্মুক্তপ্রায় মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রবুদ্ধ-প্রজাপতি-দক্ষ পবিত্র-হৃদয়ে প্রফুল্ল-মানসে প্রীতি-বিকসিতান্তঃকরণে পুলকাঞ্চিত-কলেবরে পরম-ভক্তি-সহকারে কায়-মনো-বাক্যে ত্রিভুবন-মহারাজের পূজনোপযুক্ত-বিবিধ উপচার-কল্পনা-পুরঃসর পরম-প্রেমভরে শ্রীশঙ্কর-দেবের পূজা করিলেন।

প্রজাপতি দক্ষের পূজাবসান-সময়ে পরমানন্দ-পূর্ণ-হৃদয়ে ভক্তি-পূর্ব্বক লোকপিতামহ-ব্রহ্মা করজোড়ে শ্রীশঙ্করদেবকে পুনরপি এই কথা বলিলেন যে, হে সদাশিব! আপনিই একমাত্র ভক্তানুকম্পী চরাচর-গুরু ভগবান্। হে বিশ্ব-পাবন! আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার বচন

শ্রবণ করিয়া, আমার পুত্র প্রজাপতি দক্ষকে যে জীবন-দান-পুরঃসর রক্ষা করিয়াছেন, এজন্য আমি আপনাকে অধিক আর কি বলিব? কিন্তু হে পরমেশ্বর! আমার এইমাত্র কথা হইতেছে যে, অদ্য হইতে সুরগণ যদি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া, কোনস্থানে কোনও যজ্ঞ-মহামহোৎসবে আহুতি-গ্রহণার্থ গমন করেন, তবে দৃঢ়তার সহিত আমি নিশ্চিতরূপেই বলিতেছি যে, তাঁহারা তৎক্ষণমাত্রেই দক্ষ-প্রজাপতি ন্যায়-বিগর্হিত এই যজ্ঞে যেরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাদৃশী-দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। কিঞ্চ, যাজ্ঞিকগণের মধ্যে যে কোন যজ্ঞ-কর্ত্তা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্যান্য-দেবগণকে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক যজ্ঞাহুতি-প্রদান করিবেন, সেই সকল-যজ্ঞকর্ত্তা নরাধমমধ্যে পরিগণিত হইবেন এবং পরিশেষে তাঁহারা হত-যজ্ঞ হইয়া, মহাপাতকি-জনের উপযুক্ত-নিরয়-ভোগাবসানে অবশ্যই দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দ্দশা-ভোগে বাধ্য হইবেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একচত্বারিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, এইরূপে প্রজাপতি-দক্ষের সমারব্ধ-মহাযজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে, শ্রীমতীসতীদেবীর বিয়োগ-জনিত-গুরুতর-দুঃখে অত্যন্ত-কাতর নিতান্ত আর্ত্তভাবাপন্ন হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব প্রাকৃতজনের ন্যায় পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর লোক-পিতামহ-ব্রহ্মা এবং ত্রিলোক-পালক-বিষ্ণুদেব শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন যে, হে চরাচরগুরো! আপনি ভ্রান্তজনের ন্যায় বিমোহিতপ্রায় হইয়া, বৃথা রোদন করিতেছেন কেন? হে মহাজ্ঞানিন্‌! যিনি জগদাদিভূতা পূর্ণ-ব্রহ্মময়ী সনাতনী দেবী, যিনি মহাবিদ্যা-স্বরূপা বিশ্বচৈতন্যরূপিণী বিশ্ব-কর্ত্রী এবং যাঁহার মায়াবশে বিশ্ব-নিবাসী জীবগণ, তথা আমরা সকলেও বিমোহিত হইয়াছি, সেই বিশ্ব-জননী সত্যসনাতনী শ্রীমতীসতীদেবীর দেহপরিত্যাগ কি ভ্রান্তি-বিড়ম্বন-মাত্র নহে? হে মহেশ্বর! যে সত্যসনাতনী সতীদেবীর প্রসাদ-বশে আপনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছেন, হে ভগবন্‌! সেই সনাতনী সতীদেবীর মৃত্যুর অস্তিতা কিরূপে সম্ভাবিতা হইতে পারে?

অথবা হে মহামতে! পরমা পূর্ণা প্রকৃতি-স্বরূপিণী সতীদেবীর জন্মই বা কেমন করিয়া সমর্থিত হইবে? এই পরিদৃশ্যমান-বিশ্ব-জগতের যিনি ভক্ষক, তাঁহাকে শাস্ত্রে কালনামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই কালেরও যিনি কাল-স্বরূপিণী, তিনিই মহাকালী-নামে শ্রুতিগণকর্ত্তৃক পরিগীতা হইতেছেন। অতএব হে মহাযোগিন্‌! সেই মহাকালীদেবীর, সেই সত্যসনাতনী পরমা পূর্ণা প্রকৃতিরূপিণী সতীদেবীর দেহ-পরিত্যাগ মোহ-মাত্র-ভিন্ন কখনও কি বাস্তব হইতে পারে? ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাখ্য এই যে আমরা তিনটী পুরুষ, এই আমরা তিনজনও তাঁহারই মূর্ত্তি-ত্রয়-ভিন্ন অপর কিছুই নহি। আমাদের তিনজনের মধ্যে যে কোন একজনের নিন্দা করিলে, তাঁহারই

নিন্দা করা হইয়া থাকে। হে পরমেশ্বর! সেই সতীদেবীর নিন্দা যে মহাপাপ-জনিকা, সে বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে কি? অতএব যাহার তাদৃশ-পাপ উৎপন্ন হইয়াছে, পাপ-পঙ্ক-নিমগ্ন সেই পুরুষকে অর্থাৎ আপনার নিন্দাকারী জনকে পিতা হইলেও, তিনি নিশ্চিতই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

কারণ, সেই মহাদেবী সতী অতীব ধর্ম্মিষ্ঠা; সুতরাং তিনি ধার্ম্মিক-জনকে কদাচন পরিত্যাগ করেন না। পক্ষান্তরে অধার্ম্মিকজনের পরিত্যাগ-ব্যাপারে তাঁহার পিত্রাদিবিবেচনাও তিরোহিতা হইয়া থাকে। অত্রাপি কারণ এই যে, এই মহাদেবীর ধর্ম্মসম্বন্ধমাত্রই অপেক্ষিত, কিন্তু লৌকিকসম্বন্ধ কদাচন অপেক্ষিত নহে। অতএব যে ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ করেন, সেই ধর্ম্ম-মাত্র-পরায়ণ-সজ্জনব্যক্তিই এই মহা-দেবীর পিতা, মাতা, বা বান্ধব-স্থানীয়। এইরূপ অধর্ম্মকারী ব্যক্তিসকলও সেই মহাকালী মহাদেবীর পরম-শত্রু-স্থানীয়ই জানিতে হইবে; পরন্তু কদাপি বান্ধব-পক্ষে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে। অতএব হে সর্ব্ব-কারণকারণ! সতত আপনার নিন্দা-পরায়ণ-প্রজাপতিদক্ষকে কৃত-পাপ বিলোকন করিয়াই, সেই দেবী মহেশ্বরী দক্ষ-প্রজাপতিকে পিতা হইলেও, পরম-শত্রু-বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন। যদি অদ্যাপি সেই পরা দেবী স্বয়ং সতী এই প্রজাপতি-দক্ষের পুত্রীভাবে অবস্থিতি করিতেন, তাহা হইলে কি অদ্য প্রজাপতি-দক্ষের এইরূপ দুর্দ্দশা সংঘটিতা হইতে পারিত? এইকারণবশতঃই ধর্ম্মাধর্ম্ম-ফল-প্রদা সেই মহাদেবী সতী এই পাপী দক্ষ-প্রজাপতিকে প্রথমতঃ পরিত্যাগ করিয়া, পশ্চাৎ নিজ-লীলা-বশে স্বয়ং স্ব-স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।

কিঞ্চ, সেই পরমা পূর্ণা প্রকৃতি-রূপিণী সতীদেবী যদি ইচ্ছা করিতেন, তাহা হইলে, সর্ব্বজন-সমক্ষে দক্ষ-প্রজাপতিসম্বন্ধে ক্ষণকালমধ্যে কি না করিতে পারিতেন? তথাপি তিনি যে যজ্ঞ-সভা-ভবনে ত্রিভুবন-নিবাসী সর্ব্ব-সভ্য-জন-সমক্ষে তাদৃশরূপে লাঞ্ছিতা বিমানিতা তিরস্কৃতা এবং অব-জ্ঞাতা হইয়াও, পিতৃ-বোধে প্রজাপতি-দক্ষকে স্বয়ং বচনে, বা কার্য্যে কোনরূপে নিগৃহীত না করিয়া, তাঁহার প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন

করিয়াছিলেন, তাহা কেবল লোক-সকলের প্রতি শিক্ষা, বা উপদেশ-দানার্থই বলিতে হইবে। কারণ, মহাদেবী সতী স্বয়ং ধর্ম্মোপদেশকর্ত্রী হইয়া, যদি এইরূপ কার্য্য অর্থাৎ পিতা-প্রজাপতি-দক্ষের বিনিগ্রহে উপেক্ষা-প্রদর্শন না করিতেন, তবে জগতীতলস্থ লোক-সকল বিসদৃশ-ব্যবহার-পরায়ণ-পিতার প্রতি কিরূপে ধৈর্য্য-ধারণে সমর্থ হইত ? অতএব সেই পরমা নিত্যা সতী দেবী প্রজাপতি-দক্ষকে মোহিত করিবার জন্যই নিজ-মায়া-সাহায্যে স্বয়ং অন্তর্হিতা হইয়া, আকাশ-প্রদেশে অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছেন।

হে মহাদেব ! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন, ছায়াসতীই যজ্ঞানলে প্রবেশ করিয়াছেন জানিয়া, শোকাভিভূত-হৃদয়কে শান্ত করুন এবং মানসে ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! হে বিষ্ণো ! তোমরা যে কথা বলিয়াছ, অর্থাৎ সূক্ষ্মা নিত্যা ব্রহ্মময়ী পূর্ণা পরা প্রকৃতিস্বরূপিণী মৎপ্রাণবল্লভা সতীদেবী যে স্বয়ং দেহ-পরিত্যাগ করেন নাই, তোমাদের এইকথা সত্যপূতা বটে ; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার প্রাণৈকবল্লভা সেই সতীদেবী কোথায় গমন করিয়াছেন ? হে ব্রহ্মন্ ! বিষ্ণো ! আমি কোনরূপেই নিজ-হৃদয়কে স্থির করিতে পারিতেছি না ; পরন্তু এখন যদি আমি একবার আমার প্রাণৈকবল্লভা সেই পরমেশ্বরী সতীদেবীকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে, আমি হৃদয়ে, বা মানসে শান্ত হইতে পারি। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেব কহিলেন, হে মহেশ্বর ! আমরা যদি তিনজনে একত্র মিলিত হইয়া, অধুনা সর্ব্ব-লোকৈক-বন্দিতা সেই মহাদেবীকে স্তব-সাহায্যে পরিতুষ্টা করি, তাহা হইলে, অবশ্যই সেই দেবী সুপ্রসন্না হইয়া, পুনরপি আমাদিগের দৃষ্টি-গোচরে আবির্ভূতা হইবেন।

অনন্তর সেই দেববরত্রয় উক্তরূপ-নিশ্চয় করিয়া, সাক্ষাৎকার-লাভার্থ ব্রহ্ম-স্বরূপিণী সেই মহাদেবীকে স্তোত্র-সাহায্যে সুপ্রসন্না করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীব্রহ্মবিষ্ণুশঙ্করদেব কহিলেন, হে দেবি ! আপনি নিত্যা পরমা বিদ্যা এবং জগচ্চৈতন্য-রূপিণী, আপনি পূর্ণ-ব্রহ্মময়ী দেবী হইয়াও, স্বীয় ইচ্ছাবশেই বিগ্রহধারণ করিয়াছেন, হে সচ্চিদানন্দরূপিণি ! দেবি !

আপনার অদ্বৈতাখ্য-পরমরূপ বেদ ও আগমে সুনিশ্চিত হইয়াছে। কিন্তু, আপনার সেই অদ্বৈতাখ্য-পরম-রূপ ব্রহ্ম-বিজ্ঞান-মাত্র-গম্য এবং পরম-গোপিত। হে পরমেশ্বরি! আপনি সৃষ্ট্যর্থে, তথা স্বশরীরার্থে স্বয়ং স্বেচ্ছা-মাত্র-সাহায্যে প্রধান-পুরুষের কল্পনা করিয়াছেন, এইজন্যই শ্রুতি সকল-কর্ত্তৃক আপনি দ্বৈতরূপা বলিয়া, অভিহিতা হইয়া থাকেন। তত্রাপি হে দেবি! আপনার সম্পর্কবিনা সেই পূর্ণ-প্রধান-পুরুষও শবরূপবৎ প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। হে দেবি! এইকারণ-বশতঃই সর্ব্ব-দেব-দেবী-মধ্যে আপনারই প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইতেছে।

হে শিবে! আপনি এবম্বিধা সর্ব্ব-লোক-বেদ-প্রসিদ্ধা অচিন্ত্য-চরিতাকৃতি-সম্পন্না দেবী, সুতরাং আমরা অতি অল্প-বুদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া, আপনার ন্যায় সর্ব্বমহত্তরা দেবীকে কিরূপে স্তব-সাহায্যে পরিতুষ্টা করিতে সমর্থ হইব? হে মহাদেবি! আপনি নিজ ইচ্ছাবশে স্বগত-গুণ-ত্রয়-সাহায্যে আমাদিগেরও সৃষ্টি-কার্য্য-সম্পাদনান্তে পুনরপি আমাদিগকে কার্য্যাবসানে স্বয়ং বিনষ্ট, বা স্ব-স্বরূপে উপসংহৃত করিয়া থাকেন। অতএব হে মহেশ্বরি! এই ত্রিজগতীতলে এমন ব্যক্তি কে আছেন, যিনি আপনাকে স্তুতি-দ্বারা সন্তুষ্টা করিবার জন্য সমর্থা, কিম্বা উপযুক্তা বলিয়া, নির্দ্দিষ্টা হইতে পারেন? আপনার দুরত্যয়া-মোহিনী-মায়া-শক্তি-বশে মোহিত হইয়া, আমরা সকলেও যখন অজ্ঞানী মানব-গণের ন্যায় অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছি, হে পরমেশ্বরি! তখন আমরাই বা কেমন করিয়া, আপনার স্তুতি করিবার জন্য সমর্থ, কুশল, বা উপযুক্তরূপে বিবেচিত হইতে পারি? হে সর্ব্বসুরেশ্বরেশ্বরি! এক-মাত্র আপনিই আমাদের চেতনা, বুদ্ধি এবং শক্তিস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। হে দেবি! আপনার অনুগ্রহের অভাবে যদি কদাচিৎ আমরা চেতনা, বুদ্ধি ও শক্তিহীন হই, তবে আমাদিগের শরীরে শব-শরীর হইতে কোনরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে না। অতএব হে দেবি! আমরা সকলে স্তুতি-দ্বারা আপনাকে পরিতুষ্টা করিব কিরূপে?

হে ত্রিভুবনতারিণি! আপনি যখন স্ব-গত-গুণ-ত্রয়-সাহায্যে আবদ্ধ করিয়া, মায়া-শক্তি-প্রভাবে অজ্ঞানী জনগণের ন্যায় আমাদিগকেও

বিমোহিত করিতেছেন, তখন এই জগতীতলে অপরা কোন্ ব্যক্তি আপনাকে বিশেষরূপে অবগতা হইবার জন্য উৎসাহান্বিতা হইবে? অতএব হে পরমেশ্বরি! আমরা ইতঃপূর্ব্বে দক্ষালয়ে আপনাকে যাদৃশ রূপে দর্শন করিয়াছি, স্তুতি-প্রভৃতি-দ্বারা আপনাকে যখন আমরা সন্তুষ্টা করিতে অসমর্থ, তখন আপনি-নিজ-গুণে কৃপা করিয়া, আমাদিগকে তাদৃশরূপেই দর্শন দান করুন। হে দেবি! আপনি মহেশ্বরী-জগদ্ধাত্রী-স্বরূপা, আপনাকে দর্শন না করিয়া, আমরা নিতান্ত বিষণ্ণ হইতেছি। কিঞ্চ, আমরা সকলে সুরশ্রেষ্ঠ হইয়াও, আপনার অদর্শন-বশতঃ নিজ-নিজ আত্মাকে গত-প্রাণ-প্রায় অবলোকন করিতেছি। অতএব হে পরমেশ্বরি! আমরা পূর্ব্বে আপনাকে দক্ষ-ভবনে যেরূপে দর্শন করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, অধুনা আমাদিগকে সেইরূপে দর্শনদান করুন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই প্রধান-দেব-ত্রয়-কর্ত্তৃক উক্ত-রূপে সংস্তুতা হইয়া, সেই মহাদেবীসতী দেবগণের বিষণ্ণতা এবং শ্রীশঙ্করদেবের ব্যাকুলতা অবলোকন করিয়া, কৃপা-পূর্ব্বক গগন-গাত্রে দর্শনদান করিলেন। যাদৃশী কালী-মূর্ত্তি-ধারণ-পূর্ব্বক সতী-দেবী দক্ষ-যজ্ঞে সমাগতা হইয়াছিলেন, তাঁহার নিজ-মায়া-সাহায্যে নির্ম্মিতা যাদৃশী-ছায়া যজ্ঞ-বহ্নি-মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়াছিলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাখ্য-দেবত্রয়ও নিশ্চল-নয়নে গগন-গাত্র-গতা প্রকৃতিরূপিণী শ্রীমতীসতী-দেবীকে তাদৃশীই অবলোকন করিলেন। অনন্তর গগনাঙ্গনারূঢ়া সেই শ্রীমতীসতী-দেবী শ্রীসদাশিবদেবকে এইকথা বলিলেন যে, হে মহাদেব! আপনি স্থির হউন, হে মহেশ্বর! আপনাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে হইবে।

পুনরপি মহাদেবী কহিলেন, হে পশুপতে! আমি স্বয়ং হিমালয়-সুতা পার্ব্বতীরূপে পুনরপি আপনাকে প্রাণ-বল্লভ-স্বরূপে লাভ করিব। হে দেবদেব! আমি আপনার নিকটে সত্য সত্যই প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক এইকথা বলিতেছি যে, হিমালয়ের কন্যা হইয়া, মেনকার উদরে জন্মগ্রহণান্তে প্রথমতঃ ভাগমাত্রে গঙ্গারূপে, পশ্চাৎ পূর্ণরূপে গৌরী, বা উমাস্বরূপে আপনাকে প্রাণপ্রিয়পতিভাবে পুনরপি প্রাপ্তা হইব। হে মহেশ্বর! আপনি কদাচিদপি মৎকর্ত্তৃক পরিসন্ত্যজ্য নহেন। আমি স্বয়ং পরা মহাকালীস্বরূপে আপনারই হৃদয়ে সদা-কাল অবস্থিতি করিতেছি। হে দেববর! উক্তকারণবশতঃই আপনি জগৎসংহারকারকমহাকালরূপে জগতীতলে বিখ্যাতিলাভ করিয়াছেন। আপনি প্রভুত্বাভিমানবশতঃ আমার প্রতি কিছু কিছু কর্ণকঠোরবাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উক্ত অপরাধবশতঃ আমি কিয়ৎকালযাবৎ সাক্ষাৎপত্নীস্বরূপে আপনার নিকটে অবস্থিতি করিব

না। অতএব হে শঙ্কর! আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক শান্তমনাঃ হউন।

হে শম্ভো! আমি একটী উপায়কথন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কিন্তু, হে শম্ভো! আপনি যদি অচিরকালমধ্যে পূর্ব্ববৎ পত্নীরূপে আমাকে নিশ্চিতই লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি যে উপায়কীর্ত্তন করিব, তদনুসারে কার্য্য করুন। হে মহেশ্বর! আমার যে ছায়া যজ্ঞ-বহ্নিমধ্যে প্রবিষ্টা হইয়াছেন, সেই ছায়া-সতীর শব-শরীর মস্তকদেশে ধারণ করিয়া এবং মনে মনে আমাকে পুনরপি পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য প্রার্থনা, বা কামনা করিয়া, আপনি এই পৃথিবীতলে পরিভ্রমণ করুন। এইরূপে ছায়া-সতীর দেহ মস্তকে ধারণ-পূর্ব্বক পৃথিবী-প্রদেশে ভ্রমণকালে আপনার মস্তকস্থ সেই শব-দেহ বহুধা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া, ধরাতলে পতিত হইবে। কিন্তু, সেই ছায়া-সতীর দেহাংশ ধরাতলে যে যে স্থানে পতিত হইবে, সেই সেই স্থানই অঘ-নাশক মহাপীঠরূপে পরিণত হইবে। তন্মধ্যে যে স্থানে যোনি-মণ্ডল পতিত হইবে, সেই স্থান পীঠোত্তম-পরম-পীঠরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিবে। হে মহাদেব! সেই পীঠোত্তম-পরম-পীঠে অবস্থিত হইয়া, সুতীব্র-তপো-যোগাবলম্বন-পূর্ব্বক আমাকে ধ্যান করিয়া, যথোচিত অবসরে আপনি পুনরপি আমাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপ উপায়-বাক্য-কথন-পূর্ব্বক সেই গগন-গাত্র-গতা শ্রীমতীসতীদেবী শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে পুনঃ পুনঃ সমাশ্বস্ত করিয়া, সেই স্থান হইতে সদ্যঃ সহসা অন্তর্হিতা হইলেন।

পরমা প্রকৃতি-রূপিণী সতীদেবী অন্তর্হিতা হইলে, ব্রহ্মাদি-ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠগণ স্ব-স্ব-স্থানে গমন করিলেন। এদিকে শ্রীশঙ্করদেবও পুনরপি দক্ষালয়ে সমাগত হইয়া, আমার সতী কোথায়? আমার সতী কোথায় বলিয়া, প্রাকৃত-জনের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন এবং পশ্চাৎ যজ্ঞ-শালামধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ছায়া-সতী-দেবীর ভূমিস্থ-দীপ্যমান-মুদ্রিতেক্ষণ-বিসংজ্ঞ-শরীর অবলোকন করিলেন। অনন্তর সেই ছায়া-সতীকে প্রাকৃতার ন্যায় নিদ্রিতা ও অক্ষুণ্ণাবয়বা অবলোকন করিয়াই, শোক-সন্তপ্ত-

হৃদয়ে এই বাক্য বলিলেন যে, হে সতি! আমি তোমার পতি শম্ভু, হে সতি! আমি তোমাকে দেখিবার জন্য তোমার সমীপে সমাগত হইয়াছি, তুমি গাত্রোত্থান কর, হে সতি! তুমি পূর্ব্ববৎ আমার সহিত সম্ভাষণ করিতেছ না কেন?

হে সতি! আমি ও প্রজাপতি-দক্ষ, আমরা উভয়েই যদিচ তোমার নিকটে অপরাধী, তথাপি পতি ও পিতা বোধে আমাদিগের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও স্নেহ, সখ্য, দয়া, প্রেম, অনুরাগ অথবা ভক্তি-ভাব-প্রদর্শন না করিয়া, উদারতা, বা কোমলভাবাবলম্বনে আমাদিগের অপরাধের পরিমার্জ্জনা না করিয়া, "বজ্রাদপি" কঠোর-হৃদয়ে আমাদিগকে শোক-মহার্ণবে পরিক্ষিপ্ত করিয়া, নিজ-মহামায়া-সাহায্যে পরিমোহিত করিয়া, তুমি যে স্বয়ং অন্তর্হিতা হইয়াছ, হে সতি! ইহাই কি তোমার পক্ষে সমুচিত হইয়াছে? কিঞ্চ, হে সতি! যদিচ তুমি আমাদিগকে নির্দ্দয়-কঠোর-হৃদয়তার পরিচয়প্রদানপূর্ব্বক শোক-সাগরে পরিক্ষিপ্ত করিয়া, চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া, চলিয়া গিয়াছ, তথাপি আমি ত তোমাকে কদাচিৎ পরিত্যাগ করিতে পারিব না। কারণ, তুমি যে আমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী-প্রাণ-সমা-প্রিয়তমা-জীবন-বল্লভা-পত্নী। অতএব হে সতি! আমি মনে মনে এইরূপ স্থির করিতেছি যে, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, নিজ-স্নেহ-মমতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছ বটে; কিন্তু আমি তোমাকে পরিত্যাগের পরিবর্ত্তে পরমামোদ-প্রযুক্ত বাহু-যুগল-সাহায্যে প্রকৃষ্টরূপে গ্রহণ করিয়া, কিয়ৎকাল যাপন করিব।

প্রাকৃতলোকবৎ শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে বহুবিধ-বিলাপ-বচন-কথন-পূর্ব্বক নিজ-ভুজ-যুগল-সাহায্যে সেই প্রাণৈকবল্লভা হৃদয়ানন্দদায়িনী সতীদেবীকে সম্যক্‌রূপে আলিঙ্গন করিয়া, পশ্চাৎ মস্তকে গ্রহণ, বা ধারণ করিলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব ছায়া-সতীর সেই-সংজ্ঞা-শূন্য-দেহ শিরো-দেশে ধারণ করিয়া, পরমামোদ-সংপ্রাপ্তি-বশতঃ ধরণীতলে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে ব্রহ্মা আদি সুরাধীশ্বরগণ, তথা শতক্রতু-পুরোগম-দেব শ্রেষ্ঠগণ নিজ-নিজ অপূর্ব্ব-রথে আরোহণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ-নৃত্য-দর্শনার্থ গগনতলে সমাগত হইলেন। অনন্তর

দেবগণ অন্তরীক্ষ-প্রদেশ হইতে দিব্য-স্বর্গীয়পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। দশদিকে অবস্থিত-প্রমথগণের মধ্যে কেহ কেহ মুখবাদ্য করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা জটাসকল উন্মুক্ত করিয়া, নৃত্যপ্রিয়-শ্রীশঙ্কর-দেবের সহিত নৃত্য করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীশঙ্করদেবও ক্রমশঃ অধিকতর-নৃত্যানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া, কদাচিৎ ছায়া-সতীর প্রাণ-শূন্য-দেহকে মস্তকে ধারণ করিয়া, কদাচিৎ দক্ষিণ-করতলে ধারণ করিলেন। তথা কদাচিৎ বাম-হস্ত-তলে ধারণ করিয়া, কদাচিৎ স্কন্ধদেশে ধারণ করিলেন। এইরূপ শ্রীসদাশিবদেব কদাচিৎ সেই ছায়া-সতীর শবদেহকে প্রীতির সহিত বক্ষোদেশে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক চরণাঘাতসহস্র-সাহায্যে ধরণীতল প্রকম্পিত করিয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে ছায়া-সতীর চেতনা-বিহীন-দেহ স্কন্ধে, বক্ষে, বাম-করতলে, দক্ষিণ-কর-কমল-তলে, বা শিরোদেশে ধারণ-পূর্ব্বক যখন শ্রীশঙ্করদেব নৃত্য করিতেছিলেন, তৎ-কালে চন্দ্র-লোক-স্থিত চন্দ্রদেব তাঁহার শিলা-তল-বিশাল-ললাট-ফলকে তিলক-রূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তদীয়প্রচলিত-জটা-সহস্রের প্রচণ্ড-তর আঘাতে পরিক্ষিপ্ত হইয়া, আকাশের অনন্ত-তারকারাজি চতুর্দ্দিকে পতিতা হইয়াছিল। সূর্য্য-লোক-স্থিত সূর্য্যদেব নর্ত্তন-পরায়ণ শ্রীশঙ্কর-দেবের কণ্ঠ-ভূষণতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কূর্ম্ম এবং অনন্তদেব শ্রীশঙ্কর-দেবের নৃত্য-চঞ্চল-চরণাঘাতে নিতান্ত-নিপীড়িত-প্রব্যথিত হইয়া, সর্ব্ব-ভূত-ধাত্রী-ধরণী-দেবীকে ত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তথা ঝন্‌ঝাবাত-বেগে কম্পিত-বন-মধ্যস্থ-বৃক্ষ-সকলের ন্যায় নৃত্য-মেঘ-সমুদ্ভূত বায়ুবশে সুমেরু-মন্দর-গন্ধমাদন-হিমালয় প্রভৃতি-মহীধরগণ মুহুর্ম্মুহুঃ বিচ-লিত হইয়াছিল।

শ্রীশঙ্করদেব এইরূপে নৃত্য করিতে করিতে ভূত-সকলকে সংক্ষো-ভিত করিয়া, ছায়া-সতীর সেই জীবন-বিহীন-বিগ্রহ জটা-মুকুট-মণ্ডিত-শিরোদেশে ধারণ-পূর্ব্বক সমগ্র বসুন্ধরাতলে পরিভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। জটা-মুকুট-মণ্ডিত-মৌলি-প্রদেশে ছায়া-সতীর মৃতদেহ-ধারণ-পূর্ব্বক নৃত্য-চঞ্চল-চরণাদির আঘাতে ভূত-বৃন্দকে বিক্ষোভিত করিয়া,

নৃত্য করিতে করিতে, যখন শ্রীশঙ্করদেব সমগ্র-বসুধাতলে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার পরম আমোদ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হে সতি! তুমি আমার ভার্য্যা, হইলেও, আমি লোক-লজ্জা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তোমার ছায়া-শরীরকে যে মস্তকে বহন করিতেছি, এজন্য আমি আমার মহত্তর-সৌভাগ্য সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই, মনে করিতেছি। এইরূপে শ্রীসদাশিবদেব আত্ম-ভাগ্য উপবর্ণন-পুরঃসর অতীব-পরমামোদমোদিত-মানসে মুহুর্ম্মুহুঃ নর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

শ্রীসদাশিবদেব উক্তরূপে পরমামোদভরে ছায়া-সতীর শব-শরীর স্কন্ধাদি-প্রদেশে বহন-পূর্ব্বক বিশিষ্টরূপ-নৃত্য করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু এদিকে তাঁহার নৃত্য-বেগে সমগ্র-জগৎ বিক্ষুব্ধ হইল, পক্ষি-সমূহ মৃতকল্প হইয়া পড়িল এবং ভূতগণ অকালাগত-প্রলয়-গণনা করিয়া, নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। উক্তরূপ বিপর্য্যয়-দর্শনে ভীত-চিত্ত ব্রহ্মার আদেশে জগতের কল্যাণার্থ মুনি-মহর্ষিগণ সুমহৎ-স্বস্ত্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু, তৎকালে দেবগণ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অসময়ে এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল? সমুপস্থিত এই অনর্থকর-ব্যাপারের প্রতিরোধকল্পে অধুনা আমরা কোনরূপ উপায়ই ত অবলোকন করিতেছিনা। হায়! কিরূপে জগদ্‌-ব্রহ্মাণ্ডের রক্ষা-কার্য্য সুসাধিত হইবে? আমরা দেখিতেছি যে, প্রজাপতি-দক্ষ আমাদিগের-বিনাশ, তথা জগতের পরিক্ষয়ার্থই শ্রীশঙ্কর-বিদ্বেষণ-লক্ষণ-কারণের বশবর্ত্তী হইয়াই, এই কুযজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছিলেন। নৃত্যপরায়ণ শ্রীশঙ্করদেব ত এই লোক-সকলের সমুপস্থিত-বিপত্তি-বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করিতেছেন না, প্রভু-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব ত দেখিতেছি, নৃত্য-বিঘূর্ণিত-নয়নে তাণ্ডবানন্দ-সাগরে নিমগ্ন রহিয়াছেন। হায়! জগৎ-সংহার-কারক এই শ্রীশঙ্করদেব কিরূপে শান্তভাব ধারণ করিবেন?

দেবগণ এইরূপ চিন্তাবশে নিতান্ত-ব্যাকুল-হৃদয়ে উপায়ান্বেষণে মনোযোগদান করিলেন বটে; কিন্তু দেবগণকে উপায়াবধারণার্থ চিন্তা-ব্যাকুল অবলোকন করিয়া, অশেষ-জগতের পরিপালক ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, হে ত্রিদশগণ! তোমরা এখন আর কোনরূপ ভয় করিও না, আমি উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীশঙ্করদেবকে দর্শনদান কালে মহাদেবী মহাসতী বলিয়াছিলেন যে, ছায়া-সতীর শরীর বহুধা-বিভক্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া, নিশ্চিতই ভূতলে পতিত হইবে, ছায়াসতীর

এই শরীর খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, যে যে স্থানে পতিত হইবে, সেই সেই স্থানই পুণ্য-তীর্থে মহাপীঠে পরিগণিত হইবে। হে ত্রিদশগণ! সেই মহাদেবী সতী যে কথা বলিয়াছেন, তাহা কখনই মিথ্যা হইবার নহে, অতএব ছায়াসতীর শরীর যে খণ্ডশঃ ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে দেবগণ! আমি উত্তম-সাহস অবলম্বন করিয়া, সৃষ্টি-রক্ষার্থ পরমানন্দ-মগ্ন শ্রীমহেশ্বর-দেবের শিরঃ-স্থিত ছায়া-সতীর শরীর খণ্ডশঃ পৃথিবীতলে পাতিত করিব। শ্রীশম্ভুদেবের অজ্ঞাতসারে আমি যদি সুদর্শন-চক্র-সাহায্যে ছায়া-সতীর শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া, পৃথিবীতলে পাতিত করি, তাহা হইলে, নিশ্চিতই জগদ্‌রক্ষণ-কারিণী সেই ব্রহ্মময়ী-সতী-দেবী আমাকেও প্রভু-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের কোপানল হইতে অবশ্য রক্ষা করিবেন।

দেবগণ কহিলেন, প্রভো! বিষ্ণো! জগন্নাথ! আপনি যদি এইরূপ করিতে পারেন, তাহা হইলেই, জগতের রক্ষা সম্ভবপরা হইতে পারে। অন্যথা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ের পথে অবশ্যই অগ্রসর হইবে। অনন্তর মহাবাহু-বিশ্ব-পরিপালক-বিষ্ণু মহাভীত অন্তঃকরণে সুদর্শন-চক্র-সাহায্যে ছায়া-সতীর শব-শরীর খণ্ডে খণ্ডে অল্পে অল্পে ছেদন করিয়া, পৃথিবীতলে পাতিত করিলেন। আনন্দ-মুগ্ধ-চিত্ত পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব যখন নৃত্য করিতে করিতে, ভূতলে আলীঢ়-প্রত্যালীঢ়ভাবে পাদ-ক্ষেপণ করিতেছিলেন, তাদৃশ অবসরে শ্রীবিষ্ণুদেব ছায়া-সতীর শরীরে সুদর্শন-চক্র-প্রক্ষেপণ-পূর্ব্বক ক্রমশঃ ছায়া-দেহ কর্ত্তন করিলেন। এইরূপে পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের শিরোদেশ হইতে বিষ্ণু-চক্র-দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইয়া, ছায়া-সতীর দেহাবয়ব-সকল পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে পৃথিবী-পৃষ্ঠে স্থানে স্থানে নিপতিত হইল। পৃথিবী-পৃষ্ঠে যে যে স্থানে ছায়া-সতীর দেহাবয়ব-সকল পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে পতিত হইল, সেই সেই দেশই সর্ব্বদা দেবী-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হওয়ায়, মহাপুণ্যময়-স্থানে পরিণত হইল।

কিন্তু, যে যে স্থানে ছায়া-সতীর দেহাবয়ব-সকল বিষ্ণু-চক্র-দ্বারা কর্ত্তিত হইয়া, নিপতিত হইয়াছিল, দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ সেই সেই স্থান-সকল সিদ্ধ-পীঠ বলিয়া, অদ্যাপি অভিহিত হইতেছে এবং ভূমণ্ডলে

সেই সকল-স্থানই মুক্তিক্ষেত্র, বা মহাতীর্থরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া, অদ্যাপি সহস্র-সহস্র-জীবের উদ্ধার সাধন করিতেছে। এই সকল-মুক্তি-ক্ষেত্রে, মহাতীর্থ-মহাপুণ্যময়-সিদ্ধ-পীঠ-স্থানে দেবীর উদ্দেশে পূজা-জপ-হোমাদি যে কিছু পুণ্য-কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, অনুষ্ঠিত সেই সকল-পুণ্য-কর্ম্মের ফল কোটিগুণ হইয়া থাকে। এমন কি সাধকোত্তম-মানবগণ ইচ্ছা করিলে, উক্ত-সিদ্ধ-পীঠ-সকলে কেবল জপ করিয়াই, সেই মহাদেবীর সাক্ষাৎকারও লাভ করিতে পারেন এবং পাতকি-জনগণও ব্রহ্ম-হত্যাদিমহাপাতকরাশি হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। উক্তরূপে ছায়া-সতীর অঙ্গাবয়ব-সকল ভূপৃষ্ঠে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে খণ্ডে খণ্ডে নিপতিত হইয়া, লোক-সমূহের হিতার্থে তৎক্ষণমাত্রেই পাষাণভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, তথা সুরেন্দ্রাদিদেবগণের মধ্যে বহু বহু দেবগণ অহরহঃ তত্র তত্র সিদ্ধপীঠসমূহে সমাগত হইয়া, দিব্যাতিদিব্য স্বর্গীয় উপচারসহস্রসাহায্যে পরমেশ্বরী সতীদেবীর পূজা করিতে লাগিলেন।

চক্রপাণি শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক এইরূপে ছায়া-সতীর দেহ নিকৃত্ত হইলে, শ্রীশঙ্করদেব স্ব-শিরঃ-প্রদেশ নির্ভার অবগত হইয়া, ধৈর্য্য-অবলম্বন-পূর্ব্বক নিজ-নেত্র-ত্রিতয় বিস্ফারিত করিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালন-পুরঃসর দেখিলেন যে, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-সমগ্র-জগৎ নিরতিশয়-ব্যাকুল-ভাব ধারণ করিয়াছে। এইসময়ে ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্ম-পুত্র-দেবর্ষি-নারদকে আহ্বান-পূর্ব্বক দেবদেব শ্রীশঙ্করদেবের শান্ত্যর্থে তাঁহার সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, নারদ! তোমার মঙ্গল হউক। হে নারদ! তুমি আমার জন্য অর্থাৎ যাহাতে শ্রীশঙ্কর-দেব আমার প্রতি রুষ্ট না হন, তদর্থে শ্রীসদাশিব-সন্নিধানে গমন কর এবং তাঁহাকে সর্ব্বথা পরিসান্ত্বিত করিবার জন্য যত্ন অবলম্বন কর। হে মহামতে! ব্রহ্মপুত্র! নারদ! শ্রীশিব-সান্ত্বন-লক্ষণ এই গুরুতর-কার্য্যে একমাত্র তুমিই সমর্থ, বা বিশেষরূপ কুশল। প্রমথেশ্বর শ্রীশঙ্কর-দেব সতী-বিয়োগ-জনিত-দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছেন। সতী-বিয়োগ-দুঃখার্ত্ত শ্রীসদাশিবদেব কখন যে কাহার ভাগ্যে কিরূপ দণ্ডের বিধান

করিবেন, তাহার কিছুমাত্র নৈয়ত্য, বা স্থিরতা নাই। অতএব শ্রীশঙ্কর-দেব যাহাতে শান্ত-চিত্ত হইয়া, অদ্যই স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হন, হে মহাবুদ্ধে! তুমি তাদৃশীব্যবস্থাপ্রণয়ন কর, সুসদৃশ উপায় অবধারণ কর এবং প্রিয়তমা-বহুমতা-পত্নী শ্রীমতীসতীদেবীর বিয়োগে নিতান্ত-বিধুর শ্রীমন্মহেশ্বর-সদাশিবদেবকে সর্ব্ববিধ-প্রযত্ন অবলম্বনে পরিসান্ত্বিত কর।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

মহামতি ভগবান্ নারদদেব শ্রীবিষ্ণুদেবের উক্তরূপ আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, ত্বরা সহ শ্রীশঙ্করদেবের সমীপে গমন করিলেন। কিঞ্চ, দেবর্ষি-নারদ শ্রীশঙ্করদেব-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শ্রীশঙ্কর-দেব তখনও নৃত্য করিতেছেন। শ্রীশঙ্করদেবকে নৃত্যানন্দ-সাগরে নিমগ্ন অবলোকন করিয়া, উপযুক্ত অবসরান্বেষী মুনি-প্রবর-নারদ তৎকালে দেবদেব শ্রীমন্মহাদেবের সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে মৌন-ব্রত-ধারণ-পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব নৃত্য করিতে করিতে সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে সমবস্থিত নারদদেবকে অবলোকন করিয়া, প্রশ্ন-বাক্যে বলিলেন যে, আমার প্রাণৈকবল্লভা-সাধ্বী-সতী কোথায় গমন করিয়াছেন? শ্রীমান্ নারদদেব কহিলেন, হে দেববর! শম্ভো! আপনি শান্তমনাঃ হউন, আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে, আপনি অত্যল্পকাল পরেই শ্রীমতীসতীদেবীকে লাভ করিবেন। হে দেব! আপনার নিত্যা সত্যা সনাতনী সাধ্বী সতীদেবী আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া, কুত্রাপি গমন করেন নাই, তিনি এইস্থানেই আছেন, তবে কিছুদিনের জন্য তিনি অদর্শন-গোচরতাপন্না হইয়াছেন মাত্র। হে পরমেশ্বর! সতীদেবীর দেহত্যাগের অনন্তরবর্ত্তী কালেও ত আপনি আকাশতলে শ্রীমতীসতীদেবীকে দর্শন করিয়াছেন, তথাপি আমাদের বাক্যে আপনার দৃঢ়-বিশ্বাস, বা স্থির-প্রত্যয় উৎপন্ন হইতেছে না কেন? হে সর্ব্বামরেশ্বর! আপনি অকালে মহাপ্রলয়ের আয়োজন, বা অনুষ্ঠান করিবেন না, স্থির হউন।

শ্রীশঙ্করদেব বলিলেন, হে নারদ! আমি তোমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিযাছি? তুমি আমাকে এরূপ কথা বলিতেছ কেন? আমি কোন্‌স্থানেই বা অকালে মহাপ্রলয়ের আয়োজন করিয়াছি? বা করিতেছি? সতীর বিরহ-জনিতদুঃখে নিতান্ত আর্ত্তভাবাপন্ন হইয়া, আমি

ছায়া-সতীর বিগ্রহ-প্রাপ্তির অনন্তর কথঞ্চিৎ সেই দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। পরন্তু দুষ্টাশয়-বিচেতাঃ কোন্ অধম-জন-কর্ত্তৃক আমার শিরঃস্থা ছায়া-সতীর সেই বিগ্রহও অপহৃত হইল? শ্রীমান্ নারদদেব কহিলেন, হে শম্ভো! আপনি স্থির হউন, আমি সমস্ত বৃত্তান্তই আপনার নিকটে কথন করিতেছি। হে দেববর! শঙ্কর! আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন এবং সদেবাসুর-নরগণের পক্ষে অতীব-ভীতিপ্রদ এই নৃত্য পরিত্যাগ করুন।

হে মহাদেব! আপনি যদি নিরন্তর এইরূপ নৃত্য করেন, তাহা হইলে, আপনার নৃত্য-ভরে অত্যন্ত-বিষাদ-গ্রস্তা এই বসুধাদেবী অচির-কাল-মধ্যে জলধি-জলে নিমজ্জিতা হইবেন। কিঞ্চ, হে দেব! নৃত্যাব-সরে আপনার পাদ-প্রক্ষেপণ-বেগে পর্ব্বত-সকল প্রচলিত হইয়াছে, সুরেন্দ্রাদি-দেবগণ স্বর্গরাজ্য-পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন, তথা দেবাসুর-মানুষ-সমন্বিত এই সমগ্র-জগৎ বিনাশোন্মুখ হইয়াছে। হে দেব! আপনি ত নিজকৃত এই প্রলয় অবলোকন করিতেছেন না। হে প্রভো! কেন আপনি নৃত্যচ্ছলে অকালে এই বিশ্ব-বিনাশে সমুদ্যত হইয়াছেন? হে বিভো! প্রভু-জনের কি ঈদৃশ-কার্য্য শোভা-প্রাপ্ত হইতে পারে? যদ্দ্বারা নিজ-জন-সকলেরই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয়?

শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে মুনি-পুঙ্গব! আমি নৃত্য-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অধুনা শান্তমনাঃ হইলাম। এক্ষণে তুমি বল দেখি, আমার ছায়া-সতীর দেহ কোথায় আছে? অথবা কে অপহরণ করিয়াছে? নারদ কহিলেন, হে মহাদেব! ত্রৈলোক্য-রক্ষক-বিষ্ণু অত্যদ্ভুতা বিপৎ সমাগতাপ্রায় অবলোকন করিয়া, আপনাকে শান্ত করিবার জন্য সুদর্শন-চক্র-ধারণ ও প্রক্ষেপণ-পুরঃসর শনৈঃ শনৈঃ ছায়া-সতীর সেই দেহ ছেদন করিয়াছেন। কিঞ্চ, হে দেব! ছায়া-সতীর সেই দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া, ভূতলে যে যে স্থানে পতিত হইয়াছে, হে প্রভো! সেই সেই প্রদেশেই প্রসিদ্ধপ্রসিদ্ধ-কামরূপাদি-মহাপীঠ-সকল উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহেশ্বর! আপনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া, যে সময়ে গগন-গাত্র-গতা সতী-দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন,

তৎকালে আপনা-কর্ত্তৃক আরাধিতা সেই জগদ্ধাত্রী-দেবী ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন যে, আমার এই দেহ খণ্ডে খণ্ডে বহুধা বিভক্ত হইয়া, মহাপীঠ-প্রসিদ্ধি-জন্য ধরাতলে পতিত হইবে। অতএব শ্রীবিষ্ণুদেব মহাসতীর উপদেশানুসারেই ছায়া-সতীর সেই দেহ বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, পৃথিবীতলে পাতিত করিয়াছেন। হে সদাশিব! আপনি এজন্য ত্রিলোক-পালক-বিষ্ণুদেবের প্রতি ক্রোধ করিবেন না, হে দেব! আপনি শান্ত হউন।

মহামুনি-নারদ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব নৃত্য-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বারম্বার দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিতে করিতে, কমলা-পতি-শ্রীবিষ্ণুদেবের প্রতি শাপ প্রদানে সমুদ্যত হইলেন এবং অত্যন্ত-দুঃখের সহিত শ্রীবিষ্ণুদেবের প্রতি এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, নিশ্চিতই আমার শাপ-প্রভাবে এই বিষ্ণুদেব পরবর্ত্তী ত্রেতা-যুগে সূর্য্য-বংশে মানুষরূপে মহীতলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তৎকালে আমার সতীর ন্যায় প্রাণ-বল্লভা অতীব-মনোরমা তাঁহার সীতানাম্নী-পত্নী ছায়া-দেহ সংস্থাপিত করিয়া, তাঁহাকে অর্থাৎ বিষ্ণুদেবকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বয়ং নিজ-মায়া-বলে অন্তর্হিতা হইবেন, অনন্তর রামরূপী এই বিষ্ণুদেব মৃষা মায়ার বশে বিমোহিত হইয়া, আনন্দ-নিমগ্ন-চিত্তে দূরতর-দেশে গমন করিবেন, এই বিষ্ণু ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসের আচরণানুসরণে অধুনা আমাকে যেমন ছায়াপত্নী-বিয়োগী করিয়াছেন, হে মহামুনে! ভবিষ্যৎ-কালেও সেইরূপ কোন এক রাক্ষস-পুঙ্গব ক্রূর-রাক্ষস-স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার ছায়াময়ী-পত্নীকে হরণ করিয়া, সত্য-সত্যই এই বিষ্ণুকে ছায়া-পত্নী-বিয়োগী করিবে, তথা আমি অধুনা যেমন ছায়া-পত্নীর বিয়োগে শোক-সন্তপ্ত-হৃদয় হইয়াছি, এই বিষ্ণুদেবও সেইরূপ ছায়া-পত্নীর বিয়োগে শোক-সন্তপ্ত-হৃদয় হইবেন, সন্দেহ নাই।

শ্রীসদাশিবদেব এইরূপে শ্রীবিষ্ণুদেবের প্রতি শাপ-প্রদান করিয়া, পশ্চাৎ কথঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব নিজ-নলিন-নয়ন-ত্রয় প্রসারিত করিয়া, একবারমাত্র ত্রিভুবন অবলোকন করিলেন। কিন্তু, ত্রিভুবন অবলোকন কালে স্বয়ং শ্রীগিরিশদেব কামরূপ-প্রদেশে

ছায়া-সতীর শুভাশ্বত্থ-পত্রসমানাকার-যোনি পতিত রহিয়াছে দেখিয়া, রোমাঞ্চিত-কলেবর তথা কামদেব-কৃত-পঞ্চবিধ-শরপ্রহার-বশে মানসে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কাম-মুগ্ধ শ্রীশম্ভুদেব-কর্ত্তৃক সেই শুভ-যোনি-মণ্ডল, পরিদৃষ্ট হইবামাত্র ধরাতল বিদীর্ণ করিয়াই যেন, পাতাল-তলে গমনে সমুদ্যত হইল। শ্রীশঙ্করদেব এইরূপ ব্যাপার অবলোকন করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বীয় অংশ-সাহায্যে স্বয়ং গিরি-রূপ-ধারণ, বা গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃষ্টান্তঃকরণে নিজ-সৌভাগ্য উপবর্ণন-পুরঃসর সেই শুভ-যোনিকে ধারণ করিলেন। এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব কামরূপাদি সেই সমস্তপীঠ-প্রদেশে পাষাণ-লিঙ্গরূপে স্বয়ং অবস্থান-পূর্ব্বকই যেন, দেবীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এইসময়ে শ্রীশঙ্করদেব গগন-গাত্র-গতা সতীদেবী পূর্ব্বে যে সকলকথা বলিয়াছিলেন, সেই পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত-স্মরণ করিলেন। পূর্ব্ব-বৃত্ত-স্মরণের অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব পরমা-পূর্ণা-সত্যা-সনাতনী-প্রকৃতি-রূপিণী-নিত্যা-মহেশ্বরী-দেবীকে পুনর্ব্বার পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য কামরূপে যোনি-পীঠে দুশ্চর-তপশ্চরণ অভিপ্রায়ে শান্ত-চিত্ত হইয়া, যোগচিন্তা-পরায়ণ হইলেন। এদিকে মুনি-প্রবর শ্রীমান্ নারদদেবও আকাশ-মার্গাবলম্বনে স্বীয়-স্থানোত্তমাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর শ্রীমান্ নারদদেব ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটে গমন করিয়া, দেবদেব-শ্রীশঙ্করদেবের চেষ্টিত, বা বৃত্ত শ্রীবিষ্ণুদেবকে যথাবৎ শ্রবণ করাইলেন। শ্রীমান্ নারদের প্রমুখাৎ শ্রীশঙ্করদেবের ব্যাকুলতা, তথা তৎকর্তৃক-প্রদত্ত অভিশাপাদি-বিষয়িণী-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মার সহিত মিলিত শ্রীবিষ্ণুদেব শ্রীশিব-সন্তোষ-সম্পাদনতৎপর-মানসে কামরূপে গমন করিলেন। শ্রীশঙ্করদেবের সহিত সাক্ষাৎকার, তথা শোক-ব্যাকুল-মানস অশ্রু-ধারা-নিচয়ে সংসিক্ত-গাত্র শ্রীমহেশদেবকে সান্ত্বনা-দান উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেব তথায় উপস্থিত হইবামাত্র ভগবান্ শ্রীশম্ভু-দেব তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া, প্রাণ-প্রতিমা পত্নী-সতীর জন্য বহুধা আক্ষেপ-পূর্ব্বক প্রাকৃত-জনের ন্যায় মুক্ত-কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শোকাকুলহৃদয়ে শ্রীশঙ্করদেবকে রোদন করিতে দেখিয়া, শ্রীব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেব কহিলেন, হে দেব-দেবেশ! শঙ্কর! গগন-গাত্রে বিদ্যমানা-সতীদেবীকে দর্শন করিয়া, তথা বিশেষরূপে তাঁহার প্রকৃত-পরমার্থ-তত্ত্ব অবগত হইয়াও, আপনি বিমুগ্ধ-জনবৎ এইরূপে মিথ্যা-রোদন করিতেছেন কেন? শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! তোমরা সত্য-কথাই বলিতেছ যে, আমি প্রকৃতি-রূপিণী-নিত্যা-সতীদেবীকে বিশেষরূপে অবগত আছি এবং দক্ষ-যজ্ঞ-ভঙ্গের উত্তরকালে নিজ-নয়নে সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারিণী শুদ্ধা-ব্রহ্মময়ী সেই সতী-দেবীকে দর্শনও করিয়াছি; পরন্তু পূর্ব্ববৎ পত্নীভাবে তাঁহাকে নিজ-গৃহে না দেখিয়াই, অধুনা আমার মানস অতীব-ব্যাকুল হইতেছে। অতএব হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! পূর্ব্ববৎ আমি কিরূপে সেই মহেশ্বরী-দেবীকে পুনর্ব্বার পত্নীরূপে লাভ করিব? তোমরা সম্প্রতি আমার নিকটে তদ্বিষয়ে যোগ্যতম উপায় কীর্ত্তন কর।

শ্রীব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেব কহিলেন, হে দেব! আপনি শান্ত-চিত্ত হইয়া, এই কামরূপ-মহাপীঠে অবস্থিতি-পূর্ব্বক মনে মনে সেই দেবীকেই ধ্যান করিয়া, সমাহিত অন্তঃকরণে দুশ্চর-তপস্যার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। হে দেব! এই কামরূপ-ক্ষেত্র-মহাপীঠস্থান। এইস্থানেই সেই দেবী সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী সাধকগণকে প্রত্যক্ষভাবে অভীষ্টফলদান করিয়া থাকেন, সংশয় নাই। এই কামরূপ-মহাপীঠের মাহাত্ম্য বাক্যদ্বারা কেহই বলিতে সমর্থ নহেন। অথবা হে দেব! আপনি যখন সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর, তখন আপনি ত সমস্তই অবগত আছেন, আমরা আর অধিক করিয়া, আপনাকে কি বলিব? হে সদাশিব! আপনি শান্ত হউন।

শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিষ্ণো! আমি গগন-গাত্র-গতা সেই মহাদেবী-মহেশ্বরীর উপদেশ, তথা তোমাদের পরামর্শ অনুসারে এই কামরূপ-মহাপীঠে অবস্থিত হইয়া, অধুনা সুসমাহিত অন্তঃকরণে উগ্রতরতপস্যার অনুষ্ঠান-কল্পে আত্ম-নিয়োগ করিব। কারণ, সেই দেবীও যখন "তত্র স্থিত্বা তপস্তপ্ত্বা, পুনর্ম্মাং প্রতিলপ্স্যসি।" এই কথা বলিয়াছেন এবং তোমরাও যখন উক্তরূপপরামর্শদান করিতেছ, তখন এই মহাপীঠে অবস্থিত হইয়া, তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হওয়াই, আমার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত হইতেছে। এইকথা বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেব শান্ত-ভাবে সমাহিত অন্তঃকরণে কামরূপ-মহাপীঠে সেই পরমেশ্বরী-দেবীকে মানসে ধ্যান করিতে করিতে, তীব্রতর-তপস্যার অনুষ্ঠানে আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

শ্রীশঙ্করদেবকে তপোনিরত হইতে দেখিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের আনু-কূল্যার্থে তৎকালে সেই কামরূপ-মহাপীঠেই অবস্থিত হইয়া, সমাহিত-মানসে ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুদেবও পরম-তীব্র-দুশ্চর-তপস্যার আরম্ভ করি-লেন। অনন্তর বহুতিথকাল অতীত হইলে, জগন্মাতা ত্রৈলোক্য-মোহিনী প্রকৃতিদেবী প্রসন্না হইয়া, সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরদেবের দর্শন-গোচরে আবির্ভূতা হইলেন। কিন্তু, প্রকৃতি-রূপিণী সেই সতী-দেবী শ্রীমন্মহাদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন যে, হে মহেশ্বর!

আপনার অভিলষিত কি ? তাহা প্রকটিত করুন। শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে পরমেশ্বরি! তুমি পূর্ব্বকালে কৃপা করিয়া, স্বয়ং যেমন আমার গৃহিণী-স্বরূপে মদীয়-গেহে অবস্থিতি করিয়াছিলে, এক্ষণে পুনরপি কৃপা-পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ তুমি আমার গৃহিণী-স্বরূপে আমার গৃহে অবস্থিতি কর।

দেবী কহিলেন, হে মহেশ্বর! আমি স্বয়ং অচিরকালমধ্যেই নিজ-স্বরূপকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, হিমালয়-সুতারূপে জন্ম-গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রথমাংশে জ্যেষ্ঠা-গঙ্গা-নামে প্রসিদ্ধিলাভের অনন্তর শরীরিণী ও দ্রবময়ী-রূপে আপনাকে পতিভাবে লাভ করিব। তন্মধ্যে আপনি যেহেতু হর্ষ-প্রযুক্ত আমাকে শিরোমণ্ডলে ধারণ করিয়া, নৃত্যতৎপর হইয়াছিলেন, সেইজন্য আমি অংশতঃ জলময়ী-গঙ্গা-স্বরূপে আপনাকেই পতিভাবে প্রাপ্তা হইয়া, আপনার মস্তকে নিবাস করিব এবং অপরাংশে প্রিয়তমা পত্নী শরীরিণী-গঙ্গারূপে আপনার অনুগামিনী হইব। তথা হে শঙ্কর! অপর-পূর্ণ-প্রকৃত্যংশে হিমালয়-সুতা পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পূর্ণা-পরা-প্রকৃতিরূপে পত্নীভাবে আমি আপনার গেহে অবস্থিতি করিব। হে মহেশ্বর! আপনি আমার এই সত্যবাক্যে কোনরূপ সংশয় করিবেন না। অনন্তর দেবী-ভগবতী উক্তরূপে শ্রীশঙ্করদেবকে অভিলষিত-বর-দান করিয়া, তথা পশ্চাৎ ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুদেবকেও অভিলষিত-বর-প্রদান-পূর্ব্বক স্বয়ং অন্তর্হিতা হইলেন।

কিন্তু, সেই ভগবতী-মহাদেবী উক্তরূপে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরদেবকে বর-দান-পূর্ব্বক অন্তর্দ্ধানের অনন্তর অচিরকালমধ্যেই স্বয়ং দ্বিধাভূতা হইয়া, হিমালয়কে লক্ষ্য করিয়া, গমন-পুরঃসর কিছুকাল পরেই মেনকা-গর্ভে কন্যাদ্বয়রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। কিন্তু, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা-কন্যা গঙ্গা-দেবী নামে এবং কনিষ্ঠা-কন্যা শুভাপার্ব্বতী-নামে পরিচিতা হইলেন। এদিকে হৃষ্টচেতাঃ মহামতি শ্রীশঙ্করদেব কামরূপ-মহাপীঠে কামাখ্যা-দেবীর নিকটবর্ত্তী দেশে অবস্থিত হইয়া, পুনরপি পরম-তপস্যার আরম্ভ করিলেন। এই কামরূপ-মহাপীঠের অতীব-মাহাত্ম্য-প্রযুক্তই স্বয়ং দেবী-ভগবতী শ্রীমহেশদেবের প্রতি প্রসন্না হইয়াছিলেন, তথা অভীষ্ট-বর-প্রদান-দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্যা

যে কোন ব্যক্তি কামরূপ-মহাপীঠে অবস্থিতা হইয়া, বিশুদ্ধ-মানসে একান্ত-ভক্তিভরে মহেশ্বরী-দেবীর আরাধনা করিবেন, অবশ্যই মহাদেবীর কৃপায় তাঁহারও মনোঽভীষ্ট সুসিদ্ধ হইবে।

কোনসময়ে মহামতি-নারদ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে বলিয়াছিলেন যে, হে দেব! আমার মনে হইতেছে যে, পীঠ-সমূহের মধ্যে কামরূপ-মহাপীঠই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, হে পরমেশ্বর! আপনিও ত কামরূপ-মহাপীঠেই অবস্থিতি-পুরঃসর তীব্রতর-তপস্যা-সাহায্যে মহেশ্বরী-দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। অতএব হে দেব! যে পীঠোত্তমে সাক্ষাৎ ভগবতী প্রত্যক্ষতঃ আবির্ভূতা হইয়া, সাধক-গণকে অভীষ্ট-ফল-দান করিয়া থাকেন, আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া, সেই কামরূপ-মহাপীঠের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। শ্রীমান্ নারদদেবের প্রার্থনানুসারে শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে মুনি-পুঙ্গব! এই মহী-মণ্ডলে ছায়া-সতীর বিষ্ণু-চক্রে-নিকৃত্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-পাত-বশতঃ একপঞ্চাশৎসংখ্যকমহাপীঠ উৎপন্ন হইয়াছে। হে মহামতে! উক্ত-সংখ্যক-মহাপীঠ-সমুহের মধ্যে যেখানে সাক্ষাৎ ভগবতীদেবী স্বয়ংই ব্যবস্থিতা রহিয়াছেন, সেই কামরূপ-পীঠই শ্রেষ্ঠতম জানিবে।

সেই কামরূপ-মহাপীঠে গমন করিয়া, যে মানব লৌহিত্য-জলে স্নান করে, সেই নর ব্রহ্মহা হইলেও, বিধি-পূর্ব্বক স্নানের অনন্তরবর্ত্তী কালে, অথবা তৎক্ষণমাত্রেই ভব-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়। কামরূপ-মহাপীঠে দ্রবরূপী সাক্ষাৎ জনার্দ্দনদেব ব্রহ্ম-পুত্র-নদরূপে স্বয়ং বর্ত্তমান রহিয়াছেন; সুতরাং সেই ব্রহ্ম-পুত্র-জলে স্নান করিলে, মানবগণ তৎক্ষণমাত্রেই সর্ব্ব-পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-পুত্র-জলে স্নান করিয়া, যথাবিধি পিতৃগণের সম্যক্ তর্পণান্তে "কামেশ্বরীঞ্চ কামাখ্যাং, কামরূপ নিবাসিনীম্। তপ্ত-কাঞ্চন-সঙ্কাশাং, তাং নমামি সুরেশ্বরীম্।" এই মন্ত্র-পাঠ-পূর্ব্বক সাধক-সত্তম ভক্তি-ভরে কামেশ্বরী-দেবীকে নমস্কার করিবেন। অনন্তর মানস-কুণ্ডাদি-তীর্থে গমন করিয়া, যথাবিধি স্নানাদি-কার্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক বিধানতঃ ক্ষেত্র-মধ্যে প্রবেশ-পুরঃসর পীঠ-দর্শনান্তে ভক্ত-সাধক-জনগণ সদ্যঃ মুক্ত হইয়া থাকেন। তন্ত্রোক্ত-বিধি অনুসারে

পরমেশ্বরী-কামাখ্যাদেবীর সম্যক্ পূজাবসানে জপ-হোমাদি-কার্য্য-সম্পাদন করিয়া, সাধক-সত্তমগণ যাদৃশ-ফল প্রাপ্ত হন, হে নারদ! আমি কোটি কোটি-বক্ত্র-সাহায্যেও তাদৃশ-ফলের স্বরূপ-কথনে সমর্থ নহি।

হে মহামুনে! যে সৌভাগ্যবান্ জীবের উক্ত-ক্ষেত্রোত্তম-মহাপীঠে মৃত্যু হয়, সেই সৌভাগ্য-সম্পন্ন-মানবদানবাদিজীবসমূহ সত্তঃ সত্যসত্যই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে, এবিষয়ে তিলমাত্রও সংশয় নাই। অথবা এবিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব, হে মহামুনে! যে ক্ষেত্রোত্তমে দেবগণও মরণ ইচ্ছা করিয়া থাকেন, সেই কামরূপ মহাপীঠে যে মানবাদি-জীবগণ মরণ ইচ্ছা করিবে, তদ্বিষয়ে পুনশ্চ কীদৃশ-সংশয় অবতীর্ণ হইতে পারে? হে মুনিসত্তম! এই আমি তোমার প্রার্থনানুসারে সঙ্ক্ষেপে কামরূপ-মহাপীঠের সর্ব্ব-পাপ-প্রণাশন-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম। পাঠক-মহোদয়গণ! এই দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-প্রসঙ্গে এক্ষণে উত্তর-গ্রন্থে আমাকে একপঞ্চাশৎ পীঠের সঙ্ক্ষিপ্ত-বিবরণ করিতেই হইবে এবং এখানেও প্রসঙ্গক্রমে কামরূপ-মহাপীঠের কথা সমাগতা হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে কামরূপের প্রসঙ্গাগত-সঙ্ক্ষিপ্ত-মাহাত্ম্য-বর্ণন আপনারা অনুচিত মনে করিবেন না।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

পাঠক-মহোদয়গণ! আপনারা অবগত আছেন যে, পূর্ব্বোপবর্ণিত-ক্ষেত্রোত্তম সেই কামরূপ-মহাপীঠে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব পুনরপি তপশ্চরণার্থ সংস্থিত হইলেন এবং শ্রীমতীসতীদেবীও দ্বিধাভূতা হইয়া, পুণ্যবান্ হিমবানের গৃহে জন্মগ্রহণার্থ গমন করিলেন। স্বয়ং উত্তমা-প্রকৃতিদেবী পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে দক্ষ-গৃহে সতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, নির্দ্দিষ্ট-কালাবসানে লোক-সকলের পরিত্রাণার্থ মহী-মণ্ডলে পরম-কীর্ত্তি-সংস্থাপনান্তে পুনরপি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে পতিরূপে লাভ কবিবার জন্য দ্বিধাভূতা হইয়া, মেনকা-গর্ভে গমন-পূর্ব্বক যেরূপে শ্রীমন্মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, অথবা প্রথমতঃ স্বয়ং-সতী নিজাংশ-সাহায্যে মেনকার গর্ভে হিমালয়ের সিত-প্রভা-সুতা-গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং পিতামহদেব-কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের জটা-জূট-মুকুট-মণ্ডন-মণ্ডিত-মৌলি-মণ্ডলে দ্রবময়ীরূপে অবস্থানার্থ ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে আত্মাংশ-স্থাপন-দ্বারা ব্রহ্মার সন্তোষ-সাধন-পুরঃসর যেরূপে সশরীরে শ্রীশঙ্করদেবের অনুগামিনী হইয়াছিলেন, তথা তৎপশ্চাৎ পূর্ণা শঙ্কর-গেহিনী সেই সতীদেবী মেনকা-গর্ভে গৌরী, বা পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং পিতা হিমালয়-কর্ত্তৃক-প্রদত্তা হইয়া, প্রগাঢ়-প্রেমভাব-সাহায্যে যেরূপে শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের শরীরার্দ্ধ হরণ করিয়াছিলেন, পাঠক-মহোদয়গণ! অধুনা সেই সমস্ত-প্রকার-ভেদের উপযুক্ততানুরূপ-বিবরণার্থ যথোচিত অবসর উপস্থিত হইয়াছে।

অতএব আমি এক্ষণে অগ্রিম-ত্রয়োবিংশ-শ্লোকে বিবরণীয়-পার্ব্বতী-প্রসঙ্গ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এস্থলে কেবলমাত্র দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-প্রসঙ্গানু-প্রসঙ্গতঃ সমাগত, বা প্রাপ্ত অন্যান্য অবশিষ্ট অবশ্য-বিবরণীয়, আলোচ-নীয়, প্রকাশনীয়, উদ্‌ঘাটনীয়, জ্ঞাপনীয়, বোধনীয়, বিবেচনীয়, বিচারণীয়, পরস্পর-কথনীয়, একান্ত-জ্ঞাতব্য-বিষয়-সকলের যথা-বুদ্ধি-বিভব

বিবরণ-প্রণয়নে প্রযত্ন-পরায়ণ হইব। যদ্বিষয়ক-বিবরণ-শ্রবণে ব্রহ্মহা মহাপাপী জনও ক্ষণকালমধ্যে মহাপাতকরাশি হইতে বিমুক্ত হইতে পারে, পাঠক-মহোদয়গণ! আমি আপনাদের সমক্ষে অল্প-গ্রন্থে সেই গঙ্গা-বিষয়িণী পুণ্যময়ী-বার্ত্তা কীর্ত্তন করিতেছি, পূর্ণা-পরা-প্রকৃতি-রূপিণী সতীদেবী যেরূপে হিমালয়ের গৃহে গঙ্গারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, শরীরিণী শ্রীশঙ্কর-গেহিনী ও দ্রবময়ী শ্রীহর-শিরো-বিহারিণী হইয়াছিলেন, আপনারা সেই পুণ্য-জননী-কথা শ্রবণ করুন।

অপিচ, এস্থলে ইহাও বক্তব্যরূপে অবতীর্ণ হইতেছে যে, যদিচ আমি পূর্ব্বতন-গ্রন্থে "বিয়দ্‌ব্যাপী", ইত্যাদি-সপ্তদশ-শ্লোকের ব্যাখ্যানরূপ-গঙ্গাবতরণ-প্রবন্ধে গঙ্গা-সম্বন্ধে তৎকালোপলব্ধা অনেক-কথা বলিয়াছি, তথাপি প্রত্যেকশ্লোকেরই দর্শন-প্রসঙ্গ, বা পুরাণ-প্রসঙ্গাবলম্বনে যেখানে যেমন আবশ্যক, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবরণ-প্রণয়ন করাই যখন আমার মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন আমি যদি প্রতিশ্লোকের পৃথক্ পৃথগ্ ব্যাখ্যানাবসরে প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গক্রমে একাধিকবার সমাগত-বিষয়ের নবীনরূপে একাধিক-বার আলোচনা, অনুশীলন, বা বিবরণে প্রবৃত্ত হই, তবে তজ্জন্য পুনরুক্তিদোষ আশঙ্কিত হইতে পারে না। অতএব আমি গঙ্গাবতরণ-প্রবন্ধে যে সকলকথা বলিয়াছি, তদপেক্ষা সম্পূর্ণরূপে নূতনভাবে এস্থানে গঙ্গা-চরিত-সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়া, পাঠক-মহোদয়গণের মনোযোগাকর্ষণ করিতেছি।

সুমেরু-তনয়া-মেনাদেবী গিরিরাজ-হিমালয়ের ধর্ম্ম-পত্নী, বা কৃতাভি-ষেকা-প্রধানা-মহিষী। মহামহেশ্বরী শ্রীমতীসতীদেবী কামরূপ-মহাপীঠে প্রত্যক্ষভাবে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে তাঁহার অভিলষিত-বর-প্রদানের অনন্তর নিজ-প্রতিশ্রুতি-পালনার্থ নিজাংশ-সাহায্যে জন্মগ্রহণাভিপ্রায়ে হিমালয়-মহিষী এই মেনাদেবীকে প্রাপ্তা হইয়া, তাঁহার উদরে প্রবিষ্টা হইলেন। অনন্তর গিরিবরাঙ্গনা-মেনাদেবী গর্ভবতী হইয়া, যথাকালে রুচিরাননা-চারুসর্ব্বাঙ্গী এককন্যাপ্রসব করিলেন। বৈশাখ-মাসীয়া অক্ষয়া-শুক্লা-তৃতীয়া-তিথি-যোগে দিনার্দ্ধ-ভাগে সুচারুমুখ-পঙ্কজা, শুক্লবর্ণা, চতুর্ব্বাহু-বিশোভিতা, ললিতাপাঙ্গী, ত্রিনেত্রা শ্রীমতীগঙ্গাদেবী জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। অদ্রিরাজ-হিমালয় কন্যার জন্ম-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সমুৎসুক, বা উদ্‌যুক্ত-হৃদয়ে সন্তোষের সহিত ও বিবিধ-মঙ্গলানুষ্ঠানের সহিত বিপ্র-বর্গকে বহুতর-ধনরত্ন দান করিলেন। বর্ষাকালে তোয়-বেগে প্রতিদিন নদী যেমন বর্দ্ধিতা হয়, কিম্বা শুক্ল-পক্ষে নিত্য-নিত্য-চন্দ্রের কলা যেমন বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হয়, সেইরূপ দিনে দিনে হিমালয়-কন্যা সেই গঙ্গাদেবী বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হইতে লাগিলেন।

অনন্তর একদিন গিরিরাজ-হিমালয় সেই কন্যাকে ক্রোড়ে লইয়া, পুরান্তরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্ম-নন্দন নারদ তথায় সমাগত হইলেন। শ্রীশঙ্করদেব যে প্রকৃতিদেবীর আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া, অদ্যাপি কামরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই প্রকৃতিরূপিণী-সতীদেবী নিজাংশতঃ গিরিরাজকুলে গঙ্গারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন জানিয়া, ভগবতী-গঙ্গাদেবীকে দর্শন করিবার জন্যই মহর্ষি-নারদ তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। গিরিরাজ-হিমালয় দেবর্ষি-নারদকে সমাগত হইতে দেখিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, তথা স্বহস্তে তাঁহার চরণদ্বয় প্রক্ষালিত করিয়া, উপবেশনার্থ উৎকৃষ্ট আসন-দানান্তে বিনয়ান্বিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে মুনে! বহুতর-সৌভাগ্যের সমুদয়-বশেই আপনার ন্যায় পুণ্য-জনের দর্শনলাভ ঘটিয়া থাকে। হে মহামুনে! যদি বহুভাগ্যবশে আপনি আমার দৃষ্টি-গোচরতাপন্নই হইয়াছেন, তবে কৃপা করিয়া বলুন, কি জন্য আপনার শুভাগমন হইয়াছে?

নারদ কহিলেন, হে গিরিরাজ! আমি লোক-মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, তোমার গৃহে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। হে দেবতাত্মন্! এইকথা শুনিয়া, আমি তোমার সেই কন্যাকে দর্শন করিবার জন্যই অদ্য এখানে সমাগত হইয়াছি। হিমালয় কহিলেন, অহো! আমার এই কন্যার, তথা আমার নিজের বহুতর-সৌভাগ্য সমুপস্থিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কারণ, আপনি স্বয়ং দেব-দুর্ল্লভ হইয়াও, আমার এই কন্যাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, আমার আলয়ে আগমন করিয়াছেন। নারদ কহিলেন, হে হিমালয়! তুমি

যে ধন্য, কৃত-কৃত্য এবং সর্ব্ব-সৌভাগ্য-সযুত, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? কারণ, হে হিমালয়! তোমার এই তনয়া দেবতাদিগেরও পরম-দুর্ল্লভা। এইকথা বলিয়া, মুনি-প্রবর-নারদ পরম-কৌতুকভরে নিরতিশয় আদরানুরাগের সহিত সেই গিরিরাজ-সুতা গঙ্গাদেবীকে হিমালয়ের ক্রোড় হইতে লইয়া, নিজাঙ্কে ধারণ করিলেন। হিমালয়-কর্ত্তৃক পরমাদৃত সেই মহামুনি-নারদ ত্রৈলোক্য-পাবনী-সুরেশ্বরী গঙ্গা-দেবীকে নিজ-ক্রোড়ে স্থাপিতা করিয়া, রোমাঞ্চিত-কলেবরে এইকথা-মাত্র বলিলেন যে, অদ্য আমি ধন্য হইলাম।

অনন্তর স্বয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ-নারদ প্রহৃষ্টান্তঃকরণে গিরিরাজকে বলিলেন, গিরিরাজ! তুমি তোমার এই পুত্রীকে কি যথার্থরূপে অবগত হইয়াছ? অথবা সবিশেষ অবগত হইতে সমর্থ হও নাই? হিমালয় কহিলেন, হে মহামুনে! এই শুভলক্ষণা-চার্ব্বঙ্গী আমার কন্যা, সামান্যতঃ এই পর্য্যন্ত আমি জানি। পরন্তু হে মুনি-পুঙ্গব! এই কন্যা-বিষয়ে আমি অপর কোনরূপ বিশেষ অবগত নহি। নারদ কহিলেন, সূক্ষ্মা-পরা যে মূল-প্রকৃতি পূর্ব্বকালে দক্ষ-কন্যা-সতীরূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সতীদেবী পিতার যজ্ঞে ছায়া-রূপে দেহ-ত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য নিজাংশ-সাহায্যে এই তোমার কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। হে মহামতে! তুমি নিজ-তনয়ার সর্ব্ব-পাতক-নাশন "গঙ্গা", এই নামরক্ষা কর। হে হিমালয়! মহাপাতকনাশিনী তোমার এই কন্যা লোক-সকলের ত্রাণ-কর্ত্রী-স্বরূপা জানিবে।

কিন্তু, তোমার এই কন্যার বিবাহ এখানে হইবে না। পক্ষান্তরে হে মহাগিরে! তোমার এই কন্যার বিবাহমহোৎসব স্বর্গপুরেই সম্পাদিত হইবে। তথা হে গিরিরাজ! শ্রীশঙ্করদেবই তোমার এই কন্যার ভর্ত্তৃস্বরূপে পূর্ব্ব হইতেই বিনিশ্চিত হইয়াছেন। তোমার এই কন্যাকে স্বর্গ-পুরে নয়নার্থ স্বয়ং লোকপিতামহ ব্রহ্মা ত্বদীয় আলয়ে আগমন-পূর্ব্বক যত্নের সহিত তোমার নিকটে এই কন্যারত্নটীকে প্রার্থনা করিবেন। হে গিরিরাজ! স্বীয়-পুরবরে লইয়া যাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মা যখন

তোমার নিকটে এই কন্যার জন্য প্রার্থনা করিবেন, তৎকালে তুমি অবশ্যই লোকপিতামহ ব্রহ্মার হস্তে এই চারুরূপিণী-কন্যাকে সমর্পণ করিবে। অনন্তর লোক-বিধাতা ব্রহ্মা তোমার এই শুভাননা-কন্যাকে স্বর্গপুরে লইয়া গিয়া, আদরের সহিত শ্রীশঙ্করদেবকে আহ্বান করিয়া, মহামহোৎসব-সহকারে তাঁহার শ্রীকরকমলে স্বয়ং সম্প্রদান করিবেন। হিমালয় কহিলেন, আপনি ভূত, ভব্য এবং ভবিষ্য-বিষয়-সকলের বিজ্ঞাতা। বিজ্ঞান-চক্ষুঃ-সাহায্যে আপনি ব্যবহিত-বিপ্রকৃষ্ট-বিষয়-সকলকেও প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকন করিতেছেন। বিধাতা কর্ত্তৃক যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই হইবে এবং তাহার অন্যথাপরিণামও কদাচ সম্ভবপর নহে। অতএব আমি আর এবিষয়ে অধিক কি করিব? শ্রীপরমেশ্বরদেবের ইচ্ছা ত কখনই বৃথা হইতে পারে না। মহাগিরি-হিমালয়-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, মহামুনি-নারদ দ্রুততরবেগে ব্রহ্ম-ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

অনন্তর অচিরকালমধ্যেই মহামতি, প্রহৃষ্টাত্মা, মহামুনি সেই নারদদেব সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যেখানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গমন-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিলেন, প্রভো! হিমালয়-গৃহে পুনরপি শ্রীমতীসতীদেবী সমুৎপন্না হইয়াছেন। কিন্তু, সম্প্রতি সেই সতীদেবী নিজাংশ-সাহায্যে হিমালয়-গৃহে তদীয়-পরম-সুন্দরী-গঙ্গানাম্নী-কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন এবং পূর্ণা-সতীদেবীও সেই হিমালয়-গৃহেই অবিলম্বে উমা-নাম্নী কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিবেন। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! নারদ! অধুনা হিমালয়-গৃহে সেই সতীদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, একথা সত্যবতী এবং আমিও তাহা সবিশেষ অবগত আছি। শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পূর্ব্ব-পত্নী মহাদেবী-সতী নিজাংশে ত্রৈলোক্যপাবনী-গঙ্গারূপে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছেন; সুতরাং অধুনা তিনি শ্রীমহেশদেবকেই পতিরূপে প্রাপ্তা হইবেন, সন্দেহ নাই। তথা শ্রীশঙ্করদেবও নিজ-পূর্ব্ব-পত্নী অংশতঃ সমুৎপন্না সেই সতীদেবীকে গঙ্গারূপে প্রাপ্ত হইয়া, নিশ্চিতই পরমা-নির্বৃতি লাভ করিবেন।

পরন্তু পরম-পরিতাপের বিষয় এই যে, শ্রীশঙ্করদেব যে সময়ে ছায়া-সতীর দেহ মস্তক-প্রদেশে ধারণ করিয়া, আনন্দ-নিমগ্ন-চিত্তে ধরণী-তলে নর্ত্তন করিতেছিলেন, তৎকালে স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুদেব জগৎ-সংরক্ষণনিমিত্তবশে আমার সম্মতি অনুসারেই অতিসতর্কতার সহিত সেই নৃত্য-পরায়ণ শ্রীশঙ্করদেবের শিরঃসংস্থ-ছায়া-সতীর দেহ কর্ত্তিত করিয়াছিলেন। সেই অপরাধ-বশতঃ হে নারদ! শ্রীশঙ্করদেব অদ্যাপি আমাদিগের প্রতি রুষ্ট রহিয়াছেন। হে নারদ! তদাপ্রভৃতি আমাদিগের প্রতি শ্রীশঙ্করদেবের এই যে রোষভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, এই রোষভাবের অপনয়ন-বিষয়ে অধুনা আমরা কি করিব? শ্রীশঙ্করদেব আমাদিগের প্রতি কিরূপে পরিতুষ্ট হইবেন?

নারদ কহিলেন, হে প্রভো! ব্রহ্মন্! শ্রীশঙ্করদেবের সন্তোষ-সম্পাদন-কল্পে অধুনা যাহা বিধেয় হইতে পারে, যাদৃশ উপায় অবলম্বন করিলে, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব অত্র বিষয়ে আমাদিগের প্রতি নিশ্চিতই সুপ্রসন্ন হইতে পারেন, আমি তাদৃশ উপায় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। গিরিবর-সকলের অধিপতি পরম-ধর্ম্মবিৎ শ্রীমান্ হিমালয় নিতান্ত দানশীল, বা অত্যন্ত দাতা পুরুষ। হে পিতঃ! আপনি ইন্দ্রাদি-দৈবতগণ সহ স্বয়ং তাঁহার সন্নিধানে গমন করুন। কিঞ্চ, ইন্দ্র ও উপেন্দ্র-প্রভৃতি-দেবগণের সহিত শ্রীমান্ হিমালয়ের সমীপে গমন-পূর্ব্বক হে পিতঃ! আপনি যদি সেই গঙ্গাদেবীকে ভিক্ষা-স্বরূপে প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে, নিশ্চিতই দাতৃ-প্রবর-হিমালয় গঙ্গাদেবীকে ভিক্ষা-স্বরূপে আপনার হস্তে দান করিবেন।

অনন্তর আপনি গঙ্গাদেবীকে সুর-পুরে আনয়ন করিয়া, তথা স্বর্গ-পুরবরে পরম উৎসাহের সহিত মহামহোৎসবের আয়োজন-পূর্ব্বক যথা-রীতি বিবাহ-বিধানানুসারে শ্রীশঙ্করদেবকে আহ্বান করিয়া, পরম-প্রযত্ন-সহকারে তাঁহার শ্রীকর-কমলে গঙ্গা-দেবীকে সম্প্রদান করুন। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বকালে ছায়া-সতী শ্রীশঙ্করদেবের মস্তক-প্রদেশে যেমন অবস্থিতা ছিলেন, সেইরূপ এই গঙ্গাদেবীও দ্রবময়ী হইয়া, নিশ্চিতই শ্রীশঙ্করদেবের শিরোদেশে সংস্থিতি করিবেন। হে পিতঃ! আপনি যদি আমার পরামর্শানুসারে এইরূপ কার্য্য করেন, তবে আমি নিশ্চিতই বলিতে পারি যে, ভগবান্ শ্রীমহেশ্বরদেব অবশ্যই আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে পুত্র! তুমি চিরজীবী হও। হে বৎস! তুমি সর্ব্ব-জন-হিত-মঙ্গল-জনক-যথার্থ-বাক্যই কীর্ত্তন করিয়াছ। তুমি শ্রীশঙ্কর-দেবের সন্তোষ-সাধন-কল্পে আমার নিকটে যে পরামর্শ-বাক্য কথন করিয়াছ, হে বৎস! নারদ! ত্বৎ-কর্ত্তৃক-নিগদিত-তাদৃশ-পরামর্শ-বাক্য-শ্রবণে আমি পরম-সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে মহামতে! তোমার পরামর্শ অনুসারে যদি কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে, সেই ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব অবশ্যই আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন, সন্দেহ নাই। হে পুত্র!

তুমি দ্রুততর-বেগে যেখানে ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিদেবগণ অবস্থিতি করিতেছেন, তথায় গমন কর। কিঞ্চ, ইন্দ্র-পুরোগম-দেব-সন্নিধানে গমন-পূর্ব্বক তুমি যথাবৃত্ত কথন কর এবং যথাবৎ বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া, ত্বরিত-গতি তাঁহাদিগকে আমার নিকটে আগমন করিতে বল।

ভগবান্ নারদ পিতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া, প্রীত অন্তঃকরণে দ্রুত-গতি যেখানে ইন্দ্র আদি মহাত্মা দেবগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি-দেবগণ-কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত সমাদৃত হইয়া, মহামতি-নারদ সুররাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবরাজ! আমি মহাত্মা পিতা ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সমাদিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মলোক হইতে তোমাদিগের সমীপে সমাগত হইয়াছি। আমার বিজ্ঞাপ্য এইরূপ হইতেছে যে, মর্ত্ত্য-লোকে গিরিরাজ-হিমালয়ের গৃহে তাঁহার পুত্রীরূপে ভাগার্দ্ধ-সাহায্যে মহাদেবী স্বয়ং সতী ত্রৈলোক্য-পাবনী গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ-পুরে আনয়ন করিবার জন্য সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা ভূতলে গমন করিবেন। অতএব হে সুরোত্তমগণ! আপনারাও পিতা ব্রহ্মার সহিত মর্ত্ত্যলোকে গমনার্থ ক্ষিপ্রগতি আমার সঙ্গে ব্রহ্মলোকে আগমন করুন।

দেবগণ কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি কি বলিতেছেন? স্বয়ং সতী মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? হে মুনে! এই বৃত্ত, বা শুভ-সমাচার শ্রীমন্মহেশদেবের অগ্রে নিবেদিত হইয়াছে কি? নারদ-দেব কহিলেন, হে দেবগণ! আপনারা অগ্রে সেই ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গাদেবীকে দেবপুরে আনয়ন করুন। এখনই আর শ্রীশঙ্করদেবকে এবিষয়ে কি বলিব? হে সুরগণ! আপনারা আর বিলম্ব করি-বেন না, আসুন, আমরা দ্রুত-গতি ব্রহ্মার নিকটে গমন করি। শ্রীমান্ নারদদেবের এতাদৃশ-বাক্য-শ্রবণ-পূর্ব্বক "তথাস্তু", এইকথা বলিয়া, হর্ষোৎফুল্ল-মুখাম্বুজ সেই ইন্দ্রোপেন্দ্রাদি-সুরগণ তৎকাল-মাত্রেই মুনিশ্রেষ্ঠ-নারদদেবের সহিত ব্রহ্ম-পুরে গমন অভিপ্রায়ে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণ ক্ষণকালমধ্যে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, চতুরাননদেব হাস্য-বিকসিত আননে কমলাসনে উপবিষ্ট

রহিয়াছেন। ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্রই দেবগণ তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, মহাত্মা জগৎপতি-ব্রহ্মাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে প্রভো! আমাদিগের প্রতি কি আজ্ঞা করিতেছেন? ব্রহ্মা কহিলেন, মহেশ্বরী সতীদেবী মর্ত্ত্য-লোকে গিরিরাজ-হিমালয়ের গৃহে নিজ-ভাগার্দ্ধ-সাহায্যে তাঁহার কন্যা গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তথা পূর্ণা পরা প্রকৃতিরূপিণী সতীদেবী কিছুকাল পরে উত্তমা শঙ্কর-গেহিনী উমারূপে সেই হিমালয়ের গৃহেই জন্মগ্রহণ করিবেন। সম্প্রতি আমি সেই চারুসর্ব্বাঙ্গী উত্তমা গঙ্গাদেবীকে স্বর্গ-পুরে আনয়ন করিবার জন্য হিমালয়-গৃহে গমন করিব। অতএব হে অমরগণ! তোমাদিগের মধ্য হইতেও কেহ কেহ আমার সহিত আগমন কর। কিন্তু, তোমাদের মধ্যে ইন্দ্র, উপেন্দ্র, কুবের, বরুণ, সোম, সূর্য্য, অগ্নি ও পবনদেব, তথা বুদ্ধিমান্ নারদ আমার সহিত আগমন করিলেই, কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এইকথা বলিয়া, পিতামহ ব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুদেবের সহিত অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন এবং "তথাস্তু" বলিয়া, মহর্ষি-নারদের সহিত ইন্দ্রাদি-দেবগণও দ্রুত-পদে তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

প্রকৃত-প্রস্তাবে গঙ্গা-যাচনা-তৎপর-মানসে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণ যে দিবসে স্বর্গ-লোক হইতে হিমাদ্রি-সন্নিধানে গমনার্থ যাত্রা করিলেন, সেই দিবসের পূর্ব্বরাত্রে মহাদেবী-গঙ্গা দেব-বিচেষ্টিত অবগতা হইয়া, স্বপ্ন-যোগে দর্শন-দান-পূর্ব্বক স্বয়ং গিরিবরকে বলিতে লাগিলেন। কিন্তু, গিরিরাট্ হিমালয়ও রজনীর শেষ-ভাগেই এইরূপ স্বপ্ন দর্শন করিলেন যে, শুক্ল-বর্ণ-শোভনা নয়ন-ত্রিতয়োজ্জ্বলা মকর-বাহনা কাচিৎ দেবী তাঁহার প্রমুখে অবস্থিতা হইয়া বলিতেছেন যে, হে পিতঃ! আমি আপনার তনয়া গঙ্গা। যিনি আদ্যা পূর্ণা একা পরমা প্রকৃতি দেবী, তিনিই দক্ষ-প্রজাপতির পুত্রী সতীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু, সতীদেবী যে পিতৃ-যজ্ঞে গমন করিয়া, শ্রীশিব-নিন্দা-শ্রবণ-প্রযুক্ত দেহ-পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পতি শ্রীশঙ্করদেবকেও পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজ-লীলা-বশে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা আপনি অবশ্যই

অবগত আছেন। হে হিমালয়! হে পিতঃ! আপনি আমাকে সেই সতী-স্বরূপে অবগত হউন।

আমি শ্রীশঙ্করদেবকে পুনরপি পতিরূপে প্রাপ্তা হইবার জন্যই আপনার পুত্রী-গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। যদবধি সতীরূপে আমি শ্রীশঙ্করদেবকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তদবধি শ্রীশঙ্করদেব আমার বিয়োগ-প্রযুক্ত নিতান্ত আর্ত্তভাবাপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব মদ্বিয়োগ-জনিত-শোক-কাতর-হৃদয়ে পুনরপি আমাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য অদ্যাপি কামরূপ-মহাপীঠে সুতীব্র-তপশ্চরণে ব্রতী রহিয়াছেন। হে পিতঃ! আমি সতী-শরীরে মহাকোষী-প্রপাতে অবস্থানকালে আপনাকর্ত্তৃক, তথা আপনার পত্নী-মেনকাদেবী-কর্ত্তৃক ভক্তি-ভরে পুত্রীভাবে বহুকাল-যাবৎ আরাধিতা হইয়াছিলাম। হে পিতঃ! সেইজন্যই আমি সম্প্রতি নিজ-ভাগার্দ্ধ-সাহায্যে আপনার গৃহে গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তথা উত্তরকালে আমিই আবার অপরার্দ্ধ-ভাগ-সাহায্যে আপনারই আত্মজা উমা, বা পার্ব্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করিব। হে পিতঃ! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু প্রভৃতি-ত্রিদশেশ্বরগণ আমাকে ত্রিদশালয়ে লইয়া যাইবার জন্য আগামী কল্য আপনার নিকটে আগমন করিবেন। হে পিতঃ! দেবতারা সকলে এখানে সমাগত হইলে, আমিও আপনার নিকটে সম্যক্ প্রার্থনা-পূর্ব্বক অনুমতি-গ্রহণ করিয়া, সুরগণের সহিত স্বর্গ-পুরে গমন করিব, ইচ্ছা করিয়াছি।

কারণ, স্বর্গপুরে গমনের অনন্তর ক্ষিপ্রতার সহিত আমি মহাত্মা দেবগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্তা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবকে পুনরায় পতিরূপে লাভ করিবার জন্য উপযুক্ত অবসর প্রাপ্তা হইব। হে পিতঃ! আমি সুর-গণ-সহ সুর-পুরে গমন করিলে, পশ্চাৎ যদি মোহ-প্রযুক্ত আপনি আমার জন্য কখনও শোককাতর হন, সেইজন্য পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত-বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক আমি পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে বলিতেছি যে, হে পিতঃ! আপনি আমার জন্য শোক করিবেন না। হে পিতঃ! আপনি বিবেকী, জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও ধর্ম্ম-পরায়ণ-ব্যক্তি-বর্গের অগ্রগণ্য। অতএব আমার জন্য স্নেহ-মমতাবশে কদাচিদপি আপনার শোক-প্রকাশ করা সমুচিত হইবে না।

সেই গঙ্গাদেবী স্বপ্ন-যোগে শৈলাধিপ-হিমালয়কে এইসমস্তকথা বলিয়া, সদ্যঃ অন্তর্হিতা হইলেন। এদিকে শৈলরাজ-হিমালয়ও স্বপ্নান্তে উত্থিত হইয়া, গাঢ়-চিন্তায় আবিষ্ট, বা নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর মহাবুদ্ধি-মহাগিরি মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করিয়া, এই চারুসর্ব্বাঙ্গী সুলোচনা প্রফুল্ল-পঙ্কজাননা কুসুম-কোমলা গঙ্গাদেবী আমার তনয়া, এইরূপ যে তাঁহার একটা মোহ ছিল, সেই মোহ পরিত্যাগ করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একোনপঞ্চাশ অধ্যায়

এদিকে স্বর্গপুর হইতে যাত্রা করিয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি মহাতেজাঃ সেই সুরবৃন্দ শ্রীমতীগঙ্গাদেবীকে সুর-পুরে নয়নাভিপ্রায়ে যথা-সময়ে হিমালয়-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর গিরিশ্রেষ্ঠ-মহামতি-হিমালয় ব্রহ্মাদি-দেব-বৃন্দকে দূর হইতে সমাগত হইতে দেখিয়া, প্রত্যুদ্‌-গমন-পূর্ব্বক তাঁহাদের সমীপবর্ত্তী হইয়া, পিতামহ-প্রমুখ অমরাধীশ-সকলকে কর-জোড়ে প্রণাম করিয়া, বলিলেন যে, হে দেবগণ! আপনাদের শুভাগমনে অদ্য আমার বহু-জন্ম-জন্মার্জ্জিত-পূর্ব্বতন-পুণ্য-পুঞ্জরাশি মহামহীরুহে পরিণত হইয়া, পরম-পবিত্র-প্রসূন-প্রকরে পুষ্পিত, তথা ফলবান্ হইল, কুল পবিত্র হইল, জননী কৃতার্থা হইলেন, বসুন্ধরা পুণ্যবতী হইলেন এবং আমিও ধন্য, ধন্যতর, ধন্যতম হইলাম। হে সুর-গণ! আসুন, আপনারা সকলে এই পরমাসন-সমূহে উপবেশন করুন এবং কিজন্য আপনাদের এখানে শুভাগমন হইয়াছে, তাহা যথার্থতঃ কীর্ত্তন করুন।

দেবগণ কহিলেন, হে ভূধরাধিপ! তুমি সর্ব্বলোকেই অধুনা পরম-দাতা বলিয়া, পরিগীত হইতেছ। অতএব হে গিরে! আমরা তোমার দাতৃত্ব-শক্তির নিরতিশয়-প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া, অদ্য তোমার নিকটে কিঞ্চিৎ ভিক্ষার্থ আগত হইয়াছি। পিতামহ-প্রমুখ-দেব-শ্রেষ্ঠ-গণের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া, গিরিরাজ-হিমালয় নারদোক্ত-বাক্য-সকল, তথা স্বপ্নকথা-স্মরণ-পূর্ব্বক তৎকালে প্রথমতঃ কোন কথাই কহিলেন না। পশ্চাৎ মনঃ-সাহায্যে কিছুকালমাত্র চিন্তা করিয়া, পুনশ্চ গিরি-রাজ-হিমালয় দেবগণকে বলিলেন যে, আপনারা সকলে ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর। হে সুরগণ! ত্রৈলোক্যের ঈশ্বর হইয়াও, আপনারা ভিক্ষার্থী হইয়াছেন কেন? অথবা আপনারা তত্তল্লোকাধিপতি হইয়াও, যখন আমার নিকটে ভিক্ষার্থী হইয়াছেন, তখন আমিই বা আপনাদিগকে

কি প্রদান করিতে পারি ? তাহা সম্প্রতি আপনারা আমাকে বলিয়া, কৃতার্থ করুন"।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! হিমালয়! আমরা স্বর্গনিবাসী দেবতা হইয়াও, যে উদ্দেশ্যে তোমার ভবনে সমুপাগত হইয়াছি, সম্প্রতি তাহা স্পষ্ট-বচনে বলিতেছি, শ্রবণ কর। পরমা-পূর্ণা-প্রকৃতিদেবী দক্ষ-পুত্রী-সতী-রূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং ত্রিভুবনেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে পতি-রূপে বরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে হে গিরি-পুঙ্গব! আমার পুত্র কুমতি-প্রজাপতি-দক্ষ শ্রীশিব-নিন্দানিরত হইয়া, পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি নিয়ত-কাল বিদ্বেষভাব-পোষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য ইন্দ্র-পুরোগম-সমস্ত-দেবগণকে, এই বিষ্ণুদেবকে এবং আমাকে আহ্বান করিয়া, তথা মহামোহ-প্রযুক্ত কেবলমাত্র শ্রীসতী-শিবদেবকে নিমন্ত্রণাহ্বানে বর্জ্জিত করিয়া, এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছিলেন।

হে গিরে! এই কারণ-বশতঃ মহাসাধ্বী মহাসতী দেবী দক্ষপুত্রী পরম-ক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক স্বয়ং দক্ষ-ভবনে গমনে সমুদ্যতা হইয়া, শ্রীমন্মহেশদেব-কর্ত্তৃক বহুধা নিষিদ্ধা হইয়াছিলেন। আমি শ্রীমতীসতী-দেবীর পাণি-গ্রহীতা পতি, এইরূপ পতিত্বাভিমান-প্রযুক্ত শ্রীশঙ্করদেব বিনা নিমন্ত্রণে দক্ষ-ভবন-গমনে সমুদ্যতা নিজ-পত্নী শ্রীমতীসতীদেবীকে "ন তত্র গমনং যুক্তং, কদাচিদপি তে সতি!" এইকথা বলিয়া, বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন। হে গিরে! এই কারণ-বশতঃ শ্রীমতী-সতীদেবীর নিকটে শ্রীশঙ্করদেব অপরাধী বিবেচিত হন। অতএব শ্রীমতীসতীদেবী ক্রোধাভিভূত-হৃদয়ে উক্তরূপে জাতাপরাধ শ্রীশঙ্কর-দেবকে পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষ-গেহে গমন করেন।

এদিকে শ্রীমতীসতীদেবীর মায়াবশে পরিমুগ্ধ প্রজাপতি-দক্ষ সতী-দেবীকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার সমক্ষে একাধিকবার শ্রীশঙ্কর-দেবেরই নিন্দা করিতে লাগিলেন। এই কারণ-বশতঃ নিত্যা পরিপূর্ণা ব্রহ্মময়ী শ্রীমতীসতীদেবী শ্রীবিশ্বনাথদেবের বিদ্বেষ্টা মহাপাপী মহা অপরাধী প্রজাপতি-দক্ষকে, তথা অপরাধী শ্রীশঙ্করদেবকে মৃতরূপা

ছায়া-মায়া-সাহায্যে বিমোহিত করিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বয়ং অন্তর্হিতা হইলেন। অনন্তর যজ্ঞ-বহ্নি-মধ্যে প্রবেশ-দ্বারা ছায়া-সতীর দেহ-ত্যাগ-জনিত-বিপুল-শোকে, তথা দুঃখে নিতান্ত আর্ত্তভাবাপন্ন-ত্রিভুবনেশ্বর শ্রীশঙ্কর-দেব ছায়া-সতীর সেই শব-দেহ শিরো-দেশে ধারণ করিয়া, ধরণীতলে অধীরভাবে প্রবলবেগে নর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ মহাতাণ্ডবের বেগে ত্রিভুবন রসাতলগমনে সমুদ্যত হইল দেখিয়া, এই ইন্দ্র-পুরোগম-দেবগণ এই ত্রিলোক-পালক-বিষ্ণুদেবকে কহিলেন, হে দেব! আপনি জগত্ত্রয়ের রক্ষাবিধান করুন। শতক্রতু-প্রমুখ-দেবগণ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া, শিতধার-সুদর্শন-চক্র-পরিচালন-দ্বারা ভগবান্ পরম-পুরুষ-বিষ্ণু মদীয়-সম্মতিক্রমে শনৈঃ শনৈঃ ছায়া-সতীর সেই দেহ একপঞ্চাশৎ খণ্ডে ছেদন করিলেন। হে মহাগিরে! ছায়া-সতীর দেহ-বিয়োগ-বশে পরম-দুঃখিত সেই শ্রীপরমেশ্বর-দেব অদ্যাপি আমার প্রতি, তথা বিষ্ণু-শক্র-প্রভৃতি-দেবগণের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট রহিয়াছেন। হে ভূধর-পুঙ্গব! সেই দাক্ষায়ণী-দেবী-সতী সম্প্রতি তোমার গৃহে অংশতঃ তোমারই তনয়া ত্রিভুবনেশ্বরী-গঙ্গারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করদেবের পূর্ব্ব-পত্নী শ্রীমতীসতীদেবীর অংশসম্ভূতা এই গঙ্গাদেবী অবশ্যই শ্রীশঙ্করদেবকেই পতিরূপে লাভ করিবেন। মধ্যযোগে শ্রীশঙ্করদেব কেবলমাত্র আমাদিগের প্রতি চির-দিনের জন্য রুষ্ট-চিত্ত হইয়া থাকিবেন।

অতএব হে গিরিবর! তুমি যদি আমাদিগকে তোমার এই কন্যা-রত্ন দান কর, তাহা হইলে, তোমার এই কন্যাকে স্বর্গপুরে লইয়া গিয়া, মহোৎসব-পুরঃসর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীকর-কমলে সমর্পণ করিয়া, আমরা পরমা নির্বৃতি লাভ করিতে পারি। কিন্তু, হে গিরে! অচির-কালমধ্যে সেই দাক্ষায়ণী শ্রীমতীসতীদেবী পূর্ণভাবে তোমার অপরা কন্যা উমা পার্ব্বতীরূপে জন্ম-গ্রহণ করিবেন। সেই কনিষ্ঠা-কন্যা-পার্ব্বতীদেবীকে তুমি স্বয়ং পরম আদরের সহিত শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীপাণি-পঙ্কজে সম্প্রদান করিবে। পক্ষান্তরে হে ভূধরপতে! অধুনা তুমি তোমার বর্ত্তমানা এই গঙ্গানাম্নী-জ্যেষ্ঠা-কন্যাটীকে আমাদের হস্তে

সমর্পণ কর, আমরা এই পরম-রমণীয়া গঙ্গাদেবীকে সুরপুরে লইয়া গিয়া, সর্ব্বদেব-সমাজের, তথা জগতের কল্যাণার্থ পরম আদর অভ্যর্থনা ও মহামহোৎসব-সহকারে শ্রীশঙ্করদেবের কর-কিশলয়ে সম্প্রদান করি।

হিমালয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! পিতৃ-গৃহে কন্যা-জনের শাশ্বতীস্থিতি কদাপি সম্ভবপরা হইতে পারে না। কারণ, কন্যা-জন চির-দিন পরার্থেই হইয়া থাকে এবং কুত্রাপি কদাচন কন্যা স্বকীয়া অর্থাৎ স্বকীয়-পিতৃ-মাতৃ-পুত্র-প্রভৃতির ন্যায় স্বগৃহে চির-দিন শাশ্বতী-স্থিতি-শালিনী দেখা যায় না। হে পিতামহ! যদিচ এইরূপ-বহুবিধ-নীতি, বা প্রবোধ-বচন আমি আপনার অনুগ্রহে অবগত আছি, তথাপি আমার মানসে গঙ্গা-বিরহ-জাত-দুঃখ যে নিতান্ত-দুঃসহ হইবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এইকথা বলিয়া, অশ্রু-পূর্ণ-বিলোচন মহামতি-গিরিশ্রেষ্ঠ-হিমালয় গঙ্গাদেবীকে ক্রোড়ে করিয়া, বহুবিধ-বিলাপ করিতে লাগিলেন।

পিতৃ-ক্রোড়স্থা-গঙ্গাদেবী কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি আমার জন্য শোক পরিত্যাগ করুন এবং আমাকে এই সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার হস্তে সমর্পণ করুন। হে পিতঃ! সম্প্রতি আমি স্বর্গপুরে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু, হে পিতঃ! আমি আপনার পক্ষে দূরাতিদূর-বিদূরবর্ত্তী দেশে অবস্থিতা নহি এবং আপনিও আমার পক্ষে দূরাতিদূর-বিদূরবর্ত্তী দেশে অবস্থিত নহেন। কারণ, আপনি যখন আমার ভক্ত, তখন আমি ভক্তি-মাত্রগম্যা হইয়া, সদাকাল আপনার নিকটবর্ত্তী দেশেই অবস্থিতি করিতেছি, জানিবেন। গিরি-নন্দিনী ভগবতী দেবী গঙ্গা পিতা হিমালয়কে এইকথা বলিয়া, প্রণাম-পূর্ব্বক ভূত-পতি শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া, স্বর্গ-পুরে গমনার্থ পিতামহ-কমলাসন-ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একোনপঞ্চাশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চাশ অধ্যায়

অনন্তর লোকপিতামহ-ব্রহ্মা গিরীন্দ্র-হিমালয়ের মতানুসারে গঙ্গা-দেবীকে নিজ-কমণ্ডলুমধ্যে অবস্থাপিতা করিয়া, দ্রুত-গতি স্বর্গ-পুরে গমন করিলেন। ভগবতী পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবীকে লইয়া, ভগবান্ ব্রহ্মা সুর-পুর প্রতি-প্রস্থিত হইলে, মেরু-তনয়া-মেনাদেবী গিরিরাজ-হিমালয়ের সমীপে সমাগতা হইয়া, প্রাণ-প্রতিমা-তনয়া গঙ্গাদেবীকে না দেখিয়া, ব্যাকুল-হৃদয়ে তৎকালে গিরি-পুঙ্গব-হিমালয়কে এইকথা বলিলেন যে, হে রাজন্! আমার প্রাণ-সমা-সুতা-গঙ্গা কোথায় গমন করিয়াছে? হে প্রভো! আমি ত তাহাকে আপনার অঙ্কে সংস্থাপিতা দেখিয়াছিলাম। আমার পুত্রীকে কে লইয়া গিয়াছে, তাহা আপনি সত্বর বলুন। অনন্তর মেনকাদেবীর উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, অশ্রু-পরীতাক্ষ-হিমালয় সেই মেনাদেবীকে গঙ্গা-বিষয়িণী ব্রহ্মকৃত-যাচনা, তথা গঙ্গাদেবীর স্বর্গ-গমন-বার্ত্তা কথন করিলেন।

হিমালয়-কথিত-তাদৃশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, গঙ্গা-বিয়োগ-দুঃখিতা গিরিরাজ-পত্নী-মেনা অতিবিস্তর রোদন করিতে লাগিলেন। নিজ-মহিষী মেনাদবীকে অতিবিস্তরবিলাপ-বচন-কথন-পূর্ব্বক রোদন করিতে দেখিয়া, জ্ঞানিগণের অগ্রণী গিরিশ্রেষ্ঠ-হিমালয় তাঁহাকে স্বয়ং গঙ্গাদেবী-কর্ত্তৃক-কথিত-বচন-নিচয় শ্রবণ করাইয়া, সান্ত্বনা-প্রদান করিলেন। অনন্তর হিম-গিরি-গেহিনী সেই মেনাদেবী, কোনরূপ সম্ভাষণ না করিয়াই, স্বর্গ-পুরে গমন করিয়াছেন বলিয়া, প্রাণ-সমা হইলেও, রোষভরে সেই স্ব-তনয়া গঙ্গাদেবীর প্রতি এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, হে গঙ্গে! আমি তোমার মাতা, গমনকালে মাতৃ-বোধে প্রণাম-সম্ভাষণাদির অনন্তরই তোমার স্বর্গে গমন করা উচিত ছিল; পরন্তু তাহা না করিয়া, আমাকে কোন কথা না বলিয়া, যেহেতু তুমি অমরালয়ে গমন করিয়াছ, অতএব তোমাকে দ্রবময়ী হইয়া, ত্রিপিষ্টপ হইতে নিশ্চিতই এই ধরাতলে

পুনরপি আগমন করিতে হইবে। হিমালয়-মহিষী-মেনা এইরূপে গঙ্গাদেবীর প্রতি অভিশাপ-প্রদান করিয়া, বেগের সহিত নিজ-গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং তৎপশ্চাৎপশ্চাৎ গিরিরাজ-হিমালয়ও গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

এদিকে দেবগণ গঙ্গাদেবীকে স্বর্গপুরে আনয়ন করিয়া, সমুদ্‌যুক্ত-হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দভরে সেই দেবী-গঙ্গার বিবাহার্থ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। লোকপিতামহ-ব্রহ্মা দেবগণকে মহা উৎসাহের সহিত বিবাহ-কালোচিত-মাঙ্গলিক-মহামহোৎসবের আয়োজনে তৎপর দেখিয়া, প্রহৃষ্ট-মানসে তৎকালমাত্রেই আদর-পূর্ব্বক শ্রীশম্ভুদেবকে আনয়ন-করিবার জন্য কামরূপ-মহাপীঠে শ্রীমান্ নারদদেবকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর মতিমান্ নারদ আকাশ-পথে অচির-কালমধ্যে কামরূপ-মহাপীঠে গমন করিয়া, দেখিলেন যে, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব ধ্যান-সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। যোগ-চিন্তা-পরায়ণ, নিবৃত্ত-সর্ব্বেন্দ্রিয়-কার্য্য, মহাযোগ-বিচেতন, মধ্যাহ্নার্ক-সমূহাভ, স্ফুরদিন্দু-কলোজ্জ্বল, সর্ব্বদেবেশ্বর-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে তদবস্থা-পন্ন অবলোকন করিয়া, মহামতি-নারদ শ্রীশঙ্করদেবের যোগ-ভঙ্গ অপেক্ষা করিয়া, কিঞ্চিৎকাল তথায় সংস্থিত হইলেন।

তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের ধ্যানভঙ্গে ভীতাত্মা শ্রীনারদদেব মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন আমি কি করি? যদি আমি শ্রীমন্মহেশদেবের ধ্যান-ভঙ্গার্থ উচ্চকণ্ঠে এইকথা বলি যে, হে প্রভো! ভগবন্! মহেশ্বর! আপনার প্রাণৈকবল্লভা-পূর্ব্বপত্নী শ্রীমতী-সতীদেবীর ত্রিলোক-পাবনী গঙ্গারূপে হিমালয়-গৃহে জন্ম হইয়াছে, তাহা হইলে, নিশ্চিতই শ্রীশঙ্করদেবের ধ্যানভঙ্গ হইবে। অথবা উক্তরূপে যোগ-ভঙ্গ হইলে, প্রিয়-কথা-শ্রবণে শ্রীশঙ্করদেব যদি পরিতুষ্ট হন, তবে ত মঙ্গলেরই বিষয় হইবে, সন্দেহ নাই। আর যদি বিরক্ত-চিত্তে রোষ-রক্ত নয়নে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে, আমার অস্তিত্ব-বিলোপও অসম্ভবপর হইবে না। এদিকে আমি পিতা ব্রহ্মার আদেশে আদর-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবকে ব্রহ্ম-পুরে লইয়া যাইবার জন্য এখানে সমাগত হইয়াছি। এক্ষণে আমি যদি ধ্যান-ভঙ্গ-সূচক

উক্তরূপ বাক্য না বলি, তাহা হইলেও, অদ্য আমাকে ভ্রষ্ট-প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। কিম্বা এরূপও হইতে পারে যে, শ্রীমতীসতীদেবীর পুনর্জ্জন্ম-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব পরম-পবিত্র-পরিতোষ-যুক্ত হৃদয়ে আমার প্রতি প্রচুরতররূপে প্রীত হইবেন।

এইরূপে সম্যক্ চিন্তা করিয়া, পশ্চাৎ কর্ত্তব্য-পালনে তৎপর মহামতি-নারদ মন্দ-মন্দ-পাদ-সঞ্চারে শ্রীশঙ্করদেবের সমীপবর্ত্তী হইয়া, যোগ-ব্যাসক্ত-মানস শ্রীদেবদেবকে লক্ষ্য করিয়া, এইকথা বলিলেন যে, হে দেবদেব! আমি নারদ আপনাকে প্রণাম করিতেছি। হে জগদ্গুরো! আপনি এই যোনি-পীঠে যোগ-চিন্তা-পরায়ণ হইলে, আমি শ্রীমতীসতী-দেবীর সম্যক্ অন্বেষণার্থ আপনার নিকট হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ-হৃদয়ে অন্যত্রান্যত্র গমন করিয়াছিলাম। অধুনা শ্রীমতীসতীদেবীর সুনিশ্চিত-সংবাদ অবগত হইয়া, আমি আপনার নিকটে স্বীয়-প্রতিজ্ঞা-পালনার্থ পুনরপি সমাগত হইয়াছি। হে প্রভো! শ্রীমতীসতীদেবী অংশতঃ হিমালয়-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, পুনরপি আপনাকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইবার জন্য ইচ্ছা করিতেছেন। হে ত্রিজগন্নিবাস! আপনি তাঁহার পাণিগ্রহণার্থ আমার সহিত সুরপুরে আগমন করুন এবং যোগ-বিচিন্তন পরিত্যাগ করুন।

শ্রীমন্ নারদদেব-কথিত উক্তরূপ-বাক্য-শ্রবণ-পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ ধ্যান-পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় আমার সতী? কোথায় আমার সতী? এই কথা বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেব সহসা সমুত্থিত হইলেন। অনন্তর দেবর্ষি-নারদ তাঁহাকে কহিলেন, দেবদেব! আপনার প্রাণবল্লভা মনোমোহিনী সেই সতীদেবী ভাগার্দ্ধ-সাহায্যে হিমালয়-গৃহে তদীয়-সুলোচনা-গঙ্গা-নাম্নী-কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিঞ্চ, শ্রীমতীসতীদেবীর অংশ-সম্ভূতা সুচারু-মুখ-পঙ্কজা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী সেই গঙ্গাদেবীকে স্বয়ং ব্রহ্মা সুর-পুরে আনয়ন করিয়া, স্বর্গলোকেই সর্ব্ব-সুরগণসহ একযোগে মহা-মহোৎসব-সহকারে আপনার হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে আমাকে আপনার নিকটে প্রেরণ করিয়াছেন। তথা আমার পিতা ব্রহ্মা আপনাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, হে বিভো! আপনি

সত্বর স্বর্গ-পুরে আগমন করুন, আপনার চারুরূপিণী-পত্নীকে আপনি পরিগ্রহণ করুন, এবং দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ-পূর্ণ-প্রীতি-বিকসিত-নয়নে দৃষ্টিপাত করুন।

মহামুনি-নারদের মুখোদ্‌গত উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সর্ব্ব-দেবেশ্বর প্রহৃষ্টাত্মা সেই শ্রীশঙ্করদেব মুনি-মহর্ষি-মুখ্য শ্রীমান্ নারদদেবকে গাঢ়তররূপে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত দ্রুততর-বেগে বৈহায়সী-গতি-সাহায্যে সুর-পুর-প্রতি শুভ-যাত্রা করিলেন। অনন্তর অচিরকাল-মধ্যে শ্রীনারদমুনির সহিত ত্রিভুবনেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব স্বর্গ-লোকে সমুপ-স্থিত হইলে, তাঁহাকে সমাগত অবলোকন করিয়া, ইন্দ্রোপেন্দ্রাদি-সর্ব্ব-সুর-সমাজের সহিত সর্ব্বলোক-পিতামহ-ব্রহ্মা যথাবিধি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সর্ব্বোপকরণবতী অর্চ্চনা-সাহায্যে তাঁহার গৌরব সমধিক বর্দ্ধিত করি-লেন। পশ্চাৎ শ্রীশঙ্করদেবকে ত্রিভুবন-মহারাজোচিত-বিবিধ-রত্ন-রাজি-বিরাজিত-পরম-রমণীয়-দিব্যাতিদিব্য-পরমাসনে উপবেশন করাইয়া, সর্ব্ব-সুরগণের সহিত সম্মিলিত-লোকপিতামহ-ব্রহ্মা মহামহোৎসব-প্রবর্ত্তন-পূর্ব্বক হিমালয়াত্মজা শ্রীমতীগঙ্গাদেবীকে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীকর-কমলে সম্প্রদান করিলেন।

এইরূপে লোকপিতামহ-ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক হিম-শৈল-সুতা ত্রিলোক-তারিণী শ্রীমতীগঙ্গাদেবী শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীপাণি-পঙ্কজে যথাবিধি সমর্পিতা হইলে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চন্দ্র-প্রভৃতি-দেবগণ যেমন প্রসন্নতানুভব-পুরঃসর পরম-পরিতোষ লাভ করিলেন, সেইরূপ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবও সত্যংশ-সমুদ্ভবা ত্রিপথগা শ্রীমতীগঙ্গাদেবীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া, পরম-পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হইলেন। অনন্তর শ্রীসদাশিবদেব শুভাননা-গঙ্গাদেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া, প্রিয়-কৈলাসাবাস-গমনে অভিলাষী হইলে, জগদ্‌-বিধাতা ব্রহ্মা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে সর্ব্বামরমণে! মহাদেব! সুতাবৎ পরিপালন-প্রযুক্ত শ্রীমতীগঙ্গাদেবীর প্রতি আমার অতীব-স্নেহ হইতেছে। অতএব হে দেব! এই গঙ্গাদেবীর প্রতি আমার পূর্ব্বতন ও অধুনাতন-সঞ্জাত-স্নেহের গাঢ়তা অনুভব করিয়া, আপনি যদি কিছু কালের জন্য শ্রীমতী-

পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবীকে আমার আলয়ে রক্ষা করেন, তবে আমার প্রতি আপনার পরম অনুগ্রহ-প্রকাশ করা হয়।

শ্রীশঙ্করদেব লোকপিতামহ-ব্রহ্মার উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়াও, সেই ব্রহ্মালোকে হিমাত্মজা গঙ্গাদেবীকে রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। পক্ষান্তরে শ্রীমন্মহাদেব গঙ্গাদেবীকে সঙ্গে লইয়া, কৈলাসালয়ে গমনের জন্যই মনে মনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। অনন্তর মহাদেবী-করুণাময়ী-গঙ্গা বিধাতা ব্রহ্মাকে অশ্রুপূর্ণেক্ষণ অবলোকন করিয়া, বক্ষ্যমাণ-বচন-সকল কথন করিতে লাগিলেন। ভক্তবৎসলা গঙ্গাদেবী কহিলেন, হে বিধে! পিতার নিকট হইতে গ্রহণ-পূর্ব্বক অধিষ্ঠাত্রী-দেবীর সহিত স্বীয়-কমণ্ডলুর অভ্যন্তর-প্রদেশে আমাকে অবস্থাপিতা করিয়া, আপনি যখন সুরপুরে আনয়ন করিয়াছেন, তৎকালেই মৎ-কর্ত্তৃক আপনার কমণ্ডলুমধ্যে নিশ্চিতই নিজ-নিবাস কল্পিত হইয়াছে, জানিবেন। অতএব হে প্রভো! আমি অধুনা যেমন একরূপে শ্রীমন্মহাদেবের সহিত গমন করিতেছি, সেইরূপ আমি অপররূপে আপনার কমণ্ডলুর মধ্যে অবস্থিতা রহিয়াছি, হে বিধে! আপনি নিজ-কমণ্ডলুমধ্যে আমাকে অবলোকন করুন।

অনন্তর সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা শ্রীমতীগঙ্গাদেবীর বাক্যানুসারে নিজ-সন্দেহ-দূরীকরণার্থ স্বীয়-কমণ্ডলু-মধ্যে অংশতঃ সমবস্থিতা ত্রৈলোক্য-পাবনী চারুরূপিণী শ্রীমতীশিবগেহিনী সেই গঙ্গাদেবীকে অবলোকন করিয়া, মনে মনে পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। এদিকে সমস্ত-প্রমথগণে পরিবৃত সুপ্রসন্নাত্মা শ্রীমন্মহেশদেব শরীরিণী সেই শ্রীমতী-গঙ্গাদেবীকে গ্রহণ করিয়াই, নিজ-নিবাসে প্রিয়-কৈলাসে গমন করিলেন। আর ব্রহ্মকমণ্ডলু-মধ্যে অংশতঃ যে গঙ্গাদেবী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, সেই গঙ্গাদেবীই কালক্রমে দ্রবময়-শ্রীহরিদেবকে প্রাপ্তা হইয়া, স্বয়ং দ্রবময়ী হইয়াছিলেন। তথা ব্রহ্ম-কমণ্ডলুমধ্যস্থা সেই দ্রবময়ী-গঙ্গাদেবীই মহারাজ-ভগীরথ-কর্ত্তৃক পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ আরাধিতা হইয়া, বসুধাতলে আগমন করিয়াছিলেন।

এই গঙ্গাদেবী দ্রবময়ী হইয়া, অবতরণ-কালে স্বর্গ-প্রদেশে রম্যা-মন্দাকিনীরূপে আত্মাংশ-স্থাপন করিয়া, ভূতলে সমাগতা হইয়াছিলেন

এবং ভূতলে সমুপাগতা হইয়া, অম্বুধি-সাগর-সঙ্গম-দ্বারা পাতালতলে গমন-পূর্ব্বক সাগর-বংশের উদ্ধারসাধন করিয়া, লোক-সকলের পরিত্রাণার্থ অদ্যাপি মন্দাকিনী, ভাগীরথী, ভোগবতীরূপে বিরাজ করিতেছেন। পাঠকমহোদয়গণ! প্রজাপতি-দক্ষের নন্দিনী দাক্ষায়ণী সতী দেহত্যাগের অনন্তর ভাগার্দ্ধ-সাহায্যে গিরিরাজ-হিমালয়ের পুত্রী গঙ্গারূপে উৎপন্না হইয়া, পশ্চাৎ সুপ্রসন্না জগদম্বিকা শরীরিণী সেই শ্রীমতীসতী গঙ্গাদেবী-রূপে যে প্রকারে শ্রীমন্মহাদেবকে প্রাণ-পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, তাহা আমি আপনাদের সমক্ষে কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা দ্রবময়ী-গঙ্গা-দেবী যেরূপে শ্রীহর-শিরোবিহারিণী হইয়াছিলেন, সেই সংক্ষিপ্ত-বৃত্তান্ত-কথনে অভিলাষী হইয়া, আমি আপনাদের দ্বারা দীয়মান প্রণিধান-প্রার্থনা করিতেছি।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চাশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীশঙ্করদেবের সহিত শ্রীমতীগঙ্গাদেবীর উদ্বাহ-মহোৎসব সম্পন্ন হইলে, ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তী শ্রীশঙ্করদেবকে অভিনন্দিত করিবার জন্য কোনসময়ে ভগবান্ বিষ্ণু গঙ্গাদেবীর সহিত সম্মিলিত-প্রভু-পরমেশ্বরদেবকে নিজ-নিকেতনে অনুষ্ঠিত-মহামহোৎসবে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। নিমন্ত্রণ-দানের অনন্তর শ্রীবিষ্ণুদেব বিরাট্-বিপুল-শোভাযাত্রার আয়োজন-পূর্ব্বক শ্রীমতীগঙ্গাদেবীর সহিত শ্রীশঙ্করদেবকে নিজ-ভবনে বৈকুণ্ঠপুরে আনয়ন করিলেন। এইরূপ শ্রীবিষ্ণুদেব কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম ও হুতাশন-প্রভৃতি-বিশিষ্ট-বিশিষ্ট-দেবগণ, তথা যক্ষ, রক্ষঃ, কিন্নর ও অপ্সরোগণ এবং সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-মুনি-মহর্ষি-ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-রাজর্ষি-বিশ্বাবসু-তুম্বুরু-নারদ- প্রভৃতি-সর্ব্বজন-সম্মান্য-সভা-লঙ্কারভূত-শ্রেষ্ঠ-শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তি-বর্গ শ্রীমতীগঙ্গাদেবীর সহিত সম্মিলিত শ্রীশঙ্করদেবকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রীতমানসে বৈকুণ্ঠ-নগরে সমাগত হইলেন।

অনন্তর মুক্তাতোরণ-শতে সংযুক্ত শ্বেত-চ্ছত্র-শতে সমাবৃত, মুক্তা-বিতান-সমূহে বিলসিত, মত্ত-বারণিকা-সহস্রে সংযুক্ত, পঞ্চতত্ত্বাধিষ্ঠাতৃ-দেবগণে উপশোভিত, পারিজাত-পাদপ-প্রসূত-প্রস্ফুটিত-পুষ্পমালা-প্রকরে অভিরঞ্জিত, মৃগ-নাভি-সমুৎপন্ন-কস্তূরী-মদে পঙ্কিল, কর্পূরাগুরু-ধূপ-প্রভৃতি হইতে সমুত্থিত-ধূম-গন্ধে সমাকৃষ্ট-মত্ত-মধুব্রত-সমূহের মধুর-গুঞ্জনে মুখরিত, নানা-বাদ্য-সমন্বিত-বীণা-বেণু-প্রভৃতির মধুর-নিস্বনে সমা-সক্ত-কিন্নরীগণে সঙ্কুল-সভামণ্ডপতলে প্রবিষ্ট হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণ-কর্ত্তৃক অত্যন্ত-ব্যস্ততা, বা ব্যগ্রতার সহিত প্রদর্শিত-মরকত-মুক্তা-মণি-মণ্ডিত-রত্নময়-সিংহাসনে বিন্যস্ত-সুকোমল-সুন্দর-সুশ্বেত-পট্টতল্পে উপবিষ্ট হইলেন।

যুবা, পুরুষ-শ্রেষ্ঠ, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, নানাবিধায়ুধোদ্ভাসিত-দশ-বাহুসাহায্যে পরমরমণীয়, লোচন-ত্রিতয়ে সমুজ্জ্বল, ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধারী, ব্যাঘ্র-চর্ম্মোত্তরীয়-শোভী, চন্দ্র-শেখর, বিদ্যুৎ-পিঙ্গজটাধর, সর্ব্বালঙ্কার-সংযুক্ত, নাগযজ্ঞোপবীতী, কোটি-শীতাংশু-শীতল, কোটি-সূর্য্য-প্রতীকাশ, শুদ্ধ-স্ফটিক-শঙ্খসুধাংশু-তুষার-প্রভৃতির ন্যায় সুশ্বেত-বর্ণে বিশোভিত, নীলকণ্ঠ-শ্রীমন্মহাদেব তথাকথিত-মণিময়-মহার্হ-পরমাসনে সমুপবিষ্ট হইলে, দিব্য-মাল্যাম্বরধরা, দিব্যগন্ধানুলেপনা, দিব্যালঙ্কার-নিচয়ে সমলঙ্কৃতা, নীলেন্দীবর-লোচনা, অলকোদ্ভাসি-বদনা, তাম্বূল-গ্রাস-শোভনা, শিবালিঙ্গন-বশে সঞ্জাত-পুলকে উদ্ভাসিত-শরীরাবয়বা, সচ্চিদানন্দরূপাঢ্যা, সৌন্দর্য্য-সার-সন্দোহা, পূর্ণ-চন্দ্র-নিভাননা, জগন্মাতা, শৈলসুতা, সিত-প্রভা-শ্রীমতীপতিতপাবনীগঙ্গাদেবী বিন্ধ্য-পর্ব্বতোত্তুঙ্গ-কুচ-ভার-ভরে অলস-শরীরে রত্ন-সিংহাসনোপরি তাঁহার বামভাগে সুখাসীনা হইলেন।

এইরূপে শ্রীমতীগঙ্গাদেবীর সহিত শ্রীশঙ্করদেব রত্ন-সিংহাসনে পট্টতল্পতলে সুখোপবিষ্ট হইলে, স্ব-স্ব-বাহন-সমূহে সম্বদ্ধ, নানাবিধ আয়ুধে বিলসিত-পাণিপঙ্কজে শোভিত, স্ব-স্ব-কান্তাগণে সমাযুক্ত-দিক্পালগণ তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত হইয়া, বৃহদ্রথন্তরাদি-সাম-সকল গান করিতে লাগিলেন। সাম্ব-শ্রীশঙ্করদেবের অগ্রভাগে অবস্থিত হইয়া, বিদ্যুৎ-কান্ত-শ্রীর সহিত সংযুক্ত, কালাম্বুদ-প্রতীকাশ, শঙ্খ-চক্র-গদাধর, গরুড়ারূঢ়-শ্রীজনার্দ্দনদেব একমানসে অত্যন্ত-ভক্তিভরে রুদ্রাধ্যায় জপ করিতে লাগিলেন। শ্রীবিষ্ণুদেবের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত হংসবাহন, চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা সরস্বতীদেবীর সহিত সংযুক্ত হইয়া, বক্ত্র-চতুষ্টয়-সাহায্যে চতুর্ব্বেদোক্ত-যাবতীয়-রুদ্র-সূক্ত-সকল উচ্চারণ-পূর্ব্বক দীর্ঘ-কূর্চ্চ-জটাধর-শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন। মুনি-মণ্ডল অথর্ব্ব-শিরোনাম উপনিষদ্-বিশেষ-সাহায্যে শ্রীমহেশদেবকে স্তুতিদ্বারা সুপ্রসন্ন করিতে সচেষ্ট হইলেন।

সরযূ-যমুনা-প্রভৃতি অসংখ্য-তটিনীগণে সংযুক্ত, শ্যামল-শরীর-শোভী সরিৎ-সখ-সমুদ্র শ্বেতাশ্বতর-মন্ত্র-সাহায্যে গিরিজা-গঙ্গাসহচর-শ্রীপশুপতি-দেবের স্তব করিতে লাগিলেন। কৈলাস-গিরি-সন্নিভ, মহার্হ-মণি-রত্ন-বিভূষিত অনন্ত-প্রমুখ-মহানাগগণ কৈবল্যোপনিষৎ-পাঠ-প্রবর্ত্তন-পূর্ব্বক

শ্রীশঙ্করদেবের মানসীপ্রীতি-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ পঞ্চাক্ষর-মহামন্ত্রজপে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্নর-কদম্ব দিব্য-রুদ্রক-গীত-সকল গান করিতে লাগিলেন। দ্বিজবৃন্দ ত্রৈয়ম্বক-মহামন্ত্র-জপে আসক্ত হইলেন। মহামুনি-দেবর্ষি-নারদ আনন্দভরে বীণা-সাহায্যে শ্রীশিব-গুণ-গাথা-গান করিতে করিতে, নৃত্য-নৈপুণ্য-প্রদর্শনে তৎপর হইলেন। উর্ব্বশী-রম্ভা-তিলোত্তমা-ঘৃতাচী-মেনকা-প্রভৃতি অপ্সরোগণ তাল-মান-রসাশ্রয়-সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপ-লক্ষণ-নৃত্য, পদার্থাভিনয়-লক্ষণ-নৃত্ত ও বাক্যা-ভিনয়লক্ষণ-নাট্য-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের মানস-সন্তোষ-সম্পাদনে ব্রতী হইলেন। চিত্ররথাদি-গন্ধর্ব্বগণ শ্রীশঙ্কর-মহিম-ব্যঞ্জক-বিবিধ-সঙ্গীতালাপ করিতে লাগিলেন। তথা দেবরাজ-ইন্দ্র-প্রভৃতি হর্ষগদ্‌গদ-বাক্য-দ্বারা দিব্য-সহস্রনাম-স্তোত্র-পাঠ-পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে শ্রীশঙ্করদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহপ্রার্থী হইলেন।

কিঞ্চ, বর্ণিতানুরূপ-দেবসভামধ্যে রত্ন-সিংহাসনোপরি গঙ্গাদেবীর সহিত সমুপবিষ্ট শ্রীমন্মহেশ্বরদেব যখন সুর-নীরজ-নেত্রী-দেব-বিলাসিনী-গণের অনুরাগভরে অনুষ্ঠিত নৃত্য-গীত-বাদ্য-চামর-সঞ্চালন-দিব্য-ব্যজন-পাত-প্রভৃতি-সাহায্যে ত্রিভুবন-মহারাজজনোচিত পরম-আনন্দ, প্রকৃষ্ট-প্রহর্ষ অনুভব করিতেছিলেন, তৎকালে ক্বণৎ-কঙ্কণ-নিধ্বান, মঞ্জু-মঞ্জীর-শিঞ্জিত, শুক-বাক্য-কলারাব, শ্বেত-পারাবত-কুলের কল-কণ্ঠ-রব, বীণা-বেণু-নিস্বন, তথা গীতধ্বনি-সাহায্যে এই জগত্রয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিঞ্চ, কম্বলাশ্বতর-বাসুকি-শেষ-প্রভৃতি-নাগগণ শ্রীশঙ্করদেবের কর্ণে কুণ্ডল, করে কঙ্কণ, হৃদয়োদরে হার, বা উপবীত-প্রভৃতিরূপে আভরণ-ভাব প্রাপ্ত হইয়া, উন্নিদ্র অর্থাৎ হর্ষবশে উল্লসিত হইলে, তাহাদিগের দর্শনমাত্রেই ময়ূর-ময়ূরী-কুল কোটি-কোটি-সংখ্যক-স্ব-স্ব-চন্দ্রক-নিচয়-প্রদর্শন-পুরঃসর নৃত্য করিতে লাগিল। এইরূপে মহামহোৎসব-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবের অভিনন্দন-কার্য্য অধিকমাত্রায় সমাপ্তির পথে অগ্রসর হইলে, বৈকুণ্ঠ-লোকে সহসা বিশ্রামাবসর-সূচক-মহান্-ঘণ্টাধ্বনি সমুত্থিত হইল।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একপঞ্চাশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

এই বিশ্রামাবসরে সভাস্থলে সমাগত-সর্ব্ব-শ্রেণীর সজ্জন-মণ্ডল যথোপযুক্তরূপে পান-ভোজনাদির অনন্তর পুনরপি সভাতলে স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলে, শ্রীবিষ্ণুদেব রম্য-রত্ন-সিংহাসনে সুখোপবিষ্ট শ্রীশঙ্করদেবকে এইকথা বলিলেন যে, হে অশেষভুবনেশ্বর! হে জগৎ-প্রভো! আপনি শ্রীমতীসতীদেবীর বিয়োগ-জনিত-দুঃখে নিতান্ত আর্ত্ত-হৃদয়ে বিহ্বল-মানসে দীর্ঘকালযাবৎ অবস্থিতি করিয়াছেন। হে মহেশ্বর! অধুনা সেই সতীদেবী পুনরপি নিজাংশ-সাহায্যে হিমালয়-গৃহে গঙ্গারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, আপনার সহিত মিলিতা হইয়াছেন। আপনার এই শুভ-পরিণয় উপলক্ষে আনন্দ-প্রকাশার্থ অদ্য আমরা এই মহাসভাস্থলে সমবেত হইয়াছি। হে দেব! আপনাকে দর্শন করিবার জন্য ব্রহ্মা ও শতক্রতু-পুরোগম-দেবপ্রবরগণ, তথা মরীচি-প্রভৃতি-মহর্ষিগণ এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। হে পরমেশ্বর! চারুতররূপে নির্ম্মিতা এই সুমহতী সভার বিশাল-প্রাঙ্গণে দিব্য-রত্ন-সিংহাসনোপরি আপনাকে প্রহৃষ্ট-মানসে সুপ্রসন্নাস্যে শ্রীমতীগঙ্গাদেবীর সহিত সুখোপবিষ্ট অব-লোকন করিয়া, আমরা সকলেই পরম-প্রহৃষ্ট হইয়াছি।

এই মঙ্গলময় উৎসবে অন্যান্য-প্রধানাঙ্গ-সকলের ন্যায় তৌর্য্যত্রিক্, অর্থাৎ নৃত্য, গীত ও বাদ্য একটী শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। হে ত্রৈলোক্যাধিপতে! আমরা এই মহোৎসবের রমণীয়তা-বর্দ্ধনের জন্য যথাশক্তি নৃত্য, গীত ও বাদ্যের আয়োজন করিয়াছি সত্য; পরন্তু হে ত্রিদশবন্দিত! হে সর্ব্বামর-মণে! ইহাও সর্ব্বজন-বিদিত যে, এই সম্পূর্ণ-জগন্মণ্ডলে আপনার সমান-সঙ্গীত-তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ-প্রধান অপর কেহ নাই। বিশেষতঃ অদ্যকার দিনে আপনারই জাত-পরিণয় উপলক্ষে অনুষ্ঠীয়মান এই মহোৎসবে আনন্দ অনুভবার্থ যখন আমরা সকলে সম্মিলিত হইয়াছি, তখন আমাদের ন্যায় ভক্তজনের আনন্দ-বর্দ্ধনার্থ আপনারও কিঞ্চিৎকালের জন্য সঙ্গীতালাপে

প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হইতেছে। হে দেব! আপনার শ্রীমুখারবিন্দ-বিনির্গত-সঙ্গীতালাপ যখন আমাদের নিতান্ত-সম্প্রীতিজনক, তখন আপনি ভক্তাধীনতা-প্রযুক্ত গান করুন। হে মহেশ্বর! লোকপিতামহ-ব্রহ্মা ও সুরপতি-প্রমুখ দেবগণ, তথা আমরা সকলে আপনার মুখ-পদ্ম-বিনির্গত-সঙ্গীত-শ্রবণার্থ সমুৎসুক-হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি। অতএব হে বিশ্বেশ্বর! আপনি ভক্তজনের মনোবাসনার চরিতার্থতাসম্পাদন-কল্পে সঙ্গীতালাপে প্রবৃত্ত হইলে, আমরা পরম সুখী হইব।

সর্ব্বজ্ঞ-শ্রীপরমেশ্বরদেব স্বকৃত-সঙ্গীতালাপের অবশ্যম্ভাবী ফল মনে মনে অবগত হইয়া, ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-মধ্যস্থা-গঙ্গাদেবীর দ্রবময়ী-স্বরূপে শ্রীশিব-শিরো-বিহারিণী হইবার উপক্রম, বা সূচক-স্বরূপে অমিততেজাঃ শ্রীবিষ্ণুদেবের উক্তরূপ-প্রার্থনাবচন অনুসরণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব অত্যন্ত অদ্ভুত, অতি উত্তম, একটী সুললিত-গান করিলেন। শ্রীশঙ্করদেবকৃত অতিমনোজ্ঞ-মধুর-প্রথম-গান-শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মাদি-সর্ব্বজাতীয়-ত্রিদশেশ্বরগণই অত্যল্পকালমধ্যে পরিমুগ্ধ হইলেন। এইরূপ দ্বিতীয়-গান-শ্রবণে স্বয়ং বৈকুণ্ঠেশ্বর-শ্রীবিষ্ণুদেবও বিসংজ্ঞাবস্থায় রোমাঞ্চিত-কলেবরে ভূমিতলে পতিত হইলেন। কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেবের তৃতীয়-গান-শ্রবণ করিয়া, সেই বিসংজ্ঞ-শ্রীবিষ্ণুদেবই ক্ষণকালমধ্যে দ্রবরূপী হইলেন।

এইরূপে অখিল-লোক-পালক বৈকুণ্ঠেশ্বর-শ্রীবিষ্ণুদেব জলময় হইলে, সেই জল-দ্বারা অকস্মাৎ বৈকুণ্ঠপুর সর্ব্বতঃ প্লাবিত হইয়া গেল। কিন্তু, সমস্ত-বৈকুণ্ঠ-ভবন উক্তরূপে সহসা জল-প্লাবিত হইলে, সেই জলতাড়নবশে ব্রহ্মাদি-ত্রিদশোত্তমগণ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, সমস্ত-হরিমন্দির তরঙ্গ-তরল-তোয়-রাশির দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, সেই বৈকুণ্ঠ-পুরাজিরে শ্রীহরিদেবের মন্দিরাতিরিক্ত অন্যান্য যে সকল স্থান ছিল, সেই সকল-স্থানও জল-সম্পূর্ণ অবলোকন করিয়া, তথা হৃষীক-সকলের ঈশ্বর জিতেন্দ্রিয় শ্রীবিষ্ণুদেবকে তথায় দেখিতে না পাইয়া, ব্রহ্মাদি-ত্রিদশ-শ্রেষ্ঠগণ পরম-বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা শ্রীহরিদেবের শ্রীশিব-গান-সমুদ্ভব-তাদৃশ-দ্রবত্ব অবধারণ করিয়া, সেই জল-সমূহ স্বীয়-কমণ্ডলুমধ্যে তুলিয়া লইলেন। এদিকে সেই জল-প্রাপ্তি

মাত্রেই ব্রহ্ম-কমণ্ডলু-মধ্যস্থা করঙ্কাঙ্ক-গত-শরীরাবয়বা সেই গঙ্গাদেবী দ্রবভাবাপন্ন-শ্রীহরিদেবের সহিত একমূর্ত্তি হইলেন। অর্থাৎ গঙ্গাদেবীও অচিরকালমধ্যে দ্রবরূপা হইলেন। লোকপিতামহ-ব্রহ্মাও নীরময়ী শ্রীমতীগঙ্গাদেবীকে কমণ্ডলুমধ্যে অবস্থাপিতা করিয়া এবং শ্রীমতী-লক্ষ্মী ও সরস্বতীদেবীকে সমাশ্বস্তা করিয়া, নিজ-নিলয়ে গমন করিলেন।

অপরদিকে শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী শ্রীশঙ্করদেবও প্রকৃত-মূর্ত্তিময়ী গঙ্গাদেবীর সহিত কৈলাসালয়ে গমনাভিপ্রায়ে বৈকুণ্ঠভবন হইতে যাত্রা করিলেন। লোকপিতামহ-ব্রহ্মা ও ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব স্ব-স্ব-ভবনাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন দেখিয়া, অন্যান্য-দেবাসুর-কিন্নরাদি যে সকল-সভ্যবৃন্দ সভাতলে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেও স্বর্গাদিলোকে গমন করিলেন। পাঠকমহোদয়গণ! ত্রৈলোক্য-পাবনী-দেবী গঙ্গা যেরূপে দ্রবময়ী হইয়া, ব্রহ্মকমণ্ডলুমধ্যে সংস্থিতা হইয়াছিলেন, তাহা আমি আপনাদের সমক্ষে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আমি সেই হিমগিরি-নন্দিনী-দেবী-গঙ্গা শ্রীবিষ্ণুদেবের পাদ-পঙ্কজ প্রাপ্তা হইয়া, যেরূপে "বিষ্ণুপাদোদ্ভবা", এই আখ্যা প্রাপ্তা হইয়াছেন, অথবা সেই দেবী-সুরেশ্বরী ভগবতী তরল-তরঙ্গা-গঙ্গা মহারাজ-ভগীরথ-কর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইয়া, লোক-সকলের পরিত্রাণার্থ স্বয়ং স্বর্গলোক হইতে ক্ষিতিতলে অবতরণ-পূর্ব্বক যেরূপে চতুর্দ্দিকে চতুর্ম্মুখে ধাবিতা হইয়াছিলেন, সেই সকল-কথা-কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়

মহারাজ-বিরোচনের পুত্র দৈত্যগণের অধিপতি দানবীর ধর্ম্মতৎপর মহারাজ বলি বল-পূর্ব্বক অর্থাৎ রাজনীতির অনুসরণক্রমে দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন। পুত্র ইন্দ্রের-রাজ্যাপহরণে নিতান্ত-দুঃখিতা দেবমাতা অদিতি শ্রীশঙ্করদেবের ইচ্ছাশক্তি বশে, অথবা অন্য যে কোন কারণে জলময়ী-মূর্ত্তি-পরিহার-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠ-পতি-বিষ্ণু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মশোভিত-পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, তাঁহার অনুগ্রহলাভার্থ প্রার্থনা-লক্ষণা তদীয়া আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। অনন্তর ত্রিজগৎপ্রভু ভগবান্ বিষ্ণু দেবমাতা অদি-তির তীব্রতর-তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া, তাঁহার সমক্ষে উপস্থিতি-পূর্ব্বক কহিলেন, হে দেবমাতঃ! তুমি বরপ্রার্থনা কর, আমি তোমার উগ্রতর-তপস্যায় পরম-পরিতুষ্ট হইয়াছি। অতএব আমি পরম-প্রীতির সহিত তোমার যাহা সমীহিত, সেই অভীষ্ট-বরই তোমাকে প্রদান করিব।

অদিতি কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে অভীষ্ট-বর-প্রদান করিতেই সমুদ্যত হইয়া থাকেন, তবে দানবরাজবলি-কর্ত্তৃক অপহৃত-দেবরাজ্য আপনি ইন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করুন। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব কহিলেন, পরম-ভক্তপ্রবর-প্রহ্লাদের বংশ-সম্ভূত, অথচ আমার শ্রেষ্ঠ-ভক্ত-ধর্ম্ম-নিষ্ঠ যশস্বী সর্ব্বলোক-বিশ্রুত বিরোচন-পুত্র দানবীর-দানবরাজবলি আমার অবধ্য। অতএব হে অদিতে! আমি মহাত্মা কশ্যপ হইতে তোমার জঠরে বামনরূপে জন্ম-গ্রহণ-পূর্ব্বক বলির নিকট হইতে ছলক্রমে যাচ্ঞা-দ্বারা পুনরপি এই লোকত্রয়কে সমুপাহৃত করিয়া, নিশ্চিতই তোমার পুত্র-দেবরাজ-বাসবের হস্তে প্রদান করিব। এইরূপে ভগবান্ পুরুষোত্তম-বিষ্ণু দেবমাতা অদি-তিকে বর-দান করিয়া, সহসা সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর বৈকুণ্ঠেশ্বর-বিষ্ণু দৈত্যরাজ-বলির রাজ্যাপহরণ ইচ্ছা করিয়া, জন্ম লাভার্থ

দেবমাতা অদিতির গর্ভগেহে গমন করিলেন। তথা দেবমাতা অদিতি-দেবীও যথাকালে সেই বিষ্ণুদেবকে সুচারু-মুখপঙ্কজে শোভমান-সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পূর্ণ চারুরূপী বামনাকারপুত্ররূপে প্রসব করিলেন।

অনন্তর একদা সেই বামনদেব অর্থাৎ দ্বিজরূপী জনার্দ্দনদেব দ্বিজগণের সহিত ধর্ম্ম-পরায়ণ-মহাত্মা বলিরাজের নিকটে গমন করিলেন। কিঞ্চ, শ্রীবামনদেব মহারাজ-বলির রাজ-সভাস্থলে গমন-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে ত্রিপাদ-পরিমিত-ভূমি-মাত্র প্রার্থনা করিলেন। মহারাজ-বলি শ্রীবামনদেবের ত্রিপাদ-পরিমিত-ভূমি-মাত্র-লাভ-বিষয়ক-প্রার্থনা-বচন-শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন যে, হে দ্বিজ! আপনি এত অল্প-ত্রিপাদ-পরি-সম্মিত-ভূমি-মাত্র প্রার্থনা করিতেছেন কেন? হে বিপ্র! আপনি একটী দ্বীপ, বর্ষ, গ্রাম, অথবা গ্রামার্দ্ধ-প্রার্থনা করিলেন না কেন? হে বিপ্র! আপনি যদি একটী দ্বীপ, বর্ষ, গ্রাম, বা গ্রামার্দ্ধ প্রার্থনা করিতেন, তবে আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে আপনার প্রার্থনানুরূপ-ভূমিই দান করিতাম। হে দ্বিজসুত! স্বল্পতর-দান যে দাতার কীর্ত্তি-বিনাশ-কর, তাহা কি আপনি অবগত নহেন। অতএব হে দ্বিজবর! আপ-নাকে অত্যল্পমাত্র-দান করিতে আমার রুচি হইতেছে না।

বামনরূপী শ্রীজনার্দ্দনদেব কহিলেন, হে মহারাজ! আমি আপনার নিকটে স্বল্পতর-ত্রিপাদ-পরিসম্মিত-ভূমি-মাত্র প্রার্থনা করিয়াছি সত্য, কিন্তু তজ্জন্য আপনি দুঃখিত হইতেছেন কেন? অথবা আমার প্রার্থনানু-রূপ-স্বল্প-মাত্র-দানে আপনার রুচি হইতেছে না কেন? হে রাজন্! আমি আপনার নিকটে যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, আমার যাহা আকা-ঙ্ক্ষিত, আপনি তাবৎ-পরিমিত-ভূমি-মাত্রই আমাকে দান করুন। হে মহারাজ! আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে, আমার যাচনানুসারে আমাকে স্বল্পতর-ভূমি-মাত্র-দান করিলে, তজ্জন্য আপনার অণুমাত্রও অকীর্ত্তি হইবে না। অপিচ, হে মহারাজ! আপনি যদি আমাকে ত্রিপাদ-পরিমিত-ভূমি-দান করেন, তবে ঐ ত্রিপাদ-পরিমিত-ভূদানই আপনার পক্ষে এত অধিক-পুণ্য-জনক ও পরম-কীর্ত্তিকর হইবে যে, আপনার অপর কোন দানই তাদৃশ-পরমোৎকৃষ্ট-পুণ্য ও কীর্ত্তিকর হয় নাই এবং হইবেও না।

মহাত্মা বামনদেবের এবম্বিধ-বচন-শ্রবণ করিয়া, সভ্যগণ ধর্ম্মপরায়ণ-মহারাজ-বলিকে এইকথা বলিলেন যে, হে মহারাজ! এই দ্বিজসুত আপনার নিকটে যাহা যাচ্ঞা করিতেছেন, আপনি তাহাই প্রদান করুন। দান স্বল্পতরই হউক, অথবা বহুতরই হউক, গ্রহীতার তুষ্টিপ্রদ হইলেই, সফল ও কীর্ত্তিবর্দ্ধন হইয়া থাকে। রাজসভাস্থ সভ্যগণের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া, মহারাজ বলি জনার্দ্দনরূপী দ্বিজনন্দন সেই মহাত্মা বামনদেবকে ত্রিপাদসম্মিতভূমিদান করিবার জন্য তিল ও কুশ গ্রহণ করিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়

মহারাজ-বলি শ্রীবামনদেবকে ত্রিপাদ-সম্মিত-ভূমি-দানার্থ যখন হস্তে তিল ও কুশ ধারণ করিয়াছেন, তাদৃশ অবসরে দৈত্য-সকলের গুরু মহাত্মা শুক্রাচার্য্য শীঘ্রগতি সভাস্থলে সমাগত হইয়া, বিরোচন-নন্দন-বলিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন যে, হে মহারাজ! আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, এই ত্রিপাদ-ভূমি-দান-বিষয়ে অগ্রে আমার বক্তব্য শ্রবণ করিয়া এবং যথোচিত-কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া, পশ্চাৎ আপনি ভূমিদান করিবেন। হে মহারাজ! এই ব্যক্তি কখনই সাধারণ-দ্বিজ-নন্দনমাত্র নহেন। আপনি এই মহাত্মাকে বিপ্ররূপী জনার্দ্দন বলিয়াই জানিবেন। এই বিপ্ররূপী জনার্দ্দনদেব স্বীয়-বৈষ্ণবীমায়া-সাহায্যে বামন-রূপ-ধারণ করিয়া, আপনার নিকটে সমাগত হইয়াছেন। হে ভূপতে! ইনি যে আপনার নিকটে বারম্বার ত্রিপাদ-পরি-সম্মিতা-ভূমি যাচ্‌ঞা করিতেছেন, আপনি নিশ্চিতই জানিবেন, ইঁহার এই পাদত্রয়-পরিমিত-ভূমিপ্রার্থনার মূলে ইন্দ্রের কার্য্যসাধনলক্ষণ-গূঢ়তর উদ্দেশ্য সুনিহিত রহিয়াছে। হে মহারাজ! যদি পুনঃ আপনাকর্ত্তৃক ত্রিপাদ-পরিসম্মিতা ভূমি এই দ্বিজ-রূপী জনার্দ্দনদেবকে প্রদত্তা হয়, তাহা হইলে, ত্রিপাদ-ভূমিচ্ছলে এই অতি-খর্ব্ব-দ্বিজ-বামনরূপী জনার্দ্দনদেব ইন্দ্রকে দান করিবার জন্য নিশ্চিতই আপনার ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য গ্রহণ করিবেন।

মহারাজ-বলি কহিলেন, হে গুরো! আমার কুলদেব এই বিষ্ণু আমার নিকট হইতে ছল-পূর্ব্বক-মদীয়-ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়া, কিরূপে ইন্দ্রকে সম্প্রদান করিবেন? দৈত্য-গুরু আচার্য্য শুক্র কহিলেন, হে মহারাজ! ইহ জগতে দেবকার্য্যানুরোধী বিষ্ণুর অসাধ্য কিছুই নাই। কিন্তু, হে মহারাজ! এই ত্রিপাদ-পরিমিত-ভূমি-প্রার্থনা-ব্যাপারেও নিশ্চিতই শ্রীবিষ্ণুদেব কিঞ্চিৎ দারুণ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। হে মহারাজ! আমার মনে হইতেছে যে, সেই ভগবান্,

বিষ্ণুদেব নিশ্চিতই অদিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, নিজমায়া-সাহায্যে বামন হইয়া, আপনার নিকট হইতে ভূমি-যাচনা করিতেছেন। অতএব হে রাজন্! আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, আপনার যদি ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য হইতে পরিচ্যুত হইবার বাসনা না থাকে এবং মনে মনে যদি আপনার এই ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আপনি কদাচ এই দ্বিজরূপী-বামনদেবকে ত্রিপাদ-পরিমিত-ভূমিদান করিবেন না।

মহামতি-বলি কহিলেন, হে গুরো! প্রথমতঃ আমি এই দ্বিজ-বামন-দেবকে ত্রিপাদ-পরিমিত-ভূমি-দান করিব বলিয়া, এক্ষণে সেই প্রতি-জ্ঞাত-ত্রিপাদ-ভূমি-দান না করিয়াই বা থাকি কিরূপে? আর ইনি যদি প্রকৃতপক্ষে ছলগ্রাহীই হন, তবে এই বামনদেবকে ত্রিপাদ-পরিমিত-প্রতিশ্রুত-ভূমি-দান করিই বা কিরূপে? মহারাজ-বলির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দৈত্য-দানব-পূজিত-শুক্রাচার্য্য ভূমি-দানে সমুদ্যত সেই বলিরাজকে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন। দৈত্যগুরু-শুক্রাচার্য্যের নিষেধবচন শ্রবণ করিয়া, সেই মহাত্মা মহামতি মহারাজ-বলি কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বনে অবস্থিতি-পূর্ব্বক মনে মনে অবশ্যই প্রতিশ্রুত-ভূমি-দান করিতে হইবে, এইরূপ নিশ্চয়ান্তে গুরু-শুক্রাচার্য্যকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে গুরো! যদি বাস্তবিক-পক্ষে ত্রিলোকপালক স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুদেব নিজমায়াবশে বামনরূপধারণ-পূর্ব্বক আমার নিকটে ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য যাচ্ঞা করেন, তবে তদপেক্ষা আমার আর অধিকতর কিরূপ সৌভাগ্য সম্ভবপর হইতে পারে? কিঞ্চ, যে বিষ্ণুদেবের প্রীতি-সমুদ্দেশে যৎকিঞ্চিৎ দান করিয়া, মানবগণ যে ফল প্রাপ্ত হন, সেই ফল যখন শাস্ত্রে অনন্ততমরূপে অভিহিত হইয়াছে, তখন আমি যদি সেই সাক্ষাৎ নারায়ণ-বামনরূপ-শ্রীবিষ্ণুদেবের কর-কমলে ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য-সম্প্রদান করি, তবে তদপেক্ষা আমার আর অধিকতর কীদৃশ-সৌভাগ্য সম্ভবপর হইতে পারে?

বিমূঢ়-বুদ্ধি-মানবগণই শ্রীবিষ্ণুদেবের সম্প্রীতি-সম্পাদন-কল্পে দানাদি-পুণ্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না বটে; কিন্তু যে সকল মহামতি-মানব-

দানবাদি পুরুষশ্রেষ্ঠ-শ্রীবিষ্ণুদেবের সম্প্রাতি-সম্পাদন-তৎপর-মানসে দান-ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, হে গুরো! তাঁহারা ক্বচিদপি দারিদ্র্যদুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত হন না। অতএব হে গুরো! আমি শ্রীমন্নারায়ণ-দেবের প্রীতি-সাধন অভিপ্রায়ে দ্বিজ-বামনরূপী সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুদেবের প্রীতি-সমুদ্দেশে তাঁহার-কর-কমলে অবশ্যই ত্রিপাদ-পরিমিত-ভূমি-দান করিব। গুরু শুক্রাচার্য্যকে এইকথা বলিয়া, দানবীর-মহারাজ-বলি শ্রীবিষ্ণুদেবের প্রীতি-সমুদ্দেশে সেই দ্বিজ-বামনরূপী শ্রীজনার্দ্দনদেবের শ্রীকর-কমলে ত্রিপাদ-সম্মিতা ভূমি দান করিলেন। শ্রীবামনদেবের অগ্নি-শরণার্থে ত্রিপাদ-পরিমিত-ভূমি-দান অভিপ্রায়ে মহারাজ-বলি-কর্ত্তৃক প্রদত্ত-সলিল তাঁহার পাণি-পঙ্কজে পতিত হইবামাত্র সেই বামনদেব "স্বস্তি", এই বলিয়া, ত্রিপাদ-ভূমি-গ্রহণ-পূর্ব্বক অবামনরূপ ধারণ করিলেন।

অনন্তর জগদীশ্বর ত্রিপাদ বিষ্ণুদেব সর্ব্বদেবময়-বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া, ত্রৈলোক্য-মণ্ডল আক্রমণ-পুরঃসর অবস্থিত হইলেন। এইসময়ে অর্থাৎ অবামনরূপ-ধারণাবসরে নিজ-সর্ব্বদেবময়রূপ-প্রদর্শন-পরায়ণ বিশ্বরূপে বিভাত শ্রীবিষ্ণুদেবের একটী পদ সহসা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলভেদ করিয়া, ঊর্দ্ধদেশে উত্থিত হইলে, লোকপিতামহ-ব্রহ্মা ঊর্দ্ধদেশগত সেই বিষ্ণুপদ-পঙ্কজে নিজ-কমণ্ডলুস্থিত সেই জল প্রদান করিলেন। এইরূপে শ্রীকমলাসনদেব-কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুদেবের ঊর্দ্ধগত-পদাম্বুজে স্বীয়-কমণ্ডলু-মধ্যস্থ-জল সমর্পিত হইলে, তৎকালে ব্রহ্মকমণ্ডলুগতা সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী নীরময়ী গঙ্গাদেবী শ্রীবিষ্ণুদেবের পরম-পদ প্রাপ্তা হইয়া, সেই পদ-কমলেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে সাপরাধপ্রায় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব ধর্ম্মপরায়ণ রাজা বলিকে কহিলেন, রাজন্! আমি ছল-পূর্ব্বক তোমার নিকট হইতে এই ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়া, অপরাধীপ্রায় হইয়াছি সত্য, কিন্তু আমি তোমার কুলদেবতা হইয়া, পাদৈক-সাহায্যে ভবদীয়-শিরঃ-সংস্পর্শন-পূর্ব্বক বলিতেছি যে, অধুনা তোমার ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্যোপভোগ-কাল সমাগত হয় নাই। অতএব হে বৎস! সম্প্রতি তোমার এই লোকত্রয়

ইন্দ্রের নিকটে ন্যস্ত-ন্যাসভূত অর্থাৎ গচ্ছিত স্বরূপে থাকিবে। যাবৎ দেবরাজ ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্যোপভোগকাল বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাবৎ দানবগণের সহিত তুমি বসুধাতলের নিম্নে সুতল-নামক-পাতালে গমন-পূর্ব্বক সেই স্থানে অবস্থিতি কর। হে বৎস! ত্রিপাদ-ভূমি-দান-সংকল্পান্তে আমার হস্তে তুমি যে সলিল দান করিয়াছ, তাহা আমি পাণি-সাহায্যে গ্রহণ করিয়াছি। এই কারণ-বশতঃ হে বলে! তোমার কল্প-প্রমাণ উত্তম আয়ুঃ হইবে এবং আমার অনুগ্রহে উত্তম-সুখ-স্বাস্থ্য-সম্পন্ন-কল্প-প্রমাণ আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া, বৈবস্বত-মন্বন্তরকাল সমতীত এবং সাবর্ণিক-মন্বন্তরকাল সমাগত হইলে, অষ্টমমনু-সূর্য্যতনয়-সাবর্ণির অধিকারকালে তুমি ইন্দ্র হইবে।

এইরূপে অষ্টম-মনুর সময়ে তোমার দেবরাজত্ব-লাভ হইবে জানিয়া, অধুনা তুমি পরিতাপ, বা চিন্তা-শূন্য-চিত্তে দানবগণের সহিত সুতলে গমন-পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি কর। হে বৎস! তৎকালে অর্থাৎ তোমার ভোগ-কাল উপস্থিত হইলে, তুমি তোমার এই লোকত্রয় পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। সম্প্রতি আমি তোমার নিকট হইতে যে ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়া, ন্যাস-স্বরূপে ইন্দ্রকে দান করিলাম, তোমার ভোগ-কাল উপস্থিত হইলে, এই ন্যস্ত-ত্রৈলোক্য-সাম্রাজ্য পুনরপি তোমার হস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক আমি তোমাকে দেব-রাজত্ব, বা ইন্দ্র-পদ-প্রদান করিব। মহারাজ-বলি শ্রীবিষ্ণুদেবের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, শ্রীবিষ্ণুদেবকে প্রণাম-পূর্ব্বক সর্ব্ব অসুরগণসহ পাতালতলে গমন করিলেন। এদিকে ভগবান্ বিষ্ণুদেবও ত্রিদশগণসহ নিজ-বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন এবং লোক-পাবনী-গঙ্গাদেবী তাঁহার পদ-পঙ্কজেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে চতুঃপঞ্চাশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

ত্রিলোক-তারিণী পতিত-পাবনী শ্রীমতীগঙ্গাদেবী এইরূপে শ্রীবিষ্ণু-দেবের পাদ-পঙ্কজে অবস্থিতা হইলে, ত্রিদশ-বন্দিত-লোকবিধাতা ব্রহ্মা তাঁহাকে হরি-তনু-প্রাপ্তা অবগত হইয়া এবং তৎকালে নিজ-কমণ্ডলু শূন্য অবলোকন করিয়া, ক্ষণকালযাবৎ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই দ্রবময়ী-গঙ্গা পুণ্যা হইতেও পুণ্যতমা ত্রিলোক-দুর্ল্লভা এবং ধন্যতমা। ইনি ইতঃপূর্ব্বে আমারই কমণ্ডলু-মধ্যে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন। সম্প্রতি এই গঙ্গাদেবী স্বয়ং হরি-পদাম্ভোজ প্রাপ্তা হইয়া, সেই পাদ-পঙ্কজেই নিশ্চলা হইয়াছেন। নিশ্চিতই এই গঙ্গাদেবী স্বয়ং নদীরূপা হইয়া, স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং রসাতল পবিত্র করিয়া, সিন্ধু-সঙ্গম প্রাপ্তা হইবেন। অতএব আমি তপস্যা-সাহায্যে আরাধনা করিয়া, নিশ্চিতই দেবী-সুরেশ্বরী-গঙ্গাকে পুনরপি শ্রীবিষ্ণুদেবের পদ-পঙ্কজ হইতে দ্রাবিতা, বা নিঃসারিতা করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া, সেই লোক-পূজিত-বিধি বৈকুণ্ঠলোকে গমন-পূর্ব্বক বিষ্ণু-তনু-স্থিতা গঙ্গাকে প্রার্থনা, বা আরাধনা-দ্বারা সন্তুষ্টা করিতে অগ্রসর হইলেন।

অনন্তর বিধি-কৃত-বহু-কাল-ব্যাপিনী আরাধনার পরে ত্রৈলোক্য-পাবনী গঙ্গাদেবী তপঃ-পরায়ণ-ব্রহ্মার নয়ন-গোচরে আবির্ভূতা হইয়া, লোকপিতামহ-ব্রহ্মাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইরূপবাক্য বলিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে, আমি এক্ষণে কিয়ৎকাল বিষ্ণু-শরীরে অবস্থিতি করিব। অনন্তর আমি দ্রবময়ীরূপে বিষ্ণু-পাদাম্বুজ হইতে নিঃসৃতা হইয়া, নিঃসংশয় এই লোকত্রিতয়কে পাবিত করিব। আমি অমিত-তেজাঃ রাজা ভগীরথ-কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া, ধরণীতলে গমন করিব এবং ভাগীরথীনামে বিখ্যাতা হইব। কিঞ্চ, আমি লোক-সকলের পরিত্রাণ হেতু পৃথিবীতলে গমন-পূর্ব্বক সাগর-গর্ভের পূর্ণতা-সম্পাদন করিয়া, সিন্ধু-সঙ্গ-প্রাপ্তির অনন্তর পাতালে প্রবেশ করিব এবং মহারাজ-

ভগীরথের পিতৃ-পুরুষগণের উদ্ধার-সাধন করিব। ব্রহ্মা কহিলেন, হে সুরোত্তমে! আমিও জ্ঞান-দৃষ্টি-দ্বারা অবগত হইতেছি যে, আপনি মহা-রাজ-ভগীরথের কীর্ত্তি সম্বর্দ্ধিতা করিবেন। অপিচ, হে শিব-সুন্দরি! আমিও তজ্জন্য আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি পুনরপি বিষ্ণু-পাদ-পঙ্কজ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া, ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে অবতীর্ণা হইবেন। অনন্তর ভগবতী-গঙ্গাদেবী অচির-কাল-মধ্যে সেইস্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন এবং সর্ব্বলোক-পিতামহ-ব্রহ্মাও ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

অতঃপর অর্থাৎ উপরিতন-গ্রন্থে বিবৃত-ঘটনার কিছুকাল-পরে অমিত-তেজাঃ-মুনি-শ্রেষ্ঠ-কপিল-কর্ত্তৃক ভস্মীভূত উদ্ধতচেষ্টিত-পিতৃগণের উদ্ধার-সাধন অভিপ্রায়ে সগর-বংশ-জাত-যতাত্মা মহাত্মা-মহারাজ-ভগীরথ গুরু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, বিষ্ণু-তনু-প্রাপ্তা গঙ্গাদেবীকে দ্রবময়ীরূপে ক্ষিতি-তলে আনয়ন করিবার জন্য দীর্ঘকাল-ব্যাপী কঠোরতর-তপশ্চরণ-সাহায্যে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেবের আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণুদেব পুণ্যতমাত্মা মহারাজ-ভগীরথের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, সহসা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। শঙ্খ-চক্র-গদাধর-জগন্নাথ ভগবান্ বিষ্ণুদেবকে সম্মুখে সমাগত হইতে দেখিয়া, মহারাজ-ভগীরথ বন-মালা-বিরাজিত, পীতাম্বরধারী, সুপর্ণস্থ-বিষ্ণুদেবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, বিবিধ-স্তুতি-বচনে তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ-ভগীরথ কহিলেন, হে দেব! অদ্য আমার জন্ম, কর্ম্ম এবং তপস্যা সফলা হইল। কারণ, আপনি দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ যোগি-ধ্যেয়-পরম-বস্তু, অথচ আমি আপনাকে এই লৌকিক-লোচন-যুগল-সাহায্যে অবলোকন করিতেছি। ইত্যাদি-বহু-বিধ-স্তুতি-বাক্য-দ্বারা মহারাজ-ভগীরথ-কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া, জগদীশ্বর শ্রীবিষ্ণুদেব অরিন্দম-নৃপশার্দ্দূল-ভগীরথকে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার অভিলষিত-বর কি? অধুনা তাহা প্রার্থনা কর। আমি তোমার ভক্তিভাব-বশে প্রীতি-পূর্ব্বক নিশ্চিতই তোমাকে অভিলষিত-বর-প্রদান করিব।

রাজা কহিলেন, হে প্রভো! আমার পিতৃ-পুরুষগণ ব্রহ্ম-শাপবশতঃ

ভস্মীভূত হইয়া, অধো-গতি-প্রাপ্ত হইয়াছেন। এজন্য আমি আমার পিতৃ-পুরুষগণের নিষ্কৃতি অভিপ্রায়ে ত্রৈলোক্য-পাবনী-দ্রবময়ী-গঙ্গাদেবীকে ক্ষিতিতলে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছি। পরন্তু সেই পতিত-পাবনী-গঙ্গাদেবী আপনার বর-তনু অনুপ্রাপ্তা হইয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব প্রথমতঃ লোক-পিতামহ-ব্রহ্মার কমণ্ডলু-মধ্যে কৃতাবাসা এবং অধুনা ভবদীয়-দেহে কৃতালয়া সেই গঙ্গাদেবীকে আপনি যদি দান করেন, তবেই আমার পিতৃ-পুরুষগণ তাঁহার সুপবিত্র-সলিল-সংস্পর্শে পূততম হইয়া, পরম-পদ-প্রাপ্ত হইতে পারেন। হে দেব! আপনি ত প্রণত-জনগণের প্রতি সর্ব্ব-ভাবেই সর্ব্বদা কৃপা করিয়া থাকেন। অতএব হে জগন্নাথ! আমার অন্তরে এইমাত্রপ্রার্থনা বিদ্য-মানা রহিয়াছে যে, আমার পিতৃগণের উদ্ধার-সাধনার্থ আমি আপনার নিকট হইতে বাঞ্ছিতার্থপ্রদা-গঙ্গাদেবীকে লাভ করিয়া, যাহাতে ধরাতলে লইয়া যাইতে সমর্থ হই, আপনি আমার প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ করুন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

মহারাজ-ভগীরথের উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন-শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব কহিলেন, বৎস! স্বয়ং-দ্রবময়ী-গঙ্গাদেবী আমার শরীর হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া, ক্ষিতিতলে গমন-পূর্ব্বক তোমার পিতৃগণের উদ্ধার-সাধন করিবেন সত্য; পরন্তু হে মহারাজ! তুমি একাগ্র-চিত্তে দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভা পরমারাধ্যা সেই গঙ্গাদেবীকে, তথা সর্ব্বামর-শিরোমণি দেব-দেব-জগৎ-পতি-শ্রীশঙ্করদেবকে আরাধনা-সাহায্যে পরিতুষ্ট কর। হে ভগীরথ! তুমি যদি আমার উপদেশ অনুসারে ভগবতী-গঙ্গাদেবী এবং প্রভু-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবকে প্রার্থনা-দ্বারা পরিতুষ্ট করিতে পার, হে মহারাজ! তবেই তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সুসিদ্ধ হইবে, নচেৎ তোমার মনোরথের পূর্ণতা-সম্পাদন সম্ভবপর হইবে না।

ভগবান্ পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুদেব এইরূপে মহারাজ-ভগীরথকে বর-দান করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমীপ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে মহারাজ ভগীরথও হিমালয়-পর্ব্বতের উত্তর-শিখরে গমন করিয়া, সংযত-মানসে শ্রীমতীগঙ্গাদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে মহারাজ-ভগীরথ সুদুশ্চর-তপশ্চরণে আত্ম-নিয়োগ করিয়া, তীব্রতর-তপস্যা করিতে করিতে, বহুসহস্র-সম্বৎসর অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর দিব্যমানে বহুসহস্র-বৎসর বিগত হইলে, শ্রীশঙ্করদেবের শক্তি-স্বরূপিণী, স্মিত-বিকসিতাননা সরিদ্বরা-দেবী গঙ্গা মহারাজ-ভগীরথের প্রতি প্রসন্না হইলেন। কিঞ্চ, স্মিত-শোভনা সুপ্রসন্ন-মানসা দেবী-গঙ্গা মহারাজ-ভগীরথের নয়ন-গোচরতা অনুপ্রাপ্তা হইয়া, যত-মানস রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্ তোমার যে বর অভিলষিত, অবিলম্বে তুমি সেই বর প্রার্থনা কর। ভো মহারাজ! আমি এইক্ষণেই তোমাকে তোমার অভিবাঞ্ছিত-বর-প্রদান করিব।

রাজা কহিলেন, হে মাতঃ শিব-সুন্দরি! আপনি যদি আমার

প্রতি সুপ্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আপনি শ্রীবিষ্ণুদেবের পাদ-পঙ্কজ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া, আমার সহিত ধরাতলে আগমন্ করুন। অপিচ, বসুধা-মণ্ডলে গমন-পূর্ব্বক ধরণী-দেবীকে পবিত্রা করিয়া, বিবর-প্রদেশে প্রবেশের অনন্তর মহামুনি-কপিলদেব-কর্ত্তৃক ভস্মসাৎ-কৃত পিতৃ-স্থলাভিষিক্ত-মদীয়-পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্ধার-সাধন করুন। হে ত্রিদশ-সংস্তুতে! আপনি যদি প্রসন্না হইয়া, আমার পিতৃ-পুরুষগণের নিস্তার করেন, তাহা হইলেই, আমি কৃতকৃত্য হইতে পারি। হে ত্রিদশবন্দিতে! আপনার নিকটে আমার যে বর প্রার্থনীয়, এই সেই বাঞ্ছিত-বর আমি আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। গঙ্গাদেবী কহিলেন, হে মহারাজ! তাহাই হউক, অর্থাৎ তুমি যাদৃশ-বর-প্রার্থনা করিয়াছ, তাদৃশ বরেই তুমি বরবান্ হও, হে রাজন্! আমি তোমাকে তোমার অভিলাষানুরূপ বরই প্রদান করিলাম। কিন্তু, হে রাজন্! তুমি ইহা নিশ্চিত জানিবে যে, আমি বিষ্ণুপাদ-পঙ্কজ হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া, তোমার পূর্ব্বতম-পিতৃপুরুষগণকে ব্রহ্মশাপ-মহার্ণব হইতে নিশ্চিতই সমুদ্ধৃত করিব। তথা তোমার প্রার্থনানুসারে যেহেতু আমি বিষ্ণু-পাদপদ্ম হইতে বিনির্গতা হইয়া, ক্ষিতিতলে অবতীর্ণা হইব, সেই হেতুবশে আমি তোমার কন্যারূপেও পরিচিতা হইব, জানিবে। অতএব লোকত্রয়ে আমার "ভাগীরথী," এই নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিবে।

পক্ষান্তরে হে মহারাজ! তুমি সর্ব্বজগদীশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের সমীপে গমন করিয়া, তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চেষ্টা কর। কারণ, তিনি আমার প্রিয়তম-পূজনীয়-ভর্ত্তা এবং আমি তাঁহার আদেশ-বশ-বর্ত্তিনী পত্নী। অতএব আমি সেই প্রভু-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের আদেশ-ব্যতীত তোমার সহিত গমন করিতে পারিব না। হে রাজন্! এই জন্যই আমি বলিতেছি যে, তুমি শ্রীশঙ্করদেবকে সুপ্রসন্ন করিবার নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হও। হে ভূপতে! শ্রীশঙ্করদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হইলে, তুমি মেরু-শৃঙ্গে সমারোহণ-পূর্ব্বক যখন জলদ-নিস্বন-শঙ্খ নিনা-দিত করিবে, তৎকালমাত্রেই আমি বিষ্ণু-পাদ-পদ্ম হইতে জল-রূপিণী, বা দ্রবময়ী-রূপে বিনির্গতা হইয়া, ব্রহ্মাণ্ড-নির্ভেদানন্তর অতিবেগে তোমার

অনুগমন-পুরঃসর বসুমতীতলে গমন করিব। অপিচ, হে মহারাজ! আমি সাগর-গত-বিবর-প্রদেশ প্রাপ্তা হইয়া, তোমার পিতৃ-পুরুষগণের উদ্ধার-সাধন-পূর্ব্বক তোমার কীর্ত্তি-বিবর্দ্ধন করিতে করিতে, পাতালতলে প্রবেশ করিব। এইকথা বলিয়া, সেই শ্রীশঙ্কর-গেহিনী ভগবতী গঙ্গাদেবী মহারাজ-ভগীরথের সমক্ষে দেখিতে দেখিতে, তৎকালমাত্রেই অন্তর্হিতা হইলেন।

এদিকে পিতৃ-পুরুষগণের কীর্ত্তি-বর্দ্ধন ভূপাল-প্রবর-ভগীরথ শ্রীমতী-গঙ্গাদেবীর প্রত্যক্ষতঃ দর্শনলাভ-প্রযুক্ত নিজ আত্মাকে কৃতকৃত্যপ্রায় মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর গঙ্গাদেবীর আজ্ঞা-বশতঃ ধর্ম্মাত্মা সেই রাজা ভগীরথ সেই হিমালয়-পর্ব্বতেরই উত্তর-শিখরে শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। কঠোরতরতপঃ-পরায়ণ নিয়তাত্মা মহামতি ভগীরথ নীরাহারে শতসম্বৎসরকাল অতিবাহিত করিলে, পশ্চাৎ অব্যয়াত্মা প্রভু-শ্রীশঙ্করদেব মহারাজ-ভগীরথের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। কিঞ্চ, সর্ব্বদেবেশ্বর পঞ্চানন শ্রীবৃষভধ্বজদেব সুপ্রসন্ন অন্তঃকরণে মহারাজ-ভগীরথের প্রত্যক্ষ-গোচরে আবির্ভূত হইলে, সগরবংশজ-মহাত্মা মহারাজ-ভগীরথ রজতাচলকল্প, পঞ্চ আনন-মণ্ডলে সমুদ্দীপ্ত, হস্তে ত্রিশূলশোভী ব্যাঘ্রাজিন-পরিধায়ী, জটা-মণ্ডল-মণ্ডিত-মস্তক সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি-ভূষিত, কণ্ঠে নীলবর্ণ, আস্যপঞ্চকে মধুর-হাস্যযুক্ত, নাগেন্দ্র-ভূষণে আভূষিত, চারু-চন্দ্রার্দ্ধ-কৃত-শেখর সেই শ্রীশঙ্করদেবকে দর্শন করিয়াই, দণ্ডবৎ ভূমিতলে পতিত হইয়া, অষ্টোত্তর-সহস্রনাম-স্তোত্র-দ্বারা সর্ব্বসুরোত্তম সর্ব্বদেব-দেবেশ্বর সর্ব্বতঃ পরিপূর্ণ শ্রীমহেশ্বরদেবের স্তুতি করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে ষট্‌পঞ্চাশ অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়

অনন্তর মহারাজ-ভগীরথ-কর্ত্তৃক "নমস্তে পার্ব্বতীনাথ! দেবদেব! পরাৎপর! অচ্যুতানঘ! পঞ্চাস্য! ভীমাস্য! রুচিরানন! ইত্যাদি, "জগতামেক-পুরুষো, জগতাং জীবনাত্মকঃ। প্রসীদ ত্বং জগন্নাথ! জগদ্‌যোনে! নমোঽস্তু তে।" ইত্যন্ত-সহস্রনাম-স্তোত্র-দ্বারা সংস্তুত হইয়া, সুপ্রসন্ন-মুখাম্বুজ-শ্রীশঙ্করদেব বিস্পষ্টরূপে তাঁহার নয়ন-পথ-গামী হইলেন। মহারাজ-ভগীরথ ভুজঙ্গাঙ্গদ-ভূষিত, বৃষভ-বরাধিরূঢ়, সুপ্রসন্নাস্য, শ্বেত-রুচি, পঞ্চানন, ত্রিদশৈকনাথ সেই সর্ব্বজগৎপতি শ্রীশঙ্করদেবকে বিলোকন করিয়াই, প্রোদ্‌গত-পরমানন্দভরে ধরণীতলে নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, বসুধাধীশ্বর-শ্রেষ্ঠ-ভগীরথ শ্রীশঙ্করদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে পরমেশ্বর! অদ্য আমার জপ, তপঃ, হোম এবং মনুষ্যজন্ম, এই সমস্তই সুসার্থক হইল। কারণ, আপনি আমার নেত্র-গোচর হইয়াছেন। আমি এই চর্ম্ম-চক্ষু-দ্বয়-সাহায্যে আপনাকে সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিতেছি। হে দেব! আপনি স্বয়ং পরমেশ্বর-স্বরূপে বেদে পরিগীত হইয়াছেন, অথচ আমি যখন আপনার শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলাবলোকনে অধিকারী হইয়াছি, তখন রসাতলে, মহীতলে, বা স্বর্গ-লোকে আমার তুল্য সুখ-সৌভাগ্যবান্ পুরুষ অপর কে আছেন? হে দেব! আপনি সুরাসুরগণেরও দুর্ল্লভ-দর্শন হইয়া, পরাৎপর পূর্ণতম এবং নিরাময় হইয়াও, যখন আমার নয়ন-গোচর হইয়াছেন, তখন ইহা সুনিশ্চিত যে বর্ত্তমান-সময়ে ত্রিজগতী-তলে আমার সমান সুখ-সৌভাগ্যবান্ পুরুষ অপর কেহই নাই।

অনন্তর সর্ব্ব-সুরেশ্বরেশ্বর প্রপন্নার্ত্তিহর শ্রীপরমেশ্বরদেব উক্তরূপে প্রতিভাষমাণ সেই পৃথিবী-পতি-প্রবর-ভগীরথকে এইকথা বলিলেন যে, হে পুত্র! তোমার মনোবাঞ্ছিত-বর কি আছে? তাহা প্রার্থনা কর, আমি অবিলম্বে তোমাকে তোমার অভীষ্টবর-প্রদান করিতেছি।

মহারাজ ভগীরথ কহিলেন, হে পরম-মহেশ্বর! পূর্ব্বকালে মহামুনি-কপিল-মহারাজের শাপ-বশে আমার পূর্ব্ব-বংশ-জাত দেব-সমান-বিক্রম-সম্পন্ন মহাবল-পরাক্রম সগর-পুত্রগণ পাতাল-রন্ধ্রে ভস্মীভূত হইয়াছেন। মদীয় সেই পিতৃ-পুরুষগণের নিস্তারণ-কামনা-প্রেরিত হইয়া, আমি সুরেশ্বরী-ভগবতী গঙ্গাদেবীকে এই ধরণীতলে অভিনয়ন, বা আনয়ন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। পরন্তু দেবী-সুরেশ্বরী গঙ্গা আপনার প্রাণৈক-বল্লভা এবং মনোবৃত্ত্যনুসারিণী প্রিয়তমা-পত্নী, বা পরমা শক্তিস্বরূপা; সুতরাং হে ভগবন্! তিনি অর্থাৎ ভগবতী গঙ্গাদেবী আপনার অনুমতি-ব্যতীত ধরাধর-সঙ্কুল-ধরণীতলে কোন ক্রমেই আগমন করিতে সমর্থা হইতেছেন না। অতএব হে ভক্তানুকম্পিন্! বর-স্বরূপে আমি আপনার নিকটে এইমাত্র ইচ্ছা, বা প্রার্থনা করিতেছি যে, মহাদেবী মহেশ্বরী ভগবতী শ্রীমতীগঙ্গা মহাবেগবতী মহানদীরূপে ক্ষিতিতলে সমাগতা হইয়া, পূর্ব্ব-কথিত সেই পাতালবিবরে প্রবেশ-পূর্ব্বক "পুনাতু সর্ব্বান্ সগরস্য পুত্রান্", সগর-রাজের পুত্র-সকলকে পবিত্র করুন।

পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব মহারাজ-ভগীরথের উক্তরূপ-বর-প্রার্থনা-বচন-শ্রবণ করিয়া, ক্ষিতিপাল-পুঙ্গব-ভগীরথকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে বৎস! আমার পূর্ণ-প্রসাদবশে অচিরকালমধ্যে তোমার এই মনোরথ অবশ্য পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তু, হে নৃপ! মর্ত্ত্য-লোক-নিবাসী মানব-গণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি ত্বৎকৃত এই স্তোত্রদ্বারা আমার স্তব করিবে, আমার প্রসাদবশে অবশ্যই সেই মানব-নিচয়ের সমস্ত-মনোরথ অচির-কালমধ্যে পরিপূর্ণ হইবে। শ্রীমন্মহেশ্বরের নিকট হইতে এইরূপে বাঞ্ছিত-বর-লাভ করিয়া, পরম-প্রহৃষ্ট-মানস মহারাজ-ভগীরথ ভূমিতলে দণ্ডবৎ প্রণিপাত-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে দেবদেব! অদ্য আমি আপনার প্রসাদবশে পরম-পবিত্র ও ধন্য হই-লাম। অনন্তর ত্রিদশৈকনাথ শ্রীশঙ্করদেব দেখিতে দেখিতে, মহারাজ-ভগীরথের সমক্ষে ক্ষণকালমধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে মহারাজ-ভগীরথও গঙ্গানয়নার্থ অন্যান্য-প্রয়োজনীয়-কার্য্যে মনো-নিবেশ করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

অনন্তর পুণ্যাত্মা মহাত্মা মহারাজ ভগীরথ জ্যৈষ্ঠমাসে শুক্লপক্ষে শুভ-মঙ্গলবাসরে হস্তা-নক্ষত্রযুক্ত-শুভ-দশমী-তিথি-যোগে মহাস্বন অর্থাৎ মহা-রাব-দিব্য-শঙ্খ-প্রধ্মাপিত, বা ধ্বনিত করিয়া, দিব্যাতিদিব্য-রথবরে আরোহণ করিলেন। মহাবলে বলীয়ান্‌, রাজন্য-কুল-তিলক, ধন্যতম, কাক-পক্ষ-ধর, সুপ্রসন্ন-মুখাম্বুজ, রাজ-বর্য্য, রাজর্ষি, আরক্ত-লোচন, সুপরিচ্ছদ-শোভী, শ্যাম-বর্ণ-বিভূষিত, রুচির-দর্শন, তেজস্বি-প্রবর, উজ্জ্বল-মুকুট-মণ্ডিত-মস্তক, সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, মহাবাহু-মহারাজ-ভগীরথ রথস্থ হইয়া, নিজামিত-তেজঃ-পুঞ্জ-সাহায্যে মধ্য-গগন-গাত্র-গত-প্রখরতর-মরীচি-মালা-মালিত-প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-প্রায় অতিতরাং বিরাজিত হইলেন। কিঞ্চ, মহারাজ-ভগীরথ যেমন অনন্ত-স্বর্গীয়-শারীর-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-কান্তি-প্রভা-প্রাচুর্য্যবশে নিতরাং বিরাজিত হইলেন, মহারাজ-ভগীরথের সুমেরু-শৃঙ্গ-সঙ্কাশ-নানা-রত্ন-বিভূষিত-বিমলাভাস-রথ-রাজও সেইরূপ স্বগত-কান্তি-কলাপ-প্রাচুর্য্যে অতীব-রমণীয়তররূপে বিরাজিত হইল। সপ্তাশ্ববাহন-দিবাকরদেবের রথরাজ যেমন চিত্র-ধ্বজ-পতাকা-সহস্র-সাহায্যে সতত-শোভিত এবং কনক-ভূষণ-বিভূষিত অশ্বসপ্তকে সংযুক্ত, মহারাজ-ভগীরথের সর্ব্ব-রথোত্তম-রথও সেইরূপ চিত্র-ধ্বজ-পতাকা-সহস্রে পরিশোভিত এবং কনক-ভূষণ-সমূহে ভূষিত অশ্ব-রত্ন-নিকরে সমলঙ্কৃত হইয়া, পরম-কমনীয়-কোমল-কান্তি-কলাপ-প্রাচুর্য্যে অপূর্ব্ব-শোভা প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

এইরূপ অবসরে ভূত-ধাত্রী-ধরিত্রীদেবী, মহারাজ-ভগীরথ ভগবতী-গঙ্গা-দেবীকে ভূমণ্ডলে আনয়ন করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন, এই সংবাদ অবগতা হইয়া, দিব্যরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গমন করিলেন এবং ক্ষৌণী-দেবী নৃপ-সত্তম-ধর্ম্মাত্মা ভগীরথকে প্রণাম করিয়া, সুরুচির-বাক্য-কথন-সাহায্যে তাঁহার নিকটে স্বীয় অভিপ্রায়প্রকাশনে প্রবৃত্তা হইলেন। ধরণীদেবী কহিলেন, হে রাজন্‌! মহাত্মন্‌! আপনি

মহীক্ষিৎগণের মধ্যে সাক্ষাৎ ধর্ম্মময়-মহামহিম মহান্ মহীপাল। হে রাজন! আমি অবগতা হইলাম যে, আপনি সগর-বংশ-জাত আপনার পূর্ব্বতন-পিতৃ-পুরুষগণকে কপিল-মুনির শাপার্ণব হইতে সমুদ্ধৃত করিবার জন্য যেখানে সগর-পুত্রগণ ভস্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পাতাল-বিবর-দ্বারে বিষ্ণু-দেহ-কৃতাশ্রয়া ধন্যা পুণ্যতমা ভগবতী গঙ্গা-দেবীকে আনয়ন করিবেন। হে ভূপতে! এই গঙ্গাবতরণ-ব্যাপারে আপনার নিকটে বিনীতভাবে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, অবতরণকালে ভগবতী গঙ্গাদেবী চতুর্দ্দিকেই ধারা-চতুষ্টয়ে আসমুদ্র প্রবাহিণী হইয়া, যাহাতে আমাকে পবিত্রা পূতা করেন, হে পুণ্যাত্মন্! আপনি তথাবিধ-বিধান, বা ব্যবস্থা-প্রণয়ন করিবেন।

মহারাজ-ভগীরথ কহিলেন, সেই শাম্ভবী-মহাশক্তি দ্রবরূপিণী-গঙ্গা-দেবী যে সময়ে শ্রীবিষ্ণুদেবের পাদ-পদ্ম হইতে নিঃসৃতা হইয়া, মেরু-শৃঙ্গে পতিতা হইবেন, হে পৃথিবি! তৎকালে তুমিও সেই দেবী-সুরেশ্বরী ভগবতী-গঙ্গার সম্যক্ আরাধনা করিবে। তথা হে দেবি! তৎকালে আমিও তোমার জন্য বিশেষরূপে দেবী-সমীপে প্রার্থনা করিব। কিঞ্চ, হে দেবি! ত্বৎকৃতা আরাধনার অনন্তর আমি যদি তোমার প্রতি অনু-গ্রহ-প্রকাশার্থ ভগবতী গঙ্গাদেবীর নিকটে প্রার্থনা করি, তাহা হইলে, শ্রীমতীগঙ্গাদেবী অবশ্যই তোমার পক্ষে যথেষ্ট শুভফলদায়িনী হইবেন। হে ধরিত্রি! সম্প্রতি আমি ভগবতী-গঙ্গাদেবীকে ক্ষিতিতলে আনয়ন করিবার জন্য আনন্দ-পূর্ণ-মানসে স্বর্গপুরে গমন করিতেছি। অতএব তুমিও সেই স্বর্গ-স্থানে উত্তমা-ভগবতী গঙ্গাদেবীর নিকটে ভক্তি-পূর্ব্বক নিজ-প্রার্থনা জানাইবার নিমিত্ত আমার সহিত আগমন কর। মহারাজ-ভগীরথ-কর্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, সেই সুপ্রসন্ন-মুখাম্বুজা ভগবতী-ক্ষৌণীদেবী স্বর্গ-পুর-গমনে স্থিরতরা-মতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এদিকে মহারথি-প্রবর মহারাজ-ভগীরথও স্বীয়-সারথিকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবল! তুমি অশ্ব-সকলকে পরিচালিত করিয়া, শীঘ্রগতি স্বর্গলোকে মদীয়-রথবরকে উপনীত কর। উক্তরূপ-রাজাদেশ শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ সারথি-প্রবর ক্ষিপ্রগতি তুরগোত্তম-

সকলকে স্বর্গপথে পরিচালিত করিলেন। অনন্তর মনো-মারুত সমান-প্রকৃষ্ট-বেগ-সম্পন্ন অব্যগ্র অশ্ব-সকল সারথি-কর্তৃক পরিচালিত হইলে, মহারাজ-ভগীরথের সেই রথোত্তম সহসা মেরু-শৃঙ্গে উপনীত হইল। মহারাজ-ভগীরথ যখন দেখিলেন, তাঁহার মহারথ মেরু-পৃষ্ঠ সম্প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি বারত্রয় আচমন-পূর্ব্বক শুচি-ভাব-সম্পন্ন হইয়া, পবিত্র-হৃদয়ে ভগবতী-গঙ্গাদেবীর পুণ্য-প্রদনাম-স্মরণান্তে যুগান্ত-কালীন-জলদ-গর্জ্জনোপম-মহাস্বন-সম্পন্ন মহাশঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন। এদিকে মহারাজ-ভগীরথ-কর্তৃক প্রধ্মাপিত সেই মহাশঙ্খের মহানাদ যে সময়ে বৈকুণ্ঠনগর সমনুপ্রাপ্ত হইল, তৎকালমাত্রেই নীররূপিণী প্রকৃতিদেবী দ্রব-রূপিণী স্বয়ং গঙ্গাদেবী বিষ্ণু-পাদাম্বুজ হইতে নিঃসৃতা হইয়া, কল-কল-নাদ করিতে করিতে, মহাবেগে মেরুশৃঙ্গে নিপতিতা হইলেন। স্বকৃত-শঙ্খশব্দশ্রবণমাত্রেই দ্রবাত্মিকা ভগবতী গঙ্গাদেবীকে মহাবেগে মেরু-পৃষ্ঠে নিপতিতা হইতে দেখিয়া, মহারাজ-ভগীরথ শঙ্খ-বাদন বন্ধ করিয়া, পরম-প্রহৃষ্টান্তঃকরণে কৃত-কৃত্য-বোধে পরমানন্দভরে নৃত্য করিতে লাগিলেন। রাজা নৃত্যপরায়ণ হইলে, শঙ্খ-শব্দ বিরত হইলে, দ্রব-রূপিণী-গঙ্গাদেবীও বেগ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কিয়ৎকাল সেই সুমেরু-শীর্ষকে বিশ্রামার্থ অভিলাষিণী হইলেন।

এইরূপ অবসরে ধরিত্রীদেবী সুযোগপ্রাপ্তা হইয়া, ত্রৈলোক্য-পাবনী গঙ্গাদেবীর সমীপে গমনপূর্ব্বক এই বক্ষ্যমাণস্তোত্র-সাহায্যে ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। ধরণী কহিলেন, হে দেবি! জগদ্ধাত্রি! ব্রহ্মরূপে! সুরেশ্বরি! ভগবতি! গঙ্গে! আপনি লোক-নিস্তারণার্থ দ্রব-রূপা হইয়াছেন, আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন। যে ব্যক্তি ভক্তি, অথবা অভক্তি-পূর্ব্বকও আপনার জল-কণিকা স্পর্শ করে, সেই ব্যক্তিও অনায়াসে মুক্তিলাভে সমর্থা হইতে পারে। অতএব হে দেবি! গঙ্গে! আপনাকে নমস্কার। পাপাত্মা হইলেও, যে সকল-লোক একবার মাত্রও আপনার তরলতর-গাঙ্গ-জল-তরঙ্গভঙ্গ দৃষ্টি-সাহায্যে দর্শন করে, সেই সকল-ব্যক্তি কদাপি ধর্ম্মরাজ-যম-কর্তৃক দণ্ডনীয় হইতে পারে না। অতএব হে দেবি! গঙ্গে! আপনাকে নমস্কার। দ্রবরূপিণী-

প্রকৃতি-বোধে যে সকল-ব্যক্তি সদ্‌ভক্তি-পূর্ব্বক আপনার সুর-বর-নরারাধ্য-শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে প্রণাম করে, তাহাদিগের দুর্গতি, বা যমরাজ হইতেও ভীতি কদাপি সম্ভবপরা হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে হে দেবি! আপনার শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে প্রণামকারী জন পরম-মোক্ষ-পদ-লাভে সমর্থ হইয়া থাকে। অতএব হে দেবি! গঙ্গে! আপনার শ্রীপাদ-পঙ্কজে আমার পুনঃ পুনঃ প্রণতি রহিল। হে দেবি! আপনি সর্ব্বভূতাশয়স্থিতা একমাত্র-পরমা-শক্তি এবং অবিদ্যাবন্ধচ্ছেদনী পরমাবিদ্যা-স্বরূপে শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিতা হইয়াছেন। অতএব হে গঙ্গে! আপনাকে নমস্কার। হে দেবি! আপনি বিষ্ণু-পাদার্ঘ্য-সম্ভূতা, বিষ্ণু-দেহ-কৃতালয়া বিশ্বাত্মিকা এবং ত্রিজগদ্‌বন্দ্যা। অতএব হে দেবি! গঙ্গে! আপনাকে বারম্বার নমস্কার। হে দেবি! আপনার প্রতি যাহাদের ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধা ও মতি অক্ষুণ্ণা আছে, তাহারা কখনই মৃত্যু-বশতাপন্ন হয় না এবং আপনার প্রসাদ-বশে তাহাদের অধঃপতন, দুঃখ, বা ভয় কদাপি সম্ভাবিত নহে। অতএব হে মাতর্গঙ্গে! দেবি! আপনাকে আমি কোটি-কোটি নমস্কার করিতেছি। হে দেবি! আপনি সুপ্রবোধাত্মিকা এবং সর্ব্বলোক-চৈতন্যরূপিণী। অতএব হে দেবি! বিশ্বেশ্বরি! পাপালিভঙ্গে! গঙ্গে! আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন, আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একোনষষ্টিতম অধ্যায়

সর্ব্বভূতধাত্রী-ধরণীদেবী এইরূপে স্তুতি-পরায়ণা হইলে, জগদম্বিকা ভগবতী দেবী-গঙ্গা সেই ধরণীদেবীকে দিব্য-রূপ এইবাক্য বলিলেন যে, হে ক্ষিতে! তুমি আমার নিকট হইতে কি প্রার্থনা করিতেছ? তোমার বাঞ্ছিত কি? তাহা বল। কিঞ্চ, আমি এক্ষণে দ্রবাত্মিকা হইয়া, কার্য্যান্তরে গমন করিতে উদ্যতা হইয়াছি, এরূপ সময়ে তুমি আমার স্তুতি করিতেছ কি জন্য? ধরণী কহিলেন, হে সুরেশ্বরি! আপনি মহাত্মা মহারাজ ভগীরথের প্রতি পরমানুগ্রহ-প্রকাশ-পূর্ব্বক মহারাজ-সগরের অশ্বমেধ-নামক-মহাযজ্ঞ উপলক্ষে মহামুনি-কপিলের শাপবশে পূর্ব্বকালে যেখানে এই মহারাজ-ভগীরথের পূর্ব্বতন-পিতৃ-পুরুষগণ ভস্মীভূত হইয়া, পতিত রহিয়াছেন, সেই পাতাল-বিবর-স্থানে গমন করিতেছেন সত্য; কিন্তু এই উপযুক্ত অবসরে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি চতুর্দ্দিকেই মহাবেগ-সম্পন্ন-ধারা-চতুষ্টয়-সাহায্যে মকরালয়-পর্য্যন্ত প্রবাহিতা হইয়া, সরিৎ-শ্রেষ্ঠারূপে আমার পৃষ্ঠে বিহার-পূর্ব্বক আমার তনুদেশকে পবিত্র করুন।

তরল-তরঙ্গাগঙ্গাদেবী কহিলেন, আমি মহারাজ-ভগীরথ-কর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া, বিষ্ণু-পাদ-পঙ্কজাশ্রয়-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক এইস্থানে সমাগতা হইয়াছি। অতএব আমি অধুনা মহারাজ-ভগীরথের অভিমত-কার্য্যাতি-রিক্ত অন্য কোন কার্য্যই করিতে পারিব না। অনন্তর ধরণীদেবীর হিত-সাধন-কামনা-প্রেরিত-মহারাজ-ভগীরথ প্রণিপাত-পূর্ব্বক পরম-বেগিনী গঙ্গাদেবীকে এইবাক্য বলিলেন যে, হে "মাতর্গঙ্গে! মহাভাগে! পুণ্যাৎ পুণ্যতমে! শুভে!" হে ত্রিদশবন্দিতে! এই ধরণীদেবী সততকাল আপনার অনুগ্রাহ্যা; সুতরাং আপনি এই ধরণীদেবীর প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনে বিরতা হইবেন না। এইরূপে সেই মহাত্মা মহারাজ ভগী-রথের অভিমত অবগতা হইয়া এবং পশ্চিমোত্তর ও পূর্ব্ব, এই দিক্‌ত্রয়ে

গমনার্থ ধারাত্রয়-সাহায্যে স্বয়ং ত্রিধাভূতা হইয়া, জগন্মাতা ত্রৈলোক্য পাবনী অতিবেগিনী গঙ্গাদেবী স্বর্গলোক হইতে নিঃসৃতা হইলেন। তথা ভগীরথ-পথানুগা অপরা একটী মহাধারা দক্ষিণদিকে গমন করিবার জন্য মহাবেগ আহরণ-পূর্ব্বক স্বর্গলোকে অর্থাৎ সুমেরু-পর্ব্বত-পৃষ্ঠে বিভাতা হইল।

অনন্তর দক্ষিণাভিমুখী এই সুরতরঙ্গিণীধারা স্বর্গ-পুর পরিপ্লাবিত করিয়া, বিপুল-বেগ-বশে কিয়দ্দূর গমন করিল। এদিকে মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-সমপ্রভাশালী মহারাজ-ভগীরথ পূর্ব্বোপবর্ণিত অপূর্ব্ব-রথে আরোহণ করিয়া, শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে, উক্ত মহাধারার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে স্বর্গ-পুর প্লাবিত করিয়া, সুর-তরঙ্গিণী-ধারা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসরা হইলে, সকিন্নরদেব ও দেবীগণ স্বর্গ-প্রদেশ প্লবমান দেখিয়া, ধারা-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক পরম-ভক্তি-প্রীতি-সহকারে শ্রীমতীগঙ্গাদেবীকে অভিপূজিতা করিলেন। অনন্তর সর্ব্ব-দৈবতগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, মহাবাহু-দেবরাজ ইন্দ্র সূর্য্য-বংশ-জাত সেই মহারাজ-ভগীরথকে বিনয়-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, "ভো ভোঃ ক্ষত্রিয়-শার্দ্দূল! পুণ্যকীর্ত্তে! ভগীরথ!" আপনি সর্ব্ব-লোকেরই সম্বন্ধে মোক্ষ-গতি-দায়িনী-ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভা ভগবতী-গঙ্গা-দেবীকে লইয়া যাইতেছেন বটে; কিন্তু আমাদিগের প্রতি অনুকম্পা-প্রকাশ-পূর্ব্বক আপনি কিয়ৎকাল অবস্থিতি করুন এবং আমাদের দুই চারিটী কথা শ্রবণ করুন।

মহারাজ-ভগীরথ দেবাধিরাজ ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, গমনে বিরতি অবলম্বন-পূর্ব্বক সেইস্থানে অবস্থিত হইয়া, দেবেশ্বর-পুরন্দরকে এইরূপ প্রতিবাক্য বলিলেন যে, হে দেবরাজ! আপনি কি জন্য আমার প্রতি অবস্থিত হইতে আদেশ করিতেছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন। হে প্রভো! আমি আপনার আজ্ঞাবশবর্ত্তী; সুতরাং আমি অবশ্যই আপনার আদেশানুরূপ-কার্য্য করিব। দেবরাজ কহিলেন, হে নৃপ! আপনি ব্রহ্মাদি-দেবগণেরও সুদুর্ল্লভা গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াছেন সত্য; পরন্তু স্বর্গ-পুর শূন্য করিয়া, ধারারূপা-সমগ্রা-গঙ্গা-

দেবীকে আপনি কেবলমাত্র ক্ষিতিতলাভিমুখেই লইয়া যাইতেছেন কি জন্য? আমরা কি এই পবিত্রতমা-গঙ্গাদেবীর দর্শন, বা তদীয়-পুণ্যজলে স্নানাচমনাদি-জনিত-সুখ-সৌভাগ্য হইতে একেবারে বঞ্চিত থাকিব? অতএব হে মহারাজ! আমাদের ইচ্ছা এই যে, ভগবতী-গঙ্গাদেবীর একটী সুললিতা ধারা এই স্বর্গলোকে চিরকালযাবৎ অবস্থিতা হউক এবং আমরাও বিমল-গঙ্গা-জল-পানাদি-দ্বারা আত্মচরিতার্থতা লাভ করি। তথা হে নৃপ! মর্ত্ত্য-লোকে যেমন আপনার কীর্ত্তি বিরাজিতা হইবে, সেইরূপ এই সুর-পুরেও আপনার পুণ্য-কীর্ত্তি বিরাজিতা হউক।

মহারাজ-ভগীরথ দেবাধিরাজ ইন্দ্রের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, সেইস্থানে অবস্থিতি-পুরঃসর প্রার্থনা-বাক্যে গঙ্গাদেবীকে কহিলেন, হে মাতর্গঙ্গে! মহাভাগে! দেবগণের সম্যক্‌রূপে পাবনার্থ এই সুরালয়ে আপনার একটী শোভনা-ধারা সদাকাল অবস্থিতা হউক। মহারাজ-ভগীরথের উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক-সম্প্রার্থিতা-দ্রবময়ী ভগবতী-গঙ্গা অপরা একটী মহাধারাকারে বহির্গতা হইয়া, উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। সুর-পুর-পবিত্রিণী সেই ধারা "মন্দাকিনী" এইনামে বিখ্যাতা হইয়া, অদ্যাপি স্বর্গলোকে অবস্থিতি করিতেছে। সেই সুর-পুর-পাবনী, মহা-পুণ্যা, মন্দাকিনী-মহাধারা-জলে দেব-গন্ধর্ব্ব-মুনি-মহর্ষি-দেবর্ষিগণ পরমাদরভরে অদ্যাপি স্নানাবগাহনাদি-নিত্য-ক্রিয়া-সকল সম্পাদন করিতেছেন।

অনন্তর রথোপরিস্থ-মহারাজ-ভগীরথ পুনরপি শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে, দক্ষিণ-দিগভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন এবং মহাবেগবতী-ভগবতী গঙ্গা-দেবীও ধারাকারে তাঁহার পশ্চাদ্‌গামিনী হইলেন। ক্রমে মহারাজ-ভগীরথ সুমেরু-পর্ব্বতের দক্ষিণ-শৃঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া, সেই উত্তুঙ্গ-শৃঙ্গ-দর্শন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গাদেবীকে কহিলেন, হে মাতর্গঙ্গে! শিবে! হে সুরোত্তমে! আমি কিরূপে এই মহাশৃঙ্গ-ভেদ করিয়া, আপনাকে পৃথিবীতলে লইয়া যাইব? তদ্বিষয়ে আপনি আমাকে উপদেশপ্রদান করুন। মহারাজ-ভগীরথের উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া,

মহাদেবী-গঙ্গা কহিলেন, হে ভূপতে! অধুনা আমি এইস্থানেই অবস্থিতি করিতেছি এবং আপনি এই রথ-সাহায্যেই গিরি-শৃঙ্গ উল্লঙ্ঘন করিয়া, সুমেরু-শৃঙ্গের পার্শ্বে গমন করুন। তথায় গমন-পূর্ব্বক রথারূঢ়াবস্থায় আপনি যখন অতিসুঘোর-শঙ্খ-ধ্বনি করিতে থাকিবেন, তৎকালে আমি আপনার সেই সুভৈরব-শঙ্খ-রব শ্রবণ করিয়া, পরম-বেগাবলম্বনে গিরি-শৃঙ্গ-নির্ভেদ-পুরঃসর আপনার রথ-মার্গ অন্বেষণ করিতে করিতে, নিশ্চিতই আপনার অনুগমন করিব।

গঙ্গাদেবীর এইরূপ আজ্ঞা-বচন শ্রবণ করিয়া, মহারাজ-ভগীরথ পরম-মহান্ রথ-বেগ-সাহায্যে সহসা সুমেরু-শৃঙ্গ অতিক্রম-পূর্ব্বক উক্ত-শৃঙ্গের দক্ষিণ-পার্শ্বে আগমন করিলেন এবং সেইস্থানে অবস্থিত হইয়া, যুগান্ত-কালীন-জলদ-স্বন-সদৃশসুভৈরব-রব-সম্পন্ন-মহাশঙ্খ নিনাদিত করিলেন। মহারাজ-ভগীরথ-কৃত সেই সুভৈরব-শঙ্খ-রব হইতে প্রতিধ্বনিক্রমে বীচি-তরঙ্গ-ন্যায়ে, অথবা কদম্ব-কোরক-ন্যায়ে যে তুমুল-শব্দ উৎপন্ন হইল, সেই সুমহান্ শব্দে আকাশ-পাতাল-বিবর পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। অনন্তর মহারাজ-ভগীরথ-কৃত সেই মহাশব্দ-শ্রবণ করিয়া, পরম-বেগিনী-মহাদেবী-গঙ্গা স্বয়ং সুমেরুপর্ব্বতের দক্ষিণ-শৃঙ্গ-ভেদ করিয়া, তথা হইতে অবতীর্ণা হইলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একোনষষ্টিতম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ষষ্টিতম অধ্যায়

লোক-সকলের এমন কি মহাপাতকী জনগণেরও পরিত্রাণার্থ হস্তা-নক্ষত্র-যুক্ত জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-দশমী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, ভগবতী-মহাদেবী-গঙ্গা পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে সুমেরু-পর্ব্বতের দক্ষিণ-শৃঙ্গ-ভেদ করিয়া, স্বর্গ-প্রদেশ হইতে বিনিঃসৃতা হইলেন এবং পশ্চাৎ মহাবেগবতী-ভগবতী-গঙ্গা সেই মহাসৌভাগ্যবান্ মহারাজ-ভগীরথের রথের পশ্চাদ্‌গামিনী হইয়া, দক্ষিণ-দিগভিমুখে মহাধারাকারে প্রবাহিতা হইলেন। স্বর্গ-প্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্তা, বা বিনির্গতা হইয়া, মহাদেবী-গঙ্গা মহাবেগে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিতা হইলে, পথিমধ্যে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও দানব-মানবাদি-সকলে অতিভক্তি-পূর্ব্বক চিত্র-পুষ্প-সমূহ, বিল্বপত্র ও অক্ষতাদির দ্বারা তাঁহার পূজার্থ অগ্রসর হইলেন।

অনন্তর চারু-দূর্ব্বা-দলাদি-দ্বারা সম্পূজিতা, বিচিত্র-পূজা-প্রসূন-সমূহে চিত্রিতা, স্বতঃ-শুদ্ধ-স্ফটিক-সন্নিভা, ফেনসাহায্যে সুরুচিরা, বর-তরঙ্গিণী, বেগবতী সেই গঙ্গাদেবী দুর্ভেদ্য-দুর্গম-পর্ব্বত-সকলকে অতিক্রম করিয়া, মৃগেন্দ্র-করীন্দ্র-সকলকে বিদ্রাবিত করিয়া, নিষধাখ্য-মহাচল-সমীপে উপ-স্থিতা হইলেন। অনন্তর ভীম-নিস্বনা গঙ্গাদেবী নিষধাখ্য-মহাচল অতি-ক্রম করিয়া, গিরি-দুর্গ-সকলকে লঙ্ঘন করিয়া, হেমকূট-পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করিয়া, ক্রমে হিমাচল-সন্নিধানে আগমন করিলেন। এইরূপে হিমাচল-সন্নিধিপ্রাপ্তা হইয়া, ফেন-রাশি-বিচিত্রিতা মহাবেগবতী-গঙ্গা শ্রীশঙ্করদেবের জটা-মুকুট-মণ্ডন-মণ্ডিত-মৌলি-মণ্ডলে আরোহণ করিবার জন্য তৎকালে সেইস্থানে স্বীয়-স্বর্গীয়-শোভার বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতীগঙ্গাদেবী সমীপে সমাগতা হইয়াছেন জানিয়া, তাঁহাকে শিরোদেশে ধারণ করিবার জন্য স্বীয়মৌলির বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক জটা-জূট-সাহায্যে নিজ-মস্তক-প্রদেশে একটী সুদৃঢ় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, হিমাদ্রি-শিখরে অবস্থিত হইলেন।

অনন্তর বৈশাখ-মাসের পূর্ণিমা-তিথি-যোগে অর্দ্ধ-দিবসে ভগবতী-গঙ্গাদেবী শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে তাদৃশরূপে সমবস্থিত জানিয়া, পরম-বেগাবলম্বনে তাঁহার মৌলি-প্রদেশে অনুগতা হইলেন। বৈশাখী-পৌর্ণমাসী-তিথি-যোগে দিনার্দ্ধ-ভাগে হিমালয়-নন্দিনী মহাদেবী-গঙ্গা দেবদেব-শ্রীমন্মহাদেবের মৌলি-মণ্ডলে সমাগতা হইলে, তাঁহাকে শিরঃসমারূঢ়া অবগত হইয়া, পরমানন্দ-পূর্ণাত্মা অশেষ-জগদীশ্বর-শ্রীগঙ্গাধরদেব তৎকালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। আনন্দাতিশয়বশে শ্রীপ্রমথনাথদেব নর্ত্তন-পরায়ণ হইলে, দেবদেবের পার্শ্বচর সহস্র-সহস্র-কোটি-কোটি-সংখ্যক প্রমথগণও নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের নৃত্য দেখিয়া, তাঁহার পার্শ্বস্থ-পরিতুষ্টান্তঃকরণ-প্রমথগণও নৃত্য করিতে থাকিলে, শ্রীশঙ্করদেবের শিরঃ-প্রাপ্তির অনন্তর তাঁহাদিগের নৃত্য-দর্শনে পরমানন্দ-সংযুতা ফেন-পুষ্পৌঘ-রুচিরা, অতিতরঙ্গিণী, ভগবতী-গঙ্গাদেবীও শ্রীশঙ্কর-দেবের শিরো-মণ্ডলে বিচরণ-ছলেই যেন নৃত্য আরম্ভ করিলেন।

এদিকে মহারাজ-ভগীরথ পশ্চাদ্‌ভাগে দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক যখন দেখি-লেন, মহাদেবী-গঙ্গা অন্তর্হিতা হইয়াছেন এবং শ্রীশঙ্করদেব আনন্দাতি-শয়বশে নৃত্য করিতেছেন, তখন তিনি পশ্চাদ্দিক্ গঙ্গা-রহিতা অব-লোকন করিয়া, মহাচিন্তাপরায়ণ হইলেন। অনন্তর মহারাজ-ভগী-রথ শ্রীশঙ্করদেবের মৌলি-প্রদেশে মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া, মনে মনে স্থির করিলেন যে, পরম-বেগগা-গঙ্গা শ্রীশঙ্করদেবের শিরঃ-প্রদেশ সম্প্রাপ্তা হইয়াছেন। এইরূপ নিশ্চয়ের অনন্তর মহারাজ-ভগীরথ শ্রুতি-সুখকর-সুন্দর-নাদে স্বীয়-শঙ্খবরকে নিনাদিত করিলেন। মহারাজভগীরথ-কৃত-সুমধুর-শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া, তদ্দ্বারা উপকর্ষিতা, ভগীরথ-বশানুগা, মহাবেগা, মহাভাগা, ভগবতী-গঙ্গা বিনির্গম-মার্গ অন্বেষণে প্রবৃত্তা হই-লেন। শ্রীশঙ্করমৌলিনিবাসিনী মহানদী-গঙ্গা শ্রীশিব-শিরঃ-প্রদেশে তত্র তত্র বিচরণ করিয়া, বারম্বার অন্বেষণ-পূর্ব্বক যখন কোন ক্রমেই শ্রীশঙ্করদেবের শিরঃ-প্রদেশ হইতে নিঃসৃতি-দ্বার প্রাপ্তা হইলেন না, তখন অগত্যা তিনি জটাজূটমধ্যে নিবদ্ধাবস্থায় শ্রীশঙ্করদেবের শিরো-মণ্ডলে অবস্থিতি করিতে বাধ্যতরা হইলেন।

এইরূপে একটী বৎসরকাল অতীত হইয়া গেল ; কিন্তু মহানদী-গঙ্গা কোনরূপেই শ্রীশঙ্করদেবের জটা-জূট হইতে নিষ্ক্রান্তা হইতে সমর্থা হইলেন না। এদিকে মহারাজ-ভগীরথ মহাদেবী-গঙ্গাকে দেখিতে না পাইয়া, চিন্তা-ব্যাকুল-চিত্তে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সহসা দেখিলেন, শ্রীশঙ্করদেব পরমানন্দভরে নৃত্য করিতেছেন। অনন্তর মহারাজ ভগীরথ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে নৃত্য-পরায়ণ দেখিয়া, প্রণিপাতান্তে অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক বিনীত-বচনে নিজ অভিপ্রায় বিজ্ঞাপিত করিলেন। সূর্য্যবংশ-প্রদীপন ধর্ম্মাত্মা মহারাজ ভগীরথ কহিলেন, হে "দেবদেব! জগদ্বন্দ্য! প্রণতানাং কৃপাকর!" আপনি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পুরঃসর আমার পূর্ব্ব-পিতৃ-পুরুষ-গণের পরিত্রাণার্থ স্বীয়-শিরোমণ্ডল হইতে ভগবতী-সুরধুনীদেবীকে প্রদান করুন।

হে দেববর! ইতঃপূর্ব্বে আপনিই আমাকে এইরূপ বর-প্রদান করিয়াছেন যে, স্বয়ং ত্রিপথগা গঙ্গাদেবী বিবর-স্থানে গমন করিয়া, আমার পিতৃগণের উদ্ধার-সাধন করিবেন। মদীয় পিতৃ-গণের উদ্ধার-সাধন অভিপ্রায়েই আমি হরি-তনু হইতে সর্ব্ব-লোক-প্রসিদ্ধা এই গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করিয়াছি। অধুনা এই গঙ্গাদেবী যদি ভবদীয়-জটা-মণ্ডলমধ্যে পরিগোপিতা হইয়া, অবস্থিতি করিতে বাধ্যতরা হন, হে দেব! তাহা হইলে, আমার পিতৃ-পুরুষগণের নিষ্কৃতি কেমন করিয়া, সম্ভাবিতা হইবে? অতএব হে পরমেশ্বর! আপনি কৃপা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্বীয়-শিরঃ-প্রদেশ হইতে সরিৎ-শ্রেষ্ঠা ভগবতী-গঙ্গাদেবীকে প্রদান করিয়া, আমার পিতৃ-পুরুষগণের নিষ্কৃতির পথ উন্মুক্ত, বা বাধা-শূন্য করুন এবং আপনি পূর্ব্বে আমাকে যে বর প্রদান করিয়াছেন, হে শঙ্কর! সেই স্ব-প্রদত্ত বর সফল করুন।

শ্রীশঙ্করদেব মহারাজ-ভগীরথের উক্তরূপ-বিনীত-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, এইকথা বলিলেন যে, হে রাজন্! আমি পূর্ব্ব-স্বীকৃতি-বশে তোমার পূর্ব্ব-পুরুষগণের অভিমুক্ত্যর্থ সরিৎ-শ্রেষ্ঠা গঙ্গাদেবীকে প্রদান করিব, সন্দেহ নাই ; কিন্তু কথা হইতেছে যে, এই সরিদ্বরা দেবী-গঙ্গা

জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্ল-পক্ষে দশমী-তিথি-সংযুক্ত-কালে হস্তা-মঙ্গল-যোগে আমার শিরোদেশ হইতে নিঃসৃতা হইবেন। অতএব হে মহামতে! মহীপাল! যাবৎ মহাদেবী-গঙ্গা আমার শিরঃ-প্রদেশ হইতে নিষ্ক্রান্তা না হইতেছেন, তাবৎ তুমি এই হিমালয়-শিখরে অবস্থিতি কর।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে ষষ্টিতম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একষষ্টিতম অধ্যায়

মহারাজ-ভগীরথ শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, সেই হিমালয়-গিরি-শিখরে শ্রীশঙ্করদেব-কথিতা তিথি ও কালের প্রতীক্ষা করিয়া, কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-দশমী-তিথি ও হস্তা-মঙ্গল-যোগ প্রাপ্ত হইয়া, মহারাজ-ভগীরথ গঙ্গে! গঙ্গে! বলিয়া, মহাস্বন-সম্পন্ন-তুষারাভ-দিব্য-শঙ্খ নিনাদিত করিলেন। ভগীরথ-কৃত-শঙ্খ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মহাবেগবতী-সরিদ্বরা দেবী-গঙ্গা কল-কল-ধ্বনি-পুরঃসর শ্রীশম্ভুদেবের জটামধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু কোনরূপেই নিঃসৃতি-দ্বার প্রাপ্তা হইলেন না।

অনন্তর ভগবতী-গঙ্গাদেবী বহু-যত্ন-চেষ্টা সত্ত্বেও নিঃসৃতি-দ্বার প্রাপ্তা না হইয়া, অথচ মহারাজ-ভগীরথ-কৃত-শঙ্খ-নিস্বনশ্রবণে নিতান্ত নিপীড়িতা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের শরণ-গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে এইকথা বলিলেন যে, হে দেবদেব! জগন্নাথ! আমি আপনার শরণাপন্না হইতেছি, আপনি আমাকে নির্গমন-মার্গ দান করুন। আমি মহারাজ-ভগীরথের বশবর্ত্তিনী হইয়া, তাঁহার পিতৃ-পুরুষগণের, তথা সর্ব্বভূতের নিস্তারার্থ পৃথিবীতলে যাইবার জন্য প্রস্তুতা হইয়া রহিয়াছি। হে মহেশ্বর! আমি নিঃসৃতি-দ্বার প্রাপ্তা না হইয়া এবং মহারাজ-ভগীরথের শঙ্খ-ধ্বনি-দ্বারা সমাকৃষ্টা হইয়া, নিরতিশয় ব্যথিতা হইতেছি, অতএব আপনি কৃপা-পূর্ব্বক আমাকে নিঃসৃতি-মার্গ প্রদান করুন।

মহাদেবী-গঙ্গার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব সব্য-পাণি-সাহায্যে তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ-দিকে জটা-বন্ধ নির্ভিন্ন করিলেন। অনন্তর নিম্নগা-শ্রেষ্ঠা মহানদী-গঙ্গা শ্রীশঙ্করদেবের শিরোদেশ হইতে নিঃসৃতা হইয়া, অত্যুগ্র-বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক দক্ষিণদিগভিমুখে মহারাজ-ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ-ভগীরথও ত্বরা-সহকারে মুখ-মারুত-দ্বারা মহাশঙ্খের উদর-বিবর পরিপূর্ণ

করিয়া, মহাশব্দ করিতে করিতে, হেম-পরিষ্কৃত-মহারথবরকে মহাবেগে পরিচালিত করিলেন, অনন্তর গিরিপতি-হিমালয়ের পৃষ্ঠ-প্রদেশে বিহার করিতে করিতে, দশ-দিক্‌স্থ গজ-সিংহ-শরভাদি-পশু-শ্রেষ্ঠগণকে বিদ্রাবিত করিতে করিতে, সরিদ্বরা-গঙ্গাদেবী গমন করিতেছেন, শ্রবণ করিয়া, মেনা-দেবী ও গিরীন্দ্র-হিমালয় তাঁহাকে দেখিবার জন্য তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন।

সুরেশ্বরী-গঙ্গা-দেবী জনক ও জননী গিরীন্দ্র-হিমালয় ও মেনা-দেবীকে সমীপে সমাগতা অবলোকন করিয়া, প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা স্নেহানুরাগ ও আদরাতিশয়-সহকারে সম্যক্‌রূপে পূজিতা হইয়া, শীঘ্রগতি ধরণীতলে নিপতিতা হইলেন। তদনন্তর দিক্ ও বিদিগ্মণ্ডলে মুহুর্ম্মুহুঃ পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সুরেশ্বরী ভগবতী গঙ্গাদেবীকে বসুধাতলে পতিতা হইতে দেখিয়া, চতুর্দ্দিক্ হইতে সমাগত-লোক-সকলের কণ্ঠোচ্চারিত-সুমহান্ জয়-শব্দে ব্রহ্মাণ্ড-বিবর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তপ্ত-কাঞ্চন-সন্নিভা ভাগীরথী-গঙ্গা ধরণী-পৃষ্ঠ-সম্প্রাপ্তা হইয়া, তৎকালে স্বীয়-স্বর্গীয়-তেজঃ-প্রাচুর্য্যে অতীব প্রজ্বলিতা হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চ, যদিচ তৎকালে মহাদেবী গঙ্গার বেগ ও মহত্তর নিস্বন পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তথাপি ধরণীদেবী গঙ্গা-সমাগম-বশতঃ অতীব আনন্দিতা হইলেন।

এইরূপে ধরণীদেবীকে আনন্দিতা করিয়া, কলস্বনা মহাবেগবতী-গঙ্গা মহারাজ-ভগীরথের রথ-খাত, বা রথ-নেমি-গত-পন্থা অন্বেষণ করিতে করিতে, দক্ষিণ-দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অপিচ, গমনকালে সুরর্ষি, মহর্ষি ও রাজর্ষি-বৃন্দ-কর্ত্তৃক সংস্তূয়মানা মহাদেবী-গঙ্গা পথ-পার্শ্ব-গত শাল-পিয়ালাদি-বৃক্ষ, অনেকানেক পুষ্পবন, তথা সরোবর, নগর, গ্রাম ও গৃহ-সমূহ সর্ব্বতঃ প্লাবিত করিয়া, মহারাজ-ভগীরথের রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর-বেগে প্রধাবিতা হইলেন। মহা-স্বনা মহাদেবী-গঙ্গা এইরূপে বহু-যোজন-ব্যাপী সুদীর্ঘ-পার্ব্বত্য-বন্ধুর-পথ অতিক্রম করিয়া, ক্রমে ক্রমে মহাত্মা ধর্ম্মাত্মা মহারাজ-ভগীরথের সহিত শ্রীহরিদ্বার-ক্ষেত্রে সমাগতা হইলেন।

শ্রীহরিদ্বার-ক্ষেত্রে তপঃ-পরায়ণ-সপ্তর্ষিগণ সহসা দেব-সুদুর্ল্লভা মহাদেবী-গঙ্গাকে সমাগতা হইতে দেখিয়া, পুষ্প-বিল্বপত্রাদি-দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, শঙ্খ-শব্দ-সাহায্যে তদীয় আনন্দ ও তেজোবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সপ্ত-দিকে সমবস্থিত-সপ্তর্ষিগণ নিজ-নিজ আশ্রম-দ্বারে গঙ্গা-ধারা-দর্শন-মানসে মহানন্দভরে যখন মহাশঙ্খ-সকল প্রধ্মাপিত করিতে লাগিলেন, তৎকালে মহাদেবী ভাগীরথী-গঙ্গা সপ্তর্ষিগণ-কৃত-মহাস্বন-শঙ্খ-শব্দ-শ্রবণবশে সমাকৃষ্টা হইয়া, মহারাজ-ভগীরথের সমীপ হইতে পরম-বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক সপ্তর্ষিগণের সুপবিত্র আশ্রমপদদ্বারে সপ্তধারাকারে আত্ম-বিলসন-সাহায্যে পরম-রমণীয়-স্বর্গীয়-শোভার আধার-স্বরূপে পরিণতা হইলেন।

অনন্তর পুনরপি মহারাজ-ভগীরথ-কৃত-সুমধুর-শঙ্খ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, পরাবর্ত্তন-পূর্ব্বক সেই পরা-শাম্ভবী-শক্তি আপগা-শ্রেষ্ঠা মহানদী-গঙ্গা প্রচণ্ডবেগ অবলম্বন-পুরঃসর তত্রত্য পাষাণ-রাশি নির্ভিন্ন করিয়া, অগ্নি-কোণাভিমুখে গমন করিতে করিতে, পথিমধ্যে অন্যান্য আপগাগণের সহিত মিলিতা হইয়া, ক্রমে তীর্থরাজ-প্রয়াগ-ক্ষেত্রে সমাগতা হইলেন এবং প্রয়াগরাজে সমাগতা হইয়া, সেই শিবা মহাদেবী-গঙ্গা মহানদী-যমুনা ও সরস্বতীর সহিত সম্মিশ্রিতা হইলেন। এই প্রয়াগ-প্রান্ত-বাহিনী পুণ্য-তোয়া-ভাগীরথী দেবগণের পক্ষেও যখন পরম-দুর্ল্লভা, তখন প্রয়াগতল-বাহিনী গঙ্গা যে নর-কিন্নরাদির পক্ষে পরম-দুর্ল্লভা হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে? প্রয়াগ-দেশে বিলসিত-ত্রিধারা, বা ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান, দান ও তপস্যা "পুণ্যাৎ" পুণ্যতর-প্রদা হওয়ায়, ব্রহ্মাদি-দেবগণ এবং সুরাসুরাধীশ্বরগণও যখন প্রয়াগ-সঙ্গমে স্নান, দান ও তপঃ-সাহায্যে আত্মার পবিত্রতা-সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তখন নর-কিন্নরাদি-প্রাণিগণও ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান কারিয়া, দান, বা তপস্যা, শ্রাদ্ধ ও তর্পণাদি-সাহায্যে আত্ম-পবিত্রতা-সম্পাদনার্থ ব্যগ্র, বা সমুৎসুক হইবেন না কেন?

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একষষ্টিতম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়

অনন্তর ভগবতী ভাগীরথী-গঙ্গা প্রয়াগরাজ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিয়া, শ্রীকাশী-ক্ষেত্রে শ্রীবিশ্বনাথদেবকে দর্শন করিবার জন্য উত্তরাভিমুখী হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে মহেশ্বরী ভগবতী-গঙ্গাদেবী উত্তর-বাহিনী হইয়া, কাশীক্ষেত্রে সমাগতা হইলেন। পরমবেগিনী গঙ্গাদেবী অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে কাশী-প্রান্ততলে উপস্থিতা হইলে, ক্ষেত্র-রক্ষাকারী শ্রীকালভৈরবদেব তাঁহাকে কাশীক্ষেত্রের পূর্ব্বপ্রান্তে খরতরবেগে শশাঙ্কার্দ্ধ-সমানাকারে প্রবাহিতা হইতে দেখিয়া, দণ্ড সমুদ্যত করিয়া, বেগে তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন। কিন্তু, পরম-দুর্দ্ধর্ষ ভগবান্ কালভৈরবদেব কাশীতল-সম্প্রাপ্তা গঙ্গাদেবীর নিকটে গমন-পূর্ব্বক প্রশ্ন-বচনে কহিলেন, তুমি কে? কেনই বা তুমি নীরময়ী হইয়াছ? তোমার শ্রীকাশী-ক্ষেত্রে আগমনের কারণ কি? এবং হে নিম্নগে! তুমি কাশী-ক্ষেত্রে সমায়াতা হইয়া, কাশী-পুরীকে প্লাবিতা করিতেছ কি জন্য? তথা হে নিম্নগে! এই কাশীপুরী যে দেবদেব মহাত্মা শ্রীশঙ্কর দেবের মর্ত্ত্য-লোকস্থা রাজধানী, তাহা কি তুমি জান না? আমি যে এই মহাপুরী-বারাণসীর পরিরক্ষক কালভৈরব, তাহাও কি তুমি অবগতা নহ।

মহাদেবী-গঙ্গা শ্রীকালভৈরবদেবের উক্তরূপ-প্রশ্নবচন-সকল শ্রবণ করিয়া, দৃশ্যে যুগান্তকারী সাক্ষাৎ কালোপম, আকৃতিতঃ ঘোররূপ, করে উদ্যত-দণ্ডশোভী, ভীম-লোচন সেই কালভৈরবদেবকে এইবাক্য বলিলেন যে, আমি শ্রীশঙ্কর-গেহিনী দেবী দ্রবময়ী-গঙ্গা। হিমালয়-শিখরস্থ শ্রীশঙ্করদেবের মৌলি-প্রদেশ হইতে পরিচ্যুতা হইয়া, আমি সম্প্রতি ধরণীপৃষ্ঠে আগমন করিতেছি। শ্রীবিশ্বনাথদেবকে দর্শন করিবার জন্যই আমি এই মোক্ষ-পুরী-কাশীর পূর্ব্ব-প্রান্তভাগে সমুপাগতা হইয়াছি, কিন্তু কাশীপুরীকে পরিপ্লাবিতা করিবার জন্য আমি এখানে সমাগতা হই নাই।

অতএব হে কালভৈরব ! আপনি সুখ-স্বচ্ছন্দতার সহিত অবস্থিতি করুন, আপনার কোন চিন্তা নাই। শ্রীমতীগঙ্গাদেবী-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিত হইয়া, মহাবাহু শ্রীকালভৈরবদেব সেই মহাদেবী-গঙ্গাকে মনে মনে শ্রীশঙ্করগেহিনী-স্বরূপে স্থির করিয়া, সমুদ্যত-দণ্ড উপসংহৃত করিলেন এবং ত্রিভুবন-মহারাজ-গৃহিণী-বোধে সসম্ভ্রমে অবনতমস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

শ্রীকালভৈরবদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সম্মানিতা হইয়া, মহাদেবী-গঙ্গা শ্রীশঙ্করদেবের দর্শন-তৎপর-মানসে শ্রীকাশী-ক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই কাশী-প্রান্ততল-চারিণী উত্তর-বাহিনী ভগবতী-গঙ্গা অতীব-পুণ্যতমা এবং মহাপাপ-প্রমোচনী বলিয়া, সর্ব্বলোকেই বিখ্যাতি-লাভ করিয়াছেন। অধিক কি ? শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ-প্রবন্ধে শ্রীকাশী যেমন মহামোক্ষপ্রদা বলিয়া, অভিহিতা হইয়াছেন, সেইরূপ শ্রীকাশীতল-বাহিনী গঙ্গাদেবীও মহামোক্ষপ্রদায়িনী বলিয়া, কীর্ত্তিতা হইয়াছেন। জ্ঞান-পূর্ব্বক, অথবা অজ্ঞান-পূর্ব্বকই হউক, কাশী-প্রান্ত-চারিণী উত্তর-বাহিনী-গঙ্গাগর্ভে যে কোন ব্যক্তি দেহত্যাগ করিলে, মহাদেবী-সুরেশ্বরী গঙ্গা তাহাকে নির্ব্বাণ-মোক্ষ দান করিয়া থাকেন। পাপী, অথবা পুণ্য-বান্, যে সকল-ব্যক্তি এই কাশীতল-বাহিনী-গঙ্গার সুনির্ম্মল-সলিলে দেহ-ত্যাগ করে, সেইসকলব্যক্তি সাধনান্তরের অপেক্ষা না করিয়া, সত্য সত্যই শরীর-ত্যাগ-মাত্র-সাধন-সাহায্যেই নির্ব্বাণ-মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়া থাকে।

অনন্তর ভগবতী-গঙ্গাদেবী কামাখ্যাদেবীর দর্শনার্থ উদ্যুক্তা হইয়া, পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহাদেবী-গঙ্গাকে পূর্ব্বাননা দেখিয়া, মহামতি-মহারাজও তাঁহার অভিপ্রায়-পরিজ্ঞানান্তে কিঞ্চিৎকালের জন্য সারথিকে রথ পরিচালিত করিতে নিষেধ করিলেন এবং নিজেও শঙ্খবাদন-কার্য্য হইতে বিরত হইলেন। এইরূপ অবসরে মহামুনি-জহ্নু যদৃচ্ছাক্রমে নিজ আশ্রম-মণ্ডলে বারম্বার শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। নিজ আশ্রম-পদে উপবিষ্ট-জহ্নু-মুনি-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ শঙ্খ নিনাদিত হইলে, তৎকৃত-শঙ্খ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, শ্রীশঙ্কর-গেহিনী মহাদেবী-গঙ্গা অতিশয়-বেগ

অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহার আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে মহারাজ-ভগীরথ জহ্নু-মুনির আশ্রমাভিমুখে গঙ্গাদেবীকে বেগে গমন করিতে দেখিয়া, পুনরপি নিজ-মহাজলদ-নিস্বন-মহাশঙ্খ প্রধ্মাপিত করিলেন।

অনন্তর মহাদেবী-গঙ্গা মহারাজ-ভগীরথকৃত সেই শঙ্খ-শব্দ-শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্ব-শঙ্খ-নিনাদ যে পরম-তেজাঃ জহ্নুনামা মুনীন্দ্রের কৃত, তাহা বিস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন। এই কারণবশতঃ ভগবতী-গঙ্গা পরম-ক্রোধান্বিতা হইয়া, জহ্নু-মুনির আশ্রম-পদ পরিপ্লাবিত করিবার জন্য নিরতিশয়-বেগ-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে মহাদেবী-গঙ্গার তাদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সেই জহ্নুনামা মুনীন্দ্রও ব্রহ্ম-তেজো-বল-সাহায্যে সেই গঙ্গাদেবীকে সহসা গণ্ডূষীকৃতা করিয়া, নিঃশেষে পান করিয়া ফেলিলেন। সম্পূর্ণ-সলিলা-গঙ্গা উক্তরূপে জহ্নু-মুনি-কর্ত্তৃক নিঃশেষে পরিপীতা হইলে, তৎকালে স্বর্গ-লোকে দেবগণের এবং ভূমণ্ডলে মনুজাদি-প্রাণি-সমূহের সর্ব্বতঃ সুমহান্ হাহাকারধ্বনি সমুত্থিত হইল। কিঞ্চ, তৎকালে দুঃখার্ত্ত-মহারাজ-ভগীরথ মহাদেবী-গাঙ্গার অদর্শনে রোদন করিতে লাগিলেন, পৃথিবীদেবী নিতান্ত দুঃখ-প্রাপ্তা হইলেন, দিক্-সকল ব্যাকুল হইল, তথা দিবাকরদেব ম্লান-তেজাঃ হইলেন।

অনন্তর ভক্ত-বৎসলা-গঙ্গা-দেবী জহ্নু-মুনির জঠর-বিবর-প্রদেশে অব-স্থিতা হইয়াই, মহারাজ-ভগীরথকে রোদন-পরায়ণ অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে মহামতে! রাজন্! ভগীরথ! আপনি পুনরপি শঙ্খ বাদিত করুন। আপনার শঙ্খ-নিনাদ-শ্রবণে আমার যে পরমবেগ উপস্থিত হইবে, সেই বেগাবলম্বনে আমি বহির্গতা হইতে ইচ্ছা করিলে, লোকমধ্যে কেহই আমার গতি-রোধে সমর্থ হইবে না। হে মহারাজ! আমি যদি আপনার শঙ্খ-নিস্বন-শ্রবণে সমাকৃষ্ট-মানসে পরম-বেগবতী হইয়া, জহ্নু-মুনির জঠর প্রদেশ হইতে নিঃসৃতা হই, তাহা হইলে, জহ্নুমুনিও আমাকে নিরুদ্ধা করিতে পারিবেন না। অতএব হে মহারাজ! আপনি রোদন করিবেন না। পক্ষান্তরে আপনি

রোদন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিরন্তর-শঙ্খ-ধ্বনি করিয়া, আকাশ-পাতাল-বিবর পরিপূর্ণ করুন। হে মহারাজ! আমি আপনার শঙ্খধ্বনি-শ্রবণে পরম-বেগবতী হইয়া, অত্যল্প-কাল-মধ্যেই জহ্নু-মুনির জঠর-প্রদেশ হইতে নির্গতা হইব, সন্দেহ নাই।

ভগবতী-মহাদেবী-গঙ্গা-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সমাদিষ্ট হইয়া, হৃষ্টমনাঃ মহারাজ-ভগীরথ মহাশব্দে আকাশ-পাতাল-মণ্ডল পরিকম্পিত করিয়া, ধরণীতল বিক্ষোভিত করিয়া, পুনরপি স্বীয়-মহাশঙ্খের বিশাল উদর মুখ-মারুতে পরিপূর্ণ করিলেন। এইরূপে মহারাজ-ভগীরথের মুখ-মারুতে পূর্ণবেগে মহাশঙ্খের মহান্ উদর-বিবর পরিপূরিত হইলে, মহাশঙ্খের মহোদরবিবরবর্ত্তী অনেকানেক আবর্ত্তের অন্তরালে বিপরিবর্ত্তন-ক্রমে বিনির্গত সেই মুখ-মারুত হইতে যে সুমহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল, দ্যাবা-পৃথিবী-কম্পনকারী সেই অত্যুচ্চতর-শঙ্খ-শব্দ-শ্রবণ-সমনন্তর মহাদেবী-ভগবতী-গঙ্গা মহাবেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক জহ্নু-মুনির জানু-প্রদেশ নির্ভিন্ন করিয়া, সহসা নিঃসৃতা হইয়া, তালোত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ সহ প্রচণ্ড-বেগে প্রবাহিতা হইলেন। মহামুনি মহাত্মা জহ্নু অতিতরঙ্গিণী মহাবেগা সেই গঙ্গাদেবীকে শ্রীশম্ভুদেবের মনোরমা প্রিয়তমা পত্নীরূপে অবগত হইয়া, পাদ্য ও অর্ঘ্য-প্রভৃতি-প্রদান-পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া, অঞ্জলি-বন্ধনান্তে স্তোত্র করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

মহামুনি-জহ্নু কহিলেন, হে ত্রিজগজ্জননি! আপনি পরমা-সনাতনী-শক্তিস্বরূপা, রূপে, গুণে, বীর্য্যে, বিভবে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সর্ব্ব-বিষয়ে ব্রহ্মাণ্ড-বিবরে অতুলনীয়া, সর্ব্বজীবের, অথবা স্থির-চর-সুর-নরাত্মক অশেষ-জগতের একমাত্র আশ্রয়ভূতা, অখিল-লোক-পাবনী, অখিল-লোকের ভোগ-সুখ-মোক্ষ-দাত্রী, তথা অখিল-জগদ্-বন্দ্য-পাদারবিন্দা। হে মাতঃ! আপনাকে না বেদ, না বিধি, না স্মররিপু, না হরি, না অপর কেহ, কেহই আপনাকে জানেন না। হে শিবে! আপনি শ্রীমহেশদেবের শিরশ্চারিণী এবং শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শিরঃ-প্রদেশ হই-তেই এইস্থানে সমাগতা হইয়াছেন। হে পাপাটবী-পাটন-পটীয়সি! গঙ্গে! আমি মনে করিতেছি যে, আপনি একমাত্র পরম-ব্রহ্ম-মহিষী; সুতরাং হে মাতঃ! আমি আপনার স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইব কিরূপে? হে সুরধুনি! হে ব্রহ্মাদিদেব-পূজিতে! আপনার রূপ ও চরিত পারাপার-বিবর্জ্জিত এবং চিত্তেরও দুর্গম্য; সুতরাং হে মাতঃ! আমি আপনার অবর্ণনীয়-রূপের বর্ণনা ও অকথনীয়-চরিত-কথা কীর্ত্তন করিব কিরূপে? হে স্বেচ্ছাচারিণি! শিবে! পুণ্যে! পুণ্যলতিকে! গঙ্গে! অম্বিকে! আমি কৃতাপরাধ এবং আপনার শরণাপন্ন। অতএব আপনি স্বীয় গুণ-গ্রাম-সাহায্যে আমার প্রতি করুণা-বিস্তার করিয়া, আমাকে ক্ষমা করুন।

হে তরল-তরঙ্গে! গঙ্গে! এই ভূমণ্ডলে আমার জন্ম ও কর্ম্ম ধন্য, তথা দুষ্কর-তপস্যা ধন্যতমা। হে দেবি! আমার নয়ন-যুগলও ধন্য। কারণ, এই নয়ন-যুগল-সাহায্যেই আমি ত্রিনয়নারাধ্যা-দেবীকে দর্শন করিতেছি। তথা আমার কর-যুগলও ধন্য, কারণ, এই কর-যুগল-সাহায্যেই আমি আপনার পবিত্র-পুণ্যময়-জলস্পর্শনে সমর্থ হইয়াছি। অহো! আমার এই তনুও ধন্যা, কারণ, আপনার এই সুপবিত্র-

পুণ্যময়-জল শরীরমধ্যে সঙ্গত হইয়াছে। হে ভব-মৌলি-বিরাজিতে! পাপ-সংহন্ত্রি! গঙ্গে! আপনাকে নমস্কার। আপনি সর্ব্ব-লোকের হিতার্থে ধরণীতলে সমাগতা হইয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে "স্বর্গাপবর্গদে! দেবি! গঙ্গে! পতিত-পাবনি!" আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, আপনি আমাকে শরণাগত জানিয়া, এই অপার-সংসার-পারাবার হইতে আমার উদ্ধার-সাধন করুন।

মুনীন্দ্র-শ্রেষ্ঠ-জহ্নু-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সংস্তুতা হইয়া, দিব্যরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক মহাদেবী-গঙ্গা সুপ্রসন্ন-মুখাম্বুজে সেই মুনি-সত্তম-জহ্নুকে এই-কথা বলিলেন যে, হে তাত! অধুনা আমি আপনার সুতাস্বরূপে পরিণতা হইলাম। কারণ, আমি আপনার দেহ হইতে নির্গতা হইয়াছি। আমার অগ্রে নিকটে আপনার কোনরূপ অপরাধ সংঘটিত হয় নাই, আপনি সুস্থির হউন। হে পিতঃ! অদ্য হইতে আমি জগতী-তলে জাহ্নবী-নামে পরিচিতা হইলাম। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনার এই-কীর্ত্তি লোক-সমাজে বিখ্যাতি লাভ করিবে এবং যে সকল-ব্যক্তি ইহ-লোকে আমার "জাহ্নবী", এইনাম একবারমাত্র স্মরণ করিবে, তাহাদিগের প্রতি দুঃখ, বা পাপ কদাচন আধিপত্য-বিস্তার করিতে সমর্থ হইবে না। কিঞ্চ, হে মুনে! আপনি আমার পরম-ভক্ত, অথচ অধুনা আপনি আমার পিতৃ-পদে অভিষিক্ত হইলেন। অতএব হে মুনি-শ্রেষ্ঠ! যে সকল-ব্যক্তি আপনার চরিত-কীর্ত্তন করিবে, বা আপনার নামস্মরণ করিবে, আমি তাহাদিগের প্রতি সদাকাল পরিতুষ্টা থাকিব।

মহাদেবী-গঙ্গা উক্তরূপ-বহুধা আভাষণ-সাহায্যে সেই মুনিসত্তম জহ্নুকে সন্তর্পিত করিয়া এবং সেই মহামুনি-জহ্নু-কর্ত্তৃক সদ্‌ভক্তি-পূর্ব্বক স্বয়ং সম্পূজিতা হইয়া, তথা হইতে গমন করিবার জন্য ইচ্ছাবরুদ্ধ-হৃদয়ে পুণ্য-কীর্ত্তি-মহামতি মহারাজ-ভগীরথকে এইকথা বলিলেন যে, হে তাত! আপনাকর্ত্তৃক সম্প্রার্থিতা হইয়া, বিষ্ণু-শরীর-পরিত্যাগ-পুরঃসর আপনারই সহিত আমি মহী-পৃষ্ঠে সমাগতা হইয়াছি; সুতরাং হে রাজন্! আমি যে সর্ব্বথা আপনারই বশবর্ত্তিনী,

তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! আমি কামাখ্যা-দেবীর দর্শন ইচ্ছা করিয়া, পূর্ব্বাননা হইয়াছিলাম, কিন্তু এই কামাখ্যা-দর্শন-বাসনার চরিতার্থতা-সম্পাদন-কল্পে প্রথমেই এই মহামুনি-জহ্নুর সহিত এই বৈশস, বা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব হে রাজন্! আমি এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, আপনার যেখানে গমন করিতে অভিরুচি হইবে, আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যদিচ সেই স্থানে অবশ্য গমন করিব, তথাপি আপনার কিরূপ অভিরুচি, তাহা আমার নিকটে কীর্ত্তন করুন।

মহারাজ-ভগীরথ কহিলেন, মহামুনি-কপিলের শাপবশে আমার পূর্ব্ব-পিতামহগণ ভস্মীভূত হইয়া, দক্ষিণ-দিকে অবস্থান করিতেছেন। হে দেবি! আমি তাঁহাদিগেরই উদ্ধারার্থ আপনাকে মহীমণ্ডলে আনয়ন করিয়াছি। অতএব হে মাতর্গঙ্গে! আপনি আমার পূর্ব্ব-পিতামহগণের উদ্ধারার্থ দ্রুততরবেগে দক্ষিণ-দিক্ অভিমুখে গমন করুন। মহাদেবী গঙ্গাকে এইকথা বলিয়া, মহারথারূঢ়-মহাবাহু-মহারাজ-ভগীরথ পুনরপি মহাশঙ্খের সুমহান্ উদর-বিবর মুখ-মারুত-সাহায্যে পরিপূর্ণ করিলেন এবং মহাদেবী গঙ্গাও মহারাজ-ভগীরথ-কৃত-শঙ্খ-নিস্বন শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দক্ষিণ-দিকেই গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহারাজ-ভগীরথ কিয়দ্দূর গমন করিয়া, অত্যন্ত-পরিশ্রান্ত-কলেবরে রথোপস্থে বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তথা মহারাজ-ভগীরথের সারথি-প্রবরও মহারাজকে বিশ্রামার্থ প্রবৃত্ত দেখিয়া, অশ্ব-সকলকে বিশ্রামাবসর-দান-বাসনায় স্বয়ংও শ্রমাতুর-শরীরে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। এদিকে মহারাজ-ভগীরথের বিশ্রামাবসরে মহা-মুনি-জহ্নুর পুত্ত্রী পদ্মা ভগিনী-গঙ্গাদেবীকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া, শঙ্খ বাদিত করিলেন। জহ্নু-পুত্ত্রী-পদ্মা-কৃত-শঙ্খ-শব্দ-শ্রবণ-পূর্ব্বক চঞ্চলা-নিম্নগা-গঙ্গাদেবী সেই শব্দের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, পরম-বেগাবলম্বনে বহ্নি-কোণাভিমুখে স্বল্পদূর গমন করিলেন। অনন্তর মহারাজ-ভগীরথ মহাদেবী-গঙ্গাকে অন্যত্র গমন করিতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ সারথিকে কহিলেন, হে সখে! তুমি দ্রুততর-বেগে অশ্ব-সকলকে পরিচালিত

কর। গঙ্গাদেবী অন্যত্র শঙ্খ-শব্দ শ্রবণ করিয়া, বিমোহিতাবস্থায় বৎস-শব্দাভিকর্ষিতা গাভী-সকলের ন্যায় বেগে ধাবিতা হইতেছেন। অতএব হে সখে! তুমি শীঘ্রগতি অশ্ব-সকলকে পরিচালিত কর এবং আমিও শঙ্খ-বাদনে তৎপর হই, তাহা হইলে, গঙ্গাদেবীও শীঘ্রই আমাদিগের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

এইকথা বলিয়া, মহারাজ-ভগীরথও দ্রুতগতি শঙ্খ বাদিত করিলেন এবং সারথিও তূর্ণগতি রথ পরিচালিত করিলেন। মহারাজ-ভগীরথকৃত-শঙ্খরবশ্রবণে পুনরপি দেবী-ভগবতী-গঙ্গা মহারাজ-ভগীরথের রথের অনুগামিনী হইলেন। এই কারণ-বশতঃ জহ্নু-কন্যা-পদ্মাও অত্যন্ত-ক্রুদ্ধা হইয়া, জলময়ীরূপে প্রতিভাতা হইলেন। এই বিস্তীর্ণ-সলিলা পুণ্যা-বেগবতী-পদ্মা-নদী পূর্ব্বদিগভিমুখে গমন করিয়া, সিন্ধুরাজসমুদ্রের সহিত সুসঙ্গতা হইয়াছেন। এদিকে পাপ-প্রণাশিনী-পুণ্য-সলিলা মহাদেবী-গঙ্গা পরম-বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক দক্ষিণ-দিগভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কল-নিস্বনাকুলা মহাদেবী-গঙ্গা সগর-সন্ততি-গণকে অন্বেষণ করিতে করিতে, সমুদ্রসান্নিধ্যপ্রাপ্তা হইয়া, মহাবেগ-সমাশ্রয়ণে ধারা-শতের বিস্তার-সাধন-পুরঃসর বহু-বিস্তৃত-কলেবরে শতাস্যে পরম-শোভাপ্রাপ্তা হইলেন। কিঞ্চ, সরিৎ-পতি-সমুদ্রও সুরেশ-পূজিতা মহাবেগবতী-গঙ্গাদেবীকে সমাগতা অবগত হইয়া, স্বীয়-ধারার বিস্তৃতি-সাধন-পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া, পুষ্প ও সুগন্ধি-ধূপাদি-প্রদান-দ্বারা সাদরে তাঁহাকে পরিপূজিতা করিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

অনন্তর শতাঙ্গ-শোভনা সুরাসুর-মুনি-পূজিতা মহাদেবী-গঙ্গা সিন্ধুসঙ্গ-লাভান্তে পরম-প্রমোদমান-মানসে পাতাল-গামী এক-বিবর-দ্বার-প্রাপ্তা হইয়া, তদ্দ্বারা পাতালতলে গমন-পূর্ব্বক মহামুনি-কপিলদেবের নিকটে উপস্থিতা হইলেন। মহামুনি-কপিলদেব ভাগ্যবশে দেবাদি-দুর্ল্লভা মহাদেবী-গঙ্গাকে সমাগতা জানিয়া, পাদ্যাদি-দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন। এইরূপে কপিলদেব-কর্ত্তৃক সম্পূজিতা হইয়া, মহাদেবী-গঙ্গা মহামুনি-কপিলকে কহিলেন, হে মুনে! মহারাজ-সগরের ষষ্টি-সহস্র-পুত্র আপনার শাপবশে ভস্মরূপতাপ্রাপ্ত হইয়া, কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, তাহা শীঘ্র কীর্ত্তন করুন। অনন্তর মহামুনি-কপিলদেব ভগবতী-গঙ্গাদেবীর আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ সগর-সন্ততিগণকে সন্দর্শন করাইলেন এবং ভগবতী-গঙ্গাদেবীও ভস্মরূপতাপ্রাপ্ত-সগর-সন্তানগণকে দর্শন করিয়া, সেই ভস্ম-স্তূপ-সমীপে উপস্থিতা হইলেন। কিন্তু, সরিৎ-শ্রেষ্ঠা ত্রৈলোক্য-গামিনী-গঙ্গা তৎকালমাত্রেই সুবিপুল-বেগ-সাহায্যে ভস্মসাৎকৃত সেই সগর-পুত্রগণকে সর্ব্বতোভাবে পরিপ্লাবিত করিলেন এবং এইরূপে গঙ্গা-জল-প্লাবন-বশে মহারাজ-সগরের সেই ষষ্টি-সহস্র পুত্রও তৎক্ষণাৎ দিব্য-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক অপূর্ব্ব-রথে আরোহণ করিয়া, ব্রহ্ম-লোকে গমন করিলেন।

পূর্ব্ব-পিতামহগণের উক্তরূপা-নিষ্কৃতি দর্শন করিয়া, পরম-প্রহৃষ্ট-মহারাজ-ভগীরথ "জয় গঙ্গে!" "জয় গঙ্গে!" এইকথা বলিয়া, রথোপরি নৃত্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু, রথোপস্থে নর্ত্তনকালে তেজস্বী, তরুণা-দিত্য-সঙ্কাশ রাজ-কুল-বন্দিত, রোমাঞ্চিত-কলেবর, মহারাজ-ভগীরথ পরমানন্দভরে মহাশব্দে পুনঃ পুনঃ শঙ্খবাদন করিলেন। মহারাজ-ভগীরথ-কৃত-শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া, মহাদেবী-গঙ্গাও মহাবেগ-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক বিবর-দ্বার হইতে তাঁহার পূর্ব্ব-পিতামহগণের সেই ভস্ম অর্থাৎ

ভস্মীভূত-শরীরসমূহ মর্ত্ত্য-লোকে আনয়ন করিলেন। এই সময় হইতেই সর্ব্ব-লোক-ফল-প্রদা ভোগবতী-নামে বিখ্যাতা একটী সুনির্ম্মলা ধারা চিরদিনের জন্য পাতালতলে সংস্থিতা হইল। অনন্তর সর্ব্ব-লোক-ফল-প্রদা ভোগবতী-নামে বিখ্যাতা এই ধারা, অথবা স্বয়ং মহাদেবী-গঙ্গা সর্ব্বথা ক্রমানুসরণ-দ্বারা যেখানে শত-সহস্র-ব্রহ্মাণ্ড যুগপৎ ভাসমান হয়, সেই কারণ-জলে প্রবেশ-পূর্ব্বক বিশ্রামলাভ করিয়াছেন জানিয়া, প্রসন্নাত্মা, মহীশ্বর, মহারাজ-ভগীরথ সাগর-সঙ্গতা-গঙ্গাদেবীর সম্যক্ পূজা করিয়া, তাঁহাকে প্রণাম-পুরঃসর পরমানন্দ-নিমগ্ন-চিত্তে স্বীয় ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

প্রিয়-পাঠকমহোদয়গণ! দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গ-ক্রমে নৃত্য-পরায়ণ শ্রীশঙ্করদেবের শিরঃ-সংস্থ-সতীদেহ শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক সুদর্শন-চক্র-সাহায্যে খণ্ডে খণ্ডে পৃথিবীতলে পাতিত হইলে, চৈতন্য-হীন-সতী-দেহের অভাবে শোক-সন্তাপ-সমাকুল শ্রীশঙ্করদেবের চিত্ত-শান্ত্যর্থে বিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক-প্রেরিত-নারদের প্রবোধন, বা পরামর্শানুসারে শ্রীমতী-মহেশ্বরীদেবীকে পুনরপি পত্নীরূপে লাভ করিবার জন্য যোনি-পীঠ কাম-রূপে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সহ তপঃ-পরায়ণ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রতি প্রসন্না হইয়া, শ্রীমতীসতীদেবী "যথাহি কৃপয়া পূর্ব্বং, স্থিতা মদ্গেহিনী স্বয়ম্। তথৈব হি পুনশ্চাপি, ভব ত্বং কৃপয়েশ্বরি॥" শ্রীশঙ্করদেবকৃত এইরূপ বরপ্রার্থনাবসানে "অহং ত্বামচিরেণৈব, হিমালয়-সুতা স্বয়ম্। দ্বিধা ভূত্বা লভিষ্যামি, সত্যমেব মহেশ্বর। নতস্ত্বং শিরসা হর্ষাৎ, ধৃত্বা মাং নৃত্য-তৎপরঃ। অভূস্তেনাংশতো ভূত্বা, গঙ্গা-জলময়ী স্বয়ম্। ত্বামেব পতি-মাপন্না, বসিষ্যে তব মূর্দ্ধনি। অপরা পার্ব্বতী ভূত্বা, পত্নীভাবেন শঙ্কর। স্থাস্যামি তব গেহেহহং, পূর্ব্বৈব হি মহামতে।" এইরূপে যে বরদান করিয়াছিলেন, তদনুসারে আমি মহাদেবী-গঙ্গার উৎপত্তি হইতে শ্রীশঙ্কর-দেবের শিরো-মণ্ডলে বিহার-পর্য্যন্ত কথন করিবার জন্য অপেক্ষিত-গঙ্গা-চরিত দ্বাবিংশ-পরিচ্ছেদ-প্রতিপাদিত-গঙ্গাবতরণের প্রপঞ্চনকল্পে অভিনব-রূপে আপনাদিগের বিশেষতঃ অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম। এক্ষণে শ্রীমতীসতীদেবীর শ্রীশঙ্কর-শিরঃ-সংস্থ-চৈতন্য-বিহীন-দেহ বিষ্ণুচক্রে-

সাহায্যে একপঞ্চাশৎ খণ্ডে বিভক্ত অবস্থায় যে যে স্থানে পতিত হইয়া, যে যে পীঠরূপে পরিণত হইয়াছে, তদ্বিষয়ক-সংক্ষিপ্ত-বিবরণ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, প্রিয়-পাঠকমহোদয়গণ! আমি পুনরপি আপনাদিগের দীয়মান-চিত্তাবধান প্রার্থনা করিতেছি।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়

কৃতযুগে প্রজাপতি-পতি মহারাজ-দক্ষের যজ্ঞ-সভা-ভবনে দক্ষ-কৃতা শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা শ্রবণ করিয়া, প্রাণ-পরিত্যাগ-কর্ত্রী, বা ত্যক্ত-দেহা দাক্ষায়ণী শ্রীমতীসতীদেবীর প্রাণ-শূন্য-শরীর শিরো-দেশে ধারণ-পূর্ব্বক পৃথিবী-পর্য্যটনে প্রবৃত্ত শ্রীশঙ্করদেবের জটা-মুকুট-মণ্ডিত-মস্তক-মণ্ডল হইতে শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক রৌদ্র-সুদর্শন-চক্র-সাহায্যে ছিন্ন-খণ্ডিত-সতী-শরীরের যে যে অবয়ব, যে যে, স্থানে, বা দেশে পতিত হইয়াছে, সেই সেই দেশ, বা স্থান-সকলই মহাপীঠ-স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। এই পৌরাণিকী-বার্ত্তা-প্রসিদ্ধ তত্তৎ স্থান, বা দেশ-লক্ষণ-মহাপীঠ-সকল এক-পঞ্চাশদ্ ভাগে বিভক্ত। লোক-ব্যবহারে তীর্থ-যাত্রা-প্রসঙ্গে পরিদৃষ্ট এই এক-পঞ্চাশৎ-সংখ্যক-মহাপীঠের যথারীতি-নিরূপণ, বা বিবরণ করিতে হইলে, এইরূপ বলিতে হইবে যে, কোন সময়ে শ্রীপরমেশ্বরদেব সর্ব্ব-জ্ঞানময়ী পরমেশ্বরী "পরাৎ"-পরা দেবী-ভগবতীকে বলিয়াছিলেন যে, হে দেবি! আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া, সমগ্র-পীঠ, পীঠ-শক্তি এবং ভৈরব-দেবতা-সকল কীর্ত্তন করুন।

দেবী কহিলেন, হে দয়ালো! ভক্ত-বৎসল! যে সকল-পীঠ, শক্তি এবং ভৈরব-দেবতার পরিজ্ঞান, বা সেবা-ব্যতীত জপ-সাধন, বা জপ-সাধনোপযোগিনীক্রিয়া-সকল সিদ্ধ হইতে পারে না, সেই মহাপীঠ, পীঠশক্তি এবং ভৈরব-দেবতা-সকলের যথাযথ-বিবরণ করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে দেব! মহাপীঠ-সকল যেমন একপঞ্চাশদ্‌ভাগে বিভক্ত, সেইরূপ পীঠ-শক্তি এবং ভৈরব-দেবতা-সকলও এক-পঞ্চাশদ্ ভাগে বিভক্ত জানিতে হইবে। হে দেব! আমার পূর্ব্বতন-সতী-শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল বিষ্ণু-চক্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পতিত হওয়ায়, যে সকল স্থান, বা দেশ মহাপীঠনামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তন্মধ্যে হিঙ্গুলা প্রথম, অথবা সর্ব্বপ্রধান। এই হিঙ্গুলা-স্থানে দেবীর ব্রহ্ম-রন্ধ্র পতিত হইয়াছে,

এখানে ত্রিগুণাত্মিকা-দিগম্বরী-মহামায়া কোট্টবী দেবীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, এখানকার ভৈরব-শ্রীভীমলোচনদেব। ১। শর্করারে, অথবা করবীরে দেবীর নেত্রত্রয় পতিত হইয়াছে, এখানে দেবী মহিষ-মর্দ্দিনী এবং ভৈরব সর্ব্ব সিদ্ধি-প্রদায়ক-শ্রীক্রোধীশদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ২।

সুগন্ধা-স্থানে দেবীর নাসিকা পতিতা হইয়াছে, এখানে সুন্দরী-মহাদেবী-সুনন্দা দেবতা এবং ভৈরব শ্রীত্র্যম্বকদেব অবস্থিতি করিতেছেন।৩। কাশ্মীর-দেশে দেবীর কণ্ঠদেশ পতিত হইয়াছে, এখানে গুণাতীতা-ভগবতী-বর-প্রদা-মহামায়া দেবী এবং ভৈরব শ্রীত্রিসন্ধ্যেশ্বরদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৪। জ্বালামুখী-স্থানে দেবীর মহাজিহ্বা পতিতা হইয়াছে, এখানে সিদ্ধিদা অম্বিকা-নাম্নী দেবী এবং ভৈরব-শ্রীউন্মত্তদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৫। জালন্ধর-ক্ষেত্রে দেবীর স্তন-যুগ্ম পতিত হইয়াছে, এখানে দেবী ত্রিপুরমালিনী এবং ভৈরব-শ্রীভীষণদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৬। বৈদ্যনাথে দেবীর হার্দ্দ-পীঠ পতিত হইয়াছে, এখানে জয়-দুর্গাখ্যা দেবী এবং ভৈরব-শ্রীবৈদ্যনাথদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৭। নেপাল-দেশে দেবীর জানুদ্বয় পতিত হইয়াছে, এখানে মহামায়া-দেবতা এবং ভৈরব-শ্রীকপালীদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৮।

মানস-সরোবরে দেবীর দক্ষিণ-হস্ত পতিত হইয়াছে, এখানে দেবী দাক্ষায়ণী এবং ভৈরব-সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়ক-শ্রীঅমরদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৯। উৎকলে বিরজা-ক্ষেত্রে দেবীর নাভি-দেশ পতিত হইয়াছে, এখানে মহাদেবী বিমলা এবং ভৈরব-শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ১০। গণ্ডকী-তীরে দেবীর দক্ষিণ-গণ্ড পতিত হইয়াছে, এখানে সাধকের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী, বা নিঃসংশয়িতা জানিতে হইবে, এখানে দেবী-গণ্ডকী-চণ্ডী এবং ভৈরব-শ্রীচক্রপাণিদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ১১। বহুলা-স্থানে দেবীর বাম-বাহু পতিত হইয়াছে, এখানে বহুলাখ্যাদেবতা এবং ভৈরব-সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়ক শ্রীভীরুকদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ১২। উজ্জয়িনী-স্থানে দেবীর কূর্পর, কফোণি, অর্থাৎ ভুজ-মধ্যস্থ-গ্রন্থি পতিত হইয়াছে, এখানে দেবী সাক্ষাৎ

মঙ্গলচণ্ডিকা এবং ভৈরব-সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদ-মাঙ্গল্য-শ্রীকপিলাম্বরদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ১৩। চট্টলে দেবীর দক্ষিণ-বাহু পতিত হইয়াছে, এখানে ব্যক্তরূপা-ভগবতী-ভবানী-দেবতা এবং ভৈরব-শ্রীচন্দ্রশেখর দেব অবস্থিতি করিতেছেন, এই কলিযুগে বিশেষতঃ ভগবতী-ভবানী-দেবী এবং ভৈরব-চন্দ্রশেখর শ্রীশঙ্করদেব চন্দ্রশেখর-পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছেন, জানিতে হইবে। ১৪।

ত্রিপুরা-ক্ষেত্রে দেবীর দক্ষ-পাদ পতিত হইয়াছে, এখানে সর্ব্ব-জন-সম্মতা ত্রিপুরা-দেবতা এবং ভৈরব-সর্ব্বাভীষ্ট-ফল-প্রদ শ্রীত্রিপুরেশদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ১৫। ত্রিস্রোতাঃনাম্নী নদীর তট-দেশে দেবীর বাম-পাদ পতিত হইয়াছে, এখানে দেবী-ভ্রামরী এবং ভৈরব-শ্রীঅম্বরদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ১৬। কাম-গিরি-ক্ষেত্রে যোনি-পীঠ পতিত হইয়াছে, এখানে ত্রিগুণাতীতা রক্ত-পাষাণ-রূপিণী কামাখ্যা-দেবতা এবং ভৈরব-সাক্ষাৎ-শ্রীউমানন্দদেব অবস্থিতি করিতেছেন। কিঞ্চ, এই স্থানে কামাখ্যা-দেবী ভৈরব-শ্রীউমানন্দদেবের সহিত সততকাল বিহার করিতেছেন। এইস্থানে শরীর-ত্যাগ করিলে, মৃত-সাধক-জনের, অথবা সর্ব্ব-জীবের মুক্তি অবশ্যম্ভাবিনী। এইস্থানে মাধব-দেব, শ্রীভৈরবী-দেবী, নক্ষত্র-দেবতা, প্রচণ্ড-চণ্ডিকা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরা, অম্বিকা, বগলা, কমলা, ভুবনেশী ও সুধূমিনী-দেবী অবস্থিতি করিতেছেন। তন্ত্র-শাস্ত্র-প্রমাণে যোনিপীঠ-কামরূপে এই সকল-বর-পীঠ ও বর-ভৈরবগণের অবস্থিতি সমর্থিতা হইতেছে। শাস্ত্র বলিতেছেন, "তত্র শ্রীভৈরবীদেবী, তত্র নক্ষত্র-দেবতা। প্রচণ্ড-চণ্ডিকা তত্র, মাতঙ্গী ত্রিপুরাম্বিকা। বগলা কমলা তত্র, ভুবনেশী সুধূমিনী। এতানি বর-পীঠানি, শংসন্তি বর-ভৈরব। এবং তা দেবতাঃ সর্ব্বা এবং তে দশ-ভৈরবাঃ। সর্ব্বত্র বিরলা চাহং, কামরূপে গৃহে গৃহে। গৌরী-শিখরমারুহ্য, পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" ১৭।

করতোয়া-তটিনীর তট-প্রদেশ সম্প্রাপ্ত হইয়া, তথা হইতে শিখর-বাসিনীস্থানযাবৎ এই শত-যোজন-বিস্তীর্ণ-ত্রিকোণ-ক্ষেত্রে সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদানে সমর্থ, মানবাদির কথা আর কি বলিব? দেবগণও এইস্থানে

মরণ ইচ্ছা করিয়া থাকেন, এই ত্রিকোণাকার-ক্ষেত্রের অন্তর্গত-যুগাদ্যা-স্থানে দেবীর দক্ষিণ-পাদের অঙ্গুষ্ঠ পতিত হইয়াছে, এখানে ভূতধাত্রী-মহামায়া-দেবী এবং ক্ষীর-খণ্ডক-নামা শ্রীভৈরবদেব অবস্থিতি করিতে-ছেন। ১৮। মহাপীঠ-কালীঘট্টে দেবীর দক্ষিণ-পাদের অপর অঙ্গুলি-চতুষ্টয় পতিত হইয়াছে, এখানে সর্ব্ব-সিদ্ধিকরী-কালিকা দেবী এবং ভৈরব-শ্রীনকুলেশ্বরদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ১৯। তীর্থরাজ-প্রয়াগ-ক্ষেত্রে দেবীর হস্তাঙ্গুলি-সকল পতিত হইয়াছে, এখানে পীঠাধিষ্ঠাত্রী-ললিতাদেবী এবং ভৈরব-শ্রীভবদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ২০।

জয়ন্তী-স্থানে দেবীর বাম-জঙ্ঘা পতিতা হইয়াছে, এখানে পীঠাধিশ্বরী-জয়ন্তী-দেবী এবং ভৈরব-শ্রীক্রমদীশ্বরদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ২১। কিরীটেশ্বরীস্থানে দেবীর কিরীটালঙ্কার পতিত হইয়াছে, এখানে কিরীট হইতে প্রাদুর্ভূতা কিরীটস্থা সিদ্ধিরূপা ভুবনেশী বিমলা-নাম্নী দেবী এবং ভৈরব-শ্রীসম্বর্ত্তদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ২২। বারাণসী-ক্ষেত্রে দেবীর মণিময়-কর্ণকুণ্ডল পতিত হইয়াছে, মণিময়-কর্ণকুণ্ডল পতিত হওয়ায়, এখানে মণিকর্ণী-নামে বিখ্যাত-মহাতীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে, এই আনন্দ-কানন-বারাণসী-ধামে বিশালাক্ষী-দেবতা এবং ভৈরব-শ্রীকালভৈরবদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ২৩। কন্যাশ্রমে দেবীর পৃষ্ঠ-প্রদেশ পতিত হইয়াছে, এখানে সর্ব্বাণী-দেবী এবং ভৈরব-শ্রীনিমিষ-দেব অবস্থিতি করিতেছেন। ২৪। ধর্ম্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে দেবীর দক্ষিণ-গুল্ফ-প্রদেশ পতিত হইয়াছে, এখানে সাবিত্রী-নাম্নী-দেবতা এবং নামতঃ ভৈরব-শ্রীস্থাণুদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ২৫।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়

এইরূপ মণিবেদক-স্থানে দেবীর মণি-বন্ধ পতিত হইয়াছে, এখানে পীঠাধিষ্ঠাত্রী গায়ত্রী এবং ভৈরব-শ্রীসর্ব্বানন্দদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ২৬। শ্রীশৈলনামে প্রসিদ্ধ-পর্ব্বতে, অথবা শ্রীহট্টে দেবীর গ্রীবা-দেশ পতিত হইয়াছে, এখানে মহালক্ষ্মী-দেবতা এবং দেশে দেশে ব্যবস্থিত অন্যান্য ভৈরব-সকলের ন্যায় ভৈরব-শ্রীশম্বরানন্দদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ২৭। কাঞ্চী-দেশে দেবীর কঙ্কাল পতিত হইয়াছে, এখানে দেবগর্ভাখ্যা-দেবতা এবং নামতঃ ভৈরব-শ্রীরুরুদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ২৮। কাল-মাধব-স্থানে দেবীর বামনিতম্ব-দেশ পতিত হইয়াছে, এখানে মুক্তি-দাত্রী কালী-দেবী এবং ভৈরব-শ্রীঅসিতাঙ্গদেব অবস্থিতি করিতেছেন। এখানে পীঠাধিশ্বরী-দেবী-কালী এবং অসিতাঙ্গ-ভৈরবদেবকে বারম্বার দর্শন করিয়া, সাধকগণ অনায়াসে মন্ত্র-সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারেন। কিঞ্চ, কুজবাসরে ভূতচতুর্দ্দশী তিথিযোগে নিশার্দ্ধসময়ে যে সাধক দেবী কালী ও অসিতাঙ্গ-ভৈরবদেবকে প্রণাম করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবেন, তাঁহার মন্ত্রসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী। ২৯।

নর্ম্মদা-স্থানে দেবীর অপর অর্থাৎ দক্ষিণ-নিতম্বভাগ পতিত হইয়াছে, এখানে শোণাখ্যাদেবী এবং ভদ্রসেনাখ্য-ভৈরবদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৩০। বৃন্দাবনে দেবীর কেশ-জাল পতিত হইয়াছে, এখানে উমানাম্নী-দেবতা এবং ভৈরব-সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়ক শ্রীভূতেশদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৩১। শুচি-স্থানে দেবীর ঊর্দ্ধ-দন্ত-পঙ্‌ক্তি পতিতা হইয়াছে; এখানে দেবী-নারায়ণী এবং ভৈরব-শ্রীসংহারাখ্যদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৩২। পঞ্চ-সাগর-স্থানে দেবীর অধো-দন্তপংক্তি পতিতা হইয়াছে, এখানে দেবী-বারাহী এবং ভৈরব-শ্রীমহারুদ্রদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৩৩। করতোয়া-তটে দেবীর বাম-কর-সহিত তল্প, অর্থাৎ

শয্যাসনের বামার্দ্ধ-ভাগ পতিত হইয়াছে, এখানে করোস্তবা-ব্রহ্মরূপা অপর্ণা-দেবতা এবং ভৈরব-শ্রীবামনদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৩৪। শ্রীপর্ব্বতে দেবীর দক্ষ-তল্প পতিত হইয়াছে, এখানে সর্ব্বাত্মিকা পরা সর্ব্বসিদ্ধিকরী শ্রীসুন্দরী-দেবতা এবং ভৈরব-শ্রীসুন্দরানন্দদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৩৫। বিভাষকে দেবীর বাম-গুল্‌ফ পতিত হইয়াছে, এখানে ভীমরূপা-কপালিনী-দেবী এবং ভৈরব-শ্রীকপালীদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৩৬।

প্রভাস-ক্ষেত্রে দেবীর উদর-ভাগ পতিত হইয়াছে, এখানে যশস্বিনী-চন্দ্রভাগা-দেবী এবং ভৈরব-শ্রীবক্রতুণ্ডদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৩৭। অবন্তী-দেশের অন্তর্গত ভৈরব-পর্ব্বতে দেবীর ঊর্দ্ধ-ওষ্ঠ পতিত হইয়াছে, এখানে অবন্তীনাম্নী-মহাদেবী এবং ভৈরব-শ্রীলম্বকর্ণদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৩৮। জন-স্থলে অর্থাৎ তন্নামক-স্থান-বিশেষে জন-স্থানে দেবীর চিবুক পতিত হইয়াছে, এখানে দেবী-ভ্রামরী এবং ভৈরব-শ্রীবিকৃতাক্ষদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৩৯। গোদাবরী-তীরে দেবীর বাম-গণ্ড-দেশ পতিত হইয়াছে, এখানে বিশ্বেশী-বিশ্বমাতৃকাদেবী এবং ভৈরব-শ্রীদণ্ডপাণিদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৪০। রত্নাবলী-ক্ষেত্রে দেবীর দক্ষ-স্কন্ধ পতিত হইয়াছে, এখানে দেবী-কুমারী এবং ভৈরব-শ্রীশিবদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৪১। মিথিলা-দেশে দেবীর বাম-স্কন্ধ পতিত হইয়াছে, এখানে উমানাম্নীদেবী এবং ভৈরব-শ্রীমহোদরদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৪২।

নলাহাটী-স্থানে দেবীর নলাদেশ পতিত হইয়াছে, এখানে সর্ব্ব-সিদ্ধি-প্রদায়িকা-কালিকা-দেবী এবং ভৈরব-শ্রীযোগেশদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৪৩। কর্ণাট-দেশে দেবীর দুইটী কর্ণ পতিত হইয়াছে, এখানে নানা-ভোগ-প্রদায়িনী-জয়দুর্গাখ্যা দেবতা এবং ভৈরব-শ্রীঅভীরুদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৪৪। বক্রেশ্বর-স্থানে দেবীর মানস পতিত হইয়াছে, এখানে একটী পাপহরা-নদী, মহিষ-মর্দ্দিনী-দেবী এবং ভৈরব-শ্রীবক্রনাথ-দেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৪৫। যশোরে দেবীর পাণি-পদ্ম পতিত হইয়াছে, এখানে যশোরেশ্বরী-দেবতা এবং ভৈরব-শ্রীচণ্ডদেব অবস্থিতি

করিতেছেন, সাধকগণ দৃঢ়তার সহিত সাধন-পরায়ণ হইলে, এখানে অবশ্যই মন্ত্র-সিদ্ধি-লাভ করিতে পারেন। ৪৬। অট্টহাসে দেবীর নিম্নতন-ওষ্ঠ পতিত হইয়াছে, এখানে ফুল্লরা-নামে প্রসিদ্ধা-দেবী এবং ভৈরব-সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদায়ক-শ্রীবিশ্বেশদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৪৭।

নন্দি-পুরে দেবীর হার পতিত হইয়াছে, এখানে মহাদেবী-নন্দিনী এবং ভৈরব-শ্রীনন্দিকেশ্বরদেব অবস্থিতি করিতেছেন, সাধন-সেবনে এখানে সাধকগণ নিঃসংশয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। ৪৮। লঙ্কাপুরে দেবীর নূপুর পতিত হইয়াছে, এখানে পূর্ব্বকালে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক উপাসিতা ইন্দ্রাক্ষী-দেবতা এবং ভৈরব-শ্রীরাক্ষসেশ্বরদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৪৯। বিরাট-দেশ-মধ্যে দেবীর বাম-পাদাঙ্গুলি-নিচয় নিপতিত হইয়াছে, এখানে অম্বিকা-নামে সর্ব্বজন-সম্মতা-দেবী এবং ভৈরব-শ্রীঅমৃতাক্ষদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৫০। তথা মগধ-দেশে দেবীর দক্ষ-জঙ্ঘা পতিতা হইয়াছে, এখানে সর্ব্ব-কাম-ফল-প্রদা সর্ব্বানন্দকরী দেবী এবং ভৈরব শ্রীব্যোমকেশদেব অবস্থিতি করিতেছেন। ৫১।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়

পাঠক-মহোদয়গণ! এই আমি আপনাদের অবগতির জন্য প্রজাপতি-দক্ষের যজ্ঞ-সভা-ভবনে বিতত-মহামহোৎসব-পূর্ণ-যজ্ঞ-কুণ্ড-সমীপে ত্যক্ত-শরীরা-সতীর চৈতন্য-শূন্য-দেহের সর্ব্বলোক-হিতকর মহাপুণ্য-জনক মহাকীর্ত্তি-কারক এক-পঞ্চাশৎ সুদৃঢ়ধর্ম্মস্তম্ভ-স্বরূপ যে অন্তিমপীঠ-পরিণাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা যথাবুদ্ধি, যথাদর্শ, সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনারা যদি মৎ-সংগৃহীত এতদতিরিক্ত-দক্ষ-যজ্ঞ-সম্বন্ধী ইতিহাস, বা দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-ব্যাপার-সংস্পৃষ্টা অন্যান্য-ঘটনাবলী যেমন শ্রীমতীসতীদেবী যজ্ঞ-মহামহোৎসব উপলক্ষে দক্ষালয়ে গমন করিয়াছিলেন কি না? অগমন-পক্ষে কাহার মুখে দক্ষ-যজ্ঞ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, কোথায় কিরূপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন? গমন-পক্ষে যে যজ্ঞ-মহোৎসব-স্থলে সতীদেবী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ-মহোৎসব বিধ্বস্ত হইয়াছিল? কি না? বিধ্বংসন-পক্ষে যে যজ্ঞে সতীদেবী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, ব্রহ্ম-নন্দন-প্রজাপতি-পতি-দক্ষের অনুষ্ঠিত সেই যজ্ঞ কি সানুচর ভগবান্ বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃকই বিধ্বস্ত হইয়াছিল? কিম্বা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবও সমরাঙ্গণে গমন-পূর্ব্বক দেবগণকে যথোচিত-দণ্ডদান করিয়াছিলেন?

তথা প্রাণাত্যয়কাল সমাগত দেখিয়া, মৃগরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক পলায়ন-পরায়ণ অধ্বর-পুরুষ অর্দ্ধেন্দু-বক্ত্র-বাণ-সাহায্যে বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃকই বিনষ্ট, বা বিশিরস্ক হইয়াছিলেন? অথবা মৃগরূপী যজ্ঞ-পুরুষ পলায়ন-কালে রৈভ্যাশ্রম-সমীপস্থ-শ্রীশঙ্করদেবের দৃষ্টি-পথে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া, ব্রহ্মস্থানে গমন এবং তথায় নিষ্কৃতির সম্ভাবনা না দেখিয়া, অত্যন্ত-ভীত-হৃদয়ে তথা হইতে স্বর্গদ্বার, বা সূর্য্যদ্বারাবলম্বনে আকাশ পথে অবনীতলে অবতরণ-পুরঃসর নিজ-মায়া-সাহায্যে সতী-শব-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কোনরূপে জীবিত-রক্ষণে সমর্থ হইয়াছিলেন?

তথা ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দ-কর্ত্তৃক সংস্তুত ও অনুরুদ্ধ-সূর্য্যজ-শ্রীশনৈশ্চর-দেব-কর্ত্তৃক সতী-মৃত্তি-জনিত-শোকে সমাকুল-শ্রীশঙ্করদেবের বিশাল-লোচন-ত্রিতয়-নির্গত-দুরাধর্ষ-বাষ্প-বৃষ্টির দীর্ঘকালধারণে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত লোকালোক-পর্ব্বতের নিকটে পুষ্কর-দ্বীপের পৃষ্ঠ-ভাগে তোয়-সাগরের পশ্চিম-দিগ্‌-বিভাগে অবস্থিত-জলধার-নামক-প্রসিদ্ধ-গিরি-গহ্বরে সেই অশ্রু, বা বাষ্প-জলের অবস্থাপন, পশ্চাৎ জলধারাহ্বয়-পর্ব্বতে অবস্থাপিত শ্রীশঙ্করদেবের নেত্র-ত্রিতয়-নির্গত-খরতর-বাষ্পৌঘ-কর্ত্তৃক স্বীয়-বেগ-ধারণে অসমর্থ-জলধার-পর্ব্বতের বিদারণ ও তোয়-সাগরে-প্রবেশ, তোয়-সাগরে প্রবিষ্ট-বাষ্প-নিচয়-কর্ত্তৃক স্পর্শমাত্রেই স্বীয়-বেগধারণে অসমর্থ-জল-সাগরের মধ্য-দেশ-ভেদ-ক্রমে প্রাগ্‌-ভব-বেলা-ভেদ-প্রভৃতি বিস্পষ্টরূপে অবগত হইতে ইচ্ছা করেন।

কিম্বা জল-সাগরের পূর্ব্ব-বেলাভেদ-পূর্ব্বক ক্রমে পুষ্কর-দ্বীপের মধ্য-প্রদেশে সমাগত ঐসকলবাষ্পের বৈতরণী-নদীরূপে পরিণাম, বা জলধার-পর্ব্বত-বিভেদন এবং সাগর-সংসর্গ-বশে কথঞ্চিৎ মৃদু-শান্ত-ভাবাপন্ন-হর-লোতক-সম্ভবা-দুস্তরতরা-বৈতরণী-নদীর যম-দ্বার-পর্য্যন্ত-বিস্তৃতি, এইরূপ পলায়ন-পরায়ণ-যজ্ঞ-পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধনুর্ব্বাণ-ধারণ-পূর্ব্বক বিধাবিত-শ্রীশঙ্করদেবের ক্রোধোদ্দীপ্ত-ললাট-প্রদেশ হইতে প্রস্থত-ঘোর-স্বেদ-বিন্দুর ভূতলে পতন, ভূতল-পতিত সেই ঘোরতর-স্বেদবিন্দু হইতে কালানলোপম অগ্নির প্রাদুর্ভাব, প্রাদুর্ভূত সেই সুমহান্ অগ্নি হইতে অতিমাত্র-হ্রস্বাকার জ্বর-পুরুষের উৎপত্তি, জ্বর-পুরুষ-কর্ত্তৃক যজ্ঞ-দাহ, বিধি-কৃত-জ্বর-বিভাগ, দক্ষ-কৃত শ্রীশিব-সহস্র-নামপ্রভৃতি অধিকতর-বিষয়-পরিজ্ঞানে অভিলাষী হন।

অথবা অবিধ্বংসন-পক্ষে আপনারা যদি বিবুধ-বৃন্দ-বন্দিত-ব্রহ্ম-নন্দন-প্রজাপতি-দক্ষ-কৃত যজ্ঞ-মহোৎসবে সতীদেবীর দেহত্যাগের অনন্তর মূর্ত্তিমান্ মন্ত্র-সকলের তিরোধান, শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক সতীদেবীর দেহ-ত্যাগ-বার্ত্তা শ্রবণ, তৎশ্রবণে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ক্রোধ ও ক্রুদ্ধ শ্রীশঙ্কর-দেবকর্ত্তৃক-প্রজাপতি-দক্ষ-প্রভৃতির প্রতি "যস্মাৎ অবমতা দক্ষ, মৎকৃতে-নাগসা সতী। পূজিতাশ্চেতরাঃ সর্ব্বাঃ, স্বসুতা ভর্ত্তৃভিঃ সহ।

বৈবস্বতেঽন্তরে যস্মাৎ, তব জামাতরস্ত্বমী। উৎপৎস্যন্তে সমং সর্ব্বে, ব্রাহ্মযজ্ঞেঽযোনিজাঃ। ভবিতা মানুষো রাজা, চাক্ষুষস্য ত্বমন্বয়ে। প্রাচীন-বর্হিষঃ পৌত্রঃ, পুত্রশ্চাপি প্রচেতসঃ। অহং তত্রাপি তে বিঘ্নমাচরিষ্যামি দুর্ম্মতে। ধর্ম্মার্থ-কাম-যুক্তেষু, কর্ম্মস্বপি পুনঃ পুনঃ।” এইরূপ শাপ-প্রদান, তদনন্তর দক্ষাদির পতন-প্রভৃতি অভিনব অধিকতর বিষয়াবগমে অভিরুচি-সম্পন্ন হন, তবে সুদৃঢ়তর-প্রযত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক বিবিধ-পুরাণ-প্রবন্ধ-পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হউন। পক্ষান্তরে আমি অত্যন্তগ্রন্থ-বিস্তার-ভয়ে ভীত হইয়া, এইস্থানেই দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-সম্বন্ধী ইতিহাস-সঙ্কলন-ব্যাপার হইতে বিরত হইতেছি।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়

পঞ্চবিংশ-পরিচ্ছেদে "ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং", ইত্যাদি-বিংশ-শ্লোক-ব্যাখ্যানাবসরে মীমাংসক-মত-নিরসন-কল্পে আমি পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে শ্রীভগবান্ পরম-পুরুষ-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রসাদ, প্রসন্নতা, অর্থাৎ অনুগ্রহ-বশেই যাজ্ঞিক-জনগণের ক্রতু-ফল কথন করিয়াছি। কিন্তু, উক্ত-শ্লোকের দ্বিতীয়-চরণে ভক্ত-প্রবর ভগবান্ পুষ্পদন্তাচার্য্যও অতিনিপুণতার সহিত কৌশল-ক্রমে "বিহিতানাং শুভ-ফল-জনকত্বানুপপত্ত্যা ধর্ম্মাখ্যং অপূর্ব্বং দ্বারত্বেন কল্পনীয়ম্", অর্থাৎ বিধি-বোধিত অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, অগ্নিষ্টোম, দর্শ-পৌর্ণমাস, রাজসূয়, পৌণ্ডরীক-প্রভৃতি আশুতর-নাশ-শীল-যজ্ঞ-সকলের কালান্তর-দেশান্তর-ভাবী স্বর্গ-স্বারাজ্যাদি-শুভ-ফল-জনকতা প্রকারান্তরে উপপন্না না হওয়ায়, দ্বারত্বরূপে "কর্ম্মণো বা কাচিৎ সূক্ষ্মা উত্তরাবস্থা, ফলস্য বা পূর্ব্বাবস্থা" ধর্ম্মাখ্য অপূর্ব্ব-নামে অবশ্য-কল্পনীয়, এতাদৃশ-মীমাংসক-পক্ষ-নিরাকরণ অভিপ্রায়ে "ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে ?" এইরূপ প্রশ্নের উদ্ভাবন করিয়াছেন।

উক্তরূপে মীমাংসক-মত নিরাকৃত হইলেও, পুনরপি "বিহিতাকরণ-নিষিদ্ধ-করণয়োরশুভ-ফলস্য ভগবৎ-প্রসাদাসাধ্যত্বাৎ তদর্থং অবশ্যং অধর্ম্মাখ্যং অপূর্ব্বং কল্পনীয়ম্", অর্থাৎ বিধি-প্রতিপাদিত-নিত্য-সন্ধ্যা-বন্দন, বা নিত্যাগ্নিহোত্রাদি, অথবা অন্যান্যবিধ-যাগ-যজ্ঞাদি, কিম্বা পুত্র-জন্মাদ্যনুবন্ধী নৈমিত্তিক-জাতেষ্ট্যাদি-কর্ম্ম-কলাপের অকরণ, বা অননুষ্ঠান, তথা নিষেধ-বিধি-প্রতিপাদিত-নিষিদ্ধ-নিন্দিত-নরকাদ্যনিষ্ট-সাধন-কলঞ্জভক্ষণ, বা ব্রহ্মহননাদি অধর্ম্ম-হেতুভূত-ক্রিয়া-কলাপের করণ, বা সেবন-বশে দেশ-কালান্তরে অবশ্য অনুভবনীয় অশুভ-ফল-সকলের শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সাধ্যতা সম্ভবপরা না হওয়ায়, তদর্থ অর্থাৎ অশুভ-ফল-সকলের সাধ্যতা-সম্পাদনার্থ অবশ্য সাধন-স্বরূপে অধর্ম্মাখ্য অপূর্ব্বের

কল্পনা করিতে হইবে, এইরূপ শঙ্কা-কলঙ্ক-কণ্টকাঙ্কুরকলুষিত-হৃদয়ে কোন কোন মীমাংসকম্মন্য প্রত্যবস্থিত হইতে পারেন।

অতএব ভগবান্ পুষ্পদন্ত রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনাদি-জনিত অপরাধ-বশে অপরাধী জনের যেমন অনর্থ-ফল-প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী, সেইরূপ শ্রীভগবদাজ্ঞালঙ্ঘনাদি-জনিত অপরাধ-বশে অপরাধীর অখিলানর্থ-ফল-প্রাপ্তি দৃষ্ট-দ্বার-সাহায্যেই অবশ্য উপপন্নতরা হইবে; সুতরাং অধর্ম্মাখ্য অপূর্ব্ব-কল্পনার কোন আবশ্যক নাই, এইরূপ অভিপ্রায়ানুসরণে দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-লক্ষণ-নিদর্শন-সাহায্যে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের অপ্রসাদবশেই যথোক্ত-ক্রতু-ফলের অপ্রাপ্তি এবং অনর্থ-প্রাপ্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতি-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্প্রতিতন অর্থাৎ বর্ত্তমানে ব্যাখ্যাতব্যরূপে উপস্থিত "ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতাং", এই একবিংশ শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন।

"ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতাং", এই শ্লোকটীর ব্যাখ্যান-প্রণয়নাবসরে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট-বিষয়-সকলের মধ্যে অভক্তের অনর্থ-প্রাপ্তি-লক্ষণ-ষড়্বিংশ-বিষয়ের বিশেষ-বিবরণ করিতে হইলে, অগ্রে দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-লক্ষণ বৃহদ্-ব্যাপারের বিশেষ-বিবরণ যে নিতান্ত অপেক্ষিত, তাহা বোধ করি, কেহই অস্বীকার করিবেন না। অতএব "ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ", ইত্যাদি শ্লোকার্থের বিস্পষ্টীকরণার্থ আমি অগ্রে অবশ্য-বিবরণীয়-দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংস-লক্ষণ বিরাট্-ব্যাপারের পূর্ব্বকালবর্ত্তী প্রতিযোগিস্বরূপে উপস্থিত-দক্ষ-যজ্ঞ-বিষয়ক ইতিহাস-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। প্রিয়-পাঠক-মহোদয়গণ! আমি আপনাদের সম্যক্‌রূপে অবগতির জন্য দক্ষ-যজ্ঞ-বিষয়িণী যে ইতিহাস-কথা কীর্ত্তন করিয়াছি, সেই ইতিহাস-কথা-সমাশ্রয়ণেই যে ভগবান্ পুষ্পদন্তাচার্য্য এই অভিনব-স্তুতি-শ্লোকটীর অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই আপনাদের দূরাবগাহিনী শাস্ত্রার্থ-বিবেকবিচার-কুশলিনী পুরাণ-পাদপ-প্রসূত-পুণ্যাখ্যান-প্রসূন-প্রকর-বিভূষণ-ভূষণা ধিষণার সম্যক্ বিষয়ীভূত, সন্দেহ নাই।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

অপিচ, উক্তরূপ-সিদ্ধান্তই যদি সর্ব্ববাদি-সম্মত হয়, অর্থাৎ "ক্রতৌ সুপ্তে", ইত্যাদি শ্লোকে ভগবৎ-প্রসাদ-সাধন-সাহায্যে ক্রতু-ফল-প্রাপ্তি-লক্ষণ-বেদান্ত-রাদ্ধান্ত-বচন-শ্রবণ করিয়া, বিহিত-কর্ম্ম-সকলের শুভ-ফল-জনকতা প্রকারান্তরে উপপন্না না হওয়ায়, ফল-জনন-বিষয়ে দ্বার-স্বরূপে অবশ্যই ধর্ম্মাখ্য অপূর্ব্ব-কল্পনা করিতে হইবে, এইরূপ নিজমত বিমর্দ্দিত হইল জানিয়া, শোক-সন্তাপ-সন্তপ্ত অন্তঃকরণে অসহমান-মানসে মন্দবুদ্ধি মীমাংসক নিরর্থক-পরিশ্রম-স্বীকার-পূর্ব্বক পুনঃ প্রত্যবস্থানার্থ সমুৎসুক-হৃদয়ে বৈদান্তিক-সিদ্ধান্তের প্রতিবাদকল্পে বিহিত-শুভ-পুণ্য-কর্ম্ম-সমূহ-সাহায্যে সম্যক্ সমারাধিত, বেদ-গাথা-গীত, অগণ্য-গুরু-গুণ-গণ-গরীয়ান্ অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর অশেষ-ভুবনেশ্বর শ্রীপরমেশ্বরদেবের প্রসন্নতা ও তদ্দ্বারা ক্রতুফল-প্রাপ্তি সম্ভাবিতা হইলেও, বেদ-প্রতিপাদিত-নিত্য-সন্ধ্যা-বন্দন, বা অগ্নিহোত্রাদি-কর্ম্ম-সকলের অননুষ্ঠান, কিম্বা গুরু-তল্প-গমন-ব্রাহ্মণ-হননাদি-নিন্দিত-নিষিদ্ধ-নরকাদ্যনিষ্ট-সাধন-কর্ম্ম-সকলের সেবনবশে অবশ্য-প্রাপ্তব্য-ভোক্তব্য অশুভফল-সকলের শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-সাধ্যতা অসম্ভবপরা বিবেচিতা হওয়ায়, অন্ততঃ অগতিকগতি-সমাশ্রয়ণে অশুভ-ফলসকলের সাধ্যতা-সম্পাদনার্থ দ্বার-স্বরূপে অবশ্যই অধর্ম্মাখ্য অপূর্ব্বের কল্পনা, বা আশ্রয়-গ্রহণ করিতে হইবে, এইকথা বলিয়া, সাহঙ্কারে সরোষে অধর্ম্মাখ্য অপূর্ব্বকল্পনপক্ষসমর্থনে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে পারেন।

অতএব এই হীনচেতাঃ জ্ঞানদুর্ব্বল কর্ম্ম-জড় মীমাংসক-জনকে যত্না-বলম্বন-ব্যতীত অনায়াসে যুক্তি-পাশে আবদ্ধ করিয়া, নিগৃহীত করিবার জন্য যদি মৎসঙ্কলিত ইতিহাস-কথানুসরণেই "ক্রিয়াদক্ষো দক্ষঃ ক্রতু-পতিরধীশস্তনুভৃতাং", ইত্যাদি একবিংশ-শ্লোকটীর সমুত্থান সমর্থিত, বা স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে, ইহাও অবশ্য অঙ্গীকার করিতে হইবে যে,

লোকে রাজপুরুষগণ রাজনিয়মানুসরণ-পূর্ব্বক ধর্ম্ম-পরায়ণতার সহিত ন্যায় ও সত্য-সঙ্গতভাবে সাধু-পথে বিচরণ করিয়া এবং যথাযথরূপে রাজ-কার্য্য-সম্পাদন করিয়া, রাজকীয়প্রসন্নতা, বা সন্তোষসাধন-ফলে মাসিকী-ভৃতি, বা উচ্চ-পুরস্কারাদি-লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে যদি কখনও তাঁহারা অজ্ঞান-বিমূঢ়-মানসে লোভ-পরাহত-হৃদয়ে অন্যায়-সঙ্গত অসাধু-সম্মতসরণি অনুসরণে কুমার্গে বিচরণ-পূর্ব্বক ন্যায়, সত্য ও ধর্ম্ম-পরায়ণতায় নিবাপাঞ্জলি-প্রদানান্তে অযথাযথরূপে রাজকার্য্য-সম্পাদন করিয়া এবং অসদুপায়ে ধনাদি-সংগ্রহ-বিষয়িণী-প্রবৃত্তির অনুশীলন করিয়া, রাজানুশাসন-লঙ্ঘনপ্রযুক্ত রাজকীয়া অপ্রসন্নতা, বা অসন্তোষ-সমুৎপাদন-ফলে মহারাজের রোষ-কষায়িত-যুগল-লোচন-পথে পতিত হন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে অর্থাৎ রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে অপরাধীদিগকে যেমন অবশ্যই উচ্চ অর্থ-দণ্ডে দণ্ডিত, বেত্রাঘাতে আহত ও লাঞ্ছিত, কারাগারে আবদ্ধ, লৌহ-নিগড়ে হস্ত ও পাদ-যুগলে নিগড়িত, অথবা শিরশ্ছেদনাদি-দ্বারা সর্ব্বোচ্চ জীবন-দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়, সেইরূপ দৃষ্টদ্বার, বা লোক-সিদ্ধ উপায়াবলম্বনে শ্রীভগবান্ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আজ্ঞা, বা বেদানুশাসন-বেদ-বিধান-বেদ-প্রবর্ত্তিতনিয়মোল্লঙ্ঘন-জনিত অপরাধে অপরাধী জনগণের শ্রীপরমেশ্বরীয়া অপ্রসন্নতা, অপ্রসাদ, বা অসন্তোষসমুৎপাদন-ফলেই অখিলানর্থ-প্রাপ্তি অবশ্যই সম্ভাবিতা ও সমর্থিতা হইতে পারে; সুতরাং বিহিত-কর্ম্ম-নিচয়ের অননুষ্ঠান ও নিন্দিতনিষিদ্ধ-ক্রিয়া-কলাপের সংসেবনসঞ্জাত অশুভ-ফল-প্রাপ্তির শ্রীভগবৎপ্রসাদসাধ্যতা সম্ভবপরা না হইলেও, অপ্রসাদসাধ্যতা সর্ব্বথা সম্ভাবিতা ও সুসমর্থিতা হওয়ায়, ক্রতু-ফলের অপ্রাপ্তি ও অখিলানর্থ-প্রাপ্তির সাধ্যতা-সম্পাদনার্থ বিহিতাকরণ ও নিষিদ্ধকরণ-জনিত অধর্ম্মাখ্য অপূর্ব্বাঙ্গীকারের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।

কিন্তু, স্থিরচিত্তে বিশেষবিবেচনা-পূর্ব্বক দক্ষ-যজ্ঞীয়প্রকরণটী পাঠ করিলে, অবশ্যই পাঠক-মহোদয়গণের জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিকসিত-হৃদয়পঙ্কজে প্রতিভাত হইবে যে, সেই মূর্ত্তিমান্ মহেশ্বর শ্রীপরমেশ্বরদেবের পরম-কারুণিকত্বপ্রকটিত করিবার জন্যই শ্রীমন্মহাভারতাদি-বিবিধ-প্রামাণিক-

শাস্ত্রগ্রন্থে দক্ষ-যজ্ঞের অবতারণা করা হইয়াছে। তথা দক্ষ-যজ্ঞ-বিষয়ক ইতিহাস-পাঠে পাঠকমহোদয়গণ! আপনারা ইহাও অবগত হইবেন যে, শ্রীভগবান্ পরমকারুণিক আশুতোষ শ্রীশঙ্করদেব বিদ্বেষ-পরায়ণ, অভক্ত, আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী, সবিশেষ অপরাধী জনগণকেও দণ্ড-প্রদান-পূর্ব্বক অগ্নি-পরিতপ্ত-হেমের ন্যায় বিশুদ্ধ করিয়া, পশ্চাৎ তাহা-দিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

এই কারণ-বশতঃই ভক্ত-প্রবর-পুষ্পদন্তাচার্য্যও মীমাংসক-পরিকল্পিত-দ্বিতীয়-শঙ্কা-শল্য-সমুদ্ধার-তৎপরমানসে দক্ষাখ্যায়িকা-সাহায্যে অভক্তের অনর্থ-প্রাপ্তি-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সর্ব্বশুভফলদাতৃত্ববৎ সর্ব্বাশুভফলদাতৃত্বও কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যখন অভক্ত-দুষ্ট-বিদ্বিষ্ট-জনগণকে দণ্ড-দান-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ করিয়া, পশ্চাৎ তাহা-দিগের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ করেন, তখন তিনি যে ভক্ত, অনুরক্ত, শ্রীশিবসহস্রনামাদি-সাহায্যে শ্রীভগবত্তোষণ-পরায়ণ, নিজানুগৃহীত-জন-গণের প্রতি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া, অনুগ্রহ-প্রদর্শন করিবেন, তাহা কি কৈমুতিকন্যায়-সিদ্ধ হইবে না? অবশ্যই হইবে। পক্ষান্তরে দক্ষাখ্যা-য়িকা-তাৎপর্য্য-নিশ্চয়াবসরে ইহাও আমরা উচ্চকণ্ঠে বলিব যে, "শ্রীপর-মেশ্বর-দ্রোহিণা কৃতং কর্ম্ম অনর্থাবহং, তদনুগ্রহমন্তরেণ দুশ্চিকিৎস্যঞ্চেতি স এব প্রার্থ্য ইতি।"

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্ততিতম অধ্যায়

শ্রীপরমেশ্বরদ্রোহি-দক্ষ-কৃত-কর্ম্ম যে কিরূপ অনর্থাবহ এবং শ্রীশঙ্কর-দেবের অনুগ্রহ-ব্যতীত কিরূপ দুশ্চিকিৎস্য হইয়াছিল, তাহা মৎসঙ্কলিত-সুবিস্তৃতদ্বিবিধেতিহাস-পাঠে পাঠক-মহোদয়গণ বিস্পষ্টরূপেই অবগত হইয়াছেন। দক্ষ-যজ্ঞবিষয়ক-পুরাবৃত্তটীর আমি যদি উক্তরূপে সংগ্রহ না করিতাম, তাহা হইলে, হয়ত পুরাণকদম্ব-কাননে বিহরণ-বিরহিত অধ্যেতৃবর্গ মহিম্নঃ-স্তোত্রের অন্তর্গত একবিংশ-শ্লোকের "ক্রিয়া-দক্ষো দক্ষঃ ক্রতু-পতিরধীশস্তনুভৃতাং, ঋষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ! সদস্যাঃ সুর-গণাঃ।" এইপর্য্যন্ত পাঠ করিয়া, দক্ষ-যজ্ঞের প্রকৃত-গুরুত্ব যে কি পর্য্যন্ত, তাহা অবগত হইতে সমর্থ হইতেন না।

মরীচি, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরাঃ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, নারদ, প্রচেতাঃ ও ভৃগু, এই দশটী ব্রাহ্ম-মনঃ-সম্ভূতমহামুনিমহামহর্ষির জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা, সুরাসুরনরাদি-প্রজা-সকলের স্রষ্টা, সর্ব্বলোক-পিতামহ-ব্রহ্মার মানসসঙ্কল্প-বশে দক্ষাঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্নজ্যেষ্ঠপুত্র, স্বয়ং সর্ব্ব-প্রজাপতি-পতি, অর্থাৎ মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী দক্ষ ক্রতুপতি, বা যজমান। এই প্রজা-পতি-পতি ক্রতু-পতি যজমান যে কেবলমাত্র নামে দক্ষ ছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু এই ক্রতু-পতি-প্রজা-পতি-দক্ষ অনুষ্ঠেয়-ক্রিয়াসমূহেও অত্যন্ত-দক্ষ, প্রবীণ, বা যজ্ঞ-বিদ্যা-বিষয়ে কুশল ছিলেন। কিন্তু, এই ক্রতুপতি প্রজাপতি দক্ষ যেমন ক্রিয়াদক্ষ ছিলেন, সেইরূপ "উদক্ষ", অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর অক্ষ, বা ইন্দ্রিয়-সমূহের প্রকৃষ্টতর-তেজোবল-বীর্য্য-সম্পন্নও ছিলেন। তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে হীন, অধিক, বা বিকল ছিলেন না। অতএব তিনি যে অত্যধিক-সামর্থ্য-সম্পন্ন ছিলেন, তদ্বিষয়ে অপরকোনরূপবক্তব্যই অবতীর্ণ হইতে পারে না।

ঐশ্বর্য্যবিষয়েও ক্রতু-পতি ক্রিয়া-দক্ষ দক্ষ যে অত্যুচ্চতর-স্থান অধিকার

করিয়াছিলেন, তাহাও "তনুভৃৎ" অর্থাৎ শরীরধারী জীব-নিবহের "অধীশঃ" স্বামী, এই বিশেষণদ্বারা, বা পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-প্রজা-পতি-পতিত্ব, অথবা মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তিতা-প্রযুক্ত বিস্পষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে। ব্রহ্ম-নন্দন-দক্ষ যখন "ক্রিয়াদক্ষ", "উদক্ষ" এবং "তনুভৃদ্"-গণের অধীশ্বরেশ্বর, তখন তিনি কি বিদ্যা-সামর্থ্যে, কি শারীর-সামর্থ্যে, কি ঐশ্বর্য্য, বা অর্থ-সামর্থ্যে, কি জন-সামর্থ্যে, কিছুতেই যে হীন ছিলেন না, তাহাও কি কষ্ট-স্বীকার-পূর্ব্বক কণ্ঠতঃ কথন করিতে হইবে? শ্রীশিব-বিদ্বেষ্টা এই দক্ষনামা প্রজাপতির অর্থিত্বের অভাব ছিল না। কারণ, মূলতঃ শ্রীশিবাপমান উদ্দেশ্যবিষয়ীভূত হইলেও, "ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হর-পদং আশাবধিং কো গতঃ?" এই নীতি অনুসরণে স্থির-চর-সুরাসুর-ভূচর-জলচর-খেচর-সাগর-ধরাধর-বানর-নর-কিন্নরাদি-সমাজে অত্যধিকতর-প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি-সম্মানাদর-গৌরব-ধন-রত্নৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন-স্বপদ হইতেও অত্যুচ্চতর-পদ-লাভ-প্রত্যাশা যে তৎকালে তাঁহার অন্তরে অন্তরে ফল্গু-প্রবাহবৎ প্রবাহিত হইতেছিল না, তাহাই বা কে সম্প্রতি আমাদের কর্ণে কর্ণে বিস্পষ্ট-ভাষায় বলিয়া দিতেছে?

"এতাবতা প্রবন্ধেন" পাঠক-মহোদয়গণ! আপনারা অবশ্যই অবগত হইতেছেন যে, বিদ্বত্ব, সামর্থ্য, অর্থিত্ব, শাস্ত্রানিন্দিতত্ব-প্রভৃতি যে কোন অধিকারি-বিশেষণ স্বয়ং-প্রতিভাত-বেদ, তনু-ভৃদধীশ্বর, ব্রহ্ম-নন্দন, প্রজাপতি-পতি, ক্রতু-পতি, ক্রিয়া-দক্ষ-দক্ষ তৎ-সমূহে পরিহীণ ছিলেন না। এতাদৃশ-মহাপ্রভাব-সম্পন্নক্রতু-পতিযজমান-দক্ষ পর্ব্বত-প্রাকার-পরিবেষ্টিত, অত্যুচ্চ-সুবর্ণময়-প্রাচীর-সাহায্যে পরিরক্ষিত, গঙ্গা-দ্বার-সমীপতঃ ভাগীরথী-তীর-প্রদেশে সমবস্থিত, বহু-পুণ্য-প্রদ, বহু-বৃক্ষ-সমাকুল, বহু-বহুতর-মুনি-মহর্ষিগণের আশ্রম-পদে বিশোভিত, বেদ-ধ্বনি-নিনাদিত, দল-ফল-ভারাবনত-নম্র-সুশিখ-ঘন-চ্ছায়াচ্ছন্ন-বন-শাখি-সমূহের শাখা-সহস্রাগ্রে শাখান্তরালে সুন্দরভাবে উপবিষ্ট-বিবিধ-জাতীয়-বিহঙ্গম-গণের কল-কূজনে কূজিত, বহু-বহুতর-দেবায়তনে পরিব্যাপ্ত, কল-কল-নাদ-সমাকুল-বিশুদ্ধ-সলিল-রাশি-শোভনপবিত্রতম-গঙ্গা-প্রবাহ-পাত-পূত, হোম-ধূম-সমাচ্ছন্ন-যজ্ঞ-পাবকের ঘৃতাহুতি-প্রজ্বলিতোর্দ্ধগত-সরল-শিখা-সহস্রে

সমালোকিত, কুঞ্জ-কানন-কলাপে পরিবৃত, মুনি-জন-মানস-মোহন-কনখল-নামে সুপ্রসিদ্ধ-স্থানে যজ্ঞ-মহামহোৎসবের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

মহার্ঘ-মণি-মাণিক্য-হীরক- রত্নাদি- খচিত- স্থূলোন্নত- শত- সহস্র- সুবর্ণ-স্তম্ভোপরি অবস্থিত, প্রান্তে মুক্তা-জাল-মালা-সহস্রে শোভিত, চন্দ্র-মণ্ডল-সম-সুশুভ্র-বৃহদায়তন-বহু-বিচিত্র-বিতান-খণ্ডে বিলসিত, শত শত-তোরণে সমন্বিত, ধ্বজ-পতাকা- পুষ্প-পল্লব- কদলী- কাণ্ড-সশিখ- সিন্দূর- রঞ্জিত-চূত-শাখা- সমন্বিত - সুপুষ্ট - নারিকেল - ফল- সহস্র- শোভিত - সুবর্ণ -ঘট- সহস্রে বিরাজমান, অশেষবিধ-শোভা-সৌন্দর্য্যের পরমাকরে পরিণত-যজ্ঞ-সভা-ভবনে মহামহোৎসব-সহ সমারব্ধ-সর্ব্ব-জীবন-সংজ্ঞক-মহাযজ্ঞে প্রজাপতি-পতি-দক্ষ দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞ-কার্য্য-সম্পাদনার্থ অষ্টাশীতি-সহস্র-সংখ্যক-ত্রিকালদর্শী ভৃগু-প্রভৃতি-ঋষি-শ্রেষ্ঠ-ঋত্বিক্-জনকে হোমার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

প্রজাপতি-দক্ষ-কর্তৃক বৃত-চতুঃষষ্টি-সহস্র-সংখ্যক-সুরর্ষি উদ্‌গাতার কার্য্যসম্পাদন করিয়াছিলেন। যাবৎ-সংখ্যক হোতা, তাবৎ-সংখ্যক অর্থাৎ অষ্টাশীতি-সহস্র-সংখ্যক-নারদাদি-দেবর্ষিগণ সেই যজ্ঞে অধ্বর্য্যু-জনোচিতকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। সর্ব্বমরুদ্‌গণসহ স্বয়ং শ্রীবিষ্ণুদেব অধিষ্ঠাতা, বা যজ্ঞেশ্বর-স্বরূপে যজ্ঞস্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। সদস্য-সভ্যভূত উপদ্রষ্টা সুরগণের সহিত স্বয়ং সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-ব্রহ্মা সেই যজ্ঞমহোৎসবে ত্রয়ী-বিধি নিদর্শক হইয়াছিলেন। এইরূপ সেই যজ্ঞমহোৎসবে দিক্‌পালগণ দ্বারপাল ও যজ্ঞ-পরিরক্ষকের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বয়ং যজ্ঞ-পুরুষ যজ্ঞ-মহোৎসব-স্থলে মূর্ত্তিমান্ মন্ত্রসকলের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। স্বয়ং বসুমতীভূত-ধাত্রীধরিত্রীদেবী যজ্ঞের বেদীস্বরূপে পরিণতা হইয়াছিলেন।

প্রজাপতি-দক্ষ-কর্তৃকপ্রারব্ধ সেই মহাযজ্ঞোৎসবে তনূনপাৎ অর্থাৎ অগ্নিদেব শীঘ্র শীঘ্র রাশি-রাশি-হবি-গ্রহণার্থ স্বীয়-স্বরূপকে শত-সহস্র-ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। একৈক-পবিত্র-ধারী মরীচি-প্রভৃতি-মহামহর্ষিগণ এই যজ্ঞ-মহামহোৎসবে আশু আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র যজ্ঞ-কুণ্ডে সামিধেনী, বা সামধেনী অর্থাৎ অগ্নি-প্রজ্বালন-মন্ত্র-বিশেষ-সাহায্যে

আহবনীয়াদি-অগ্নি-সকলকে প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন। তথা সপ্তর্ষিগণ শ্রুতি-মধুর-শ্রুতি-স্বর-লহরী-লীলা-সাহায্যে দিগ্-বিদিগ্-ভূমণ্ডল ও আকাশ-মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া, পৃথক্-পৃথগ্-রূপে সাম-গাথাগান করিয়াছিলেন। প্রিয়-পাঠক-মহোদয়গণ! এই আমি আপনাদের সমক্ষে প্রজাপতি-পতি-দক্ষের সর্ব্বজীবন-যজ্ঞ-মহোৎসবে "ঋষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ! সদস্যাঃ সুরগণাঃ।" এইপর্য্যন্তশ্লোকার্দ্ধভাগের ব্যাখ্যানকল্পে ক্রতু-পতি-যজমান-দক্ষের সর্ববিধ অধিকারি-বিশেষণবত্তা এবং ত্রিকাল-দর্শী ভৃগু-প্রভৃতি-মহামহর্ষিগণের আর্ত্বিজ্য, ঋত্বিকৃত্ব, ঋত্বিগ্‌ভাব, অর্থাৎ অধ্বর্য্যাদিরূপতা, তথা ইন্দ্রাদি-দেবগণের "সদসি সভায়াং সাধবঃ সভ্যাঃ সদস্যাঃ" এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য সদস্যভাব, বা উপদ্রষ্টৃত্ব কীর্ত্তন করিলাম।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্ততিতম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—একসপ্ততিতম অধ্যায়

অতঃপর আমি আমার প্রিয়-পাঠকগণের অবগতির জন্য সমারব্ধ-সর্ব্বজীবন-যজ্ঞ-মহামহোৎসবে যোগদান ও গৌরবানন্দ-বর্দ্ধনার্থ প্রজাপতি-দক্ষ যাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ-দান-পূর্ব্বক সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন, আমন্ত্রিত-সমাগত-লোক-সকলের উপবেশন, বা সমাবেশ অর্থাৎ একত্র সহাবস্থানাদির যাদৃশী-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। এককথায় বলিতে হইলে, এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, সমারব্ধ সুমহান্ অধ্বরে প্রজা-পতি-পতি-দক্ষ যাঁহাকে বরণ করেন নাই, ঋষি, মুনি, দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, মৃগ, তৃণ, গুল্ম, লতা ও অন্যান্য উদ্‌ভিদ্‌গণের মধ্যে তৎকালে এমন কেহই ছিলেন না। পক্ষান্তরে প্রজাপতি-দক্ষ তৎকালবর্ত্তী জগতীতলস্থ-জীব-মাত্রকেই বরণ করিয়া, যজ্ঞারম্ভ করিয়াছিলেন।

শাস্ত্র বলিতেছেন যে, "গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-সিদ্ধ-সঙ্ঘানাদিত্য-সাধ্যর্ষি-গণান্ সযক্ষান্। সস্থাবরান্ নাগবরান্ সমস্তান্, বরে স দক্ষঃ সুমহাধ্বরেষু।" কিঞ্চ, সুমহাত্মা দক্ষ-কর্ত্তৃক "কল্প-মন্বন্তর-যুগ বর্ষ-মাস-দিবা-নিশাঃ। কলাকাষ্ঠা-নিমেষাদ্যা, বৃতাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ। মহর্ষি-রাজর্ষি-সুরর্ষি-সঙ্ঘা, নৃপাঃ সপুত্রাঃ সচিবৈঃ সসৈন্যৈঃ। বসু-প্রমুখ্যা গণদেবতা যাঃ, সর্ব্বা বৃতাস্তেন গতা মখং তম্। কীটাঃ পতঙ্গা জলজাশ্চ সর্ব্বে, সবানরা শ্বাপদ-বিঘ্নঘোরাঃ। মেঘাঃ সশৈলাঃ সনদীসমুদ্রাঃ, সরাংসি বাপ্যশ্চ গতা বৃতাস্তে। সর্ব্বে স্বভাগং হবিষাং জিঘৃক্ষবঃ, ক্রতুং প্রজগ্মুর্দৃঢ়-যজ্বিনস্তে। পাতালবাসা অসুরাঃ সমাগতা, নাগস্ত্রিয়ো দেবসমাঃ সমস্তাঃ।" অধিক কি বলিব? মহাত্মা প্রজাপতি-দক্ষ "জগদ্বর্ত্ত্যস্তি যৎ কিঞ্চিৎ, চেতনাচেতনং পুনঃ। সর্ব্বং বৃত্বা সমারেভে, যজ্ঞং সর্ব্বস্ব-দক্ষিণম্।" পরন্তু অস্মাদৃশ, বা অস্মদাদি-সদৃশ-জনগণের পক্ষে পরম-পরিতাপ ও দুঃখের বিষয় এই যে, "তস্মিন্ যজ্ঞে বৃতঃ

শম্ভুর্ন দক্ষেণ মহাত্মনা। কপালীতি বিনিশ্চিত্য, তস্য যজ্ঞার্হতা ন হি। কপালি-ভার্য্যেতি সতী, দয়িতাপি সুতা নিজা। নাহূতা যজ্ঞবিষয়ে, দক্ষেণ দোষ-দর্শিনা।”

সে কথা যাউক, এক্ষণে পাঠক-মহোদয়গণ! মহাধন-সমাপন্ন ; বহু-মূল্য-সুবর্ণময়-শত-সহস্র-কলস, তথা অন্যান্য-বিবিধ-পাত্র, পাত্রী ও পর্ণ-ময়ীজুহু-প্রভৃতি-দ্বারা পরিবৃত, হুতাজ্যাহুতি-সমৃদ্ধ-দীপ্ত-বহ্নি-বিরাজিত-যজ্ঞ-বাটে সমাগত-নিমন্ত্রিত-সুরাসুর-নর-কিন্নরাদির মধ্যে কে কোন্ স্থানে অব-স্থিত হইয়াছিলেন, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। উক্তরূপ-মহাধন-যজ্ঞবাটে কাঞ্চন-রজত-মণি-রত্নময়াদি-দিব্য-দিব্যাতিদিব্য-শত-শত-সহস্র-পরমাসনে যথাযথ স্থানে আয়ুধ-ধ্বজাদি-সহ দিক্-পাল-সকল অব-স্থিত, ব্রহ্মলোক হইতে সমানীত ত্রয়ী-বিধি-নিদর্শক-ব্রহ্মা এবং যজ্ঞ-রক্ষার ভার-গ্রহণ-পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠলোক, বা ক্ষীরোদ-সমুদ্রতীর হইতে সমাগত বিষ্ণু যজ্ঞের মধ্যভাগে ব্যবস্থিত, তথা ভগ-সূর্য্য, নিজ-ভার্য্যাগণে পরিবৃত সোম, সহস্রাক্ষদেব এবং মহর্ষি-গৌতম, ইঁহারা সকলে নিজ-নিজ অনুচরজনে সংবৃত হইয়া, যজ্ঞবাটের পূর্ব্বভাগে ব্যবস্থিত ছিলেন।

সনৎকুমার, আত্রেয়, ভার্গব, বিনতা-নন্দন, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ ও অগ্নিদেব অগ্নিকোণে ব্যবস্থিত; কাল, চিত্রগুপ্ত, কুম্ভযোনি অগস্ত্য, গালব, বিশ্বদেবগণ, অগ্নিষ্বাত্তাদি ও কব্য-বাহাদি-সর্ব্ব-পিতৃগণ, চতুর্ব্বিধ-ভূতগ্রাম, মঙ্গলগ্রহ, প্রেতগণ ও সিদ্ধগণ দক্ষিণাশা-বিভাগে ব্যবস্থিত ; রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, মৃগ, পক্ষী, ক্রব্যাদ, ক্ষুদ্রজন্তু, পুণ্যজনেশ্বর, মহর্ষি-মৌদ্গল, রাহু ও কিন্নরগণ নৈঋ‌র্ত-কোণে ব্যবস্থিত ; মহোরগ, নক্র, মৎস্য, গ্রাহ, কচ্ছপ, সপ্ত-সমুদ্র, নদ, নদী-সমূহ, তীর্থ, গুহ্যক, মানসাদি-সরোবর, হ্রদ-সকল, গঙ্গা, জম্বুনদ, কামদেব, মধু বা বসন্ত, সহানুগ-বরুণদেব, শনৈশ্চরদেব ও সমস্ত-পর্ব্বত পশ্চিমাশা-বিভাগে ব্যবস্থিত ; প্রাণাদি-পঞ্চ-বায়ু, সগণ-সমীরণ, কল্পদ্রুমনিচয়, হিমাদ্রি ও মহামুনি-কশ্যপ বায়ুকোণে ব্যবস্থিত ছিলেন।

শতসহস্রদল, বা শ্বেত রক্ত-নীলাদিভেদে বিবিধ-জাতীয়-কমলবৃন্দ, বিবিধফল, কলানিধি, নানাবিধ-রত্ন, সুবর্ণ, মনুষ্য, হিমাদ্রি-মুখ্য-পর্ব্বত,

স্থূণাকর্ণাদি-যক্ষ, বুধ-নিবহ, নলকূবরসহ নর-বাহন যক্ষরাট্ কুবের, ধ্রুব, ধর, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যূষকাল ও প্রভাতকাল, কৌবেরী বা উত্তরদিগ্‌বিভাগে সংস্থিত; শ্রীবৃষধ্বজদেব-ব্যতীত অন্যান্য একাদশ রুদ্র, জীব অর্থাৎ দেবগুরুবৃহস্পতি, মন্ত্র অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ মন্ত্র-সমূহ, বিবিধ-শ্রেণীর বাহ্মণক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, বিবিধ অন্ন, ব্রীহি এবং তিল-সকল ঈশানকোণে অবস্থিত; ঈশান-কোণ ও পূর্ব্ব-দিকের মধ্যস্থানে ব্রহ্মর্ষি, সংশিতব্রত-মহর্ষি, বেদ-চতুষ্টয়, ও ষড়্‌বিধ-বেদাঙ্গ ব্যবস্থিত; নৈঋর্ত-কোণ ও পশ্চিম-দিকের মধ্য-স্থলে সহস্র-নাগগণে পরিবৃত অনন্ত, শ্বেত-পর্ব্বত, সহস্র-কাদ্রবেয় অর্থাৎ কদ্রুনন্দন-নাগগণে পরিবৃত-সপ্ত-ভোগী, কেতু, ডাকিনীগণ-সংযুক্ত-কুষ্মাণ্ড, অন্যান্য-নানা-বর্ণ-সবিদ্যুৎ-জলধর-সমূহ, দিক্-করিণী-সংযুক্ত ঐরাবত-প্রমুখ-দিগ্‌গজ এবং অন্যান্য-নিমন্ত্রিত-বহুতর-মান্য-গণ্য-ধন্য বরেণ্য-পুণ্য-জন-সমূহ যথাযথস্থানে ব্যবস্থিত ছিলেন।

প্রজাপতি-দক্ষ কেবলই যে ত্রিজগতীতলবাসী ব্যক্তিবৃন্দকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; পরন্তু তিনি নিমন্ত্রিত-জনগণের পান ও ভোজনার্থ নানা-রত্ন-বিভূষিত-প্রচুরতর ঐশ্বর্য্যসমন্বিত-মহার্হ-নানাবিধ-পর-মাসনে সুসজ্জিত-মহাধন-যজ্ঞবাটে কোনস্থানে দিব্যান্নরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, কোনস্থানে বিবিধাস্বাদযুক্ত-বহুবিধ-পানীয়রাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, কোনস্থানে বিবিধ-জাতীয়-ভক্ষ্যরাশি সঞ্চিত করিয়াছিলেন, কোনস্থানে সুবর্ণ-রজতাদিময়-বিবিধ-যজ্ঞ-পাত্র, ভোজন-পাত্র, পান-পাত্র এবং অন্যান্যবিধজল-পাত্র-সকল পর্ব্বত-সহস্রাকারে অবস্থাপিত করিয়া-ছিলেন, কোনস্থানে বহুমূল্যবিচিত্রবিবিধজাতীয়বস্ত্র-সকল পর্ব্বত-সহস্রাকারে অবস্থাপিত করিয়াছিলেন, কোনস্থানে মণি-রত্নময়-বিবিধ অলঙ্কারের পর্ব্বত-কল্পনা করিয়াছিলেন, কোনস্থানে পর্ব্বতোপম-মিষ্টান্নরাশি, কোনস্থানে ছত্ররাশি, কোনস্থানে পাদুকারাশি, কোন-স্থানে বিবিধ-স্বর্গীয়-ফল-পর্ব্বত অবস্থাপিত করিয়াছিলেন।

তথা কোনস্থানে ক্ষীরনদী, ঘৃতনদী, পায়সনদী, কোনস্থানে দধিকর্দ্দম, কোনস্থানে খণ্ড-শর্করা-বালুকারাশি, কোনস্থানে ষড়্‌রসবহা-

নদী, কোনস্থানে মনোরমগুড়কুল্যা, কোনস্থানে মধুকুল্যা-কল্পনা-পূর্ব্বক কোনস্থানে উচ্চাবচ-বিবিধ-মাংস এবং অন্যান্যবিধ-দিব্য-ভক্ষ্য, দিব্য-পানক-প্রভৃতি, কোনস্থানে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়-পদার্থ-সকল অপরিমিতরূপে সংগ্রহ করিয়া, অবস্থাপিত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিল-মাষ-মুদ্গ-ব্রীহি-যব-গোধূম-চণকাদি-দ্বিদল-শস্য-প্রভৃতি-সংগ্রহ করিয়া, সর্ব্ববিধ উপকরণ-সম্ভার-সাহায্যে প্রজাপতি দক্ষ নিজ-যজ্ঞাগার ও তৎ-সংলগ্ন-সহস্র-সহস্র-বৃহদায়তন-ভবন পরিপূর্ণ করিয়া-ছিলেন। সর্ব্বোপরি শ্রীশঙ্করদেবের রৌদ্র-প্রচণ্ডতর-প্রভাবভয়ে অন্তরে অন্তরে ভীত-হৃদয় চতুর-চূড়ামণি-দক্ষ যজ্ঞেশ্বর-শ্রীবিষ্ণুদেবের প্রতি যজ্ঞ-রক্ষার সম্পূর্ণ-ভার অর্পণ করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহার সাহায্যার্থ সমগ্র-দেব-সৈন্যসহ দেবরাজ ইন্দ্রকে সর্ব্ব-জীবন-যজ্ঞ-রক্ষার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে একসপ্ততিতম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়

মহাপদে অধিষ্ঠিত, মহাগৌরবান্বিত, মহোদ্‌যোগ-পরায়ণ, সর্ব্ববিধ-মহোপকরণ-সম্ভারে সমন্বিত, মহাতপাঃ, মহাপ্রভাব-সম্পন্ন, মহামহিম, মহারাজাধিরাজ, শ্রীশিববিদ্বেষ্টা, ক্রিয়াদক্ষ-ক্রতুপতি-যজমান-দক্ষ "জগদ-বর্ত্ত্যস্তি যৎকিঞ্চিৎ, চেতনাচেতনং পুনঃ। সর্ব্বং বৃত্বা", সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-সর্ব্বজীবন মহাযজ্ঞের আরম্ভ করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু এতাদৃশ মহা-প্রভাবশালী হইয়াও, একমাত্র শ্রীশিব-বিদ্বেষ-ফলে দুর্ভাগ্যোপহত অভক্ত প্রজাপতি-পতি-দক্ষ ক্রতু-ফল-প্রাপ্তি ও অর্থ-লক্ষণ-সর্ব্ববিধ-সুখ-সৌভাগ্য-প্রাপ্তির পরিবর্ত্তে সর্ব্ববিধ-দুঃখ-দুর্ভাগ্য-লক্ষণ অনর্থ ও যজ্ঞ-বিধ্বংসনরূপ-প্রাণ-বিয়োগান্ত অতীব-দুঃখ, বা দারুণ-দুর্দ্দশা-জনক-ফলই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পাঠক-মহোদয়গণ! যদিচ আপনারা অবশ্যই মৎসংগৃহীত-দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-বিষয়ক-বৃত্তান্ত-পাঠ করিয়া, অবগত হইয়াছেন যে, যজ্ঞ-বিধ্বং-সন কিরূপ অনর্থাবহ-ভয়ঙ্কর-ব্যাপার এবং যজ্ঞ-কর্ত্তা-যজমান-দক্ষ কিরূপ দারুণ-দুঃখ-দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথাপি "ক্রতুভ্রংশস্ততঃ ক্রতু-ফল-বিধান-ব্যসনিনঃ", এই তৃতীয়-চরণাদ্য-ভাগস্থ-"ক্রতুভ্রংশঃ" পদটার ব্যাখ্যা-নার্থ পুরাণান্তরীয় অভিপ্রায় অবলম্বনে প্রকারান্তরে আমি এক্ষণে অল্প-গ্রন্থ-সাহায্যে দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-বিষয়ক-বিবরণপ্রণয়ন-প্রসঙ্গে প্রজাপতি-দক্ষের দারুণ-দুঃখ-দুর্দ্দশা-বিবরণ-প্রণয়নে বাধ্য হইতেছি।

ভগবান্ শ্রীরুদ্রদেব দেবর্ষি-নারদ-দেবের মুখে শ্রীমতীদাক্ষায়ণী-সতী-দেবীর স্বতনুসহ-বিপ্রযোগবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, সুবিপুল-ক্রোধ আহরণ-পুরঃসর মহামহোৎসব-সমলঙ্কৃত-সুবিপুল-দক্ষযজ্ঞে সমাগত-বিষ্ণু-পুরোগম-দেবগণ ও ত্রিকালদর্শী ভৃগু-প্রভৃতি-মুনিগণকে ক্রোধ-বহ্নিসাহায্যে যদিচ স্বয়ংই প্রথমতঃ দগ্ধ করিয়াছিলেন, তথাপি প্রত্যক্ষতঃ সমারব্ধ-দক্ষ-যজ্ঞের সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ-গোচরে বিধ্বংস-সম্পাদনার্থ সাগর-সদৃশ-সমগ্র-শাঙ্কর-

সৈন্যের প্রধান-পরিচালক-বীরভদ্রনামা সেনাপতিকে প্রেরণ করিলেন এবং বীরভদ্রদেবও অসংখ্য-রোমজগণ-সকলের সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাদিগের সহিত দক্ষ-যজ্ঞের ধ্বংসার্থ যাত্রা করিলেন।

অনন্তর পরমেষ্ঠী শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞানুসারে যজ্ঞ-স্থল হইতে সমাগত ভগবান্ অজ-ব্রহ্মা সর্ব্বোপকরণ-সমন্বিত-সুসজ্জিত-রথবরে সারথিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, সানুচর ভগবান্ বীরভদ্রদেবকে রথারোহণার্থ অনুরোধ করিলেন। কমলাসনদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া, প্রধান-প্রধান অনুচরগণের সহিত রুদ্র-পরাক্রম ভগবান্ শ্রীবীরভদ্রদেব পিতামহ-পরিচালিত সেই রথবরে আরোহণ করিয়া, দক্ষ-ভবনাভিমুখে বায়ু-বেগে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান্ বীরভদ্রদেবের অধীনস্থ-শুভ-রোমজাদি অন্যান্য অসংখ্য অনুচরগণ সর্ব্বতোভদ্র-দিব্যাতিদিব্য-বিমান-সমূহে আরোহণ-পূর্ব্বক মানস-সমান-বেগাবলম্বনে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সংখ্যাতীত-বিমানবরে আরূঢ়-বিবিধায়ুধপাণি অসংখ্য অনুচরগণের সহিত প্রতাপবান্ ভগবান্ বীরভদ্রদেব ক্রমে ক্রমে গঙ্গাদ্বার-সমীপতঃ শুভ কনখলনামে বিখ্যাত পুণ্যদেশে উপস্থিত হইলেন।

পশ্চাৎ রমণীয় হিমশৈলের সুশোভন-হেমশৃঙ্গ-পার্শ্বে সমবস্থিত, সুসংস্তীর্ণঋজুদর্ভ-সমূহে শোভিত, সুসমিদ্ধ-হুতাশনের প্রভা-পুঞ্জে প্রভাসিত, কাঞ্চনময়-ভ্রাজিষ্ণুযজ্ঞ-ভাণ্ডসহস্রে সমলঙ্কৃত, যথাবৎ কর্ম্মকর্ত্তা যজ্ঞপটু ঋষিগণ-কর্ত্তৃক বেদ-দৃষ্ট-বিধি অনুসারে স্বনুষ্ঠিত-বহুবিধ-প্রয়োগক্রমে সুন্দর-দর্শন, দেবাঙ্গনা-সহস্রে পরিপূর্ণ, অপ্সরঃ-সঙ্ঘে নিষেবিত, বীণা-বেণু-রবে মুখরিত, বেদ-ধ্বনি-বৃংহিত, অনন্ত-শোভা-সৌন্দর্য্যে আঢ্যতম-যজ্ঞবাট-প্রাঙ্গণে প্রবেশ-পূর্ব্বক দক্ষ-যজ্ঞ-দর্শন করিয়া, ভগবান্ বীরভদ্রদেব মেঘগম্ভীর-নিস্বনে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। কিঞ্চ, ভদ্রদেব-কৃত-সিংহনাদ-শ্রবণে উৎসাহান্বিত-হৃদয়ে ভদ্রদেবের অনুচরগণও সাগর-গর্জ্জন-সমান গভীর-কিল-কিলা-শব্দে আকাশ-পাতাল-বিবর যেন একেবারে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। পরমেষ্ঠী শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক যজ্ঞবাট-দাহার্থ প্রেষিত হইয়া, এই ভগবান্ ভদ্রদেব যখন অসংখ্য-নিজানুচরগণের সহিত উচ্চ-শব্দে সিংহনাদ-পরিত্যাগ

করিলেন, তৎকালমাত্রেই লোকসকলের ভয়-শংসন সুমহান্ উৎপাতের সূচনা হইল।

অপিচ, সানুচর-ভদ্রদেবের সিংহনাদ-শ্রবণেই যেন পর্ব্বত-সকল বিশীর্ণ হইল, বসুন্ধরা প্রকম্পিতা হইলেন, বায়ুসকল মহাবেগে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, মকরালয় বিক্ষুব্ধ হইল, অগ্নি-সকল ঊর্দ্ধ-শিখা-বিস্তারে বিরত হইলেন, ভাস্করদেব প্রভাহীন হইলেন, তথা দেব, দানব ও গ্রহ-সকল অপ্রকাশভাব ধারণ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞবাট-মধ্যে প্রবিষ্ট অপর-কালাগ্নিপ্রায় ভগবান্ ভদ্রদেব অমিততেজাঃ দক্ষকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইবাক্য বলিলেন যে, হে দক্ষ! অদ্য আমি তোমাকে এবং তোমার ন্যায় পাপমতির সম্পর্ক-প্রযুক্ত মুনি, মুনীশ্বর ও দেবগণকে দগ্ধ করিবার জন্য সর্ব্বামরেশ্বরেশ্বর শ্রীভগবান্ পিনাকিদেব-কর্ত্তৃক এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছি।

এইকথা বলিয়া, স্বস্হৃষ্ট-রোমজগণেশ্বর-গণে পরিবৃত-গণ-পুঙ্গব ভগবান্ বীরভদ্রদেব দৃষ্টি-পাত-মাত্রেই প্রজাপতি-দক্ষের পূর্ব্বোপবর্ণিতা সেই যজ্ঞ-শালাকে দগ্ধা, ভস্মীভূতা করিয়া ফেলিলেন। এদিকে ক্রুদ্ধ-রোমজ-গণেশ্বরগণমধ্যে কেহ কেহ আদিত্যবৎ উজ্জ্বল-গুণক-যূপ-কাষ্ঠ-সকলকে সবলে উৎপাটিত করিয়া, কনখল-প্রান্ত-তল-বাহিনী, শীতল-সলিল-শোভনা, তরল-তরঙ্গা-গঙ্গার শিলা-সহস্র-সঙ্কুল-কঠোর-গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন, কেহ কেহ উদ্যদ্দিনকর-সম-ভ্রাজিষ্ণু কষিত-কাঞ্চনময়-কলস-সকলকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন, কেহ কেহ রজত-কাঞ্চনময়-মণি-মুক্তাদি-খচিত-পরমাসন-সকলকে ধূলিসাৎ করিলেন, কেহ কেহ মুক্তা-জাল-সহস্রে বিলসিত-চন্দ্রাতপখণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, গগন-গাত্রে উৎক্ষিপ্ত করিলেন, কেহ কেহ কদলী-কাণ্ড-পুষ্পমালা-পতাকা-প্রভৃতি-সহিত-মঙ্গলঘট-সকলকে বিপাটিত করিলেন, কেহ কেহ যূপ-কাষ্ঠ-গাত্রে সহস্র-সহস্র-প্রস্তোতা, বা উদ্গাতাকে আবদ্ধ করিয়া, অগ্নি-সংযুক্ত করিয়া দিলেন, কেহ কেহ যূপকাষ্ঠ-সকলের সহিত সহস্র-সহস্র-হোতাকে গল-দেশে আবদ্ধ করিয়া, ঐ সকল যূপকাষ্ঠ-গ্রহণ-পূর্ব্বক গঙ্গা-স্রোতোমধ্যে নিমজ্জিত করিলেন, কেহ কেহ প্রদীপ্ত-যজ্ঞ-পাবক-সকলকে নির্ব্বাপিত

করিলেন, কেহ কেহ যজ্ঞ-কুণ্ডে মূত্র পরিত্যাগ করিলেন, কেহ কেহ বা যজ্ঞ-কুণ্ডমধ্যে পুরীষ পরিত্যাগ করিলেন।

এইরূপ অপরাপর শ্রীশিবানুচর-সকলের মধ্যে কেহ কেহ বা নিমন্ত্রিত-সমাগত দেব-যক্ষ-রাক্ষস-নর-কিন্নর-পিশাচোরগ-সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধরাদি-জন-বৃন্দকে নানাবিধ আয়ুধ, দৃঢ়তর-মুষ্টি, বা পাদ-সাহায্যে নির্দ্দয়ভাবে ঘোরতর-প্রহার করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা যাঁহাকে যাঁহাকে সম্মুখে প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহাকে তাঁহাকেই অপমানিত করিয়া, প্রমর্দ্দিত বিমর্দ্দিত করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা আধাবিত প্রধাবিত হইয়া, কাঞ্চনময়-বিবিধ-যজ্ঞপাত্র-সমূহ, কলস-সকল ও মণি-কল্পিত-সুবর্ণ-নির্ম্মিত-হীরকাদি-নানা-রত্ন-খচিত-দিব্য আভরণ-নিচয়কে দ্বিখণ্ড, ত্রিখণ্ড, বা বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, মনোজব, বা বায়ুবেগাবলম্বনে গগনাঙ্গনে উৎক্ষিপ্ত করিতে লাগিলেন, নভস্তলে উৎক্ষিপ্ত-খণ্ড-বিখণ্ড-ভাবাপন্ন-যজ্ঞ-পাত্র-কলস-প্রভৃতি, কিম্বা দিব্যাতিদিব্য-রত্নাদি-রচিত আভরণ-সকল বিশীর্য্যমাণ, বা চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় তারা ও নক্ষত্র-নিকরের ন্যায় প্রতি-ভাত হইতে লাগিল।

কেহ কেহ বা দিব্যান্ন-পান-ভক্ষ্য-সকলের পর্ব্বতোপম-রাশি-সকল প্রাপ্ত হইয়া, ইচ্ছামত ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ অন্ন-ভোজনে, কেহ কেহ উচ্চাবচ-মাংস-ভোজনে, কেহ কেহ ঘৃত-পায়স-কর্দ্দম-ভোজনে, কেহ কেহ খণ্ড-শর্করাবালুকা-ভোজনে, কেহ কেহ দধিমণ্ডোদক, কেহ কেহ ক্ষীর ও মনোরম-গুড়জল এবং কেহ কেহ ষড়্ রসযুক্ত পানীয়-পানে প্রবৃত্ত হইলেন, রুদ্রকোপ-সমুদ্ভব, মহাকায়, মহাবল-পরাক্রম, কালাগ্নি-সদৃশোপম, শ্রীভদ্রদেবানুচর-গণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিবিধা-কার-বক্ত্র-সাহায্যে দিব্যান্ন-পান-ভক্ষ্য-সকলের পর্ব্বতোপম-রাশি, ক্ষীর-নদী, ঘৃতপায়সকর্দ্দম, দিব্য-দধিমণ্ডোদক, দিব্য-খণ্ডশর্করাবালুকা, মনোরম-গুড়কুল্যা, উচ্চাবচ-বিবিধ-মাংস, বিবিধ-পানক, দিব্য-বিবিধ-ভক্ষ্য-পেয়-প্রভৃতি ভোজন-পান করিয়া, অবশিষ্ট-কঠিন অন্ন, মাংস, মিষ্টান্নাদি-গ্রহণ-পূর্ব্বক হাস্য-পরিহাসাদি-সহকারে পরস্পরের মধ্যে ক্ষেপণ-প্রতি-ক্ষেপণ-সাহায্যে হস্তান্তরিত করিয়া, আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পান-ভোজনের অনন্তর শ্রীভদ্রানুচরগণ বজ্র-সদৃশ-মুষ্টি-প্রহারে, দৃঢ়তর-পাদ-প্রহারে, পরিঘোপম-পীন-দীর্ঘ-দৃঢ়সার-ভুজ-দণ্ড-প্রহারে, তথা বাণ, মুদ্গর, নিস্ত্রিংশ, অসি, ভল্ল, শূল, পট্টিশ, নারাচ ও চক্রপ্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র-প্রহার-সাহায্যে সুর-সৈন্য-সকলকে আক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, ক্ষুব্ধ, বিক্ষুব্ধ, সমন্ততঃ বিদ্রাবিত ও তাড়িত করিয়া, বিবিধাকার-ক্রীড়া করিতে লাগিলেন এবং উক্তরূপে ক্রীড়া করিতে করিতে, সুর-দানব-যক্ষ-রাক্ষস-সিদ্ধ-বিদ্যাধর-নর-কিন্নরাদি-জাতীয়-যোষিদ্গণকে ইত-স্ততঃ নিক্ষিপ্ত করিয়া, সেই রুদ্র-কর্ম্মা শ্রীরুদ্রানুচরগণ সর্ব্ব-দেব-সৈন্যগণ-কর্ত্তৃক দৃঢ়তর-প্রযত্নাবলম্বনে সুরক্ষিত সেই যজ্ঞবাট শীঘ্রতার সহিত দগ্ধ করিয়া সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর-ভৈরব-রবে সিংহনাদ করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী দক্ষের সর্ব্বতঃ সুসমৃদ্ধ সেই যজ্ঞ-সভা-ভবন শ্রীভদ্রদেবানুচরগণ-কর্ত্তৃক ক্ষণকালমধ্যে উক্তরূপে নির্দ্দগ্ধ-প্রদীপিত-বিধ্বস্ত-স্খলিত-গলিত-বিভ্রষ্ট-ভস্মীভূত-হতশ্রীক-যজ্ঞ-শোভা-সম্পদ্-বিরহিত-তিমিরীভূত এবং বিলুপ্তপ্রায় হইলে, তথা সুর-সৈন্য-সমুদায় শ্রীবীরভদ্রদেবের অনুচরগণ-কর্ত্তৃক প্রহৃত-তাড়িত-মর্দ্দিত-লুণ্ঠিত-দারিত-বিপাটিত হইয়া, ছিন্ন-ভিন্ন-বিভিন্ন-বিকলাঙ্গে ভীতপ্রভীত-হৃদয়ে পলায়ন-পরায়ণ হইলে, তাঁহাদিগকে সংযত-প্রোৎসাহিত-বিবুদ্ধ-সমাশ্বস্ত-পরিসান্ত্বিত ও প্রত্যাবর্ত্তিত করিয়া, স্বয়ং ত্রিদশেশ্বর-দেবরাজ-শক্র সহস্র-লোচন-সাহায্যে দশ-দিগ্-বিলোকন-পূর্ব্বক প্রতি নিমেষে সহস্র-সহস্র অযুতাযুতবাণবিকীরণ করিতে করিতে, যখন মহাতেজাঃ ভগবান্ বীরভদ্রদেবের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তৎকালে অদীনাত্মা দেববর-বীরভদ্র অবলীলাক্রমে শত-সহস্র-বাণ-বিক্ষেপণ-পরায়ণ-শক্রকে বাহু-যুগলে স্তম্ভিত করিয়া, ত্রিদিববাসী অন্যান্য দেব-সৈন্যগণকে স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন।

এইরূপ ভগবান্ বীরভদ্রদেব সম্মুখভাগে ভগদেবকে প্রাপ্ত হইয়া, লীলা-সাহায্যে করজাগ্র-দ্বারা তাঁহার নেত্রদ্বয় উৎপাটিত করিয়া, দৃঢ়তর-মুষ্টির আঘাতে পূষদেবের দন্ত-পংক্তিদ্বয় ভূতলে বিনিপাতিত করিলেন। তথা নিশানাথদেব হিম-কিরণ-নিকর-বর্ষণ-পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সমাগত হইলে, অবলীলাক্রমে পাদাঙ্গুষ্ঠ-দ্বারা আক্রমণ করিয়া, প্রতাপবান্ ভগবান্ বীরভদ্রদেব তাঁহাকে ভূতলে বারম্বার বিঘৃষ্ট করিতে লাগিলেন। উক্ত-রূপে রোহিণীকান্তদেবকে নিগৃহীত করিয়া, ভগবান্ ভদ্রদেব অবিলম্বে দেবগণের প্রভু-স্তম্ভিতাঙ্গ সেই শক্রের শিরশ্ছেদন করিলেন। এইরূপ মহাবল-বীরভদ্র বহ্নিদেবকে বাণ-বর্ষণ-পূর্ব্বক সংগ্রামার্থে সমাগত হইতে দেখিয়া, নিমেষমধ্যে তাঁহার হস্তদ্বয় ছিন্ন করিয়া, অবলীলাক্রমে জিহ্বা

উৎপাটিতা করিলেন। কিন্তু, ভগবান্ বীরভদ্র পরক্ষণেই পাদ-প্রহার-দ্বারা অনলদেবের মস্তক-মণ্ডলে আক্রমণ করিয়া, তাঁহাকে ভূমিতলে বিনিপাতিত ও বিপোথিত করিলেন।

অপিচ, স্বয়ং প্রভু ভগবান্ বীরভদ্র যম-দণ্ড-বিক্ষেপণ-পুরঃসর যমকে সমরাঙ্গণে সমাগত হইতে দেখিয়া, হাস্য করিতে করিতে, তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মরাজ-যমদেবের যম-দণ্ড ছেদন করিলেন। অনন্তর দক্ষ-পক্ষীয় ঈশানদেব সমরার্থ সম্প্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ ভদ্রদেব ত্রিশূলদ্বারা মহাবল-ঈশানদেবের স্তনান্তরে গুরুতররূপে আঘাত করিলেন। এইরূপে ভগবান্ ভদ্রদেব "ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুরানেবংবিনিহত্যাপ্রযত্নতঃ। ত্রয়শ্চ ত্রিশতং তেষাং, ত্রিসাহস্রঞ্চ লীলয়া। ত্রয়ং চৈব সুরেন্দ্রাণাং, জঘান চ মুনীশ্বরান্।" তথা এই ভগবান্ শ্রীরুদ্রাখ্যবীরভদ্রদেব অন্যান্য সর্ব্বজাতীয়-দেবসৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ সংস্থিত অবলোকন করিয়া, খড়্গ, মুষ্ট্যাদি ও সায়ক-সাহায্যে প্রহার-পূর্ব্বক বিনিপাতিত করিলেন।

অনন্তর মাধবাপরনামা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব উক্তরূপে শ্রীশঙ্করানুচর-বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক অনেকানেক-দেবগণকে নিহত হইতে দেখিয়া, ক্রোধ-মূর্চ্ছিত অবস্থায় স্বীয়-সুদর্শন-চক্র সমুদ্যত করিয়া, সেই রুদ্রাখ্য-বীরভদ্র-দেবের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। মহাতেজাঃ শ্রীবিষ্ণুদেব এবং ভগবান্ শ্রীবীরভদ্রদেব, এই বীরবর-দ্বয়ের তৎকালে সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর রোমহর্ষণ যে ঘোরতর-যুদ্ধ হইতেছিল, সেই যুদ্ধে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব নিজ-সাহায্যার্থ যোগবল-সমাশ্রয়ণে দিব্য-দেহ-সম্পন্না শঙ্খ-চক্র-গদা-হস্তা সুদারুণা এবং সংখ্যা-বিহীনা নারায়ণীসেনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন সত্য; কিন্তু অমিততেজাঃ রৌদ্র-বল-দৃপ্ত এই বীরভদ্রদেব নারায়ণ-সমপ্রভা সেই সমস্ত-নারায়ণী-সেনাকে অত্যল্পকালমধ্যে গদাঘাত-সাহায্যে নিহতা করিয়া, সহসা শ্রীবিষ্ণুদেবকে আক্রমণ-পূর্ব্বক মস্তকমণ্ডলে তাড়িত করিলেন।

কিন্তু, ভগবান্ বীরভদ্রদেব গদাঘাত-সাহায্যে বিষ্ণুদেবকে মস্তক প্রদেশে তাড়িত করিয়া, পুনরপি নিমেষমধ্যে গদাঘাতে তাঁহাকে লীলাচ্ছ-লেই যেন রণাজিরে সর্ব্বজন-সমক্ষে বক্ষোদেশে বিষমরূপে আহত

করিলেন। শ্রীবীরভদ্র-প্রেরিত-গদাঘাতে বক্ষোদেশে বিষমরূপে আহত হইয়া, পুরুষোত্তম-শ্রীবিষ্ণুদেব বিসংজ্ঞ অবস্থায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। বীরবরাগ্রগণ্য-বিষ্ণুদেব ভগবান্ বীরভদ্রের গদাঘাতে জর্জ্জরিত-কলেবরে ভূতলে পতিত হইলেন বটে; কিন্তু পুনরপি তৎক্ষণাৎ সমুত্থিত হইয়া, প্রভুপদাভিষিক্ত সেই শ্রীবিষ্ণুদেব রৌদ্র-সুদর্শন-চক্র সমুদ্যত করিয়া, বীরভদ্রদেবকে নিহত করিবার জন্য ক্রোধরক্ত-নয়নে রণাজিরে দণ্ডায়মান হইলেন।

পক্ষান্তরে অদীনাত্মা শ্রীবীরভদ্রদেব পুরুষর্ষভ শ্রীবিষ্ণুদেবের কালানল-সমপ্রভ, অথবা কালাদিত্য-সঙ্কাশ করস্থ সেই রৌদ্র-চক্রকে এরূপভাবে স্তম্ভিত করিলেন যে, বিষ্ণুদেব শতচেষ্টা করিয়াও, দক্ষিণ-কর, বা করস্থ-চক্রপরিচালনে সমর্থ হইলেন না। বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক ক্রমে সর্ব্ব-শরীরাবয়বে স্তম্ভিত শ্রীবিষ্ণুদেব সুদর্শন-চক্রসহিতসমুন্নতহস্তাবয়বে দণ্ডায়মান হইয়া, শৃঙ্গবান্ নিশ্চল-পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেন। অনন্তর ভগবান্ বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক তিনটীমাত্র তীক্ষ্ণাগ্র-শরসাহায্যে প্রভু-বিষ্ণুদেবের ত্রিলোক-বিদিত বজ্রায়সসমান-সুদৃঢ়শার্ঙ্গ-ধনুঃ ধর্ষিত হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ ত্রিধাভূত হইয়া, ভূতলে পতিত হইল। কিঞ্চ, ভগবান্ বীরভদ্রদেবের জৈত্র-ধনু-র্গুণ-নির্ম্মুক্তবাণত্রয়-সাহায্যে ধর্ষিতাবস্থায় শ্রীবিষ্ণুদেব-ব্যবহৃতহেম-মণিময়-মণ্ডন-মণ্ডিত-প্রচণ্ড-কোদণ্ডের সহসা ঊর্দ্ধদেশোদ্গমনকালে শার্ঙ্গ-কোটি-প্রসঙ্গ-বশে শ্রীবিষ্ণুদেবের শিরোমণ্ডলও বিচ্ছিন্ন হইল।

এইরূপে ভগবান্ বীরভদ্রদেব-কর্ত্তৃক শ্রীবিষ্ণুদেবের কনক-কুণ্ডলালঙ্কৃত-হেম-মুকুট-মণ্ডিত-মস্তকমণ্ডল গ্রীবাদেশ হইতে উৎকৃত্ত হইয়া, আশুগতি রসাতলতলে নিপতিত হইলে, শ্রীপিনাকিদেব-কর্ত্তৃক প্রাণজবায়ু-সাহায্যে প্রেরিত হইয়া, বিষ্ণুদেবের সেই শিরো-মণ্ডল তৎকালমাত্রেই তদীয় আবহনীয় অগ্নিমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর প্রবিধ্বস্ত-কলশ, ভগ্ন-যূপ, নষ্ট-তোরণ, প্রদীপিত-মহাশাল-যজ্ঞবাট অবলোকন করিয়া, যজ্ঞ-পুরুষদেব নিজ-দিব্য-মূর্ত্তি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মৃগরূপ-ধারণ-সাহায্যে আত্ম-গোপন-পুরঃসর গগনাঙ্গন অভিমুখে বিধাবিত হইলে,

তাঁহাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া, ভগবান্ শ্রীবীরভদ্রদেব ক্ষিপ্রগতি তাঁহার পশ্চাদ্ ধাবন-পূর্ব্বক সেই যজ্ঞ-পুরুষের শিরশ্ছেদন করিলেন।

এইরূপে যজ্ঞপুরুষকে বিশিরস্ক করিয়া, প্রতাপবান্ ভগবান্ বীরভদ্রদেব অন্যান্য-প্রজাপতিগণকে, তথা ধর্ম্মদেব, জগদ্-গুরু কশ্যপ, মহারাজ অরিষ্টনেমি, অথবা বহুপুত্র-মুনীশ্বর-অরিষ্টনেমি, মহামুনি অঙ্গিরাঃ, মনস্বী কৃশাশ্ব এবং যশস্বী প্রজাপতি-দক্ষকে পাদ-প্রহার-পূর্ব্বক মস্তক-প্রদেশে গুরুতররূপে আঘাত করিয়া, পশ্চাৎ প্রজা-পতি-পতি-দক্ষের শিরশ্ছেদন করিলেন এবং অবিলম্বে মুকুট-কিরীট-কনক-কুণ্ডল-মণ্ডিত সেই শিরো-মণ্ডল গ্রহণ করিয়া, প্রজ্বলিতপাবক-কুণ্ডে প্রক্ষেপ-পূর্ব্বক দগ্ধ করিলেন। তথা সর্ব্ব-পশ্চাৎ প্রতাপবান্ ভগবান্ বীরভদ্রদেব নিজ-করজাগ্র-সাহায্যে দেবী-সরস্বতী এবং দেবমাতা অদি-তির নাসাগ্র-ছেদন করিয়া, সমুজ্জ্বল-শ্রীসমন্বিতাবস্থায় প্রেতস্থানে অবস্থিত শ্রীশঙ্করদেবের ন্যায় ধ্বস্ত-তোরণ-ভগ্ন-যূপ-নষ্ট-কলশ-প্রদীপিত-মহাশাল-মহাশ্মশান-সমান-যজ্ঞবাট-মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়

দক্ষ-যজ্ঞ-বিষয়ক ইতিহাস-গ্রন্থে এবং ব্যাখ্যাতব্যরূপে উপস্থিত "ক্রিয়া-দক্ষো দক্ষঃ", ইত্যাদি একবিংশ-শ্লোকের ব্যাখ্যান-গ্রন্থান্তভাগে অন্যত্র অতুলনীয়া ও অভাবনীয়া, তথা অসংগৃহীত-পূর্ব্বা দক্ষ-যজ্ঞোপকরণভূতা-সামগ্রী-সম্পত্তি প্রদর্শিতা হইয়াছে। এতাদৃশ-সর্ব্ববিধক্রতু-সামগ্রী-সম্পত্তি-সত্ত্বেও, মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মনন্দন-দক্ষের যে তাদৃশ-সর্ব্বোপকরণ-সম্ভারে পরিপূর্ণ, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত, ভগবান্ বিষ্ণু-শতক্রতু-পুরোগম-সর্ব্ব-সুর-সৈন্য-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত, সর্ব্বমহত্তর, সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ, সর্ব্বজীবন-যজ্ঞের তথাকথিতরূপে ভ্রংশ সুসাধিত হইল, তাহার হেতু, নিমিত্ত, বা কারণ কি? চিন্তা-কুশল-জনগণের মানসে এইরূপ প্রশ্নের স্বতঃ সমুদয় কখনই বিচিত্র, বা বিস্ময়াবহ-ব্যাপারমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেনা।

উক্তরূপ-প্রাতিস্বিক-প্রশ্নের সমুদয়ে যথোপযুক্ত উত্তরদানাভিপ্রায়ে শ্রীশিব-চরণ-স্মরণান্তে ভক্ত-প্রবর আচার্য্য-পুষ্পদন্ত স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, হে শরণদ! অভয়প্রদ! একমাত্র আপনিই সমগ্র-যজ্ঞ-জগৎ-সাম্রাজ্যের নিরঙ্কুশ-নিয়ন্তা, বা সর্ব্বাধীশ্বর। কিঞ্চ, আপনিই ত্রয়ী-বিধি-প্রতিপাদিত, সাঙ্গ, সদক্ষিণ, অবভৃথ-স্নানান্ত, নির্ব্বিঘ্নানুষ্ঠিত, সর্ব্ববিধ-ক্রতু বা যজ্ঞের স্বর্গ-স্বারাজ্যাদি-লক্ষণ-ফল-সকলের নিরন্তর বিধান, নিষ্পাদন, বা সম্পাদন-দ্বারা ব্যসনী, ব্যসনবান্, বা তদেক-নিষ্ঠরূপে সর্ব্বত্র বেদস্মৃতি-পুরাণাদি-শাস্ত্রে পরিগীত হইয়াছেন। হে সর্ব্বামর-শিরোমণে! বেদ-মার্গানুসারী পরমেশ্বর-পূজন-পরায়ণ যাজ্ঞিক-জনগণ বহু-বিত্তব্যয়ায়াস-সম্বৎসর-সাধ্য-সাঙ্গ-যথোক্ত-বৈদিক-যজ্ঞ-কর্ম্মানুষ্ঠান-সাহায্যে আপনারই আরাধনা করিয়া, ভবদীয়-সন্তোষ, বা প্রসন্নতা-সম্পাদন-বশে সেবা-পরি-তুষ্ট-লোকসিদ্ধ-মহারাজাদির নিকট হইতে রাজপুরুষগণের উচ্চতর-পুর-স্কারাদি-লক্ষণ-সেবা-ফল-প্রাপ্তির ন্যায় আপনারই নিকট হইতে স্বর্গ-স্বারাজ্যাদি-লক্ষণ-কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে অভক্ত, অনীশ্বর-পরায়ণ, বা পরমেশ্বর-বিদ্বেষ্টা, উৎপথবর্ত্তী, প্রজাপতি-দক্ষ উক্তরূপ-নিয়ম-লঙ্ঘন করিয়া, বিপরীতক্রমে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অর্থাৎ শ্রীশিবাপমান, শ্রীশিব-নিন্দা, শ্রীশিব-বিদ্বেষ, শ্রীশিবাবজ্ঞান-প্রদর্শন-প্রভৃতি উদ্দেশ্যেই দুর্ম্মতি-দক্ষ সর্ব্ব-জীবন-যজ্ঞাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরম-শিবভক্ত মহামুনি-দধীচি, বৈকুণ্ঠেশ্বর-বিষ্ণু, লোকপিতামহ-ব্রহ্মা-প্রভৃতি মহামহিম-পুরুষ-শ্রেষ্ঠগণ তাঁহাকে শ্রীশিব-হীন-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। মহামুনি দধীচি, লোকপিতামহ-ব্রহ্মা, প্রভবিষ্ণু-বিষ্ণু এবং দেবরাজ-শতক্রতু-পুরোগম-দেবগণের সহিত শ্রীশিব-নিকেতনে গমন-পূর্ব্বক যজ্ঞ-মহোৎসব-স্থলে সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে এবং সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বরেশ্বরী-শ্রীমতীসতীদেবীকে আনয়ন করিবার জন্য প্রজাপতি-দক্ষের প্রতি সদুপদেশ-বচন-কথন-পূর্ব্বক অনুরোধ করিয়াছিলেন; পরন্তু প্রজাপতি-দক্ষ তাঁহাদিগের তাদৃশশুভ-বচনে কর্ণপাত করেন নাই।

প্রত্যুত প্রজাপতি-দক্ষ মহামুনি-দধীচির "তস্মাত্ত্বয়ৈব কর্ত্তব্যমাহ্বানং পরমেষ্ঠিনা। ত্বরিতং চৈব শক্রেণ, বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা। সর্ব্বৈরেব হি গন্তব্যং, যত্র দেবো মহেশ্বরঃ। দাক্ষায়ণ্যা সমেতং তমানয়ধ্বং ত্বরান্বিতাঃ। তেন সর্ব্বং পবিত্রং স্যাৎ, শম্ভুনা যোগিনা ভৃশম্। যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা, সমগ্রং সুকৃতং ভবেৎ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন, সমানেয়ো বৃষধ্বজঃ।" এতাদৃশ-বচন শ্রবণ করিয়া, অবজ্ঞা, বা অনাদর-ব্যঞ্জক-হাস্য-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, সনাতন-ধর্ম্ম যেখানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যিনি সর্ব্বজাতীয়-দেবগণের মূল, বেদ, যজ্ঞ ও বিবিধ-কর্ম্ম যাঁহার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই বিষ্ণুদেব যখন এই মদীয়-যজ্ঞ-মহোৎসবে সমাগত হইয়াছেন, বিবিধ আগম, উপনিষদ্ ও বেদ-প্রভৃতির সহিত লোকপিতামহ-ব্রহ্মা যখন সত্যলোক হইতে এখানে আগমন করিয়াছেন, সর্ব্ব-সুরগণ সহ স্বয়ং দেবরাজ-ইন্দ্র যখন যজ্ঞ-স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ দৃঢ়ব্রত-শান্ত-দান্ত-যজ্ঞোচিত-বীতকল্মষ-ভবাদৃশ ঋষিগণ যখন যজ্ঞ-মহোৎসবে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন আমাদিগকে আর রুদ্র-সমাগমের অপেক্ষা করিতে হইবে না।

কিন্তু, হে মুনে! এইরূপে আপনাদের সকলের যেখানে শুভাগমন হইয়াছে, সেখানে আর আমাদের রুদ্র-সমাগমে প্রয়োজন কি আছে? বিশেষতঃ হে মহামুনে! অকুলীন, স্বয়ং নষ্ট, নষ্ট-স্বভাব, নষ্ট-প্রিয়, ভূত প্রেত-পিশাচ-পতি, আত্ম-সম্ভাবিত, মূঢ়, স্তব্ধ, মৌনী, সমৎসর, অমঙ্গলাচার-পরায়ণ-শ্রীশঙ্করদেব এতাদৃশ-সর্ব্বশুভাচার-সমন্বিত-যজ্ঞ-মহোৎসবে সর্ব্বথা যোগদানের অযোগ্য বিবেচনা করিয়াই, আমি এখানে তাঁহার আগমন সমুচিত মনে করিতেছি না। এইজন্যই আমি তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-দান-পূর্ব্বক যজ্ঞ-মহোৎসব-স্থলে আনয়ন করিতে ইচ্ছা করি নাই। অতএব হে দ্বিজবর! আপনি বৃষধ্বজ-দেবের আনয়ন-বিষয়ে আর কোন কথা না বলিয়া, অন্যান্য-যজ্ঞ-কুশল-দ্বিজগণের সহিত মিলিত হইয়া, মৎকর্ত্তৃক প্রারব্ধ এই শুভ-যজ্ঞকার্য্য সুসম্পন্ন করুন। অপিচ, হে মুনে! সমারব্ধ এই সুমহান্ যজ্ঞ যাহাতে সর্ব্বতঃ সুসম্পূর্ণ ও সফল হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন-পরায়ণ হওয়াই, অধুনা আপনাদের একমাত্র কর্ত্তব্য হইতেছে।

এইকথা বলিয়া, সকলের সদুপদেশ-বচন অগ্রাহ্য করিয়া, নিজ অসদভিপ্রায়ের একান্ত বশবর্ত্তী হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি অবমান-প্রয়োগ, অসম্মানাবজ্ঞান-প্রদর্শন, বা বিষম-বিদ্বেষ-প্রকাশ, কিম্বা তাঁহার নিন্দাবিস্তারার্থই যখন প্রজা-পতি-পতি-দক্ষ সর্ব্বজীবন-যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিলেন, তখন তিনি উক্তরূপ অসদাচরণ, বা দ্রোহাচরণের ফলে যে ত্রিভুবন-মহারাজ অশেষ-জগদীশ্বর-ভবাদৃশ-ভবারাধ্য-শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের সুরাসুর-স্থির-চরার্চ্চিত-শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে বিশেষ অপরাধী হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহলেশেরও অবসর নাই। অতএব রাজাজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী উৎপথ-প্রস্থিত রাজ-পুরুষগণ স্বীয় অসদুদ্দেশ্য-সাধন-লক্ষণ অপরাধে অপরাধী নিরূপিত হইয়া, যেমন নিজ-দুষ্কৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল, অর্থাৎ বধ-বন্ধনাদি উচ্চতর দণ্ডভোগে অবশ্য বাধ্য হইয়া থাকেন, সেইরূপ প্রজাপতি-দক্ষও স্বকৃত অসদাচরণ-দ্বারা আপনার অর্থাৎ অশেষ-ভুবনেশ্বর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের অপ্রসন্নতা, বা অসন্তোষ-সম্পাদন-নিবন্ধন ইতিহাস-বর্ণিতানুরূপ সুমহান্ অপরাধে অপরাধিরূপে নিশ্চিত হইয়াছিলেন।

অতএব হে সর্ব্ব-দেব-বরেশ্বর ! মহেশ্বর ! আপনি সর্ব্ব-ক্রতু-ফল-বিধানে সর্ব্বদা ব্যগ্র, বা ব্যসনী, অর্থাৎ তৎপর হইলেও, মন্ত্র-প্রামাণ্য-বাদী, বেদ-মার্গানুসারী, পরমেশ্বর-পরায়ণ, ভক্তানুরক্ত-যজ্ঞপতি-কৃত-যাগ-যজ্ঞাদি-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সকলের যথোক্ত-ফল-দানে প্রতিনিয়ত নিরত থাকা-নিবন্ধন ক্রতু-ফল-দান-লক্ষণ স্বতঃসিদ্ধ-স্বভাব-বিভূষণে বিভূষিত হইলেও, যজ্ঞপতি অভক্ত-যজমান-জন-কৃত-পরমেশ্বর-বিদ্বেষ, বা অবজ্ঞাবশে ক্রতু-ভ্রংশ-হেতুতা নীত, বা প্রাপিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, হে দেব ! "ত্বত্তো ভবতঃ পরমেশ্বরাদপ্রসন্নাৎ" পূর্ব্বোপবর্ণিতানুরূপ-সর্ব্ববিধ-সামগ্রী-সম্পত্তি-সত্ত্বেও, দুষ্টমতি-দক্ষ-কৃত-সর্ব্ব-জীবন-যজ্ঞের ভ্রংশ, অর্থাৎ সাঙ্গ-সদক্ষিণ-যথোচিতানুষ্ঠেয়-ক্রম-সকলের অপরিসমাপ্তি অবস্থায় মধ্যপথে পতন সাধিত, বা অনিবার্য্য হইয়াছিল। অতএব উক্তরূপে বিবৃত-সিদ্ধান্তের সমর্থন, বা দৃঢ়ীকরণ-কল্পে কুসুম-দশন-নামা গন্ধর্ব্বরাজ বলিয়াছেন যে, "ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ।" অর্থাৎ ইহা নিশ্চিতই যে, ক্রতু-ফল-দাতা শ্রীপরমেশ্বর-দেব-বিষয়ে শ্রদ্ধা-বিধুর, বা ভক্তি-রহিতভাবে অনুষ্ঠিত-যজ্ঞার্থক-মখ-সকল কর্ত্তা, বা যজমান-জনের বিনা-শার্থক অভিচারহেতু-স্বরূপেই পরিণত হইয়া থাকে।

ইতি ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

"ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ।" এই মহাজন-বাক্য যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তাহা পাঠক-মহোদয়গণ মৎ-সংগ্রথিত-দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংসের ইতিহাস ও শ্লোক-ব্যাখ্যান-গ্রন্থে সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে অবগত হইয়াছেন। কিন্তু, পাঠক-মহোদয়গণ! মৎ-সঙ্কলিত-দক্ষ-যজ্ঞ-ধ্বংস-বিষয়ক-পুরাবৃত্ত-পাঠে আপনারা ইহাও অবগত হইয়াছেন যে, পরম-কারুণিক দয়ার সাগর শ্রীমন্মহেশ্বরদেব, "পূজ্যন্তু পশুভর্ত্তারং, কস্মান্নার্চ্চয়সে প্রভুম্।" মহামুনি-দধীচিকৃত এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে যে দক্ষ "সন্তি মে বহবো রুদ্রাঃ, শূল-হস্তাঃ কপর্দ্দিনঃ। একাদশাবস্থিতা যে, নান্যং বেদ্মি মহেশ্বরম্।" এইকথা বলিয়া, নিজ-সুবিপুল-গর্ব্ব-প্রকাশ করিয়াছিলেন, "যস্মান্নারাধিতো রুদ্রঃ, সর্ব্ব-দেবেশ্বরেশ্বরঃ। তস্মাদ্দক্ষ! ভবাশেষো, যজ্ঞোহয়ং ন ভবিষ্যতি।" এইরূপ অভিশাপ-প্রদানান্তে মহামুনি-দধীচি দক্ষের যজ্ঞবাট হইতে নির্গত হইয়া, নিজ-আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলে, যে দক্ষ "গতঃ শিবপ্রিয়ো বীরো, দধীচির্নাম নামতঃ॥" এইকথা বলিয়া, শ্রীশিব-ভক্তগণের প্রতি উপহাস করিয়াছিলেন, সেই প্রজাপতি-দক্ষের অগ্নি-পরিতপ্ত-সুবর্ণের মলাপনয়নের ন্যায় দণ্ড-প্রদান-সাহায্যে গর্ব্ব-মলাপনয়নানন্তর পুনরপি তাঁহার প্রতি অশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইতিহাস-গ্রন্থে শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক প্রজাপতি-দক্ষের প্রতি উগ্রতর-দণ্ড-বিধানের অনন্তর যেমন অসীম অনুগ্রহ প্রদর্শনের কথা বলা হইয়াছে, শ্লোক-ব্যাখ্যান-গ্রন্থে কিন্তু সেইরূপ দক্ষের প্রতি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকৃত-দণ্ড-প্রয়োগের অনন্তর অনুগ্রহ-প্রকাশের কথা বলা হয় নাই। রোগী ব্যক্তির রোগাপনয়ন-কল্পে ঔষধ-পথ্যাদি-বিষয়িণী-ব্যবস্থা-প্রণয়নের অনন্তর যেমন রোগীর আরোগ্য ও স্বাস্থ্য-সুখানুভবের কথা অবশ্য কথনীয়া, সেইরূপ প্রজাপতি-দক্ষের প্রতি যজ্ঞ-ধ্বংসাদি-লক্ষণ-দণ্ড-প্রণয়ন-পূর্ব্বক

শ্রীশিব-বিদ্বেষ, বা গর্ব্ব-রোগাপনয়নানন্তর পুনরপি তাঁহার জীবন-লাভ-পূর্ব্বক শ্রীশিব-প্রসন্নতা-লাভ, যজ্ঞানুষ্ঠান, যজ্ঞ-সমাপ্তি, গাণপত্য-পদ-প্রাপ্তি-প্রভৃতি আরোগ্য, বা সুখ-স্বাস্থ্য-সংবাদ নিতান্তই কীর্ত্তনীয় হইতেছে।

যে সময়ে সমস্ত-যজ্ঞবাটের সর্ব্বাঙ্গীণ-সংহার-কার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া, পাদ-প্রহার-সাহায্যে মস্তক-মণ্ডলে যশস্বী প্রজাপতি-দক্ষকে আক্রমণ-পূর্ব্বক গ্রীবাদেশ হইতে নিকৃত্ত কনক-কিরীট-কুণ্ডল-মণ্ডিত তাঁহার শিরো-মণ্ডল অনল-সহযোগে দগ্ধ করিয়া, তথা "সরস্বত্যাশ্চ নাসাগ্রং, দেবমাতুস্তথৈব চ। নিকৃত্য করজাগ্রেণ, বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্। তস্থৌ শ্রিয়াবৃতো মধ্যে প্রেত-স্থানে যথা ভবঃ।" তাদৃশ অবসরে ভগবান্ বীরভদ্রদেবের সারথ্য-প্রযুক্ত লব্ধ-বাৎসল্য লোকপিতামহ-ব্রহ্মা সর্ব্ব-জগৎসংহারের অনন্তর, প্রেতস্থানে অবস্থিত শ্রীভবদেবের ন্যায় যজ্ঞবাট-সংহারিণী-শ্রী-সমন্বিতাবস্থায় শ্মশান-সদৃশ-দক্ষ-ভবনে বীরভদ্রদেবকে অব-স্থিতি করিতে দেখিয়া, প্রণাম-পূর্ব্বক করজোড়ে কহিলেন, ভো ভগবন্! দেববর! ভদ্র! অধুনা আর ক্রোধের পরিপোষণ করিয়া, কোন ফল নাই। কারণ, ত্রিদিববাসী দেবগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বিনষ্ট হইয়াছেন। অতএব হে দেব! এক্ষণে রোমজগণের সহিত আপনি ক্ষমা অবলম্বন করুন। হে সুব্রত! ক্ষমা ও প্রসন্নতা অবলম্বন-পূর্ব্বক অধুনা আপনি দেবগণের, তথা প্রজাপতি-দক্ষের সর্ব্ববিধ অবিনয়, বা অপরাধ-মার্জ্জনা করুন।

প্রণত প্রভু পদ্মসম্ভব মহাতেজাঃ ভগবান্ ব্রহ্মার উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন-শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ বীরভদ্রদেব তাঁহার সাহায্য-কার্য্যে নৈপুণ্য-স্মরণান্তে তদীয়-বিনীত-প্রার্থনা-বচনানুসারে শনৈঃ শনৈঃ শান্তভাব অব-লম্বন-পূর্ব্বক শম-প্রাপ্ত-হৃদয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাপ্রভাব-সম্পন্ন পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা অন্তরীক্ষ-প্রদেশে সগণ-সর্ব্বদ-শর্ব্ব-সর্ব্ব-লোকমহেশ্বর ভগবান্ শ্রীবৃষভধ্বজদেবকে অবস্থিত অবলোকন করিয়া, পূর্ব্ববৎ তাঁহারও নিকটে ক্রোধোপশম-প্রার্থনা-পূর্ব্বক সমরে নিহত-সুরাসুর-নর-কিন্নরগণের পূর্ব্ববৎ শরীর প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু,

ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেব শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের নিকটে পূর্ব্ববৎ প্রার্থনা-পুরঃসর সসম্ভ্রমে পুনরপি এইকথা বলিলেন যে, হে মহেশান! আপনি আজ্ঞা করুন, পুনর্ব্বার যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হউক, হে দেববর! আপনি স্বয়ং বিধি-সংরক্ষক হইয়া, বিধির বিলোপ-সাধন করিবেন না। হে দেবদেবেশ! আপনি প্রণত-জনগণের প্রতি সততকাল কৃপা-প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব হে দেববর! আমরা ভবদীয়-শ্রীচরণে প্রণাম-পূর্ব্বক পুনরপি কাতর-কণ্ঠে আপনার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি যে, "আজ্ঞাপয় মহেশান! পুনর্যজ্ঞঃ প্রবর্ত্ততাম্।"

সর্ব্বদেববরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব লোকপিতামহ-ব্রহ্মার উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, উল্বণ-ব্যক্ত-বিস্পষ্ট-ভাষায় বীরভদ্রদেবের প্রতি এই-রূপ আজ্ঞাপ্রদান করিলেন যে, "ত্যজ কোপং বীরভদ্র! পুনর্যজ্ঞং প্রকল্পয়।" শ্রীমন্মহাদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সমাজ্ঞপ্ত হইয়া, সেনাপতি-প্রবর শ্রীমান্ বীরভদ্রদেব তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ যজ্ঞকল্পনা করিলেন এবং বন্ধন-দশা-গ্রস্ত-দেবগণকে বন্ধন-দশা হইতে পরিমুক্ত করিলেন। অনন্তর পুনরপি ভগবান্ ব্রহ্মা প্রার্থনা-বচনে দেবদেব-ত্রিলোচনদেবকে এইকথা বলিলেন যে, "দক্ষং জীবয়িতুং স্বাজ্ঞাং, বিধেহি পরমেশ্বর!" ব্রহ্মদেব-কৃত উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচনশ্রবণে পুনরপি শ্রীনীলকণ্ঠদেব মহৌজাঃ শ্রীমান্ বীরভদ্রদেবের প্রতি এইরূপ আদেশ-প্রদান করিলেন যে, "পুনঃ প্রজাপতিং দক্ষং, জীবয়াশু মমাজ্ঞয়া।" বুদ্ধিমান্ শ্রীমান্ বীরভদ্রদেব দেবদেব-শ্রীশঙ্করদেবের তাদৃশ আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণমাত্রেই একটী ছাগ-মুণ্ড-প্রদান-পূর্ব্বক প্রজাপতি-দক্ষকে সঞ্জীবিত করিলেন। "ঈশ্বরং যে বিনিন্দন্তি, তে মূর্খাঃ পশবো ধ্রুবম্।" এইরূপ বিবেচনা করিয়াই যে, পরম-বুদ্ধিমান্ ভগবান্ বীরভদ্রদেব প্রজাপতি-দক্ষকে ছাগ-মুণ্ড-দান-পূর্ব্বক পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, তাহা বোধকরি, প্রতিভাবান্ পাঠক-মহোদয়গণের বুদ্ধি-পথের সমতীত নহে।

অপিচ, স্বয়ং শ্রীপরমেশ্বরদেব ধ্বস্ত-বক্ত্র-দক্ষের গ্রীবা-দেশে বীর-ভদ্রদেব-কর্ত্তৃক সংযোজিত সেই ছাগ-মুখে বাক্-শক্তি সঞ্চারিতা করিয়া, ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে সমরে হতাহত-সুরাসুর-নর-কিন্নরগণকে অবিলম্বে

ইচ্ছামাত্রেই পূর্ব্ববৎ অক্ষত ও স্বাস্থ্য-সুখ-সম্পন্নশরীর প্রদান করিলেন। এইরূপ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব অধ্বর-পুরুষ, দেবরাজ ইন্দ্র ও মহাত্মা বিষ্ণুর শিরোহীন-শরীরে তত্তৎ-মস্তক সংযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে জীবিত-প্রদান-পূর্ব্বক অন্যান্য-নিহত-সুর-সৈন্যগণকে জীবনদান করিয়া, বিবিধ-বর-প্রদান করিলেন। তথা সরস্বতীদেবী ও দেবমাতা অদিতিকে নাসাগ্র-দান-পুরঃসর তত্রস্থ-সর্ব্ব-জাতীয়-জীব-সমাজকে সর্ব্বথা অভয়-প্রদান করিয়া, পুনরপি যজ্ঞ-প্রবর্ত্তনার্থ অনুমতি-প্রদান করিলেন। অনন্তর পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-ব্রাহ্মণগণ অর্থাৎ ঋগ্বেদোক্ত-কর্ম্ম-কর্ত্তা হোতা, যজুর্ব্বেদোক্ত-কর্ম্ম-কর্ত্তা অধ্বর্য্যু এবং সামবেদোক্ত-কর্ম্ম-কর্ত্তা উদ্গাতা প্রভৃতি-যজ্ঞ-কুশল ঋত্বিগ্‌গণ নির্ভীক-হৃদয়ে দক্ষালয়ে শুভাগমন-পূর্ব্বক প্রথমতঃ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে আহুতিদান করিয়া, অন্যান্য-কার্য্য-সম্পাদনান্তে সমারব্ধ-যজ্ঞকার্য্য পরিসমাপ্ত করিলেন।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ—ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়

অনন্তর ভগবান্ ব্রহ্মা এবং বৈকুণ্ঠপতি-বিষ্ণু লব্ধ-সংজ্ঞ-প্রজাপতি-দক্ষকে এইকথা বলিলেন যে, হে দক্ষ! তুমি সুদীর্ঘকালযাবৎ দেব-দেবেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের নিন্দা করিয়া, সুমহত্তর-পাপ অর্জ্জন করিয়াছ। অতএব সমুপার্জ্জিত সেই সুমহান্ পাপরাশির প্রক্ষালনার্থ অর্থাৎ তাদৃশ-পাপরাশি হইতে বিমুক্তিকামনা করিয়া, আদর-পূর্ব্বক অধুনা তুমি নানাবিধ-স্বর্গীয় উপকরণ-সাহায্যে তাঁহার অর্থাৎ শ্রীশিবদেবের পূজা-কার্য্য-সমাপনান্তে বিবিধ-স্তুতি-পাঠ-দ্বারা দেবদেবেশ্বর-সত্য-সনাতন-শ্রীশঙ্করদেবকে পরিতুষ্ট কর। হে দক্ষ! তুমি যদি আমাদের উপদেশ অনুসারে শ্রীশিব-নিন্দা-জনিত-পাপ-পঙ্ক হইতে বিমুক্ত্যর্থ বিবিধ উপকরণ-সম্ভার-সংগ্রহ-পূর্ব্বক শ্রীসর্ব্বদেবেশ্বর-শঙ্কর-মহারাজের পূজা করিয়া, পশ্চাৎ নানাবিধ-স্তুতি-সাহায্যে সত্য-সনাতন-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পরিতোষ-সাধনার্থ যত্নবান্ হও, তবে আমরা নিশ্চিতই বলিতেছি যে, শ্রীশঙ্করনামা শ্রীশিবদেব স্বভাবতঃ শীঘ্রগতি তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইবেন। কিঞ্চ, হে দক্ষ! তোমাকর্ত্তৃক উক্তরূপে শ্রীশঙ্করদেব পরিতোষিত হইলে, তোমারজন্য যে সকল-দুর্নয়, বা অনর্থকর-ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তৎকৃত কোনরূপ বৈষম্য শ্রীশঙ্করদেবের মানসে স্থানপ্রাপ্ত হইবে না।

প্রজাপতি-দক্ষ ভগবান্ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর উক্তরূপ উপদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, স্বীয়-সমুচিত-শিক্ষা-প্রাপ্তি-স্মরণ-পূর্ব্বক অবনত-মস্তকে শ্রীশঙ্কর-দেবের সর্ব্ব-সুরাসুর-বন্দিত-শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে প্রণাম করিলেন এবং প্রণামান্তে অর্দ্ধোত্থিতাবস্থায় হৃদয়দেশে, অথবা মস্তকোপরি করযুগল-সাহায্যে অঞ্জলি-বন্ধনপূর্ব্বক জানু-যুগলে ভূতল-পরিগত হইয়া, অনাদি-নিধন অব্যয় শ্রীপরমেশ্বরদেবের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজা-পতি-পতি-দক্ষ কহিলেন, "ন ত্বাং জানাতি বিষ্ণুর্ন চ কমল-জনির্যোগিন-স্তত্বতো ন, এবং দুর্গম্যরূপং কথমতিকুমতির্জ্ঞাতুমেবাস্মি যোগ্যঃ। ত্বং

সর্ব্বেষাং হি বুদ্ধিস্তব মতিবশগাঃ সর্ব্ব এবেহলোকাঃ, তৎকো মে বাপরাধ-স্তব মতি-বশগশ্চাস্মি তে নিন্দনেন ॥ ত্বং শুদ্ধঃ পরমঃ পরাৎপরতরো ব্রহ্মাদিদেবার্চ্চিতঃ, কিন্তেহহং পরমং বদামি চরিতং কিং বা স্বরূপং তব। দাসোঽহং শরণাগতস্তব পদ-দ্বন্দ্বং বিনা কা গতিঃ, শম্ভো! তন্মেহপরাধং ক্ষম নিজ-সুগুণৈস্ত্রাহি পাপার্ণবান্মাম্॥ ত্বং দেবঃ পরমেশ্বরো জগতি যে দীনা মহান্তোঽপি চ, তে সর্ব্বে তব মূর্ত্তয়ঃ পশুপতে! ত্বং বিশ্বরূপো মতঃ। তন্নিন্দৈব হি নাস্তি তে মম কথং নিন্দা-কৃতং পাতকং, দীনং মাং শরণাগতং করুণয়া বিশ্বেশ্বর! ত্রাহি মাম্॥ যৎপাদ-পঙ্কজ-রজঃ শিরসা বিধৃত্য, ব্রহ্মা হরিশ্চ সুর-বৃন্দ-সুবন্দ্য-পাদঃ। ত্বাং মৎসমাগতমমিহ স্বদৃশা সুরেশং, পশ্যামি ভাগ্যমতুলং মম পূর্ব্বজাতম্॥ ত্বং কুবুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিশ্চ, সর্ব্বেষাং দেহিনামিহ। নিন্দনীয়শ্চ বন্দ্যশ্চ, নাপরাধস্ততো মম॥"

প্রজাপতিপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সম্প্রার্থিত হইয়া, আশুতোষ-শ্রীশম্ভুদেব করুণাময়-সাগরতা-প্রযুক্ত প্রসারিত-নিজ-ভুজ-যুগল-সাহায্যে প্রজাপতি-দক্ষকে আকর্ষণ করিয়া, আলিঙ্গন-দান-পূর্ব্বক তাঁহাকে মহা-পাপার্ণব হইতে উদ্ধৃত করিলেন। এদিকে শ্রীশিবাঙ্গ-সংস্পর্শন-মাত্রেই কৃতকৃত্য-প্রজাপতি-দক্ষ নিজ-মহত্তর-শুভ সৌভাগ্যানুভবসহ স্বীয় আত্মাকে জীবন্মুক্ততুল্য মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা দক্ষ পরম-ভক্তি-যুক্ত অন্তঃকরণে কায়-মনো-বাক্য-সাহায্যে বিবিধ-উপচার-কল্পনা-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের সম্যক্‌রূপ পূজা-কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

কিঞ্চ, মহামতি ব্রহ্মা ভক্তি-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহাদেবকে প্রণাম করিয়া, পুনরপি এইবাক্য বলিলেন যে, হে সদাশিব! আপনিই একমাত্র ভক্তানুকম্পী ভগবান্। হে সুর-বৃন্দ-সুবন্দ্য-পাদ! আপনি অনুগ্রহের সহিত আমার প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, যেহেতু প্রজাপতি-দক্ষকে পাপ-মহার্ণব হইতে সমুদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রজাপতি-দক্ষের রক্ষাবিধান-পূর্ব্বক পুনরপি যজ্ঞ-কল্পনা-পুরঃসর যজ্ঞের পরিসমাপ্তি-সাধন করিয়াছেন, সেইজন্য আমি আপনার সেবক-শরণ-শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে পুনঃ পুনঃ প্রণাম-পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ-হৃদয়ে আপনাকে এইরূপ বিজ্ঞাপিত করি-তেছি যে, হে পরমেশ্বর! অদ্য-প্রভৃতি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া,

দেবগণ যদি কোনস্থানে যজ্ঞ-মহোৎসবে গমন করেন, তবে নিশ্চিতই দেবগণ তৎক্ষণমাত্রেই প্রজাপতি-দক্ষের ন্যায় ঈদৃশী দারুণ-দুঃখ-দুর্দ্দশা লাভ করিবেন। আর যজমানগণের মধ্যে যে কোন নরাধম যজমান আপনার অর্চ্চনা না করিয়া, যজ্ঞমহোৎসব উপলক্ষে অন্যান্য-সুরগণের সমর্চ্চনা করিবে, সেই যজমানাধম-জনগণের যজ্ঞ বিহত হইবে এবং পরমেশ্বর-দ্রোহী যজমান-জনগণও মহাপাতকি-জনোচিত অশেষবিধ-দুঃখ-দুর্গতি-ভোগে অবশ্য বাধ্য হইবে। কমলাসনদেবের উক্তরূপ-বিজ্ঞাপন-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব তত্রস্থ-সুরগণকে অশেষ-প্রকার বর এবং প্রজাপতি-দক্ষকে পরমোৎকৃষ্ট-গাণপত্য-পদ-প্রদান-পূর্ব্বক দেখিতে দেখিতে, সেইস্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন।

সর্ব্বলোক-পিতামহ-কমলাসনদেবের উক্তরূপ-বিজ্ঞাপন-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া, আমরাও বলিতেছি যে, হে শরণদ! দক্ষ দক্ষনামা প্রজাপতি স্বয়ং অনুষ্ঠেয়-ক্রিয়া-সমূহে অত্যন্ত-দক্ষ, প্রবীণ, বা যজ্ঞ-বিদ্যা-কুশলতা-প্রযুক্ত বিদ্বত্ত্ব-লক্ষণ অধিকারি-বিশেষণে সমলঙ্কৃত হইয়া, তথা তনুভৃৎ শরীরধারী জীবগণের অধীশ অধীশ্বর প্রজাপতি-পতিত্ব-প্রযুক্ত স্বামী, প্রভুত্ব, বা সামর্থ্যলক্ষণ অধিকারি-বিশেষণসমন্বিত হইয়া, যখন ক্রতুপতি-যজমানরূপে সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-সর্ব্ব-জীবন-যজ্ঞ-মহোৎসবে ব্রতী হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি নিজ-যজ্ঞের নির্ব্বিঘ্ন-পরিসমাপ্তি ও সুচারুরূপে অবিকল-ক্রমানুষ্ঠানকল্পে ত্রিকালদর্শী ভৃগু-প্রভৃতি ঋষিগণের আর্ত্বিজ্য ঋত্বিকৃত্ব, বা অধ্বর্য্বাদিরূপতা, তথা সদস্য-সভ্যভূত-সুরগণ, বা ব্রহ্মাদি-দেবগণের ত্রয়ী-বিধি-নিদর্শকতা-লক্ষণ উপদ্রষ্টৃত্বকল্পনা করিয়াছিলেন।

পক্ষান্তরে, হে দেব! ক্রতুপতি যজমান দক্ষ এতাদৃশ-সর্ব্ববিধ-সামগ্রী-সম্পত্তি-সত্ত্বেও এবং আপনি ক্রতু, বা যজ্ঞ-সমূহের স্বর্গ-স্বারাজ্যাদি-লক্ষণ-ফল-সকলের নিরন্তর বিধান, বা নিষ্পাদনবশে সতত "ব্যসনী ব্যসনবান্" ক্রতু-ফল-নিষ্পাদনে একনিষ্ঠ, বা ক্রতু-ফল-দান-লক্ষণ-স্বভাব-ভূষণে সততকাল বিভূষিত হইলেও, স্বানুষ্ঠিত-যজ্ঞ-মহোৎসবে

অনিমন্ত্রণ, অনাহ্বান, তথা যত্র তত্র বিনাকারণে শ্রীশিব-নিন্দা, শ্রীশিবাপমান, শ্রীশিবাবজ্ঞান, বা শ্রীশিব-বিদ্বেষ-প্রভৃতি-গুরুতর-কারণ-কলাপের সমবধান-প্রযুক্ত ক্রতুপতি-কৃত অবজ্ঞান-সাহায্যে ক্রতু, বা যজ্ঞের ভ্রংশ, পতন, বা বিঘাত-হেতুতা নীত, বা প্রাপিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, "ত্বত্তঃ পরমেশ্বরাদপ্রসন্নাৎ" অর্থাৎ আপনার অপ্রসন্ন-পারমেশ্বর-স্বরূপ হইতে ক্রতুভ্রংশ সুসাধিত হওয়ায়, যথোক্ত-যজ্ঞ-ফল-লাভে সমর্থ হন নাই।

অতএব উক্তরূপ-দৃষ্টান্ত-তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনাবশে ক্রতু-ফল-দাতা শ্রীপরমেশ্বর-বিষয়ে শ্রদ্ধা-বিধুর, বা ভক্তিরহিতভাবে অনুষ্ঠিত-মখাপর-পর্য্যায়-যজ্ঞ-সকল যে ক্রতু-কর্ত্তা যজমান-জনের অভিচার, বা বিনাশার্থ হেতুস্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা ধ্রুব, নিশ্চিত, বা দৃঢ়তররূপে অবগত হইয়া, অধুনাতন-চতুর-যজ্ঞকারী জনগণের মধ্যে কেহ যেন শ্রীশিব-সমাগম-হীন-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, হত-যজ্ঞাবস্থায় মহ-পাতকি-জনমধ্যে পরিগণিত ও বিনাশের পথে অগ্রসর হইবেন না। পরিশেষে দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন, বা অভক্তের অনর্থ-প্রাপ্তি-বিষয়ক-বর্ত্তমান-ষড়্‌বিশ-পরিচ্ছেদের উপসংহারাবসরে শ্রীশঙ্করদেবের ভবপারাবার-পার-সাধন-শ্রীচরণযুগলে প্রণাম ও স্তুতি-ছলে ভগবান্ নন্দীর কথিত তিনটী মাত্রশ্লোক আবৃত্তি করিয়া, আমি এই একবিংশ-শ্লোকের বিবরণ-কার্য্য হইতে বিরত হইতে ইচ্ছা করিতেছি। পাঠকমহোদয়গণ! শ্লোক তিনটী আবৃত্তি-পুরঃসর আমি উদ্ধৃত করিতেছি, শ্রবণ করুন।

"ত্বমাদির্লোকানাং পরমপুরুষঃ সর্ব্বজগতাং,
বিধাতা সম্পাতা শিব! বিলয়কর্ত্তা ত্বমপি চ।
ত্বমৈশ্বর্য্যোপেতস্ত্বমতিযুবকো বৃদ্ধ ইতি চ,
ত্বমেকং ব্রহ্ম ত্বং সুরবর! নমামীশ! বরদ!॥ ১॥"

"অচিন্ত্যং তে রূপং জিতশশিসমূহং হিমরুচিং,
শশাঙ্কার্দ্ধভ্রাজদ্ বিমলমুখপঙ্কেন্দুরুচিরম্।
স্ফুরন্ মৌল্যাসক্তামলমণিভুজঙ্গাভরণকং,
নমামি ব্রহ্মাদ্যৈর্নমিতপদপঙ্কেরুহযুগম্॥ ২॥"

"ত্বাং নিত্যং পরিপূজয়ন্তি ভুবি যে গায়ন্তি নামানি তে,
মন্ত্রং বা প্রতিসঞ্জপন্তি সততং ভক্ত্যাপ্যভক্ত্যাথবা।
তেঽপি ত্বৎপদবীমুপেত্য সততং স্বর্গে বসন্তে প্রভো!
কো দীনেষু দয়াপরঃ পশুপতে! ত্বাং দেবদেবং বিনা? ॥ ৩॥"

অলমত্যস্তপ্রপঞ্চনেনেতি শম্ ॥

শ্রীশিবচরণে সমর্পিতমস্তু।

ইতি ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদে ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—প্রথম অধ্যায়

প্রজাপতির প্রতি দণ্ডবিধান

প্রজানাথং নাথ ! প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং,
গতং রোহিদ্‌ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা ।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং,
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগব্যাধরভসঃ ॥ ২২ ॥

"তর্ত্তুং সংসৃতি-বারিধিং ত্রিজগতাং নৌর্নাম যস্য প্রভোঃ, যেনেদং সকলং বিভাতি সততং জাতং স্থিতং সংসৃতম্ । যশ্চৈতন্য-ঘনঃ প্রমাণ-বিধুরো বেদান্ত-বেদ্যো বিভুঃ, তং বন্দে সহজ-প্রকাশমমলং শ্রীনীলকণ্ঠং পরম্ ॥ ১ ॥ দারাঃ পুত্রা ধনং বা পরিজন-সহিতো বন্ধুবর্গঃ প্রিয়ো বা, মাতা ভ্রাতা পিতা বা শ্বশুর-কুল-জনা ভৃত্য ঐশ্বর্য্যবিত্তে । বিদ্যা রূপং বিমল-ভবনং যৌবনং যৌবতং বা, সর্ব্বং ব্যর্থং মরণ-সময়ে ধর্ম্ম একঃ সহায়ঃ ॥ ২ ॥" ত্রৈগুণ্য-বিষয়-বেদ-নিবহে প্রতিপাদিত, বেদ-সমূহে সমুদিত-কর্ম্ম-সকল শ্রীপরমেশ্বরদেবের অপেক্ষা, অনুগ্রহ, প্রসাদ, প্রসন্নতা, বা পরিতোষ-সম্পাদনবিনা কখনও কি সফল, বা ফল-প্রদ হইতে পারে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্যই বিজ্ঞতম-প্রাচীন-জনগণ বলিবেন যে, না, ফল-জনন-কালে স্বরূপতঃ অনবস্থিত-বেদ-বিহিত-কর্ম্ম-নিচয় যজমানজন-কৃত অনুষ্ঠান-লক্ষণ আরাধন-সাহায্যে শ্রীপরম-মহেশ্বরদেবের সম্যক্ প্রসন্নতা-সম্পাদন-ব্যতিরেকে শ্রীঈশ্বরদেব-নিরপেক্ষ হইয়া, স্বতন্ত্র-ভাবে স্ব-সামর্থ্যে দেশান্তরভাবী, কালান্তরভাবী, স্বর্গ-স্বারাজ্যাদি-ফল-প্রদানে যথোচিত-শক্তি-সম্পন্নরূপে কখনই বিবেচিত হইতে পারে না ।

অতএব উক্তরূপে সর্ব্বথা বিফল-কর্ম্ম-সমূহের বেদ-বোধিতাগ্নিহোত্র-দর্শপৌর্ণমাস-প্রভৃতি-যজ্ঞ-জাতের সফলতা-সম্পাদন করিতে হইলে, প্রাজ্ঞতম-বিচক্ষণ-জনগণ অবশ্যই সর্ব্ব-প্রযত্ন-সাহায্যে শ্রীপরমেশ্বরদেবের

আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু, ঈশ্বর-নিরপেক্ষ-কেবল-বৈদিক-কর্ম্মবাদ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিধি-বোধিত-বৈদিক-জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্ম্ম-কলাপের সেশ্বরতা অর্থাৎ শ্রীবেদ-বেদ্য-পরমেশ্বর-দেবের সন্তোষ-সাধন-সম্পাদন-পরতা-স্বীকার-পূর্ব্বকই কর্ম্মারাধিত সুপ্রসন্ন সুসন্তুষ্ট শ্রীপরমেশ্বরদেবের নিকট হইতে যথোক্ত-ফলপ্রাপ্তি অভিপ্রায়ে পূর্ব্বতনপ্রাজ্ঞতম-যাজ্ঞিক-জনগণ যজ্ঞ-কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, ধর্ম্ম-স্তম্ভকে সুদৃঢ়, বা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিতেন।

পক্ষান্তরে, দুর্ম্মতি-গ্রাহ-গ্রস্ত-জনগণই কোন্‌টা কর্ম্ম, কোন্‌টী অকর্ম্ম এবং কোন্‌টী বিকর্ম্ম, তাহা বিচারজ-জ্ঞান-সাহায্যে বিশেষরূপে অবগত না হইয়া, তাদৃশ-কর্ম্ম-সকলের যথার্থ-স্বরূপ অবলোকনে অগ্রসর না হইয়া, কেবল-কর্ম্মই সর্ব্বদা ফল-জননে সমর্থ হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া থাকে। তথা কেবল-কর্ম্মবাদী জড়-বুদ্ধি-যজমান-জনগণ একথা স্বপ্ন-যোগেও একবার ভাবেনা যে, কেবল-কর্ম্ম সর্ব্বদা ফল-জননে সমর্থ হইতে পারে না, কিম্বা কেবল-কর্ম্ম-বলই লোকের রক্ষা-বিধানেও সমর্থ, বা পর্য্যাপ্ত নহে। কর্ম্মাকর্ম্ম-তত্ত্ব-বেত্তা সজ্জন-যজমান-জনগণ কিন্তু এইরূপ অবগত হইয়া থাকেন যে, শ্রীপরমেশ্বরদেবের সেবা-মূলক-সেশ্বর-কর্ম্ম-নিচয়ই নিজের অর্থাৎ অনুষ্ঠাতার রক্ষণ-কার্য্যে সমর্থ হইয়া থাকে এবং সৎকর্ম্ম-সমারাধিত-শ্রীপরমেশ্বরদেব-ব্যতীত অপর কেহই কর্ম্মফলের দাতা নহেন।

যাঁহারা শ্রীপরমেশ্বরদেবের ভক্ত, শান্তহৃদয় এবং শ্রীঈশ্বরদেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে সমর্পিত-মানস, শ্রীসদাশিবদেব তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই যথোক্ত-কর্ম্মসকলের যথোচিত-ফলদান করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, অশান্ত-হৃদয় অভক্ত-নিরীশ্বরপর-জনগণ কেবল অর্থাৎ শ্রীপরমেশ্বরদেবের সেবা-বিহীন-কর্ম্ম-সমাশ্রয়ণ-বশে তীব্রতর-তাপ-দুঃখ-যন্ত্রণা-প্রদ-নিরয়-গমনে বাধ্য হইয়া, অশেষবিধ-কষ্ট-ভোগ করে এবং শত-কোটি-যজ্ঞের প্রাক্তন অনুষ্ঠানসত্ত্বেও নিরীশ্বর-পরতা-নিবন্ধন কেবল-কর্ম্মাশ্রিত অভক্ত-জনগণ জন্ম-জন্মান্তরে অনেকানেক-কর্ম্মময়-পাশে দৃঢ়তররূপে পুনঃ পুনঃ আবদ্ধ হইয়া, নিরয়-নিচয়ে নিরন্তর পরিপাচিত হইতে থাকে।

কিঞ্চ, শ্রীপরমেশ্বরদেব-নিরপেক্ষ-কেবল-কর্ম্মবাদ-সমশ্রয়ণবশেই যখন উক্তরূপে নিরীশ্বরপর-জনগণের নিরন্তর নিরয়-নিচয় নির্দ্ধারিত হইতেছে, তখন শ্রীপরমেশ্বরদেবের প্রতি অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অনাদর, অপমান, অসম্মান, নিন্দা, বা বিষম-বিদ্বেষকারী প্রোজ্ঝিত-কৈতব-পরম-প্রকৃত-ধর্ম্ম-তত্ত্বানভিজ্ঞ কেবল-কর্ম্ম-জড়-জনগণ যে তাদৃশী ঈশ্বরাবজ্ঞাবশে স্বানুষ্ঠিত-সমস্ত-কর্ম্মের নিরতিশয়-বিঘাত, বিনাশ, বিধ্বংস, বা সর্ব্বথা বৈফল্য অবলোকন-পূর্ব্বক নিজ-নিজাচরিত-কুক্রিয়া-সকলের বিষময়-ফল-স্বরূপে সমুপস্থিত-বধ-বন্ধনাদি অত্যুচ্চতর-দণ্ড-লক্ষণ অতীব-কষ্টপ্রদ তীব্র-তীব্রতর-তাপ-তপ্ত-বিরস-ফল-ভোগে বাধ্য হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে? যে স্থানে অপূজ্য-জনগণ সমাদরণীয়-বোধে কল্পিত-বিবিধোপচারান্বিত-পূজা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং পূজনীয়-জনগণ কিছুমাত্র পূজা-প্রাপ্ত হন না, তাদৃশ-স্থলে যে দুর্ভিক্ষ, মরণ ও সুমহদ্ ভয়, এই তিনটীই সমুপস্থিত, বা প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা অবশ্যই বিচক্ষণ-ব্যক্তিবর্গের স্ব-স্ব-বিশুদ্ধ-বুদ্ধি-বিভব-পথের সমতীত নহে।

অতএব বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-বিরোচনাঞ্চিত, বেদ-বেদ্য-শ্রীপরমেশ্বরদেবে পরম-শ্রদ্ধা, বা বিশ্বাসবান্, দৃঢ়-চিত্ত, সংযতেন্দ্রিয়, ফল-প্রেপ্সু-জনগণ সর্ব্বাগ্রে মন্ত্র-প্রমাণ-সাহায্যে অশেষতঃ সম্মাননীয়-জগদেকসুন্দর শ্রীবৃষ-ধ্বজদেবের সর্ব্বোপচার-সম্পূর্ণা-সমর্চ্চনা করিয়া, সর্ব্ব-প্রযত্নাবলম্বনে তাঁহার আশ্রয়-গ্রহণ করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্তই সর্ব্ব-জন-সম্মতি-ক্রমে সুশাস্ত্র-সমূহে সমীচীনরূপে সাদরে, সাগ্রহে, পরিগৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, উক্তরূপ-নিয়ম, বা সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম ঘটিলে, অর্থাৎ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রতি অসম্মান-প্রদর্শিত হইলে যে সুমহদ্ ভয় সমুপস্থিত হইতে পারে, তাহা গত-গ্রন্থে পাঠক-মহোদয়গণ বিস্পষ্টরূপে অবগত হইয়াছেন।

অপিচ, যদি যাগাদি-লক্ষণ-ধর্ম্মকার্য্যের ফলরূপী কোন একজন নিরতিশয়-সর্ব্বজ্ঞত্ব-সম্পন্ন ঈশ্বর আছেন, এইরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফলরূপী শ্রীপরমেশ্বরদেবও যাগাদিরূপ-ধর্ম্ম-কর্ম্মকর্ত্তারই ভজন, বা

অনুগমন করিয়া থাকেন। কারণ, যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাকেই না শ্রীপরমেশ্বরদেব কর্ম্মানুরূপ-ফল-দান করিবেন? অন্যথা অর্থাৎ কর্ম্ম না করিলে, শ্রীপরমেশ্বরদেব কাহার প্রতি কীদৃশ-ফল-দানার্থ স্বীয়-পরিমাণ-হীন-দাতৃত্ব-শক্তি-সম্পন্ন-প্রভুত্ব-শক্তির পরিচালনা করিবেন? অতএব শাস্ত্র বলিতেছেন, "অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ, ফলরূপ্যস্তু কর্ম্মণঃ। কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি, ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ।"

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে প্রথম অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় অধ্যায়

"এতাবতা প্রবন্ধেন" ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যদি ভক্তি-পূর্ণ-হৃদয়ে অনুরক্ত-চিত্তে অবিচলিত-দৃঢ়-বিশ্বাস, বা শ্রদ্ধা-সাহায্যে সাঙ্গ-যাগাদি-লক্ষণ-ধর্ম্ম-কর্ম্মের যথোচিত অনুষ্ঠান করিয়াই, কর্ম্মারাধিত-শ্রীপরমেশ্বরদেবের নিকট হইতে স্বর্গ-স্বারাজ্যাদি-লক্ষণ-ফল-লাভ করিতে হয়, তবে অবশ্যই প্রতিভূ-স্থানীয় সেই শ্রীপরমেশ্বরদেবের যথার্থ-স্বরূপ-পরিচয় যে ফল-প্রার্থী কর্ম্ম-কর্ত্তৃ-গণের পক্ষে একান্ত অপেক্ষিত, তদ্বিষয়ে কোনরূপ বিপ্রতিপত্তিই লব্ধাবসরা হইতে পারে না। এক্ষণে বৈদিক-জ্যোতিষ্টোমাদি-কর্ম্ম-কলাপের যথোক্ত-ফল-লাভার্থ শ্রীপরমেশ্বরদেবের বাস্তবিক-স্বরূপ-পরিচয়-প্রাপ্ত হইতে হইলে, অগ্রে আমাদিগকে উপযুক্ত উপায়াবধারণে অগ্রসর হইতে হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন যে, মণি, মন্ত্র, ঔষধি, অভিচার, অন্যান্য-লৌকিক-ব্যাপার, বৈদিক-কর্ম্ম-নিচয়, বেদ-সমূহ, কিম্বা পূর্ব্বোত্তর-মীমাংসা-দ্বয়-সাহায্যে শ্রীপরমেশ্বরদেবের যথার্থ-স্বরূপ-পরিচয়াবগমে সমর্থ হওয়া যায় না। পক্ষান্তরে, যাঁহা হইতে সুখ-দুঃখাত্মক এই সমগ্র-জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে, সদাশিবরূপী সেই শ্রীপরমেশ্বরদেব অহৈতুকী অব্যভিচারিণী পরমপ্রেমরূপা অনন্যা ভক্তি, পরমা তুষ্টি, অথবা অসাধারণী শান্তি-মাত্র-সাহায্যেই স্বহৃদয়াবরুদ্ধাবস্থায় পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। অতএব নির্ম্মৎসর কৃতী সজ্জনগণ যে "শিবো গুরুঃ শিবো দেবঃ, শিবো বন্ধুঃ শরীরিণাম্। শিব আত্মা শিবো জীবঃ, শিবাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যানুসারে তাপত্রয়ের অত্যন্ত উন্মূলনে একান্ত-সমর্থ বেদ-বেদ্য-শিবদ-বাস্তব-বস্তু-স্বরূপে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে স্বরূপতঃ অবগত হইয়া, তথা এই সমগ্র-সংসার-মণ্ডলে শ্রীশিবদেব হইতে ভিন্ন অন্য কোন সারভূত বস্তু নাই জানিয়া, পিতা, মাতা, বন্ধু, পরিজন, গুরু, দেবতা, আত্মা ও জীব-বোধে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-সেবা, বা মানস-সন্তোষণ-

সম্পাদন উদ্দেশ্যে যৎকিঞ্চিৎ জপ, তপঃ, পূজা, দান ও হোমের অনুষ্ঠান করিয়াও, অনন্ত-গুণ-ফল-লাভে সমর্থ হইবেন, তদ্বিষয়ে বিস্ময়ের কিছু-মাত্র অবকাশ উপস্থিত হইতে পারে না।

শ্রীশিব-সন্তোষণ অভিপ্রায়ে অনুষ্ঠিত যৎকিঞ্চিৎ পুণ্য-কর্ম্মের ও সর্ব্বাগম বিনিশ্চিত অনন্ত-গুণ-ফল-প্রদাতৃত্বসমর্থনকল্পে শাস্ত্রও বলিতে-ছেন যে, "ভক্ত্যা নিবেদিতং শম্ভোঃ, পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্। অল্পাদল্প-তরং বাপি, তদানন্ত্যায় কল্পতে॥" অধিক কি বলিব? সকলাগম-বিনিশ্চিত-সকল-ধর্ম্ম-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যিনি একমাত্র শ্রীশিবদেবের শ্রীচরণ-সরোজ-যুগল-ভজন-তৎপর মানসে একনিষ্ঠ হইয়া, আত্ম-সমর্পণ করেন, তিনি স্বল্পতর-পত্র-পুষ্প-ফল-জল-প্রদান-জনিত অনন্তগুণ-ফল-লাভের কথা দূরে থাকুক, অনায়াসে এই সর্ব্ব-সংসারবন্ধন হইতেও বিমুক্ত হইতে পারেন।

যাঁহারা আত্মীয়-সুত, সুতা, কলত্র, বা রাজ্যৈশ্বর্য্যাদি-বিষয়-সমূহে সমনুশীলিতা প্রীতির ন্যায় শ্রীশিব-পূজা-বিষয়িণী-প্রীতির সম্যক্ অনুশীলন করেন, যে সকল মহাত্মা সমস্ত-বিষয়াসব-পান-বাসনা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শ্রীশিব-পূজার্থে অতিদুস্ত্যজ-নিজ-দেহ-পর্য্যন্ত-বিসর্জ্জন করিতে সমর্থ, যে সকল শিব-ভক্ত-মহাপ্রাণ মনে মনে এইরূপ আলোচনা করেন যে, "সা জিহ্বা যা শিবং স্তৌতি, তন্মনো ধ্যায়তে শিবম্। তৌ কর্ণৌ তৎ-কথালোলৌ, তৌ হস্তৌ তস্য পূজকৌ। তে নেত্রে পশ্যতঃ পূজাং, তচ্ছিরঃ প্রণতং শিবে। তৌ পাদৌ যৌ শিবক্ষেত্রং, ভক্ত্যা পর্য্যটতঃ সদা।" তথা উক্তরূপে যাঁহাদের দেহ, মনঃ, প্রাণ, বা ইন্দ্রিয়-গ্রাম একমাত্র শ্রীশিব-প্রীতিকর-কর্ম্ম-সমূহে নিযোজিত হইয়াছে, শ্রীশিব-ভক্তি-যুক্ত সেই মহাপ্রাণ-জনগণ যে ইহলোকে অতুলনীয়-ভুক্তি-লাভের অনন্তর সংসার-সাগর-নিস্তরণে মুক্তিলাভে সমর্থ হইবেন, তাঁহাদিগের পরমা শিব-পূজা, বা পরা শিব-ভক্তি যে তাঁহাদিগের অপার-সংসার-ভয়-নিবারণ করিবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে?

অবিবেকী জনগণের ধন, রত্ন, বাজী, করী, প্রাপ্ত-রাজ্যৈশ্বর্য্য, পুত্র, কলত্র, মিত্র, পশু, দেহ, গেহ-প্রভৃতি-ক্ষণ-ভঙ্গুর-বিষয়-বৈভবে যাদৃশী

অনপায়িনী প্রীতি সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তা হইয়া থাকে, শ্রীশিব-পূজা-বিষয়িণী তাদৃশী-প্রীতি শ্রীশঙ্করচরণানুরাগরূপা-তাদৃশী-ভক্তি যে শ্রীশঙ্কর-পূজক-সেবক-ভক্ত-বৃন্দকে অপার-সংসারপারাবার হইতে পরপারে সমুদ্ধৃত করিবেন, অসীম-ভীম-ভবার্ণব-ভয় হইতে তাঁহাদিগের পরিত্রাণ-বিধান করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? মর্ত্ত্য-মানবগণের মধ্যে চাণ্ডালই বা হউক, আর পুক্কস অর্থাৎ অন্যান্য অধম নীচ-জনগণই বা হউক্, নারীই হউক্, অথবা নরই হউক্, কিম্বা ষণ্ড অর্থাৎ নপুংসকই হউক্, ইহারাও যদি পরাৎ-পরতর শ্রীশঙ্করদেবে পরম-ভক্তি-যুক্ত হয়, তাহা হইলে, করুণাবরুণালয়-ত্রিভুবন-মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী পরম-মহেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব ইহাদিগের রূপ, গুণ, কুল, শীল, আচার, ব্যবহার, বর্ণ, আশ্রম, বিদ্যা, বিত্ত, বা বয়ঃ-প্রভৃতি কিছুরই প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, আত্মীয়-নিজ-জন-বোধে ইহাদিগের প্রতি পরমানুগ্রহ-প্রকাশ-পূর্ব্বক ইহাদিগকে সীমা-শূন্য-কালের জন্য নিত্য-নিরতিশয়-সুখের আকর-স্বরূপ নিজ-নিরুপম-নিলয়ে নিবাস-স্থান দান করিয়া থাকেন।

পক্ষান্তরে, মহদ্‌ভয়স্বরূপ দণ্ডোদ্যতকর শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্বকথিত-রূপ, গুণ, কুল-শীলাদি, বা অন্যান্য-সর্ব্ববিধ উচ্চতম-ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য্যাদি-সমন্বিত রাজা, মহারাজা, মহারাজ-চক্রবর্ত্তী, প্রজাপতি, প্রজা-পতি-পতি, অথবা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালন-কর্ত্তা বিষ্ণু, বা ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ-প্রভৃতি যে কেহই হউন না কেন, তাঁহারাও যদি উৎপথ-প্রস্থিত হন, গুরুতর অন্যায়-কার্য্যে ব্রতী হন, অযথা হৃদয়ে বিপুল-গর্ব্বাভিমান পোষণ করেন, বেদ, বা বৈদিক-মন্ত্রের মর্য্যাদা-লঙ্ঘন করেন, ধর্ম্ম ও আচারবিলোপে প্রবৃত্ত হন, কিম্বা বিদ্বেষ-বশবর্ত্তিতা-নিবন্ধন শ্রীপরমেশ্বর-দ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, শয়নে, স্বপ্ন-যোগে, গৃহে, সভামধ্যে, অন্তর্হৃদয়ে, বহির্ব্ব্যবহারে, কথালাপে, কর্ত্তব্যে, সর্ব্বত্র শ্রীভগবন্নিন্দাকথনে, কিম্বা ভগবদ্বিদ্বেষ, ভগবদপমান, বা ভগবদসম্মান, ভগবদবজ্ঞা-প্রদর্শনে তৎপর হন তাহা হইলে, মহাপ্রভাবসম্পন্ন হইলেও, তাদৃশ উচ্চ-পদস্থ আধিকারিক-পুরুষগণের প্রতিও "বজ্রাদপি" কঠোরতর-দণ্ড-বিনিপাতন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমুচিতশিক্ষাও দান করিয়া থাকেন।

পাঠক-মহোদয়গণ! ত্রিদশৈকনাথ-শ্রীশঙ্করদেব-কৃত এই গর্ব্বিতের গর্ব্বাপনয়নব্যাপার উপলক্ষে, অথবা দুষ্টের দমনকল্পে আপনারা হয় ত শাস্ত্রের অন্তর-রত্ন-রাজিবিরাজিত অক্ষয় ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারে অনেকবিধ-নিদর্শন-রত্ন অবলোকন করিয়াছেন এবং আমার এই গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে যে শ্রীশঙ্করদেবের পূর্ণ-প্রভুত্ব-প্রকাশক-তাদৃশ ঘটনানিচয়ের বিবরণ আপনারা পাঠ করেন নাই, এরূপও বলা যাইতে পারে না। অপিচ, অভক্তের অনর্থ-প্রাপ্তি, বা দক্ষ-যজ্ঞ-বিধ্বংসন-বিষয়ক-বিগত-ষড়্‌বিংশ-পরিচ্ছেদেও আপনারা গর্ব্বিত, উৎপথ-প্রস্থিত, মহাপাপী, প্রজা-পতি-পতি ব্রহ্ম-নন্দন-দক্ষের গর্ব্বাপনয়নকল্পে পরমমহেশ্বর শ্রীশঙ্কর-দেবের প্রভুত্ব, বা রৌদ্র-প্রতাপের পূর্ণ-মাত্রায় পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু, অধুনা বর্ত্তমান-সপ্তবিংশ-পরিচ্ছেদে প্রিয়-পাঠকগণ! আমি আপনাদের অবগতির জন্য প্রজা-পতি-পতি-দক্ষের পিতা, ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনোদ্যত-চতুরানন-ব্রহ্মার প্রতি ত্রিজগন্নিয়ন্তা শ্রীশঙ্করদেব কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়কসংক্ষিপ্ত-বিবরণ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, সজ্জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে দ্বিতীয় অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—তৃতীয় অধ্যায়

জগদ্‌বিধাতা প্রজাপতি-কমলাসনদেবের প্রতি শ্রীশঙ্করদেব-কৃত-দণ্ড-বিধানের কথা-কীর্ত্তন করিতে হইলে, আমাকে পাদ্মকল্পীয় একটী অতিপ্রাচীন-বৃত্তান্ত বা ইতিহাসের অবতারণা করিতে হইবে। যে ইতিহাসকথা-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক ভক্তপ্রবর ভগবান্ পুষ্পদন্তাচার্য্য শ্রীশিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের অন্তর্গত "প্রজানাথং নাথ! প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং", ইত্যাদি-দ্বাবিংশ-শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন, সেই ইতিহাস-কথা-সমূহ নিতান্ত-নিন্দিত-ঘৃণিত-জুগুপ্সিত-বিষয়-নিবহে সমাস্রাত হওয়ায়, "অকথ্যং গোপনীয়ঞ্চ, মহতামতিনিন্দিতম্।" এইরূপ শাস্ত্রানুসারে যদিচ লোক-সমাজে সর্ব্বথা অপ্রকাশনীয়, তথাপি শাস্ত্রকারগণ শাস্ত্রার্থ আলোচনায়, বা পুরাণাদি-প্রবন্ধ-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া, কথোপকথন-প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে মহজ্জনের অতিনিন্দিত-গোপনীয়-ইতিহাস-কথা-কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অতএব আমাকেও বাধ্য হইয়া, অগতিক-গতি-সমাশ্রয়ণে উক্ত-শ্লোকের বিস্পষ্ট-ব্যাখ্যানার্থ সর্ব্বলোক-পিতামহ-কমলাসনদেবের কন্যা-গমনাভিলাষলক্ষণ সেই অতিঘৃণিত-বৃত্তান্তের যথোচিত-বিবরণ করিতেই হইবে। অন্যথা "প্রজানাথং নাথ! প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং", ইত্যাদি-দ্বাবিংশ-শ্লোকটীর বিস্পষ্ট-ব্যাখ্যান কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না। অতএব "অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে", ইত্যাদি-শ্লোকের ইতিহাস-সংগ্রহকালে মদন-ভস্ম-বিষয়ক-বিংশ-পরিচ্ছেদে প্রজাপতি-ব্রহ্মার উক্ত-কন্যাগমনাভিলাষলক্ষণ-ঘৃণিত-ঘটনার আংশিক-বিবরণ মৎ-কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইলেও, এখানে অভিনব-শ্লোক-ব্যাখ্যানার্থ উক্ত-ঘটনাটী আমাকে প্রকারান্তরে পূর্ণরূপে পুনরপি বিবৃতা করিতে হইতেছে।

একদা প্রজানাথ-ব্রহ্মা পরমাত্মা শ্রীপরম-মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক প্রজাসৃষ্টির জন্য প্রেরিত হইয়া, মনঃ-সাহায্যে ব্রহ্ম-তেজঃ-প্রাচুর্য্যে প্রজ্বলিতপ্রায়

পুত্র-সকলের সৃষ্টি করিলেন। সনক, সনন্দ, অনুত্তম সনাতন, সনৎকুমার, বোঢ়ু, কবি, পঞ্চশিখ, আসুরি ও সিদ্ধর্ষি-কপিল-প্রভৃতি-স্বতঃ-সিদ্ধ-মহাপ্রভাব-সম্পন্ন সেই মানস-পুত্রগণের সৃষ্টি-কার্য্য-সম্পাদনান্তে পিতা বিভু ভগবান্ কমলোদ্ভবদেব স্ব-সৃষ্ট-নগ্ন-পঞ্চম-বর্ষীয় সেই তনয়গণকে সনাতনী-সৃষ্টির বিস্তারার্থ আদেশ প্রদান করিলেন।

অথবা সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা সুমহৎ-তপঃ-কার্য্য-সম্পাদন করিয়া, সিদ্ধি-প্রাপ্তির অনন্তর যথেপ্সিতা-সৃষ্টির বিস্তারার্থ মধুকৈটভ-মেদঃ-সাহায্যে মেদিনী, বা পৃথিবী-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক তদুপরি সুমেরু, কৈলাস, মলয়, হিমালয়, উদয়, অস্ত, সুবেল ও গন্ধমাদন, এই আটটী সর্ব্ব-প্রধান-সুমনোহর-পর্ব্বত, সপ্ত-সমুদ্র, নদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, গ্রাম, নগর, সপ্তদ্বীপ, সপ্ত-উপদীপ, সপ্ত-সীম-শৈলাদি, মহাবল-পরাক্রম-মহাপ্রভাব-সম্পন্ন অষ্টবস্বন্ত-বহুবিধ-সৃষ্টির অবসানে ক্লান্তি অপনয়নাভিপ্রায়ে যখন কথঞ্চিৎ বিশ্রামসুখ অনুভব করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার সুপ্রসন্ন-শান্তিময়-মানস হইতে ব্রহ্ম-তেজঃ-প্রাচুর্য্যে প্রজ্বলিতপ্রায়, দিগম্বর, পঞ্চবর্ষীয়, জ্ঞানিগণশ্রেষ্ঠ, ভূত-সকলের উৎপত্তি, বিনাশ, গতি, আগতি, তথা বিদ্যা ও অবিদ্যাতত্ত্বজ্ঞ, ভগবচ্ছব্দবাচ্য, সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার-নামা এই চারিটী কুমার আবির্ভূত হইলেন।

অনন্তর জগদ্-বিধাতা ব্রহ্মার মুখ-মণ্ডল হইতে দিব্য-রূপধর, শ্রীমান্, সস্ত্রীক, সুন্দর-দর্শন, যুবা, ক্ষত্রিয়গণের বীজরূপ, কনক-প্রভ, কুমার-স্বায়ম্ভুব-নামা মনু আবির্ভূত হইলেন। কিঞ্চ, কমলা-কলা, রূপাঢ্যা, শতরূপা-নাম্নী স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান, ধাতার আজ্ঞা-পরিপালক, কনক-কান্তি-কমনীয় সেই স্বায়ম্ভুব-নামা মনু পিতার সম্মুখে করজোড়ে অবস্থিত হইলে, মহাভাগ স্বয়ং বিধাতা পূর্ব্বোৎপন্ন-মহাভাগবত-পরম-প্রহর্ষিত-সনকাদি সেই পুত্র-চতুষ্টয়ের প্রতি সৃষ্টির বিস্তারার্থ আদেশ-প্রদান করিলেন। পক্ষান্তরে পরম-বৈরাগ্য-ধর্ম্ম-পরায়ণ শ্রীপরমেশ্বরদেবের একান্তানুরক্ত-ভক্ত সেই পুত্র-চতুষ্টয় প্রজাপতি পিতা ব্রহ্মার তাদৃশ আদেশ-বচন শ্রবণ করিয়া, আমরা সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না, এইকথা বলিয়া, তপশ্চরণার্থ প্রস্থান করিলেন।

এই কারণবশতঃ অর্থাৎ উক্ত-তনয়-চতুষ্টয়-কর্ত্তৃক নিজ আদেশ প্রতিপালিত না হওয়ায়, জগৎ-পতি-ব্রহ্মা অত্যন্ত-কোপযুক্ত হইলেন। কিন্তু, কোপাসক্ত-ব্রহ্মার ললাট-প্রদেশ হইতে একাদশ-রুদ্র আবির্ভাবের অনন্তর তাঁহার দক্ষ-কর্ণ হইতে পুলস্ত্য, বাম-কর্ণ হইতে পুলহ, দক্ষ-নেত্র হইতে অত্রি, বাম-নেত্র হইতে ক্রতু, বাম-দক্ষিণ-ভেদে নাসিকা-রন্ধ্র-দ্বয় হইতে অরুণি এবং অঙ্গিরাঃ, মুখ-গহ্বর হইতে রুচি, বাম-পার্শ্ব হইতে ভৃগু, দক্ষিণ-পার্শ্ব, অথবা দক্ষাঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রজাপতি-দক্ষ, ছায়া হইতে কর্দ্দম, নাভিদেশ হইতে পঞ্চশিখ, বক্ষোদেশ হইতে বোঢ়ু, কণ্ঠদেশ হইতে নারদ, স্কন্ধ-দেশ হইতে মরীচি, গলদেশ হইতে অপান্তরতমাঃ, রসনা-দেশ হইতে বশিষ্ঠ, অধরোষ্ঠ হইতে প্রচেতাঃ, বাম-কুক্ষি হইতে হংস এবং দক্ষ-কুক্ষি হইতে যতি উৎপন্ন হইলেন।

এই সকল-পুত্র উৎপন্ন হইলে, ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের প্রতি সৃষ্টি-বিধানার্থ আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। পিতা প্রজাপতির উক্তরূপ আজ্ঞা-বচন শ্রবণ করিয়া, তথাকথিত পুত্র-সকলের মধ্যে মহামতি নারদ পিতাকে এইকথা বলিলেন যে, হে পিতামহ! আপনি প্রথমতঃ আমার সনকাদি-জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃগণকে আনয়ন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দারযুক্ত করুন এবং সনকাদিমদীয়জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃগণকে দারযুক্ত করিয়া, হে জগৎপতে! পশ্চাৎ আমাদিগের প্রতি সৃষ্ট্যর্থে আজ্ঞা-প্রদান করুন। কিন্তু, হে পিতঃ! আপনি আমার পূর্ব্বতন-ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়কে তপস্যার্থ বিনিযুক্ত করিয়া, আমাদিগের প্রতি সংসারার্থ আদেশ করিতেছেন কেন? অহো হন্ত! প্রভুবুদ্ধি কি অধুনা বিপরীতার্থে কল্পিতা হই-তেছে? হে পিতঃ! আপনি এইক্ষণ-মাত্রেই কোন কোন পুত্রকে পীযূষ হইতেও পরমোৎকৃষ্ট-তপঃ-প্রদান করিলেন, আর আমাদিগকে বিষ হইতেও অধিক বিষম-বিষয় দান করিতেছেন কেন?

হে পিতঃ! আপনি যে বিষ হইতেও অধিকতর-বিষম-বিষয়-দান-পূর্ব্বক আমাদিগকে অতীব নিম্ন-ঘোর-ভবাব্ধি-মধ্যে পাতিত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, বাস্তবিক-পক্ষে আমরা যদি আপনাকর্ত্তৃক অতীব-নিম্ন অতিঘোর-সংসার-সাগরে একবার বিনিপাতিত হই, হে পিতঃ!

আমার মনে হইতেছে যে, তাহা হইলে, শতকোটিকল্প বিগত হইলেও, আমাদিগের নিষ্কৃতির সম্ভাবনা সুদূর-পরাহতা হইবে। হে পিতঃ! সর্ব্ব-কারণ-কারণ পুরুষোত্তম শ্রীপরমেশ্বরদেবই অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের বীজভূত, তথা তিনিই অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের অন্তর্গত-চতুর্ব্বিধ-জীব-নিবহের নিস্তারনৌকা, বা নিস্তার-বীজ-স্বরূপ। অতএব হে পিতঃ! সর্ব্বদ, ভক্তিদ, দাস্যপ্রদ, নিত্য, সত্য, কৃপাময়, ভক্তৈক-শরণ, ভক্তবৎসল, শুদ্ধ-স্বচ্ছ-স্বভাব, ভক্তপ্রিয়, ভক্ত-নাথ, ভক্তানুগ্রহ-কারক, ভক্তারাধ্য ও ভক্ত-সাধ্য সেই শ্রীপরমেশ্বরদেবকে পরিত্যাগ করিয়া, কোন্ মূঢ়-ব্যক্তি বিনাশ-কারণ-বিষয়-বিলাসে মনোনিবেশ করিবে ?

পীযূষ হইতেও অধিকতর-প্রিয় শ্রীপরমেশ্বর-সেবা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কোন্ মূঢ়জন বিষয়াভিধ-বিষম-বিষ-ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে ? কীট-সকলের সমক্ষে দীপ-শিখাগ্র সুমনোহররূপে অবশ্যই প্রতিভাত হয় বটে ; তথা বড়িশ-সংলগ্ন-মাংস খণ্ডও মোহ-মুগ্ধ-মৎস্যগণের পক্ষে আপাত-সুখ-প্রদরূপে বিবেচিত হইতে পারে বটে ; কিন্তু হে পিতঃ ! বিচঞ্চল-সমুজ্জ্বল-দীপ-শিখাগ্র, বা পিশিতাবৃত-বড়িশ যেমন কীট ও মীন-গণের বিনাশ-কারণ-স্বরূপেই পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ স্বপ্নবৎ-নশ্বর-তুচ্ছ, অসত্য, বিবেক বুদ্ধি-বিনাশ-কারণ, অথচ আপাত-মনোরম-বিষয়-সকল যে বিষয়-বিলাসী বিমুগ্ধ-জনগণের নিতান্তই মৃত্যু-কারণ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে তৃতীয় অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীমান্ মতিমান্ নারদদেব জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য-গর্ভ উক্তরূপ-বচন-সকল-কথন-পূর্ব্বক বাগ্-ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া, পিতা কমলাসন-দেবের শ্রীচরণে প্রণামান্তে তাঁহার পুরোভাগে বিনীতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে জ্বলদগ্নি-শিখোপম শ্রীমান্ নারদদেবের তথাবর্ণিত-বৈরাগ্য-বিকাশক-বচন-সকল শ্রবণ করিয়া, অতীব-কোপ-পরীতাঙ্গ-প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ-তনয় মহাত্মা নারদের প্রতি শাপ-প্রদান করিলেন। রক্তাস্থ, স্ফুরিতাধর, কোপ-কম্পিতাঙ্গ ব্রহ্মা কহিলেন,—হে নারদ! তুমি আমার সমক্ষে স্বতঃ-সিদ্ধ-বৈরাগ্য-বিকসিত যে জ্ঞানের গর্ব্ব করিতেছ, মদীয়-শাপ-প্রভাববশে তোমার সেই জ্ঞান বিলুপ্ত হইবে। কিঞ্চ, হে নারদ! অধুনা তুমি যেমন জ্ঞান-বিবেক-বৈরাগ্য-বিচারবলে সর্ব্ববিধ-কামোপচারোপভোগ-বিষয়ে অনাকৃষ্ট, বা অনাসক্তা-বস্থায় কাম-সৈন্য-নিচয়ের অপরাজেয়, অসাধ্য, বা দুঃসাধ্যরূপে অবস্থিতি করিতেছ, জ্ঞান-বিলোপের অনন্তর তুমি সেইরূপ যোষিদ্‌গণের ক্রীড়া-মৃগ, সাধ্য, যোষিল্লুব্ধ, লম্পটরূপে পরিণত হইবে। হে নারদ! তুমি আমার অভিশাপবশে স্থির-যৌবন-যুক্ত-রূপাঢ্য-পঞ্চাশৎ-সংখ্যক উত্তম-কামিনী-কুলের মনোহর-প্রাণৈকবল্লভ ভর্ত্তা হইবে।

অপিচ, হে নারদ! তুমি আমার শাপ-প্রভাবে গন্ধর্ব্ব-কুলে জন্ম-গ্রহণ-পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বগণের প্রবর উপবর্হণ-নামে প্রসিদ্ধি-লাভান্তে শৃঙ্গার-শাস্ত্রের নিরবশেষ-তত্ত্ব-বেত্তা মহাশৃঙ্গার-লোলুপ, নানাপ্রকার-শৃঙ্গার-নিপুণ-জনগণের গুরু-সকলেরও গুরু-স্থানীয়, সুস্বর-সম্পন্ন, সুগায়ন, বীণা-বাদন-সন্দর্ভে নিতরাং নিষ্ণাত, স্থির-যৌবনশালী, প্রাজ্ঞ, মধুর-বাক্, শান্ত, সুশীল, সুন্দর-দর্শন ও সুধী হইবে, সন্দেহ নাই। হে নারদ! তুমি আমার শাপ-মাহাত্ম্যবশে স্থিরযৌবনসম্পন্ন রূপাঢ্য মনোহর পঞ্চা-শৎ সংখ্যক কামিনীজনের সহিত নির্জ্জন বনপ্রদেশে দিব্যলক্ষযুগ

পরিমিতকাল বিহার করিয়া, তৎপশ্চাৎ পুনরপি মদীয়শাপপ্রভাবে দাসীপুত্ররূপে জন্মলাভান্তে হে বৎস! সর্ব্বব্যাপনশীল পরমাত্মা শ্রীপরমেশ্বরদেবের পরম-ভক্তসাধুসজ্জনগণের অকপটসেবা, সংসর্গ ও প্রসাদভোজনপ্রভৃতিকারণ-কলাপসমবধানপ্রযুক্ত শ্রীপরমেশ্বর-প্রসাদফলে পুনরপি আমার আত্মজরূপে উৎপন্ন হইবে। হে নারদ! দাসীপুত্রশরীরপাতের অনন্তর তুমি যখন পুনরপি আমার আত্মজরূপে উৎপন্ন হইবে, তৎকালে আমি "পুনরেব" তোমাকে দিব্য-পুরাতনজ্ঞান প্রদান করিব। পক্ষান্তরে হে পুত্র! তুমি অধুনা জ্ঞানবিলোপ অনুভবপূর্ব্বক নষ্টবিবেক অবস্থায় এইস্থান হইতে নিপতিত হও।

নিজনন্দন-নারদদেবের প্রতি এইরূপ অভিশাপ-বচন-কথন-পূর্ব্বক জগৎপতি-ব্রহ্মা বাগ্-ব্যাপার হইতে বিরত হইলে, মহামতি-নারদ তাদৃশ-ভীষণ-শাপ-বচন শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত-দুঃখিত অন্তঃকরণে রোদন করিতে লাগিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে শ্রীমান্ নারদদেব কহিলেন যে, হে তাত! তাত! জগদ্গুরো! আপনি আমার প্রতি কৃপা-প্রদর্শনপূর্ব্বক ক্রোধ-সংহার করুন, ক্রোধ-সংহার করুন। হে ব্রহ্মন্! আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আপনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তপস্বি-প্রবর হইয়াও, আমার প্রতি, নিরপরাধ-পুত্রের প্রতি অকারণক্রোধপ্রকাশ করিতেছেন। হে দেববর! আমার প্রতি আপনার এরূপ অতিতীব্রক্রোধ-প্রকাশ কখনই সমুচিত-বিবেচিত হইতেছে না। পুত্র যদি উৎপথগামী হয়, তাহা হইলে, বিদ্বান্ জনকজন অবশ্যই তাদৃশ পুত্রকে পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিম্বা তাহার প্রতি শাপ-প্রদানও করিতে পারেন। পক্ষান্তরে পুত্র যদি তপস্বী হয়, তাহা হইলে, পণ্ডিত-পিতা নিরপরাধ-তাদৃশ-তপস্বী পুত্রের প্রতি কিরূপে অভিশাপ-প্রদানে সমর্থ হইতে পারেন?

কিঞ্চ, হে ব্রহ্মন্! যে যে যোনিসমূহে আমার জন্ম হউক না কেন, শ্রীপরমেশ্বর-বিষয়িণী পরমা-ভক্তি যেন আমাকে কদাপি পরিত্যাগ না করেন, এইরূপ বর আপনি প্রদান করুন। জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের

বিধাতা ব্রহ্মার পুত্র হইয়া, যদি পরমেশ্বর-ভক্তি-বিহীন হয়, তাহা হইলে, শূকর হইতে অতিরিক্ত হইলেও, সেই ব্রহ্ম-পুত্র যে ভারত-ভূ-খণ্ডে অতি অধম-নীচ-জনগণমধ্যে পরিগণিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ? অতএব হে পিতঃ ! আমি শূকররূপে জন্মগ্রহণ করি, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি নাই, পরন্তু আপনি আমার প্রতি তাদৃশ অনুগ্রহ, বা বরপ্রদান করুন, যাহাতে আমি জাতিস্মর ও শ্রীপরম-মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে ব্যভিচার-রহিতভক্তি-ভাব-পরায়ণ হইতে পারি। পুত্র, দার, শিষ্য, সেবক ও বান্ধব-প্রভৃতিকে যে ব্যক্তি সন্মার্গ-প্রদর্শনে অগ্রসর হন, সন্মার্গ-প্রদর্শক সেই মানবকে সদ্গতি কদাচ পরিত্যাগ করেন না। বৈপরীত্যে শিষ্য, পুত্র, সেবক ও বান্ধববর্গকর্ত্তৃক বিশ্বাসিত হইয়া, যে গুরু, পিতা, প্রভু, বা বন্ধু-বর্গ তাহাদিগকে অসন্মার্গ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক উৎপথে প্রস্থাপিত করেন, যাবৎচন্দ্র-দিবাকর তাদৃশ-গুরু-প্রভৃতির কুম্ভীপাক-নরকে অবস্থিতি যে অত্যন্ত-অনিবার্য্যা, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। গুরু, তাত, স্বামী ও সুতগণের মধ্যে যিনি শ্রীপরমেশ্বরদেবের শ্রীপাদ-পঙ্কজে প্রকৃত-ভক্তি-দানে অনীশ্বর, তিনি যে বাস্তবিক-পক্ষে কুৎসিত গুরু, তাত, স্বামী ও সুতমাত্র, তাহাও কি বিশেষ করিয়া, বলিতে হইবে ?

হে চতুরানন ! প্রকৃতপক্ষে আমার কোনরূপ অপরাধ না থাকিলেও, বিনাকারণে আমি যখন আপনাকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি, তখন হে পিতঃ ! আপনিও কি মৎকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইতেছেন না ? প্রহারকারী জনগণকে প্রহার করিতে পণ্ডিত-গণ কুত্রাপি নিষেধ করিয়াছেন কি ? অতএব হে পিতঃ ! আমিও আপনাকে লক্ষ্য করিয়া, এইরূপ অপিশাপ প্রদান করিতেছি যে, অদ্য হইতে মদীয়-শাপ-প্রভাববশে প্রতিবিশ্বে কবচ, স্তোত্র ও পূজা-প্রভৃতির সহিত নিশ্চিতই আপনার মনু, অর্থাৎ মন্ত্র বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু, হে পিতঃ ! আপনি এই বিশ্ব-মণ্ডলে কুত্রাপি কল্পত্রয়-পরিমিত-কাল পূজা-প্রাপ্ত হইবেন না এবং কল্পত্রয় বিগত হইলে, আপনি

পূজ্যজনের নিকটেও পরম-পূজ্য প্রাপ্ত হইবেন। অপিচ, হে দেব! "অধুনা যজ্ঞভাগস্তে, ব্রতাদিষ্বপি সুব্রত। পূজনঞ্চাস্তু নামৈকং, বন্দ্যো ভব সুরাদিভিঃ। ইত্যুক্ত্বা নারদস্তত্র, বিররাম পিতুঃ পুরঃ। তস্থৌ সভায়াং স বিধির্হৃদয়েন বিদূয়তা॥"

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্থ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চম অধ্যায়

জগৎস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্রোৎপাদনকল্পে প্রাথমিক-সৃষ্টি-বেগে সমুৎপন্ন সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার-নামা পুত্র-চতুষ্টয় পিতা প্রজাপতির সনাতনী-সৃষ্টির প্রবর্ত্তন কর, এইরূপ আদেশ-বচনে উপেক্ষা প্রদর্শন-পূর্ব্বক প্রব্রজিত হইয়াছেন, একথা পাঠকমহোদয়গণ অবগত আছেন এবং ইহাও অধুনা আপনারা অবগত হইলেন যে, প্রজাপতি-ব্রহ্মার দ্বিতীয়-সৃষ্টি-বেগ-বশে সমুৎপন্ন "পুলস্ত্যো দক্ষ-কর্ণাচ্চ", ইত্যাদি "দক্ষ-কুক্ষের্যতিঃ স্বয়ং", ইত্যন্ত-পুত্রগণের মধ্যে "কণ্ঠদেশাচ্চ নারদঃ", এই কণ্ঠদেশোৎপন্ন নারদ পিতাপ্রজাপতিব্রহ্মার সনাতনী সৃষ্টির প্রবর্ত্তন কর, এইরূপ আদেশবচনে পূর্ব্বোক্তরূপ-প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিঞ্চ, তথাকথিত-প্রতিবাদান্তে সৃষ্টি-কার্য্যে অসম্মতিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক মহামতি-নারদ পূর্ব্ব-কথিত-ভ্রাতৃ-চতুষ্টয়ের পদবী অনুসরণ করিলেন দেখিয়া, বক্ষোদেশোৎপন্ন বোঢ়ু, নাভিদেশোৎপন্ন পঞ্চশিখ, তথা কবি, আসুরি ও কপিলদেব মহাত্মা নারদ-কর্ত্তৃক অনুসৃত-বৈরাগ্যপথে গমন করিলেন। অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা অবশিষ্ট-পুত্রগণের মধ্যে সৃষ্টি-প্রবর্ত্তনার্থ পুনরপি নিজ আদেশপ্রচার করিলেন।

যোগী, স্বাত্মারাম, সুবিগ্রহ, কমলাসন-দেবের সৃষ্টি-প্রবর্ত্তনার্থ পুনরাদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধারণ-পূর্ব্বক বশিষ্ঠ, পুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরাঃ, ভৃগু, অত্রি, পুলস্ত্য, দক্ষ, কর্দ্দম ও মরীচি-প্রভৃতি-মহর্ষি-শ্রেষ্ঠগণ সনাতনী-সৃষ্টির প্রবর্ত্তনার্থ প্রবৃত্ত, বা অগ্রসর হইলে, তাঁহাদিগকে বর-প্রদান-পূর্ব্বক সৃষ্টি-কার্য্যে বিনিযুক্ত করিয়া, প্রজাপতি-ব্রহ্মা পরমানন্দিত-মানসে কিঞ্চিৎকালের জন্য শ্রীপরম-মহেশ্বরদেবের ধ্যানে আসক্ত-চিত্ত হইলেন। এইসময়ে প্রজাপতি-ব্রহ্মার প্রহৃষ্ট-মানস-প্রদেশ হইতে "আরক্ত-পাণিনয়ন-মুখ-পাদ-করোস্তবঃ। ক্ষীণমধ্যশ্চারু-দন্তঃ, প্রমত্ত-গজ-বন্ধনঃ। প্রফুল্ল-পদ্ম-পত্রাক্ষঃ, কেশর-ঘ্রাণ-তর্পণঃ।

কম্বুগ্রীবো মীনকেতুঃ, প্রাংশুর্মকর-বাহনঃ।” ইত্যাদিরূপে বিংশ-পরিচ্ছেদে প্রারম্ভভাগে বর্ণিত এক দিব্য-পুরুষ এবং পাদপাণি-তল, নেত্রান্ত, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও উন্নত-নখর-নিকর, এই পঞ্চস্থানে আরক্তা, শব্দ, বুদ্ধি ও নাভি, এই স্থানত্রয়ে গম্ভীরা গহনা, নাসিকা, অক্ষি-দ্বয়, শ্রোত্র, নখ, স্তন ও কৃকাটিকা, এই স্থান-ষট্‌কে উন্নতা উত্তানা, হংস-গদ্‌গদ-ভাষিণী হংসবৎ গদ্‌গদ, বা কিঞ্চিল্লুপ্তাক্ষর অথচ মধুরভাষিণী, “সুকেশী, সুস্তনী, শ্যামা, পীন-শ্রোণি-পয়োধরা”, অরাল-বক্র-কৃষ্ণ-পক্ষ্ম-সম্পন্ন-শারদোৎপল-দল-বিশাল-নয়ন-দ্বয়-শোভনা, শারদোৎপল-সেবিনী, অতএব রূপে কমলালয়বাসিনী লক্ষ্মীর সদৃশী, শারদোৎপল-গন্ধবতী, তন্বী, তনুরোমাবলীবৃতা, চারু-দর্শনা, সস্বেদবদনা, কুন্দ-দশনা, চারু-হাসিনী, গজেন্দ্র-গামিনী, ভুবনৈক-সুন্দরী, বরবর্ণিনী মুনি-মানস-মোহিনী এক স্ত্রী অর্থাৎ দিব্য-বসনাবৃতা, দিব্য-রত্ন-বিভূষণ-ভূষিতা ষোড়শ-বর্ষীয়া এক-কন্যা আবির্ভূতা হইলেন।

অনন্তর “কাঞ্চনী-চূর্ণ-পীতাভঃ, পীনোরস্কঃ সুনাসিকঃ। সুবৃত্তোরু-কটী-জঙ্ঘো, নীলবেষ্টিত-কেশরঃ। লগ্ন-ভ্রূ-যুগলোলোলঃ, পূর্ণ-চন্দ্র-নিভা-ননঃ। কপাট-বিস্তীর্ণ-হৃদি, রোম-রাজিবিরাজিতঃ। শুভ্র-মাতঙ্গ-করবৎ পীন-নিস্তল-বাহুকঃ।” সেই পুরুষ-প্রবর সম্মুখাবস্থিত-জগৎস্রষ্টা জগৎ-পতি-বিধাতাকে অবলোকন করিয়া, বিনয়াবনত-কন্ধরে তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক এইবাক্য বলিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! আমি কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? হে বিধে! আমি যখন পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তখন অবশ্যই আমার পক্ষে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই সমুচিত হইতেছে। কিন্তু, হে পিতামহ! আপনার নিকটে আমার বিনীত-প্রার্থনা এই যে, আপনি আমাকে অন্যায্য, বা অনুচিত কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন না। কারণ ন্যায্য ও উচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, কার্য্য-নৈপুণ্য, বা কৃতিত্বের সহিত অনুষ্ঠান-কৌশল-প্রদর্শন-পূর্ব্বক পুরুষগণ অধিকতর শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব হে পিতঃ! আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ-পুরঃসর ন্যায্য, উচিত, বা উপযুক্ত-কার্য্যে আমাকে নিযুক্ত করুন। অপিচ, হে লোকেশ্বর! আপনি যখন জগদ্-ব্রহ্মাণ্ডের

সৃষ্টি-কর্ত্তা, তখন আমার যথাযোগ্য অভিধান অর্থাৎ নাম, যথোপযুক্ত স্থান, তথা মনোবৃত্ত্যনুসারিণী অনুরূপা পত্নী নির্দ্দিষ্টা করিয়া দেওয়া, আপনার পক্ষে নিতান্তই সমুচিত হইতেছে। অতএব হে প্রজাপতে! আপনি আমার যোগ্য অভিধান, স্থান ও পত্নীর নির্দ্দেশ করুন।

সেই মহাত্মা পুরুষের উক্তরূপ-প্রার্থনাবচন-শ্রবণ করিয়া, প্রজাপতি ব্রহ্মা কহিলেন,—হে পুরুষ! তুমি তোমার এই চারু-তর-রূপ এবং মৎপ্রদত্ত এই পঞ্চ-পুষ্পবাণ-সাহায্যে জগতীতলস্থ-সর্ব্বজাতীয়-পুরুষ ও স্ত্রীজন-সকলকে পরস্পরের প্রতি অর্থাৎ স্ত্রীজনের প্রতি পুরুষকে এবং পুরুষের প্রতি স্ত্রীজনকে সমাকৃষ্ট, সম্মুগ্ধ ও সমাসক্ত করিয়া, সনাতনী সৃষ্টির প্রবর্ত্তন-কল্পে সাহায্য দান কর। কিঞ্চ, হে পুরুষ! আমি তোমাকে যে বর প্রদান করিতেছি, সেই বর-প্রভাবে দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, তথা অসুর-দৈত্য-বিদ্যাধর-রাক্ষস-যক্ষ-পিশাচ-ভূত-প্রেত-বিনায়ক-গুহ্যক-সিদ্ধ-মনুষ্য-পক্ষি-পশু-মৃগ-কীট-পতঙ্গ-জলজ-জাতীয়ের মধ্যে কি পুরুষ, কি স্ত্রী, এমন কোন জনই বর্ত্তমান থাকিবে না, যে জন তোমার এই পুষ্পময়-পঞ্চশরের লক্ষ্য, শরব্য, বা বশবর্ত্তী হইবে না।

অথবা হে পুরুষোত্তম! অন্যান্য প্রাণধারী জীবগণের কথা আর কি বলিব? আমি, বাসুদেব, অথবা আংশিকভাবে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব, এই আমরা তিনজনেও তোমার কৌসুম-কোদণ্ড-গুণ-নির্ম্মুক্ত-পুষ্প-সম্ভব-শর-পঞ্চকের প্রভাবাতিক্রমে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত অবশ্যই বশবর্ত্তিতাস্বীকারে বাধ্য হইব। হে পুরুষপ্রবর! তুমি প্রচ্ছন্নরূপে জীবগণের হৃদয়-গুহা-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এবং স্বয়ং জীবগণের "মোক্ষাদপি" অধিকতর-সুখ-হেতু-স্বরূপে পরিণত হইয়া, সদাকাল সনাতনী-সৃষ্টির প্রবর্ত্তন কর। কিঞ্চ, হে বীর! প্রাণিগণের মানসই তোমার পুষ্পময়-বাণপঞ্চকের মুখ্য-লক্ষ্যস্থল হইবে এবং তুমিও নিত্যকাল সর্ব্বজাতীয়-জীবগণের হৃদয়দেশে অবস্থিতি-পূর্ব্বক মদ, মোদ ও প্রমোদকর হইবে, সন্দেহ নাই। হে বৎস! এই আমি তোমার সম্বন্ধে সৃষ্টি-প্রবর্ত্তক-কর্ম্ম কথন করিলাম। অতঃপর এই মুনি-মহর্ষিগণ তোমার যোগ্য-নাম, ধাম ও পত্নীর নির্দ্দেশ করিবেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চম অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠ অধ্যায়

অনন্তর জগৎ-স্রষ্টা বিধাতার অভিপ্রায়-বেদী মরীচি-প্রমুখ-মানস-পুত্রগণ কমলাসনদেব-কৃত-মুখাবলোকন-লক্ষণ ইঙ্গিত-মাত্রেই স্ব-স্ব-বুদ্ধি-প্রতিভা-সাহায্যে সমস্ত-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, সেই পুরুষ-প্রবরের যথোচিত-নাম নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ঋষিগণ কহিলেন,—হে পুরুষবর! তুমি যেহেতু জাত-মাত্রেই আমাদিগের, তথা এই জগৎস্রষ্টা বিধাতার মানস প্রমথিত করিয়াছ, অতএব তুমি লোকে মন্মথনামে বিখ্যাত হইবে। তথা এই জগতীতলে যে হেতু একমাত্র তুমিই কামরূপ এবং তোমার সমান রূপবান্ অপর কেহ বিদ্যমান নাই, অতএব হে মনোভব! তুমি এই বিশ্ব-মণ্ডলে কাম-নামে বিখ্যাত হইবে। কিঞ্চ, হে কাম! "মদনান্মদনাখ্যস্ত্বং, শম্ভোর্দর্পাচ্চ দর্পকঃ। তথা কন্দর্পনাম্নাপি, লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি।" অপিচ, হে মদন! তোমার পুষ্পময় আশুগ, বা বাণ-পঞ্চকের যে বীর্য্য, বৈষ্ণবাস্ত্র, রৌদ্রাস্ত্র, বা ব্রহ্মাস্ত্রের বীর্য্যও তাদৃশ-খরতর অনুভূত হইবে না।

তথা হে মন্মথ! তুমি যেহেতু সর্ব্বব্যাপী, অতএব স্বর্গে, মর্ত্ত্য-লোকে, অথবা পাতালতলে, কিম্বা সনাতন-ব্রহ্মলোকে, সর্ব্বত্রই তোমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। অপিচ, হে মদন! যিনি প্রজাপতি-সকলের মধ্যে আদ্য প্রজাপতি, সেই এই দক্ষ তোমাকে মনো-বৃত্ত্যনুসারিণী-শোভনা-পত্নী দান করিবেন। তথা সম্যক্রূপ-ধ্যান-পরায়ণ-ব্রহ্মার মানস হইতে যেহেতু এই বরাঙ্গনা জাতা হইয়াছেন, অতএব ব্রহ্ম-মনোভবা চারু-রূপা এই কন্যা সন্ধ্যা-নামে সর্ব্বলোকে বিখ্যাতা হইবেন। এইরূপে কামদেবের নাম, ধাম, অস্ত্র-প্রভাব ও পত্নী-বার্ত্তা-কথন-পূর্ব্বক বিনয়াবনত-মুনি-মহর্ষিগণ ব্রহ্মা-বদন-অবলোকনান্তে তূষ্ণীং-ভাবে তৎসমীপে অবস্থিত হইলে, পুনরপি ব্রহ্মা কহিলেন,—বৎস! মদন! স্ত্রী ও পুরুষের ক্রীড়নার্থই আমি আনন্দের সহিত তোমার

আবির্ভাব-সাধন, বা নির্ম্মাণ-কার্য্য-সম্পাদন করিয়াছি। অতএব তুমি সর্ব্ব-প্রাণীর হৃদয়-দেশ-যোগে সর্ব্বদা অধিষ্ঠান করিবে। কিন্তু, হে মনোভব! হে মদন! তুমি মৎপ্রদত্ত-মহাপ্রভাব-সম্পন্ন-কৌসুম-অস্ত্র-সকল অর্থাৎ হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ, অথবা সম্মোহন, সমুদ্বেগ-বীজ, স্তম্ভন-কারণ, উন্মত্ত-বীজ ও শশ্বচ্চেতন-হারক-জ্বরদ-নামা এই পঞ্চবাণ, তথা উন্মাদনাখ্য-কোদণ্ড-গ্রহণ-পূর্ব্বক সর্ব্বজাতীয়-স্ত্রীপুরুষ-গণকে সম্মোহিত কর।

প্রজাপতি-ব্রহ্মা পূর্ব্বোক্তরূপ-বাক্য-সকল কথন করিয়া, এবং "দুর্নিবার্য্যো মম বরাৎ, ভব বৎস! ভবেষু চ।" এইরূপ চরমোৎকৃষ্ট-বর-প্রদান-দ্বারা কামদেবকে বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিয়া, সম্মুখাবস্থি[illegible]-সন্ধ্যাদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক তাঁহাকে বরদান করিবার জন্য সমুদ্যত হইলে, সন্ধ্যাদেবীও পিতা কমলাসনদেবের শ্রীচরণে প্রণাম করিতে অভিলাষিণী হইয়া, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই-রূপ অবসরে কামদেব মনঃ-সাহায্যে আলোচনা করিয়া, এইরূপ মন্ত্রণা, বা পরামর্শ স্থির করিলেন যে, আমাকে অবশ্যই শস্ত্র-পরীক্ষা করিতে হইবে। অনন্তর কামদেব কান্তা-ভ্রূ-তুল্য-বেল্লিত-কুসুমোদ্ভব উন্মাদনাখ্য-কোদণ্ড, তথা পূর্ব্বোদ্দিষ্ট-কৌসুম-শর-পঞ্চক গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত হইয়া, অস্ত্র-পরীক্ষণাভিপ্রায়ে প্রজাপতি-ব্রহ্মাকে লক্ষ্য করিয়া, সেই সকল-শর পরিত্যাগ করিলেন।

এই কামদেবের পাঁচটীমাত্র কুসুমময়-শর মৃদু, তথা পুষ্পময়-চাপ মৃদু, ভ্রমরাত্মিকা-শিঞ্জিনী মৃদ্বী, দক্ষ-দত্তা-জায়া-রতি কমল-কুসুম-কোমলা, সচিব-সহচর-বসন্ত স্বয়ং কুসুমাকরও কুসুম-কোমলাবয়ব-সম্পন্ন, সুগন্ধ-বাহী মলয়জ-শীতল-সুন্দর-বায়ু মৃদুমন্দ, মিত্র শীতাংশু-সুধানিধি সুধা-ধবল ও কোমল, সেনাপতি-শৃঙ্গার কোমল, হাব-ভাবাদি-সৈনিকগণ কোমলাদপি কোমলতর, এইরূপে কামদেবের আপনার বলিতে যাহা কিছু, তৎসমুদয় যেমন কুসুম-কোমল, বা মৃদু-মৃদুতর, সেইরূপ কামদেবও তথাবিধ, অর্থাৎ মৃদু-মৃদুতম বটে; কিন্তু স্বয়ং কামদেব ও কামদেবের পাত্র-মিত্র-সখা-সৈনিকাদি উপকরণ-সমূহের প্রভাব যে তীব্র, তীব্রাতি-

তীব্রতর, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। কারণ, মহাপ্রভাব-সম্পন্ন-সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মাও কামদেবের কুসুম-কোমল-পুষ্প-শরাঘাতে হতচেতন, বা মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। অতিসিদ্ধ মহাযোগী ব্রহ্মাও যখন কুসুম-কোমল-কৌসুম-কোদণ্ড-সংলগ্ন-ভ্রমরাত্মিকা-শিঞ্জিনী-নির্ম্মুক্ত-কুসুমময়-সায়ক অর্থাৎ দুর্নিবার্য্য-মন্ত্র-পূত পুষ্প-বাণ-পঞ্চকের দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া, মূর্চ্ছিত, বা হতচেতন হইয়াছেন, তখন কামদেবের কুসুম-কোমল উপকরণ-সমূহের, বা পুষ্প-কোমল কুসুম-শর-পঞ্চকের প্রভাব যে তীব্রাতিতীব্রতর, তদ্বিষয়ে আর অধিক কি বলিব ?

সে যাহা হউক, প্রজানাথ কামদেবের পুষ্পাবাণাঘাতে অতিমাত্র-ব্যথিত-হৃদয়ে মূর্চ্ছিত, বা হত-চেতন হইলেও, কামদেব কিন্তু পুনরপি ব্রহ্মার মানস-মোহনার্থ কোনরূপ আয়োজনের ত্রুটি করিলেন না। সর্ব্ব-বিধ উদ্‌যোগের সহিত কামদেব সন্ধ্যার প্রতি ব্রহ্মার অনুরাগ আকর্ষণার্থ প্রবৃত্ত হইলে, সহসা তরু-গুল্ম-লতা-সকলে সুরভি-লক্ষণ প্রকটিত হইল। মঞ্জুল-কিংশুক-কেতকাদি-তরু-সকল পুষ্পিত হইল, সরোবর-সকল-স্বচ্ছ-নীল-সলিলোপরি-ভাসমান- বিকসিত- সিত-শোণ- পদ্ম-সমূহে পরমশোভা প্রাপ্ত হইল, জীবগণের মানস-সকল বিকারযুক্ত হইল, পুষ্প-পরাগ-গন্ধিল-গম্ভীর-বায়ু প্রবাহিত হইল, শনৈঃ শনৈঃ সুখকর-মলয়-পবন-স্পর্শনে প্রাণিগণের মানস আকৃষ্ট হইল, সিদ্ধ-কিন্নর-পশু-পক্ষি-মৃগ-প্রভৃতি যে কোন প্রাণধারী জীবগণ দ্বন্দ্ব-ভাব-বিস্তারে প্রবৃত্ত হইল, চূত-তরু-সকল কুসুমিত হইয়া, অভিনব-স্তবক-ভূষণ-সমূহে বিভূষিত হইল, অশোক-পাটল-নাগকেশর-করুণাদি-পুষ্পতরু-সকল অভিনব-কুসুম-স্তবকে বিভূষিত হইয়া, পরম-রমণীয় শোভা-ধারণ করিল এবং ভ্রমর-সকল নিজ-নিজ-জায়াজনগণের সহিত মিলিত হইয়া, বহুশঃ কুসুমোদ্ভব-রস-পান-পূর্ব্বক পরমানন্দভরে চূতাঙ্কুর-সমীপে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এইরূপে বসন্তকাল প্রবৃত্ত হইলে, মৃদু-মন্দ-মলয়ানিল-সঞ্চার বশতঃ ক্ষণ-কাল-মধ্যেই প্রজাপতি-ব্রহ্মা চেতনা-প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, ত্রৈলোক্য-সুন্দরী-কন্যকা-সন্ধ্যা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন।

প্রজাপতি-ব্রহ্মা তাঁহাকে দর্শন করিয়াই, কামবাণার্দ্দিত-হৃদয়ে পরম-ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং "অহো রূপমহো রূপমিতি চাহ প্রজাপতিঃ।" "অহো রূপং", "অহোরূপং", এইকথা বলিয়া, পরম-বিস্ময়াবিষ্টান্তঃকরণে আশ্চর্য্যান্বিত-মানসে অন্যান্য-সুন্দরাতিসুন্দর-বস্তু-বিলোকন-পরিহার-পূর্ব্বক নির্নিমেষ-লোচনে, কামানুরক্ত-চিত্তে, সতৃষ্ণ-হৃদয়ে, কেবলমাত্র আত্মজা-সন্ধ্যার শারদ-শশধর-সুন্দর-মনোহর-মধুর-মুখ-মণ্ডল-নিরীক্ষণ করিতে করিতে, কাম-বাণ-বিদ্ধ ব্রহ্মা ক্ষণে ক্ষণে "অহো রূপমহো রূপমিতি চাহ পুনঃ পুনঃ।" কিঞ্চ, প্রথম-প্রণাম-পূর্ব্বক প্রদক্ষিণান্তে দ্বিতীয়-প্রণামাবসরে প্রজাপতি-ব্রহ্মা নমনাবনম্রা সেই স্বাত্মজা-সন্ধ্যাদেবীকে পুনঃ পুনঃ বিলোকন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বরবর্ণিনী-সন্ধ্যাদেবী যখন দ্বিতীয়-প্রণামান্তে পুনঃ পিতৃ-প্রদক্ষিণে তৎপরা হইলেন, তৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মা পুত্রগণ হইতে অন্তরে ভীত ও লজ্জিত হইয়া, অথচ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী ত্রিলোক-রমণীয়া সন্ধ্যা-সতীর ত্রিভুবন-সুন্দর-নেত্রমনোভিরাম-রূপ-দর্শনেচ্ছা-পরিহারে সমর্থ না হইয়া, অর্থাৎ সন্ধ্যা-সতীর সর্ব্বাতিশায়ী রূপ-মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-লহরী-লীলা-বিলাস-বিলোকনেচ্ছা-বশেই আত্মজা-সন্ধ্যা দক্ষিণাবর্ত্ত-প্রদক্ষিণ-ক্রমে যেমন পিতার পূর্ব্বাননস্থ-দক্ষিণ-নেত্র-প্রান্ত-পথ অতিক্রম করিলেন, তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ-দিকে পাণ্ডুগণ্ডবৎ অপর একটী মুখের আবির্ভাব সাধন করিলেন। এইরূপ শ্রীসন্ধ্যাদেবী যখন প্রজাপতি ব্রহ্মার দক্ষিণমুখের দক্ষিণনয়নপ্রান্তপথ অতিক্রম করিয়া, উত্তরাভিমুখী হইলেন, তৎকালমাত্রেই ভগবান্ কমলাসনদেব বিস্ময়-স্ফুরদোষ্ঠপাশ্চাত্য অপর একটী মুখের আবির্ভাব-সাধন করিলেন।

এইরূপ শ্রীমতী-সন্ধ্যাসতী যখন পিতা পদ্মাসনদেবের বিস্ময়-বিকসিত-পাশ্চাত্য-মুখস্থ-দক্ষিণ-নেত্র-প্রান্ত-পথ অতিক্রম-পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখী হইলেন, তৎকালমাত্রেই প্রজাপতি-ব্রহ্মাও উত্তর-দিকে, বা বাম-ভাগে কাম-শরাতুর-চতুর্থ আননের আবির্ভাব-সাধন করিলেন। অধিক কি বলিব ? বলিতে লজ্জা-বোধও হয়, অথচ না বলিলেও নয় বলিয়াই, বলিতেছি যে, সন্ধ্যাদেবী তৃতীয়-প্রণামান্তে নিজ-ললিত-লোল-লবঙ্গলতা-

কল্প-মৃদুমধুর-চারুতর-ত্রিলোক-রমণীয়াশেষভুবন-সুন্দরাতুলনীয় স্বকীয়াঙ্গাবয়ব-সকল সঞ্চালিত করিয়া, তৃতীয়-প্রদক্ষিণাভিপ্রায়ে যেমন উৎপতিতা, বা সমুত্থিতা হইলেন, পূর্ব্বাননে পদ্মাসনে সমুপবিষ্ট-প্রজাপতি-ব্রহ্মা তৎসমকালমাত্রেই উৎপতন্তী, বা দণ্ডায়মানা-সন্ধ্যার ঊর্দ্ধাবয়ব-সৌন্দর্য্য-বিলোকনে বিশেষরূপে অসুবিধা অনুভব করিয়া, তথা পূর্ব্বাদি আননস্থ-লোচন-যুগল ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত করিয়া, তৎ-সাহায্যে সন্ধ্যাদেবীর সর্ব্বজন-মনোহর ঊর্দ্ধাবয়ব-সৌন্দর্য্য-বিলোকনে বিশেষরূপ-লজ্জানুভব-পুরঃসর সন্ধ্যাদেবীর ঊর্দ্ধাবয়ব-মাধুর্য্য-বিলোকনবাসনা-প্রেরণা-বশে মস্তক-চতুষ্টয়ের মধ্যভাগে কাম-শরাতুর অপর একটী ঊর্দ্ধ আননের আবির্ভাব-সাধন করিলেন।

পাঠক-মহোদয়গণ! হংস ও বরাহ-রূপ-ধারী ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর ঈশ-সাক্ষাৎকার-নামক-পঞ্চদশ-পরিচ্ছেদে সর্ব্ব অপরাধি-জনের প্রতি দণ্ড-প্রদাতা শ্রীশঙ্করদেব-কর্তৃক-সৃষ্ট অদ্ভুত এক ভৈরব-দ্বারা প্রজাপতি-ব্রহ্মার দৃপ্ত অসত্য-ভাষণ-পরায়ণ এই পঞ্চম আননের ছেদন-বার্ত্তাই আপনারা পাঠ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সন্ধ্যাদেবীর আকার-সৌন্দর্য্যালোকন-কুতূহল-বশে প্রজাপতি-ব্রহ্মা যাবৎ পঞ্চমাননের আবির্ভাব-সাধন করিলেন, তাবৎ-কাল-মাত্রেই প্রজাপতি-ব্রহ্মা পূর্ব্ববর্ত্তিকালে সৃষ্ট্যর্থ যে পরম-দারুণ-তপঃসঞ্চয় করিয়াছিলেন, স্ব-সুতোপগমেচ্ছা-প্রাবল্য-প্রযুক্ত তাঁহার সেই সমস্ত-তপস্যাই একযোগে বিনাশ প্রাপ্তা হইল।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তম অধ্যায়

অনন্তর প্রজাপতি-ব্রহ্মা লজ্জাবশতঃই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, আবির্ভবজ্জটা-কলাপ-সাহায্যে নিজ-পঞ্চম-মুখ-মণ্ডল আবৃত করিয়া দেখিলেন, তৃতীয়-প্রদক্ষিণান্তে শ্রীমতীসন্ধ্যাদেবী ভক্তি-বিনম্রাত্ম-কন্ধরে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন। এইসময়ে রাস-রস-রসিক-চতুর-কুল-চূড়ামণি-কামদেব উপযুক্তাবসরবোধে আবির্ভূত হইয়া, অন্তরীক্ষ-প্রদেশে অবস্থিতি-পূর্ব্বক পিতা-পদ্ম-যোনি-প্রজাপতিদেবকে সস্মিতাননে কুটিল-নয়নে পুলকাঞ্চিত-কলেবরে বিবিধ-কামভাব-প্রকাশ করিতে দেখিয়া, কাম-বাণ-প্রপীড়িত-প্রজাপতির প্রতি পুনরপি "সম্মোহনং সমুদ্বেগ-বীজং তৎস্থিতি-কারণম্। উন্মত্ত-বীজং জ্বরদং, শশ্বচ্চেতন-হারকম্।" এই পঞ্চ-পুষ্পবাণের প্রয়োগ-পুরঃসর পিতা ব্রহ্মার বিমোহনার্থ নিজ-কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিলেন।

কিঞ্চ, মদনদেব মনোহর-গন্ধবাত, বসন্ত ও কোকিলাদি-নিজ অনুচরগণকে ব্রহ্ম-বিমোহনার্থ প্রেরণ, বা নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং প্রজা-পতির শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহার হৃদয়ে বিপুল-কাম-বিকারের সঞ্চার করিতে লাগিলেন। পুংস্কোকিলগণ পঞ্চমতানে প্রজাপতি-ব্রহ্মার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে চারু-মধুরতর অস্ফুট-শব্দ করিতে লাগিল। প্রজা-পতি-ব্রহ্মার পুরতঃ অবস্থিত হইয়া, ষট্পদগণ স্ব-স্ব-জায়াসহ শ্রোত্র-মনো-বিমোহন-সর্ব্ব-জন প্রীতিপ্রদ-মধুর-সূক্ষ্ম-সুন্দরতর-গুঞ্জন করিতে লাগিল। মৃদু-মন্দাতি-শীতল-গন্ধ-বায়ু নিরন্তর প্রবাহিত হইতে লাগিল। তথা তাদৃশাবসরে "সততং মুদিতস্তত্র, বভ্রাম চ মধুঃ স্বয়ম্।" এইরূপে তৎকালে ব্রহ্ম-সমীপে "তীব্রাদপি" তীব্রতররূপে সসহচর-কামদেবের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় প্রবর্ত্তিত হইলে, পুলকাঞ্চিত-সর্ব্বাঙ্গ উদীরিতেন্দ্রিয় সেই বিধাতা সর্ব্বগা অনবদ্যাঙ্গী অনিন্দিতা মুনি-জন-মানস-মোহিনী সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সারভূতা প্রণামাবনতাঙ্গী সেই স্বাত্মজা-সন্ধ্যাদেবীকে

সম্যক্‌রূপে ভোগ করিবার জন্য সুবৃত্ত-পরিঘাকার-পীন-দীর্ঘ-দৃঢ়সার-বাহু-দ্বয় প্রসারিত করিয়া, গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইলেন।

কিন্তু, জাতেন্দ্রিয়-বিকার-বিধাতা যখন স্বসুতোপগমেচ্ছাবশে সন্ধ্যা-দেবীকে গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইলেন, তৎকালে সন্ধ্যাদেবীও পিতা পদ্মাসনদেবকে তাদৃশাবস্থ অবলোকন করিয়া, ভীত-হৃদয়ে পলায়ন-পরায়ণা হইলেন এবং "দৃষ্ট্বা পশ্চাচ্চ পিতরং, ধাবন্তং হতচেতনম্। জগাম শরণং শীঘ্রং, ভ্রাতৃণাঞ্চ তপস্বিনাম্।" অপিচ, কাম-বিকৃত-মানসে পিতা-প্রজাপতিকে পশ্চাৎ-প্রদেশে ধাবিত হইতে দেখিয়া, দেবীসন্ধ্যা তপস্বিপ্রবর-ভ্রাতৃগণের শরণার্থিনী হইলে, ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে আশ্রয়-দান-পূর্ব্বক সমীপে সংস্থাপিতা করিয়া, ক্রোধের সহিত কাম-মুগ্ধ-মানস পিতা-প্রজাপতিকে ঋত-সত্য-হিত-মিত-তথ্য-পথ্য-বেদোক্ত-নীতি-সার-প্রকাশক-পরম-বচনে প্রতিবোধিত করিতে আগ্রহ-পরায়ণ হইলেন।

ঋষিগণ কহিলেন,—"অহো কিমেতৎ?" হে জনক! আপনার এই কর্ম্ম লৌকিক-বৈদিক-বিদ্বজ্জনসমাজে অতি বিগর্হিত-বিবেচিত হই-তেছে। অতিনীচ-জন-সকলও যাদৃশ-ঘৃণিতাপকৃষ্ট-কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সংকোচ বোধ করে, হে জগদ্‌বিধে! আপনি তদপেক্ষা অধিকতর-ঘৃণিত-নিন্দিতাপকর্ম্মের আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, লজ্জা, বা আত্ম-সংকোচ-বোধ করিতেছেননা কেন? সদাচার-সম্পন্ন-সাধু-শীল-শান্ত-শিষ্ট-বিচার-কুশল-সজ্জনগণ সততকাল পরস্ত্রী-সকলকে প্রসূতির ন্যায় অবলোকন করিয়া থাকেন। যাঁহারা সততকাল পরস্ত্রী-সকলকে প্রসূপ্রায় অবলোকন করেন, সেই সকল-জিতেন্দ্রিয়-মনস্বি-প্রবর সর্ব্বত্র ইহ-পরলোকে পূজা, খ্যাতি, সম্মান, বা সমাদর-লাভ করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে, সুমহান্ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রুতি-প্রদেশে কন্যা-জন মাতৃবর্গ-মধ্যে প্রবিষ্ট পরিশ্রুত হইলেও, আপনি স্বয়ং বেদ-কর্ত্তা হইয়া, তাদৃশী অর্থাৎ মাতৃ-বর্গ-মধ্যে "প্রবিষ্টেব" কন্যাকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

হে ব্রহ্মন্! গুরুপত্নী, রাজ-পত্নী, বিপ্র-পত্নী, সতী, ভ্রাতৃ-পত্নী, পুত্র-পত্নী, মিত্র-পত্নী মিত্র-প্রসূ, পিতৃ-প্রসূ, মাতৃ-প্রসূ, পিতৃ ভ্রাতৃ-পত্নী,

মাতৃ-ভ্রাতৃ-পত্নী, স্বকন্যকা, জননী, জননী-সপত্নী, বা বিমাতা, ভগিনী, সুরভী অর্থাৎ "গোলোকাদাগতা" গোমাতা, অথবা মাতৃ-বিশেষরূপা, অভীষ্ট-গুরু-পত্নী, কাল-প্রদায়িকা ধাত্রী, গর্ভধাত্রী-সনাম্নী এবং ভয়-ত্রাতৃ-কামিনী, ইঁহারা সকলে সকলেরই যে বেদ-প্রণীত-মাতৃ-পদবী-প্রবিষ্টারূপে পরিশ্রুতা, পরিস্মৃতা, বা পরিগীতা হইয়াছেন, তাহা কি অদ্যাপি আপনার অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে ? উপরি-কথিত-স্ত্রী-জন-সকলের মধ্যে যে কোন স্ত্রী-জনে গর্ভধারিণী-জননী অপেক্ষা কোনরূপ ন্যূনতা নাই। হে বিধাতঃ ! এই সর্ব্ববাদি-সম্মত-সিদ্ধান্ত কি আপনার পরিজ্ঞাত নহে ?

কিঞ্চ, হে ব্রহ্মন্ ! শাস্ত্রে যেমন উক্তরূপে বেদ-প্রণীত-মাতৃগণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ কন্যা-দাতা, অন্ন-দাতা, জ্ঞান-দাতা, অভয়-দাতা, জন্ম-দাতা, মন্ত্র-দাতা, জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা ও মাতামহ, ইঁহারা সকলেও সকলেরই বেদ-প্রণীত-পিতৃ-গণরূপে স্মৃত, বা কথিত হইয়াছেন। যাঁহারা লোক-সমাজে যশস্বিরূপে পরিচিত, তাঁহাদের অযশঃ, বা অপ-যশঃ যে প্রাণত্যাগ হইতেও পরম-দুঃখকর, হে বিধে ! তাহা কি আপনি অবগত নহেন ? পরম-রত্ন-স্থানীয় এতাদৃশ-যশোবিলোপে, বা হরণে যে সকল-মূঢ় প্রবৃত্ত হয়, উক্তরূপে শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট-জনক হইলেও, তাদৃশ-যশোহরণাবসরে তাঁহাদিগের প্রতিও সমুচিত-দণ্ড-প্রদান যে একান্ত আবশ্যক, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

কিঞ্চ, শাস্ত্রও বলিতেছেন যে, পিতৃ-বর্গ-মধ্যে পরিগণিত হইলেও, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম-যশোহরণ-ব্যাপারে বিলিপ্ত-মূঢ়গণ যাবৎ ব্রহ্মার আয়ুঃ, তাবৎ-পরিমিত-কাল নিরয়-নিবাসে বাধ্য হইয়া, ভীষণতর-পরিপাক প্রাপ্ত হইতে থাকে। দুরন্ত-যম-কিঙ্করগণ তাদৃশ-যশোহরণকারী জন-গণকে প্রাপ্ত হইয়া, তাহাদিগকে অন্ধকূপ-নরকে সংস্থাপন-পূর্ব্বক পুরীষ-পাত করিতে করিতে, তাহাদিগের প্রতি নিরন্তর তাড়না করিয়া থাকে। অপিচ, হে ব্রহ্মন্ ! আপনি স্বয়ং জগদ্-বিধাতা বিশ্ব-কর্ত্তা এবং শমনেরও শাস্তা হইয়াছেন বলিয়াই কি নিজ-কন্যাকে সম্ভোগার্থে গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন ? অতএব রে কামার্ত্ত-মানস ব্রহ্মন্ ! তুমি আমা-দিগের সম্মুখ হইতে শীঘ্র "দুরাৎ" দূরতর-স্থানে গমন কর।

আমরা নিজ-জনককে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হইলেও, কেবলমাত্র "গুরোর্দোষ-সহস্রাণি, ক্ষন্তুমর্হন্তি পণ্ডিতাঃ। সর্ব্বং ঘ্নন্তং বিনিঘ্নন্তি, নীতিজ্ঞাঃ স্বগুরুং বিনা।" এই শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে তোমাকে এখনও পর্য্যন্ত নিহত, বা ভস্মীভূত করি নাই। তথা "গৃহ্নন্তং যদি সর্ব্বস্বং, শপন্তং নিষ্ঠুরং গুরুম্। সমীপস্থং ন নিন্দন্তি, প্রণমন্তি স্বভক্তিতঃ" এই শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে আমরা তোমার প্রতি কোনরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা না করিলেও, সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীমন্মহেশ্বরদেব কখনই তোমার এই সুমহান্ অপরাধ ক্ষমা করিবেন না। কিঞ্চ, "যে দ্বিষন্তি চ নিন্দন্তি, গুরুমিষ্টং পরাৎপরম্। পচ্যন্তে হ্যন্ধকূপে চ, যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ। পুরীষং ভুঞ্জতে নিত্যং, ক্ষুধিতা যমতাড়নৈঃ। শাল-প্রমাণ-কীটৈশ্চ, দংশিতাশ্চ দিবা-নিশম্।" এই শাস্ত্রীয় অনুশাসনানুসারে অধুনা আপনার প্রতি নিন্দা, বা তিরস্কার-বাক্যের প্রয়োগের পরিবর্ত্তে স্তুতি-বচন-প্রয়োগ-পুরঃসর পিতৃ-বোধে ভবদীয়-পদাম্বুজে প্রণাম করিয়া, আমরা এই অপ্রীতিকরী-পাপালোচনা হইতে বিরত হইতেছি।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তম অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টম অধ্যায়

ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রতি উক্তরূপ-বাক্য-সকল-কথন-পূর্ব্বক পূর্ব্বকথিত-মহামুনি-মহর্ষিগণ স্ব-স্ব-কার্য্যানুষ্ঠানে তৎপর, বা আগ্রহ-পরায়ণ হইলে, সহসা শ্রীমন্নারায়ণদেব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ শ্রীমন্নারায়ণদেব বশিষ্ঠ-পুলহ-ক্রতু-প্রমুখ-মহামুনি-মহর্ষিগণের মুখোদ্‌গত-বাক্য-পরম্পরা-শ্রবণ-পুরঃসর তাৎকালিক-সম্পূর্ণ-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পুরোভাগে অবস্থিত প্রজাপতি-ব্রহ্মাকে অবলোকন-পূর্ব্বক কৃপাপরবশতাপ্রযুক্ত কাম-ব্যাধি-চিকিৎসাকল্পে তদবস্থাপন্ন অর্থাৎ উদীরিতাঙ্গ, বা ইন্দ্রিয়-বিকার-প্রাপ্ত, পুলকাঞ্চিত-কলেবর, শারদ-সুনির্ম্মল- ষোড়শকল- শশধর- সম- সমুজ্জ্বল- সন্ধ্যানন- নিরীক্ষণ-নিবদ্ধ-মনো-নয়ন-চতুরাননদেবকে তৎকালোচিত কিয়ান্ উপদেশ-প্রদান আবশ্যক বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে এইকথা বলিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! সম্প্রতি তুমি বদন-কমল উন্নমিত, বা উত্তোলিত কর, হৃদয়-জ্বর-রূপিণী-লজ্জা পরিত্যাগ কর, হে জগন্নাথ! আমি তোমার প্রবোধন-কল্পে নীতিসার যে সকল-সত্য-বচন কীর্ত্তন করিতেছি, উপদেশ-পূর্ণ সেই সকল-মনোহর-বচন শ্রবণ কর। শ্রীপরমেশ্বরদেবের—দেবের দেব শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে নিশ্চলা অনপায়িনী ভক্তির অনুশীলন কর এবং দুষ্পূরণীয়-কাম-বিলাস-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মানস-স্বাস্থ্য, বা চিত্তোপশম-সম্পাদন কর।

হে ব্রহ্মন্! ক্ষুদ্র, বা মহত্তর-জনগণেরও স্ব-স্ব-কর্ম্ম, বা ভাগ্যানু-সারে সময়-বিশেষে অবশ্যই সৎকীর্ত্তি, অথবা অপকীর্ত্তি, সুপ্রতিষ্ঠা, অথবা নানাবিধ-বিঘ্ন, বাধা ও উপদ্রবাদি সহসা সমাগত হইয়া থাকে। বিজ্ঞ-ধীর-জন কখনই তজ্জন্য বিচলিত হইবেন না। কারণ, সর্ব্ব-জনগণের পক্ষেই অন্যান্য-সমুদায়-নিমিত্ত অপেক্ষা শুভাশুভ, বা ইষ্টানিষ্ট-প্রাপ্তি, সৌভাগ্য, সম্পৎ, দৌর্ভাগ্য, বিপৎ-সমাগম, সৎকীর্ত্তি, অপকীর্ত্তি, বা

সুপ্রতিষ্ঠালাভ ও উপদ্রব-বিঘ্নাদি-নানারূপ উপসর্গের আবির্ভাব-কল্পে স্ব-স্ব-কর্ম্মই বলবত্তর বিবেচিত হইয়াছে। অতএব সাধুশীল-সজ্জনগণ সন্ততকাল নিত্য-সন্ধ্যাবন্দন, জপ, হোম ও যোগ, ধ্যান, বা তপস্যা-প্রভৃতি-সৎকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ অর্থাৎ বৈরাগ্য-পরায়ণ, বিচার-কুশল বিবেকী সজ্জনগণ নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান-সাহায্যে চিত্ত-শুদ্ধি-সম্পাদন-দ্বারা বিমল-জ্ঞান-বিজ্ঞান লাভান্তে প্রারব্ধ-কর্ম্মেতর-কর্ম্ম-সকলের নির্ম্মূলনে বদ্ধ-পরিকর হইয়া থাকেন। কোন কোন বুদ্ধিমান্ জন কৃত-কর্ম্মের যথোচিত-ফল-ভোগাবসরেও শ্রীবিশ্বনাথদেবের শ্রীপাদ-পঙ্কজে ভক্তি, শ্রদ্ধা, মতি, জ্ঞান, বা চেতনা সদাকাল অবিচলিতা রাখিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। কুকর্ম্ম করিলে, তজ্জন্য অপকীর্ত্তি এবং অপকীর্ত্তি হইতে অবশ্যই লজ্জার আবির্ভাব হইতে পারে। সৎ, বা সুশোভন-কর্ম্ম করিলে, অবশ্যই তজ্জন্য সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠা, বা নির্ম্মল-যশোলাভ হইবেই হইবে। কাল-সহকারে জরা-রাক্ষসীর শুভাগমন হইলে, ক্রমে ক্রমে দেহ, বল ও শুভাশুভ রূপ অবশ্যই বিলুপ্ত হইবে।

পক্ষান্তরে, হে বিধে! সৎ-কীর্ত্তি, সদ্-গুণ-সমূহ, অথবা সুনির্ম্মল-যশোরাশি কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। জন-সাধারণের মধ্যে দেশ-কাল-জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রায়শঃ ঋণ, ব্রণ, বা অপবাদের সমুত্থান অবশ্যই হইয়া থাকে। মহত্তর-জনগণের মধ্যে কদাচিৎ ঋণ ও ব্রণের সমুত্থান হয় হউক; কিন্তু অপবাদের সমুত্থান কদাচন বাঞ্ছনীয় নহে। পরকীয়া স্ত্রী ও বস্তুসকলে মহতী অপকীর্ত্তি সদাকালের জন্য আত্ম-নিবাস স্থাপন করিয়াছে। অতএব সাধুশীল সজ্জনগণ আত্ম-ক্লেশ-কারণ পরকীয়া স্ত্রী ও বস্তু-সমূহ লোভ-পরবশতা-প্রযুক্ত "কদাচিদপি" গ্রহণ করিবেন না। বিচক্ষণ-পণ্ডিতগণ অন্তরে অন্তরে শ্রীপরমেশ্বরদেবকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবেন এবং অনিন্দিত-বাহ্য-বিষয়-কার্য্যাবসরে শ্রীপরমেশ্বরদেবের কর্ম্ম-বোধে আত্মাভিমানপরিত্যাগ-পূর্ব্বক আবশ্যকমত সমস্ত-কার্য্যই করিবেন।

যাঁহারা উক্তরূপে অমূল্য-সময়ের ও জীবনের যথোচিত-সদ্ব্যবহার

করেন, তাঁহাদের মানস "কদাচিদপি" পরকীয়া স্ত্রী, বা অন্যান্যবিধ-বস্তু-সমূহে লোলভাবাপন্ন হয় না। সর্ব্বজন-বিমোহ-কারিণী এই যে যোষিদ্‌-রূপা মায়া, এই মায়া আত্মারাম হইলেও, তাদৃশ-স্বাত্ম-সন্তুষ্ট-মহাজন-গণের সম্বন্ধেও নিজ-লীলা-মাত্র-সাহায্যেই সন্তুতকাল মহামোহের সঞ্চার, বা সূচনা করিয়া থাকেন। এই চারুতরা-স্ত্রীরূপিণী-মহামায়া নানাবিধ-মুদ্রা, বা অঙ্গ-চেষ্টা, নবীন-বয়ঃ, যৌবন-বিলাস, হাস, কটাক্ষ, স্বাঙ্গ-প্রদর্শন-প্রভৃতি-সাহায্যে রাগী জনগণের নিরন্তর রতি আকর্ষণ করিয়া থাকেন।

শিরাব্যাপ্তবিল্বস্থূলাকার-স্তনাভিধ অশুচি-মাংসপিণ্ডে রাগী জনগণের সুখ-সাধন-বিষয়িণী-ধারণা যেরূপ বলবতী পরিদৃষ্টা হয়, অত্যন্ত-দুঃখের বিষয় এই যে, সদ্ধর্ম্ম, নয়, বা নীতি-বিষয়ে তাদৃশী বলবতী ধারণা পরিদৃষ্টা হয় না। হাব-ভাব-রূপ-মাধুর্য্য-যৌবন-বিলাস-বিলসিত-যুবতী-জনের সুবর্ণ, বা রত্নময়-তারা-রাজি-রচিত-রত্ন-খণ্ড-খচিত-চন্দ্রহার-বিরা-জিত-শ্রোণি, বা পৃথুল-বিপুল-নিতম্ব-বিম্ব, শারদ-পূর্ণ-শশধর-সম-সুচারু-মুখ-মণ্ডল ও রত্নহার-সমুজ্জ্বল-শ্যাম-চুচুকশোভিত-চিবুক-স্পর্শী উন্নত-বিপুল-স্তন-যুগল সদা-কালের জন্য কামদেবের আলয়স্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব সাধুশীল-ধর্ম্মভীরু-সজ্জনগণ কদাপি তাদৃশ-স্ত্রীজনকে অবলোকনপর্য্যন্ত করিবেন না। পরস্ত্রী-সমূহে যদি মানস-সমাসক্ত হয়, তবে পরস্ত্রী-সমাসক্ত-মনাঃ মানব, বা দেবগণেরও ধর্ম্ম যশঃ-প্রতিষ্ঠা-তপস্যা-বিত্ত-বিভব-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রভৃতি সমস্তই যে বিফল, তাহাও কি আর অধিক করিয়া, বলিতে হইবে?

"কো ধর্ম্মঃ? কিং যশস্তেষাং? কা প্রতিষ্ঠা চ? কিং তপঃ? কিং বিদ্যা বুদ্ধির্জ্ঞানঞ্চ? পরস্ত্রীষু চ যন্মনঃ।" এই শাস্ত্র-প্রমাণ-সাহায্যে একদিকে যেমন পর-বনিতা-বিলাস-বিনোদী জনগণের ইহলোকে অনন্তরোক্ত-ধর্ম্ম-যশঃ-প্রভৃতির অত্যন্ত-বৈফল্য, তথা অপকীর্ত্তি, বা তজ্জনিত-দুরন্ত-দুঃখ-ভোগ নিতান্ত অনিবার্য্য, অপরদিকে পরত্র পর-লোকেও সেইরূপ প্রমাণান্তরানুসারে পর-বনিতা-বিলাস-বিনোদী লম্পট-জনগণের রৌরব-মহারৌরবাদি-নরকে নিতান্ত-দুঃখপ্রদ নিরন্তর-নিবাস

নারক-রক্ষক-যম-কিঙ্করগণের লৌহময়-মুদ্‌গরাদি-সাহায্যে ভীষণ-প্রহার ও তাড়না, তথা কৃমিগণের সুভীষণদংশন ও ভক্ষণ-জনিত-তীব্রতর-দুঃখ-ভোগ যে একান্ত অপরিহরণীয়, তাহাও বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে।

"ব্রহ্মণঃ পথি" বিমূঢ়-জনগণই দৈব-কৃত-দোষ-বশে তীব্র-তীব্রতর-তীব্রতম-দুঃখের অব্যর্থ-বীজকে সুখরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, আনন্দের সহিত সততকাল প্রীতি-পূর্ব্বক পরস্ত্রী-সেবনে ব্রতী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে উত্তমাধিকারী সজ্জনগণ নরক-নিদান-পরস্ত্রী-সেবন, বা বিবিধ-বিষয়-বিলাস-বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পরম-পবিত্রতম-সদাপ্রফুল্ল-পাদ-পঙ্কজ-যুগলে মধুর-মকরন্দ-পানার্থ সততকাল নিজ-নিজ-মানস-মধুকরকে নিযুক্ত রাখিতে চেষ্টা, বা যত্ন করিয়া থাকেন। মধ্যম-শ্রেণীর জনগণ সর্ব্বদা ইহ-পরলোক-হিতকর-বিবিধ-সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানকল্পেই আত্ম-নিয়োগ করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র অধম-শ্রেণীর জনগণই সততকাল আনন্দের সহিত পরস্ত্রী-স্মরণ ও সেবনে আত্ম-নিয়োগ-পুরঃসর বহু-মূল্য-দুর্ল্লভ আয়ুঃকাল ব্যতীত করিয়া থাকে। যাহাদিগের মানস শশ্বৎ পরস্ত্রী-সেবন, স্মরণ ও পরবস্তু-গ্রহণে তৎপর, তাহাদিগের পদে পদে বিপত্তি-সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবিনী। বিশেষতঃ যাহাদিগের চিত্ত পরস্ত্রী, পরকীয়-সুবর্ণ-ধন-রত্নাদি, বা, পরকীয়-ভূমি-রাজ্যাদি-হরণে, বা গ্রহণে নিরন্তর অভিলাষী, তাহাদিগেরও পদে পদে বিপদুপস্থিতির সম্ভাবনা অত্যন্ত অধিকতরা জানিতে হইবে।

দৈব-যোগবশে যদি কোন ধর্ম্মভীরুজন পরস্ত্রী-সন্দর্শনান্তে শ্রীবিশ্ব-নাথদেবের শ্রীচরণাম্ভোজ-যুগল-স্মরণ-পূর্ব্বক তাদৃশ অপকার্য্য হইতে বিরত হন, কিম্বা পরকীয়-সুবর্ণ-স্পর্শ করিয়া, জাহ্নবী-জলে হস্তপ্রক্ষালন-পুরঃসর তাদৃশ অপকর্ম্মের অকরণ-কল্পে সঙ্কল্পান্তে শ্রীশিবনাম-স্মরণ করেন, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ শুচি ও তাদৃশ অপকর্ম্ম-জনিত-পাতক হইতে বিমুক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। "সন্তঃ" সাধুশীল-সজ্জনগণ নিজ-নিজ-স্ত্রী-জনেও কামতঃ সন্তত কাল অতিসংসক্ত হন না। যাঁহারা স্বীয়-ধর্ম্ম-পত্নী-বোধে নিজ-নিজ-প্রাণৈকবল্লভা প্রিয়তমা-জনের সহিত নিরন্তর

কাম-কলা-ক্রীড়ারসে নিমগ্ন হইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে যক্ষ্মাব্যাধি, জ্ঞানহানি ও লোক-নিন্দা-ভয় অবশ্যই অনিবার্য্য হইবে।

তপস্বি-জন অভিমত-তপস্যায় রত হইবেন, সঞ্জাত-বিদ্যানুভব-পণ্ডিত-জন মোক্ষোপায়-কথা-পূর্ণ, ভক্তি-জ্ঞান-বিবেক-বিচার-বৈরাগ্য-প্রবর্ত্তক, শ্রীপরমেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-প্রেমোদ্দীপক-সৎশাস্ত্রের সমনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া, ক্রমে গভীরতর-তত্ত্বার্থ-চিন্তা-সাগরে অবগাহন-পূর্ব্বক নিমজ্জিত হইবেন, যোগি-জন জন্ম-জরা-বিমৃত্যু-বিজয়ার্থ যমাদি অষ্টাঙ্গযোগ-চিন্তা-সহস্রে মানসে নিবিষ্ট হইবেন, বৈদিকগণ বেদার্থ-ধর্ম্ম-ব্রহ্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন, সাধ্বী-সতী-পত্নী পরম-দেবতা-বোধে নিজ-নিজ-পতি-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবেন, গৃহস্থ-জনগণ গৃহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, বিষয়ি-জনগণ ধর্ম্ম-সঙ্গত উপায়ে বিষয়-সমূহের পরিপালনে, বর্দ্ধনে ও সদ্ব্যবহারে অগ্রসর হইবেন এবং যাঁহারা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-সরসিরুহে অব্যভিচারিণী-ভক্তির অনুশীলন করিবেন, তাঁহারা অবশ্যই ভক্তজনোচিত-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, দীন ও অনাথ-জনগণের প্রতি দয়া-প্রকাশ ও অনুক্ষণ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-দ্বন্দ্ব-সেবন-সংস্মরণে সংযত-মানসে সমাসক্ত হইবেন।

এইরূপে এই সকল-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, এই সকল-ব্যক্তি যদি নিজ-নিজ-কর্ত্তব্য-প্রতিপালনে অগ্রসরা হন, তবে অবশ্যই বেদোক্ত-নিজ-নিজসদাচরণ-সমূহ-সাহায্যে এই সকল-ব্যক্তি সভা-স্থলে সর্ব্ব-জন-সমক্ষে অতি উচ্চতর প্রশংসাবচনে প্রশংসিত হইবেন, সন্দেহ নাই। আর যদি কেহ বেদ-বিরুদ্ধ আচরণে প্রবৃত্ত হইয়া, নিত্য নিত্য অকার্য্য করিতে থাকেন, তবে নিন্দিতকারী ব্যক্তিবর্গও যে সভা-স্থলে সর্ব্ব-জনসমক্ষে অত্যুচ্চতর-নিন্দাবচনে নিন্দিত হইবেন, তদ্বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই! শশ্বৎ-সন্মার্গগামী জনেরই সকলে সর্ব্বদা প্রশংসা করিয়া থাকেন এবং পাংশুলপাদ-হালিক-জনগণও সর্ব্বদা পাপ-পথ-গামী কুৎসিতাচরণ-পরায়ণ-জনগণের নিন্দা করিয়া থাকে। হে বিধে! অদ্য-প্রভৃতি যাবৎ-জীবাস্ত তুমি যদি আমার পরামর্শানুসারে শ্রীপরম-শিবদেবের পাদ-পদ্মে তোমার চিত্ত-ভ্রমরকে সুসন্নিবিষ্ট করিতে পার,

তবে আর কখনও তোমার পরকীয়-স্ত্রীজনে, বা বস্তু-নিচয়ে মানস লোলুপ হইবে না।

কিন্তু, হে প্রজাপতে! যদি বাহ্য-বিষয় একান্তই ভোগ করিতে হয়, তবে স্বভাগ্যোপার্জ্জিত, শ্রীপরমেশ্বরদেব-প্রদত্ত ধর্ম্মাবিরুদ্ধ-বাহ্য-বিষয়-সকল প্রিয়বোধে ভোগ কর, তজ্জন্য কোনরূপ ক্ষতি নাই; কিন্তু বাহ্য-বিষয়-ভোগ করিতে হইবে বলিয়া, ন্যায়ে ধর্ম্মে জলাঞ্জলি-দান করিতে হইবে, হৃদয়-মধ্যে সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশিনী-শ্রীভগবচ্চিন্তা-বিরহিত হইতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমি অন্তরে অন্তরে দৃঢ়তররূপ-প্রযত্ন অবলম্বনে শ্রীপরমেশ্বরদেবের শ্রীপাদ-পদ্ম-যুগল চিন্তা করিয়া, এই লোক-বেদ-বিরুদ্ধ-মহাপাপ-কার্য্য হইতে অবিলম্বে বিরত হও, প্রজাপতি ব্রহ্মাকে উক্তরূপ-পরিমিত-বচনে নীতিসার উপদেশ-প্রদান-পূর্ব্বক বৃন্দাবনবিনোদী বৈকুণ্ঠবিহারী কমলা-পতি শ্রীবিষ্ণুদেব নিজ-নিত্য-বৈকুণ্ঠ-নিলয়ে গমন করিলেন। এদিকে অত্রি প্রভৃতি মুনি-মহর্ষিমুখ্যগণও স্ব স্ব গৃহকৃত্যে মনোনিবেশ করিলেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টম অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—নবম অধ্যায়

এইরূপ অবসরে অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠ-নগরাভিমুখে প্রস্থিত ও মহামুনি-মহর্ষি-মুখ্যগণ স্ব-স্ব-কার্য্যে উন্মুখ হইলে, পূর্ব্ব হইতেই কাম-বাণ-প্রপীড়িত ব্রহ্মা বোধ করি, হৃদয়ে কাম-ব্যাকুলতা, বা জ্ঞানাচ্ছন্নতা-প্রযুক্ত মুনি-মহর্ষি-মুখ্য-গণ-কৃত, তথা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব-প্রদত্ত সারবান্ উপদেশ-পর-বচন শ্রবণ করিবার উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত না হইয়াই, স্মর-শর-সমাহত-মানসে সুন্দর, সুন্দরাতিসুন্দর, অতিমাত্র-মধুর-সুন্দর সন্ধ্যার বদন-কমল-মাত্র-বিলোকনে অপার আগ্রহ-পরায়ণ হইলেন। মনোভব-দেব এতাবৎকাল অন্তরীক্ষ-প্রদেশে সমবস্থিত হইয়া, সমস্ত-ব্যাপার অবলোকন করিতেছিলেন। তিনি এইসময়ে আর একবার বিশেষরূপে স্বীয়-পরাক্রম-প্রকাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া এবং নিজ-গণ-সকলকে তত্তৎ-কৃত্যে নিযুক্ত করিয়া, জ্যোতি-শ্চিন্তা-বিবর্জ্জিত, জাতেন্দ্রিয়-বিকার-ব্রহ্মার প্রতি পুনরপি প্রথমতঃ হর্ষণাখ্য-বাণের প্রয়োগ করিলেন। কাম-প্রেরিত-হর্ষণাখ্য-বাণ-দ্বারা সমাহত হইয়া, পার্শ্বস্থ-কমলাসনদেব সন্ধ্যাদেবীর শরদিন্দু-সুন্দর-মধুর-মুখ-মণ্ডল-নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক যখন অতিমাত্র হর্ষ-প্রকাশ করিতেছিলেন, তৎকালে কামদেবের সাহায্য করিবার জন্য হাব-ভাবাদি-সৈনিকগণ, তথা সচিব-প্রবর-শ্রীমান্ বসন্তের সহিত স্বয়ং কাম-সেনাপতি-শৃঙ্গার তথায় সমাগত হইলেন।

কিন্তু, হর্ষণ-বাণ-প্রহারবশে অতিমাত্র-হৃষ্ট, শৃঙ্গারাদি-দ্বারা সম্যক্-নিষেবিত, সাদরে সন্ধ্যা-বদন-বিলোকনে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত-প্রজাপতি-ব্রহ্মাকে বিবর-প্রদেশে প্রাপ্ত হইয়া, কামদেব পুনরপি উন্মাদনেতি-বিখ্যাত পুষ্পময়-চাপে ভ্রমরাত্মিকা-মূর্ব্বী-মৌর্ব্বী, বা শিঞ্জিনী আরোপিতা করিয়া, তন্মধ্যস্থলে পুষ্প-প্রকরে পরিবৃত-পুষ্প-মালা-বিবর্দ্ধিত-কুসুম-নির্ম্মিত-সম্মোহন-নামা পুষ্পময়-বাণ-যোজনা করিলেম। তৎকালে

মদনদেবের দক্ষিণ-পার্শ্বে পতি-রতি-মতী-রতি অবস্থিতি-পূর্ব্বক পতির কার্য্যে সাহায্য-দানে তৎপরা হইলেন। মনোভবদেবের বাম-পার্শ্বে স্বয়ং প্রীতিদেবী অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভাব-কামদেবের পৃষ্ঠপ্রদেশে পৌষ্প-তূণীর-গ্রহণ-পূর্ব্বক সুন্দর-দর্শন-বসন্ত ব্রহ্ম-বিমোহনে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সর্ব্বোদ্‌যোগ-সম্পন্ন-কন্দর্পদেব কর্ণ-পর্য্যন্ত আকর্ষণ করিয়া, আকর্ণ-পূরিত-মণ্ডলীকৃত-পুষ্পময় কোদণ্ডের মধ্যদেশে বামতঃ দৃঢ়তর-বাম-মুষ্টি-সাহায্যে ধারণ-পুরঃসর পুষ্প-পরাগ-গন্ধিল-মৃদু-মন্দ-মলয়ানিল-সঞ্চরণ-যোগ-প্রাপ্ত হইয়া, যখন প্রজাপতি-ব্রহ্মার শরব্যভূত-মনোম্মগো-পরি সেই সম্মোহন-নামা পুষ্পবাণ নিক্ষেপ করিলেন, তৎকালমাত্রেই কন্দর্প-শরপ্রপীড়িত-প্রজাপতি-ব্রহ্মা সম্মুখাবস্থিতা, রুচিরাননা, আত্মজা-সন্ধ্যাদেবীকে অবলোকন করিয়া, "জাতেন্দ্রিয়-বিকারঃ সন্, জিঘৃক্ষুঃ সঙ্গমেঽভবৎ।" ত্রিভুবনবিজয়ী মহাবীর কামদেবের প্রবলতর-পরাক্রম-বেগ-সহনে অসমর্থ হইয়া, মদন-মথিত-হৃদয়ে স্মর-শর-সমাহত-মানসে প্রজানাথ ব্রহ্মা সঞ্জাত-দুরন্তেন্দ্রিয়-বিকার-গ্রস্তাবস্থায় কামুক-জনোচিত-নীচ-ব্যবহার-সমাশ্রয়ণে নিজ-দুহিতা সন্ধ্যা-নাম্নী-স্বীয়কন্যাকে সঙ্গমার্থে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

কিন্তু, তৎকালে প্রজাপতির পুত্রী সন্ধ্যা স্বীয়-যৌবন-লাবণ্য-বিকসিত-সুগঠিত-সর্ব্ব-জন-মনোহর-স্বর্গীয়-শরীরে পিতা-প্রজানাথ-ব্রহ্মার তাদৃশী-কামিতা বিলোকন করিয়া, নিতান্ত-লজ্জিতা হইলেন এবং কামুক-পিতার প্রবলতর আক্রমণবেগ হইতে আত্ম-রক্ষা করিবার জন্য অত্যন্ত-লজ্জা-বশতঃ ম্রিয়মাণা হইয়াই যেন, দ্রুতগতি মৃগী-রূপ-ধারণ করিলেন। কন্দর্প-শর-পীড়িত-কামুক-পিতা প্রজাপতি-ব্রহ্মা সম্ভোগার্থে মনে মনে অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হইয়া, অতীব আনন্দভরে সতৃষ্ণ-লোচনে পুনঃ পুনঃ কন্যা-রূপ-নিরীক্ষণ-পুরঃসর বর্দ্ধিতেন্দ্রিয়াবস্থায় প্রগাঢ়তর অনুরাগের সহিত নিজ-ভুজ-যুগল প্রসারিত করিয়া, সম্ভোগার্থ সোৎসাহে কন্যাকে গ্রহণ করিতে সমুদ্যত হওয়ায়, কন্যা-সন্ধ্যাদেবী পিতা-প্রজাপতি-ব্রহ্মার তাদৃশ-লোক-বেদ-বিরুদ্ধ, ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-বিঘাতক, ধর্ম্ম-সেতু-বিভেদক,

কন্যাগমনাভিলাষ-লক্ষণ নিতান্ত-নিন্দিত-ঘৃণিত অপকার্য্যে অতীব আগ্রহ অবলোকন-পূর্ব্বক নিরতিশয়-লজ্জিতান্তঃকরণে পিতার নিতান্ত-নিন্দা-জনক-ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্ম-পরিত্রাণার্থ যখন রোহিদ্রূপ-ধারণ করিলেন, তৎকাল-মাত্রেই কন্যা-সন্ধ্যা-সহ সবলে রন্তুমনাঃ প্রজাপতি ব্রহ্মাও স্বয়ং হরিণ হইয়া, "দূরাৎ" দূরতর-প্রদেশে হরিণীরূপে পলায়মানা সেই কন্যা-সন্ধ্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিধাবিত হইলেন।

হরিণী-রূপ-ধারিণী প্রজাপতি-পুত্রী সন্ধ্যাদেবী দূর-দূর-দূরাতিদূরবর্ত্তী-দেশে পলায়নাভিপ্রায়ে যখন ধাবন, বা দ্রুততরবেগে গমন করিতেছিলেন, তৎকালে কন্যাগমনে কৃতাদর, হরিণ-রূপ-ধারী, জগৎস্রষ্টা, বিধাতা-ব্রহ্মাকে কন্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অতি দ্রুততরবেগাবলম্বনে গমন করিতে দেখিয়া, গগন-গাত্র-গত-গভীরতর-দুঃখ-পরিতাপ সন্তপ্ত-দেবগণ "করোত্য-কার্য্যং ব্রহ্মায়ং, পুত্রী-গমন-লক্ষণম্। ইতি নিন্দন্তি তং বিপ্রাঃ, স্রষ্টারং জগতাং পতিম্।" একদিকে সোম-শক্র-পুরোগম-সর্ব্বজাতীয়-দেববৃন্দ যেমন গভীরতর-শোক-দুঃখ-পরিতাপ-প্রকাশ-পূর্ব্বক এই ব্রহ্মা পুত্রী-গমন-লক্ষণ অতীব অকার্য্য করিতেছেন, এইকথা বলিয়া, জগৎপতি-জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার নিন্দা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে সেইরূপ গগনাঙ্গনগাত্রগত, সর্ব্বজগন্নিয়ামক, সর্ব্ব-শাস্তা শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্বাপর-সমস্ত-ঘটনা নিজ-নলিন-নয়ন-ত্রিতয়-সাহায্যে অবলোকন করিয়া, তথা অত্রি-পুলহ-পুলস্ত্য-প্রভৃতি-মুনি-মহর্ষি-মুখ্যগণ-কর্ত্তৃক প্রদত্ত ও ভগবান্ বিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক কথিত, সারবান্, নীতি-ধর্ম্ম-গর্ভ উপদেশ-বাক্য-সকল অগ্রাহ্য করিয়া, উন্মত্তক-প্রমত্তকের ন্যায়, পিশাচ-গ্রস্তের ন্যায়, গ্রহ-গণ-গিলিতের ন্যায়, ভূতাবিষ্টের ন্যায়, দুর-দৃষ্ট-পরিচালিতের ন্যায়, ঐন্দ্র-জালিক-প্রেরিতের ন্যায়, মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায়, যন্ত্র-সঞ্চালিতা পুত্তলিকার ন্যায় দুরন্ত-কাম-হতক-কর্ত্তৃক যেন জীব-গ্রাহরূপে গৃহীত, মোহ-মূর্চ্ছিত, সাক্ষাৎ অধর্ম্মের উদর-বিবর-গত হরিণরূপী ব্রহ্মাকে কামাক্ত-মানসে পঞ্চশর-শায়ক-সমাহত-হৃদয়ে রোহিদ্-ভূতা স্বীয়-দুহিতা সাধ্বী-সতী-সন্ধ্যাকে সবলে গ্রহণ-পূর্ব্বক তৎসহ রমণাভিলাষে তাঁহার অনুগমন করিতে দেখিয়া, মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন।

কিঞ্চ, এতাদৃশ-নিষিদ্ধ-কৃত্য-নিরত-হরিণরূপী পরমেষ্ঠী পিতামহ দেবকে আত্মজা সন্ধ্যা সহ সঙ্গমাভিলাষে তাঁহার অনুগমন করিতে দেখিয়াই, সর্ব্বসুরাসুর-দর্পহর-প্রভু-শ্রীহরদেব স্বয়ং ব্যাধরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক পিনাক গ্রহণ করিয়া, সেই পিনাক-কোদণ্ডবরে জ্যারোপণ-পুরঃসর মন্ত্র-পূত-শর-সংযোজনান্তে আকর্ণ-পূর্ণ-সমাকৃষ্ট-মণ্ডলী-কৃত-পিনাক-ধনুঃ-সাহায্যে প্রেরিত সেই নিশিত-শর-দ্বারা কন্যাভিলাষী ব্রহ্মাকে বিদ্ধ করিলেন। ত্রিভুবন-মহারাজ ত্রিপুরান্তকারী মৃগ-ব্যাধ-রূপী শ্রীত্রিলোচন-দেবের পিনাক-ধনু-গুণ-নির্ম্মুক্ত-নিশিত সেই শর-দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া, হরিণ-রূপধারী নিষিদ্ধকর্ম্মনিরত জগৎস্রষ্টা বিধাতা তৎক্ষণাৎ "ন্যপতদ্ভুবি" ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর শ্রীত্রিপুরান্তকদেবের সপত্র-বাণাগ্র-ভাগ-দ্বারা অতিবিদ্ধাবস্থায় ভূতলে পতিত মৃগরূপী ব্রহ্মার গত-প্রাণ-শব-শরীর হইতে মহাপ্রভ-সুমহজ্জ্যোতিঃ সমুত্থিত হইয়া, তৎকালমাত্রেই গগন-গাত্রে অন্তরীক্ষ-লোকে মৃগশীর্ষাখ্য-নক্ষত্ররূপে পরিণত হইল দেখিয়া, "আর্দ্রা-নক্ষত্ররূপী সন্, হরোঽপ্যনুজগাম তম্। পীড়য়ন্ মৃগশীর্ষাখ্যং. নক্ষত্রং ব্রহ্মরূপিণম্।" অর্থাৎ শ্রীশঙ্করদেবও আর্দ্রা-নক্ষত্ররূপ-ধারণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মরূপী মৃগশীর্ষাখ্য নক্ষত্রকে নিপীড়িত করিতে করিতে, নক্ষত্রলোকে তাঁহার অনুগমন করিলেন। কিঞ্চ, হে প্রেয়ন্! পাঠক-মহোদয়গণ! "অধুনাপি মৃগব্যাধ-রূপেণ ত্রিপুরান্তকঃ। অম্বরে দৃশ্যতে স্পষ্টং, মৃগশীর্ষান্তিকে দ্বিজাঃ।" এই প্রমাণচনানুসারে আপনাদিগের মধ্যে যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে আর্দ্রা-নক্ষত্ররূপী ত্রিপুরান্তকারী শ্রীশঙ্করদেব যে মৃগব্যাধ-রূপে, বা সপত্র-বাণাকারে মৃগশীর্ষাখ্য-নক্ষত্রান্তিকে অম্বরতলে অধুনাপি বিস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছেন, তাহা কিঞ্চিন্মাত্র-প্রযত্ন অবলম্বন করিলেই, নিজ-নলিন-নয়নে প্রত্যক্ষতঃ অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে নবম অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—দশম অধ্যায়

এইরূপে নিষিদ্ধ-কৃত্য-নিরত-মৃগরূপী ব্রহ্মা মৃগব্যাধ-রূপধর শ্রীহর-দেবের পিনাক-ধনু-গুণ-নির্ম্মুক্ত-বাণে বিদ্ধ হইয়া, তৎক্ষণাৎ বিনিহত হইলে, অনন্তর ভর্ত্তৃহীনা, শুচার্পিতা, শোক-গ্রস্তা, দেবী-ভগবতী-গায়ত্রী ও সরস্বতী-নাম্নী সেই দুইটী ব্রহ্ম-পত্নী শ্রীশম্ভুদেব-কর্ত্তৃক বিনিহত-পতি-পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার প্রাণ-সিদ্ধ্যর্থ এক্ষণে আমরা কি করিব? এইরূপ বিচারে প্রবৃত্তা হইলেন। কিন্তু, ভর্ত্তৃ-জীবনাকাঙ্ক্ষা-বশবর্ত্তিনী দেবী ভগবতী গায়ত্রী ও সরস্বতী স্বপতি-প্রাণ-সিদ্ধ্যর্থ পরস্পর বিচার করিয়া, তপস্যাকারী জনগণের সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ-সর্ব্বোৎকৃষ্ট-শ্রীশিবস্থান-গন্ধমাদন-পর্ব্বতে তপস্যা করিবার জন্য সমুদ্যতা হইলেন এবং শ্রীশঙ্কর-মহারাজের শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলের প্রতি দৃষ্টি-স্থির করিয়া, কঠোরতর-নিয়মযুক্ত অবস্থায় তপশ্চরণার্থ অবিলম্বে গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গমন করিলেন।

ভগবতী গায়ত্রী ও সরস্বতী-দেবী গন্ধমাদন-পর্ব্বতে গমন করিয়া, প্রতিদিন স্নানার্থ সেই স্থানে নিজ-নিজ-নামে সর্ব্বপাপ-বিনাশন পরম-পবিত্র দুইটী তীর্থপ্রতিষ্ঠা করিলেন। নিজ-নিজ-স্নানার্থ স্ব-স্ব-নামে প্রতিষ্ঠিত সেই তীর্থ-দ্বয়ে প্রত্যহ ত্রিসবণ স্নান করিয়া, ভগবতী গায়ত্রী ও সরস্বতী-দেবী অনাহার-ব্রতাবলম্বনে কাম-ক্রোধাদি-বর্জ্জিতা হইয়া, অত্যুগ্র-নিয়ম-সকল-প্রতিপালনপূর্ব্বক বহুতিথকাল অতিবাহিত করিলেন। তীব্রতর-নিয়মোপেতা শ্রীশিবধ্যান-পরায়ণা পঞ্চাক্ষর-মহামন্ত্র-জপৈকনিরতা শুভা ভগবতী গায়ত্রী ও সরস্বতী-দেবী স্বপতির জীবনলাভার্থ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মানস-সন্তোষণ-সম্পাদন-উদ্দেশ্যে সুদীর্ঘকালযাবৎ কঠোরতর-প্রচুরতর-তপঃ-প্রভাবে শরীরে যখন কঙ্কালমাত্র-সারা হইলেন, তৎকালেই অপার-করুণাময়-সাগর মহামূর্ত্তি-মহেশ্বর শ্রীমন্মহাদেব তাঁহাদিগের তপস্যাদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া, তপঃফল-প্রদানার্থ তাঁহাদের সন্নিহিত হইলেন।

ভগবতী গায়ত্রী ও সরস্বতী-দেবী-কৃত অতিতীব্র-প্রচুরতর-তপস্যা-সকলের ফল-দানেচ্ছা-বশবর্ত্তী হইয়া, উদার-মধুরতর-মূর্ত্তি-পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক দেবাধিদেব-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব যখন ব্রহ্ম-পত্নী-দেবী-দ্বয়ের সন্নিধানে আবির্ভূত হইলেন, তৎকালে ভগবতী-গায়ত্রী ও সরস্বতী-দেবী দক্ষিণ ও বাম-পার্শ্বে সর্ব্ববিঘ্ন-বিনাশন-শ্রীগণেশদেব ও দেব-সেনাপতি-শ্রীকার্ত্তিকেয়-কর্ত্তৃক পরিসেবিত-পার্ব্বতীরমণ-শ্রীশিবশম্ভুদেবকে সন্নিহিত অবলোকন করিয়া, সন্তুষ্ট-চিত্তে ঘৃণানিধি অপার-করুণা-বরুণালয় ত্রিভুবন-স্তুত্য-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতি করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। ভগবতী-গায়ত্রী ও সরস্বতীদেবী কহিলেন,—হে দেব! আপনি দুর্ব্বার-সংসার-ধ্বান্ত-ধ্বংসে একমাত্র হেতু, অর্থাৎ সদোদিত-জ্ঞানসূর্য্য-স্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে বামদেব! আপনি সমুদ্র-মন্থন-কালে সমুত্থিত-জ্বলজ্জ্বালাবলী-ভীষণ-কালকূট-বিষ পান করিয়াছিলেন, অতএব আপনাকে নমস্কার।

কিঞ্চ, হে দেব! আপনি হর্ষণ-রোচনাদি-জগন্মোহন-পঞ্চাস্ত্র-সম্পন্ন-কামদেবের জগদেকসুন্দর-দেহ ললাট-লোচনানলে নির্দ্দগ্ধ করিয়া, স্মর-হর-নাম-ধারণ করিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে মৃত্যুঞ্জয়! আপনি জগদন্তকর-ক্রূর-যমদেবেরও অন্তক-স্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে গঙ্গাধর! আপনি শিরোমণ্ডলে গঙ্গাতরঙ্গ-সংপৃক্ত-রমণীয়-জটামণ্ডলভার ধারণ করিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্বামরেশ্বর! আপনি বিরূপাক্ষ এবং বাল-শীতাংশুধারী, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে দেব! আপনি পিনাক-কোদণ্ডের সুভীষণ-বিকট-টঙ্কার সাহায্যে সৌবর্ণ, রাজত ও কার্ষ্ণায়স-পুরে নিবসনশীল অসুরগণকে বিত্রাসিত করিয়াছিলেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে সর্ব্ব-কারণ-কারণ! আপনি বিবিধাকার-বিশ্ব-মণ্ডলের বিনির্ম্মাণকর্ত্তা ব্রহ্মার শিরশ্ছেত্তা, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে অন্তকান্তক! আপনি শান্তামল কৃপা-দৃষ্টি-পাত-সাহায্যে মৃকণ্ডুতনয়কে কালের করাল-কবল হইতে সংরক্ষিত করিয়াছিলেন, অতএব আপনাকে নমস্কার। হে গিরিজানাথ! আমরা উভয়ে আপনার সর্ব্বথা অভয়প্রদ-সর্ব্বাশ্রয়-

ভূত-শ্রীচরণে-শরণাগতা হইয়াছি, অতএব হে শরণাগতবৎসল! আপনি কৃপা করিয়া, আমাদিগের রক্ষা-বিধান করুন। কিঞ্চ, হে "মহাদেব! জগন্নাথ! ত্রিপুরান্তক! শঙ্কর! বামদেব! মহাদেব! রক্ষাবাং শরণাগতে।"

দেবদেব-মহেশ্বর শ্রীশম্ভুদেব উক্তরূপে ভগবতী-গায়ত্ত্রী ও সরস্বতী-দেবী-কর্ত্তৃক সংস্তুত হইয়া, পরম-সন্তোষ ও প্রীতিসংযুক্তান্তঃকরণে ভগবতী-গায়ত্ত্রী ও সরস্বতী-দেবীকে মনঃ-প্রীতিকর এইবাক্য বলিলেন যে, "ভোঃ সরস্বতি! গায়ত্ত্রি! প্রীতোঽস্মি যুবয়োরহম্। বরং বরয়তং মত্তো, যদ্বাং মনসি বর্ত্ততে।" অর্থাৎ ভোঃ সরস্বতি! গায়ত্ত্রি! আমি তোমাদিগের তপস্যায় পরম-সন্তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে তোমরা তোমাদের মনোগত বাঞ্ছিত বর কি? তাহা নিঃসঙ্কোচে আমার নিকটে প্রার্থনা কর, আমি অবিলম্বে তোমাদিগকে তোমাদের মনোবাঞ্ছিত-বর-প্রদান করিতেছি।

ভগবতী-গায়ত্ত্রী ও সরস্বতী-দেবী ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবকর্ত্তৃক উক্তরূপে অভিহিতা হইয়া, "অব্রূতাং পার্ব্বতীকান্তং মহাদেবং ঘৃণানিধিম্।" ভগবতী-গায়ত্ত্রী ও সরস্বতী করুণাময়-সাগর-মহাদেব-পার্ব্বতী-প্রাণনাথ-শ্রীশঙ্করদেবকে এইবাক্য বলিলেন যে, "ভগবন্নাবয়োর্দ্দেব! ভর্ত্তারং চতুরাননম্। সপ্রাণং কুরু সর্ব্বেশ! কৃপয়া করুণাকর।" অর্থাৎ হে ভগবন্! দেব! সর্ব্বেশ! করুণাকর! আপনি কৃপা করিয়া, আমাদের ভর্ত্তা চতুরানন দেবকে সপ্রাণ, বা জীবন-যুক্ত করুন। কিঞ্চ, হে ত্রিপুরান্তক! আপনি আমাদের উভয়ের পিতা, তথা হে দেব! আমরা উভয়ে আপনার কন্যা, অতএব হে ভক্তানুকম্পিন্! আপনি পতি-প্রদান-দ্বারা আমাদিগকে এই বৈধব্য-দৌর্ভাগ্য-দুর্ব্বিপাক হইতে রক্ষা করুন।

ভগবতী গায়ত্ত্রী ও সরস্বতীদেবীকর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে সম্প্রার্থিত হইয়া, ব্রহ্মপত্নী ভগবতী-গায়ত্ত্রী ও সরস্বতী-দেবীকে "এবমস্তু", অর্থাৎ তোমরা যেরূপ বর-প্রার্থনা করিতেছ, তদনুরূপ বরে বরবতী হও, এইকথা বলিয়া, চতুরানন-দেবের শিরো-বিহীন সেই

শরীরকে শিরঃ-সংযুক্ত করিতে ইচ্ছুক, বা উৎসুক হইয়া, তৎক্ষণাৎ নন্দী ও ভৃঙ্গিপ্রভৃতি-ভূতগণের দ্বারা প্রজাপতি-ব্রহ্মার শিরো-নিকর-সহ কলেবর আনয়ন করাইয়া, সেইস্থানেই- ভগবতী-বাণী ও গায়ত্রীদেবীর সন্নিধানে সমক্ষে ক্ষণ-কাল-মধ্যেই অপ-মূর্দ্ধ-ব্রহ্ম-কলেবরে সেই মস্তক-চতুষ্টয়কে স্বয়ং সংযোজিত করিলেন। ত্রিভুবন-মহারাজ, সর্ব্বশাস্তা, নিগ্রহানুগ্রহ-কুশল-শ্রীশঙ্করদেবকর্ত্তৃক উক্তরূপে অপমূর্দ্ধ-ব্রহ্ম-কলেবরে শ্রীশাঙ্কর-শরচ্ছিন্ন-ব্রাহ্ম-শিরশ্চতুষ্টয় সন্ধিত, বা সংযোজিত হইলে, জগৎপতি চতুরাননদেব তৎক্ষণ-মাত্রেই সুপ্তোত্থিত-পুরুষের ন্যায় স্বাস্থ্য-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সম্পন্ন-শরীরে সমুত্থিত হইলেন। কিঞ্চ, "সন্ধিতোঽথ হরেণাসৌ, চতুর্ব্বক্ত্রো জগৎপতিঃ।" প্রজাপতি-ব্রহ্মা উদারতর-মহামূর্ত্তিধর-শশি-সন্নিভ-শ্রীশঙ্করদেবকে সম্মুখে অবস্থিত অবলোকন করিয়া, ভক্তিনম্রাত্ম-কন্ধরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে দশম অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—একাদশ অধ্যায়

অনন্তর ভার্য্যাদ্বয় সহ সমন্বিত হইয়া, প্রজাপতি-ব্রহ্মা শান্ত, হৃষ্ট, রহঃ-স্থিত, ভুজদশকে বিলসিত, ত্রিশূল শোভিত-বাহু, ব্যাঘ্রাজিনাম্বরধর, পরাৎপরতর, অতীব-কমনীয়াঙ্গ, কিশোর তরুণাবস্থ, বা স্থির-যৌবনশালী, রত্নালঙ্কার-ভূষিত, সস্মিত, শ্বেত-সুন্দর-শ্রীশঙ্করদেবকে স্তুতি-গর্ভ-প্রার্থনা-পর-বাক্যে এইকথা বলিলেন যে, হে শঙ্কর! আমি দুষ্কীর্ত্তি-জল-পূর্ণ-দুষ্পার ও বহু-সঙ্কটময়-কাম-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি কৃপা করিয়া, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। হে দেব! আপনি কামাঙ্গ-বিনাশন, আমি ভক্তি-বিস্মৃতি-বীজভূত, বিপৎ-সোপান-সহস্রে-সঙ্কুল ও দুস্তর, অতীব-নির্ম্মল-জ্ঞান-লোচন-যুগলের প্রচ্ছাদন-কারণ, জন্মোর্ম্মি-সঙ্ঘ-সহিত, যোষিন্নক্র-সমূহে সমাকুল, রতি-স্রোতঃ-সমাযুক্ত, প্রথমতঃ অমৃত-স্বরূপ, পরিণামতঃ-বিষোপম, কটু-রসাবহ, যমালয়-প্রবেশার্থ উন্মুক্ত অতিবিস্তৃত-দ্বার-স্বরূপ, গভীর ও ঘোরতর-কামসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছি বটে; কিন্তু হে কন্দর্প-দর্প-হন্তঃ! আপনি যদি স্বয়ং কৃপা-পূর্ব্বক বুদ্ধিরূপা তরণী ও বিজ্ঞান-ক্ষেপণী-প্রদান করিয়া, এই দুস্তর-কাম-সাগর হইতে আমার উদ্ধার-সাধন না করেন, তবে কে আর আমার উদ্ধার সাধন করিবেন? হে অহৈতুকদয়াসিন্ধো! আপনি নিজগুণে এই অকিঞ্চন-জনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া, কর্ণধার-পদবী-স্বীকার-পূর্ব্বক এই দুষ্কীর্ত্তি-জল-সম্পূর্ণ-দুষ্পার ও বহু-সঙ্কট-সঙ্কুল কাম-সাগর হইতে আমার উদ্ধার-সাধন করুন, এইমাত্র আমার ভবদীয়-শ্রীচরণে কাম-কুম্ভীর-কবলিত-জনোচিতা প্রার্থনা জানিবেন।

হে নাথ! মদ্বিধ-কতিবিধ-বিধিকে আপনি ভব-কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন? হে বিশ্বেশ্বর! অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে দশ-বদন, শত-বদন, সহস্র-বদন-ভেদে মদ্বিধ-বহুবিধ-বিধি আপনার আদেশ-প্রতিপালনার্থ সর্ব্বদা-তৎপর রহিয়াছেন। হে করুণাময়! আপনি

কৃপা-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ভব-কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, আমাকে এই সৃষ্টিকার্য্য হইতে অবসর-প্রদান-পুরঃসর কাম-সাগর হইতে রক্ষা করুন। হে জগদ্‌গুরো! যদিচ আমার নিবাসস্থান এই ব্রহ্মলোক কর্ম্ম-ক্ষেত্র, বা ভারত-ভূমি নহে এবং কেবলমাত্র ভোগ-ক্ষেত্র এই ব্রহ্মলোকে বিহিতের অননুষ্ঠান ও নিন্দিত-সেবন-জনিত কোনরূপ পুণ্যাপুণ্য-সঞ্চার-বিধানও প্রবর্ত্তিত হয় নাই, তথাপি হে সর্ব্বেশ্বর! অভীপ্সিত-দিব্যাতিদিব্য-ভোগপ্রদ-ব্রহ্মলোকে বাস করিয়াও, আমার আর ত্বদ্‌ভক্তি-ব্যবধায়ক-বিষয়-বিলাসে, বা কামোপভোগে কিঞ্চিন্মাত্র স্পৃহাও নাই। "হে নাথ! করুণাসিন্ধো! দীনবন্ধো! কৃপাং কুরু।" এবং হে দেব! আমার প্রতি কৃপা করিয়া, আর আপনি আমাকে মহত্তর অজ্ঞানময়-বিবিধ-দুঃস্বপ্ন দর্শন করাইবেন না।

হে মায়েশ! "মদ্বিধাঃ কতিধা নাথ! নিযোজ্যা ভব-কর্ম্মণি। সন্তি বিশ্বেষু বিধয়ো হে বিশ্বেশ্বর! মামব।" এইকথা বলিয়া, জগতী-ধাতা-বিধাতা সনাতন-ব্রহ্মা শশ্বৎ-শ্রীভগবচ্চরণ-সরোজ-যুগল ধ্যান করিতে করিতে, শ্রীবিশ্বেশ্বরদেবের পাপহর-পুণ্যপ্রদ-নাম-সকল স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, সত্য-সনাতন-শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীপাদ-পঙ্কজে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, চতুরানন-ব্রহ্মা বরপ্রার্থনাবসরে এইমাত্র বর-প্রার্থনা করিলেন যে, হে ভগবন্! আমাকে যদি দয়া করিয়া, আপনি বরপ্রদান করিতেই সমুদ্যত হইয়া থাকেন, তবে হে দেববর! আপনি আমাকে এইমাত্র বর-প্রদান করুন যে, আমার মানস যেন কখনও পরকীয়-বস্তু-সমূহে লোল-ভাবাপন্ন না হয় এবং আপনার শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে যেন আমি শশ্বন্নিশ্চলা অনপায়িনী পরম-প্রেমরূপা পরা-ভক্তিলাভে সমর্থ হইতে পারি।

অপিচ, ভার্য্যাদ্বয়-সমন্বিত-ব্রহ্মা অগ্র্য-বাক্য-সাহায্যে স্তুতি-ছলে পুনরপি এইকথা বলিলেন যে, হে দেবদেবেশ! হে করুণাকর! হে শঙ্কর! আপনাকে নমস্কার। হে প্রভো! করুণাকর! আপনি কৃপা করিয়া, নিষিদ্ধাচরণ-জনিত-মহাপাতক-রাশি হইতে আমাকে রক্ষা করুন। তথা হে প্রভো! শম্ভো! আপনার কৃপা-প্রাচুর্য্য-বশেই

যেন, আর কখনও আমার নিষিদ্ধাচরণে প্রবৃত্তি না হয়, এবং কৃপা-পূর্ব্বক আপনি সদাকাল আমাকে রক্ষা করুন। শশি-সন্নিভ-শ্রীশঙ্কর-দেব জগদ্-বিধাতা-ব্রহ্মার উক্তরূপ-প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, "তথৈ-বাস্তু", এইকথা বলিয়া, পুনরপি গিরিজাপতি-শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্মাকে বলি-লেন যে, হে বিধে! অতঃপর তুমি আর প্রমাদে পতিত হইয়া, নিষিদ্ধা-চরণে প্রবৃত্ত হইও না। কিঞ্চ, হে বিধাতঃ! "উৎপথপ্রতিপন্নানাং পুংসাং শাস্তাস্মি সর্ব্বদা" একথা যেন তোমার সততকাল স্মরণ থাকে।

প্রজাপতি-চতুরানন-ব্রহ্মাকে এইকথা বলিয়া, শ্রীমন্মহাদেব-ভগবতী-গায়ত্রী ও সরস্বতী-দেবীকে মধুর-বাক্যে সুপ্রীণিতা করিয়াই যেন এই বাক্য বলিলেন যে, হে গায়ত্রি! হে সরস্বতি! আমার প্রসাদে তোমাদের ভর্ত্তা সপ্রাণ-সজীব-চতুরানন সমাগত হইয়াছেন! অতএব হে দেবি! গায়ত্রি! সরস্বতি! অধুনা তোমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া, সমাগত-ভর্ত্তা সপ্রাণ-সজীব-চতুরাননদেবের সহিত ব্রহ্মলোকে গমন কর। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব ভগবতী-গায়ত্রী ও সরস্বতী-দেবী-কর্ত্তৃক সংস্থাপিত-তীর্থদ্বয়ের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনপর বহুবিধ-প্রশংসাবাদ-কথন-পূর্ব্বক দেখিতে দেখিতে, সেইস্থান হইতে সর্ব্ব-জন-সমক্ষে ক্ষণ-কাল-মধ্যেই অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে ভগবতী-গায়ত্রী ও সরস্বতী-দেবী গত-প্রাণ-নির্জ্জীব-পতিকে শ্রীশঙ্করদেবের প্রসাদবশে সপ্রাণ-সজীবরূপে প্রাপ্তা হইয়া, মুদান্বিতাবস্থায় পতি-দেবতার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে একাদশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাদশ অধ্যায়

মহাসাধ্বী-মহাসতী-শ্রীমতীভগবতীগায়ত্ত্রী ও সরস্বতী-দেবীকৃত-তপস্যা-সাহায্যে সমারাধিত-সুসন্তুষ্ট-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের অনুগ্রহবলে পুনর্লব্ধ-জীবন-সপ্রাণ-প্রজাপতি-ব্রহ্মা নিজ-পত্নী-দ্বয়-সমভিব্যাহারে ব্রহ্ম-লোকে উপস্থিত হইয়া, স্বীয়-মানসপুত্ত্র-কামদেবের অত্যন্ত-দুর্ব্বিনীত-জনোচিত-ব্যবহার-সকল-স্মরণ করিয়া, মনে মনে "যৎপরোনাস্তি" পরিতাপ, শোক ও গুরুতর-দুঃখ অনুভব-পূর্ব্বক বিপুল-ক্রোধ-সমাবিষ্ট অন্তঃকরণে কামদেবের উদ্দেশে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, রে কামহতক! তুমি পুত্ত্ররূপে পিতার নিকটে বিবিধ-বর ও অস্ত্র-সকল লাভ করিয়াই, তৎপরীক্ষণার্থ যখন যথোচিত-মর্য্যাদা-লঙ্ঘন-পুরঃসর নীচ-দুর্ব্বিনীতোচিত-ব্যবহারানুসরণে ধর্ম্ম-সেতু-বিভেদন-কল্পে পুত্ত্রীর প্রতি পিতাকে কামুকভাবে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া, কার্য্য-সাফল্য-নিবন্ধন মনে মনে আনন্দানুভব-মাত্রই করিতেছ, কিন্তু অদ্যাপি কিঞ্চি-ন্মাত্রও লজ্জাবোধ করিতেছ না, তখন তোমার মত-নীচ-নির্লজ্জ অধম-জনের চিত্র-বিচিত্র-জগচ্চিত্র-সকলের আধার-পট-প্রদেশ হইতে বিলুপ্ত হওয়াই, উচিত বিবেচিত হইতেছে; সুতরাং হে দর্পমোহিত-মদন! তুমি দেবগণের সুমহৎ অতিদুষ্কর কোন একটী কার্য্য-সাধন-পূর্ব্বক ক্রুদ্ধ-শ্রীশঙ্করদেবের ললাট-লোচনানলে নির্দ্দগ্ধ হইয়া, ভস্মীভূত হইবে।

অতিবলবান্ দিধক্ষু-প্রজ্বলিত-পাবকপ্রায় প্রচণ্ডতেজাঃ পদ্মযোনি জগৎপতি প্রজাপতি ব্রহ্মা উক্তরূপে আত্মজ-মনোভবদেবের প্রতি শাপ-প্রদান-পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ আত্ম-স্বাস্থ্য লাভ করিলে পর, প্রজাপতি-মনো-জাতা রোহিস্থতা-দেবী-সন্ধ্যা হরিণীরূপ-পরিহার-পূর্ব্বক আত্ম-প্রায়শ্চিত্ত-চিন্তনে নিযুক্তা হইলেন। পুরাণান্তরালোচনা-প্রসঙ্গে অবগত হওয়া যায় যে, পুষ্পধন্বা কামদেব যে কেবল ব্রহ্ম-বাক্য-সাফল্য-পরীক্ষণার্থ কমলাসন দেবের প্রতিই পুষ্প-সায়ক-মোক্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে

পক্ষান্তরে বসন্ত-সহচর রতি-সহায়-মন্মথদেব প্রজাপতি-ব্রহ্মার প্রতি যেমন পঞ্চ-পুষ্পশর-পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মুনি-মহর্ষি-সমাজের প্রতি এবং তৎকাল-জাতা মহাসতী-সন্ধ্যার প্রতিও স্বীয়-কুসুম-ময়-সায়ক-পঞ্চক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। পৌষ্প-সায়ক-পঞ্চক-প্রক্ষেপণ-ফলে হইয়াছিল এই যে, প্রজাপতি-ব্রহ্মা যেমন মনো-মধ্যে মোহিত হইয়া, ইন্দ্রিয়-বিকার-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ মুনি-মহর্ষি-সমাজ এবং নিসর্গ-সুন্দরী সন্ধ্যাও পুষ্পেষু-শর-শাসিত-মানসে বিকারভাব প্রাপ্তা হইয়াছিলেন।

সর্ব্বলোক-পিতামহ-ব্রহ্মা ও মুনি-মহর্ষি-সমাজ যেমন উদীরিতেন্দ্রিয়া-বস্থায় সবিকার-মানসে মুহুর্ম্মুহুঃ সন্ধ্যাদেবীর সুচারু-মুখ-পঙ্কজ-নিরীক্ষণে তৎপর হইয়াছিলেন, সেইরূপ কন্দর্প-শর-বিদ্ধা, প্রবুদ্ধ-মদনা, নিসর্গ-সুন্দরী, ষোড়শ-বর্ষীয়া সন্ধ্যাদেবীও পিতা প্রজাপতি ও ভ্রাতা অত্রি-প্রমুখ-মুনি-মহর্ষি-বৃন্দ-কর্ত্তৃক কাম-কলুষিত-লোচনে বারম্বার বীক্ষ্যমাণা হইয়া, কন্দর্প-শরপাতজ-কটাক্ষাবরণাদি-ভাব-সকলের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তৎকালে "নিসর্গ-সুন্দরী সন্ধ্যা, তান্ ভাবান্ মদনোদ্ভবান্। কুর্ব্বন্ত্যতিতরাং রেজে, স্বর্ণদীব তনূর্ম্মিভিঃ।" অপিচ, স্বভাব-সুন্দরী সন্ধ্যা কন্দর্প-শর-পাতজ-মদনোদ্ভব-ভাব-সকল প্রকাশ করিতে করিতে, যখন অতিতরাং শোভা প্রাপ্তা হইতেছিলেন, তৎকালেই ভাবযুতা-সন্ধ্যাদেবীকে অবলোকন করিয়া, কন্দর্প-শর-মোহিত-চতুরানন-দেব জাতেন্দ্রিয়বিকারাবস্থায় তাঁহাকে সঙ্গমার্থে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

অতএব সন্ধ্যাদেবী প্রজাপতি-ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক কুসুমেষু-কামদেব অভি-শপ্ত হইলে, অমর্ষ-বশবর্ত্তিনী হইয়া, ক্ষণকালের জন্য ধ্যান-পরায়ণা হই-লেন। অনন্তর মনস্বিনী-সন্ধ্যা ক্ষণ-কাল-মাত্র ধ্যান করিতে করিতেই, সমস্ত-পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত অবগতা হইয়া, তৎকালে পূর্ব্ববৃত্ত-সম্বন্ধে চিন্তা-প্রসূত-জ্ঞান-সাহায্যে আশু এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন যে, জন্ম-গ্রহণ-সমনন্তর-কালেই আমাকে যুবতী ও অতিমাত্র সুন্দরী অবলোকন করিয়া, মদনেরিতাবস্থায় অনুরাগ-সম্পন্ন হইয়া, লোকপিতামহ-ব্রহ্মা আমার প্রতি

সম্ভোগাভিলাষ করিয়াছিলেন এবং উক্তরূপে আমাকেও মর্য্যাদাবিহীনা হইতে দেখিয়াই, ভাবিতাত্মা মানস-সম্ভূত মহাত্মা মুনি-মহর্ষিগণেরও মানস যেমন আমার প্রতি কামভাবাপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ "মমাপি মথিতং চিত্তং, মদনেন দুরাত্মনা। যেন দৃষ্ট্বা মুনীন্ সর্ব্বান্, চলিতং মে মনো ভৃশম্।"

সে যাহা হউক, এতাদৃশ অসৎ পাপকার্য্যের ফলভোগ অবশ্যই সকলেরই হওয়া আবশ্যক। প্রধান অপরাধী, বা পাপী পিতামহ নিজ-কৃত-পাপ-কার্য্যের সমুচিত-ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। মনোভব কামদেবও অধুনা ক্রোধসমাবিষ্ট-প্রজাপতি-পদ্মাসনদেব-কর্ত্তৃক ভীষণতর অভিশাপে অভিশপ্ত হইলেন। তথা বেদার্থ-তত্ত্বজ্ঞ নির্গুণ-মাহেশ্বর-তত্ত্ব-বেত্তা ভাবিতাত্মা মহামুনি-মহর্ষি-সমূহের মানস যদিচ সলিল-সংশ্লেষ-শূন্য-পদ্ম-পত্রের ন্যায় সর্ব্বদা কলুষ লেশ-স্পর্শ-রহিত, তথাপি পাপ আশঙ্কিত হইলে, তৎ-শোধন-কল্পে তাঁহারা তীব্রতর-তপোঽনুষ্ঠান-দ্বারা আত্মীয়াত্মীয়-মনো-মল-সকল মাৰ্জ্জিত করিতে পারিবেন সত্য; কিন্তু এক্ষণে আমার পক্ষে কি করা উচিত? আমার পাপ-ভার ত তাঁহাদিগের পাপভার অপেক্ষা কোন অংশে অল্প অল্পতর নহে। তীব্রতম-তপস্যা-সংস্কৃত-বিচ্ছেদ রহিত-ধ্যান-বারি-প্রবাহে অবগাহন বিনা এই পাপ-পঙ্ক ত কদাপি বিধৌত হইবার নহে। অতএব "মমোচিতং ফলং সর্ব্বং প্রাপ্তুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্॥" অপরথা অর্থাৎ ফলভোগ বিনা আমার এই অত্যুৎকট-পাপের অপর কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অপিচ, অত্যন্ত লজ্জা, ঘৃণা, মানস-ক্ষোভ, শোক, দুঃখ, বা পরি-তাপের বিষয় এই যে, স্বয়ং বেদবক্তা বিধাতা পিতা কমলাসনদেব এবং ভাবিতাত্মা ভ্রাতৃগণ আমাকে অপরোক্ষতঃ সকামা অবলোকন করিয়া, যখন আমার প্রতি সম্ভোগ-স্পৃহা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন আমা অপেক্ষা অধিকতর-পাপকৃত্তম অপর কেহ আছে বলিয়া ত আমার মনে হইতেছে না। কিঞ্চ, সত্য-প্রতিপালন-পূর্ব্বক অকপটে বলিতে হইলে, অবশ্যই বলিতে হইবে যে, "মমাপি কামভাবোঽভূদমর্য্যাদং সমীক্ষ্য তান্।" বলিতে নিতান্ত লজ্জাবোধ হইলেও, জিহ্বা জড় বা সঙ্কোচভাব

ধারণ করিলেও, সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, যুবা, রূপী, বিদ্যাবান্, নীরোগ, দৃঢ়চিত্তবান্, যৌবন-বিলাসী, যুবক, প্রিয়-পতি-জনকে প্রাপ্তা হইয়া, বিলাসিনীযুবতীজায়াজনের যেমন তৎপ্রতি কাম-ভাব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, আমারও ত সেইরূপ "স্বকে তাতে" এবং "সর্ব্বেষু সহজেষ্বপি" কামভাব পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অতএব অবশ্যই "করিষ্যাম্যস্য পাপস্য, প্রায়শ্চিত্তমহং স্বয়ম্।" অবশ্যই আমি উক্তরূপ-মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বয়ং করিব সত্য; তথা "আত্মানমগ্নৌ হোষ্যামি, বেদমার্গানুসারতঃ।" ইহাও ধ্রুব-সত্য বটে; কিন্তু হোমাগ্নিমধ্যে আত্ম-হবনের পূর্ব্বকালে এই ভূমণ্ডলে আমাকে একটী মর্য্যাদা সংস্থাপিতা করিতে হইবে। উৎপন্ন-মাত্রা ন যথা, সকামাঃ স্যুঃ শরীরিণঃ।" অর্থাৎ জন্মগ্রহণানন্তরই প্রাণিগণ মানসে মনোভবদেবের কৌসুম-শর-পঞ্চক-সাহায্যে উন্মথিত, বা মর্য্যাদা-বিহীন অবস্থায় যাহাতে কাম-বিকার-বিলাস-বিবর্দ্ধনে বাধ্য না হয়, "এতদর্থমহং কৃত্বা, তপঃ পরমদারুণম্। মর্য্যাদাং স্থাপয়িত্বৈব, পশ্চাত্ত্যক্ষ্যামি জীবিতম্।"

হায়! আমার যে শরীরে স্বয়ং পিতা ও ভাবিতাত্মা ভ্রাতৃগণ কাম-বিকৃত-চিত্তে স্মরশর-মথিত-মানসে কুৎসিত-কামাভিলাষ করিয়াছেন, সেই পাপ-পঙ্কিল কাম-কলুষ-কলুষিত-কায়ে আমার কীদৃশ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? "যেন স্বেন শরীরেণ, তাতে চ সহজে স্বকে। উদ্ভাবিতঃ কামভাবো, ন তৎ সুকৃত-সাধকম্।" অর্থাৎ আত্মীয় যে শরীর-কর্ত্তৃক নিজ-জন্মদ-পিতা এবং সহজভ্রাতৃগণের প্রতি কামভাব উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেই কামকলুষিত-শরীর কখনই সুকৃত-সাধক হইতে পারে না। স্বভাব-সুন্দরী সন্ধ্যা মনঃ-সাহায্যে এইরূপ চিন্তা, বা বিচার করিয়া, পশ্চাৎ তীব্রতর-তপশ্চরণার্থ দৃঢ়সঙ্কল্পপূর্ব্বক যে পর্ব্বত-প্রবর হইতে চন্দ্রভাগা-নাম্নী পুণ্য-সলিলা স্রোতস্বতী নদী নিঃসৃতা হইয়াছেন, সেই চন্দ্রভাগাখ্য-শৈলবরে গমন করিলেন।

কিন্তু, দ্রুততর-বেগ অবলম্বনে বৈহায়সী-গতি-সাহায্যে রমণীয়-গুণো-দারা, রম্যতরা, রমণী-কুল-শেখর-মণিভূতা, মহনীয়া, কমলাসন-মনোজাতা,

মহামহিমময়ী, মহীয়সী, মানসী-সন্ধ্যাদেবী তথায় অর্থাৎ সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সম্পৎসম্পূর্ণ, সর্ব্বর্ত্তু-শোভন, সতত-সুলভ-সর্ব্ববিধ-পত্র-পুষ্প-ফল-মূল-জলে সন্তত সুখকর, পুণ্যপ্রদ, পুণ্যময়, পুণ্য-পাবন-মুনি-মহর্ষি-জন-নিষেবিত-চন্দ্রভাগাখ্য-শৈলবরে সহসা সমুপস্থিতা হইলে, তৎকাল হইতে "তয়া স শৈলঃ সমধিষ্ঠিতঃ সদা, সুবর্ণ-গৌর্য্যা সুসম-প্রভাভৃতা। সোমেন সন্ধ্যা-সময়োদিতেন, যথোদয়াদ্রি-র্বিররাজ শশ্বৎ।" অর্থাৎ সন্ধ্যা-সময়োদিত সম্পূর্ণমণ্ডল শারদ-সোম-শশধর-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত উদয়াদ্রিরাজ যেমন অপূর্ব্ব-স্বর্গীয়সুসম-সুসদৃশ, বা উৎকৃষ্টতর-শোভাসৌন্দর্য্যের আধার-স্বরূপে পরিণত হইয়া থাকে, সেইরূপ তুলনায় সুবর্ণ-গৌরী-সুসম-প্রভা-শালিনী শোভনা-সন্ধ্যা-সতী-কর্ত্তৃক সদাকাল সমধিষ্ঠিত হইয়া, সেই শৈলবর-চন্দ্রভাগ রমণীয়তর-শোভার আকরে পরিণত হইল।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাদশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনন্তর বিশ্ব-বিধাতা ব্রহ্মা, তপশ্চরণার্থ দৃঢ়-সঙ্কল্প-পূর্ব্বক নিয়তাত্মা দেবী-সন্ধ্যা সেই গিরিবর-চন্দ্রভাগের প্রতি গমন করিয়াছেন, অবগত হইয়া এবং তাঁহাকে সেই চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতের শিখর-প্রদেশে হতাশ-হৃদয়ে মলিন-মুখে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, করুণা-রসার্দ্র-চিত্তে অনুকম্পা-পরবশতা-প্রযুক্ত বেদ-বেদাঙ্গ পারগ, জ্ঞান-যোগী, সর্ব্বজ্ঞ, সংশিতাত্মা, সমীপে সুসমাসীন, স্বীয় সুত শ্রীবশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন-পুরঃসর কহিলেন যে, হে বশিষ্ঠ! তপস্যার্থ ধৃত-কামা, মনস্বিনী, মদীয়া-মানসী-কন্যা-সন্ধ্যা যেখানে গমন করিয়াছেন, তুমি অবিলম্বে তথায় গমন কর এবং সেই চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশে গমন-পূর্ব্বক শীঘ্রতার সহিত এই সন্ধ্যাদেবীকে যথাবিধি দীক্ষিতা কর।

কিঞ্চ, হে বশিষ্ঠ! পূর্ব্বকালে এইস্থানে অর্থাৎ মদীয়-ব্রহ্মলোকে নিজ-মানস, বা আত্মাকে, তোমাদিগকে এবং আমাকে কামুক অবলোকন করিয়া, সন্ধ্যাদেবী নিতান্ত-লজ্জিতা হইয়াছিলেন। "যুষ্মান্ মাঞ্চ তথাত্মানং" সকাম অবলোকন করিয়া, তাঁহার মন্দাক্ষ, মন্দাস্য, বা লজ্জা সমুপস্থিতা হওয়ায়, তদবধি তিনি অন্তর্হৃদয়ে অত্যন্ত-দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন। সম্প্রতি মৎকর্ত্তৃক অপরাধী মদনকে অভিশপ্ত হইতে দেখিয়া, আত্মাপরাধ-স্মরণ-পূর্ব্বক নিজ-পাপের প্রায়শ্চিত্তার্থ উপায়াবধারণকল্পে "অযুক্তরূপং তৎকর্ম্ম, পূর্ব্ববৃত্তং বিমৃশ্য সা। অস্মাকমাত্মনশ্চাপি, প্রাণান্ সন্ত্যক্তুমিচ্ছতি ॥"

অপিচ, সন্ধ্যাদেবী আমাদিগের, তথা, নিজের পূর্ব্ববৃত্ত পূর্ব্বতন সেই সকল-কর্ম্ম বিচার-সাহায্যে অত্যন্ত অযুক্তরূপ বিবেচনা করিয়া, যেমন একদিকে আমাদিগকে, তথা নিজ-প্রাণ-পঞ্চককে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুকা হইয়াছেন, অপর দিকে তিনি সেইরূপ নির্ম্মর্য্যাদ, বা নিয়ম-বিহীন সমস্ত-বিশ্ব-প্রপঞ্চে কঠোরতর-তপঃ-প্রভাবে ন্যায্য-পথ-স্থিতি, বা

সংস্থা, অথবা নিয়মাপরপর্য্যায়-ব্যবস্থারূপা মর্য্যাদা-স্থাপন করিতে অভি-লাষিণী হইয়াছেন।

হে তাতঃ! বশিষ্ঠ! সাধ্বী-সন্ধ্যা তপস্যা করিবার জন্য চন্দ্রভাগ-নামক-ধরাধর-মস্তকে সম্প্রতি গমন করিয়াছেন সত্য; কিন্তু তিনি তপস্যার ভাব কিছুমাত্র অবগতা নহেন। অতএব হে বশিষ্ঠ! সেই সন্ধ্যাদেবী তপশ্চরণ-বিষয়ে যাহাতে যথোপযুক্ত উপদেশ পাইতে পারেন, তুমি সত্বর তাদৃশ উপায় অবলম্বন কর। অপরঞ্চ, হে বৎস! বশিষ্ঠ! তুমি তোমার এই নিজরূপ পরিত্যাগ করিয়া এবং অপর একটী শ্রেষ্ঠোৎকৃষ্ট-পরম-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক সন্ধ্যান্তিকে গমনান্তে তাঁহার প্রতি তপশ্চর্য্যা-বিষয়ে সমুচিত উপদেশ প্রদান কর।

স্বরূপ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক রূপান্তর-পরিগ্রহণের কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বকালে তোমার এই স্বরূপ অবলোকন করিয়া, মনস্বিনী-সন্ধ্যা মানসে যেমন ত্রপা, বা লজ্জা-প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, অধুনা তুমি যদি এই স্বরূপেই তাঁহার সমীপে গমন কর, তাহা হইলে, তিনি তোমার এই পূর্ব্বদৃষ্ট-রূপাবলোকনে ত্বদীয়-মানস-গত-তৎকালীন-কাম-কৃত-বিকার-ভাব-স্মরণ-বশতঃ সেইরূপ মহতী-লজ্জা প্রাপ্তা হইয়া, তোমার সম্মুখে কোন কথাই বলিতে সমর্থা হইবেন না, কিঞ্চিৎ মাত্রও মনোভাব-প্রকাশে কুশলিনী হইবেন না। সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, হে বৎস! বশিষ্ঠ! তুমি "পরিত্যজ্য স্বকং রূপং", রূপান্তর ধারণ করিয়া, মহাভাগা সুবর্ণগৌরীপ্রতিমা-সদৃশী-সন্ধ্যাদেবীকে তপো-বিষয়ক-নিয়মো-পদেশ-প্রদান করিবার জন্য পর্ব্বতরাজ-চন্দ্রভাগের মস্তক-প্রদেশে শীঘ্র-গতি গমন কর।

সর্ব্ব-লোক-পিতামহ-ব্রহ্মার উক্তরূপ আদেশ-বচন-শ্রবণ-পূর্ব্বক অঙ্গীকার-সূচক "তথা", এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া, মহামুনি-ব্রহ্ম-নন্দন-বশিষ্ঠদেবও তরুণ-বয়স্ক-জটাধারী ব্রহ্মচারীর রূপে চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতে সন্ধ্যা-ন্তিকে গমন করিলেন। অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি-বশিষ্ঠ-দেব স্বচ্ছ-সুস্বাদু-সুশীতল-সুগন্ধপূর্ণ-সলিল-রাশি-দ্বারা পরিপূর্ণ, সদ্গুণ-গণে মানস-সরোবর-সম্মিত, সুতত-সুন্দর-দর্শন একটী দেব-সরোবর দর্শন

করিলেন। এবং সুবর্ণগৌরী-সদৃশী সন্ধ্যা সেই সরোবর-তীরে অবস্থিতি করিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার সমীপে গমন করিলেন।

স্থূল-স্থূল-হীরক-খণ্ড-খচিত-সুনীল-চন্দ্রাতপ-কল্প, গ্রহ-নক্ষত্র-তারকা-রাজি-বিরাজিত, প্রদোষ-কালীন-সুবিস্তৃত-গগন-গাত্রে ক্রমশঃ সমুদয়নশীল ইন্দুদেবের অধিষ্ঠানে গগন-মণ্ডলের যেমন অচিরে অপূর্ব্ব-স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য বিকসিত হয়, সেইরূপ শতদল-শোভিত-ফুল্ল-কমল-কুলোজ্জ্বল সেই দেব-সরোবর তীরস্থা সেই সন্ধ্যাদেবীকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া, পরমোৎকৃষ্টা শোভার আধার-স্বরূপে পরিণত হওয়ায়, স্বর্গীয়-সরঃ-শোভা-সৌন্দর্য্য-সম্পৎ-সমাকৃষ্টদৃষ্টি মহামুনি ভগবান্ বশিষ্ঠদেব একবার-মাত্র সরোবর-তীরস্থা সেই সতী-শিরোমণি-সন্ধ্যাদেবীকে অবলোকন করিয়া, তৎসহ স্বল্পতর-সম্ভাষণান্তে সকৌতুকে ফুল্ল-কমল-কুলোজ্জ্বল-বৃহল্লোহিত-সংজ্ঞক সেই দেব-সরোবরের সর্ব্ব-জন-রমণীয়, নয়ন-মনোভিরাম, চেতশ্চমৎকার-জনক, দুঃখ-দারিদ্র্য-দৌর্ম্মনস্য-হর, সুদুর্দ্দর্শ, অথচ অভিনব-সুদৃশ্য-দৃশ্য-দর্শনে পুলকিত-কলেবরে সুদৃশ্য-দৃশ্য-দর্শন-জনিত-বিপুলতর আনন্দ অনুভবে ব্যগ্র হইলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বৃহল্লোহিত-সংজ্ঞক সেই অপূর্ব্ব-দেব-সরোবরের নয়ন-মনো-বিমোহন-দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে দেখিলেন যে, সেই অপূর্ব্ব-দেব-সরোবর, বা কাসার-প্রদেশ হইতে নির্গতা হইয়া, হিমবদ্-গিরি-সংসক্ত, শত-যোজন-বিস্তৃত, যোজন-ত্রিংশদায়াম, কুন্দেন্দু-তুষার-ধবল-গিরিরাজ-চন্দ্রভাগের সুবিপুল-সানু-দেশ নির্ভিন্ন-বিদীর্ণ করিয়া, গুণে গঙ্গা-সমা-চন্দ্রভাগা-নাম্নী তরলতর-তরঙ্গ-তরলা একটী নদী দক্ষিণ-দিগ-ভিমুখে গমন-পূর্ব্বক ক্রমে দক্ষিণ-জলধি-জলে অবগাহন করিতেছেন।

ভগবতী গঙ্গা যেমন হিমালয়-পর্ব্বতের সুদৃঢ়-সানুমুল ভিন্ন করিয়া, ক্রমে সাগরাভিমুখে গমন করিতেছেন, সেইরূপ মহানদী-চন্দ্রভাগা চন্দ্র-ভাগ-পর্ব্বতের পশ্চিম-সানু ভিন্ন করিয়া, সাগরোদ্দেশে গমন-পূর্ব্বক ক্রমে দক্ষিণোদধি-জলে মিশ্রিতা হইতেছেন দেখিয়া, মহামুনি বশিষ্ঠদেব মনে মনে অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ-পর্য্যন্ত এই সুরম্য-দৃশ্য-দর্শন-পূর্ব্বক নয়ন-যুগল পরাবর্ত্তিত করিয়া, মহর্ষি-

বশিষ্ঠদেব ক্রমে চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশস্থ-বৃহল্লোহিত-কাসার-তীর-গতা সন্ধ্যার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু, মহর্ষি-বশিষ্ঠদেব সরোবর-তীর-গতা-সন্ধ্যাদেবীকে অবলোকন করিয়া, আদরাতিশয়-প্রদর্শন-পুরঃসর তাঁহার প্রতি নিম্ন-লিখিতরূপ-প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়োদশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব কহিলেন,—ভদ্রে! তুমি এই নির্জ্জন-মহীধর-মস্তকে একাকিনী কি জন্য আগমন করিয়াছ? হে গৌরি! তুমি কাহার কন্যা? তোমার চিকীর্ষিত কার্য্য কি? এবং তোমার পূর্ণ-চন্দ্রাভ-বদন এরূপ শ্রীহীন ও বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? হে ভদ্রে! আমি এই সকল-প্রশ্নের যথাযথ উত্তর-বচন-শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে দেবি! যদি তোমার পক্ষে নিতান্ত-গোপনীয় না হয়, তাহা হইলে, তুমি আমার কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য মৎকৃত-প্রশ্ন-সকলের যথার্থ উত্তর কীর্ত্তন কর।

ভগবতী-সন্ধ্যা-দেবী মস্তকে জটা-মুকুট-মণ্ডিত, শরীরগত-প্রভা-প্রাচুর্য্য-বৈশদ্যে প্রজ্বলিতপাবক প্রায়, দৈহিক-দার্ঢ্যে শরীরধৃগ্-ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম-সদৃশ তপোধন সেই ব্রহ্ম-নন্দন-বশিষ্ঠদেবকে দর্শন করিয়া এবং মহাত্মা বশিষ্ঠদেবের তথাকথিত-প্রশ্ন-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, সাদরে প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহাকে এইকথা বলিলেন যে, হে দ্বিজোত্তম! আমি যে জন্য এই নির্জ্জন-শৈল-প্রদেশে সমাগতা হইয়াছি, আমার সেই অভিপ্রেতকার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে। অথবা আপনার যখন দর্শনপ্রাপ্তা হইয়াছি, তখন আপনার দর্শন-মাত্রেই হে বিভো! আমার সেই অভীষ্ট-কার্য্য অবশ্যই সিদ্ধ হইবে।

হে ব্রহ্মন্! আমি তপস্যা করিবার জন্য এই নির্জ্জন-শৈল-প্রদেশে আগমন করিয়াছি। আমি লোকপিতামহ-ব্রহ্মার মনো-জাতা-মানসী-কন্যা এবং হে মহর্ষে! আমি লোকে সন্ধ্যা-নামে বিশ্রুতা হইয়াছি। কিন্তু, হে মুনি-সত্তম! আমি তপশ্চরণ-বিষয়ে কোনরূপ উপদেশই অব-গতা নহি। হে মহাত্মন্! তপস্যাধিকারে আমার প্রতি গুহ্য-তত্ত্বোপ-দেশ-কথন আপনার পক্ষে যদি অনুচিত, বা অসঙ্গত-বিবেচিত না হয়, তবে আপনি করুণা করিয়া, গুহ্য-তপস্যাতত্ত্ব-বিষয়ে আমাকে সম্যক্‌রূপ

উপদেশ প্রদান করুন। হে মুনিসত্তম! এতাবন্মাত্রই আমার গুহ্য-চিকীর্ষিত জানিবেন এবং এতদ্ভিন্ন অপর কোনরূপ অভিপ্রায় আমার অন্তরে বিদ্যমান নাই। কিন্তু, আমি তপস্যার ভাব কিছুমাত্র অবগতা না হইয়া, তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। অতএব হে মুনে! আমি সততকাল চিন্তা-বশতঃ পরিশুষ্কা হইতেছি এবং আমার মানসও নিরন্তর পরিকম্পিত হইতেছে।

ব্রহ্ম-নন্দন ভগবান্ বশিষ্ঠদেব সন্ধ্যাদেবীর উক্তরূপ-বচন-সকল শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং সর্ব্ব-তত্ত্বজ্ঞতা-নিবন্ধন শ্রীমতীসন্ধ্যাদেবীকে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন না। অনন্তর সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তৎকালে গুরুজনোচিত-ব্যবহারাবলম্বন-পূর্ব্বক সংযত-চিত্তা তপস্যার্থ বিধৃতাতিশয়-সমুদ্যম-শালিনী শিষ্যপদবী-প্রবিষ্টা-সন্ধ্যাকে শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মন্ত্র-প্রদান-পুরঃসর যথোচিত-শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি-বশিষ্ঠ-দেব কহিলেন,—মন্ত্রী, বা যতিজন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া, শিরঃ-স্থিত অধোমুখ-শ্বেত-সহস্রদল-কমলে সমাসীন-গুরুমূর্ত্তির চিন্তা করিবেন। শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ, ভুজ ও নেত্র-দ্বিতীয়-শোভিত বর ও অভয়-প্রদ-শ্রীশিব-সদ্ভাব-ভাবনা-বশতঃ অতি মনোহর-দর্শন-গুরুমূর্ত্তির চিন্তা করিয়া, পশ্চাৎ সর্ব্ববিধ-বাধা-বিঘ্ন-প্রশমন-কল্পে ভাবোপনীত-গন্ধপুষ্পাদি-দ্বারা পূজানুক্রমানুসারে গুরু-পূজনান্তে সাধকজন বদ্ধাঞ্জলিপুটে গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করিবেন।

অনন্তর প্রাতঃ-প্রভৃতি-সায়মন্ত এবং সায়মাদি-প্রাতরন্ততঃ আমি যে কোন কার্য্য করিব, হে গুরো! জগন্নাথ! তৎসমস্তই আপনার পূজন-স্বরূপে পরিকল্পিত হউক, এইরূপ প্রার্থনা, বা বিজ্ঞাপন-বচন-সাহায্যে গুরুদেবকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, দিবস-ব্যবহারসম্পাদনার্থ তাঁহার অনুজ্ঞালাভে যত্নবান্ হইবেন। অনন্তর গুরু-সকাশাৎ লব্ধানুজ্ঞ, স্বীয়-তল্প-তলে সমকায়-শিরোগ্রীব-ভাবে সমাসীন, জিত-চিত্ত, জিতেন্দ্রিয়-শিষ্য কুম্ভক-যোগে নিজ-প্রাণ-বৃত্তি নিরুদ্ধা করিয়া, মূলাদি-ব্রহ্ম-রন্ধ্রান্ত-শরীরোর্দ্ধভাগ বিদ্যুৎকোটি-সমপ্রভ-প্রণবময় চিন্তা করিবেন।

কিঞ্চ, ধীমান্ সাধক শিরো-নাসিকাসহ বিধিবৎ দেহ বিশোধিত করিয়া, ভূতলে তৃণ-সংস্থাপন ও প্রিয়-দত্তা ভূমি-দেবীকে প্রণাম-পূর্ব্বক গৃহীত-শিশ্নাবস্থায় শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া, সলিলাশয়ে গমন করিবেন। অথবা উদ্ধৃত-জল-সাহায্যে অতন্দ্রিত-যতিজন যথান্যায়ে শৌচ-কার্য্যান্তে হস্ত ও পাদ-দ্বয় বিশোধিতঃ করিয়া, দুইবার আচমন-পূর্ব্বক প্রণব-স্মরণ করিতে করিতে, উত্তরাভিমুখ ও মৌনী হইয়া, দন্ত-ধাবনে প্রবৃত্ত হইবেন। আচারবান্ জন অমা ও একাদশীবিনা অন্য সকল-তিথিযোগে তৃণপর্ণসাহায্যে যাবদ্বিশুদ্ধি দন্তধাবন করিবেন সত্য; কিন্তু অমা ও একাদশী-যোগে দ্বাদশ-গণ্ডূষ-জল-মাত্রসাহায্যে মুখ-সংশোধন-কার্য্য-সম্পাদন করিবেন।

অনন্তর দুইবার আচমন করিয়া, মৃত্তিকা ও তোয়-দ্বারা কটি-শৌচ-বিধানান্তে অরুণোদয়-কালে বুধ-জন মৃত্তিকাসহ যথাবিধি স্নান-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। কিঞ্চ, স্নান-কালে গুরু ও শ্রীপরমেশ্বরাখ্য-সদাশিব-দেবতাকে স্মরণ-পূর্ব্বক শঙ্খমুদ্রা-বন্ধন-সাহায্যে প্রণবোচ্চারণ-পুরঃসর শিরোমণ্ডলে দ্বাদশাবৃত্তি, ষড়াবৃত্তি, অথবা ত্রিরাবৃত্তি অভিষেক করিয়া, স্নান সমাপনান্তে আদরাতিশয়সহ শিষ্য-জন সন্ধ্যাদির আচরণে প্রবৃত্ত হইবেন। অনন্তর সাধক-সত্তম তীরে আগমন, কৌপীন-প্রক্ষালন ও দ্বিধা আচমনপূর্ব্বক প্রণব-সাহায্যেই অঙ্গোপমার্জ্জন-বস্ত্র প্রোক্ষিত করিবেন এবং গুরুসন্নিধানে অবস্থিত হইয়া, প্রথমতঃ মুখ-মার্জ্জন-পূর্ব্বক শিরঃ-প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, সেই অঙ্গোপমার্জ্জন-বস্ত্র-দ্বারাই সর্ব্বতঃ দেহমার্জ্জন করিবেন।

কিঞ্চ, বাগ্‌যত-শিষ্য সডোরক-কৌপীন, অথবা অগ্নি-পরিশুদ্ধ-কৌষেয়-বাসোযুগল কটিদেশে আবদ্ধ করিয়া, যথা শাস্ত্রানুসারে ভস্মাদি-দ্বারা "শিরস্তথ ললাটে চ, বক্ষসি স্কন্ধ এব চ। নাভৌ বাহ্বোঃ সন্ধিষু চ, পৃষ্ঠে চৈব যথাক্রমম্।" ভস্ম-ত্রিপুণ্ড্রাদি-তিলক-ধারণ-পূর্ব্বক গোময়াদি-দ্বারা প্রলিপ্ত-পবিত্র-কীটাদিরহিত-শর্করা-বহ্নি-বালুকাদি-বিবর্জ্জিত-মনো-নয়নানুকূল-স্থানে প্রশস্ত আসনে হস্ত-পাদ-প্রক্ষালনান্তে উপবেশন-পূর্ব্বক যথাবিধি আচমনানন্তর নিজ-গুরুচরণ-ধ্যান করিবেন। পশ্চাৎ

ষট্‌সংখ্যক-প্রাণায়াম ও যথাবিধান ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া, সমাহিত-মানসে শ্রীপরমেশ্বরদেবের ধ্যানে আত্মনিয়োগ করিয়া, ভক্ত-সাধক নিমীলিত-নয়নে অভীষ্ট-দেবতার মনো-মোহন-মধুরতর-মূর্ত্তি, বা শ্রীরূপ-চিন্তা করিবেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্দ্দশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চদশ অধ্যায়

অনন্তর শান্ত, দান্ত, সর্ব্বত্র-নিস্পৃহ, মহামতি সাধক "সদ্যোজাতং প্রপদ্যামীত্যারভ্যোমন্তমুচ্চরন্", দ্বাদশ-গ্রন্থি-ভেদ-পূর্ব্বক আধারোত্থিত-নাদ ব্রহ্ম-রন্ধ্রান্ত উচ্চারণ করিয়া, প্রণব-গোচর, শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ, "দিবি, ভুবি বা" সর্ব্বত্র দ্যোতমান, নিষ্কল, অক্ষর, সর্ব্ব-লোক-কারণ, সর্ব্ব-লোকময়, পরাৎপরতর, অন্তর ও বহির্দ্দেশ পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত, "অণোরণীয়ান্, মহতো মহীয়ান্", প্রকৃত-ভক্তগণের অযত্নতঃ দৃশ্যভূত, অব্যয়াত্মা, ঈশ্বর, ব্রহ্ম-বাসব-বিষ্ণু-রুদ্রাদি-দেবগণেরও অগোচর, বেদ-বেদ্য, বেদ-সারভূত, বিদ্বজ্জনগণেরও বাক্য-মনো-বৃত্তির অবিষয়, আদিমধ্যান্তরহিত, ভব-রোগিগণের ভেষজ-স্থানীয়, সর্ব্বজন-সমাজে শ্রীপরমেশ্বররূপে সমাদৃত ও পূজিত, বিদ্যুদ্বলয়-সঙ্কাশ-জটা-মুকুট-ভূষিত, শার্দ্দূল-চর্ম্ম-বসন-শোভী, কিঞ্চিৎ স্মিত-বিকসিত-মুখ-পঙ্কজে শোভমান, পাণি-পাদতলে ও অধরৌষ্ঠে রক্ত-পদ্ম-দল-প্রখ্য, সর্ব্ব-লক্ষণ-সম্পন্ন, সর্ব্বাভরণ-ভূষিত, অনেকানেক-দিব্যায়ুধবরে যুক্ত, দিব্য-গন্ধানুলেপনে প্রলিপ্ত, আনন-পঞ্চকে শোভিত, ভুজ-দশকে বিলসিত, চন্দ্র-খণ্ড-শিখামণি, সকল-নিষ্কল-ভেদে দ্বিবিধরূপ-বিশিষ্ট সাক্ষাৎ শ্রীসদাশিবদেবের শ্রীরূপ চিন্তা করিবেন।

দৃঢ়ানুরক্ত-স্ব-ধর্ম্ম-পরায়ণ-সাধক সমাহিত-মানসে উক্তরূপে দক্ষিণাভিমুখে অবস্থিত, সুপ্রসন্ন-মুখ, সৌম্য, শুদ্ধ-স্ফটিক-নির্ম্মল, নেত্র-ত্রিতয়োজ্জ্বল, সচ্চিদানন্দ-শিব-বিগ্রহ-শ্রীপরমেশ্বরদেবের ধ্যান করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ মুদ্রা-বন্ধন-পূর্ব্বক ক্রমে আবাহন-স্থাপন-সন্নিরোধ-নিরীক্ষণ-নমস্কার-পুরঃসর পুনর্ধ্যানকালে পরমাভীষ্টতম-সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-শ্রীশঙ্করদেবের বালেন্দু-কৃত-শেখর, ত্রিলোচনারবিন্দাঢ্য, বালার্ক-সদৃশ, প্রভু ও সৌম্য পূর্ব্বমুখ, তথা স্ফুরিতাধর-পল্লব, দংষ্ট্রা-করাল, রক্ত-বৃত্ত-ত্রিলোচন, ভ্রূকুটী-কুটিল, ভয়ঙ্কর, অতএব দুষ্প্রেক্ষ্য এবং নীল-জীমূত-সমান-রুচির-প্রভ-

দক্ষিণমুখ, এইরূপ চন্দ্রার্দ্ধ-কৃত-শেখর, ত্রিনয়ন-শোভিত, সদ্বিলাস-যুক্ত, নীলালকবিভূষিত ও বিদ্রুম-প্রখ্য উত্তরমুখ, তথা মন্দ-স্মিত-মনোহর, সৌম্যতর, চন্দ্র-লেখাধর, লোচন-ত্রিতয়োজ্জ্বল ও পূর্ণ-চন্দ্রাভ-পশ্চিমমুখ এবং "পঞ্চমং স্ফটিক-প্রখ্যং, ইন্দু-রেখা-সমুজ্জ্বলম্। অতীব-সৌম্যমুৎফুল্ল-লোচনত্রিতয়োজ্জ্বলম্।" পঞ্চম ঊর্দ্ধমুখ-কমল চিন্তা করিবেন।

এইরূপে শ্রীআশুতোষদেবের পঞ্চধা শ্রীমুখ-পঙ্কজের চিন্তা করিয়া, সাধক-সজ্জন পরমাভীষ্টতম-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের দক্ষিণ ও বামভাগস্থ নিম্নাদি ঊর্দ্ধান্ত শ্রীকর-পঙ্কজ-পঞ্চকে ক্রমে শূল, পরশু, বজ্র, অনলোজ্জ্বল খড়্গ ও বর, তথা পিনাক, নারাচ, ঘণ্টা, পাশ ও উজ্জ্বল অঙ্কুশ, কিম্বা নাগ, পাশ, ঘণ্টা, ডমরুক ও অঙ্কুশ চিন্তা করিবেন। তথা এই-রূপও চিন্তা করিবেন যে, সর্ব্বশাস্তা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সর্ব্বলোকময়-শরীরের ত্রিভুবন-বন্দিত-কমল-কুসুম-কোমল-শ্রীপাদ-পঙ্কজ-তল দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, জানু-দেশ-পর্য্যন্ত নিবৃত্ত্যাখ্য-কলা-দ্বারা ব্যাপ্ত, জানু-দেশ হইতে নাভি-দেশ-পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাখ্য-কলাদ্বারা ব্যাপ্ত, নাভি-দেশ হইতে কণ্ঠদেশ-পর্য্যন্ত বিদ্যাখ্য-কলা-দ্বারা ব্যাপ্ত, কণ্ঠদেশ হইতে ললাট-দেশ-পর্য্যন্ত শান্ত্যাখ্য-কলা-দ্বারা ব্যাপ্ত, তথা ললাটদেশ হইতে তদূর্দ্ধ-শেষ-সীমা-পর্য্যন্ত শান্ত্যতীতাখ্য-পরা-কলা-দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে।

"পঞ্চাধ্ব-ব্যাপিনং তস্মাৎ, কলা-পঞ্চক-বিগ্রহম্। ঈশান-মুকুটং দেবং, পুরুষাস্যং পুরাতনম্। অঘোর-হৃদয়ং তদ্বৎ, বাম-গুহ্যং মহেশ্বরম্। সদ্যঃপাদঞ্চ তন্মূর্ত্তিং, অষ্টত্রিংশৎ কলাময়ম্। মাতৃকাময়মীশানং, পঞ্চ-ব্রহ্মময়ং তথা। ওঁকারাখ্যময়ঞ্চৈব, হংসন্যাসময়ং তথা। পঞ্চাক্ষরময়ং দেবং, ষড়ক্ষরময়ং তথা। অঙ্গষট্‌কময়ঞ্চৈব, জাতি-ষট্‌কসমন্বিতম্।" শ্রীশঙ্করদেবকে সর্ব্বথা ধ্যান-বিষয়ীভূত করিয়া, নিয়তমানসে প্রণব-প্রোক্ষণ-ক্রমানুসারে ভক্তি-পূর্ব্বক সাধক-জন তাঁহাকে শঙ্খতোয়-সাহায্যে স্নান করাইবেন। স্নাপনের অনন্তর সাধক-সজ্জন "ভবে ভবে নাতিভবে" ইত্যাদি-মন্ত্রপাঠ-পূর্ব্বক অভীষ্ট-শ্রীশঙ্করদেবের পাদ্য-প্রকল্পনা করিবেন, তথা মূলমন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক অর্ঘ্য-দানান্তে "বামায় নমঃ", এই মন্ত্র বলিয়া, আচমনীয় দান করিবেন। "জ্যেষ্ঠায় নমঃ", এই মন্ত্র

বলিয়া, শুভ-বস্ত্র দান করিবেন, "শ্রেষ্ঠায় নমঃ", এই মন্ত্র বলিয়া, যজ্ঞোপবীত দান করিবেন, "রুদ্রায় নমঃ", এই মন্ত্র বলিয়া, পুনরাচমনীয় দান করিবেন, "কালায় নমঃ", এই মন্ত্র বলিয়া, সুসংস্কৃত গন্ধ দান করিবেন, "কল-বিকরণায় নমঃ"—এই মন্ত্র বলিয়া, অক্ষত-পরিকল্পনা করিবেন, "বলবিকরণায় নমঃ", এই মন্ত্র বলিয়া, পুষ্প-সকল দান করিবেন, "বলায় নমঃ", এই মন্ত্র বলিয়া, প্রযত্ন-পূর্ব্বক ধূপ-দান করিবেন এবং "বল-প্রমথনায় নমঃ", এই মন্ত্র বলিয়া, ঘৃত-পূর্ণ-সুপ্রদীপ-প্রদান করিবেন।

পশ্চাৎ অন্যান্য যে কোন পূজোপকরণ প্রস্তুত থাকিবে, তৎসমুদয়-পূজোপচার-সমর্পণ-পূর্ব্বক সাধকসত্তম বিধি-সাধিত-নৈবেদ্য-দান করিবেন এবং পুনরাচমনীয়, পানীয় ও তাম্বূলপ্রদান-পুরঃসর নীরাজনাদি-কার্য্যান্তে "পূজাশেষং সমাপয়েৎ।" এইরূপে ধ্যান ও পূজা-কার্য্য সমাপ্ত করিয়া, সাধক-শ্রেষ্ঠ-ভক্ত-জন অষ্টোত্তর-শত-সহস্র, বা সম্ভবপর হইলে, দশ-সহস্র, অষ্টাদশ-সহস্র, অথবা ততোধিক ইষ্টমন্ত্র জপ করিবেন। অনন্তর আসন হইতে উত্থিত হইয়া, রচিত-পুষ্পাঞ্জলিপুটে অবস্থিত-সাধক শ্রীমন্মহাদেবকে মনে মনে ধ্যান করিয়া, "যো দেবানাং", ইত্যাদি-ক্রমানুসরণে "যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তঃ", ইত্যন্ত জপান্তে পুষ্পাঞ্জলি-দান-পূর্ব্বক বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিবেন। অনন্তর ধীমান্ সাধক "সাষ্টাঙ্গং প্রণমেৎ তঞ্চ, ভক্ত্যা পরময়ান্বিতঃ। পুনঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা, প্রণমেৎ পুনরেকধা।" অনন্তর ভক্তিমান্ সাধক শ্রীশঙ্করদেবের অগ্রে "সাধু-বাসাধু বা কর্ম্ম, যদ্যদাচরিতং ময়া। তৎ সর্ব্বং ভগবন্! শম্ভো! ভবদারাধনং পরম্।" "ভবতু ভবৎপ্রসাদাৎ" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, পূজা-কার্য্য সমাপ্ত করিবেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চদশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—ষোড়শ অধ্যায়

অনন্তর ব্রহ্মনন্দন ভগবান্ বশিষ্ঠদেব পুনরপি শ্রীমতীসন্ধ্যাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ভদ্রে! এই আমি তোমার উপযুক্তরূপে অতি-সংক্ষেপে তোমার সমক্ষে বিদ্বজ্জনানুষ্ঠিত সাধারণতঃ তপস্যার ভাব কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে মৎকথিতানুরূপ-পদ্ধতি অবলম্বনে তুমি শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনায় আত্ম-নিয়োগ কর। উক্তরূপে যোগধর্ম্মের আশ্রয়-গ্রহণ করিলে, হে সন্ধ্যে! যোগ-ধর্ম্ম তোমা কর্ত্তৃক পরিষেবিত হইয়া, স্বয়ং তোমার প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক তোমার উপাধ্যায়ের কার্য্য করিবেন, সন্দেহ নাই। একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমি এক্ষণে তোমাকে যে সুবিপুল-শিবোপাসনা-তত্ত্বের সঙ্ক্ষিপ্ত উপদেশ-দান করিলাম, এই উপাসনা-পথে তুমি যেরূপ অগ্রসর হইবে, তোমার জ্ঞানও ক্রমশঃ তদনুরূপ-বিকাশ-প্রাপ্ত হইবে এবং ক্রমশঃ বিবৃদ্ধ-জ্ঞান-বিজ্ঞান-বলে, তথা আমার বর-প্রভাবে তুমি এতদপেক্ষা অধিকতর শ্রীশিবোপাসনা-তত্ত্বাবগমে অধিকারিণী হইবে।

অধুনা আমার এতাবন্মাত্র বক্তব্য যে, তুমি ঐকান্তিকী-ভক্তির সহিত যিনি সূর্য্য, চন্দ্র, বা অগ্নি-প্রভৃতি-তেজঃ-পদার্থ-সকলের মধ্যে পরম-মহত্তেজঃ-স্বরূপ, যিনি সর্ব্ববিধ-তপস্যার মধ্যে পরম-মহত্তপঃ-স্বরূপ, যিনি সমারাধ্য-অন্যান্য-দেব-সমূহের মধ্যে পরমারাধনীয়, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বিধ-ফলের একমাত্র প্রদাতা ও আদি-কারণ, সেই সর্ব্ব-লোকৈককর্ত্তা, সর্ব্বলোকৈকভর্ত্তা, সর্ব্বলোকৈক-সংহর্ত্তা শ্রীশঙ্কর-দেবকে সর্ব্ব-প্রযত্নে হৃদয়ে ধারণ কর, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড-নিচয়ের আদ্য-কারণ একমাত্র পরম-মহেশ্বর সেই পুরুষোত্তম শ্রীশঙ্করদেবের ভজন কর, এবং শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশ, কমল-দল-বিশাল-ললিত-লোচন-ত্রিতয়ে মনোহর-দর্শন, বৃষভবরোপরি বিকসিত-সিত-শতদল-শোভন-সরসিজাসনে পদ্মাসনে

সমাসীন, শান্ত-মূর্ত্তি, পারিজাত-প্রসূন-রচিত-মনোহর-মাল্য-সমূহে শোভিত, তথা "কেয়ূর-কুণ্ডল-ধরং, কিরীট-মুকুটোজ্জ্বলম্। নিরাকারং জ্ঞানগম্যং, সাকারং দেহধারিণম্। নিত্যানন্দং নিরালম্বং, সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্যগম্।" শ্রীপরমমহেশ্বরদেবকে পূর্ব্বকথিত-শ্রীশিব-ষড়ক্ষর-মন্ত্র-জপ-সাহায্যে মনে মনে চিন্তা কর।

হে সন্ধ্যে! তোমার তপস্যারম্ভের অনন্তর কর্ত্তব্য হইতেছে যে, তুমি তপস্যারম্ভ করিয়া, মৌনাবলম্বনে স্নান করিবে, মৌনাবলম্বনে শ্রীশঙ্করদেবের পূজা করিবে এবং প্রথম ও দ্বিতীয়-দিবসে পূজাবসানে ষষ্ঠকালে মৌনাবলম্বনে পর্ণ ও জলমাত্র আহার করিবে, তথা তৃতীয়-দিবসের ষষ্ঠকালে পর্ণ, বা জল-মাত্রও আহার না করিয়া, উপবাস করিয়া থাকিবে। এইরূপ চতুর্থ ও পঞ্চম-দিবসে ষষ্ঠ-কালে পর্ণ-জলাহার করিবে এবং ষষ্ঠ-দিবসের ষষ্ঠকালে পর্ণ-জলাহারও বর্জ্জন-পূর্ব্বক অনাহারে থাকিবে। এইরূপ নিয়মে অর্থাৎ প্রতি প্রথম ও দ্বিতীয়-দিবসে ষষ্ঠ-কালে পর্ণ-জলাহার এবং প্রতি তৃতীয়-দিনে অনশন-লক্ষণ-ব্রতাবলম্বনে যাবৎ তোমার তপস্যার পরিসমাপ্তি না হয়, অর্থাৎ যাবৎ তুমি তোমার অভীষ্টতম-দেবদেব-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সাক্ষাৎকারলাভে সমর্থা না হও, তাবৎ অবস্থিতি করিবে এবং অনিষিদ্ধ প্রতি ষষ্ঠ-কালেই পর্ণ-জলাহার করিবে; তথা ষষ্ঠকালাতিরিক্ত-কালে ব্যতিক্রমে কদাচ আহার-ক্রিয়া-সম্পাদন করিবে না।

কিঞ্চ, হে সন্ধ্যে! তুমি যদি বৃক্ষজাত-বল্কল-বসনে স্বীয়-শরীর সমাবৃত করিয়া, যথাকালে ভূমিতলে শয়ন-পূর্ব্বক পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-মৌনী-তপস্যার অনুষ্ঠান কর, তবে মৌনী-তপস্যাখ্যা-ব্রতচর্য্যা তোমার পক্ষে অবশ্যই ফলপ্রদা হইবে! হে সন্ধ্যে! তুমি "এবং তপঃ সমুদ্দিশ্য কামং চিন্তয় শঙ্করম্। স তে প্রসন্ন ইষ্টার্থং, নচিরাদেব দাস্যতি।" অনন্তর ব্রহ্মনন্দন ভগবান্ বশিষ্ঠদেব শ্রীমতীসন্ধ্যাদেবীকে উক্তরূপে তপস্যার ক্রিয়া, ভাব, চর্য্যা, বা অনুষ্ঠান-প্রকার উপদেশ করিয়া, যথান্যায়ে তাঁহার সহিত আভাষণ-পূর্ব্বক সেইস্থানেই দেখিতে দেখিতে সহসা অন্তর্হিত হইলেন। মহামুনি ভগবান্ বশিষ্ঠদেব সন্ধ্যাদেবীকে

উপদেশ-দান করিয়া, অন্তর্হিত হইলে, সন্ধ্যাদেবীও "তপসঃ ক্রিয়াং" "তপসো ভাবং" অবগতা হইয়া, বিশেষরূপ আনন্দ অনুভব-পূর্ব্বক পূর্ব্বোদ্দিষ্ট-বৃহল্লোহিত-সরোবরতীরে স্বীয় আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেইস্থানে দৃঢ়তর-চিত্তে তপস্যারম্ভ করিলেন।

চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতস্থ-বৃহল্লোহিত-কাসার-তীরগা সন্ধ্যাদেবী ভগবান্ বশিষ্ঠদেব-কর্ত্তৃক যথোক্ত-তপঃ-সাধন-মন্ত্র এবং পূর্ব্বপ্রতিপাদিত-মৌনী-তপস্যাখ্যা-ব্রতচর্য্যা-সাহায্যে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবকে হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে সুসংস্থাপিত করিয়া, তদ্গত-মানসে পরম-প্রেমভরে সম্যক্রূপ-পূজন-দ্বারা তাঁহার সন্তোষ-সম্পাদনে তৎপরা হইলেন। শ্রীমতীসন্ধ্যা-দেবী তৎকালে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই সংসার-মণ্ডলে একমাত্র শ্রীশঙ্করদেব-ব্যতিরেকে অপর কেহই আমার মানস-সন্তাপোপশমনে সমর্থ নহেন। কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রয়-গ্রহণ-ব্যতীত মদীয়-চিত্তোপতাপ-নিবারণে অপর কোনরূপ প্রতীকার অর্থাৎ কমলাসন-কামদেব-কৃত-পীড়ার প্রতিক্রিয়ারও সম্ভাব দেখিতেছি না। অতএব "সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বধিয়া, সর্ব্ব-সংরম্ভ-রংহসা। স এব শরণং দেবো, গতিরস্তীহ নান্যথা।" অর্থাৎ এই জগন্মণ্ডলে সর্ব্ববস্তু-স্বভাব-লক্ষণ-সর্ব্বাত্ম-সাহায্যে সর্ব্বধী, বা সর্ব্ববিধ-বুদ্ধিভেদ-সাহায্যে সর্ব্ব-সংরম্ভ-রংহঃ অথবা সর্ব্ববিধ-ক্রিয়োদ্যোগ-সাহায্যে শরণার্থী জনসকলের সেই সর্ব্ব-সিত-শ্রীশঙ্করদেবই একমাত্র শরণ, রক্ষক, বা আশ্রয়-স্বরূপ এবং প্রকারান্তরে অপর কোনরূপ গতি নাই।

অপিচ, লোকত্রয়ান্তরে শ্রীশঙ্করদেব অপেক্ষা বল-বীর্য্য-পৌরুষে, বা অপরিসীম-মাহাত্ম্য, কিম্বা ঐশ্বর্য্যবত্তায় "অধিকঃ কশ্চিদস্তি" এরূপ ত মনে হয় না। কারণ, একমাত্র শ্রীশঙ্করদেবই "প্রলয়-স্থিতি-সর্গাণাং" কারণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। অনন্তর সন্ধ্যাদেবী চিন্তা-সাহায্যে উক্তরূপ-নিশ্চয় করিয়া, তৎ-প্রতিপত্তি-বিষয়ে দৃঢ়তর-সঙ্কল্প করিলেন। দেশ, কাল, ও বস্তু-কৃত ভেদ-পরিহার-পূর্ব্বক সদাকালের জন্য সর্ব্বত্র সর্ব্ব-ভাবে ভগবৎ-প্রতিপত্ত্যর্থে আমি এই নিমেষ হইতে আরম্ভ করিয়া, অজ-নিত্য-শাশ্বত-পুরাণ-পুরুষ-পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের নিত্যানন্দময়-স্বরূপ-

প্রাপ্তা হইলাম, "বিশ্বেশ্বরময়ী হ্যহম্" এইরূপ শ্রীভগবৎ-স্বরূপ-প্রতিপত্তির অনন্তর সন্ধ্যাদেবী নিরন্তর তৎ-স্বরূপ-প্রতিপত্তির, বা প্রাপ্ত-স্বরূপের ধারণানুস্মরণ ও জপসাধনভূত-শ্রৌত-তদীয়-মন্ত্র অনুস্মরণ-পূর্ব্বক নিরন্তর শ্রীশঙ্করদেবের মন্ত্রজপ-সঙ্কল্প করিলেন।

অনন্তর অভুক্ত শুচি অবস্থায় মন্ত্রিজনের পক্ষে শুদ্ধ-দেশে জপার্হ-সপ্রণব শ্রীশিব ষড়ক্ষর মন্ত্র এবং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় নিরন্তর জপার্হ-নিষ্প্রণব-শ্রীশিব-পঞ্চাক্ষর, এই উভয়বিধ-মন্ত্র-জপের সঙ্কল্প করিয়া, শ্রীমতী সন্ধ্যাদেবী মনে মনে শ্রীশঙ্করদেবের নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিলেন যে, হে দেব! সদাশিব! আকাশ হইতে মারুত যেমন কদাপি অপগত হয় না, সেইরূপ আপনার সর্ব্বার্থ-সাধক-তথাবিধ-মন্ত্র যেন আমার হৃদয়-কোশ হইতে কদাপি অপগত না হয়। হে দেব! আমি যেন মানস-কোশে নিরন্তর আপনার সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়ক-শ্রীমন্ত্রের মুখ্য-মানস-জপে সম্যক্‌রূপে অধিকারিণী হইতে পারি।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে ষোড়শ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তদশ অধ্যায়

সর্ব্ব-দেশ-কাল-বস্তু-স্বরূপে "অস্মান্নিমেষাদারভ্য, বিশ্বেশ্বরমজং সদা। সম্প্রপন্নাঽস্মি সর্ব্বত্র, বিশ্বেশ্বরময়ী হ্যহম্।" এইকথা বলিয়া, শ্রীমতীসন্ধ্যাদেবী যে শ্রীবিশ্বেশ্বর-স্বরূপিণী হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা আমি বলিয়া আসিয়াছি। সর্ব্বত্র "বিশ্বেশ্বরময়ী হ্যহম্", এই নিজা উক্তিকে বিশদতরা করিবার জন্য পুনরপি সন্ধ্যাদেবী বলিলেন যে, শ্রীবিশ্বেশ্বরদেব আশা, বা দিক্‌স্বরূপে দশ-দিকে অবস্থিতি করিতেছেন, শ্রীবিশ্বেশ্বরদেব ব্যোম, বা আকাশ-স্বরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্ত-র্বহি-র্দ্দেশ পরিপূর্ণ করিয়া, অবস্থিতি করিতেছেন, শ্রীবিশ্বেশ্বরদেব উর্ব্বী, বা ধরিত্রী-রূপে ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন, অধিক কি শ্রীবিশ্বেশ্বরদেবই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-জগৎ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; সুতরাং আমিও অমে-য়াত্মা শ্রীবিশ্বেশ্বরদেব হইতে ভিন্না নহি। অতএব আমি শ্রীবিশ্বেশ্বর-দেব হইতে অভিন্না হইয়া, শ্রীবিশ্বেশ্বরময়ী হইব না কেন?

শুনিয়াছি, স্বয়ং দেবভাবে ভাবিত দেব-স্বরূপ হইয়া, দেবতার অর্চ্চনা করিতে হয় এবং স্ত্রীময়-জাল্মের ন্যায় ভাবনা-কৃত-তদ্ভাব-বশে স্বয়ং শ্রীবিশ্বেশ্বরপ্রায় হইয়া, শ্রীবিশ্বেশ্বরদেবের পূজা করিলেই, পূজার যথোক্ত-ফলভাগী হওয়া যাইতে পারে। অন্যথা অবিশ্বেশ্বর-ভূত-জন শ্রীবিশ্ব-নাথ দেবের পূজা করিয়া, কখনই পূজা-ফল-ভাক্ হইতে পারে না। স্বয়ং পূজ্য-দেবতা-প্রায় হইয়া, পূজনীয়া দেবতার পূজা করিতে হইবে, এইরূপ কল্পনা করিবার কারণ এই যে, "নাবিষ্ণুঃ পূজয়েদ্বিষ্ণুং, নাশিবঃ পূজয়েচ্ছিবম্।" এতাদৃশ-বিধি-বাক্যই ভক্ত-দেবতা-পূজক-লোক-সকলকে অগ্রে দেবতাপ্রায় হইয়া, পশ্চাৎ তাদৃশ-দেব-ভাবাপন্ন-দেহাবয়বে দেবতা-পূজা করিতে অনুরোধ করিতেছেন। অতএব শ্রীশিব-স্বরূপ হইয়াই, যদি শ্রীশিব-পূজা করিতে হয়, তবে আমি এই এখনই শ্রীশিব-স্বরূপে অবস্থিতা হইলাম।

জীব-মাত্রই যদি শিব হয়, তবে সন্ধ্যা-নামা যে জীব-রূপী শিব, সেই শিব-স্বরূপ হইতে, অর্থাৎ আমা হইতে সত্য-সনাতন অনাদি-নিধন-পুরাণ-পুরুষ বিশ্ব-স্রষ্টা বিশ্বনাথরূপ-শিবস্বরূপ অন্য, ভিন্ন, বা পৃথগ্-ভাবে অবস্থিত হইবেন কিরূপে ? ফলতঃ যিনি শিব, তিনিই সন্ধ্যা-নামা এবং সন্ধ্যা-নামা শিব হইতে প্রপঞ্চ-নির্ম্মাতা পঞ্চানন-শিব কদাপি ভিন্ন নহেন। শ্রুতি-গ্রন্থে অন্য-দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বা বোদ্ধা প্রতিষিদ্ধ হওয়ায়, "মত্তঃ প্রতীচঃ", অর্থাৎ মদীয়-পারমার্থিক-প্রত্যক্-স্বরূপ হইতে আত্মান্তরভূত অন্য, ভিন্ন, পৃথগ্ দ্রষ্টা শিবের সম্ভাব না থাকা প্রযুক্ত, আমিই ত দেখিতেছি, এখন প্রমাণ-বিধুর-মদীয়-চৈতন্যঘন-প্রত্যক্-স্বরূপে অন্ত-র্ব্বহিঃ সর্ব্বতঃ পরিব্যাপকভাবে অবস্থিতি করিতেছি।

এইরূপ নিশ্চয়বতী-কমলাসন-নন্দিনী-সন্ধ্যাদেবী নিজ-বেদ-বেদ্য অপ্রমেয়-চৈতন্যঘন-প্রত্যক্-স্বরূপকে শিবময়-সর্ব্ব-ব্যাপকরূপে অবগতা হইয়া, হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে সন্নিবিষ্ট, সুশ্বেত-সুন্দর, ভুবন-মোহন-শ্রীশঙ্কর-দেবের বাহন, আয়ুধ, আভরণ ও শরীরাদির প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ব্বক মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, আমি যদি প্রত্যক্-চৈতন্য-ঘন-স্বরূপে শিবময়ীই হই, তবে আমার অনুরূপ-বাহন, আয়ুধ, আভরণ-প্রভৃতিও ত হওয়া আবশ্যক ; হায় ! আমার বাহন-ভূষণাদি কোথায় রহিয়াছে ? বরবর্ণিনী-সন্ধ্যাদেবী যখন খেদ ও বিস্ময়-সূচক-কণ্ঠস্বর-সাহায্যে সহসা আপনি আপনি উক্তরূপ-প্রশ্ন করিয়া, হতাশভাবে আকাশতলে যুগপৎ যুগল-লোচনের দৃষ্টি সঞ্চালিতা করিলেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীপরমেশ্বর-দেবের অনুগ্রহেই যেন, তদ্ভাব-ভাবিত-মানসে সুধা-ধবল, তুষার-শুভ্র, তুহিনাচল-কল্প-বৃষভবরকে গগন-গাত্রে অবলোকন করিয়া, অতীব আনন্দ-ভরে বলিয়া উঠিলেন যে, এই ত সম্পূর্ণাবয়ব-সুধাকর-শুভ্রাঙ্গ-বৃষভবর এই অনন্ত আকাশ-বিবর পরিপূরিত করিয়া, অবস্থান-পূর্ব্বক মদীয় অঙ্গ-সকলের আসনভাব প্রাপ্ত হইতেছে।

কর-সকলের শাখারূপ অঙ্গ-সমূহে এক-বিশ্রান্ত-নিত্য-বিশ্রান্ত-হেতি-সমুদায়াত্মকশূল, বা বজ্রখড়্গ-পরশু-প্রভৃতি আয়ুধ লক্ষণ-বিহঙ্গম-নিচয়ে পরিশোভিত, সুধাংশু-সম-সমুজ্জ্বল-নখাংশুরূপ-মঞ্জরী-সমূহে সমাকীর্ণ,

অতএব মহাস্ফটিক-মণি-দ্রুমভূত, মৃদু-মন্দার-দামদিগ্ধ অংস-মণ্ডল, বা মূল-প্রদেশ-সাহায্যে সমলঙ্কৃত, সমুদ্র মথন-কালে সমুৎপন্নকাল-কূটাখ্য-হালাহলের তীব্রজ্বালা-মালা-মালিত-বিবৃদ্ধ-বিষম-বিষ-পুর-বেগ-বশে বিবর্ণতা-প্রাপ্ত-শ্যামীভূত-নীলীভূত-বিষ্ণু-প্রভৃতি-ত্রিদিববাসি-বিবুধ-বৃন্দের বিষ-বেগ-সমুত্থ-বিপদ্-বারণার্থ সুরা-সুর-নর-কিন্নর-কৃতার্চ্চনা-সহকৃত-সমারাধনা-সমাকৃষ্ট ; সুতরাং অশেষ-সলিলাশয়-স্বরূপ-সাগর-সমীপে সমাগত, সর্ব্ব-সুরা-সুর-দুঃসহ-করাল-হালাহল-জ্বালা-মালা-পরিব্যাপ্ত-দগ্ধ-দিগ্-দিগন্তরাব্রহ্ম-সদোদয়-স্বীয়-জগজ্জাল-সাম্রাজ্যসংরক্ষণ-কল্পে প্রবৃদ্ধ-বিষম-বিষ-পূর-পানার্থ সমুদ্ভূত, প্রত্যক্-চৈতন্য-ঘন-শঙ্কর-শরীরভূত-মদীয়-দেহে দশধা বিলসিত, মন্থন-দণ্ডভূত-মন্দর-গাত্র-গতাবশিষ্ট-বিষনিঃশেষণার্থ আকৃষ্ট-ভুজ-বন-বেষ্টিত তাদৃশ-মন্দরাচল-গাত্রে বিঘৃষ্ট, কনক-মণিময়-কেয়ূরাদিবিবিধালঙ্কার-নিকরে অলঙ্কৃত, নাগ-বলয়-বিভূষিত এই না আমার সেই বাহু-দশক বামে ও দক্ষিণে ভাগ-দ্বয়ে বিভক্ত হইয়া, পরম-রমণীয়-শোভা প্রাপ্ত হইতেছে ?

চলচ্ছশিকলাপূর-চারু-চামর-ধারিণী-দেব-বিলাসিনী-বৃন্দ-বন্দিতা, সেবিতা, ক্ষীরোদ-সাগর-গর্ভসদৃশ-শীতল-সুপবিত্র-মেনকা-গর্ভকুহরোত্থিতা, মহার্হ-মণি-মাণিক্য-খচিত-কল্পপাদপ-প্রসূত-বসন-সমাবৃতা, বিবিধ-বিচিত্র-বিশিষ্ট-বিভূষণ-সমূহে বিভূষিতা এই না আমার পার্শ্বগা-পার্ব্বতীদেবী স্নেহ-স্নিগ্ধ-নয়ন-ত্রিতয়ে জগদ্বাসী জীব-জাতের প্রতি কৃপা-দৃষ্টি-পাত-পূর্ব্বক তাহাদিগকে সমাশ্বস্ত করিতেছেন ? "হেলয়া" বা প্রযত্নায়াসাঙ্গীকার-বিনা চতুর্দ্দশ-ভুবনস্থ-জন-গণকে বিলুব্ধ, বিলোলুপ, শ্রবণ-সম্পৃহীকৃত করিয়া, ত্রৈলোক্য-লক্ষণ-তরু-মঞ্জরীপ্রায়া, অমল-ভাসিনী, মধুর-হাসিনী, মধুরভাষিণী এই না আমার পার্শ্বগতা মূর্ত্তিমতী অচলা-কীর্ত্তি-দেবী বিরাজ করিতেছেন ? অনারত অবিরত নব-নব-জগজ্জাল-নির্ম্মাণ-কারিণী, স্বপ্রসূতেন্দ্রজালবতী, গুণ-ত্রয়-বিলাসিনী, বিষ্ণু-বিরিঞ্চি-প্রমুখ-বিবিধ-বিবুধ-বৃন্দ-বন্দিতা এই না আমার অপর-পার্শ্বগতা পরম-ব্রহ্মমহিষীমহাদেবী-মায়া অবস্থিতি করিতেছেন ?

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তদশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টাদশ অধ্যায়

অপিচ, "হেলয়া" বা প্রযত্নাপেক্ষা-বিনা অবলীলাক্রমে ত্রৈলোক্য-মণ্ডলস্থ-মহামহীরুহ-সকলকে আক্রমণ-পূর্ব্বক তাহাদিগের পত্র-পুষ্প-ফলসমৃদ্ধি-সমুন্নতি-শ্রীসৌন্দর্য্য-সম্পত্তি-প্রাপ্তি-জনিত-দর্পাভিমান, বা গর্ব্ব খর্ব্ব-খণ্ডিত করিয়া, দেব-পাদপ-কল্পতরুর পার্শ্বে অবস্থিতা কল্পলতিকার ন্যায় "জয়ঃ কল্যাণ-বচনো, হ্যাকারো দাতৃবাচকঃ। জয়ং দদাতি যা নিত্যং, সা জয়া পরিকীর্ত্তিতা।" এইরূপ কৃত-নির্ব্বচনা এই না সেই সর্ব্বতো-জয়দায়িনী পার্ব্বতী-সখী-জয়াদেবী উচ্চ উচ্চতর পদ, অধিকার, আধিপত্য, উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য, উৎকৃষ্ট-ভোগ, স্থির-যৌবন-সৌন্দর্য্য-প্রভৃতির প্রাপ্তি-জনিতদর্প-গর্ব্বাভিমানে দর্পিত-গর্ব্বিতাহঙ্কৃত অসুর ও দেবগণের দর্প-গর্ব্বা-ভিমান-হরণ, বা খণ্ডন-পুরঃসর আমারই পার্শ্ব-দেশে পরিস্ফুরিতা হইতেছেন ?

এই না আমার মুখ-মণ্ডল-মধ্যে সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণ-ভেদে বিশিষ্ট-লোচন-ত্রিতয়রূপে অবস্থিত নিত্য-শীত, তথা নিত্য উষ্ণ-স্বভাব শীতাংশু-সুধাকর ও তিগ্মাংশু-দিবাকর-বিভাকরদেব নিয়তকাল সমগ্র-সংসারকে প্রকটীকৃত করিতেছেন ? এই না আমার জল-সম্পর্ক-শূন্য-শ্বেতবর্ণ-মেঘ-সম-সুন্দরী, শ্বেত-শতদলাবদাতা, শ্বেতীকৃত-ককুভ্-চক্রা, বিসর্পিণী-দেহ-দীপ্তি, বা শরীর-কান্তি সহস্র-সহস্র-ধারে বিসৃতা হইতেছে ? এই না আমার হস্তে বর্ণে ক্ষীরোদ-সাগর-সম-শুভ্র, মূর্ত্তাকাশবৎ নিরন্তর-শব্দাত্মা, অতএব স্ফুরদ্ধ্বনি-ডমরু সংস্থিত রহিয়াছে ? এই না সুমেরু-শিখরো-পমা, রত্ন-চিত্রাঙ্গী, দেব-দৈত্য-দানব-মর্দ্দিনী-গুর্ব্বী-হেমাঙ্গদা-গদা-গ্রহণ-পূর্ব্বক বীরভদ্র আমার আজ্ঞা-প্রতীক্ষা করিতেছে ? পূর্ব্বকালে জলন্ধর অসুরকে বধ করিবার জন্য আমি লীলা-মাত্র-বশে পাদাঙ্গুষ্ঠ-সাহায্যে সাগর-জলে যে রথাঙ্গ, বা সুদর্শন-চক্র-নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, সেই রৌদ্র আয়ুধ অর্থাৎ অসংখ্য-দৈত্য-দানব-বিমর্দ্দী ; সুতরাং অসুর-রুধিরাক্তা-

প্রযুক্ত নিজাঙ্গ-গত-রক্তিম-রাগ-প্রাচুর্য্য-বশে দিক্-সকলকে পরিতঃ শ্বেত-রক্ত বা পাটল-বর্ণ-যুক্ত করিয়া অবস্থিত, পর্য্যন্তভাগে জ্বালা-জটিল, উগ্রদর্চ্চিঃ, ভাস্কর-সমানাকার, দৃশ্যে ও নামে সুদর্শন-চক্র-লাভার্থ এই না কমলাপতি-বিষ্ণু উৎপাটিত-নিজ-লোচন-শতদল পূজোপহাররূপে অর্পণ-পূর্ব্বক আমার পূজা করিতেছেন ?

কেতু বা ধূম-রেখা-বিশিষ্ট অনলের ন্যায় সুন্দর, অতএব অসিত, বা কৃষ্ণাভ, অথচ প্রজ্বলিত-প্রায়, অমর-নিকরের মানসে অসীম আনন্দপ্রদ, কুঠারবৎ দৈত্য-বৃক্ষ-সকলের ছেত্তা এই না খড়্গ আমার হস্তে বিলসিত হইতেছে ? শর-ধারা-সকলের বর্ষণে পুষ্কর, আবর্ত্তক, সম্বর্ত্ত ও দ্রোণ-নামা মেঘের তুল্য, ভার-সহনে অহীন্দ্র অনন্ত, বা শেষ-নাগ-সদৃশ, দৃশ্যে মহার্হ-নানা-মণি-বিচিত্র-শক্র-কার্ম্মুক-সুন্দর এই না সেই পিনাক-ধনুঃ আমার হস্তে শোভা-প্রাপ্ত হইতেছে ? এই না আমি সম্প্রতি-জাত, চির-বিনষ্ট, চির-জাত এবং ভাবী, এই চতুর্ব্বিধ-ভেদ-ভিন্ন অনন্তকোটি-জগজ্জাত চিরকালযাবৎ নিজ-জঠর-বিবরে ধারণ করিতেছি ? এই মহীই না আমার চরণ-যুগলরূপে, এই গগন-মণ্ডলই না মদীয়-মস্তকরূপে, এই জগৎত্রিতয়ই না আমার শরীররূপে এবং এই দিক্সকলই না আমার কুক্ষি-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে ? এই না প্রজ্বলিত-প্রলয়-পাবক-সম-ত্রিশূল আমার হস্তে অবস্থিত রহিয়াছে ?

এই না আমি শ্বেত-মেঘোদর-দ্যুতি-শূল, খড়্গ ও বজ্রাদি আয়ুধ-শোভিত, নাগেন্দ্র-চর্ম্মবসন, নাগেন্দ্র-হার, মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চ্চিত, মন্দার-পুষ্প-বহুপুষ্প-সুপূজিত, চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানর-লোচন, ভস্মাঙ্গরাগ-সম্পন্ন, নাগযজ্ঞোপবীতী, চতুর্দ্দিকে অমর-নিকর-কর্ত্তৃক সংস্তুত, বৃষভ-পর্ব্বতবরে পদ্মাসনে সমাসীন, রজতাচল-সন্নিভ, চারু-চন্দ্রার্দ্ধ-ধারী, ত্রিভুবনৈকনাথ সাক্ষাৎ শ্রীবিশ্বনাথ-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছি ? বেগ-বান্ পবনদেব আবির্ভূত হইলে, তরল-সঞ্চার-শুষ্ক-তৃণ-পর্ণ-রাশি যেমন তৎ-সকাশাৎ দূরতর-দেশে গমন করে, সেইরূপ আমাকে সর্ব্ব-শাস্তা সাক্ষাৎ শঙ্কর-স্বরূপে অবস্থিত অবলোকন করিয়াই না আমার নিকট হইতে এই দুষ্ট-চিত্ত-দৈত্য-দানবগণ "দূরাৎ" দূরতর-দেশে বেগে পলায়ন

করিতেছে ? এই না আমি শ্বেতোৎপল-শুভ্র-কৃত্তিবাসাঃ, শূল-বজ্র-ধর, পার্ব্বতী-সহায়বান্, বৃষভ-বরারূঢ় স্বয়ং শঙ্কর-স্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছি ?

কিঞ্চ, আমি যখন স্বয়ং ত্রৈলোক্য-দহন-ক্ষম-শঙ্কররূপে অবস্থিতি করিতেছি, তখন ক্ষুব্ধ-কালাগ্নি-মধ্যে প্রবেশেচ্ছু-শলভের ন্যায় বিরুদ্ধাত্মা বিদ্বেষ্ট্রীভূতা কোন্ ব্যক্তি নিজ নাশার্থ আমার নিকটে সমাগতা হইবে ? মন্দ-মন্দতর-প্রদীপাদি-প্রভা যেমন তেজো-বিদীপ্তচক্ষুঃ-সংরোধে সমর্থ হয় না, সেইরূপ মমাগ্রস্থ এই দেবাসুরগণের মধ্যে কোন ব্যক্তিই তেজো-জ্বালা-প্রসরাত্মিকা মদীয়া-তৈজসী-সৃষ্টিকে সংরুদ্ধা, বা প্রশমিতা করিতে সমর্থা হইবে না। এই আমি শ্রীমন্মহেশ্বরস্বরূপে ব্যবস্থিত হইয়াছি বলিয়াই ত ত্রিদশাধিপতি-ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, অনল, বা অনিল-প্রভৃতি-দেবগণ আমাকে শ্রীপরমেশ্বর-সদাশিব-বোধে "স্তুবন্ত্য-নন্তয়া বাচা, বহু-বক্ত্র-সমুত্থয়া।" এই ত আমি শ্রীশঙ্করদেবের যথাযথ আকার, বা স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি, এই ত আমার স্থূল, বা সূক্ষ্ম ঐশ্বর্য্য-সকল দশ-দিকে বিজৃম্ভিত হইতেছে, এই ত আমার অণিমাদি অষ্টধা বিলসিত ঐশ্বর্য্য, বা বিভূতি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণা রহিয়াছে, এই ত আমি সর্ব্ব-দ্বন্দ্ব-পদাতীত হইয়াও, ব্যবহারিক-বিজৃম্ভিতৈশ্বর্য্যাবস্থায় সর্ব্ব-দেবাসুর-সমাজে অপ্রমেয় অপ্রধৃষ্য হইয়া, "পরমেণ মহিম্না" মদীয়-পরমপ্রভাব, বা পরম-স্বভাব-বশে পরম-প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছি।

কিঞ্চ, এই ত আমি ত্রিভুবন-ভবনকে নিজ উদর-বিবর-মধ্যে অবস্থাপিত করিয়া, চতুর্দ্দশ-ভুবন-ভবনাভ্যন্তরবর্ত্তিযাবতীয়-জীবাজীব, অথবা স্থির-চর-সুরাসুর-নর-কিন্নরাত্মক এই বিশ্ব-প্রপঞ্চকে আমারই উদরাভ্যন্তরবর্ত্তী করিয়া, আমিই ত দেখিতেছি, এই ত্রিজগতীতলে একমূর্ত্তি, বা এক-সুমহান্ শরীরাবয়বে অবস্থিতি করিতেছি, এই ত আমি "প্রসভং হঠেন" অর্থাৎ বল-প্রয়োগ-পূর্ব্বক সমস্ত-দুষ্ট-সত্ত্ব-জীবকে দৈত্য-দানব-রাক্ষসাদি-ধর্ম্মবিঘ্ন-জগদ্‌বাধাকারি-প্রাণি-বর্গকে সমরে নিহত, ভিন্ন, বিভিন্ন করিয়া, রণ-মস্তকে প্রতিমল্লের অভাবে অপ্রতিভটরূপে অবস্থান করিতেছি, এই ত আমি ঘন, বা মেঘ-সমূহ, বিশাল-পর্ব্বত, বা গিরি-সমুহ, তথা তৃণ-নিচয়, কানন-নিবহ, সমুদ্র,

সরিৎ, সরোবর, অধিক কি ? স্থির-চরাত্মক-জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরভাগে সত্তাস্ফূর্ত্তি-প্রদরূপে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছি।

এই সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে একমূর্ত্তি, বা একমাত্র সুমহান্ শরীরাবয়বে আমি-মাত্রই যখন অবস্থিতি করিতেছি, তখন "তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ" রীতি অনুসরণে আমি আমার সর্ব্ব-বস্তুর অন্তরভাগে অধিষ্ঠানভাবে অবস্থিত, অতএব তত্ত্বতঃ সাক্ষাৎকারমাত্রেই সকল-ভয়াপহরশাঙ্কর-বপুঃ বিরাট্‌রূপ-দেবতারূপ-পরব্রহ্মাত্মক-স্বরূপকেই প্রণাম করিতেছি। "ত্রিভুবন-ভবনোদরৈকমূর্ত্তি, প্রসভ-বিভিন্ন-সমস্ত-দুষ্ট-সত্ত্বম্। ঘন-গিরি-তৃণকাননান্তরস্থং সকল-ভয়াপহরং বপুঃ প্রণৌমি। আর্থাৎ "শাঙ্করং বপুঃ, বিরাট্-রূপং, দেবতারূপং, পরব্রহ্মাত্মকঞ্চাহমেবেতি মত্বা, মামহং প্রণৌমীত্যর্থঃ।"

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টাদশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—একোনবিংশ অধ্যায়

ব্রহ্ম-নন্দিনী সন্ধ্যাদেবী-উক্তপ্রকারে চিন্তা, বা সম্যক্-ভাবনামাত্র-সাহায্যে শঙ্করীকরণের অনন্তর অর্থাৎ নিজ-শরীরকে ভাবনাবশে শাঙ্করী-শঙ্করাত্মিকা-তনুরূপে পরিণত করিয়া, পুনরপি অসুর-দ্বেষ্টা শ্রীপরমেশ্বরদেবের পূজার্থ এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ভাবনা-সাহায্যে মৎ-কর্ত্তৃক-পরিকল্পিত-বিরাট্‌রূপ, দেবতারূপ ও পরব্রহ্মরূপ, এই ত্রিবিধ-শাঙ্করশরীর হইতে অন্যা-পরা-সমষ্টিরূপা, কিম্বা অবরা ব্যষ্টি-দেবতারূপা তনু-মূর্ত্তি না হয়, না হউক, কিন্তু এই যে মদ্রূপ-বিরূপাক্ষ-শ্রীশঙ্করদেব, এই শ্রীবিশ্বনাথদেবই আমার হৃদয়-কোশ হইতে প্রাণ-প্রবাহ-সাহায্যে পুষ্পাঞ্জলি-ভাবনাবশে বহির্দ্দেশে আবাহিত হইয়া, যতদিন-পর্য্যন্ত আমি পূজা করিব, যতদিন আমার তপঃ-পরিসমাপ্তি না হয় এবং যতদিন আমি অভীষ্ট-দেবতার সাক্ষাৎকার-লাভে সমর্থা না হই, তাবৎকাল অপরপ্রায় অবস্থিত হইয়া, মৎকর্ত্তৃক-পূজনাবসরে মৎপ্রদত্ত-পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন।

কিঞ্চ, বাহনভূত-বৃষভবর-ধরাধরারূঢ়, স্ফূর্ত্তি-প্রাপ্ত-স্বাভাবিক-ক্রিয়া, জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুগ্রহাখ্যশক্তি-চতুষ্টয়ে সমন্বিত, কর-কমলে শূল, বজ্র, খড়্গ ও পরশু-শোভিত, রজতাচল-ধবলবর্ণে বিভূষিতাঙ্গ, পাণি-পঙ্কজ-দশকে বিলসিত, চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানর-লোচন-ত্রয়ে রমণীয়দর্শন, শ্রীমান্, প্রজ্বলিত-প্রলয়-পাবক-প্রদীপ্ত, গগন-স্পর্শি-ত্রিশূলবরে কর-কমলে অঙ্কিত, পাণি-প্রদেশে পঙ্কজ-শোভী, লোচন-ত্রিতয়ে সুবিশাল, পিনাক-ধন্বা, চন্দ্রার্কবৈশ্বানর-প্রভৃতি-জ্যোতির্গণেরও জ্যোতিঃপ্রদ ; সুতরাং মহাদ্যুতি-সম্পন্ন, পরিবার-বর্গে সমন্বিত, বিবিধ-মণি-মাণিক্য-খচিত-মুক্তা-জাল-জড়িত-স্বুবর্ণময়-রত্ন-সিংহাসনে সম্মুখে সমুপবিষ্ট-হৃদয়াধিনাথ এই শ্রীশঙ্কর-দেবকে সম্প্রতি আমি শীঘ্রতার সহিত সর্ব্ব-সম্ভাররম্যা-মনোময়ী-সপর্য্যা-সাহায্যে পূজা করিতেছি। তথা অনন্তর আমি পুনরপি এই

শ্রীমন্মহাদেবকে বাহ্য-সম্ভোগ, বা উপকরণ-সম্ভার-সাহায্যে, তথা মহতী বিষয়-বিস্মৃতিসহ বহুরত্ন-পূর্ণা পূজা-সাহায্যে পশ্চাৎ পূজা করিব।

শ্রীমতীসন্ধ্যাদেবী মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, নানাবিধ-পূজোপকরণ-সম্ভার-ভর-ভার-বিনম্র-মনোমাত্রসমাশ্রয়ণে উমাধব-শ্রীভব-ধব-দেবের পূজা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। রত্নৌঘ-খচিত-সুবর্ণরজতময়-পূজা-পাত্র-সকলের প্রান্তভাগ-দ্বারা ক্ষীরোদাদি-সপ্ত-সাগর ও গঙ্গাদি-পুণ্যসলিলা-সপ্ত-নদী হইতে সমুদ্ধৃত-শীতল-স্নান-জলাভিষেচন, চন্দনাদি-বিলেপন, ও ধূপ-দীপ-দান, নানাবিধ-বিচিত্র-বিভব-বিভূষণ-বসন-প্রভৃতি অর্পণ, স্বর্ণযজ্ঞোপবীত ও মন্দারমালা-সাহায্যে বলন, আচ্ছাদন, বা বেষ্টন, হেমাব্জ-পটলোৎকর, কল্প-বৃক্ষ-লতা-গুচ্ছ, রত্ন-স্তবক-মণ্ডল, দিব্য-বৃক্ষ-সকলের নব-নব-পল্লব, নানা-জাতীয়-কুসুমদাম, অর্থাৎ কিংকিরাত-বক-কুন্দ-চম্পকাসিতোৎপলকহ্লার-কুমুদ-কাশ-খর্জ্জুর-চূত-কিংশুকাশোক মদন-বিল্ব-কর্ণিকার-কিরাতককদম্ব-বকুল-নিম্ব-সিন্ধুবার-পুষ্পাকোৎকর, শাল-তাল-তমাল-পিয়াল-হিন্তাল-প্রভৃতি-বৃক্ষ-সকলের নবপত্র, লতা, কুসুম ও পল্লব, কোমল-কলিকা-জাল, সকুঙ্কুম-সহকার অর্থাৎ অতি-সৌরভসম্পন্ন আম্র, বা তদীয়-মঞ্জরী, কোমলতরা এলা-মঞ্জরী, শত-পত্র, সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সম্মান এবং স্বয়ং আত্ম-সমর্পণ প্রভৃতি-পূজোপহার-সম্ভার, তথা জগদ্-বিভব-ভব্যা-পরমাভক্তি-সাহায্যে শ্রীমতীসন্ধ্যাদেবী চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতে লোহিত-সরোবর-তীরে মনে মনে শ্রীশঙ্করদেবের মানসী পূজা করিলেন।

অনন্তর সন্ধ্যাদেবী বৃহল্লোহিত সরোবর-তীরে মানস-কল্পিত সেই দেব-গৃহে বাহ্যার্থপরিপূর্ণা-পূজাসাহায্যে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বিবিধ-বহির্দ্রব্য পূজোপহাররূপে সমর্পণ-পুরঃসর পুনঃ পুনঃ পরমেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেবের পূজা করিয়াও, তুষ্টিলাভে সমর্থা না হওয়া প্রযুক্ত ততঃ প্রভৃতি প্রতিদিন পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-নিয়মানুসরণে পরমা-ভক্তির সহিত শ্রীশঙ্কর-দেবের পরমা-পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সন্ধ্যাদেবী ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল, দর্পণ, ছত্র, চামর, নীরাজন, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার, সৌন্দর্য্যযুক্ত অন্যান্যবিধ উপহার ও সম্মান, তথা এই জগন্মণ্ডলে যে যে বিভব সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ এবং পরমোৎকৃষ্ট,

উপকরণী-কৃত সেই সেই উপচার-সমর্পণ-পূর্ব্বক জগদ্-বিভব-ভব্যা-ভক্তি ও নিয়মিত-জপ-তপস্যা-সহকারে প্রতিদিন শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিলে, তাঁহার সেই মৌনী-ব্রতাখ্যা-তপশ্চর্য্যা-বিষয়িণী-বার্ত্তা গগনে গমন-পূর্ব্বক ক্রমে দেবলোকে গমন করিল।

শ্রীমতীসন্ধ্যাদেবী বাহ্য-বিষয়-ভোগ-বিলাস, বা মনোময়ী-জগৎ-প্রপঞ্চ-রচনা সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র পরম ঈশ্বর শ্রীশঙ্কর-দেবের শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগলে চিত্ত-সমর্পণ-পুরঃসর একান্তাত্যন্ত-ভক্তি-যুক্ত-অন্তঃকরণে বশিষ্ঠোপদিষ্ট-বিধানানুসারে মৌনী-ব্রতাখ্যা-তপশ্চর্য্যা করিতেছেন, এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, শক্রাদি-সমরুদ্‌গণ দেবগণ পরম-বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হইলেন। শ্রীমতীসন্ধ্যাদেবী এইরূপ শাঙ্করী-ভক্তি গ্রহণ করিয়াছেন কেন? এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য বিপুল-বিস্ময়ব্যাকুল-বিবুধগণ ক্ষীরোদ-সাগরে ভোগি-ভোগস্থ-বিষ্ণুদেবের নিকটে গমন করিলেন। কিঞ্চ, অম্বরতল ও অমরাবতী-পুরী-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক শক্রাদি-সুরগণ ক্ষীরোদ-সাগর-তীরে গমন করিয়া, আহবশালী শ্রীবিষ্ণু-দেবের সমীপে সন্ধ্যা-বৃত্তান্তকীর্ত্তনান্তে অপূর্ব্বতর আশ্চর্য্য, বা বিস্ময়-প্রকাশ-পুরঃসর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে ভগবন্! "কিমেতৎ?"

প্রশ্ন-বিবরণ-কল্পে পুনরপি শক্রাদি-সুরগণ কহিলেন,—হে বিষ্ণো! সন্ধ্যাদেবীর এই অকাল-তপস্যাচরণ আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ প্রতিভাত হইতেছে। নব-যৌবন-সমাগমে বিষয়ৈষিণী-সন্ধ্যা কোথায় সংসার-সুখামোদে মত্তা হইয়া, সৃষ্টি-কার্য্যে সহায়তা করিবেন? আর কোথায় তিনি অন্তিম-জন্ম-লভ্য-সদাশিবময়ভাবে বিভোরা হইয়া, তন্ময়তা প্রাপ্তা হইয়াছেন? হে দেব! বিষ্ণো! ইহা কি শাঙ্করী মায়া-স্বরূপে পরিভাবিতা হইবার উপযুক্তা নহে? কোথায় দলিত বিষয়াদ্রি দুর্দ্দান্তাত্যন্ত-দুর্ব্বৃত্তেন্দ্রিয়-দানবগণের প্রবলতরা বিষয়-বিলাস স্পৃহা? আর কোথায় পাশ্চাত্য-মহাজন্ম-লভ্য-সদাশিব-ভক্তি-সাধন পরতা? হে ভগবন্! যৌবন প্রাপ্ত হইয়া, স্ত্রী, বা পুরুষজন প্রায়শঃ দৃপ্ত, গর্ব্বিত, বা অহঙ্কৃত এবং মন্মথ-জ্বর-বিহ্বলই হইয়া থাকে।

তথা হে দেব! যৌবন-বন-প্রবিষ্ট-জনগণ কখনও অকস্মাৎ উচ্চকণ্ঠে গান করে, তথা কখনও অকস্মাৎ অর্থাৎ নিমিত্তাগমবিনা নিজ-পরাক্রম-প্রকাশে তৎপর হয়, কখনও প্রবলবেগাবলম্বন-পূর্ব্বক বৃক্ষোপরি আরোহণ করে, কখনও, শান্ত-জনগণকেও উদ্বেজিত করে, কামক্রোধ লোভ--মোহ-মদ-মাৎসর্য্য-প্রভৃতি-কর্তৃক সমাক্রান্ত ও অন্ধীভূত হইয়া, কাহাকেও অবলোকন, বা গ্রাহ্য করে না, অস্থি-মাংস-শিরা-পরিব্যাপ্ত-স্ত্রীপুরুষ-শরীরে পরস্পরের মন্মথালয়ে পরস্পরে সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে এবং স্মর-বাণার্ত্ত-হৃদয়ে স্ত্রী ও পুরুষ-জন পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া, মনে মনে পরস্পরের বিরহ-কাতরতা-জনিত-কামোপতাপে দগ্ধ হইতে থাকে।

এইরূপ যৌবন-বনে সঞ্চরণ-শীল স্ত্রী ও পুরুষগণ স্ব-স্ব-জাত্যুচিত-যৌবন-কৃত-বহুবিধ উপদ্রবে উপদ্রুত ও অধর্ম্ম-সমাক্রান্ত হইয়া, ধর্ম্মরূপ-মহামূল্য-মণি-মাণিক্যপ্রভৃতির পরিবর্ত্তে অধর্ম্ম, বা বিবিধ-বৈষয়িক-সুখ-সাধনভূত-কাচ-কলাপে প্রতারিত প্রবঞ্চিত হইয়া, অশেষ-প্রকার-ক্লেশানুভবে বাধ্য হইয়া থাকে। হে কমলাপতে! যৌবন-জলধি-জলে নিমজ্জিত জনগণ যে কতিবিধ অনর্থ-পরম্পরামধ্যে পতিত হইয়া, কীদৃশ-বিপজ্জালে জড়িত হয়, তাহা আমরা আর আপনাকে বিস্তার-পূর্ব্বক কি বলিব? পক্ষান্তরে বৈরাগ্য-প্রবর্ত্তক-বিবিধ-শাস্ত্র-গ্রন্থে যৌবন-কৃতদোষ-সমূহ বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকমহোদয়গণ! আপনারা যদি যৌবনকৃত-বিবিধ উপদ্রবের সবিশেষ-পরিচয় অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে মৎ-প্রণীতবৈরাগ্য-বিকাশ সন্দর্ভ পাঠ করিবেন। বাহুল্য-ভয়ে আমি এখানে আর সেই সকল-কথার পুনরাবৃত্তি করিলাম না।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে একোনবিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—বিংশ অধ্যায়

অনন্তর দেবগণ পুনরপি কহিলেন,—হে মাধব! সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, "প্রাকৃতো গুণবান্ জাত, ইত্যেষা ভগবন্! কথা। অকাল-পুষ্প-মালেব সুখায়োদ্বেজনায় চ।" অর্থাৎ হে ভগবন্! প্রাকৃত-পামর-ব্যক্তি অশেষ-সদ্গুণ-সম্পন্ন হইয়াছে, এই কথা ঔৎ-পাতিকী অকাল-সঞ্জাতা পুষ্পমালার ন্যায় অভিজ্ঞ-জনগণের পক্ষে একদিকে যেমন সুখের কারণ, সেইরূপ অপরদিকে অনেক সময়ে দুঃখ ও উদ্বেগের কারণ-রূপে পরিণতা হইয়া থাকে। কিন্তু, যেটী যেখানে উপপন্ন, বা যুক্ততর বিবেচিত হয় না, তাদৃশ বস্তু অনুপযুক্ত-স্থানে বিন্যস্ত হইলে, যথোচিত-শোভাও প্রাপ্ত হয় না। হে ভগবন্! উক্তার্থের দৃঢ়ীকরণ-কল্পে দৃষ্টান্ত-কল্পনা-প্রসঙ্গে প্রশ্ন হইতে পারে যে, কাচ-কলাপের মধ্যে মহামূল্য-মণি-মাণিক্য সংস্থাপিত হইলে, সেই মহার্ঘ-মণি-মাণিক্য-সকল কখনও কি উপযুক্তরূপ-শোভা-প্রাপ্ত হইতে পারে?

অপিচ, যে যে অবস্থার সমুদয়ে যে যে দোষ ও গুণের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, বা স্বাভাবিক, সেই সেই অবস্থার সমাগমে অবস্থানুরূপ-সুসদৃশ-দোষ, বা গুণের সংস্থিতি পরিদৃষ্টা হইলেই যেন, সর্ব্বাংশে সমী-চীন-বিবেচিত হইতে পারে। গুণ-বৈষম্যপরিহার-পূর্ব্বক তামসীব্যক্তি তামসী, রাজসীব্যক্তি রাজসী এবং সাত্ত্বিকীব্যক্তি যদি সাত্ত্বিকী-সংস্থিতি প্রাপ্তা হয়, তাহা হইলেই যেন, যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকে। একমাত্র-ব্রহ্ম-প্রভবত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বাবস্থাগত-দোষ, বা গুণসকলের পরস্পরের সহিত সৌসাদৃশ্য আশঙ্কিত হইলে, তৎ-পরিহার-কল্পে প্রশ্ন হইতে পারে যে, পশুত্ব-রূপে সৌসাদৃশ্য থাকিলেও, অজ-সহস্রের মধ্যে যদি একটী সরমানন্দনকে অবস্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে, পশুত্বরূপে সৌসাদৃশ্য-পরিকল্পিত হইলেও, সারমেয়জীবটী কি বিভিন্ন-রুচি-প্রকৃতি-সম্পন্ন

অব্জ-সহস্র-মধ্যে অবস্থিত হইয়া, আত্ম-রতি, আত্ম-তৃপ্তি, বা স্বীয়-জাত্যু-চিত-ক্রীড়াদি-জনিত আনন্দ-রসানুভবে সমর্থ হইতে পারে ?

হে রমাপতে ! বজ্র-সূচি-সকল গাত্র-সমূহে নিমজ্জিত হইয়াও, অঙ্গ-সমুদায়ে তাদৃশ-দুঃখপ্রদ হয় না সত্য, কিন্তু হে দেব ! বৈসাদৃশ্য, বা অনৌচিত্যবশে সম্বদ্ধ এই বস্তুদৃষ্টি-সকল আমাদিগকে অত্যন্ত-দুঃখ-দান করিয়া থাকে। "তথাচোক্তং হরিণা, শশী দিবস-ধূসরো, গলিত-যৌবনা-কামিনী, সরো বিগত-বারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ। প্রভুর্ধন-পরায়ণঃ, সতত-দুর্গতিঃ সজ্জনো, নৃপাঙ্গনগতঃ খলো, মনসি সপ্ত-শল্যানি মে ইতি।" অতএব অধুনা ইহা সুনিশ্চিত-রূপে বলা যাইতে পারে যে, "যৎ যত্র ক্রম-সংপ্রাপ্তং, উপপন্নমনিন্দিতম্। তদেব রাজতে তত্র, জলেঽম্ভোজং নতু স্থলে।" অর্থাৎ যেখানে যেটী ক্রম, বা যোগ্যতা-বশে সম্প্রাপ্ত হয় এবং যেটী সর্ব্ব-সজ্জন-সমাজে বিপ্রতিপত্তি-বিহীন, উপপন্নতর ও অনিন্দিতরূপে নির্দ্ধারিত, বা পরি-গৃহীত হয়, সেই বস্তুটীই তাদৃশ-স্থলেই পরম-রমণীয়রূপে উৎকৃষ্ট-শোভার আধার-স্বরূপে বিরাজিত, বা পরিণত হইতে পারে। নিদর্শন যেমন বারিজ-শতদল সুবিমল-সলিলরাশিমধ্যে জলেই শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কদাপি স্থলদেশে শোভাপ্রাপ্ত হয় না।

কোথায় নিতান্ত অধম, অত্যন্ত-প্রাকৃতারম্ভ, সদাকাল হীন-কর্ম্ম-রতি, জাতিতঃ হীন, দানব-যোনি-জাত না হইলেও, প্রকৃতিতঃ দানব-স্বভাব বরাক-যৌবনকাল ? আর কোথায় সর্ব্বজন-শুভঙ্করী পাশ্চাত্য, বা চরম-জন্ম-লভ্যা-শাঙ্করী-ভক্তি ? হায় ! এ যে আকাশ-পাতাল-তল-তুল্য মহান্ প্রভেদ প্রকৃষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে। হে বৈকুণ্ঠ-পতে ! সেইজন্যই আমরা বলিতেছিলাম যে, "কমলিনী পরুষোষর-ভূগতা সুখয়তীহ যথা ন দুরাশ্রয়া।" অর্থাৎ সরসিজ-সুন্দরী-কমলিনী পরুষ-পরিতপ্ত ঊষর-ভূমিতলে পরিগতা হইয়া, অকালে যথাকালে জলে বিকসিত-কমলোচিত-পরম-শোভা প্রাপ্তা হইতেছে, এই দুরাশ্রয়া-কথা শ্রবণ করিয়া, বিচক্ষণ-গণের মানস যেমন সুখিত, বা আনন্দিত হয় না, পক্ষান্তরে যদি উক্ত-বাক্য ভ্রম-প্রমাদ-রহিত-যথার্থ-বক্তা কোন আপ্ত-

জন-কর্তৃক কীর্ত্তিতা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, তাদৃশ-বাক্যের প্রামাণ্য, বা যথার্থতাবলম্বনে তথাবিধ অর্থ অবগত হইয়া, আকালিক, আকস্মিক, আস্থানিক, অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, বা অসম্ভবপর অর্থের সম্ভব-জনিতা অচিরভাবিনী অতিভয়দায়িনী দৈব-দুর্ঘটনা-সম্ভাবনাবশে বিচক্ষণ-বিদ্বজ্জনগণ মনে মনে যেমন পরম-ক্লেশই অনুভব করিয়া থাকেন, হে জনার্দ্দন! সেইরূপ আমরাও ব্রহ্ম-নন্দিনী-সন্ধ্যার পরুষোষর-বন্ধুর-কাম-ক্রোধাদি-কণ্টক-পরিকীর্ণ-বিশুষ্ক-যৌবন-বনস্থলী-মধ্যে সর্ব্ব-শুভঙ্করী শাঙ্করী-ভক্তি-কমলিনী বিকসিতা হইয়া, পরম-শোভার বিস্তার-সাধন করিতেছে, এই দুরাশ্রয়া, বা অধমাশ্রয়-বিষয়া কথা শ্রবণ করিয়া, অচির-ভাবিনী অদূরবর্ত্তিনী অমঙ্গলাশঙ্কার সমুদয়বশে মানসে বিশেষ ব্যথিত ও দুঃখিত হইতেছি।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—একবিংশ অধ্যায়

অনুচিত-দর্শন-প্রযুক্ত অতিসংরব্ধ-কুপিত, অতএব গর্জ্জন, বা প্রাগুক্ত-প্রকারে আক্রোশ-প্রকাশ-পূর্ব্বক প্রশ্ন-পরায়ণ-সুরলোক-সকলের পূর্ব্বকথিত-বাক্য-নিবহ শ্রবণ করিয়া, কুসুম-কোমল-কমনীয়সমুচ্চ-কণ্ঠে কেকাকারি-শিখি-বৃন্দকে সান্ত্বনা-দান করিবার জন্য মৃদু-মন্দ-বারি-বর্ষণসহ স্নিগ্ধ-মধুর-গাঢ়-গর্জ্জনে সম্ভাষণ-পরায়ণ বারিদ-বৃন্দের আচরণানুসরণে শ্রীমাধবদেব এইবাক্য বলিলেন যে, হে বিবুধ-গণ! যৌবনবতী-সন্ধ্যাদেবী-ভক্তিমতী হইয়াছেন বলিয়া, তোমরা বিষণ্ণ হইও না। বাল্য, বা যৌবনাবস্থায় যে ধর্ম্ম, বা তপস্যাচরণ করিতে নাই, এরূপ কোন নিয়মের সম্ভাব দেখা যায় না। বাল্য-যৌবন-বিগমে প্রৌঢ়, বা বার্দ্ধক্যাবস্থা-সমাগমে তৃতীয়-চতুর্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসাশ্রমে যেমন বিশিষ্ট-ধর্ম্ম-তপস্যা-জপ-হোম-প্রভৃতি, তথা অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাহায্যে অনুষ্ঠেয় আত্ম-দর্শনরূপ পরম-ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমেও অনুষ্ঠেয়-বহুবিধ-ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে।

বিশেষতঃ ধর্ম্মনীতি অনুশীলনে ইহাও বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মাচরণের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। পক্ষান্তরে যোগ-সুবিধা উপস্থিত হইলেই, সকলেরই ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত উচিত। নিজ-আত্মাকে অজর ও অমর বিবেচনা করিয়া, প্রাজ্ঞ-জনগণ যেমন বিদ্যা ও অর্থার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, সেইরূপ বুদ্ধিমান্ জনগণ কেশ-সমূহে আমি মৃত্যু-কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছি, এইরূপ মনে করিয়া, সততকাল ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন। শাস্ত্র বলিতেছেন যে, ধীমান্ ব্যক্তিবর্গ পর-দিনের কার্য্য অদ্যই সম্পাদিত করিবেন এবং আপরাহ্নিক-কার্য্য প্রভাত-কালেই সম্পন্ন করিবেন। কারণ, কে জানে যে, অদ্য কাহার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইবে? অপিচ, যদি শ্রেয়ঃ-সাধনীভূত

কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তবে তাহা অদ্যই করা উচিত। কারণ, বৃদ্ধ হইলে, সাধারণতঃ লোকের আর কোনরূপ গুরুতর-কার্য্য করিবার সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু, যৌবনের বিপর্য্যয়ে বার্দ্ধক্যাবস্থা সমাগতা হইলে, বৃদ্ধ-জনগণের নিজ-নিজ-দেহাবয়ব-সকলও ভারস্বরূপেই পরিণত হইয়া থাকে। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ "যুবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ", ইত্যাদি-বাক্য-প্রণয়ন-পূর্ব্বক দ্বিতীয়াবস্থা-প্রাপ্ত হইবার পরেই ধর্ম্মাচরণের উপদেশ করিয়াছেন।

অপিচ, প্রহ্লাদ-ধ্রুব-শুক-শ্বেতকেতু-জড়ভরতাষ্টা-বক্র-বিদুর-সনক-সনন্দন-নারদ-প্রভৃতি-মহাপ্রাণ-মহোদয়গণের তপশ্চর্য্যা, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, বা "বিবেকানন্দ-বৈরাগ্য-বিভব-প্রমুখা-গুণাঃ" বাল্যাবস্থা হইতেই সমুদিত হইয়াছিল। অতএব ইহাদ্বারা সবিশেষ অবগত হওয়া যাইতেছে যে, এই অবস্থায় অর্থাৎ জন্ম-মাত্রেই যুবতী-সন্ধ্যা ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্তা হইয়া, কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করেন নাই। এই কারণবশতঃ হে বিবুধগণ! সন্ধ্যাদেবীর যৌবন-সমাগমে শাঙ্করী-ভক্তির অনুশীলন অবলোকন করিয়া, তোমরা যে অচিরভাবিনী অদূরবর্ত্তিনী অমঙ্গলাশঙ্কা করিতেছ, বা দৈব-কৃত-বাধা-বিপৎপাত ও অনর্থ-ক্রমের কল্পনা করিয়া, মনে মনে ব্যথিত হইতেছ, তাহা নিতান্তই ভিত্তি-শূন্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু, যুবতী-সন্ধ্যার এই শ্রীভগবদ্ভক্তি, বা শাঙ্করী-সেবা অনুচিতা, বা দোষের কারণ নহে। কারণ, গুণবান্ লোক যদি নির্গুণে বা দৈব-বিড়ম্বনা-বশে দোষৈক-নিলয়ে পরিণত হয়, তাহা হইলেই, আশু অনর্থ-পর্য্যবসিত, পুরুষার্থ-বিঘাতক অমঙ্গল, বা অনর্থ-ক্রমের অশুভ-সমাগম, অবগত হইতে হইবে। আর যদি নির্গুণ-জন গুণবান্‌রূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, সিদ্ধিদ-ক্রমের শুভ-সমাগম আশু অবশ্যম্ভাবী জানিতে হইবে। শাস্ত্রও বলিতেছেন যে, "গুণবান্ নির্গুণো জাত, ইত্যনর্থক্রমং বিদুঃ। নির্গুণো গুণবান্ জাত, ইত্যাহুঃ সিদ্ধিদং ক্রমম্।"

কিন্তু, হে অমরোত্তমগণ! ব্রহ্ম-নন্দিনী-সন্ধ্যা শাঙ্করী-ভক্তি, সেবা, বা তপস্যা-প্রভাবে অভীপ্সিত-বিষয়ে মর্য্যাদা-স্থাপন-পূর্ব্বক শরীর-ত্যাগ-ভিন্ন অপর কিছুই ইচ্ছা করেন না; সুতরাং তোমরা তাঁহাকে তোমাদের

তুচ্ছ-রাজ্য-সুখে নিস্পৃহা, বা বাঞ্ছা-শূন্যা জানিয়া, মানসিক আনন্দের সহিত আত্মীয়-বিচিত্র-ভুবন-সমূহে গমন কর। তথা আমি তোমাদিগকে নিশ্চিতই বলিতেছি যে, শাঙ্করী-ভক্ত্যাদি-গুণশালিনী এই সন্ধ্যা-দেবী কোনরূপেই তোমাদের অসুখের কারণ হইবেন না। শক্রাদি-সুরগণকে এইকথা বলিয়া, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব সেইস্থানেই ক্ষীরোদার্ণব-বীচি-মালা-মধ্যে অজস্র-সমুৎপন্ন-সমুন্নত-তরলতর-তরঙ্গ-সহস্র-কৃত-ব্যবধান-প্রযুক্ত "তটতাপিচ্ছগুচ্ছবৎ" অর্থাৎ তটোৎপন্ন-তাপিচ্ছ-তমাল-গুচ্ছের ন্যায় সহসা অন্তর্দ্ধানগত হইলে, অমরবরগণও তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, স্ব স্ব আলয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে একবিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাবিংশ অধ্যায়

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব উক্তরূপে সন্ধ্যাদেবীর প্রতি দেবগণের মানস-সকলকে স্নিগ্ধ-ভাবাপন্ন করিয়া, কিঞ্চিৎ চিন্তা-পূর্ব্বক অবিলম্বে শ্রীশঙ্কর-দেবের প্রিয়-নিবাস-শ্রীকৈলাসাবাসে গমন করিলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া, সন্ধ্যা-দেবীর প্রতি বর-দানার্থ শ্রীশঙ্করদেবের মানস-সমাকর্ষণাভি-প্রায়ে প্রণিপাত-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবকে এইকথা বলিলেন যে, ভো ভগবন্! বিশ্বনাথ! ভবদীয়-ভবাব্ধিপোতভূত অভয়-চরণ-পঙ্কজ-যুগল-ধ্যান-পরায়ণা-সন্ধ্যাদেবীর প্রতি গীর্ব্বাণ দেবগণ মানসে স্নিগ্ধত্ব-সম্পন্ন হইয়াছেন। যে পুরুষ, বা স্ত্রীজনের প্রতি, অথবা অপর যে কোন বিষয় বিশেষে সুর-বৃন্দ সৌহার্দ্দ্য বা আনুকূল্য-সম্পন্ন, তথা মহাত্মা পূজনীয়-পিতা ও আচার্য্যপ্রভৃতিমহান্ জন-গণ যেখানে উদ্বিগ্ন হন না, তাদৃশ আশ্রয়ে যে, বালক-বালিকা-জনের মনঃ বিশ্বাস সম্পন্ন হইবে, তাহা নিশ্চিতই সর্ব্ব লোক-প্রসিদ্ধ; সুতরাং নির্ব্বিবাদার্হ বলিতে হইবে।

হে দেব! সর্ব্বভূতে অভয়-দান ও প্রেম-মৈত্রী-স্থাপন-পূর্ব্বক সর্ব্ব-জীব-জন-বিশ্বাস-ভাজনভূতা সন্ধ্যাদেবীও তপশ্চরণে নিযুক্তা হইয়া, প্রত্যহ "কায়েন মনসা বাচা" আপনার পদ-পঙ্কজ-যুগলের সর্ব্ব-সম্ভার-ভব্যা-পূজা করিতেছেন বলিয়া, ত্রিভুবনোদর-বিবরে তাঁহার তুল্যা অপরা কোন সতী-শিরোমণি শ্রীশঙ্করানুরাগিণী রমণী বর্ত্তমানবিশ্বে নাই, এইরূপ খ্যাতি সর্ব্বত্র ভূয়ান্ বিস্তার-লাভ করিয়াছে। ব্রহ্ম-নন্দন-বশিষ্ঠ-কর্ত্তৃক-প্রতিপাদিতা পদ্ধতি অনুসারে ভবদীয়-পাদ-পঙ্কজে পূজা-জপ-পরায়ণা পরম-ভক্তিমতী শ্রীমতীসন্ধ্যাদেবীর কাল-ক্রমে "বিবেকানন্দ-বৈরাগ্য-বিভব-প্রমুখা-গুণাঃ" বিবর্দ্ধিত হওয়ায়, যথাপ্রাপ্তি সন্তোষ-পরতা-প্রযুক্ত শুষ্ক-দ্রুম-খণ্ড-দর্শনে যেমন লোকের মনে সন্তোষ, বা আনন্দ উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ সন্ধ্যাদেবীও "শুষ্কদ্রুমমিব" ভোগ-পূগ অবলোকন করিয়া, বা প্রাপ্তা হইয়া, মনে মনে আনন্দ অনুভব করিতে পারেন

না। মৃগ-সমূহ যেমন লোক-মহী অর্থাৎ জনাকীর্ণ-ভূ-ভাগে ক্রীড়া-জনিত আনন্দানুভবে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সন্ধ্যাদেবী ও ভাবি-কান্ত-লাভ-বিষয়ক-কথা-প্রসঙ্গেও রতি-লাভ করিতে পারেন না।

কিঞ্চ, শাস্ত্রার্থ-কথন-ভিন্ন অন্য কোন লোক-চর্য্যা, বা অশাস্ত্রীয়-লোকবৃত্তে সন্ধ্যাদেবীর কিছুমাত্র অনুরাগ পরিদৃষ্ট হয় না। তথা স্থল-প্রদেশে যেমন অব্জিনীর রতি পরিদৃষ্টা হয় না, সেইরূপ দৃশ্য-দর্শনার্হ-সমাজোৎসবাদি-কৌতুকেও সন্ধ্যাদেবীর রতি-মাত্রাও রতি দেখা যায় না। কিঞ্চ, অসংশ্লিষ্ট অগ্রথিত অচ্ছিদ্র অমল-মুক্তা-ফল যেমন মুক্তাফলে বিশ্রাম-লাভ করে না, সেইরূপ সন্ধ্যাদেবীর চিত্তও বিষয়া-পথ্য-সেবন-দ্বারক-ভোগরূপ-রোগ-সকলের অনুরঞ্জনে অনুকূলাচরণে বিশ্রাম-প্রাপ্ত হয় না। হে দেব! আমি আর অধিক কি বলিব? আপনি পরম-কান্ত-সর্ব্বগত-বিশুদ্ধ-সত্ত্বাত্মক-জ্ঞান-সাহায্যে সমস্তই অবগত হইতেছেন। সন্ধ্যাদেবীকে আপনার প্রতি পরম-ভক্তিমতী জানিয়া, হে দেব! অধুনা আপনি তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশে বিলম্ব করিবেন না।

এইকথা বলিয়া, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুদেব মৌনাবলম্বন করিলে, শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্ব-জ্ঞান-শক্তি-সাহায্যে সন্ধ্যাদেবীর অত্যুৎকৃষ্ট-তপঃ-প্রভাব অবগত হইয়া, অচিরকালমধ্যে সন্ধ্যাদেবীর প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশার্থ অঙ্গীকার-পূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুদেবকে বৈকুণ্ঠলোকে গমনার্থ অনুজ্ঞা-দান করিলেন। এদিকে সন্ধ্যাদেবীও ভগবান্ বশিষ্ঠদেব-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট-যথোক্ত-তপঃ-সাধন-মন্ত্র ও ব্রতচর্য্যা-সাহায্যে একান্ত-মানসে পরম-ভক্তি-ভরে শ্রীশঙ্করদেবের মহতী-পূজা-সহ তীব্রতর-তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্ব-ব্যাপক শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে মানসটীকে সুবিন্যস্ত সুসমাহিত করিয়া, তপস্যা করিতে করিতে, সন্ধ্যাদেবীর এক-চতুর্যুগ-পরি-মিত-কাল বিগত হইয়া গেল। সন্ধ্যাদেবীর অদ্ভুততরা-তপস্যা-দর্শনে তৎকালে বিশ্বমণ্ডলে এমন কেহই ছিলেন না, যিনি বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হন নাই। কিঞ্চ, ভগবান্ বশিষ্ঠদেব-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট-বিধানা-বলম্বনে সন্ধ্যাদেবী যেরূপ সুতীব্র-তপস্যা করিয়াছিলেন, "ন তাদৃশী তপশ্চর্য্যা, ভবিষ্যতি চ কস্যচিৎ।"

অনন্তর মানুষ-মানে এক-চতুর্যুগপরিমিত-কাল গত হইলে, সন্ধ্যাদেবী "শান্তং পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং, শূলং বজ্রঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তম্। নাগং পাশঞ্চ ঘণ্টাং ডমরুকসহিতং চাঙ্কুশং বামভাগে, নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্ব্বতীশং ভজামি।" ইত্যাদিরূপ-ভজন-বাক্য-পাঠ-পূর্ব্বক নিমীলিত-নয়নে অন্তর্হৃদয়াকাশে যে মধুরাতিমধুর-যোগি-জন-ধ্যেয়-পরমরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, "অন্তর্ব্বহিস্তথাকাশে" তাদৃশ-নিজ-রূপে দর্শন-দান-পুরঃসর শ্রীশঙ্করদেব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। কিঞ্চ, সন্ধ্যাদেবী হৃদয়ে যে রূপ চিন্তা করিতেছিলেন, জগৎপতি-শ্রীশঙ্করদেব প্রসন্ন-মানসে সেইরূপে তাঁহাকে অতিসুন্দরভাবে দর্শন-দান-পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া, প্রত্যক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন।

অনন্তর সন্ধ্যাদেবী তপঃ-প্রারম্ভাবধি মনো-মধ্যে চিন্তিত, শূল-বজ্র-খড়্গ-পরশু-প্রভৃতিধারী, কমল-দল-বিশাল-লোচন-ত্রিতয়ে শোভমান, কেয়ূর-কুণ্ডলধর, কিরীট-মুকুটোজ্জ্বল, বৃষভ-বরারূঢ়, শ্বেতোৎপল-দল-চ্ছবি, ভক্তবৎসল-শ্রীশঙ্করদেবকে অগ্রতঃ অবস্থিত অবলোকন করিয়া, আমি কি বলিব? আমি কিরূপে এই হৃদয়-দেবতা-শ্রীশিবদেবকে স্তুতি-সাহায্যে সন্তুষ্ট করিব? এইরূপ চিন্তা-পরায়ণা হইয়া, সভয়ে চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিলেন। সন্ধ্যাদেবী যে সময়ে আকর্ণ-বিশ্রান্ত-ললিত-লোচন-যুগল-মুদ্রিত করিলেন, তৎকাল-মাত্রেই শ্রীশঙ্করদেব নিমীলিতাক্ষী সেই সন্ধ্যা-সতীর হৃদয়-কমল-মধ্যে প্রবেশ করিয়া, "দিব্য-জ্ঞানং দদৌ তস্যৈ, বাচং দিব্যে চ চক্ষুষী।" অনন্তর সন্ধ্যাদেবী শ্রীশঙ্করদেব-প্রসাদাৎ দিব্য-জ্ঞান, দিব্য-চক্ষু এবং দিব্য-বাক্য প্রাপ্তা হইয়া, তথা জগৎপতি-শ্রীশঙ্করদেবকে প্রত্যক্ষতঃ অবলোকন করিয়া, সেই শ্রীজগদীশ্বরদেবের স্তুতি করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

সন্ধ্যাদেবী কহিলেন, হে দেব! আপনি নিরাকার, জ্ঞান-গম্য, তথা প্রকৃতি হইতেও পরতররূপে অবস্থিত, তথা আপনি স্থূল নহেন, আপনি সূক্ষ্ম নহেন, আপনি উচ্চৈঃ অবস্থিতও নহেন। হে দেব! সর্ব্ব-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত-নিরাকার-জ্ঞান-গম্যরূপে আপনি যোগি-জন-কর্ত্তৃক সতত

অন্তর্হৃদয়াকাশে চিন্তিত হইতেছেন, অতএব আপনার শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে আমি বার বার প্রণাম করিতেছি। হে দেব! আপনার শিব-শান্ত-নির্ম্মল-নির্ব্বিকার-জ্ঞানাৎপর-সুপ্রকাশ-বিসরণশীল-রবি-প্রখ্যরূপ তমঃপারে অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব আমি আপনার শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলে বার বার প্রণাম করিতেছি। ইত্যাদিরূপে বহুবিধ-স্তুতি করিয়া, পরিশেষে সন্ধ্যাদেবী কহিলেন, হে দেব! আপনি আদি, মধ্য ও অন্ত-বর্জ্জিত, তথা বাক্য এবং মনের অগোচর, অতএব হে জগৎপতে! আমি স্তুতি-দ্বারা আপনাকে কিরূপে সন্তুষ্ট করিব? ব্রহ্মাদিদেব-মুনি-তপোধনগণ যাঁহার রূপ-বর্ণনা করিতে অসমর্থ, সেই পরম-মহেশ্বরদেব কিরূপে মৎকর্ত্তৃক বর্ণনীয় হইতে পারেন? অপিচ, হে জগন্নাথ! "স্ত্রিয়া ময়া তে কিং জ্ঞেয়া? নির্গুণস্য গুণাঃ প্রভো! নৈব জানন্তি যদ্রূপং, সেন্দ্রা অপি সুরাসুরাঃ। নমস্তুভ্যং জগন্নাথ! নমস্তুভ্যং তপোময়! প্রসীদ ভগবংস্তুভ্যং, ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ॥"

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

উক্তরূপে বহুবিধা স্তুতি করিয়া, ভূয়োভূয়ঃ প্রণামান্তে সন্ধ্যাদেবী কৃতাঞ্জলি-পুটে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগলে দৃষ্টি-স্থাপন-পূর্ব্বক অবস্থিতা হইলে, পশ্চাৎ শ্রীশঙ্করদেব সন্ধ্যাদেবীর বল্কলাজিন-সংবৃত-মস্তক-স্থিত-পবিত্র-জটা-কলাপে শোভিত-পরিক্ষীণ-শরীর এবং হিমানী-তর্জ্জিতাম্ভোজ-সদৃশ-বিশুষ্ক-বদন-নিরীক্ষণ করিয়া, কৃপাবিষ্টান্তঃকরণে সন্ধ্যাদেবীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, হে ভদ্রে! শুভ-প্রজ্ঞে! আমি তোমার পরমা তপস্যা এবং স্তবদ্বারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব হে সন্ধ্যে! যাদৃশ বর গ্রহণ করিলে, তোমার কার্য্য-সিদ্ধ হইতে পারে, যাদৃশ-বর তোমার মনোগত, সম্প্রতি তুমি তাদৃশ-বর-প্রার্থনা কর। হে সুব্রতে! আমি তোমার ব্রতাচরণ ও কঠোর-তপস্যাবশে প্রসন্ন ও পরম-প্রীত হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক, হে সন্ধ্যে! তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে বর-প্রার্থনা কর, আমি অবশ্যই তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ করিব।

সন্ধ্যা কহিলেন,—হে দেব! আপনি যদি মৎকৃত-তপস্যা ও ব্রতাচরণ-সাহায্যে সম্প্রতি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, আমি আপনার নিকটে এই যে প্রথম-বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি তাহা প্রদান করুন। হে দেবদেবেশ! এই পৃথিবীতলে, নভস্তলে, অথবা স্বর্গাদিলোকে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র সকাম না হইয়া, যেন ক্রমে যৌবন-সমাগমে তাহারা সকাম হয়। তথা এই তিন লোকেই, বা সর্ব্বত্র সর্ব্ব-পতিব্রতা-রমণী-মণি-মধ্যে আমি যেন সর্ব্ব-সতী-শিরোমণি-রমণীরূপে প্রথিতা হই এবং আমার সমানা পতিব্রতা রমণী যেন অন্যা কেহ না থাকে। হে দেব! এই আমি আপনার নিকটে একটী, বা প্রথম-বর-প্রার্থনা করিলাম।

তথা আমার দ্বিতীয়-বর এই যে, "কুত্রচিদপি" বিশেষতঃ পতি-ভিন্ন

পুরুষ-মাত্রে যেন কদাপি আমার সকামা দৃষ্টি পতিতা না হয় এবং আমার যিনি পতি হইবেন, তিনিও যেন আমার অতিসুহৃত্তর হন, হে জগন্নাথ! এই আমি আপনার নিকটে দ্বিতীয়-বর-প্রার্থনা করিলাম। এইরূপ হে দেব! মহেশ্বর! আমার তৃতীয়-বর এই হইতেছে যে, যে সকল-পুরুষাধম আমার প্রতি সকামান্তঃকরণে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই সকল পুরুষাধমের পৌরুষ যেন অচিরকালমধ্যে নাশ-প্রাপ্ত হয় এবং তৎকালমাত্রেই যেন তাহারা ক্লীবরূপে পরিণত হয়, হে দেববর! এই আমার প্রার্থনীয়-তৃতীয়-বর আপনার নিকটে অকপটে অভিব্যক্ত করিলাম।

ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন,—হে সন্ধ্যে! প্রাণিগণের প্রথম-শৈশব-ভাব, দ্বিতীয়তঃ কৌমারাখ্য-ভাব, তৃতীয়-যৌবন-ভাব এবং চতুর্থ-বার্দ্ধক-ভাব শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। এই অবস্থা-চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমা ও দ্বিতীয়াবস্থা বিগতা হইলে, এবং তৃতীয়-বয়োভাগ, বা যৌবনাবস্থা সম্প্রাপ্তা হইলে, শরীরধারী জীবগণ সকাম হইবে, অথবা দ্বিতীয়াবস্থার অন্তভাগে ক্বচিৎ ক্বচিৎ প্রাণিগণ কামভাবাপন্ন হইবে। কিন্তু, হে সন্ধ্যে! তোমার প্রার্থনানুসারে, বা তপস্যা-প্রভাবে যাহাতে উৎপন্ন হইবামাত্র প্রাণিগণ কামভাবাপন্ন না হয়, আমি তজ্জন্য জগতীতলে উক্তরূপা মর্য্যাদা স্থাপিতা করিলাম। তথা হে সন্ধ্যে! দ্বিতীয়-বরপ্রদানাবসরে আমি বলিতেছি যে, তুমি ও এই তিনলোকেই তাদৃশ-সতীভাব-প্রাপ্তা হইবে, যাদৃশ-সতীভাব অন্যের পক্ষে সম্ভাবিতরূপেই বিবেচিত হইবে না।

এইরূপ তৃতীয়-বরে হে সন্ধ্যে! তোমার পাণি-গ্রহীতা-পতি-ভিন্ন সকামভাবে যে কোন পুরুষ তোমাকে অবলোকন করিবে, সেই পুরুষাধম সদ্যঃ ক্লীবত্ব-প্রাপ্ত হইয়া, দুর্ব্বল হইতে থাকিবে। তথা হে সন্ধ্যে! তোমার তপো-রূপ-সমন্বিতাতি-সুহৃত্তর-মহাভাগ-পতি "সপ্ত-কল্পান্তজীবী চ, ভবিষ্যতি ত্বয়া সহ।" হে সন্ধ্যে! এইরূপে আমি তোমার প্রার্থিত-বর-সকল তোমাকে প্রদান করিলাম এবং অন্য যে বিষয়টীকে পূর্ব্ব হইতেই তুমি মনে মনে চিন্তাবিষয়ীভূত করিয়াছিলে, তাহাও আমি

কথন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে সন্ধ্যে! প্রজ্জ্বলিত অনলমধ্যে শরীর-ত্যাগ করিবার জন্য তুমি পূর্ব্ব হইতেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধা হইয়াছ। "পূর্ব্বমেব" প্রতিশ্রুত তোমার এই শরীর-ত্যাগ কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, হে সন্ধ্যে! তুমি আর কাল-বিলম্ব না করিয়া, সম্প্রতি মহা-মুনি-মেধাতিথির বিতত-দ্বাদশ-বার্ষিক-মহাযজ্ঞে হুত-প্রজ্বলিত-হুতাশনে শরীর-ত্যাগ কর। এই চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতের উপত্যকা-প্রদেশে চন্দ্রভাগা-নদীতটে তাপসাশ্রমে মহামুনি-মেধাতিথি মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। হে সন্ধ্যে! তুমি আমার প্রসাদে মুনিগণের অলক্ষ্যে স্বয়ং প্রচ্ছন্নভাবে তথায় গমন করিয়া, নিজ-প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য কর। অনন্তর তুমি আমারই প্রসাদবশে সেই মহামুনি-মেধাতিথির বহ্নি-জাতা-পুত্রীরূপে জন্ম-লাভে সমর্থা হইবে। কিন্তু, যে সর্ব্ব-সৌভাগ্য-ভোগ-ভাগ্যবান্ ব্যক্তি-বিশেষ ত্বৎকর্ত্তৃক বাঞ্ছনীয়-পতি, বা স্বামিরূপে তোমার মানস আসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, চিন্তা-সাহায্যে তাঁহাকেই তুমি নিজ-হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, "ত্যজ বহ্নৌ বপুঃ স্বকম্।"

কিন্তু, হে সন্ধ্যে! যখন তুমি এই চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতের মস্তকে চতু-র্যুগ-ব্যাপিনী কঠোরতরা তপস্যা করিতেছিলে, তাদৃশ অবসরে সত্য-যুগ অতীত হইলে, ত্রেতা-যুগের প্রথম-ভাগে প্রজাপতি-দক্ষের কতক-গুলি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইসকল-কন্যকার মধ্যে প্রজাপতি-দক্ষ সপ্তবিংশতি কন্যা সুধাংশু-চন্দ্রদেবকে ভার্য্যার্থে দান করেন। ঐসকল-কন্যার মধ্যে রোহিণী-নাম্নী দক্ষ-কন্যা চন্দ্রদেবের চিত্তাকর্ষণে সমর্থা হওয়ায়, তিনিই চন্দ্রদেবের প্রিয়তমা-পত্নীর স্থান অধিকার করেন। এইরূপে চন্দ্রদেব সর্ব্বথা রোহিণীর বশবর্ত্তী হইলে, অন্যান্য-দক্ষ-কন্যাগণ পতি-প্রেমে বঞ্চিত হইয়া, যখন বারম্বার পিতার নিকটে অভিযোগ করিলেন, তখন পিতা-দক্ষ কন্যাগণের সুখ-সন্তোষ-সম্পাদন-কল্পে পুনঃ পুনঃ চন্দ্রদেবকে উপদেশ-দান করিয়াও, কোন-রূপ ফল প্রাপ্ত না হওয়ায়, পরম-ক্রুদ্ধ হইলেন এবং যখন দেখিলেন যে, চন্দ্রদেব তাঁহার উপদেশে কর্ণপাত করিতেছেন না, তখন প্রজাপতি-দক্ষ কন্যাগণের জন্য চন্দ্রদেবের প্রতি শাপ-প্রদান করিলেন।

এইরূপে প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক চন্দ্রদেব অভিশপ্ত হইলে, চন্দ্রের শাপবিমোক্ষণার্থ কমলাসন ব্রহ্মা, চন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণসহ এই চন্দ্র-ভাগ-পর্ব্বতে তোমার নিকটে সমাগত হইয়াছিলেন। হে সন্ধ্যে! তৎকালে সর্ব্বদেবগণ তোমার নিকটে সমাগত হইলেও, মদীয়-স্বরূপে তোমার মানস একান্ত ও অত্যন্ত অনুরক্ত, বা আসক্ত থাকায়, তোমা কর্ত্তৃক ব্রহ্মাদি-দেবগণ পরিদৃষ্ট হন নাই। অথবা তোমার তপস্যা-প্রভাবে তাঁহারা অর্থাৎ ব্রহ্মাদি-দেবগণও তোমাকে দেখিতে পান নাই। পশ্চাৎ যখন চন্দ্রদেবের শাপ-বিমোক্ষণার্থ ব্রহ্মা এইস্থানে চন্দ্রভাগা-নদীর সৃষ্টি করিলেন, তৎকালেই মেধাতিথি-মুনি চন্দ্রভাগা-নদীতটে তাপসাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন।

তপোবলে এই মহামুনি-মেধাতিথির সমান অধিকারলাভে অদ্য-পর্য্যন্ত কেহই সমর্থ হন নাই, বর্ত্তমানেও সেরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না এবং ভবিষ্যতেও যে তপস্যাধিকারে অপর কেহ মহামুনি-মেধা-তিথির সমকক্ষতালাভে সমর্থ হইবে এরূপও মনে হয় না। অতএব মহা-প্রভাব-সম্পন্ন এই মেধাতিথি-কর্ত্তৃক বর্ত্তমানে এই যে মহাবিধান-জ্যোতিষ্টোম-মহাযজ্ঞ সমারব্ধ হইয়াছে, সেই যজ্ঞে প্রজ্বলিত-বহ্নি-মধ্যে হে সন্ধ্যে! তুমি অবিলম্বে স্বীয়-শরীর-পরিত্যাগ কর। ভোস্ত-পস্বিনি! সন্ধ্যে! তোমার কার্য্য-সিদ্ধ্যর্থ আমি এই সমস্ত-বিধি-ব্যবস্থা পূর্ব্ব হইতেই স্থাপিতা করিয়া রাখিয়াছি। হে মহাভাগে! অধুনা তুমি সত্বর নিজ অভিপ্রেত-কার্য্য সম্পাদন কর, মহামুনি-মেধাতিথির যজ্ঞে গমন কর।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্বিবংশ অধ্যায়

অনন্তর ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং শ্রীকর-কমলাগ্র-ভাগ-সাহায্যে সন্ধ্যাদেবীকে স্পর্শ করিবামাত্র সন্ধ্যাদেবীর শরীর ক্ষণ-মধ্যেই পুরোডাশময়রূপে পরিণত হইল। যদি কেহ এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক শ্রীকর-শাখাগ্র-ভাগ-সাহায্যে সংস্পর্শদ্বারা সন্ধ্যার শরীর পুরোডাশরূপে পরিণামিত হইল কেন? তবে এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, মহামুনি-মেধাতিথির বিশ্বোপকারী সেই যজ্ঞে অগ্নি-প্রজ্বালন-মন্ত্র-সাহায্যে প্রজ্বালিত-স্থাপিত-সুসংস্কৃত-যজ্ঞ-বহ্নি যাহাতে ক্রব্যাদতা, অবৈধ-মাংস-দাহকত্ব, অথবা শব-ভক্ষকতা প্রাপ্ত হইয়া, অপবিত্র না হন, এইরূপ অভিপ্রায়েই শ্রীশঙ্করদেব সন্ধ্যা-শরীরকে যজ্ঞার্হ-পুরোডাশস্বরূপে পরিণামিত করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, শ্রীশঙ্করদেব সন্ধ্যাশরীরকে উক্ত-কারণ-বশতঃ পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে পুরোডাশময় করিয়া, সহসা সেইস্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে সন্ধ্যাদেবীও যেখানে মহামুনি-মেধাতিথি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে ছিলেন, সেইস্থানে সেই মহাসত্রে গমন করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাদেবী সর্ব্বব্যাপক-শ্রীশঙ্করদেবের প্রসাদবশে তত্রত্য-মুনিগণ-কর্ত্তৃক সর্ব্বথা অনুপলক্ষিতা হইয়া, মহামুনি-মেধাতিথির বিতত-মহাযজ্ঞে প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার বচনানুসারে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত বেশ-ধারণ করিয়া, পূর্ব্বকালে তপস্বিনী-সন্ধ্যাদেবীকে তপশ্চরণোপযোগী উপদেশ-দান করিয়াছিলেন। এই কারণ-বশতঃ তপস্বিনী-বিধি-সুতা-সন্ধ্যাদেবী তপশ্চর্য্যোপদেশক-ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ, তপঃ-সমন্বিত, তপো-যোগৈশ্বর্য্যশালী, সর্ব্ব-সদ্গুণৈকনিলয়, জগদ্গুরু, ভগবান্ বশিষ্ঠদেবকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের প্রসাদতঃ তত্রত্য-সর্ব্ব-দেব-মুনি-মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক অনুপলক্ষিতাবস্থায় তৎকালমাত্রেই

মহাযজ্ঞে সুসমিদ্ধ-হুতাশনমধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেন। অনন্তর যজ্ঞ-গত-হুতাশনদেব তৎক্ষণমাত্রেই সেই ব্রহ্মসুতা-সন্ধ্যার পুরোডাশময়-শরীর দগ্ধ করিয়া, "দশ-দিশি" পুরোডাশ-গন্ধের বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক পুনশ্চ শ্রীশঙ্করদেবের আদেশে অন্যের অলক্ষিতাবস্থায় সন্ধ্যাদেবীর দগ্ধ শুদ্ধ সেই শরীরকে সূর্য্য-মণ্ডলে প্রবেশ করাইলেন। অনন্তর শ্রীসূর্য্যদেবও তৎকালমাত্রেই সন্ধ্যাদেবীর নিজ-মণ্ডল-গত-শুদ্ধ সেই শরীরকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া, পিতৃ-দেবগণের প্রীত্যর্থে স্বকীয়-রথে সংস্থাপিত করিলেন।

কিন্তু, সন্ধ্যাদেবীর দ্বিধা-বিভক্ত-দগ্ধ-শুদ্ধ-শরীরের সূর্য্যরথে স্থাপিত যে ঊর্দ্ধ-ভাগ, সেই ঊর্দ্ধ-ভাগ দিবসের আদিভূতা ও অহোরাত্রের মধ্যগামিনী প্রাতঃ-সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল এবং সন্ধ্যাদেবীর তাদৃশ-শরীরের সূর্য্য-রথস্থ যে শেষভাগ, বা নিম্নাবয়ব, সেই নিম্ন-ভাগই সতত পিতৃগণের প্রীতি-দায়িনী দিবসের অন্তভূতা এবং অহোরাত্রের মধ্য-গামিনী সায়ং-সন্ধ্যারূপে পরিণত হইল। দিবস-নাথের উদয়ের পূর্ব্বে যখন অরুণোদয়কাল উপস্থিত হয়, তৎকালেই দেবগণের প্রীতি-কারিণী প্রাতঃ-সন্ধ্যাদেবী সমুদিতা হইয়া থাকেন। আর সূর্য্যদেব অস্তগত হইলে, সতত পিতৃগণের মোদ-কারিণী শোণ-পদ্ম-নিভা সায়ং-সন্ধ্যা উদয়-লাভ করিয়া থাকেন। ত্যক্ত-প্রাণা-সন্ধ্যাদেবীর গত-জীবিত-দ্বিধা-বিভক্ত—শরীরের উক্তরূপ-পরিণাম সম্পাদিত হইলে, পশ্চাৎ সর্ব্ব-ব্যাপনশীল-প্রভবিষ্ণু-শ্রীশঙ্করদেব সন্ধ্যাদেবীর প্রাণ-সকলকে অর্থাৎ প্রাণ-শব্দোপ-লক্ষিতসপ্তদশাবয়ব-বিশিষ্ট-সূক্ষ্ম-শরীরকে মনঃ-সঙ্কল্প-মাত্রেই অপর-দিব্য-স্থূল-শরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া, শরীরিরূপে তাঁহার নবীন-পরিণাম-সম্পাদনপূর্ব্বক দিব্যরূপিণী-কন্যা-স্বরূপে তাঁহাকে মহামুনি-মেধাতিথির যজ্ঞীয় অনলে অবস্থাপিতা করিলেন।

অনন্তর মহামুনি-মেধাতিথির যজ্ঞাবসান-কাল উপস্থিত হইলে, মহা-মুনি-মেধাতিথি নব-শরীর-সম্পন্না সেই সন্ধ্যাদেবীকে পূর্ণাহুতি-প্রজ্বলিত-সশিখ-যজ্ঞ-বহ্নি-মধ্যে তপ্তকাঞ্চন-সমান-প্রভাশালিনী-পুত্রীরূপে প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ণাহুতি-প্রদানের অনন্তর সহসা যজ্ঞ-বহ্নি-মধ্য হইতে

সুবর্ণ-বর্ণ-শোভনা সেই কন্যাকে সমুত্থিতা হইতে দেখিয়া, মহামুনি-মেধাতিথি পরমা-রূপা ও আমোদ-সংযুক্তান্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং যজ্ঞীয় অর্ঘ্য-জলে, তথা যজ্ঞার্থ-সমানীত-সপ্ত-সাগর-সপ্ত-নদী-জলে তাঁহাকে স্নান করাইয়া, নিজ-ক্রোড়ে স্থাপন-পূর্ব্বক মহামুনি মেধাতিথি বহ্নি-জাতা সেই পুত্রীর "অরুন্ধতী", এই নাম নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

"অরুন্ধতী", এই নাম রক্ষা করিবার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, যে কোন নিমিত্ত-বশতঃই হউক না কেন? যেহেতু কদাপি কোনরূপে তিনি পিতার ধর্ম্ম-রোধ করেন নাই, অতএব শিষ্য-বর্গে পরিবৃত-মহামুনি-মেধাতিথি নব-জাতা-কন্যার "অরুন্ধতী", এই নাম-রক্ষণান্তে পরম আনন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তথা মহামুনি-মেধাতিথির যজ্ঞস্থলে সমুৎপন্না সেই কুমারীদেবীও উক্তরূপ-সান্বয় অর্থ-পূর্ণ-নাম-প্রাপ্তা হইয়া, সেই নামে ত্রিলোকীতলে বিদিতা, বা বিখ্যাতা হইলেন। অনন্তর সেই মহামুনি-মহর্ষি-মেধাতিথি যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া, তনয়া-প্রাপ্তি-প্রযুক্ত আমোদযুক্ত অন্তঃকরণে কৃতকৃত্যভাব অনুভব-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত-নিজতাপসাশ্রমপদে অবস্থিত হইয়া, শিষ্যবর্গের সহিত সততকাল দয়া-প্রকাশ-সাহায্যে সেই কন্যা অরুন্ধতীকেই লালন-পালন করিতে লাগিলেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অনন্তর সেই কুমারী-কন্যা দেবী অরুন্ধতী মুনিবর-মেধাতিথির সেই তাপসারণ্যনামে প্রসিদ্ধ আশ্রম-পদে চন্দ্রভাগা-নদীতীরে অবস্থান-পূর্ব্বক শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা যেমন নিত্যই বিবর্দ্ধিতা হয়, কিম্বা জ্যোৎস্না যেমন প্রতিদিনই বৃদ্ধি-প্রাপ্তা হয়, সেইরূপ বৃদ্ধি-প্রাপ্তা হইতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে কন্যা-কুমারী দেবী অরুন্ধতী পঞ্চম-বর্ষে পদার্পণ করিয়া, অনায়াসে অধিগত-স্বীয়াশেষ-সদ্-গুণ-গ্রাম-সাহায্যে চন্দ্রভাগা-নদী এবং সেই তাপসারণ্যকে পবিত্র করিলেন। কিঞ্চ, মহামুনি-মহর্ষি-মেধাতিথি-কর্ত্তৃক-নিষেবিতা চন্দ্রভাগানদীর তীরবর্ত্তী সেই মহাপুণ্য-তাপসারণ্য সতী অরুন্ধতী-দেবীর বাল্যোচিত-পবিত্র-ক্রীড়া-স্থলে পরিণত হইয়া, পূততম অশেষ-পুণ্য-প্রদ-পরম-মাহাত্ম্য-সম্পন্ন-মনো-নয়নাভিরাম মহাতীর্থরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিল।

অদ্যাপি যদি কেহ ভক্তি-পূর্ব্বক যথাবিধি তাপসারণ্যে চন্দ্রভাগা-নদীজলে অরুন্ধতী-তীর্থ-তোয়ে স্নান করেন, তবে তিনিও দেহান্তে শ্রীশিবলোক-গমনে বঞ্চিত হইবেন না। এইরূপ সমগ্র কার্ত্তিকমাস ও মাঘ-মাসীয়-পৌর্ণমাসী, তথা অমা-তিথি-যোগে চন্দ্রভাগা-নদীজলে স্নান ও তদীয়-জল-পান বহু-সৌভাগ্য-প্রদ বলিয়া, শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, এই চন্দ্রভাগা-নদীজলে স্নানান্তে বাল-লীলা-বশে চন্দ্রভাগা-নদীতীরে তাপসারণ্যে পিতা-মেধাতিথির সমীপে ক্রীড়া-পরায়ণা সেই অরুন্ধতী-দেবীকে কদাচিৎ আকাশমার্গে বিশিষ্ট-দিব্যাতিদিব্য-বিমানযোগে গমনশীল-শ্রীকমলাসনদেব দর্শন করিলেন।

কিঞ্চ, ক্রীড়া-পরায়ণা অরুন্ধতী-দেবীকে দর্শন করিবামাত্র সর্ব্বলোক পিতামহ ভগবান্ কমলাসনদেব তৎক্ষণাৎ স্বীয়-রথবর, বা বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া, কন্যা-সমীপে আগমন-পূর্ব্বক দেখিলেন যে, অরুন্ধতী-দেবীর যথোপযুক্ত উপদেশকাল উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর

দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ-দর্শন ভগবান্ ব্রহ্মার সমাগমলাভে প্রমোদমান-মানসে পুলকিত-কলেবরে মেধাতিথি-প্রভৃতিমুনিগণ কমলাসনদেবের যথোচিত-পূজা করিলেন। এইরূপে মেধাতিথি-প্রভৃতিমহামুনি-মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইয়া, কমলযোনি-ব্রহ্মা তৎকালে সেই মহামুনি-মেধাতিথিকে উচিত-বাক্যে এইকথা বলিলেন যে, হে মহামুনে! তোমার বহ্নি-জাতা-কন্যা অরুন্ধতীর এই যথোপযুক্ত উপদেশ-কাল সমাগত হইয়াছে। অতএব অধুনা তুমি এই অরুন্ধতীকে সতী-সাধ্বী-পতিব্রতা-শিরোমণি-রমণী-মণি-নিচয়ের সন্নিধানে সংস্থাপিতা কর।

কিঞ্চ, সুশিক্ষিতা, সচ্চরিত্রা, দেব-গুরু-পতি-পরায়ণা, ভক্তিমতী, সদাচার-সন্নিষ্ঠা, জ্ঞান-বিদ্যা-বিনয়-সৎকুলবতী, দয়া-ধর্ম্ম-যশোবতী স্ত্রী-গণের দ্বারাই কমনীয়-কমল-কুসুম-কোমল-মতি, শিরীষ-পুষ্প-পেলবা-বয়বা, কান্ততরাকৃতি-কুমারীগণকে সুশিক্ষা-দান করাই বিধি-সঙ্গত। পক্ষান্তরে হে মহামুনে! তোমার এই তাপসাশ্রম-পদে তাদৃশী-সদ্গুণ-শালিনী কোন রমণীর অস্তিত্ব অনুভূত হইতেছে না, যিনি, উপদেশ্যা এই অরুন্ধতীকে উপদেশ-দান করিতে পারেন। অতএব হে মহামুনে! "স্ত্রীভিস্ত্রিয়শ্চোপদেশ্যাঃ", এই নীতিবাক্যের অনুসরণ-পূর্ব্বক তুমি সম্প্রতি পুত্রী অরুন্ধতীকে বহুলা ও সাবিত্রীদেবীর নিকটে সংস্থাপিতা কর। হে মহামুনে! তুমি যদি আমার পরামর্শানুসারে কার্য্য কর, তবে তোমার পুত্রী অরুন্ধতী বহুলা ও সাবিত্রীদেবীর সংসর্গবশে স্নেহা-নুরাগ-যত্নাদর-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত-যথোচিত উপদেশ প্রাপ্তা হইয়া, অচিরকাল-মধ্যে মহাগুণৈশ্বর্য্যযুতা হইবেন, সন্দেহ নাই।

মুনিসত্তম-মেধাতিথি পরমেষ্ঠী-ব্রহ্মার উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎকালে ব্রহ্মাকে এইকথা বলিলেন যে, হে জগদ্বিধাতঃ! আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে যে পরামর্শ দান করিলেন, তাহা নিতান্তই সমুচিত বিবেচিত হইতেছে। অতএব হে ব্রহ্মন্। আমি অবিলম্বে আপনার মন্ত্রণা-সম্মত-সমস্ত-কার্য্য-সম্পাদন করিব। ভগবান্ ব্রহ্মা মুনিসত্তম-মেধাতিথির উক্তার্থজ্ঞাপক "এবমেবেতি", অঙ্গীকার-বচন শ্রবণ করিয়া, আনন্দ-পূর্ণ-চিত্তে সুরলোকে গমন করিলেন। এদিকে

মহামুনি-মেধাতিথি সুরশ্রেষ্ঠ-ব্রহ্মা সুর-পুরাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, নিজ-পঞ্চম-বর্ষীয়া-পুত্রী অরুন্ধতীকে সঙ্গে লইয়া, তৎক্ষণাৎ সূর্য্য-ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

মহামুনি-মহর্ষি-মুখ্য-মেধাতিথি অচিরাৎ সূর্য্যলোকে গমন করিয়া দেখিলেন, অমল-ধবল-কমল-শুভ্রবর্ণ-বিভূষিতা, স্বর্গীয়-সুধা-সম-শ্বেতাবয়ব-শোভনা, বিকসিত-সিত-সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টা, সূর্য্য-মণ্ডল-মধ্য-গতা, কর-কমলে অক্ষ-মালা-ধারিণী দেবী সাবিত্রী আনন্দোল্লসিতান্তঃকরণে তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু, মহামুনি-মেধাতিথি-কর্ত্তৃক পরি-দৃষ্টা হইবামাত্র সেই সাবিত্রীদেবী তৎক্ষণাৎ মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল হইতে নিঃসৃতা হইয়া, ত্বরাসহ মানস-ধরাধর-শিখরে গমন করিলেন এবং মুনিপ্রবর মেধাতিথিও কন্যার সহিত মহাসতী-সাবিত্রীদেবীর পশ্চাৎ অনুসরণক্রমে মানসাচল-প্রস্থে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বোদ্দিষ্টা-লোকমাতা-মহাসতী-বহুলাদেবী সাবিত্রীদেবীর গমনের পূর্ব্বেই মানসাচল-শিখরে গমন করিয়া-ছিলেন; সুতরাং এই মানস-পর্ব্বত-প্রস্থে মুনি-শ্রেষ্ঠ-মেধাতিথি সাবিত্রীও বহুলাদেবীর একত্র সন্দর্শনলাভে সমর্থ হইলেন।

অত্রস্থলে যদি প্রশ্ন হয় যে, শ্রীমান্ মেধাতিথি-মুনিকে দর্শন করি-য়াই, সাবিত্রীদেবী রবি-মণ্ডল হইতে নির্গতা হইয়া, মানস-শৈল-সানু-প্রদেশে গমন করিলেন কেন? এবং বহুলাদেবীই বা পূর্ব্ব হইতেই তথায় গমন করিয়াছিলেন কিজন্য? তবে উত্তরে এইরূপ বলা যাইতে পারে যে, লোক-সকলের হিত-কামনা-প্রেরণা-বশে সাবিত্রী, গায়ত্রী, বহুলা, সরস্বতী ও দ্রুপদা, এই পঞ্চ-লোকমাতা মহাসতী-সাধ্বী-পতিব্রতা-শিরোমণি-দেবী প্রত্যহ মানস-শৈল-শিখরে গমন-পূর্ব্বক বিবিধ-ধর্ম্মাখ্যা-নাবলম্বনে পরস্পরের সহিত সাধ্বী-কথা, ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ, বা সদালাপ করিয়া, পুনশ্চ স্ব-স্ব-স্থানে গমন করিয়া থাকেন। অতএব এইরূপ নিয়মাধীনতা-প্রযুক্তই যে অদ্যও সাবিত্রী এবং বহুলাদেবী তথায় গমন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোনরূপ সন্দেহের অবসর নাই।

সে যাহা হউক, তপোধন-মহর্ষি-মেধাতিথি কিন্তু সর্ব্বলোকের মাতৃ-স্থানীয়া সাবিত্রী-গায়ত্রী-প্রভৃতি সেই পঞ্চ-মহাসতীকে একত্র অবলোকন

করিয়া, মাতৃবুদ্ধি-প্রাণোদিত হইয়া, তাঁহাদিগের সকলকেই পৃথক্ পৃথগ্ভাবে প্রণাম করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের একত্র দর্শন-প্রযুক্ত মানসে বিস্মিত-তপোধন-মহর্ষিমেধাতিথি সভয়ে তাঁহাদিগকে কোমল মধুর-বাক্যে এইকথা বলিলেন যে, হে মাতঃ! সাবিত্রি-বহুলে! আপনাদের সম্মুখে সমবস্থিতা মহাযশাঃ এই কুমারী-কন্যাকে আপনারা আমার পুত্রীস্বরূপে অবগতা হইবেন। মদীয়া-পুত্রীকে সদুপদেশ-দান করিতে হইলে, এই যথোচিত-সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, মনে করিয়া, আমি কন্যার উপদেশার্থ-ব্যবস্থা করিবার জন্যই আপনা-দের নিকটে সমাগত হইয়াছি।

জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মার অভিপ্রায় এই যে, মৎপুত্রী অরুন্ধতী আপনা-দের শিষ্যতা লাভ করেন। অতএব হে মাতঃ! আমারও ইচ্ছা এই যে, জগৎস্রষ্টা-ব্রহ্মা কর্তৃক সমাদিষ্টা আমার এই কন্যাকে আপনারা শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু, হে মাতঃ! সাবিত্রি! বহুলে! মদীয়া এই কন্যা "জগৎস্রষ্ট্রা সমাদিষ্টা প্রয়াতু তব শিষ্যতাম্।" এইরূপ উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়াই, আমি এই কন্যাটীকে সঙ্গে করিয়া, আপ-নার নিকটে লইয়া আসিয়াছি। হে দেবি! আপনার পার্শ্বপ্রদেশে সমানীতা আমার এই পুত্রিকার যাহাতে সমুচিত-সৌচারিত্র্য-লাভ হয়, আমার এই বালিকাটীকে আপনারা দুইজনে তদুপযুক্তরূপা সৎশিক্ষা দান করুন। হে মাতঃ! আমার দৃঢ়তর-বিশ্বাস এই যে, আপনারা দুইজনে যদি কিঞ্চিৎমাত্র প্রযত্নাবলম্বন-পূর্ব্বক আমার কন্যাটীকে সুশিক্ষা-দান করেন, তবে নিশ্চিতই আমার কন্যা অচিরকাল-মধ্যেই আপনাদের শিক্ষা-দান-কৌশলে অশেষ-গুণে গুণবতী, বা সৌচারিত্র্য-বিদ্যা-বিনয়বতী হইবেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু, "সৌচারিত্র্যং যথাস্যাঃ স্যাত্তথৈনাং বালিকাং মম। যুবাং বিনয়তং দেব্যৌ, মাতর্মাতর্নমোঽস্তু বাম্" এইকথা বলিয়া, ভগবতী-সাবিত্রী ও বহুলাদেবীর অগ্রে কন্যা-সমর্পণপূর্ব্বক মহামুনি-মেধাতিথি যুক্তকরে অবস্থিত হইলে, পশ্চাৎ-ভগবতী-সাবিত্রীদেবী বহুলা-দেবীর সহিত মিলিতা হইয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য-পুরঃসর সেই বালিকা অরুন্ধতী

ও মুনিসত্তম-মেধাতিথিকে এইকথা বলিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবের প্রসন্নতাবশে আপনার এই তনয়া পূর্ব্ব হইতেই সুচরিত্রা হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। অতএব হে মুনে! যিনি পূর্ব্ব হইতেই নিজ-কৃত-কঠোর-তপঃ-প্রভাবে শ্রীশঙ্করদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া, তাঁহারই অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক-বর-দান-ফলে সৎশীলশালিনী অশেষ-গুণে গুণবতী হইয়া, জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, আপনার সেই তনয়া অরুন্ধতীর সচ্চারিত্র্য-সম্পাদন-কল্পে বিদ্যা-বিনয়-ধীরতা-সাধন উদ্দেশে পুনরপি কীদৃশী-শিক্ষণ-নীতির অপেক্ষা অনুভূতা হইতে পারে ?

হে মহামুনে! উক্তরূপ-কারণবশতঃ যদিচ আমি আপনার কন্যাকে শিক্ষাদান করিবার উপযুক্ত সেরূপ কোন বিষয়ের সম্ভাব দেখিতেছি না, তথাপি আমি এবং মহাসতী-বহুলা, আমরা দুইজনেই ব্রহ্ম-বাক্যের যথোচিত-গৌরব-রক্ষণার্থ আপনার সুতা-সতী অরুন্ধতীকে সমুচিতা সুশিক্ষা দান করিব এবং যাদৃশী-শিক্ষণ-নীতি অবলম্বন করিলে, আপনার কন্যা অচিরাৎ ধীরা, ধীরতরা, বা ধীরতমা হইতে পারেন, তদ্বিষয়েও বিশিষ্টরূপ-যত্ন করিব। হে মহর্ষে! আপনি অবগত আছেন কি না? জানিনা, পরন্তু আমি অবগতা আছি যে, আপনার এই কন্যা পূর্ব্বকালে লোকপিতামহ-ব্রহ্মার মানসী-কন্যা-সন্ধ্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অনন্তর তপস্যা-প্রভাবে শ্রীশঙ্করদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে বিবিধ-বর-লাভান্তে সন্ধ্যাদেবী স্বেচ্ছা-বশে স্বীয়-শরীর-পরিত্যাগ করিলে পর, আপনি নিজকৃত-তপোবলে সেই সন্ধ্যা-দেবীকেই এই অরুন্ধতী-কন্যারূপে লাভ করিয়াছেন। হে মহামুনে! শ্রীশঙ্করদেবের প্রসাদবশে এই কন্যা আপনার বংশে উৎপন্না হইয়াছেন এবং এই কন্যা-সতী অরুন্ধতী যে অবশ্যই আপনার কুল পবিত্র ও বিবর্দ্ধিত করিবেন, হে মহামুনে! তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

কিঞ্চ, হে মহর্ষে! আপনার এই কন্যা-মহাসতী অরুন্ধতীদেবী লোক-সকলের যেমন মঙ্গল, কল্যাণ, বা উপকার-সাধন করিবেন, সেই-রূপ দেবগণেরও অবশ্যই "শিবমেষা করিষ্যতি।" অনন্তর অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহপ্রকাশ-পূর্ব্বক "বিনেষ্যাবস্তব সুতাং, ধীরা স্যাম্নচিরাদ্

যথা।” এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া লোকমাতা-মহাসতী-সাবিত্রী ও বহুলাদেবী যখন অরুন্ধতীকে গ্রহণ করিলেন, তৎকালেই তাপসারণ্যাশ্রমে গমনাভিলাষী মহামুনি-মেধাতিথিও সাবিত্রী-প্রভৃতিলোক-মাতৃগণ-কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া, নিজ-সুতা অরুন্ধতীকে আশ্বাস-প্রদান-পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্তলোক-মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

মহামুনি-মহর্ষি-মুখ্য-মেধাতিথি চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতের উপত্যকা-প্রদেশে চন্দ্রভাগা-নদীতীরে তাপসারণ্যগত-নিজ আশ্রম-পদাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, "মাতৃভ্যামিব" সেই মহাসতী-ভগবতী-সাবিত্রী, তথা বহুলাদেবী-কর্ত্তৃক সতত আদর-যত্নসহ সর্ব্ব-বিষয়িণী-সুশিক্ষাদান, বা সৌচারিত্র্য-শিক্ষণ-পুরঃসর দৈবী-রীতি অনুসরণে লালিতা পালিতা হইয়া, সেই অরুন্ধতী-দেবী স্বর্গীয় অপূর্ব্ব-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সৌভাগ্য-ভোগভাগ্যানুভব-সহযোগ-বশতঃ নিরন্তর-প্রীতি-বিকসিত-স্ফূর্ত্তি-যুক্ত-সমুল্লসিত-মানসে নির্ভয়ান্তঃ-করণে পরমানন্দোপভোগে অধিকারিণী হইলেন।

বুদ্ধি-প্রতিভা-বিদ্যা-সৌজন্যবিনয়বতী-দেবী অরুন্ধতী তথাকথিত-মাতৃ-প্রদত্ত উপদেশগুণে সর্ব্বথা সুশিক্ষা লাভ করিয়া, দেবোৎসব উপ-লক্ষে দেবগণ-কর্ত্তৃক সাদরে সসম্মানে সমাহূতা-ভগবতী-সাবিত্রীদেবীর সহিত কদাচিৎ রাত্রিকালে রবিগৃহে, কদাচিৎ ব্রহ্মলোকে, কদাচিৎ বৈকুণ্ঠলোকে, কদাচন সোমলোকে, কদাচন ভগবতী-বহুলাদেবীর সহিত শক্রলোকে, কদাচন অন্যান্য-দেব-সমাজে, দেবোদ্যানে, কল্পতরুতলে, হরি-চন্দন-বনে সুর-দীর্ঘিকা-তটে, মানসাদি-সরোবর-তীরে, সুমেরু-গন্ধমাদন-মলয়-মানসাদি অচল-শিখরবরে গমন করিতেন।

এইরূপে সেই দেবী অরুন্ধতী উক্ত-মাতৃ-যুগলের সহিত সুর-লোক-সমূহে বিহারাবসরে সুযোগ-ক্রমে সুশিক্ষা অর্জ্জন-পূর্ব্বক ক্রমশঃ সদ্ধর্ম্মানুষ্ঠান, সদাচার-প্রতিপালন, তপস্যাচরণ, পতি-ব্রতাচার, পতি-ভক্তি, তথা-পতি-সেবা-প্রণালী-প্রভৃতি শিক্ষা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে দিব্য-মানে সপ্ত-সম্বৎসর-পরিমিত-কাল অতিবাহিত করিলেন। কিন্তু, সদ্‌বুদ্ধিশালিনী-শোভনাচার-পরায়ণা সেই মহাসতী-দেবী অরুন্ধতী, ভগবতী-সাবিত্রী ও বহুলাদেবীর সহিত আহারে, বিহারে, বসনে, ভূষণে, উপবেশনে, শয়নে, লোকব্যবহারে, সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহে, সর্ব্বকার্য্যে

একত্রাবস্থিতা হইয়া, অচিরকালমধ্যেই সমগ্র-স্ত্রী-ধর্ম্ম-বিষয়ে সমধিক-জ্ঞানলাভ করিলেন। "তাভ্যাং তথোপবিষ্টা" এবং উপদিষ্টা-মহাসতী-দেবী-অরুন্ধতী ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব-বিষয়ে এরূপ জ্ঞান-বিজ্ঞানবতী হইলেন যে, "সর্ব্বং জ্ঞাতবতী" দেবী অরুন্ধতী সর্ব্বলোক-সমাজে ভগবতী-সাবিত্রী ও বহুলাদেবী হইতেও অধিকতর-গুণশালিনী বলিয়া, বিখ্যাতি লাভ করিলেন।

অনন্তর যথোচিত-কাল সম্প্রাপ্ত হইলে, সর্ব্বগুণে গুণবতী-মহাসতী অরুন্ধতীদেবী, সূর্য্য-সমুদয়ে কমলিনী-কুলের, বা কুমুদনায়ক-শশধরদেবের সমুদয়ে কুমুদ-কুলের সমধিক-রুচি বা শোভা-প্রাপ্তির ন্যায় শোভন-যৌবনোদ্ভেদ-জনিত অপূর্ব্ব-স্বর্গীয় শ্রী-সৌন্দর্য্য প্রাপ্তা হইলেন। যৌবন-সমাগম-বশতঃ অশেষ-সৌন্দর্য্য-শালিনী-সতী-শিরোমণি-দেবী-অরুন্ধতী সাবিত্রীদেবীর সহিত একদা মানসাচলে গমনপূর্ব্বক উক্ত পর্ব্বতের অধিত্যকা-প্রদেশে একাকিনী ইতঃস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে, সহসা সবিতৃ-মণ্ডল-সমান-দ্যুতি-সম্পন্ন ব্রহ্ম-নন্দন শ্রীমান্-মহামুনি-ভগবান্-বশিষ্ঠ-দেবের দর্শন-প্রাপ্তা হইলেন।

চারু-তেজস্বী, মনোহর-দর্শন, মধুরতরাকৃতি, মানস-শৈল-শিলাতলে সমুপবিষ্ট-বশিষ্ঠদেবের দর্শন প্রাপ্তা হইবামাত্র সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সার-নির্ম্মাণা, মধুর-দর্শনা, উদ্ভূত-যৌবনা সেই সতী অরুন্ধতী শ্রীশঙ্কর-মহারাজের ইচ্ছা বশতঃই বোধ হয়, বাল-সূর্য্য-সম-প্রভ, চারুরূপ, ব্রাহ্ম-শ্রী-সম্পন্ন সেই বশিষ্ঠদেবকে মনে মনে কামভাবে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর মহাতেজাঃ সেই বশিষ্ঠদেবও চারুহাসিনী, বরবর্ণিনী, নব-যৌবন-বিলাসবতী-শ্রীমতী অরুন্ধতী-দেবীকে দর্শন করিয়াই, উদ্ভূত-মন্মথোন্মথিত-হৃদয়ে বারম্বার তাঁহার শারদ-শশধর-সম-মধুর-সুন্দর-বদন-বিম্ব-বীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

চারু-দর্শন-বশিষ্ঠদেবের দর্শনমাত্রেই, সতী অরুন্ধতী যেমন মনে মনে কামভাবে তাঁহাকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিলেন, সেই-রূপ বশিষ্ঠদেবও সতী-শোভনা, নব-যৌবনা, মধুর-দর্শনা, মুনি-জন-মানস-মোহিনী, মত্ত-মাতঙ্গ-গামিনী, হৃদয়-হারিণী অরুন্ধতীদেবীর দর্শন-মাত্রেই মনে মনে কাম-কলুষিতভাবে তাঁহাকে সহধর্ম্মচারিণীরূপে প্রাপ্ত হইতে

নিতান্ত সমুৎসুক হওয়ায়, প্রাকৃতজনের হৃদয়ে কামদেব যেমন সহসা অধিকতর-প্রভাব-বিস্তার করেন, তদ্বৎ তাঁহাদিগের উভয়েরই হৃদয়-মধ্যে পরস্পর-দর্শনের পরবর্ত্তী কাল হইতেই, নিতান্ত-মর্য্যাদা-শূন্য-ভাবে হৃদিশয় সুমহান্ মন্মথদেব অধিকতর-বর্দ্ধিতাকার ধারণ করিলেন।

অনন্তর মেধাতিথি-নন্দিনী দেবী অরুন্ধতী সহসা চমকিতা হইয়া, উদ্বেলিত-হৃদয়ে ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক মদনোন্মথিত আত্মাকে, বা মন্মথেরিত-নিজ-মানসকে অতিকষ্টে সংযত করিয়া, অতিযত্নের সহিত ধারণ করিলেন। এইরূপ মহাতেজাঃ ভগবান্ বশিষ্ঠদেবও কামকৃত-দৌরাত্ম্য অতর্কিত-ভাবেই যেন অবগত হইয়া, কামবিকৃতাধীর অন্তঃকরণে ধৈর্য্য-ধারণ-পূর্ব্বক সহসা মন্মথমথিতাত্মীয় মানসকে সংস্তম্ভিত করিলেন। উক্ত রূপে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ও দেবী অরুন্ধতী বিবেক-বিচার-বলে মানসে ধৈর্য্য-ধারণ করিলেন বটে; পরন্তু অরুন্ধতীদেবী নিতান্ত-লজ্জিতান্তঃ-করণে এখানে আর আমার অবস্থিতি করা যুক্তি-যুক্ত হইতেছে না, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, তৎক্ষণাৎ মুনি-সন্নিধি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজ-মানস ও যৌবন-লাবণ্য-লীলা-বিলাস-বিলসিত-সুন্দরাতিসুন্দর-স্বর্গীয়-শরীরের নিন্দা করিতে করিতে, যেখানে সাবিত্রীদেবী অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, দ্রুততর-পদে তথায় গমন করিলেন।

কিন্তু, গমনকালে দুঃখাতিশয়বশে মানসে অতীব বাধ্যমানা মহাসতী অরুন্ধতীদেবী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, হায়! আমি অদ্য কি করিলাম? আজীবন-সুরক্ষিত-সতীভাব অদ্য মৎকর্ত্তৃক-পরিত্যক্ত হইল? রে রে দুর্দ্দান্ত-কামহতক! দুর্ব্বল-নারীজনের প্রতি এরূপ পরাক্রম-প্রকাশ করিয়া, কি পরিমাণে তোমার গৌরব বর্দ্ধিত হইল? উক্তরূপ-চিন্তা করিতে করিতে, মনোজ-দুঃখ-প্রাবল্য-বশতঃ মহাসতী অরুন্ধতীদেবীর যৌবন-লাবণ্য-বিকসিত-মধুরাতিমধুর-দর্শন-বদন-বিম্ব বিবর্ণ-ভাব ধারণ করিল, হিম-সংহতি-সংসিক্ত-সরসিজ-কান্তির ন্যায় তাঁহার সকল-শরীরাবয়ব-গত-কান্তি মালিন্য-সমাচ্ছন্না হইল এবং তাঁহার গজেন্দ্র-গমন-সদৃশ-সুন্দর-দর্শন-গমন-গতি পদে পদে স্খলিতা হইতে লাগিল।

কিন্তু, গমনকালে মহাসতী অরুন্ধতী এইরূপও বিমর্ষ, বিতর্ক, বিচার,

বা বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, চরিতব্রতা-মহাসতী-সাবিত্রীদেবী স্ত্রী-ধর্ম্ম অধ্যয়ন করাইয়া. আমাকে অতিগম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন যে, বৎসে! সতীগণের মর্য্যাদা, বা স্থিতি মৃণাল-তন্তু-সদৃশী-সূক্ষ্মা-সূক্ষ্মতরা জানিবে। অতএব স্ত্রী-মর্য্যাদা-রক্ষা করিতে হইলে, সতত অবহিত-চিত্তে অবস্থিতি করিতে হইবে। অন্যথা সতীস্ত্রীগণের মৃণাল-তন্তু-সূক্ষ্মা-মর্য্যাদা ক্ষণমাত্রকালের জন্যও অতিসামান্যমাত্র-পবন-প্রবাহ-বেগ-সহনে অসমর্থতা-প্রযুক্ত তৎক্ষণাৎ ছিন্নাবিচ্ছিন্না হইতে পারে। অত-এব মহাসতী-সাবিত্রীদেবী সতীধর্ম্মের সার সমুদ্ধৃত করিয়া, সত্যই আমাকে অন্তিম উপদেশ দিয়াছিলেন যে, "মৃণালতন্তুবৎ সূক্ষ্মা, ছিন্না চ তৎক্ষণাদপি। স্থিতিঃ সতীনামল্পেন, চাপল্যেনৈব নশ্যতি।" সতী--ধর্ম্মের স্থিতি, বা মর্য্যাদা অল্পমাত্র-চাপল্যেও বিনষ্টা হইয়া থাকে, এই-রূপ পরম-চরমোপদেশ-প্রাপ্তা হইয়াও, হায়! আমি তাদৃশ উপ-দেশানুসারে কার্য্য করিতে অসমর্থা হইলাম?

হায়! কেবলই কি আমি তাদৃশ উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে অসমর্থা হইলাম? তাহা ত নহে, আমি যে পরকীয়-পুরুষের প্রতি মনোরথ, বা কামাভিলাষ বর্দ্ধিত করিয়া, স্ত্রী-ধর্ম্মাধ্যাপনান্তে সংশিত-ব্রতা সাবিত্রীদেবীকর্ত্তৃক সংক্ষিপ্ত-সারভূত-সমুদ্ধৃত-নিষ্কাশিতোপদিষ্ট-সর্ব্বোত্তম যে সতী-ধর্ম্ম অত্যল্পমাত্রও চাপল্য-পরিহার-পূর্ব্বক সযত্নে সতত সংরক্ষ-ণীয়রূপে অভিহিত হইয়াছে, পতিভিন্ন-পরকীয়-পুরুষান্তরে মনঃ-সংকল্প-মাত্রেও কামাভিলাষ, বা নিরন্তর-রতি-রসানুরাগরাহিত্য-লক্ষণ সেই এই স্ত্রী-ধর্ম্ম, নারী-মর্য্যাদা, বা সতী-স্থিতির বিনাশাখ্য-বিলোপসাধন করি-লাম? হায়! তবে ইহ-পরলোকে আমার কীদৃশী-গতি নির্দ্দিষ্টা-হইবে? মুনি-প্রবর-বশিষ্ঠদেবের সন্নিধি-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক গমনকালে পথিমধ্যে উক্তরূপ-চিন্তা করিতে করিতে, মেধাতিথি-নন্দিনী অরুন্ধতী-দেবী অত্যন্ত-দুঃখ-পীড়িত-হৃদয়ে বিবর্ণবদনে ক্রমে ক্রমে সাবিত্রী ও বহুলা-দেবীর সন্নিধানে উপস্থিতা হইলেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে ষড়্বিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তবিংশ অধ্যায়

অনন্তর সাবিত্রীদেবী, সমীপে সমাগতা-তথাবিধা অর্থাৎ সকলশরীরাবয়বে মলিনা, বিবর্ণ-বদনা, স্খলিত-গমনা, চিন্তা-পরায়ণা-সতী-অরুন্ধতীদেবীকে অবলোকন করিয়া, মানসে ধ্যানচিন্তাপরা হইয়া, অরুন্ধতীদেবীর তাদৃশ অবস্থা-পরিবর্ত্তনের কারণানুসন্ধানকল্পে বিমর্ষ-বিতর্ক-বিচার করিতে লাগিলেন। বিমর্ষ-বিতর্ক-বিচার-বিবেচনা করিয়া, বিচারজাত-দিব্য-জ্ঞান-সাহায্যে মহাসতী-সাবিত্রীদেবী তৎক্ষণাৎ অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠদেবসম্বন্ধে সমস্ত-বৃত্তান্তই অবগতা হইলেন। বশিষ্ঠদেবের সহিত যেরূপে অরুন্ধতীদেবীর সন্দর্শনলাভ ঘটিয়াছিল, যেরূপে তাঁহাদিগের উভয়ের হৃদয়ে অতিদুঃসহ-মন্মথানল প্রজ্বলিত-প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল, যে কারণ-বশতঃ অরুন্ধতীদেবী মুখে বৈবর্ণ্য ধারণ করিয়াছেন, যে কারণে তাঁহার শরীর মলিন ও গতি স্খলিতা হইয়াছিল, যে কারণ-বশতঃ তিনি বারম্বার নিজ-শরীর ও মনের নিন্দা করিতেছিলেন, যে কারণে তিনি অধুনা অধোমুখে অবস্থিতি করিতেছেন, যে কারণ-বশতঃ তিনি মনে মনে ইহ-পরলোকে আমার কি গতি হইবে ? এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, সর্ব্বজ্ঞা-দিব্যদর্শিনী-সাবিত্রীদেবী অচিরাৎ তৎসমস্তই অবগতা হইলেন।

অনন্তর ভগবতী মহাসতী-সাবিত্রীদেবী মেধাতিথি-নন্দিনী অরুন্ধতীদেবীর মস্তকে সমাশ্বাসন, তথা আশীর্ব্বাদাভিপ্রায়ে দক্ষিণ-হস্ত-স্থাপনপূর্ব্বক বাম-হস্ত-সাহায্যে তাঁহাকে ক্রোড়ীকৃতা করিয়াই যেন, স্নেহস্নিগ্ধ-মধুর-স্বরে সম্বোধন-পূর্ব্বক এইকথা বলিলেন যে, হে বৎসে ! দিবাকরদেবের খরতরকর-নিকরপরিতাপিতছিন্ন-নাল-পদ্মের ন্যায় তোমার মুখ-মণ্ডল ভিন্ন-বর্ণ ধারণ করিয়াছে কেন ? হে গুণবত্তমে ! তোমার সমস্ত-শরীরাবয়ব তনু-সূক্ষ্ম-কৃশ-তরল, বা অল্লাল্ল-কৃষ্ণ-নীল-জলদ-জাল-সমাবৃত-নিশাপতি-বিম্ব, বা চন্দ্র-মণ্ডলের ন্যায় এমন ম্লান দেখিতেছি

কেন ? হে ভদ্রে ! তোমার ইন্দ্রিয়-দশকের অধ্যক্ষ হৃৎ-পদ্মগোলকস্থ-মানস "সচিন্তমিব" লক্ষিত হইতেছে কেন ? হে অরুন্ধতি ! উক্তপ্রশ্নসকলের যথাযথ উত্তর-দান যদি তোমার পক্ষে অনুচিত বিবেচিত না হয়, কিম্বা তোমার দুঃখ-কারণ না হয়, তুমি যদি গোপনীয় মনে না কর, তবে তুমি অবিলম্বে আমার নিকটে যথাযথ উত্তর-দান-পূর্ব্বক নিজ দুঃখ-কারণ কথন কর।

মহাদেবী-মহাসতী-চরিতব্রতা-সাবিত্রীদেবীর উক্তরূপ-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়াও, একান্তাত্যন্ত-লজ্জা-ভার-বিনম্রা সেই মেধাতিথি-সুতা অরুন্ধতী-দেবী কোনরূপ বাক্য কথন না করিয়া, কেবল অধোমুখী হইয়াই, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উক্তরূপে পরিপৃষ্টা হইয়াও, অরুন্ধতীদেবী যখন গুর্ব্বী-মাতা-সাবিত্রীদেবীর বাক্যের কোনরূপ উত্তরদান করিলেন না, তখন স্বয়ং তপস্বিনী-মহাদেবী-সাবিত্রী সেই সকল-কথা প্রকাশ করিয়া, সতী অরুন্ধতী দেবীকে বলিলেন, বৎসে ! মানসাচল-শিলাতলে সমুপবিষ্ট-ভাস্কর-সন্নিভ যে মুনিবরকে তুমি দর্শন করিয়াছিলে, তিনি অপর কেহ নহেন, তিনি ব্রহ্মার মানস-পুত্র স্বয়ং বশিষ্ঠদেব এবং তিনিই অদূর-ভবিষ্যতে তোমার স্বামী হইবেন। হে বৎসে ! আমি যাহা কথন করিলাম, ঐসকল বাক্য তুমি কেবল কথার কথা মনে করিও না। পক্ষান্তরে হে অরুন্ধতি ! তোমার এবং তাঁহার, তোমাদের দুইজনের দাম্পত্য-প্রেম-বন্ধন স্বয়ং বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন। অতএব হে সতি ! "তব তস্য চ দাম্পত্যং, পুরা ধাত্রৈব নির্ম্মিতম্।" এই বাক্য যদি ধ্রুব সত্য হয়, তবে সেই বশিষ্ঠদেবের দর্শন-প্রযুক্ত কখনই তোমার সতীভাব পরিহীণ হইবে না।

অথবা হে পুত্রি ! সেই বশিষ্ঠদেবের দর্শনের অনন্তর তোমার হৃদয়ে যে কামভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তজ্জন্যও কোনরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু ব্রহ্ম-নন্দন ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের দর্শন ও তজ্জনিত ত্বদীয়-হৃদয়ে কামভাবের আবির্ভাব পাপাশঙ্কাবহ, বা দোষাকর নহে, অতএব হে পুত্রি ! তুমি অবিলম্বে মনোদুঃখ পরিত্যাগ কর। হে শোভনে ! তুমি পূর্ব্ব-জন্মে তীব্রাতিতীব্রতর-পরম-তপস্যা করিয়া,

সেই বশিষ্ঠদেবকেই দয়িত-প্রিয়-পতিরূপে বরণ, বা প্রার্থনা করিয়াছিলে। হে কন্যকে! এই কারণবশতঃই প্রচুরতর-যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন-জিতেন্দ্রিয়-শ্রেষ্ঠ সেই ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তোমার প্রতি কাম-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। হে বৎসে! পূর্ব্বজন্মাবসরে যেরূপে তুমি ভগবান্ বশিষ্ঠদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলে, চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতে যেভাবে সততকাল তপস্যা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

এইকথা বলিয়া, ভগবতী-সাবিত্রীদেবী পূর্ব্বকালে সন্ধ্যাদেবী যেরূপে উৎপন্না হইয়াছিলেন, চন্দ্রভাগ-নামে সুপ্রসিদ্ধ-পর্ব্বত-প্রদেশে তিনি যে অভিপ্রায়ে তপস্যা করিয়াছিলেন, ভগবান্ ব্রহ্মার বচনানুসারে মহর্ষি-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা বশিষ্ঠদেব বর্ণিরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক পূর্ব্বকালে যেরূপে সন্ধ্যার প্রতি তপশ্চর্য্যাবিষয়ে উপদেশদান করিয়াছিলেন, যেরূপে সন্ধ্যাদেবী ভগবান্ বশিষ্ঠদেব-কর্ত্তৃক উপদিষ্টা হইয়া, অতিদুশ্চর-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাদেবীর তপঃ-প্রভাবে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব প্রসন্নান্তঃকরণে যেভাবে প্রত্যক্ষতা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শ্রীশঙ্করদেব প্রসন্নাননে যেরূপে সন্ধ্যাদেবীকে বর-দান করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাদেবী যেরূপে জগতীতলে মর্য্যাদা স্থাপিতা করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাদেবী-কর্ত্তৃক সেই ভগবান্ বশিষ্ঠমুনি যেভাবে পতিরূপে বাঞ্ছিত, বা প্রার্থিত হইয়াছিলেন, তথা হে পুত্রিকে! সন্ধ্যা-স্বরূপে তুমি যেভাবে মহামুনি-মেধাতিথির যজ্ঞীয়-অনলমধ্যে শরীর-পরিত্যাগ করিয়াছিলে এবং যেরূপে সন্ধ্যাদেবী মহামুনি-মহর্ষি-মুখ্য-মেধাতিথির কন্যা-স্বরূপে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তৎকালে ভগবতী-বহুলাদেবীর সহিত মিলিতা হইয়া, যথাক্রমে সুবিস্তার-পূর্ব্বক মহাসতী অরুন্ধতীর নিকটে কীর্ত্তন করিলেন।

অনন্তর অরুন্ধতীদেবী মহাদেবী-মহাসতী-ভগবতী-বহুলাদেবীর সহিত সম্মিলিতা মহাসতী-সাবিত্রীদেবীর বাক্য-সকল-শ্রবণ করিয়া, নিজ-যাবতীয়-পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্ত অবগতা হইলেন এবং পূর্ব্ব-জন্মাবসরে প্রারব্ধ-কর্ম্মানুসারে আমি যে যে ঘটনা-নিচয়ের মধ্যে পতিতা হইয়াছিলাম, অথবা পূর্ব্বজন্মে আমার যে যে ঘটনা, বা অবস্থান্তর ঘটিয়াছিল, কিম্বা

আমার মনোগত যে কিছু ভাব, বা অভিপ্রায়, তৎসমস্তই ত দেখিতেছি, ভগবতী-সাবিত্রী দেবী অবগতা হইয়াছেন, এইরূপ ভাবিয়া দেবী অরুন্ধতী মনে মনে ত্রপাপর-পর্য্যায়-নিরতিশয়-লজ্জা অনুভব-পূর্ব্বক অতীবাধো-মুখী হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সাবিত্রীদেবীর পূর্ব্বোক্ত-বাক্য-সকল-শ্রবণ-পূর্ব্বক নিজ-পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্ত অবগতা হইয়া, মহাসতী অরুন্ধতী তৎক্ষণাৎ জাতিস্মরা, বা পূর্ব্ব-জন্ম-স্মরা হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ অধোমুখী অবস্থায় অবস্থিতি করিয়াই, সাবিত্রীদেবীর অনুগ্রহে তৎকালমাত্রেই প্রাপ্ত-দিব্য-জ্ঞান-সাহায্যে নিজ-যাবতীয়-পূর্ব্ব-জন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিলেন।

যদিচ দিব্যজ্ঞা-দিব্য-দর্শিনী অরুন্ধতীদেবী পূর্ব্ব-জন্মাবসরে সন্ধ্যা-শরীরে তপস্যাবসানে তপঃ-পরিতুষ্ট-শ্রীশঙ্করদেবের অনুগ্রহ, বা প্রসন্নতা-ফলে যে দিব্য-জ্ঞান-দিব্য-বাক্যদিব্য-চক্ষুঃ প্রাপ্তা হইয়াছিলেন, তৎ-সাহায্যেই তিনি ভগবতী-সাবিত্রীদেবী-কথিত-বাক্য-শ্রবণ, বা তৎকৃত অনুগ্রহ-লাভ-ব্যতিরেকে "যদ্বৃত্তং পূর্ব্বজন্মনি", অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্মে যে যে ঘটনা-সকল ঘটিয়াছিল, তৎ-সমস্তই স্মরণ করিতে পারিতেন, তথাপি বর্ত্তমান-শরীরে বাল-ভাব-প্রযুক্ত তাঁহার সেই দিব্য-জ্ঞান, বাক্য ও চক্ষুঃ সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, বাল-ভাব-কৃত আবরণাপসারণ-কল্পে তাঁহাকে সাবিত্রী-দেবীর সাহায্য-গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। অতএব পূর্ব্ব-জন্মে শ্রীশঙ্কর-দেবের প্রসাদতঃ দিব্যদর্শিনী হইয়াও, "অধুনা বালভাবেন, প্রচ্ছন্না দিব্য-দর্শনা" অরুন্ধতী দেবী "সাবিত্রী-বচনাচ্ছ্রুত্বা, বৃত্তান্তং পূর্ব্বজন্মনঃ। প্রত্যক্ষমিব তৎ সর্ব্বং, পূর্ব্বজ্ঞানমবাপ সা।" এইরূপ কল্পনা অসঙ্গতা হইতে পারে না।

সেইজন্যই বলিতেছিলাম যে, পূর্ব্বকালে শ্রীশঙ্করদেব যে দিব্য-জ্ঞানাদি দান করিয়াছিলেন, সাবিত্রী-বচন-শ্রবণে সেই পূর্ব্ব-জ্ঞান-প্রভৃতি প্রাপ্তা হইয়া, এই বশিষ্ঠদেব পূর্ব্বজন্মাবসরে মৎকর্ত্তৃক স্বামিরূপে বৃত হইয়াছিলেন, এইরূপ প্রত্যক্ষপ্রায়-দিব্য-জ্ঞান লাভ করিয়া, অরুন্ধতী-দেবী পরমামোদানুভবে অধিকারিণী হইলেন। কিন্তু, "বশিষ্ঠোহয়ং বৃতঃ স্বামী, ময়া বৈ পূর্ব্বজন্মনি।" এইরূপজ্ঞানবতী মেধাতিথি-সুতা

মহাসতী অরুন্ধতীদেবী বশিষ্ঠদেবের দর্শন-বশতঃ নিজ-হৃদয়ে হৃচ্ছয়, বা কামভাবের আবির্ভাব হওয়ায়, তজ্জন্য "সতীত্বস্য-নিবারণে" সতীত্ব-নিবর্ত্তন-কল্পে অর্থাৎ-স্বীয়-সতীত্ব বিনষ্ট হইল ভাবিয়া, মানসে সমুৎপন্ন-গাঢ়তর যে আতঙ্ক ইতঃপূর্ব্বে অবিরতভাবে তাঁহাকে তীব্রতর-তাপ-দুঃখ-প্রদান করিতেছিল, তৎকালমাত্রেই স্বয়ং সেই সুমহান্ আতঙ্ক-পরিহার-পুরঃসর পুনরপি নষ্ট-স্বাস্থ্য লাভ করিলেন। অনন্তর মহাসতী-সাবিত্রীদেবী মেধাতিথি-সুতা অরুন্ধতীকে ত্যক্ত-চিন্তা স্বস্থ-চিত্তা এবং আমোদবতী অবলোকন করিয়া, আনন্দিতমানসে তাঁহার সহিত সূর্য্য-ভবনে গমন করিলেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তবিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অনন্তর "ত্যক্তচিন্তাং ততস্তাস্তু, বিজ্ঞায়ারুন্ধতীং সতীম্।" সর্ব্বজ্ঞা সতীবরা সাবিত্রীদেবী মেধাতিথি-নন্দিনীকে সূর্য্য-মন্দিরে সংস্থাপিতা করিয়া, স্বয়ং ব্রহ্ম-ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মদেবকে প্রণামান্তে তৎক্ষণাৎ তৎকর্ত্তৃক পরিপৃষ্টা সাবিত্রীদেবী অমিতৌজাঃ জগদ্‌বিধাতা ব্রহ্মাকে এইবাক্য বলিলেন যে, "ভগবন্! জগতাং নাথ!" মেধাতিথি-পুত্রী অরুন্ধতী আপনার পুত্র ভাস্কর-সন্নিভ বশিষ্ঠদেবকে মানস-পর্ব্বতের প্রস্থ-প্রদেশে অবলোকন করিয়া, তৎকাল-মাত্রেই তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছেন। এইরূপ ব্রহ্মর্ষি-শ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবও মেধাতিথি-পুত্রী অরুন্ধতীদেবীকে দর্শন করিয়াই, তৎপ্রতি কামভাবাপন্ন হইয়াছেন।

অপিচ, তাঁহাদিগের উভয়েরই হৃদয়ে পরস্পরের দর্শন-মাত্রেই হৃদিশয়-কামদেব তৎক্ষণাৎ মহতীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, হে প্রজাপতে! তাঁহারা পরস্পরের প্রতি অভিলাষী হন। তদনন্তর দৃঢ়তর-ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক দেবী অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠদেব মনঃ-সম্ভূত-মদন-বিকার-প্রশমিত করিয়া, অসদাচরণ-বোধে সুদুঃখিতান্তঃকরণে বিমনস্কভাবে লজ্জিত-হৃদয়ে সেই মানসাচল-সানু-প্রদেশ হইতে স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করেন। হে সুরশ্রেষ্ঠ! এইরূপ ঘটনা যখন সংঘটিতা হইয়াছে, তখন এই সম্প্রবৃত্ত-ব্যাপারে যাহা আপনি যোগ্য মনে করেন, পরিণামে যাহা শুভ-ফল-প্রদ হয়, আয়তি উত্তরকালে যাহা জগতের কল্যাণ-জনক হয়, ভবিষ্যৎকালে লোকসকলের হিত-কামনা-বশবর্ত্তী হইয়া, বিবেচনা-পূর্ব্বক আপনি অবিলম্বে তদনুরূপ-কার্য্যসম্পাদন করুন, তাদৃশ-বিধি-ব্যবস্থা-প্রণয়ন করুন। হে ব্রহ্মন্! এই সম্প্রবৃত্ত-গুরুতরবিষয়ে কাল-বিলম্ব, বা ঔদাসীন্যসমাশ্রয়ণ কখনই সমুচিত হইবে না।

সর্ব্বলোকপিতামহ-ব্রহ্মা সাবিত্রীদেবীর উক্তরূপ-বচন-নিচয় শ্রবণ

করিয়া, দিব্যজ্ঞান-সাহায্যে ভাবী কর্ম্মের প্রবৃত্তি সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিলেন। কিন্তু, তৎকালে সর্ব্বজগদ্‌বিধাতা ব্রহ্মা মনে মনে এইকথা বলিলেন যে, সমুচিতই হইয়াছে, এই ত বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতীর দাম্পত্য-ভাবের যথোচিত-কাল উপস্থিত হইয়াছে। অতএব লোকহিতার্থে আমি তাদৃশ-শুভকার্য্য-সম্পাদনের জন্য অদ্যই তথায় গমন করিব। মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, কমলাসনদেব তৎক্ষণাৎ শ্রীমতী-সাবিত্রীদেবীর সহিত যেখানে ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের সহিত মহাসতী অরুন্ধতীদেবীর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল, সেই মানসাচল-প্রস্থে গমন করি-লেন। ভগবতী-সাবিত্রীদেবীসহ লোকপিতামহ-ব্রহ্মা মানসাচলে সমা-গত হইলে, গরুড়ধ্বজ-শঙ্খ-চক্র-গদাধর ভগবান্ বাসুদেবও নিজ-পার্ষদ-গণসহ অবিলম্বে সেইস্থানে আগমন করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা মানসাচল-প্রস্থে সমাসীন হইয়া, মুদ্রিত-নয়নে প্রেম-পুলকিত-কলেবরে ভক্তি-পূর্ণ-মানসে শ্রীশঙ্করদেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ভগবান্ ব্রহ্মা ও বাসুদেব-কর্ত্তৃক নিজ-নিজপ্রেম-পূত-হৃদয়ে পরিচিন্তিত হইবামাত্র শূল, বজ্র, খড়্গ ও পরশুধারী সমস্ত-সুরগণে পরিবৃত-জগন্নাথ-বৃষধ্বজ-শ্রীশর্ব্বদেব নন্দি-ভৃঙ্গি-প্রভৃতি-নিজগণ-সমভিব্যাহারে যেখানে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুদেব অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই মানসাচলেই স্বয়ং সমাগত হইলেন। "অথ তে জগতাং নাথা, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ" একত্র মিলিত হইয়া, পরামর্শ-পূর্ব্বক মহামুনিমহর্ষি-মুখ্য-মেধাতিথির প্রতি দূত-প্রেরণ আবশ্যক বিবে-চনা করিয়া, প্রেমিক-ভক্তপ্রবর-মহামুনি-নারদকে সর্ব্বথা দূত-গুণ-সম্পন্ন জানিয়া, তাঁহাকে দূত-স্বরূপে মেধাতিথির নিকটে প্রেরণ করিলেন।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-দেব মহামুনি-নারদকে এই কথা বলিলেন যে, হে নারদ! তুমি দ্রুততর-বেগে চন্দ্রভাগনামে সুপ্র-সিদ্ধ-পর্ব্বতে গমন কর। সেই চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতের উপত্যকা-প্রদেশে চন্দ্রভাগা-নদীতীরে তাপসারণ্যান্তর্গত-তাপসাশ্রম-পদে পরমোৎকৃষ্ট-তপঃ-পরায়ণ-মহামুনি-মেধাতিথি নিবাস করিতেছেন। তুমি স্বয়ং তথায় গমন-পূর্ব্বক আমাদিগের বচনানুসারে তাঁহাকে দিব্যাতিদিব্য-কামগামী

বিশ্বতোমুখ-বিচিত্র-বিমানবরে আরোপিত করিয়া, যথাকালে আমাদিগের নিকটে আনয়ন কর। অথবা তোমার যেরূপ অভিরুচি হয়, তদনুসারে তুমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া, অতিসত্বর এইস্থানে প্রত্যাগমন কর। লোকপিতামহ-ব্রহ্মাপ্রভৃতির উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহামুনি-নারদদেবও অতিদ্রুততর-বেগের সহিত বৈহায়সী-গতি অবলম্বনে মহাকার্য্য-সিদ্ধ্যর্থে মহামুনি-মেধাতিথিকে আনয়ন করিবার জন্য চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতে গমন করিলেন।

কিন্তু, মহর্ষি-নারদ অত্যল্প-সময়ের মধ্যে চন্দ্রভাগ-পর্ব্বতের উপত্যকা-প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, মহর্ষি-মেধাতিথির সহিত সমুচিত-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক অশেষজগতের নাথ পূজ্যাতিপূজ্যতম-পূর্ব্বোক্ত-দেব-ত্রয়ের বচন-তাৎপর্য্যানুসারে আত্ম-প্রতিভা-প্রসূত-বচনাবলী-সাহায্যে দেব-শ্রেষ্ঠ-ব্রহ্মাদির অভিপ্রায়-বিজ্ঞাপনান্তে মহামুনি-মেধাতিথিকে সঙ্গে লইয়া, অচিরকাল-মধ্যেই মানস-পর্ব্বতে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রাদিদেব-মুনি-মহর্ষি-তপোধন-গণ, তথা সাধ্য-বিদ্যাধর-যক্ষ-গন্ধর্ব্বগণ মানসাচল-প্রস্থে সমাগত হইয়া, বিবাহ-মহোৎসবে যোগদান করিলেন। এইরূপে দেবগণ, দেবীগণ, তথা দেবানুচরগণ এবং জগতীতলস্থ অন্যান্য-যাবতীয়-জীব-জন্তুগণ মানস-পর্ব্বতে সমাগত হইয়া, দেবসমাজ-গঠন-পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট-যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কমলাসনদেব দেব-সমাজ গঠিত হইয়াছে দেখিয়া, সুর-সভামধ্যে সমাসীন-মহামুনি-মেধাতিথিকে আদেশবচনে এইকথা বলিলেন যে, হে মেধাতিথে! ত্রিদিববাসী দেবগণের এই সমাজ-মধ্যে ব্রাহ্মবিধানানুসারে আমার পুত্র শ্রীমান্ বশিষ্ঠের কর-কমলে তুমি তোমার চরিতব্রতা-পুত্রী শ্রীমতীঅরুন্ধতদেবীকে সম্প্রদান কর। কারণ, এই বশিষ্ঠও অরুন্ধতীদেবীর বধূবরত্ব, বা দাম্পত্য-বন্ধন পূর্ব্ব হইতেই মৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। হে মহামুনে! কেবল আমিই যে নিজ-মতানুসারে এইরূপ প্রস্তাব করিতেছি, তাহা নহে। পক্ষান্তরে ভগবান্ বিষ্ণু, তথা ত্রিলোকীপতি-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের অনুজ্ঞা অনু-অনুসারেই আমি, অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠের বধূ-বরত্ব-সম্পাদনে প্রবৃত্ত

হইয়াছি। কিন্তু, মদীয়-প্রস্তাব অনুসারে এই সম্প্রদানকার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, তোমার, আমার, বা অন্য-জনের বিচার-দৃষ্টি-সাহায্যে এই বশিষ্ঠা-রুন্ধতী-বিবাহ-ব্যাপার কদাচ অনুচিত, অসঙ্গত, বা অসমঞ্জস বিবেচিত হইবে না।

হে মেধাতিথে! তুমি যদি আমার প্রস্তাবানুসারে বিনা বিচারে এই কার্য্য-সম্পাদন কর, তবে আমি নিশ্চিতই বলিতেছি যে, তোমার কুলের বংশের যশোগৌরব নিরতিশয়-বর্দ্ধিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু, হে মুনি-সত্তম! তুমি যদি আমার কথামত মদীয়-মানস-পুত্র-বশিষ্ঠদেবের পাণি-পঙ্কজে তোমার চরিতব্রতা-কন্যা অরুন্ধতীকে সমর্পিতা কর, তবে কেবলই যে ব্যক্তি-গত-ভাবে তোমার, বা ত্বদীয়-বংশেরই যশো-গৌরব নিতরাং বিবর্দ্ধিত হইবে, তাহা নহে, পরন্তু তাদৃশ-কার্য্য করিলে, ভূত-বর্গেরও সুমহৎ হিত, প্রভূত উপকার সাধিত হইতে পারে। অত-এব হে মুনে! তুমি আর বিলম্ব করিও না, অচিরাৎ আমার পুত্র-বশিষ্ঠদেবের হস্তে তোমার কন্যা অরুন্ধতীকে দান কর।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—একোনত্রিংশ অধ্যায়

অনন্তর মহামুনি-মেধাতিথি ব্রহ্ম-বাক্য-শ্রবণ করিয়া, অতীব প্রমুদিতান্তঃকরণে সেই সুর-পুঙ্গব-গণকে প্রণাম-পূর্ব্বক "এবমস্তু," এই কথা বলিয়া, সমস্তসুর-জাতীয়ের অনুমতি-বচনানুসারে পুত্রী-অরুন্ধতীকে সম্যক্রূপে বসন-ভূষণ-সমূহে সজ্জিতা বিভূষিতা করিয়া, সাদরে সঙ্গে লইয়া, সুর-সমুদায়ের সহিত যেখানে ব্রহ্মর্ষি-শ্রেষ্ঠ-বশিষ্ঠদেব ধ্যান-নিমীলিতলোচনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। সুর-বৃন্দ-পরিবৃত-মহামুনি-মেধাতিথি ক্রমে ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের নিকটে গমন করিয়া, ব্রাহ্মশ্রী-সমন্বিতাবস্থায় দেদীপ্যমান-পাবকপ্রায় প্রজ্বলিত, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, চতুর্ব্বর্গে পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে ধৃত-বুদ্ধি, মানসাচল-কন্দরে সমাসীন, অব্যগ্র-মানস, ব্রহ্মর্ষি-শ্রেষ্ঠ-বশিষ্ঠ মুনিকে দর্শন করিলেন।

ওজস্বি-প্রবর, সমুদিত-বাল-সূর্য্য-সম-প্রভ, নিয়তাত্মা, মহর্ষি-বশিষ্ঠদেবকে দর্শন করিয়া, তথা অরুন্ধতী-পিতা-মহামুনি-মেধাতিথি সালঙ্কারা-নিজ-পুত্রীকে অগ্রগতা করিয়া, পশ্চাৎ ব্রহ্ম-নন্দন-বশিষ্ঠদেবকে এই অতি-প্রিয়-সুমধুর-বাক্যে বলিলেন যে, হে ব্রহ্মপুত্র! ভগবন্! বশিষ্ঠদেব! আমি আমার চরিতব্রতা-ব্রহ্মচারিণী-অরুন্ধতী-নাম্নী-পুত্রীকে ব্রাহ্মবিধানানুসারে ধর্ম্মতঃ আপনার পাণি-পঙ্কজে প্রদান করিতেছি, আপনি আমার প্রতি কৃপা-প্রকাশ-পূর্ব্বক মৎপ্রদত্তা এই কন্যাকে প্রতিগ্রহণ করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনি নিজ ইচ্ছানুসারে যখন যখন যে যে আশ্রমে অবস্থিতি করিবেন, সেই সেই আশ্রমেই আপনার নিবাসকালে আমার এই পতিব্রতা-বরারোহা-পরমা-সুন্দরী পুত্রী ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা আপনার অনুগতা হইয়া, আপনারই সমান-ব্রত-ধারণ-পূর্ব্বক হৃদয়ে আপনার উদ্দেশে নিরতিশয়-ভক্তিভাব-পোষণ করিতে করিতে, সদাকাল আপনার শুশ্রূষা করিবেন। অতএব হে মহাভাগ!

আপনার প্রতি প্রগাঢ়-ভক্তিশালিনী আমার এই সৎশীল-শোভনা পুত্রীকে আপনি পত্ন্যর্থে গ্রহণ করুন।

ব্রহ্ম-নন্দন-বশিষ্ঠদেব মহামুনি-মেধাতিথির উক্তরূপ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, তথা অরুন্ধতীদেবীর পূর্ব্বতন-জন্মাবসরে সন্ধ্যাশরীরে কৃত-বিপুলতরতপস্যা-প্রভাবে সমাকৃষ্ট-ভক্ত-বৎসল-ত্রিভুবনাধিনাথ শ্রীমন্ম-হেশ্বরদেব, পিতা ব্রহ্মা ও বৈকুণ্ঠপতি-বিষ্ণু-পুরোগম-দেবেশ্বরগণকে তথায় সমাগত হইতে দেখিয়া, দিব্যদিব্যতর-জ্ঞান-দৃষ্টি-সাহায্যে এই কার্য্য অবশ্যম্ভাবী, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, পিতা ব্রহ্মার সম্মতি অনুসারে মহামুনি-মেধাতিথির পুত্রী অরুন্ধতীদেবীকে "বাঢ়ম্", এইরূপ অঙ্গীকার-বচন-কথন-পুরঃসর তৎকাল-মাত্রেই সহধর্ম্মচারিণীপত্নীরূপে প্রতিগ্রহণ করিলেন। মহাত্মা বশিষ্ঠদেব-কর্ত্তৃক গৃহীত-পাণি সতী অরুন্ধতীদেবীও সতী-ধর্ম্মানুসারে তৎকালে পতি-বশিষ্ঠদেবের পাদ-পঙ্কজ-যুগলে নিজ-নলিন-নয়ন-যুগল অবস্থাপিত করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্র-প্রমুখ-দেবগণ, তথা অপরাপর অমরেশ্বরগণ বিবাহ-বিধি-সাহায্যে বশিষ্ঠদেব ও অরুন্ধতীদেবীকে বিপুলতর উৎ-সবানুষ্ঠান-পূর্ব্বক আমোদিত করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, সাবিত্রী-প্রভৃতি-দেবীগণ, ইন্দ্রপ্রভৃতি-দেবগণ, তথা দক্ষ-কশ্যপাদি অতিতপোধন-মুনিগণ জগদ্-বিধাতা ব্রহ্মার বচনানুসারে তদীয়-পুত্র-বশিষ্ঠদেবের জটা-কলাপ, অজিন ও বল্কল উন্মোচন-পূর্ব্বক শীঘ্রতার সহিত বিধাতৃ-পুত্র-বশিষ্ঠদেবকে পুণ্য-সলিল-পূর্ণ-সহস্র-সহস্র-সুবর্ণ-কলসে পরিপূর্ণস্নানাগারে মন্দাকিনীজলে স্নান করাইয়া, পশ্চাৎ বশিষ্ঠদেব ও মহাসতী অরুন্ধতী দেবীকে কল্প-পাদপ-প্রসূত-দিব্য-দিব্য-বসন-ভূষণ-সাহায্যে বিভূষিতা করি-লেন। জাম্বুনদ-নির্ম্মিতনানাবিধ-মনোহর অলঙ্কারে বশিষ্ঠদেবও অরুন্ধতী দেবীকে অলঙ্কৃতা করিয়া, মুনিগণ যখন নব-বর-বধূর সাজ-সজ্জা-বিধি সমাপ্ত করিলেন, তৎকালে স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীমন্মহেশ্বরদেব বশিষ্ঠদেব ও অরুন্ধতীদেবীর বিবাহান্তে অবভৃথ-স্নান-কার্য্যের জন্য যথোচিত আয়োজনার্থ আদেশ প্রদান করিলেন।

অনন্তর যথাসময়ে মুনিগণ-কর্ত্তৃক অবভৃথ-স্নানোপযোগী সামগ্রী-সম্ভার-

সংগৃহীত ও সমানীত হইলে, সর্ব্বতীর্থ-জল জাম্বূনদময়-ঘটে অবস্থাপিত করিয়া, গায়ত্রী ও দ্রুপদাদি আশীর্ব্বাদকর-মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীমন্মহেশ্বরদেব নব-বরবধূকে বিবাহাবভৃথ-স্নান করাইলেন। তদনন্তর অন্যান্য-মহর্ষিগণ, তথা দেবর্ষিগণ সকলে একত্র মিলিত হইয়া, মহোচ্চস্বরে ঋগ্-যজুঃ-সামবেদীয়-মন্ত্রাবলীপাঠ-পূর্ব্বক গঙ্গাদি-সরিৎ-সমূহের পবিত্র-পুণ্য-সলিল-সাহায্যে বারম্বার তাঁহাদিগের শান্তি বিধান করিলেন। এই সময়ে কমলাসন-ব্রহ্মা অব্যাহত-গতি সূর্য্য-সম তেজস্বী ত্রিভুবন-সঞ্চারী একখানি বিমান ও জল-পূর্ণ একটীরত্নময়-কমণ্ডলু নব-বর-বধূ বশিষ্ঠদেব ও অরুন্ধতীদেবীকে দায়, বা যৌতুক-স্বরূপে দান করিলেন।

অনন্তর শঙ্খ-চক্র-গদাধর-শ্রীবিষ্ণুদেব সকল-দেবতার ঊর্দ্ধে মরীচি-প্রভৃতির নিকটে দুর্ল্লভতর অতি-উত্তম-স্থান তাঁহাদিগকে যৌতুকরূপে দান করিলেন। ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব তাঁহাদিগকে সপ্ত-কল্পান্ত-জীবিত্ব-লক্ষণ-বরদান করিলেন। দেবমাতা অদিতিদেবী তৎকালে স্বীয়-কর্ণ-যুগল হইতে ব্রহ্ম-নির্ম্মিত-কুণ্ডল-যুগল উন্মোচনপূর্ব্বক মেধাতিথি-নন্দিনী অরুন্ধতীদেবীকে দান করিলেন। স্বয়ং সাবিত্রীদেবী অরুন্ধতী দেবীকে পাতিব্রত্য, এবং বহুলাদেবী বহুপুত্রতা-বর দান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ধনপতি-কুবেরদেবের সহিত একযোগে তাঁহাদিগকে বহু-বহুতর-ধন-রত্নাদি দান করিলেন। "এবং দেবাশ্চ মুনয়ো, দেব্যশ্চান্যে চ যে স্থিতাঃ। দদুস্তত্র যথাযোগ্যং, দায়ং তাভ্যাং পৃথক্ পৃথক্।" কিন্তু, ভগবান্ বশিষ্ঠদেবও সেই সুবর্ণময়-মানসাচলে উক্তরূপে যথা-বিধি মেধাতিথি-নন্দিনী অরুন্ধতীদেবীকে বিবাহ করিয়া, পরিণীতা-পত্নী অরুন্ধতীদেবীর সহিত পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে একোনত্রিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রিংশ অধ্যায়

এই সৌবর্ণ-মানসাচলে পুরাকালে বিশ্ব-বিশ্রুত-বশিষ্ঠারুন্ধতী-বিবাহ-মহামহোৎসব উপলক্ষে বিবাহাবভৃথার্থে, তথা শান্ত্যর্থে সুর-মুনি-মহর্ষি-গণাহৃত যে সর্ব্ব-তীর্থ-জল পতিত হইয়াছিল, মানসাচল-কন্দরে নিপতিত, "ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহাদেব-পাণিভিঃ সমুদীরিতম্।" অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের কর-তল-বিগলিত, বশিষ্ঠারুন্ধতী-বিবাহাবভৃথ শান্ত্যর্থে প্রযুক্ত সেই জল সপ্তধা বিভক্ত হইয়া, মানসাচল হইতে গিরিরাজ-হিমালয়ের কন্দরদেশে, সানুগাত্রে, সরোবর-গর্ভে, তথা অন্যত্রান্যত্র পৃথক্ পৃথগ্ ভাবে পতিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে হিমালয়-গত-দেব-মাত্র-ভোগ্য-শিপ্রাখ্য-সরোবরে যে জল পতিত হইয়াছিল, শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, সেই জল ক্ষিতিতলে অদ্যাপি শিপ্রা-নদীর আকারে প্রবাহিত হইতেছে।

এইরূপ হিমালয়ান্তর্গত-মহাকোষী-প্রপাতে যে জলভাগ পতিত হইয়াছিল, ব্রহ্মর্ষি-বিশ্বামিত্র-কর্ত্তৃক অবতারিত সেই জল কৌষিকী-নামে প্রসিদ্ধ-মহানদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে। যে জলভাগ হিমালয়গত উমাক্ষেত্র-সমীপস্থ-কাবের-সরোবরের গর্ভে পতিত হইয়াছিল, সেই জল কাবের-সরোবর হইতে নির্গত হইয়া, কাবেরী-নামে প্রসিদ্ধ-মহানদীরূপে পরিণত হইয়াছে। হিমালয়-পর্ব্বতের দক্ষিণ-পার্শ্বে শ্রীশঙ্করদেবের আবাস-সন্নিহিত-মহাকালাখ্য-সরঃ-শ্রেষ্ঠে যে জল পতিত হইয়াছিল, সেই জল "গোমৎ" নামক শৈল-খণ্ড-ভেদ-পূর্ব্বক নির্গত হইয়া, গোমতী-নামে প্রসিদ্ধ-নদীরূপে পরিণত হইয়াছে। হিমালয়-পত্নী সুমেরু-দুহিতা মেনকার উদর-বিবর হইতে, তাঁহার মৈনাক-নামা পুত্র পুরাকালে যে সানু-প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রূপে গুণে শৈলরাজ-হিমালয়ের আত্ম-সদৃশ পুত্র-মৈনাকের জন্মস্থান সেই সানু-প্রদেশে যে জল পতিত হইয়াছিল, সেই জল শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক সাগরের প্রতি প্রেরিত হইয়া, দেবিকাখ্যা মহানদীরূপে পরিণত হইয়াছে।

হিমালয়ান্তর্গত-হংসাবতার তীর্থ-সন্নিধানে দরীমধ্যে যে জল পতিত হইয়াছিল, সেই জল পৃথিবী-তলে পতিত হইয়া সরযূনামে প্রসিদ্ধ-পুণ্য-তমা-নদীরূপে পরিণত হইয়াছে। যে জলসকল খাণ্ডব-বন-সন্নিধানে হিমালয়-পর্ব্বতের দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী মহাতোয়পূর্ণ ইরা-নামে প্রসিদ্ধ-হ্রদমধ্যে পতিত হইয়াছিল, সেই জলরাশি হিমালয়-কন্দর-মধ্য-গত ইরা-হ্রদ হইতে ধরণীতলে পতিত হইয়া, সরিদ্বরা-ইরাবতী-নদীনামে প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। এই যে পুণ্য-সলিলা-নদী-সপ্তকের উৎপত্তি কীর্ত্তিতা হইল, এই সমস্ত নদীই কি স্নানে, কি পানে, কি সেবনে, কি পূজনে, সর্ব্ব-পুণ্য-কার্য্যেই তরল-তরঙ্গ-ভঙ্গ-সঙ্গ-মনোহরা মমতা-মধুরতাময়ী মাতা মহেশ-মোহিনী-গঙ্গাদেবীর সমান-প্রভাব-শালিনী জানিতে হইবে।

কিঞ্চ, সদাকাল দক্ষিণোদধি-গামিনী ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-চতুর্ব্বর্গ-বীজভূতা সনাতনী এই সপ্ত-মহানদীই সুরাসুর-নর-কিন্নর-কৃত-স্নান-পান-সেবন-ভজন-দ্বারা পরিতুষ্টা হইয়া, মর্ত্ত্যামর্ত্ত্য-ভক্ত-সাধারণকেই সতত-কাল সর্ব্ববিধ-ফলদান করিয়া থাকেন। সদা পুণ্যতমোদকা সর্ব্বদা দেব-দানব-মানব-ভোগদা অরুন্ধতীসহ বশিষ্ঠদেবের বিবাহকালে পূর্ব্ব-কথিত-প্রকারে সর্ব্বদেব-মুনি-মহর্ষি-সন্নিধানে সমুৎপন্না এই সপ্ত-মহা-নদীই অদ্যাপি বশিষ্ঠারুন্ধতীবিবাহের সাক্ষিণী-স্বরূপে ধরণীতলে অবস্থিতি করিতেছেন। "ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং বচনান্মুনি-সত্তমঃ" ভগবান্ বশিষ্ঠদেব পূর্ব্বোক্ত-প্রকারে মেধাতিথি-নন্দিনী অরুন্ধতীদেবীকে বিবাহ করিয়া, ব্রহ্ম-দত্ত-বিশ্বতোমুখ-কামগ-দিব্য-বিমানে আরোহণ-পূর্ব্বক তৎকালমাত্রেই দেবদত্ত-নিজ-স্থানে গমন করিলেন। অপিচ, তদবধি সপত্নীক ভগবান্ বশিষ্ঠ-দেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আদেশ-বচনানুসারে যে যে যুগে স্ত্রী ও পুরুষগণের বেশ-ভূষা-ভাষা-ভাব-শরীরাদির যাদৃশ-পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, আপনাদেরও যুগগুণানুরূপ-তাদৃশ-বেশ-ভূষা-ভাষা-ভাব-শরীরাদির পরি-বর্ত্তন-সাধন-পূর্ব্বক ত্রিভুবনোদর-বিবরস্থ-নর-নারী-নিচয়কে যুগানুরূপ-ধর্ম্মাচরণে নিয়োজিত করিয়া, প্রসন্ন-মানসে অপ্রমত্ত-চিত্তে সর্ব্ব-জগতের হিতার্থে সর্ব্বদা ত্রিভুবনোদর-বিবরে বিচরণ করিতেছেন।

পাঠকমহোদয়গণ! এই আমি আপনাদের সবিশেষ অবগতির

জন্য লোক-পিতামহ-ব্রহ্মার মানসী-ষোড়শী-শশীমুখী-কুমারী-কমনীয়-কলেবরা-কন্যা-সন্ধ্যা নিজ-মধুর-মধুর-মনোহর-রূপ, আত্মীয়-সুন্দর-দর্শন-মানস-মোহন-নবীন-যৌবন, স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-নির্য্যাস, আত্মগতা-সামান্য-লাবণ্য-বিলাস, তথা স্বকীয়-স্বর্গীয়-সর্ববিধ-সুষমা-মণ্ডল-মণ্ডিত-সুগঠিত-সুশোভন-শরীরাবয়বের প্রতি দৃষ্টিপাত-পূর্ববক মন্মথোন্মথিত-মানসে কামাবেশ-বশে রতি-রাগরস-রসিতোপচিত-চিত্তে কামজ-কলুষ-কলুষিত-হৃদয়ে দর্পক-দর্পদর্পিতান্তঃকরণে একান্তাত্যন্ত-বর্দ্ধিতেন্দ্রিয়া-বস্থায় জন্মদাতা-পিতা বিধাতাকে উপগমনাভিপ্রায়ে আক্রমণার্থ সমুদ্যত দেখিয়া, তথা নিজ-যৌবন-সৌন্দর্য্যের প্রতি ভ্রাতৃগণকেও সমাকৃষ্ট অবলোকন করিয়া, এইরূপ পিতা, বা ভ্রাতৃগণের প্রতি নিজ মানসকেও কামভাবে সমাসক্ত অবগতা হইয়া, ত্রিভুবননাথ শ্রীশঙ্করদেব-কর্তৃক পিতা-প্রজাপতির প্রতি সমুচিত দণ্ডবিধান এবং প্রাপ্ত-দণ্ড-প্রজাপতি-কর্তৃক কামদেবের প্রতি শাপ-প্রদানের অনন্তর পূর্ব্ব-প্রতিপাদিতানুরূপ-বিমর্শাবসানে চন্দ্রভাগ-পর্ববতে নিজার্জ্জিত উৎকটতর-পাপ-প্রমার্জ্জনাভি-প্রায়ে বশিষ্ঠদেব-কৃত উপদেশানুসারে তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইয়া, দীর্ঘকাল-যাবৎ স্বানুষ্ঠিত-কঠোরতর-তপস্যা-সাহায্যে স্বোপার্জ্জিত-পাপ-প্রমোচন ও মর্য্যাদা-স্থাপনান্তে যেরূপে মহামুনি-মেধাতিথির যজ্ঞানলে শরীর-ত্যাগ করিয়াছিলেন।

মনোজাতা-ব্রহ্ম-সুতা-সন্ধ্যা তনু-ত্যাগান্তে যেরূপে মুনি-শ্রেষ্ঠ-মেধা-তিথির সতী-সুতা অরুন্ধতী-স্বরূপে পুনরপি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সূর্য্য-লোকে অবস্থিতি-পুরঃসর ভগবতী-মহাসতী-সাবিত্রী ও বহুলাদেবী-কর্তৃক উপদিষ্টা হইয়া, যেরূপে ব্রতাচরণ ও সতী-ধর্ম্ম-শিক্ষা করিয়া-ছিলেন এবং "যা সা সন্ধ্যা ব্রহ্মসুতা, মনোজাতা পুরাঽভবৎ। তপস্তপ্ত্বা তনুং ত্যক্ত্বা, সৈব ভূত্বা হ্যরুন্ধতী"—ব্রতাচরণান্তে শ্রীব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বর-দেবের বচন-গৌরব-বশে যেরূপে "বব্রে পতিং মহাত্মানং, বশিষ্ঠং সংশিত-ব্রতম্", মহাত্মা চরিতব্রত-ব্রহ্মনন্দন-বশিষ্ঠদেবকে যেরূপে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই কার্পণ্য-দোষোপহত-স্বভাব-পরিহার-পুরঃসর মুক্তকণ্ঠে কীর্ত্তন করিলাম। সম্প্রতি প্রচলিতা এই যে প্রজাপতি-

সম্ন্ধ্যেতিহাস-কথা, এই ইতিহাস-কথার উপসংহারাভিপ্রায়ে আমি এতাবন্মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, "ইতি বিপুল-বৃষৌঘ-ক্ষেমকারীতিহাসং, সদসি সকৃদপীহ শ্রাবয়েদ্ যো দ্বিজানাম্। স ভবতি কলুষৌঘৈর্হীনদেহঃ সমেত্য, মুনিবর-সাহচর্য্যং প্রেত্য গীর্ব্বাণ এব।" ইত্যস্তাং বিস্তরঃ ॥

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে ত্রিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—একত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীমহেশ-মহিম্নঃ স্তোত্রান্তর্গত "প্রজানাথং নাথ! প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরম্", ইত্যাদি-দ্বাবিংশ-শ্লোকটীর বিস্পষ্ট-ব্যাখ্যান-কল্পে সম্যক্ উপযোগী বিবেচনা করিয়াই যে আমি উপরিতন-গ্রন্থে উপনিবদ্ধ-প্রজাপতি-সন্ধ্যোতিহাস-কথার অবতারণা করিয়াছি, তাহা পাঠকমহোদয়গণ এই ইতিহাস-কথার প্রারম্ভ-ভাগেই অবগত হইয়াছেন। এক্ষণে মার্জ্জিতমতি-ভদ্র-সজ্জন-মহোদয়গণ মৎসঙ্কলিত-প্রজাপতি-সন্ধ্যোতিহাস-পাঠান্তে মৎকৃতশ্লোক-ব্যাখ্যান-পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া, বোধকরি, আর এরূপ প্রশ্ন করিবার অবসর প্রাপ্ত হইবেন না যে, সর্ব্ব-লোকপিতামহ, জগদ্-বিধাতা, সর্ব্ব-প্রজাপতি-পিতা, প্রথম-প্রজাপতি-ব্রহ্মার প্রতি বরেণ্য-বিবুধবরবৃন্দ-বন্দিত, সকল-ভুবন-নায়ক, সকল-লোক-পালক, সর্ব্ব-দেব-দেবাধিনাথ, পরম ঈশ্বর, অশেষ-কল্যাণ-করুণাকর-শ্রীশঙ্করদেব কিরূপ গুরুতর দণ্ডদান করিয়াছিলেন?

অতি উচ্চতর-ব্রহ্মপদে অভিষিক্ত-প্রজাপতি ঘৃণ্যপাপ-কাম-মদে মত্ত হইয়া, বধরূপ-দণ্ড-প্রাপ্তির অনন্তর পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন কি না? ব্রহ্মার অভাবে জগতের সৃষ্টি-কার্য্য-পরিচালনে নানাপ্রকার-বাধা-বিঘ্ন-সম্ভাবনা-বশে যদি ব্রহ্মার পুনর্জ্জীবন-প্রাপ্তি-কল্পনা করিতে হয়, তবে ব্রহ্মা কাহাদের চেষ্টায়, বা তপোবলে, কাহার অনুগ্রহে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? কামদেব কে? কাহার কিরূপ পুত্র? তিনি পরম-বশি-প্রবর-প্রজাপতিদেবকে এরূপ তীব্রতর-কাম-চাঞ্চল্য-সম্পাদন-দ্বারা মানসে বিচলিত করিতে সমর্থ হইলেন কিরূপে? কামদেব কাহার প্রদত্ত-বর-প্রভাবে অন্যের কথা দূরে থাকুক, সৃষ্টি-স্থিতি-কর্ত্তা ব্রহ্মা-বিষ্ণুদেবকে মর্য্যাদা-শূন্যভাবে এবং প্রলয়-কর্ত্তা শ্রীকালরুদ্রদেবকেও আংশিকভাবে মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? পুষ্পময়-শরপঞ্চক এবং উন্মাদন-নামক কৌসুম-কোদণ্ড

কামদেবকে কেহ দান করিয়াছিলেন? অথবা তৎসমস্ত কামদেবের সহজাত?

সন্ধ্যা ব্রহ্মার কীদৃশী কন্যা? মানসী? অথবা তাঁহার পত্নী-গর্ভ-জাতা? সন্ধ্যা কামদেবের কনিষ্ঠা ভগিনী? অথবা জ্যেষ্ঠা ভগিনী? কীদৃশ কারণের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বীয়-ভগিনী-সন্ধ্যার প্রতি পিতা-ব্রহ্মা ও ভ্রাতা-মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্যপ্রভৃতিকে, তথা পিতা, বা ভ্রাতৃগণের প্রতি কন্যা, বা ভগিনী-সন্ধ্যাদেবীকে কামদেব সমাকৃষ্টা করিয়াছিলেন? কাম-বাণ-বিদ্ধ-প্রজাপতি ঘৃণ্য-পাপ কামমদে মত্ত হইয়া, কিরূপ উন্মত্ততা-প্রকাশ করিয়াছিলেন? এবং জাতেন্দ্রিয়-বিকার মৃগ-রূপী ব্রহ্মা শ্রীশঙ্করদেবের পিনাক-নির্ম্মুক্ত-পত্র-শোভিত-শরে বিদ্ধ হইয়া, পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইলে, বা শ্রীশিববরে পুনর্জ্জীবিত হইলে, পশ্চাৎ তদীয়া-মৃগরূপিণী-কন্যা-সন্ধ্যার কীদৃশ-পরিণাম সংঘটিত হইয়াছিল?

পাঠকমহোদয়গণ! আপনারা এই সকল-প্রশ্নের উত্তর কি মূল-শ্লোক, আর কি মূল-শ্লোকের ব্যাখ্যা-কর্ত্তা বঙ্গীয়-বেদান্তাচার্য্য-শ্রীমন্মধু-সূদন-সরস্বতীর টীকা, কুত্রাপি প্রাপ্ত হইবেন না। স্তোত্রকার-পুষ্প-দন্তাচার্য্য মূল-শ্লোকে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক মৃগ-রূপ-ধারিণী অতীবলাবণ্যবতী-শ্রীমতী-কমনীয়-কলেবরা-কন্যা-সন্ধ্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কাম-বাণ-বিদ্ধ-হৃদয়ে জাতেন্দ্রিয়বিকারাবস্থায় মৃগরূপে ধাবমান-ব্রহ্মার বধ-মাত্র-প্রদর্শনাভিপ্রায়ে এইকথা বলিয়াছেন যে, হে নাথ! নিয়ামক! স্বামিন্! প্রজানাথ ব্রহ্মা অভিক কামুক হইয়া, রোহি-দ্ভূতা নিরতিশয়-লজ্জা-বশতঃ মৃগীভূতা-স্বীয়া-দুহিতা অতিরূপিণী-সন্ধ্যা-দেবীকে ঋষ্য, বা মৃগের শরীরে অর্থাৎ মৃগরূপ-সমাশ্রয়ণ-পুরঃসর প্রসভ অর্থাৎ বলাৎকার-সাহায্যে রিরময়িষু অর্থাৎ রমণসুখানুভব করাইতে ইচ্ছা করিয়া, রত্যর্থে তাঁহার সমীপে গত, পরিগত, বা উপস্থিত হইলে, প্রজা-নাথকে অতিজুগুপ্সিতঘৃণিত-পাপ-জনক-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়াও, যখন প্রজাপতিব্রহ্মা এতাদৃশ-জুগুপ্সিত আচরণ করিতেছেন, তখন সুমহান্ অপরাধে অপরাধী এই প্রজানাথ অবশ্যই মৎকর্ত্তৃক দণ্ডনীয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া, সজ্য-সশর-পিনাক-ধনুঃ

কর্ণান্তাকর্ষণ-পূর্ব্বক মণ্ডলীকৃত-কোদণ্ড-সাহায্যে মৃগরূপিণী-কন্যার প্রতি মৃগ-রূপে সবলে গমনোদ্যত-প্রজানাথকে সমুচিত-দণ্ডদানাভিপ্রায়ে আপনি তাঁহার প্রতি যে সপত্র-শরক্ষেপণ করিয়াছিলেন।

হে দেববর! উভয়-পার্শ্বস্থ-পত্র-কাণ্ড-দ্বয়-সহিত সেই শর ব্রহ্ম-শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে নিরতিশয়-ব্যথা-প্রদান করিলে, আপনাকর্ত্তৃক সপত্রাকৃত সপত্র-শরায়ত্ততানীত-প্রাপিত-পিতামহ নিতান্ত ত্রস্ত-ভীত-চকিত-হৃদয়ে মৃত্যু-ভয়-গ্রস্তান্তঃকরণে মৃত-মৃগ-শরীরপরিহারান্তে জ্যোতী-রূপে দ্যৌঃ প্রদেশে, স্বর্গে, বা অন্তরীক্ষলোকে যাত, পরিগত, অর্থাৎ নক্ষত্রনিকর-মধ্যে জ্যোতির্ম্ময়-মৃগ-শিরো-নক্ষত্রাকারে পরিণত, বা পলায়িত, লুক্কায়িতভাবে অবস্থিত হইলেও, এই জুগুপ্সিতাচরণকর্ত্তা প্রজানাথ, বা কর্ম্মভূত-ব্রহ্মাকে কুৎসিত-কলুষিত-কর্ম্মকারী কমলাসন-দেবকে আপনি যখন যথোচিত-দণ্ড-দানার্থ স্বীয়-সব্যপাণিপঙ্কজে পিনাক-ধনুর্ধারণানন্তর উৎসাহাতিশয়ভরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন আপ-নার মৃগব্যাধরভস অর্থাৎ আখেটী, বা মৃগ-বেধ-কর্ত্তা-লুব্ধক-ব্যাধ আখেট, বা মৃগয়ার্থ বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে, কোন মৃগের পশ্চাদ্ধাবনকালে উৎসাহাতিরেক-লক্ষণ-রভস-বশবর্ত্তিতা-নিবন্ধন যাবৎ মৃগবেধে সমর্থ না হয়, তাবৎ প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া, যেমন কেবলই মৃগের পশ্চাদনুসরণ করিতে থাকে, সেইরূপ মৃগব্যাধ-চরিতানু-করণে উৎসাহাতিশয়-সহকারে সমারোপিত-সঞ্চারিত-তাদৃশবেগ-সম্পন্ন-মৃগ-ব্যাধ-রভস-স্থানীয়-কর্ত্তৃভূত-শর যে অদ্যাপি সম্প্রতিতন বর্ত্তমানকালেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছে না, প্রত্যুত আর্দ্রা-নক্ষত্ররূপে পরিণত হইয়া, অতীব-দুষ্কৃতকারী ব্রহ্মার পশ্চাদ্ভাগেই অবস্থিতি করিতেছে, তজ্জন্য বৈচিত্র্য, বা বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে একত্রিংশ অধ্যায়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

অথবা হে নাথ! নিয়ামক! ঐশ্য-শালিন্! নায়ক! নেতঃ! প্রভো! ত্রিজগদধিপতে! পরমেশিতঃ আপনি সাক্ষাৎ পরমেশ্বর-স্বরূপে অবস্থিত হইয়া, লীলা-বিগ্রহ-ধারণ-পূর্ব্বক কদাচিৎ দুষ্ট অসংযত অধাম্মিক অদান্ত-জনগণের প্রতি সমুচিত-দণ্ড-প্রদান করিয়া, কদাচিৎ সাধু-সজ্জন-সংযতেন্দ্রিয়-ধার্ম্মিক-শম-দমান্বিত-জনগণের প্রতি পুণ্য-ফল-সুখ-সৌভাগ্য-সম্পদৈশ্বর্য্যাদি-পুরস্কার-প্রদান করিয়া, সততকাল অশেষ-সংসার-মণ্ডলে শান্তি, সুব্যবস্থা ও সুশাসন-সুপ্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। হে শশি-শেখর! আপনি নিরন্তর-পুণ্যময়-ধর্ম্ম-সেতু-স্বরূপে ত্রিজগদ্-বিধারণ-কার্য্য-সম্পাদন করিতেছেন বলিয়া, লোক-সকলের অসম্ভেদার্থ ধর্ম্ম-সেতুসংরক্ষণ-কল্পে আপনাকে সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হয়। তথা লক্ষ্য রাখিতে হয় বলিয়াই, সুরাসুর-নর-কিন্নর-নিকর-মধ্যে কাহাকেও অন্যায়তঃ আত্ম-মর্য্যাদাতিক্রম-পুরঃসর কোনরূপ অনুচিত-কার্য্য, বা ধর্ম্ম-সেতু-বিভেদনাদি-লক্ষণ অন্যায়াচরণ করিতে দেখিলে, আপনি জগতের কল্যাণকল্পে দুষ্টের দমনার্থ অগ্রসর হইয়া থাকেন।

কিন্তু, নিন্দিত-সেবী, নিষিদ্ধকারী, অধর্ম্ম-কর্ত্তা কোন নীচ-জনের মস্তকে আপনি সহসাই যে মহদ্‌ভয়-স্বরূপ উদ্যত-বজ্রদণ্ড বিনি-পাতিত করিয়া থাকেন, এরূপও বলা যাইতে পারে না। কারণ, আপনি অধর্ম্মকর্ত্তাকে প্রথমতঃ কোন সদুপদেশক আচার্য্যের মূর্ত্তিস্থ হইয়া, বিবিধরূপ-সদুপদেশদান করেন। শাস্ত্রীয় উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়াও, যদি অধর্ম্মকর্ত্তা তাদৃশ উপদেশবচন অগ্রাহ্য করে, তবেই আপনি নিষিদ্ধকারী পামর-জনের প্রতি দণ্ডদান করিতে বাধ্য হন। এই লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রতিকল্পেই কন্যাভি-গমনাভিলাষ-লক্ষণ অধর্ম্ম-জনক-ঘৃণিতকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

উক্তরূপ অপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, কোনকল্পে আপনি

মদনোন্মথিত-মানস উদীরিতেন্দ্রিয়-ব্রহ্মাকে অশুভ-পাপ-কার্য্য হইতে লজ্জোৎপাদন-দ্বারা প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বিয়দ্‌গত অবস্থায় "অহো ব্রহ্মংস্তব কথং, কামভাবঃ সমুদ্‌গতঃ। দৃষ্ট্বা স্বতনয়াং নৈতদ্‌যোগ্যং বেদানুসারিণাম্। যথা মাতা তথা জামির্যথা জামিস্তথা সুতা। এষ বৈ বেদমার্গস্থ, নিশ্চয়স্ত্বন্মুখোত্থিতঃ। কথন্তু কামমাত্রেণ, তত্তে বিস্মারিতং বিধে। ধৈর্য্যে জগদিদং ব্রহ্মন্, সমস্তং চতুরানন। কথং ক্ষুদ্রেণ কামেন, তত্তে বিঘটিতং বিধে।" ইত্যাদিরূপ বাক্য-কথনাবসরে হাস, উপহাস, বিহাস ও তৎসহ পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ-প্রদান-লক্ষণ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন।

এইরূপ কোনকল্পে অতিসিদ্ধ মহাযোগী ব্রহ্মা, শস্ত্র-পরীক্ষার্থ সম্ভূত-কামদেব-কর্ত্তৃক মনে মনে মন্ত্রণালোচনান্তে মন্ত্র-পূতদুর্নিবার্য্য-পুষ্পময়-বাণ-পঞ্চক-দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হওয়ায়, মূর্চ্ছিত, তথা হতচেতন হইয়া, মূর্চ্ছাপগমে চেতনা-লাভ-পূর্ব্বক যখন অগ্রে অবস্থিতা অতিরূপিণী নব-যৌবন-শোভনা-ষোড়শী-কন্যা-সন্ধ্যাকে অবলোকন করিলেন, তৎক্ষণাৎ মনে মনে তাঁহাকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিয়া, গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, সন্ধ্যাদেবী ভীতি-বিহ্বল-হৃদয়ে পলায়ন-পরায়ণা হইয়া, তপস্বি-প্রবর-ভ্রাতৃগণের আশ্রয়-গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু কাম-মূর্চ্ছিত-ব্রহ্মা হিতাহিতবিবেচনা না করিয়া, বেগে কন্যকা-সমীপে গমন-পূর্ব্বক সন্ধ্যাকে সম্ভোগার্থ আক্রমণ করিতে সমুদ্যত হইলে, পূর্ব্ব-কথিত-মরীচি অত্রি-প্রভৃতি-মহর্ষিগণের মুখ-বিবর-বিনির্গত-নীতিসার-বচন-সাহায্যে বহুবিধ উপদেশপ্রদান-পূর্ব্বক হে দেব! আপনি তাঁহাকে তাদৃশ-কুৎসিত-কার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত করিয়াছেন।

তথা কোনকল্পে উক্তরূপ অন্যায়-সঙ্গতকার্য্যে ব্রহ্মাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, আপনি পূর্ব্বোক্ত-মুনি-মহর্ষি-মুখোদ্গত-বিবিধ-বচনে তাঁহাকে যে সদুপদেশ দান করিয়াছিলেন, সেই উপদেশ-বচন-শ্রবণে নিতান্ত-লজ্জিতান্তঃকরণে প্রজাপতি প্রাণত্যাগে বাধ্য হইলে, পিতাকে বিনষ্ট, বা মৃত দেখিয়া, সন্ধ্যাদেবীও যখন শরীর-ত্যাগ করিলেন, হে দেববর! তৎকালে আপনিই না "মৃতং, তাতং, মৃতাং ভগ্নীং দৃষ্ট্বা",

শোক-বিলাপ-পরায়ণ পূর্ব্বোক্ত-মুনিগণের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুদেবকে আনয়ন করাইয়া, তৎকর্ত্তৃক মৃত-ব্রহ্মা ও সন্ধ্যাকে কৃপা-পরবশতা-প্রযুক্ত পুনর্জ্জীবিতা করিয়াছিলেন ? এইরূপ হে শশাঙ্কশেখর ! অপর কোন কল্পে উক্তরূপ অকার্য্য-পরায়ণ-ব্রহ্মাকে তাদৃশ অকার্য্য হইতে বিনিবৃত্ত করিবার জন্য পূর্ব্ব-কথিত-মুনিনিচয়, তথা শ্রীবিষ্ণুদেবের দ্বারা বিবিধ উপদেশদান করাইয়াও, যখন আপনি দেখিলেন যে, প্রজানাথ-ব্রহ্মা ঐ সকল উপদেশ-বাক্যে কর্ণপাত করিতেছেন না, প্রত্যুত সন্ধ্যাকে সঙ্গমার্থে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং প্রজানাথ-পিতাকে সম্ভোগাভিপ্রায়ে আক্রমণে সমুদ্যত দেখিয়া, অতিলাবণ্যবতী-সতীসত্তমা সন্ধ্যা সুরতাভি-লাষী পিতার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি-লাভার্থ মৃগী-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক পলায়নে প্রবৃত্তা হইলে, ব্রহ্মাও মৃগ-রূপ-ধারণ-পুরঃসর রোহিদ্‌ভূতা সন্ধ্যার পশ্চাৎ পশ্চাদ্ ধাবিত হইতেছেন, হে পরমেশ্বর ! তৎকালেই না আপনি কন্যাগমনাভিলাষী প্রজানাথকে নিহত করিবার জন্য স্বীয়-পাণি-পঙ্কজে পিনাক-ধনুর্ধারণ করিয়াছিলেন ?

হে সর্ব্ব-দেব-শিরোমণে ! এইরূপে আপনি ধনুষ্পাণি, বা ধৃত-পিনাকাবস্থায় অবস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়াই না গন্ধর্ব্বরাজ-পুষ্পদন্ত ভবদীয়-মাহাত্ম্যস্তবনে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনা-কর্ত্তৃক মৃগরূপী ব্রহ্মার বধ-প্রদর্শন-পূর্ব্বক "তে তব পরমেশ্বস্য ধনুষ্পাণের্ধৃত-পিনাকস্য মৃগব্যাধ-রভসঃ অমুং প্রজানাথং অদ্যাপি ন ত্যজতি", এইবাক্য বলিয়া আপনার শ্রীমাহাত্ম্যের স্তুতি করিবার অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? "মৃগান্ বিধ্যতীতি মৃগব্যাধো লুব্ধকঃ, তস্যেব রভস উৎসাহাতিরেকো মৃগব্যাধরভসঃ কর্ত্তা" অর্থাৎ আখেটী মৃগয়া-বিহারী মৃগবধকারী লুব্ধক ব্যাধ আখেটাভিপ্রায়ে বন-বনান্তরে বিচরণ করিতে করিতে, লক্ষ্য-শরব্যভূত কোন মৃগের পশ্চাদনুসরণাবসরে উৎসাহাতিরেক, উদ্যম, উদ্‌যোগ, বা অধ্যবসায়ের আধিক্য--প্রাধান্য-প্রাচুর্য্যলক্ষণ-রভস-বশতঃ যাবৎ মৃগ-বেধ, বা বধে সমর্থ না হইতেছে, তাবৎ প্রতিনিবৃত্ত, বা প্রত্যা-বৃত্ত না হইয়া, যেমন অতিমাত্র-প্রযত্ন-সহকারে কেবল-মাত্র বেদ্ধব্য-মৃগেরই পশ্চাৎ পশ্চাদ্ ধাবিত হইতে থাকে, হে দেব ! সেইরূপ

মৃগ-ব্যাধ-চরিতানুকরণে উৎসাহাতিশয়-সহকারে সমারোপিত, সঞ্চারিত, বা সংক্রামিত-তাদৃশ-বেগ-সম্পন্ন-মৃগব্যাধ-রভস-স্থানীয়-কর্ত্তৃভূত আপনার পিনাক-ধনু-র্নির্ম্মুক্ত-শর যে অদ্যাপি সম্প্রতিতন বর্ত্তমানকালেও এই প্রজানাথ কন্যাগমনাভিলাষী ব্রহ্মাকে পরিত্যাগ করিতেছে না, পক্ষান্তরে আপনা-কর্ত্তৃক-পরিত্যক্ত সেই শর যে আর্দ্রা-নক্ষত্ররূপে পরিণত হইয়া, অতীব-দুষ্কৃতকারী ব্রহ্মার পশ্চাদ্ভাগেই অবস্থিতি করিতেছে, তাহা পুরাণ-প্রসিদ্ধি অনুসারে বিস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে।

মৃগব্যাধগণ মৃগানুসরণকালে যেমন রভসাতিরেক, বা অধিকতর উৎসাহ আহরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ অর্থাৎ উৎসাহাতিরেক-সম্পন্ন-ব্যাধের ন্যায় হে ব্যাধরূপধর! প্রভো! শ্রীশঙ্করদেব! আপনি রভস, বা উৎসাহাতিরেকোপলক্ষিতাতীব-বেগ-সম্পন্ন করিয়া, যে শর আকর্ণ-পূর্ণ-কৃষ্ট-পিনাক-ধনু-র্গুণে আরোপিত করিয়াছিলেন, পশ্চাৎ আপনার ধনুর্গুণ-নির্ম্মুক্ত সেই সপত্র-শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়া, ভূতলে পতিত মৃগরূপী প্রজানাথ দেহত্যাগাভিপ্রায়ে মৃত-কল্প-মৃগ-শরীর হইতে মহা-প্রভ-সুমহজ্জ্যোতীরূপে সহসা সমুত্থিত ও আকাশে মৃগশিরো-নক্ষত্রাকারে পরিণত হইলেও, আপনার শর কিন্তু "পুত্রীগমনসাদরং পুত্রী-গমনলক্ষণনিষিদ্ধকৃত্যনিরতং অমুং প্রজানাথং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনং দিবং স্বর্গং নক্ষত্রলোকং যাতং গতং প্রাপ্তমপি নক্ষত্র-নিকর-মধ্যে মৃগ-শিরোরূপেণ পরিণতমপি ন ত্যজতি।"

কিঞ্চ, হে দেব! প্রজানাথকে পরিত্যাগের কথা দূরে থাকুক, ভবদীয়-বাণ-বিক্ষতমৃগ-শরীর হইতে প্রজানাথ সহসা জ্যোতীরূপে সমুত্থিত হইয়া, নক্ষত্র-মধ্যে মৃগ-শিরোরূপে পরিণত হওয়ায়, আপনার শরও তৎক্ষণাৎ মৃগ-শরীর হইতে উত্থিত হইয়া, আর্দ্রা-নক্ষত্ররূপে পরিণাম-প্রাপ্তির অনন্তর সপত্রাকৃত অর্থাৎ ইতঃপূর্ব্বে মৃগরূপী প্রজানাথের শরীরে পত্রসহ শর-প্রবেশ করাইয়া, আপনি তাঁহাকে অতিতরাং ব্যথা-প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া, আপনা-কর্ত্তৃক নীত-ব্যথ-প্রাপিত-দুঃখ অত-এব নিজ আত্মাকে অধুনাপি "তাদৃশমিব" অর্থাৎ সপত্রাকৃত-নীতব্যথ-প্রাপিত-দুঃখপ্রায়-মন্যমান-প্রজাপতি-সমীপে গমন-পূর্ব্বক তদবস্থ

সপত্রাকৃত অতএব অতিভীত-প্রজানাথকে "ইদানীমপি ধনুষ্পাণিমেব ত্বাং সর্ব্বদা দর্শয়তি", সম্প্রতিতনকালেও আপনাকে ধনুষ্পাণি-স্বরূপেই সর্ব্বদা দর্শন করাইতেছে। অতএব শাস্ত্রও বলিতেছেন যে, "অধুনাপি মৃগব্যাধরূপেণ ত্রিপুরান্তকঃ। অম্বরে দৃশ্যতে স্পষ্টং, মৃগশীর্ষান্তিকে দ্বিজাঃ।" অপিচ, এখানে নক্ষত্র-লোকে নক্ষত্র-নিকর-মধ্যে মৃগশিরোনক্ষত্ররূপে পরিণত-ব্রহ্মার পশ্চাদ্ভাগে আর্দ্রা-নক্ষত্ররূপে পরিণত শ্রীশঙ্করশরের সন্নিধান-মাত্রই অবগত হইতে হইবে; কিন্তু তাড়ন নহে।

অথবা পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধি অনুসারে ক্ষিতিতলে ঋষ্য-শরীরে প্রজানাথ শ্রীশঙ্করদেবের আকর্ণপূর্ণ-কৃষ্ট-পিনাক-ধনুর্গুণ-নির্ম্মুক্ত-শর-দ্বারা তাড়িত হইয়াছিলেন, জানিতে হইবে এবং শ্রীশঙ্করদেবের মৃগয়া-তাড়ন-কারণ-নিষিদ্ধ-কৃত্যাচরণ-দর্শন-জনিত যে ক্রোধোৎসাহ শ্রীরুদ্রদেবের সেই বিশিষ্ট-ক্রোধোৎসাহই যে আর্দ্রা-নক্ষত্ররূপে পরিণত হইয়া, মৃগশিরো-নক্ষত্রাকারে পরিণত-ব্রহ্মার পশ্চাদ্ভাগে সন্নিহিতভাবে অবস্থিত হইয়াছিল, তাহাও শ্লিষ্টতররূপে অবশ্য অবগন্তব্য হইতেছে। অতএব বোধকরি, এখানে "সপত্রাকৃতং ত্রসন্তং বিভ্যতং পুত্রী-গমন-সাদরং নিষিদ্ধ-কৃত্য-নিরতং প্রজানাথং পরমেষ্ঠিনং ব্রহ্মাণং অদ্যাপি ন ত্যজতি, ইদানীমপি ধনুষ্পাণিমেব ত্বাং সর্ব্বদা দর্শয়তি," ইত্যাদিরূপ ব্যাখ্যান অনুচিত হইবে না।

অথবা "আর্দ্রানক্ষত্ররূপী সন্, হরোঽপ্যনুজাগাম তম্। পীড়য়ন্ মৃগশীর্ষাখ্যং, নক্ষত্রং ব্রহ্মরূপিণম্।" এই শাস্ত্র-বচনানুসারে এরূপও বলা যাইতে পারে যে, কল্পান্তরাভিপ্রায়ে শ্রীশঙ্করদেবের পিনাক-ধনু-র্গুণ-নির্ম্মুক্ত শর ও শ্রীমহারুদ্রদেব-প্রেরিত-ক্রোধোৎসাহ-বিশেষের ন্যায় স্বয়ং শ্রীশঙ্করদেবই আর্দ্রানক্ষত্ররূপ-ধারণ করিয়া, ব্রহ্মরূপী মৃগশীর্ষাখ্য নক্ষত্রকে পীড়া-প্রদান করিতে করিতে, নক্ষত্রলোক-পর্য্যন্ত মৃগশীর্ষা নক্ষত্র-রূপী ব্রহ্মার অনুগমন করিয়াছিলেন এবং আর্দ্রানক্ষত্ররূপে মৃগশীর্ষার পশ্চাদ্ভাগে অদ্যাপি আকাশে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রজানাথের প্রতি এবম্বিধ-দণ্ডবিধানের কারণ-কীর্ত্তন-কল্পে যদিচ আমি ইতিহাসগ্রন্থে

অনেকবিধ-প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছি সত্য ; তথাপি এখানে কেবল-মাত্র শ্লোক-ব্যাখ্যান-গ্রন্থ-পাঠার্থিগণের সুবিধার জন্য প্রজাপতির এতাদৃশ দণ্ডার্হতাসমর্থনাভিপ্রায়ে যদি আমি পুনরপি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তের অবতারণা করি, তবে বোধকরি, তাহা অনুচিত, বা অসঙ্গতরূপে প্রতিভাত হইবে না।

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

"স্বাং আত্মীয়াং দুহিতরং পুত্রীং রোহিদ্ভূতাং লজ্জয়া মৃগীভূতাং ঋষ্যস্য মৃগস্য বপুষা শরীরেণ রিরময়িষুং রময়িতুমিচ্ছুং" এইরূপ ব্যাখ্যানাংশের তাৎপর্য্য এই যে, প্রজানাথ-ব্রহ্মা নিজমানস-পুত্র-মন্মথ-দেব-কর্ত্তৃক স্বীয়-শস্ত্র-পরীক্ষার্থ কৌসুম-কোদণ্ড-সংসক্ত-ভ্রমরাত্মিকা শিঞ্জিনী হইতে নির্ম্মুক্ত-পুষ্পময়-শর-পঞ্চক-সাহায্যে হৃদয়ে বিদ্ধ কাম-বাণ-প্রপীড়িত হইয়া, মন্মথোন্মথিত-মানসে জাতেন্দ্রিয়-বিকারাবস্থায় নিসর্গ-চারু-নীল-কচ-ভার-রাজিতা, প্রফুল্ল-নীল-নলিন-শ্যামল-লীলা-বিলাস-বিললিত-লোল-লোচন-যুগল-শোভনা, ভ্রূ-মধ্যাধোনিম্ন-ভাগ হইতে আয়ত-প্রাংশু-নাসিকা, শোণ-পদ্মাভ-পূর্ণ-চন্দ্র-সম-প্রভ-পক্ক-বিম্বাধরোষ্ঠগতারুণ-কান্তি-যোগযুক্তনিরতিশয়-সুন্দরদর্শন-রাগি-জন-মনোহর-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যৌ-দার্য্য-গাম্ভীর্য্য-সৌকুমার্য্য-প্রভৃতি-গুণ-সমূহসংপূর্ণ-লাবণ্য-লীলা-বিলাস-বিম-ণ্ডিত-বদন-বিম্ব-বিরাজিতা, রাজীব-কুট্মলাকার-পীনোত্তুঙ্গনিরন্তর-চিবুক-সংস্পর্শন-সমুন্নতশ্যাম-চুচুক-শোভিত-কুচ-যুগলে রমণীয়তরা, স্থলাম্বুজারুণ-সৎ-পার্ষ্ণি-রাজিতকুসুমশর-শরনিকরসদৃশাঙ্গুলীদল-সঙ্কীর্ণ-পাদপদ্ম-যুগলে শোভমানা, তনু-রোমাবলী-বৃতা, চারুদর্শনা, দীর্ঘ-নয়না, সস্বেদ-বদনা, চারুহাসিনী, মানসী, ষোড়শী, অতিরূপিণী, মুনি-মানস-মোহিনী, আত্ম-দুহিতা, কমনীয়কলেবরা, কন্যা-সন্ধ্যাদেবীকে কাম-বিকৃত লোচনে দর্শন করিয়াই, কাম-ব্যাকুলান্তঃকরণে কালত্রয়ে লোকত্রয়ে সুদুর্ল্লভতরা-সম্পূর্ণ-গুণশালিনী সেই স্বীয়-মনোজাতা কন্দর্প-শর-বিদ্ধা ভাবযুতা কামরূপিণী-তনয়া সন্ধ্যাদেবীকে সঙ্গমার্থে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন।

কিন্তু, সেই বরাঙ্গনাসন্ধ্যা পিতা হইয়া, কমলাসনদেব যখন আমাকে সঙ্গমার্থে গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন এখানে আমার অবস্থিতি কদাপি সমুচিতা হইবে না, এইরূপ ভাবিয়া,

নিরতিশয়-লজ্জাবশতঃ মৃগীরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক পলায়নপরায়ণা হইলে, প্রজানাথ-ব্রহ্মাও এই লাবণ্যবতী-সন্ধ্যা-নাম্নী মদীয়া-দুহিতা লজ্জাধিক্য-নিবন্ধন যখন মৃগীরূপই ধারণ করিল, তখন আমিও মৃগরূপ-ধারণ-পুরঃসর এই বরবর্ণিনীকে ভজন করিব, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির আশ্রয়ে অবস্থিত হইয়া, মৃগ-শরীর ধারণান্তে রোহিদ্ভূতা লজ্জা-নিবন্ধন মৃগীভূতা স্বতনয়া-সন্ধ্যাকে ঋষ্য, বা মৃগের শরীর-সাহায্যে রমণ করাইতে অভিলাষী হইয়া, ধাবমানা-সন্ধ্যাদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাদ্ ধাবন করিতে করিতে, প্রসভ, বলাৎকার, বা হঠ-সাহায্যে সন্ধ্যাদেবীর সম্ভোগাভিলাষ, বা সৌরত-সুখানুভবস্পৃহা না থাকিলেও, তাঁহাকে রমণ করাইতে ইচ্ছা করিয়া, তাঁহার সমীপে গত, বা রত্যর্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়াই না তাঁহার এতাদৃশদণ্ডার্হতা সুসমর্থিতা হইতেছে?

পরম-বশি-প্রবর-প্রজানাথ ব্রহ্মার এতাদৃশরূপে স্বীয়মর্য্যাদাতিক্রমে কারণ-কথন-পূর্ব্বক পুনরপি পৃথগ্‌ভাবে বিশেষণান্তর-বিশিষ্ট করিয়া, অতীব অপরাধি-স্বরূপে তাঁহাকে অশেষ-ভুবনেশ্বর ত্রিভুবন-মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী শ্রীশঙ্করদেবের, সর্ব্বশাস্তা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের দৃষ্টি-পথ লক্ষণ-বিচারালয়ে উপস্থাপিত করিতে হইলে, অবশ্যই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, অভিক অর্থাৎ কামুক হইয়া, কামাভিভূত-হৃদয়ে প্রজানাথব্রহ্মা নিজ-মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক স্বীয়-দুহিতা তনয়া লজ্জাবশতঃ রোহিদ্ভূতা-মৃগীভূতা সন্ধ্যাদেবীকে মৃগশরীরে রমণ করাইতে ইচ্ছা করিয়া, রত্যর্থে স্বীয়-রমণৌৎসুক্য-নিবৃত্তির জন্য তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই, সর্ব্বশাস্তা শ্রীশঙ্করদেব প্রজানাথ-ব্রহ্মার প্রতি প্রাণ-বিয়োগ-ফলক এতাদৃশ-গুরুতর-দণ্ডের প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

"এবং হি পুরাণেষু প্রসিদ্ধম্‌", যথা—ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে স্বীয়-দুহিতা-সন্ধ্যাদেবীকে অতিরূপিণী অবলোকন করিয়া, কামপরবশ-হৃদয়ে উপ-গমনার্থ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাদেবী আকারে ইঙ্গিতে ব্রহ্মার হৃদয়গত অভিপ্রায় অবগতা হইয়া, পিতা হইয়া, ইনি সম্ভোগার্থ আমাকে যখন আক্রমণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখন আমারও শরীরান্তরাবরণ-সাহায্যে আত্ম-মর্য্যাদা-

রক্ষণার্থ যত্নবতী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, সন্ধ্যাদেবী অত্যন্ত-লজ্জাবশতঃ তৎক্ষণাৎ মৃগীরূপ ধারণ করিলেন।

অনন্তর সন্ধ্যাদেবীকে মৃগী-রূপ-ধারণ করিতে দেখিয়া, ব্রহ্মাও মৃগ-রূপ ধারণ-পূর্ব্বক সন্ধ্যাদেবীর পশ্চাৎ পশ্চাদ্ ধাবমান হইলেন। এদিকে গগন-গাত্র-গত ত্রিজগন্নিয়ন্তা শ্রীমন্মহাদেব তাঁহাদের এই ব্যাপার নিজ-চন্দ্রার্ক-বৈশ্বানর-লোচন-ত্রিতয়-সাহায্যে স্বয়ং অবলোকন করিয়া, এই প্রজানাথ-ব্রহ্মা বেদবক্তা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়াও, যখন এতাদৃশ-জুগুপ্সিত-কার্য্য করিতেছেন, তখন এবম্বিধ সুমহান্ অপরাধে অপরাধী এই প্রজা-নাথ অবশ্য মৎকর্ত্তৃক গুরুতর-দণ্ডে দণ্ডনীয়, এইরূপ স্থিরনিশ্চয় করিয়া, পিনাক-কোদণ্ড কর্ণান্ত আকর্ষণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মার প্রতি সপত্র-শর-প্রক্ষেপ করিলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেবের শরাঘাতে সমাহত-ব্রহ্মা শ্রীশঙ্কর-শর-জর্জ্জরিত-মৃগ-শরীরে অবস্থিতি অসম্ভব জানিয়া, ব্রীড়িত-লজ্জিতান্তঃ-করণে অন্তরীক্ষতলে মৃগশিরো-নক্ষত্ররূপে পরিণত হইলেন। অতএব শ্রীরুদ্রদেবের সপত্র-শরও আর্দ্রা-নক্ষত্ররূপে পরিণত হইয়া, গগন-গাত্রে মৃগশিরোনক্ষত্ররূপী ব্রহ্মার পশ্চাদ্ভাগে অদ্যাপি ব্যবস্থিত রহিয়াছে। "তথাচ-পুষ্পদন্তাচার্য্যেণ আর্দ্রা-মৃগশিরসোঃ সর্ব্বদা সন্নিহিতত্বাদদ্যাপি ন ত্যজতীত্যুক্তম্।" ইত্যলং অত্যধিক-প্রপঞ্চনেনেতি শম্। সাম্ব-শ্রীসদাশিব-শ্রীচরণারবিন্দয়োঃ সমর্পিতমস্তু॥

ইতি সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইতি শ্রীশাণ্ডিল্য-গোত্রজ-শ্রীমদ্দুর্গাদাস-দুগ্ধাব্ধি-কৌস্তুভ-শ্রীশিব সাযুজ্য সম্পন্ন-

শ্রীমদঘোরনাথ-স্বামি-মহোদয়-সূনু-ব্রহ্মচারি-

শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-বিরচিত-

দণ্ডবিধান-খণ্ড সমাপ্ত।